

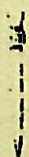
শাস্ত্রগ্রন্থশ্রেণী

১/২  
দ্বান্মন্য-উন্নয়ন



বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির







বসুমতী শাস্ত্রগ্রন্থ

1/2

# ছান্দোগ্য উপনিষদ্

সামবেদের—তাণ্ড্য শাখার—  
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্গত

শিবাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য ও  
ভাষ্যানুবাদ সহ

শ্রুতি-অনুবাদক—প্রবিশ্ব-সম্পাদক—  
কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীনন্দিনীনাথ রায়

শঙ্করভাষ্য-অনুবাদক—

পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ

ইহ শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদক—সম্পাদক—প্রচারক—মূলভ সংসাহিত্য-প্রচারক

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতী-বৈজ্ঞানিক রোটারী যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ]



# ब्रह्मसूत्र

— ब्रह्मसूत्र —  
तत्त्वतः सत्यं सत्यं सत्यं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ब्रह्मसूत्रम्

— ब्रह्मसूत्रम् —  
तत्त्वतः सत्यं सत्यं सत्यं

— ब्रह्मसूत्रम् —  
तत्त्वतः सत्यं सत्यं सत्यं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ब्रह्मसूत्रम्  
तत्त्वतः सत्यं सत्यं सत्यं

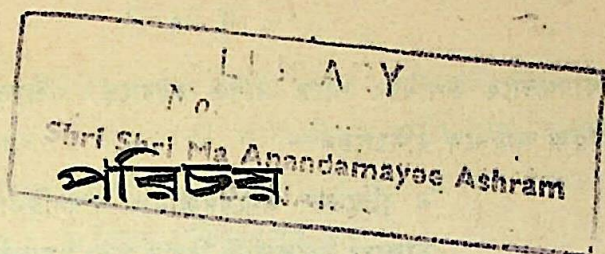
ब्रह्मसूत्रम्

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
ब्रह्मसूत्रम्

ब्रह्मसूत्रम्

ब्रह्मसूत्रम्





ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদোক্ত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা সামবেদীয় কৌথুমীশাখার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না।

“উপনিষদতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মাত্মভাবোহনয়া” এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপনিষৎশব্দে ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থকে বুঝায়। এই গ্রন্থে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে ব্রহ্মাত্মিক্য জ্ঞান লাভ হয়। “হৃদঃ সামবেদং গায়তি ইতি ছন্দোগঃ সামবেদাধ্যায়ী বিপ্রাদিঃ” ছন্দোগ শব্দের অর্থ সামবেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণাদিবর্ণ-ত্রয়, এই ছন্দোগদিগের মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক শাস্ত্রবিশেষকে ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলে।

সুগভীর ও আধ্যাত্মিক ভাবযুক্ত এই উপনিষৎখানি বিদ্বজ্জনগণের নিকট বিশেষরূপ সমাদৃত। ইহার ভাষা যেমন সরল, তেমনই শ্রুতিমধুর, ইহার সমাবেশের সুশৃঙ্খলতা, অনন্তসাধারণ উপদেশপরিপাট্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুমানুষেরই চিত্তকে বিমুগ্ধ ও সমাকৃষ্ট করে। সর্বসাধারণের অনুর্ভূত কৰ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মুমুক্শুদিগের একান্ত কাম্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় পর্যন্ত অতি সরলভাষায় সুনিপুণভাবে উপদিষ্ট হওয়ায় এই উপনিষৎ চতুরাশ্রমীর পক্ষেই বিশেষ উপযোগী।

উপনিষৎ-সমূহের মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে—সুত্বপদেশের দ্বারা বিষয়াসক্ত মানবদিগকে ব্রহ্মাভিমুখী করা, ভোগ পরিণামবিরস, ত্যাগ আপাততঃ বিরস হইলেও পরিণামে যে সুখপ্রদ, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া, মানবগণ যাহাতে ভোগবিমুখ হয়, তত্বপযোগী উপদেশ দেওয়াই উপনিষদ্বিত্তার উদ্দেশ্য। তবে ভোগবিমুখ হইতে হইলে যে, সকলকে সংসার ত্যাগ করিয়া একেবারে বনবাসী হইতে হইবে, ইহাও উপনিষৎ বলেন নাই, গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও অনাসক্ত-ভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও মোক্ষলাভ করা যায়, ইহাই বলিয়াছেন। জ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা কৰ্ম্ম হীন হইলেও কৰ্ম্মের হীনতা প্রচার করিয়া কৰ্ম্মাসক্ত মানবগণকে কৰ্ম্মে বিমুগ্ধ করিবার কোন প্রয়াসও করেন নাই; পরন্তু বৈধ কৰ্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই যে ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কি ভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য, এ সমস্ত বিষয়ের উপদেশ ও



যথাযথভাবে উপনিষৎ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—

“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্মসঙ্গিনাম্।

যোজয়েৎ সৰ্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥”

কৰ্ম্মাসক্ত অস্ত্রব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করা কর্তব্য নহে, অর্থাৎ কৰ্ম্মসকল নিষ্কল ইত্যাদি বলিয়া তাহাদিগকে কৰ্ম্মবিমুখ করা উচিত নহে। বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ং অবহিতভাবে কৰ্ম্মাচরণ করিয়া তাহাদিগকে কৰ্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন, অর্থাৎ কি ভাবে কৰ্ম্ম করা কর্তব্য, নিজে করিয়া তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। এই জ্ঞানই উপনিষৎ প্রথমেই কৰ্ম্মাজ্ঞ উদ্গীথ বিদ্বাকে অবলম্বন করিয়া উপাসনাবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে—যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা বেদবিহিত হওয়াই কর্তব্য, কারণ, বেদবিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানই অভীষ্ট লোক প্রদানে সমর্থ হয়। তবে কৰ্ম্মফল যতই আনন্দপ্রদ হউক না কেন, যতই দীর্ঘকালস্থায়ী হউক না কেন, ঐ আনন্দ চিরস্থায়ী হয় না, ভোগকাল শেষ হইলেই কৰ্ম্মীর পুনরায়ত্তি অবশ্যস্তাবী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বৰ্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি”

সেই কৰ্ম্মিগণ দীর্ঘকাল স্বৰ্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ বা প্রত্যাবর্তন করে; সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু কৰ্ম্মফল আপাত-মনোহর হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রদই হয়, কাজেই কোন বিবেকী ব্যক্তিই উক্তরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠানে সন্তোষলাভ করিতে পারেন না, যাহার অনুষ্ঠানে চিত্ত ক্রমশঃ ব্রহ্মাভি-মুখীন হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই একমাত্র অনুষ্ঠেয়। সে অনুষ্ঠান জ্ঞানের অনুশীলন। অনাসক্তভাবে কৰ্ম্ম করিতে করিতে “জাগ্রৎ-স্বপ্নশুপ্তাবস্থাস্থ মনসা বাচা কৰ্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিখা যৎ স্মৃতং যৎ কৃতং, তৎ সৰ্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং নারায়ণায় সমৰ্পয়ামি স্বাহা” এই ভাবে ভাবিত হইয়া সমস্ত কৰ্ম্মফল ভগবচ্চরণে সমৰ্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞানোদ্রেক হয়; এই নিমিত্তই ছান্দোগ্য উপনিষৎ স্বভাবতই কৰ্ম্মাসক্ত মানবগণকে ব্রহ্মাভিমুখ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই কৰ্ম্মাজ্ঞভূত উদ্গীথ উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

“তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি, নাত্তঃ পস্থা বিদ্বতেহয়নায়।”

মানবগণ সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ



হয়, তদ্ব্যতীত মুক্তিলাভের দ্বিতীয় পথ বা উপায় নাই। এই জন্মই কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন; একেবারেই জ্ঞানানুশীলন অতীব দুরূহ ব্যাপার, কর্ম ব্যতীত চিন্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন কষ্টসাধ্য, অতএব কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই অনুশীলন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন—

“বিদ্যাধীবিদ্যাঞ্চ যন্তদবেদোভয়ং স হ।

অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যায়াহমৃতমশ্নুতে ॥”

যিনি বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম) উভয়কেই জানেন অর্থাৎ উভয়েরই অনুশীলন করেন, তিনি অবিদ্যা বা কর্ম দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা অমৃত বা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।

এই গ্রন্থে প্রথমতঃ উদগীথের প্রথমাক্ষর ‘ওঙ্কার’কে অবলম্বন করিয়া উপাসনার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে ‘হিঙ্কার’ ‘প্রস্তাব’ ‘গায়ত্রী’ ‘প্রাণ’ ইত্যাদির উপাসনাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাসনাবিধানের উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে—কর্মান্তরিত উপাসনার ফলে চিন্তের চাক্ষু্য দূর হয় ও চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তাহার ফলে উপাস্ত্রের প্রতি অখণ্ড মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্যও লাভ হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইলে তাহা আয়ত্ত করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, অল্প চেষ্টাতেই উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। এই জন্মই উপনিষদ্ প্রথম হইতে পঞ্চম প্রপাঠক পর্য্যন্ত উপাসনাবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া ষষ্ঠ প্রপাঠক হইতে গ্রন্থের প্রতিপাত্ত ব্রহ্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। এই উপনিষদের সন্নিবেশ-পরিপাট্য, উপদেশের মহার্হতা ও আখ্যায়িকাসমূহের বর্ণনামাধুর্য্য ইহাকে অতিমহান্ গোঁরবের আসনে স্থান প্রদান করিয়াছে। এ স্থানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, শাক্তরভাষ্যের ত্রায় অমূল্য ও সর্ব্বাক্ষসুন্দর ভাষ্যগ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত ইহার অধ্যাত্মতত্ত্বের রহস্তোদ্ঘাটন একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই ছান্দোগ্য উপনিষদকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ও ইহার “একমেবা দ্বিতীয়ম্” “তৎ ত্বমসি” “স আত্মা” “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” “ভজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত” ইত্যাদি অনবচ্ছিন্ন ও অমূল্য প্রমাণের বলেই পূজ্যপাদ শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাক্তরভাষ্যসহ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ইহার কোন রহস্যই জটিল বলিয়া মনে হয় না, সমস্তই সুখবোধ্য হয়। বিশেষতঃ ইহার মূল ও ভাষ্যের যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহার সাহায্যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও অনায়াসেই ইহার মর্ম্মার্থ



ও ব্রহ্মবিচার নিগূঢ়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। ভাষ্যের অনুবাদকে যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্ত আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ভাষ্যানুবাদবিষয়ে আমরা “সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ” এইরূপ নিখিলেও অধিকাংশ স্থলেই সম্পূর্ণভাষ্যেরই অনুবাদ করিয়াছি, খুব অল্পসংখ্যক ভাষ্যেরই অনুবাদ যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র। যে যে স্থানে ব্যাকরণবিষয়ক কোনরূপ প্রস্তাব আছে, বা মূলের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল সেইরূপ স্থলেই অনুবাদ সংক্ষেপ করা হইয়াছে। অনুবাদ কোন স্থানে আক্ষরিক করা হইয়াছে, আবার যে স্থানে ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ করিলে বক্তব্য বিষয় বেশ পরিষ্কৃত হইবে না বলিয়া মনে হইয়াছে, সেরূপ স্থানে মূল ও ভাষ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভাষ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে আবার আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াও ( ) এই বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে ভাষ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের এরূপ করিবার কারণ, সর্বসাধারণেই যাহাতে উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় অনায়াসেই বা অল্লায়াসেই বুঝিতে সমর্থ হন ও বুঝিয়া উপদেশানুরূপ আচরণ করিয়া আত্মোন্নতিসাধনে প্রযত্নপর হন। এই গ্রন্থখানি যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ও সুখবোধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তবে মনুষ্যমাত্রই ভ্রমাধীন, অসর্বজ্ঞ, ভ্রম-প্রমাদ মনুষ্যের পদে পদেই হওয়া সম্ভব, আমরাও স্বল্পজ্ঞানী মনুষ্যমাত্র, সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজীও একেবারে ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে; কোন সুপ্রাচীন টীকাকার বলিয়াছেন—“মঠৌরসর্ববিহুঁরৈর্বিহিতে ক নাম গ্রন্থেহন্তি দোষবিরহঃ সূচির-স্তনেহপি ?” অসর্বজ্ঞ মনুষ্য কর্তৃক প্রণীত অতি সুপ্রাচীনও এমন কোন্ গ্রন্থ আছে, যাহা একেবারে দোষলেশবিবর্জিত? সুতরাং আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাবধানতাসত্ত্বেও ইহাতে দোষ ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে, তবে আমাদের একমাত্র আশা—

“হংসো হি ক্ষীরমাদন্তে তন্নিশ্রী বর্জয়ত্যপঃ”

“সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।

মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধু ইচ্ছন্তি ষট্পদাঃ ॥”

আমাদের কর্তৃক প্রকাশিত এই অনুবাদ পাঠ করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যদি কিঞ্চিন্নাত্রও আনন্দানুভব করেন, তাহা হইলেই আমাদের সকল শ্রম সফল মনে করিব—

“আপরিতোষাধিহ্বাং ন সাধু মত্তে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

বলবদপি শিক্তিতানামাত্মপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥”



পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থের প্রত্যেক প্রপাঠকের প্রত্যেক খণ্ডের প্রতিপাত্ত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

### প্রথম প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—উদ্গীথ উপাসনার বিধি, উদ্গীথের স্বরূপ ও প্রণবের প্রশংসা।

দ্বিতীয় খণ্ডে—উদ্গীথের আধ্যাত্মিকতা প্রদর্শন, দেবাসুরসংগ্রামবর্ণনা, দেব ও অসুরগণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, দেবগণ কর্তৃক নাসিকাদি প্রাণসমূহকে উদ্গীথরূপে উপাসনাকরণ, অসুরগণ কর্তৃক তাহাদের পাপবিন্ধ হওয়া ও তজ্জন্তু সেই প্রাণসমূহের দুর্গতি ভোগ। অনন্তর দেবগণ কর্তৃক মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনাকরণ, মুখ্য প্রাণ কর্তৃক অসুরগণের পরাজয় ও মুখ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন। অস্ত্রিা বৃহস্পতি ইত্যাদি ঋষিগণ কর্তৃক মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনাকরণ, উদ্গীথ উপাসনার ফল।

তৃতীয় খণ্ডে—উদ্গীথের আধিদৈবিকত্ব প্রদর্শন। উদ্গীথ মনে করিয়া সূর্য্য ব্যান বায়ু ইত্যাদির উপাসনার কর্তব্যতা, ব্যান বায়ুর কার্যনির্দেশ, উদ্গীথ এই শব্দের প্রত্যেক অক্ষরের অর্থপ্রদর্শন ও ঐ অর্থানুযায়ী উপাসনার ফল প্রদর্শন। কশ্মফলের উৎকর্ষসাধনা উপাসনা, সোমযাগের অঙ্গস্বরূপ মন্ত্র ও হন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে দৈবতচিন্তার উপদেশ।

চতুর্থ খণ্ডে—ওঙ্কারোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ, মৃত্যুভয়ে ভীত দেবগণ কর্তৃক বৈদিক কশ্মানুষ্ঠান, তাহাতেও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে না পারায় ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা উক্ত ভয় হইতে অব্যাহতি লাভ। মন্ত্রসমূহের হন্দ নাম হইবার কারণ প্রদর্শন। ওঙ্কারোপাসনার ফল প্রদর্শন।

পঞ্চম খণ্ডে—প্রকারান্তরে উদ্গীথোপাসনানির্দেশ। কোবীতকী ঋষি ও তাঁহার পুত্রের কথোপকথন, প্রণব ও উদ্গীথের একত্বনির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

ষষ্ঠ খণ্ডে—প্রকারান্তরে উদ্গীথোপাসনার বিবরণ, পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত-সমূহের ঋগ্বেদাদিস্বরূপত্বকথন, ঐরূপ উক্তির হেতুনির্দেশ। চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রাদিতে সামবেদাদি চিন্তার উপদেশ, আদিত্যের গুরু ও কৃষ্ণ আভার সামত্বকথন। আধিদৈবিক উপাসনার ফল।

সপ্তম খণ্ডে—আধ্যাত্মিক উপাসনা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বাক্, মুখ্যপ্রাণ, চক্ষুঃ, ছায়াত্মা ইত্যাদিতে ঋক্ সামাদি দৃষ্টিতে চিন্তা করার উপদেশ, ঈশ্বরোপাসকগণের যনবান্ হওয়ার বিবরণ, উপাসনার ফলকীৰ্ত্তন।



অষ্টম খণ্ডে—অন্য ভাবে উদ্গীথোপাসনা প্রসঙ্গে উদ্গীথাভিজ্ঞ শিলক, চৈকিতায়ন ও প্রবাহণ এই তিন জনের উদ্গীথবিজ্ঞাবিষয়ে আলোচনা, শিলক কর্তৃক চৈকিতায়নকে সামাদির গতিবিষয়ক প্রশ্ন ও চৈকিতায়ন কর্তৃক তাহার উত্তর প্রদান। চৈকিতায়ন কর্তৃক শিলককে সামাদির প্রতিষ্ঠাবিষয়ে প্রশ্ন, শিলক কর্তৃক তাহার উত্তর প্রদান।

নবম খণ্ডে—শিলক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রবাহণের পৃথিবী প্রভৃতি লোকের আশ্রয়বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে আকাশাখ্য ব্রহ্মের সর্বলোকাশ্রয়নির্দেশ। পরোবরীয়স্বাদিগুণসম্পন্ন পরমাত্মস্বরূপ উদ্গীথোপাসনার ফলনির্দেশ। শৌনক অতিথন্যনামক ঋষি কর্তৃক উদরশাঙিল্য নামক শিষ্যকে উপদেশদানের প্রসঙ্গ।

দশম খণ্ডে—উষন্তি নামক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার বালিকা স্ত্রীর আখ্যায়িকা, বজ্রাঘাতে কুরুদেশ দধ্ব ও তজ্জন্ম হৃভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ক্ষুধার্ত ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রী সমভিব্যাহারে ইভ্যগ্রামে গমন ও সেখানে কোন হস্তিপালকের (মাহত) উচ্ছিষ্ট পর্যুষিত মাষকলায় সিদ্ধ ভক্ষণ, তাহার উচ্ছিষ্ট জল পান করিতে অস্বীকৃতি, সমীপস্থ রাজার যজ্ঞভূমিতে গমন, সেই যজ্ঞস্থলে প্রস্তোতা (প্রস্তাবপাঠক), উদগাতা (উদ্গীথপাঠক) ও প্রতিহর্তার (প্রতিহারপাঠক) প্রতি প্রশ্ন, প্রস্তোতা প্রভৃতির উত্তরদানে অক্ষমতা ও তুষ্ণীভাবে অবস্থান।

একাদশ খণ্ডে—উক্ত রাজার সহিত উষন্তির কথোপকথন ও রাজা কর্তৃক ঋত্বিক পদে বরণ, উষন্তি প্রস্তোতা প্রভৃতিকে যে প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তর পান নাই, সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান; প্রস্তাব, উদ্গীথ ও প্রতিহারের অল্পগত দেবতাকে না জানিয়া প্রস্তাবাদি পাঠ করিলে তাহার অনিষ্টকর ফল প্রদর্শন।

দ্বাদশ খণ্ডে—শৌব উদ্গীথ অর্থাৎ কুকুররূপধারী ঋষিগণ কর্তৃক উদ্গীথ গান, বক ও গ্নাব নামে দুই জন ঋষি উদ্গীথ অধ্যয়নের নিমিত্ত নির্জন স্থানে গমন করিয়া সাম গান করিলে, তাঁহাদের সামগানে সন্তুষ্ট হইয়া অল্পগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন ঋষি শ্বেতবর্ণ কুকুরের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ও আরও কয়েক জন ঋষি ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুকুররূপ ধারণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে সমবেত হইয়া অন্নলাভের নিমিত্ত ‘হি’কার গান করিয়াছিলেন, বক ও গ্নাব কর্তৃক সেই হিঙ্কার গান শ্রবণ।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—রথন্তর নামক সামে প্রসিদ্ধ ‘হাউকার’ ‘হাইকার’ ইত্যাদি



[ ৯ ]

স্তোভনামক নামের উপাসনাবিধি বর্ণনা, পৃথিবী, বায়ু, চন্দ্র, হাউকার, হাইকার, অথকার ইত্যাদি স্তোভাকরসমূহের বিচার বা আরোপ পূর্বক উপাসনা, উক্তপ্রকার উপাসনার ফলনির্দেশ।

### দ্বিতীয় প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—সমস্ত নামের উপাসনার সাধুনির্দেশ, সাম ও অসাম শব্দের ব্যবহারিক অর্থ, নামের সাধুতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া উপাসনার ফল।

দ্বিতীয় খণ্ডে—পৃথিব্যাदि লোকদৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ নামের উপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। ছালোকাদিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ নামের উপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

তৃতীয় খণ্ডে—বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ নামের উপাসনা, পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ুতে হিঙ্কার, মেঘে প্রস্তাব ইত্যাদি দৃষ্টিতে সামোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। পঞ্চবিধ সামভক্তির নাম। উক্ত উপাসনার ফল।

চতুর্থ খণ্ডে—সর্ববিধ জলে পঞ্চবিধ নামের উপাসনা, মেঘাদিতে হিঙ্কারাদি দৃষ্ট করিবার উপদেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

পঞ্চম খণ্ডে—বসন্তাদি পঞ্চঋতুদৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ সামোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

ষষ্ঠ খণ্ডে—ছাগ-মেঘাদি পশুদৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ সামোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

সপ্তম খণ্ডে—পঞ্চবৃন্তিসম্পন্ন প্রাণ ও বাগাদি ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে পরোবরীর-স্বাদিশুণবিশিষ্ট হিঙ্কারাদি পঞ্চবিধ সামোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

অষ্টম খণ্ডে—সপ্তবিধ নামের উপাসনা, বাগদৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সপ্তবিধ সামোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

নবম খণ্ডে—আদিত্যদৃষ্টিতে সপ্তবিধ নামের উপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ, আদিত্যে সামবুদ্ধি স্থাপনের হেতুপ্রদর্শন। উক্ত উপাসনার ফল।

দশম খণ্ডে—সপ্তবিধ নামের মধ্যে মৃত্যুভয়নিবারক পরস্পর সমানাকর-বিশিষ্ট হিঙ্কারাদি সপ্তবিধ সামোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

একাদশ খণ্ডে—নামোল্লেক্ষ পূর্বক সপ্তবিধ নামের উপাসনা, মন, বাক্ ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সপ্তবিধ সামোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।



দ্বাদশ খণ্ডে—অগ্নিমহুনাদিতে ষড়্‌বিধ সামের উপাসনা, যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্ঞা-  
লনের নিমিত্ত কাষ্ঠবর্ষণাদিবিষয়ে হিষ্কারাদি ষড়্‌বিধ সামোপাসনার কর্তব্যতা-  
নির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—জী-পুরুষসংযোগবিষয়ে ষড়্‌বিধ সামের উপাসনা, জী-পুরুষে  
পরস্পর সঙ্গত হইবার বাসনায় পুরুষ কর্তৃক সঙ্কেতাদিবিষয়ে হিষ্কারাদি ষড়্‌বিধ  
সামোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

চতুর্দশ খণ্ডে—উদীয়মান সূর্য্য, উদিত সূর্য্য ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিষ্কারাদি সামো-  
পাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

পঞ্চদশ খণ্ডে—সজলমেঘের বিভিন্ন অবস্থায় হিষ্কারাদি সামোপাসনার  
কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

ষোড়শ খণ্ডে—প্রকারান্তরে বসন্তাদি পঞ্চ ঋতুতে হিষ্কারাদি সামোপাসনার  
কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

সপ্তদশ খণ্ডে—প্রকারান্তরে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিষ্কারাদি সামো-  
পাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

অষ্টাদশ খণ্ডে—প্রকারান্তরে ছাগ-মেবাদি পশুদৃষ্টিতে হিষ্কারাদি সামো-  
পাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

একোবিংশ খণ্ডে—যজ্ঞযজ্ঞীয় উপাসনাবিষয়ে লোম স্বক্ ইত্যাদি দৃষ্টিতে  
হিষ্কারাদি সামোপাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

বিংশ খণ্ডে—রাজনাথ্য সামবিষয়ে অগ্নি বায়ু ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিষ্কারাদি সামো-  
পাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

একবিংশ খণ্ডে—ত্রয়ীবিজ্ঞা (বেদবিজ্ঞা) ইত্যাদি দৃষ্টিতে হিষ্কারাদি সামো-  
পাসনার কর্তব্যতানির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

দ্বাবিংশ খণ্ডে—সামোপাসনাপ্রসঙ্গে উদ্‌গাতার সঙ্গীতবিজ্ঞাবিষয়ে উপদেশ ;  
স্বরভেদানুসারে বিশেষ বিশেষ দেবতাবিষয়ে ঐ সমস্ত সামের প্রয়োগবিষয়ে  
উপদেশ ; দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও পশুগণের নিমিত্ত সামগান করার  
উপদেশ ; স্বরবর্ণ, উন্নয়ন ও স্পর্শবর্ণবিষয়ক উপদেশ। উক্ত উপাসনার  
ফল।

ত্রয়োবিংশ খণ্ডে—যজ্ঞ অধ্যয়ন দান, তপস্তা ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম এই তিন প্রকার  
বর্ষদ্বন্দ্বনিরূপণ ; অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে যন্নিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, তাহার  
নিরূপণ। প্রজাপতির লোকাদিবিষয়ে তপস্তা ও তাহার ফলে ত্রয়ীবিজ্ঞা এবং  
ব্যাহতি প্রভৃতির আবির্ভাব বর্ণন।



চতুর্বিংশ খণ্ডে—যজ্ঞীয় প্রাতঃসবনাদির দেবতানির্দেশ। সামোপাসনা-প্রসঙ্গে ঙ্কারের অভিনন্দন, যজ্ঞাজভূত সাম হোমমন্ত্র ও উত্থানের উপদেশ, উক্তবিষয়ে যজ্ঞমানের জ্ঞানের আবশ্যকতানির্দেশ, অন্নষ্ঠানের ক্রম ও তাহার ফল।

### তৃতীয় প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—আদিত্যের উপাসনা-প্রসঙ্গে মধুবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ, আদিত্যকে দেবমধুরূপে ও ছালোক প্রভৃতিকে মধুচক্রেয় আধারাদিরূপে কল্পনা করার উপদেশ, আদিত্যরূপ দেবমধুর পূর্বদিকস্থ রশ্মিসমূহ মধুনাড়ী; ঋকমন্ত্রসমূহ মধুকর ইত্যাদি কথন; আদিত্যমণ্ডলস্থ লোহিত-বর্ণোৎপত্তির কারণনির্দেশ।

দ্বিতীয় খণ্ডে—আদিত্যরূপ দেবমধুর দক্ষিণদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ দক্ষিণদিকস্থ মধুবহা নাড়ী, যজুর্মন্ত্রসমূহ মধুকর, যজুর্বেদ পুষ্প ইত্যাদি কল্পনা করার উপদেশ, আদিত্যমণ্ডলস্থ গুরুবর্ণের স্বরূপনির্দেশ।

তৃতীয় খণ্ডে—আদিত্যরূপ দেবমধুর পশ্চিমদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ পশ্চিমদিকস্থিত মধুবহা নাড়ী, সামমন্ত্রসমূহ মধুকর, সামবেদ পুষ্প ইত্যাদি কল্পনা করার উপদেশ, আদিত্যমণ্ডলস্থ কৃষ্ণবর্ণের স্বরূপনির্দেশ।

চতুর্থ খণ্ডে—আদিত্যরূপ দেবমধুর উত্তরদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ উত্তর-দিকস্থিত মধুবহা নাড়ী, অথর্ব ও অঙ্গিরা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ মধুকর, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ পুষ্প ইত্যাদি কল্পনা করার উপদেশ, আদিত্যমণ্ডলস্থ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের স্বরূপনির্দেশ।

পঞ্চম খণ্ডে—আদিত্যরূপ দেবমধুর উর্দ্ধদেশস্থ রশ্মিসমূহ উর্দ্ধদেশস্থ মধুবহা নাড়ী, গুহ্য উপদেশসমূহ মধুকর, প্রণবই পুষ্প ইত্যাদি কল্পনা করার উপদেশ, আদিত্যমণ্ডলে যে চাঞ্চল্য ভাব অহুমিত হয় তাহার স্বরূপ-নির্দেশ। আদিত্যমণ্ডলস্থ লোহিতাদি বর্ণসমূহের অমৃত-স্বরূপত্ব বর্ণনা।

ষষ্ঠ খণ্ডে—অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা প্রাতঃসবনাধিপতি বসুগণ সূর্য্যমণ্ডলস্থ লোহিত-বর্ণস্বরূপ প্রথম অমৃত উপভোগ করেন, এবং দেবগণ পান ভোজন কিছুই করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন, সাধারণ ভাষায় যাহাকে 'দৃষ্টিভোগ' বলা যায়, এই সমস্ত বিষয় ও এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিষয়ের উল্লেখ। উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উপাসকের স্বাভাৱ্যভোক্তি।

সপ্তম খণ্ডে—রুদ্রগণ ইন্দ্রকে পুরোবর্তী করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ গুরুবর্ণস্বরূপ দ্বিতীয় অমৃত উপভোগ করেন, প্রকৃতপক্ষে দেবগণ পান ভোজন কিছুই



করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির রুদ্রমধ্যে গণনীয়তা ও এই উপাসকের স্বারাজ্যলাভোক্তি।

অষ্টম খণ্ডে—আদিত্যগণ বরুণকে পুরোবর্তী করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ কৃষ্ণবর্ণ-স্বরূপ তৃতীয় অমৃত উপভোগ করেন, প্রকৃতপক্ষে দেবগণ পান ভোজন কিছুই করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আদিত্যমধ্যে গণনীয়তা ও এই উপাসকের স্বারাজ্যলাভোক্তি।

নবম খণ্ডে—মরুদগণ সোমকে পুরোবর্তী করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ-স্বরূপ চতুর্থ অমৃত উপভোগ করেন, প্রকৃত পক্ষে দেবগণ পান ভোজন কিছুই করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মরুদগণমধ্যে গণনীয়তা ও এই উপাসকের স্বারাজ্যলাভোক্তি।

দশম খণ্ডে—সাধ্য নামক দেবযোনিবিশেষসমূহ ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করিয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ পঞ্চম অমৃত উপভোগ করেন, প্রকৃতপক্ষে দেবগণ পান ভোজন করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাধ্যগণের মধ্যে গণনীয়তা ও এই উপাসকের স্বারাজ্যলাভোক্তি।

একাদশ খণ্ডে—জীবগণের কর্মফলভোগ সমাপ্ত হইলে সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত জীবগণকে আপনাতেই সমাহত করিয়া একাকীই আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থান করিবেন, পূর্বের ছায় প্রতিদিন উদ্ভিতও হইবেন না, অন্তমিতও হইবেন না ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। এই মধুবিদ্যা জ্ঞানের ফল ও এই বিদ্যাদানের উপযুক্ত পাত্রনিরূপণ।

দ্বাদশ খণ্ডে—গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মের উপাসনা, গায়ত্রীর সর্ব্বাঙ্গকতা, এই দেহের গায়ত্রীস্বরূপত্ব, গায়ত্রীর চতুস্পাদত্ব ও ষড়্‌বিধত্ব ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা। ব্রহ্মের একাংশে সমস্ত জগতের অবস্থিতি ও অপর তিন অংশের স্বপ্রকাশত্বাদি বিষয়ের উক্তি।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—গায়ত্রী ব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত দ্বারপালাদি বিষয়ের বর্ণনা, ব্রহ্মের অধিষ্ঠানভূত হৃদয়ে পাঁচটি ছিদ্র ও সেই সমস্ত ছিদ্রে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর অবস্থিতি ও এই বিষয়ে অভিজ্ঞ উপাসকের ফল। প্রাণাদি পাঁচটিকে স্বর্গের দ্বারপালস্বরূপ মনে করিয়া উপাসনা করার ফল।



স্বরূপে অবস্থিত ত্রিপাদ ব্রহ্মের সর্বলোকাভীতত্ব, হৃদয়ে অধিষ্ঠান ও এই বিষয়ে জ্ঞানী উপাসকের ফল।

চতুর্দশ খণ্ডে—একমাত্র ব্রহ্মকেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ জ্ঞান করিয়া শাস্তভাবে তাঁহার উপাসনার কর্তব্যতোপদেশ। জীবের ক্রতুময়ত্ব (সঙ্কল্পবিশিষ্টতা) ও তাহার পরিণাম কখন। মনোময় প্রাণ-শরীরাদিরূপে ব্রহ্মের সগুণত্বোক্তি। হৃৎপদ্মে অবস্থিত সগুণ ব্রহ্মের অনন্তপরিমাণত্ব কখন। কিরূপ ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ বিষয়ে শাঙিল্য ঋষির মতপ্রদর্শন।

পঞ্চদশ খণ্ডে—ভুবনকোশের স্বরূপনির্দেশ, পুত্রের দীর্ঘায়ু লাভের নিমিত্ত ভুবনকোশের পূর্বাদি দিক্‌সমূহকে যজ্ঞপাত্রাদিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনার উপদেশ।

ষোড়শ খণ্ডে—পুরুষের যজ্ঞরূপতা, পুরুষের আয়ুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে প্রাতঃসবনাদিরূপে চিন্তা করার উপদেশ, ঐরূপ চিন্তা করার হেতু বা যুক্তিপ্রদর্শন। ঐরূপে উপাসনাকারী ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহা প্রশমিত করিবার মন্ত্র ও মন্ত্রজপের ফলনির্দেশ। এ বিষয়ে ঐতরেয় মহীদাসের বিবরণ।

সপ্তদশ খণ্ডে—জন্ম গ্রহণ করার পর হইতেই যে জীবের পান-ভোজনাদিতে আকাজ্জা, তাহাকে পূর্বোক্ত যজ্ঞপুরুষের (জীবের) দীক্ষাদিরূপে চিন্তা করার উপদেশ। ঐ পুরুষের ভোজন পান হাষ্ঠাদির সহিত উপসদগণ ও সামাংশ-বিশেষের সাদৃশ্য প্রদর্শন। অগ্নিরাবংশীয় ঘোর নামক ঋষি কর্তৃক দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এই বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান ও দুইটি মন্ত্রের উল্লেখ।

অষ্টাদশ খণ্ডে—অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভেদে মন ও আকাশে ব্রহ্মজ্ঞান করার উপদেশ; অধ্যাত্ম উপাসনায় চতুষ্পাদ ব্রহ্মের বাগাদিপাদনির্দেশ ও অধিদৈবতা উপাসনায় চতুষ্পাদ ব্রহ্মের অগ্নি প্রভৃতি পাদচতুষ্টয়নির্দেশ। উক্ত উপাসনার ফল।

একোনবিংশ খণ্ডে—পূর্বে যে আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ করা হইয়াছিল, তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা; সৃষ্টির পূর্বে জগতের অবস্থা ও ক্রমশঃ জগতের অভিব্যক্তিপ্রকারের বর্ণনা। স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বত, নদী ইত্যাদির সৃষ্টিবর্ণনা। আদিত্যে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনা করিয়া উপাসনার ফল।

### চতুর্থ প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—পৌত্রায়ণ রাজা জানশ্রুতির উপাখ্যান, তাঁহার দানশীলতা, অতিথিবাৎসল্য ইত্যাদি কখন, হংসবিশেষের মুখে নিজের বিষয়ে কোন



অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণে জ্ঞানশ্রুতির রৈক নামক ব্যক্তিবিশেষের দর্শনাকাজ্ঞা ও তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত সারথিকে আদেশ প্রদান, সারথি কর্তৃক তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যাবর্তন।

দ্বিতীয় খণ্ডে—গো, স্বর্গহার, রথ ইত্যাদি লইয়া জ্ঞানশ্রুতির রৈকের নিকট গমন ও তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণের প্রার্থনা, রৈক কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ও পুনরায় অধিক পরিমাণে গো প্রভৃতি ও নিজ কত্মাকে লইয়া গমন, রৈকের ঐ সমস্ত গ্রহণ ও জ্ঞানশ্রুতিকে উপদেশ প্রদান।

তৃতীয় খণ্ডে—সংবর্গবিদ্যা কখন ও সেই প্রসঙ্গে বায়ু প্রভৃতি দেবভাগণের উপাসনার কর্তব্যাতোপদেশ, শৌনক, অভিপ্রতারা ও ভিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর কথোপকথন, উক্ত ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাপ্রদান ও সর্বোপলব্ধিরূপ বিদ্যার ফল-নির্দেশ।

চতুর্থ খণ্ডে—সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান, মাতার নিকট সত্যকামের নিজ গোত্রাদি বিষয়ে প্রশ্ন, মাতার উত্তর-প্রদানে অসামর্থ্য, সত্যকামের গোতমের নিকট গমন ও নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন, গোতম কর্তৃক জাবালের উপনয়নদান ও গোচারার্থ আদেশ, সত্যকামের স্ত্রীদীর্ঘকাল পর্যন্ত গোরক্ষণের বিবরণ।

পঞ্চম খণ্ডে—বৃষ ও সত্যকামের কথোপকথন, সত্যকামের সেবায় সম্ভট বাতাধিষ্ঠিত বৃষ কর্তৃক সত্যকামকে ব্রহ্মের প্রথম পাদ সম্বন্ধে উপদেশ দান। উক্ত বিদ্যার ফল।

ষষ্ঠ খণ্ডে—গো-সমূহকে লইয়া সত্যকামের গুরু-গৃহাভিমুখে গমন ও পথিমধ্যে অগ্নি কর্তৃক সত্যকামকে ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ সম্বন্ধে উপদেশ দান। উক্ত বিদ্যার ফল।

সপ্তম খণ্ডে—হংস কর্তৃক ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ সম্বন্ধে উপদেশ দান। উক্ত বিদ্যার ফল।

অষ্টম খণ্ডে—মদগু (পানকোড়ি) কর্তৃক সত্যকামকে ব্রহ্মের চতুর্থপাদ সম্বন্ধে উপদেশ দান। উক্ত বিদ্যার ফল।

নবম খণ্ডে—গুরুগৃহে সত্যকামের উপস্থিতি ও গুরুর সহিত কথোপকথন। গুরু কর্তৃক সত্যকামকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান।

দশম খণ্ডে—সত্যকামের নিকট উপকোশলের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস ও দীর্ঘকাল ধরিয়া অগ্নির পরিচর্য্যাকরণ। অত্যাশ্রয় শিষ্যগণকে সত্যকাম সমাবর্তনের অনুমতি দিলেও উপকোশলকে অনুমতি দান না করা। উপকোশলের



মনোদুঃখে উপবাস, আচার্য্যপত্নী কর্তৃক সান্ত্বনা প্রদান, উপকোশলের সেবায় সম্ভৃষ্ট গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় কর্তৃক ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান ।

একাদশ খণ্ডে—গার্হপত্য অগ্নি কর্তৃক পৃথক্ ভাবে পুনরায় উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান, আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের সহিত নিজের অভিন্নতাকীৰ্ত্তন, গার্হপত্য অগ্নির উপাসনার ফল ।

দ্বাদশ খণ্ডে—অষাহার্য্যপচনাগ্নি বা দক্ষিণাগ্নি কর্তৃক পৃথক্ ভাবে পুনরায় উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান, চন্দ্রমণ্ডলস্থ পুরুষের সহিত নিজের অভিন্নতাকীৰ্ত্তন, দক্ষিণাগ্নির উপাসনার ফল ।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—আহবনীয় অগ্নি কর্তৃক পৃথক্ ভাবে পুনরায় উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান, বিদ্যাতের মধ্যবর্তী পুরুষের সহিত নিজের অভিন্নতাকীৰ্ত্তন, আহবনীয় অগ্নির উপাসনার ফল ।

চতুর্দশ খণ্ডে—আচার্য্যের সহিত উপকোশলের কথোপকথন ও আচার্য্য কর্তৃক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দানের স্বীকৃতি ।

পঞ্চদশ খণ্ডে—আচার্য্য কর্তৃক উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যা দানপ্রসঙ্গে অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের আত্মত্বোপদেশ, অক্ষিপুরুষের মাহাত্ম্যবর্ণনা, অক্ষিপুরুষের মাহাত্ম্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ফল ।

ষোড়শ খণ্ডে—বায়ুর যজ্ঞত্ব ও তাহার মার্গদ্বয়নির্দেশ, মার্গদ্বয়ের শুদ্ধিসম্পাদন, উক্ত যজ্ঞের ফল ।

সপ্তদশ খণ্ডে—ব্যাহুতির উপাসনার নিমিত্ত ব্যাহুতিনিরূপণ, প্রজাপতি ব্রহ্মার তপস্তাচরণ ও তাহার ফলে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যের উদ্ধারসাধন, পুনরায় তপস্তা দ্বারা বেদত্রয়ের উদ্ধারসাধন, পুনরায় তপস্তা দ্বারা মহাব্যাহুতিত্রয়ের উদ্ধারসাধন, ব্যাহুতিত্রয়ের প্রভাবনির্দেশ, যজ্ঞে নিযুক্ত ব্রহ্মার বিরূপ গুণ থাকা প্রয়োজন ও তাঁহার প্রভাবনির্দেশ ।

### পঞ্চম প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকীৰ্ত্তন ও উক্ত গুণসম্পন্ন প্রাণোপাসনার ফল । বশিষ্ঠগুণসম্পন্ন বাক্; প্রতিষ্ঠাগুণসম্পন্ন চক্ষুঃ; সম্পদগুণসম্পন্ন কর্ণ, আয়তনগুণসম্পন্ন মন ইত্যাদি বিষয়কীৰ্ত্তন ও উক্ত গুণবিশিষ্ট বাগাদি বিজ্ঞানের ফল । বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জ্ঞাত পরস্পর বিবাদ, ঐ বিবাদ মীমাংসার জ্ঞাত প্রজাপতির নিকট সকলের গমন, প্রজাপতি কর্তৃক প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কর্তৃক প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বস্বীকার ।



দ্বিতীয় খণ্ডে—নিজের অন্ত-বস্ত্র বিষয়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট প্রাণের প্রশ্ন, বাগাদিকর্তৃক তাহার উত্তর প্রদান, প্রাণবিজ্ঞানের প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্বলিপ্সু প্রাণাভিজ্ঞের কর্তব্যনির্দেশ, প্রাণদর্শনাভিজ্ঞের কর্তব্য 'মহ' নামক কৰ্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ ও ঐ কৰ্ম্মের বিধি, প্রাণোপাসনার ফল ।

তৃতীয় খণ্ডে—শ্বেতকেতু ও প্রবাহণের উপাখ্যান, প্রবাহণ কর্তৃক শ্বেতকেতুকে পঞ্চাশিবিষয়ক প্রশ্ন, উত্তরদানে শ্বেতকেতুর অক্ষমতা ও পিতৃসমীপে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন, পিতারও উত্তরদানে অসামর্থ্য, পিতা আরুণেয়ের সহিত শ্বেতকেতুর রাজার নিকটে গমন, ঐ প্রশ্নের উত্তর জানিবার প্রার্থনা, আরুণেয় কর্তৃক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রাজসমীপে অবস্থান ।

চতুর্থ খণ্ডে—দ্যালোকের অগ্নিহকল্পনা, পঞ্চমী আহুতিতে আহুত সোম-স্বতাদিসমূহের পুরুষরূপে পরিণতিপ্রাপ্তিবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে চন্দ্রের উৎপত্তির হেতু-নির্দেশ ।

পঞ্চম খণ্ডে—পর্জন্মের অগ্নিহকল্পনা, পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে স্বষ্টির উৎপত্তির হেতুনির্দেশ ।

ষষ্ঠ খণ্ডে—পৃথিবীতে অগ্নিহ কল্পনা, পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে ধাত্বাদি উৎপত্তির হেতু-নির্দেশ ।

সপ্তম খণ্ডে—পুরুষে অগ্নিহকল্পনা, পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে গুরু উৎপত্তির হেতুনির্দেশ ।

অষ্টম খণ্ডে—জীলোকে অগ্নিহকল্পনা, পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে গর্ভোৎপত্তির হেতুনির্দেশ ।

নবম খণ্ডে—পূর্বোক্তরূপ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষরূপে পরিণত হওয়ার পর নবম হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে বাস করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তদনন্তর নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠাতা সেই পুরুষের মৃত্যুর পর আত্মীয়গণ কর্তৃক দেহের অগ্নিসংস্কারের বিষয় বর্ণনা ।

দশম খণ্ডে—পঞ্চাশিবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ও বানপ্রস্থাপ্রমহ সাধুগণের অর্চিরাদিমার্গে বা দেবদানমার্গে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি আর বাহারা কৰ্ম্মী অর্থাৎ লোকহিতকর বিবিধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের ধূমদানমার্গে চন্দ্রলোক প্রাপ্তির বিবরণ, বাহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন, কৰ্ম্মক্ষয়ের পর তাঁহাদিগের পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্তনের ক্রমনির্দেশ, নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে মর্ত্যে অবতরণ পূর্বক জীদেহে গমন ও পুনরায় জন্মগ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ । সৎকৰ্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণে ও অসৎকৰ্ম্মের ফলে চণ্ডালাদি হীন বর্ণে



জন্মগ্রহণের বিষয় কখন, জায়স্ব-ত্রিয়স্ব নামক তৃতীয় স্থান ও তাহার ফলে চন্দ্রলোকের অসম্পূর্ণতার বিবরণ, জায়স্ব-ত্রিয়স্ব নামক তৃতীয় স্থানের নিন্দনীয়তা। পঞ্চ মহাপাতকীর অব্যবহার্যতা। পঞ্চাশি-বিভার ফল।

একাদশ খণ্ডে—প্রাচীনশাল প্রভৃতি পাঁচজন শ্রোত্রিয় ও সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের আশ্রিতত্ব ও ব্রহ্মত্ব বিষয়ে আলোচনা, এই বিষয় আলোচনার নিমিত্ত উদ্ধালক নামক ঋষিসমীপে গমন, আলোচ্য বিষয় সীমাংসায় অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের কেকয়রাজ অধিপতির নিকট গমন ও তাঁহার নিকট বৈখানর আশ্রিতত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রার্থনা, ঐ ছয়জন ব্রাহ্মণের শিষ্যভাবে রাজার নিকট অবস্থান।

দ্বাদশ খণ্ডে—ঔপমন্তব্য বা প্রাচীনশাল নামক ব্রাহ্মণকে রাজা কর্তৃক প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—রাজা কর্তৃক সত্যযজ্ঞ নামক ব্রাহ্মণকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

চতুর্দশ খণ্ডে—রাজা কর্তৃক ইন্দ্রহায় নামক ব্রাহ্মণকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

পঞ্চদশ খণ্ডে—রাজা কর্তৃক জননামক ব্রাহ্মণকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

ষোড়শ খণ্ডে—রাজা কর্তৃক বুড়িল নামক ব্রাহ্মণকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

সপ্তদশ খণ্ডে—রাজা কর্তৃক উদ্ধালক ঋষিকে প্রশ্নকরণ ও তাঁহার অভিজ্ঞতার অনিষ্টফল প্রদর্শন।

অষ্টাদশ খণ্ডে—প্রাচীনশাল প্রভৃতি ছয়জন ব্রাহ্মণের সহিত রাজার কথোপকথন ও তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তরদান ও সম্পূর্ণ বৈখানর আশ্রিতত্বজ্ঞানের ফলকথন।

একোবিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্রসিদ্ধির জন্ত প্রাত্যহিক ভোজ্য অন্ন হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও “প্রাণায় স্বাহা” বলিয়া প্রাণের উদ্দেশ্যে আহুতি দান। প্রাণের পরিতৃপ্তির ফলনির্দেশ।

বিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্র সিদ্ধির জন্ত প্রাত্যহিক ভোজ্য অন্ন হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও “ব্যানায় স্বাহা” বলিয়া ব্যানবায়ুর উদ্দেশ্যে আহুতি দান, ব্যানের পরিতৃপ্তির ফলনির্দেশ।

একবিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্রসিদ্ধির জন্ত প্রাত্যহিক ভোজ্য



অগ্নে হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও “অপানায় স্বাহা” বলিয়া অপান বায়ুর উদ্দেশে আহুতি-  
দান। অপানের পরিতৃপ্তির ফলনির্দেশ।

দ্বাবিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্র সিদ্ধির জ্ঞাত প্রাত্যহিক ভোজ্য  
অগ্নে হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও “সমানায় স্বাহা” বলিয়া সমানবায়ুর উদ্দেশে আহুতিদান।  
সমানবায়ুর পরিতৃপ্তির ফলনির্দেশ।

ত্রয়োবিংশ খণ্ডে—জ্ঞানীর নিত্য অগ্নিহোত্র সিদ্ধির জ্ঞাত প্রাত্যহিক ভোজ্য  
অগ্নে হবনীয়ত্বদৃষ্টি ও “উদানায় স্বাহা” বলিয়া উদানবায়ুর উদ্দেশে আহুতিদান।  
উদানবায়ুর পরিতৃপ্তির ফলনির্দেশ।

চতুর্বিংশ খণ্ডে—বৈশ্বানরবিজ্ঞা বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তরূপ আহুতির  
নিষ্ফলতাকথন। বৈশ্বানর বিজ্ঞাবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্ত হোমের ফল-  
কথন।

### ষষ্ঠ প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—আরুণি কর্তৃক পুত্র ঋতকেতুকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের উপদেশ  
দান। গুরুগৃহে দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাস ও সর্ব্ববেদাধ্যয়ন করিয়া  
পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন ও আরুণি কর্তৃক ঋতকেতুকে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-  
বিষয়ক প্রশ্নকরণ। পিতার প্রশ্নে ঋতকেতুর উত্তরদানে অসামর্থ্য।

দ্বিতীয় খণ্ডে—আরুণি কর্তৃক একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উপদেশ।  
উৎপত্তির পূর্ব্ব জগতের সত্তাসত্তাবিষয়ক মতবৈধবিসরণ, নিখিল বিশ্বের অসৎ-  
কারণত্বপক্ষ খণ্ডন পূর্ব্বক সৎ-কারণত্ব স্থাপন, তেজ জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী  
এই ভূতত্রয়ের সৃষ্টিবর্ণনা।

তৃতীয় খণ্ডে—তেজ প্রভৃতি স্তম্ভ ভূতত্রয় হইতে জরায়ুজ অণুজ ও উদ্ভিজ্জ  
প্রভৃতির সৃষ্টিবর্ণনা, তেজ প্রভৃতির অভ্যন্তরে সৎ-পদার্থের অধিষ্ঠান।

চতুর্থ খণ্ডে—ত্রিবিৎকরণপ্রণালীর বিশদ বর্ণনা।

পঞ্চম খণ্ডে—ভুক্ত অন্নের পুরীষ, মাংস ও মন এই ত্রিবিধ পরিণতি, পীত-  
জলের মূত্র, রক্ত ও প্রাণ এই ত্রিবিধ পরিণতি। পীত তৈল-স্বতাদি  
স্নেহপদার্থের অস্থি, মজ্জা ও বাক্ এই ত্রিবিধ পরিণতি, মনের অন্নময়ত্ব,  
প্রাণের আপোময়ত্ব ও বাগিত্ত্বের তেজোময়ত্ব কথন।

ষষ্ঠ খণ্ডে—মন প্রভৃতির অন্নময়ত্বাদি উক্তি পরিস্ফুটকরণাভিপ্রায়ে দৃষ্টান্ত  
প্রদর্শন।

সপ্তম খণ্ডে—উক্তবিষয়ে অত্রবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপ্রসঙ্গে ষোড়শকলাবিশিষ্ট  
পুরুষের স্বরূপবর্ণনা, পঞ্চদশ দিবস অনাহারের ফলে ঋতকেতুর সর্ব্ববিশ্বতির



বিবরণ, পুনরায় আহারের ফলে সমস্ত বিষয়ের স্মরণ, এই প্রসঙ্গে অগ্নিস্থলিঙ্গ ও ভূণের উদাহরণ প্রদর্শন।

অষ্টম খণ্ডে—আরুণি উদ্যালক কর্তৃক ঋতুকেতুকে স্রুষ্টি-তত্ত্বের উপদেশ ও স্রুষ্টিবস্থায় জীবাশ্মার পরমাশ্মার সহিত মিলিত হওয়ার বিবরণ, পরমাশ্মাই যে জীবাশ্মার প্রকৃত আশ্রয়স্থান, বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সমর্থন, ‘অশিশিষতি’ ‘পিপাসতি’ এই দুইটি নামে পুরুষের পরিচিত হইবার সময়নির্দেশ, ব্রহ্মই যে সর্বজগতের মূল, ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মেই অবস্থিত ও ব্রহ্মেই বিলীন হয়, তাহার বিবরণ।

নবম খণ্ডে—স্রুষ্টিবস্থায় জীবাশ্মা সংস্পন্ন হইলেও তদ্বিবয়ক জ্ঞানাভাবে মধুকর কর্তৃক মধু আহরণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। স্রুষ্টিবস্থায় সংস্পন্ন হইলেও স্রুষ্টির অপগমে পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি।

দশম খণ্ডে—জীব পরমাশ্মা হইতেই উদ্ভূত হইলেও তদ্বিবয়ক জ্ঞানাভাবে নদীসমূহ ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। আশ্মার সর্বময়ত্বকথন।

একাদশ খণ্ডে—জীবাধিষ্ঠিত দেহের সক্রিয়ত্ব, জীবপরিত্যক্ত দেহেরই মৃত্যু বুঝাইবার প্রসঙ্গে বিপুল শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। জীবের অমরত্ব ও আশ্মার সর্বময়ত্ব কথন।

দ্বাদশ খণ্ডে—অতিসূক্ষ্ম পরমাশ্মা হইতে বিশাল জগৎসৃষ্টির সত্যতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র বটবীজ ও বৃহৎ বটবৃক্ষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও আশ্মার সর্বময়ত্বকথন।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—সংপদার্থ পরমাশ্মার অপ্ৰত্যক্ষতা বিষয়ক উক্তির সত্যতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত লবণমিশ্রিত জলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও আশ্মার সর্বময়ত্বকথন।

চতুর্দশ খণ্ডে—অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আবদ্ধচক্ষু গান্ধারদেশীর পুরুষের দৃষ্টান্তে উপদেশ প্রদান ও আশ্মার সর্বময়ত্বকথন।

পঞ্চদশ খণ্ডে—মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি তাহার আত্মীয়গণের প্রশ্ন ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা ঋতুকেতুর প্রতি উদ্যালকের উপদেশ, মুমূর্ষু অবস্থায় কতক্ষণ পর্যন্ত আত্মীয়গণের সান্নিধ্য বুঝিতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ। আশ্মার সর্বময়ত্বকথন।

ষোড়শ খণ্ডে—সাধু বা ভক্তের সন্দেহে সেই সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত তপ্ত-কুঠার গ্রহণরূপ পরীক্ষা দ্বারা বন্ধ ও মোক্ষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা নিখিল বিশ্বের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদন।



## সপ্তম প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—শাখাচন্দ্র-দর্শন বা সোপানারোহণত্বায়ৈ নামাদি-প্রাণ-পর্যন্ত সৎ-পদার্থের নিম্নতন বিকারাত্মক তত্ত্বসমূহের নিরূপণানন্তর ভূমাতত্ত্ব-নিরূপণ। আত্মজ্ঞানাভাবে ছঃখিত নারদের আত্মবিজ্ঞা শিক্ষার উদ্দেশে সনৎ-কুমারের নিকট গমন ও পরস্পরের কথোপকথন। সনৎকুমারের নিকট নারদের প্রার্থনা। সনৎকুমার কর্তৃক নামব্রহ্মের উপদেশ, নামব্রহ্ম উপাসনার ফল।

দ্বিতীয় খণ্ডে—নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সনৎকুমার কর্তৃক নাম অপেক্ষা বাক্যের শ্রেষ্ঠত্বকথন। বাক্যের শক্তি প্রদর্শন। বাগ্‌ব্রহ্মের উপাসনার ফল।

তৃতীয় খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক বাক্য অপেক্ষাও মনের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও মনের শক্তিবর্ণনা, মনোব্রহ্মের উপাসনার ফল।

চতুর্থ খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক মন অপেক্ষাও সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও সঙ্কল্পের শক্তিবর্ণনা। সঙ্কল্পব্রহ্মের উপাসনার ফল।

পঞ্চম খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক সঙ্কল্প অপেক্ষাও চিন্তের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও চিন্তের শক্তিবর্ণনা। চিন্তাব্রহ্মের উপাসনার ফল।

ষষ্ঠ খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক চিন্তা অপেক্ষাও ধ্যানের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও ধ্যানের শক্তিবর্ণনা। ধ্যানব্রহ্মের উপাসনার ফল।

সপ্তম খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক ধ্যান অপেক্ষাও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও বিজ্ঞানের শক্তিবর্ণনা। বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপাসনার ফল।

অষ্টম খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক বিজ্ঞান অপেক্ষাও বল অর্থাৎ প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকথন ও বলের শক্তিবর্ণনা। বলব্রহ্মের উপাসনার ফল।

নবম খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক বল অপেক্ষাও অগ্নির শ্রেষ্ঠত্বকথন ও অগ্নির শক্তিবর্ণনা। অগ্নিব্রহ্মের উপাসনার ফল।

দশম খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক অগ্নি অপেক্ষাও জলের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও জলের শক্তিবর্ণনা। জলব্রহ্মের উপাসনার ফল।

একাদশ খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক জল অপেক্ষাও তেজের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও তেজের শক্তিবর্ণনা। তেজোব্রহ্মের উপাসনার ফল।

দ্বাদশ খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ট সনৎকুমার কর্তৃক তেজ অপেক্ষাও আকাশের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও আকাশের শক্তিবর্ণনা। আকাশব্রহ্মের উপাসনার ফল।



ত্রয়োদশ খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ঠ সনৎকুমার কর্তৃক আকাশ অপেক্ষাও  
অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ অর বা অরণের শ্রেষ্ঠত্বকথন ও অরণের শক্তিবর্ণনা।  
অরব্রহ্মের উপাসনার ফল।

চতুর্দশ খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ঠ সনৎকুমার কর্তৃক অর অপেক্ষাও আশার  
শ্রেষ্ঠত্বকথন ও আশার শক্তিবর্ণনা। আশাব্রহ্মের উপাসনার ফল।

পঞ্চদশ খণ্ডে—নারদ কর্তৃক পৃষ্ঠ সনৎকুমার কর্তৃক আশা অপেক্ষাও প্রাণের  
শ্রেষ্ঠত্বকথন ও প্রাণের শক্তিবর্ণনা। প্রাণই পিতা, মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি  
কথন। প্রাণব্রহ্মের উপাসনার ফল।

ষোড়শ খণ্ডে—সত্যবাদীর অতিবাদিত্বনির্দেশ। নারদ কর্তৃক সনৎকুমারের  
নিকট সত্যস্বরূপ অবগত হইবার ইচ্ছাপ্রকাশ। সনৎকুমার কর্তৃক সত্যস্বরূপ  
জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোগ্রহণ।

সপ্তদশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্তৃক বিজ্ঞানবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোগ্রহণ  
ও নারদ কর্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

অষ্টাদশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্তৃক মতিবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোগ্রহণ  
ও নারদ কর্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ।

একোবিংশতিতম খণ্ডে—সনৎকুমার কর্তৃক শ্রদ্ধাবিষয়ে জিজ্ঞাসার  
আবশ্যকতোগ্রহণ ও নারদ কর্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

বিংশতিতম খণ্ডে—সনৎকুমার কর্তৃক নিষ্ঠাবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যক-  
তোগ্রহণ ও নারদ কর্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

একবিংশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্তৃক কৃতি বা ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের  
একাগ্রতাবিধানবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোগ্রহণ ও নারদ কর্তৃক উহা  
জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

দ্বাবিংশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্তৃক স্মৃতিবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোগ্রহণ  
ও নারদ কর্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

ত্রয়োবিংশ খণ্ডে—সনৎকুমার কর্তৃক ভূমাবিষয়ে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতোগ্র-  
হণ ও নারদ কর্তৃক উহা জানিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

চতুর্বিংশ খণ্ডে—ভূমা ও অগ্নির স্বরূপনির্দেশ, ভূমার অবস্থিতির স্থান-  
বিষয়ে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদান।

পঞ্চবিংশ খণ্ডে—ভূমার স্থাননির্দেশপ্রসঙ্গে ভূমার সর্বব্যাপিত্বকীর্তন,  
অহমাকারে ভূমার উপদেশ। ভূমা ও আত্মার অভেদোপদেশ, ভূমা-বিজ্ঞানের  
ফলকীর্তন।



ষড়্বিংশ খণ্ডে—স্বারাজ্যপ্রাপ্ত বিজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের আত্মা ইহতেই প্রাণ আশা ইত্যাদি ইহতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগতেরই প্রাকৃত্যব হওয়ার বিষয় উল্লেখ। তত্ত্বদর্শী পুরুষের বিষয়ে মন্ত্রবিশেষের উল্লেখ, সনৎকুমারের পরিচয়।

### অষ্টম প্রপাঠকে—

প্রথম খণ্ডে—দহরপুণ্ডরীকে ব্রহ্মের অবেষণ ও তাঁহাকে জানার কর্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ। দহরপুণ্ডরীকে অবস্থিত পদার্থবিষয়ে আচার্য্য ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তর। দহরপুণ্ডরীকে ব্রহ্মোপাসনার ফলনির্দেশ। কর্ম্মার্জিত লোকের ক্ষয়িত্ব ও জ্ঞানার্জিত লোকের স্থায়িত্বনির্দেশ। জ্ঞানীর সমস্ত লোকে কামচারিত্ব-কথন।

দ্বিতীয় খণ্ডে—দহরব্রহ্মোপাসকের ইচ্ছামাত্রেই সর্ববিধ কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি-কথন।

তৃতীয় খণ্ডে—অসত্যাবৃত সত্যের বিষয় উল্লেখ, দহরব্রহ্মোপাসকের সর্ববিধ অসত্যের বিনাশ ও সত্যপ্রকাশকথন, হৃদয় এই নামের নিরুক্তি, হৃদয়শব্দের অর্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির হার্দ-ব্রহ্মপ্রাপ্তি, 'সত্য' শব্দটি ব্রহ্মের নামান্তর, 'সত্য' এই নামাকরের উপাসনা ও সেই উপাসনার ফলকথন।

চতুর্থ খণ্ডে—আত্মার সর্বলোকের বিধতি সেতুরূপকথন, আত্মাকে সেতুরূপে জ্ঞানের ফলকীর্তন।

পঞ্চম খণ্ডে—ষষ্ঠ, পূজা, বৈদিক কর্ম্ম ও উপবাসপ্রধান যাগের ব্রহ্মচর্য্যত্ব-কথন, ব্রহ্মলোকে 'অর' ও 'ণ্য' নামক দুইটি অর্ণব অন্নময়, সরোবর, অমৃতস্রাবী অশ্বথরক্ষ, অপরাজিতা পুরী ইত্যাদির বর্ণনা, ব্রহ্মলোকস্থ ঐ সমস্ত দ্রব্যজ্ঞানের ফলকীর্তন।

ষষ্ঠ খণ্ডে—হৃদয়স্থ নাড়ীসমূহের বর্ণনা, ঐ সমস্ত নাড়ীতে আদিত্যরশ্মির প্রবেশ ও নির্গম ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ, মূমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা-কীর্তন, আদিত্য-রশ্মি অবলম্বনে মৃত কর্ম্মাদিগের স্বর্গাদিলোকে গতি ও গমন করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাহার উল্লেখ। হৃদয়স্থ নাড়ীর সংখ্যা ইত্যাদি।

সপ্তম খণ্ডে—প্রজাপতি কর্তৃক অপহতপাপাত্মাদিগুণবিশিষ্ট আত্মার অল্প-সঙ্কেয়ত্ব ও জিজ্ঞাত্ত্ববিষয়ক উপদেশ, উক্তরূপ আত্মজ ব্যক্তির ফলকীর্তন। দেবগণের ও অসুরগণের মধ্যে এই আত্মবিজ্ঞা বিষয়ে আলোচনা, দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন উভয়ের আত্মবিজ্ঞা শিক্ষার উদ্দেশে প্রজাপতির নিকট



গমন । তাঁহাদের উভয়ের (৩২) বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া প্রজাপতির নিকট অবস্থান, প্রজাপতি কর্তৃক প্রসন্ন, ইন্দ্র ও বিরোচন কর্তৃক আগমনের উদ্দেশ্যকথন । প্রজাপতি কর্তৃক অগ্নিপুরুষবিষয়ক উপদেশ প্রদান ।

অষ্টম খণ্ডে—প্রজাপতি কর্তৃক জলপূর্ণ শরাবে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনের উপদেশ, ইন্দ্র ও বিরোচন কর্তৃক উপদেশ পালন, প্রজাপতি কর্তৃক প্রসন্ন, ইন্দ্র ও বিরোচনের উত্তর প্রদান । প্রজাপতি কর্তৃক পুনরায় জলপূর্ণ শরাবে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনের উপদেশ, ইন্দ্র ও বিরোচন কর্তৃক উপদেশপালন ও পুনরায় তাঁহাদের প্রশ্নোত্তর । ইন্দ্র ও বিরোচনের সমুদয়চিন্তে প্রস্থান । প্রস্থানোত্তর তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রজাপতির নিজ মন্তব্য প্রকাশ । বিরোচন কর্তৃক অম্বরদিগের নিকট আশ্রয়িক আশ্রয়বিচার উপদেশ, আশ্রয় আশ্রয়বিচার ফল ।

নবম খণ্ডে—লব্ধ আত্মজ্ঞান বিষয়ে ইন্দ্রের সন্দেহ ও পথ হইতেই প্রজাপতির নিকট প্রত্যাবর্তন এবং নিজের সন্দেহবিজ্ঞাপন । প্রজাপতি কর্তৃক পুনরায় (৩২) বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থানের আদেশ ও ইন্দ্র কর্তৃক উক্ত আদেশ পালন ।

দশম খণ্ডে—প্রজাপতি কর্তৃক ইন্দ্রের প্রতি স্বপ্ন-পুরুষের উপদেশ, ইন্দ্রের প্রশান্ত হৃদয়ে প্রস্থান, পুনরায় লব্ধ আত্মজ্ঞানবিষয়ে ইন্দ্রের সন্দেহ ও পথ হইতেই প্রজাপতির নিকট প্রত্যাবর্তন এবং নিজের সন্দেহবিজ্ঞাপন । প্রজাপতি কর্তৃক পুনরায় (৩২) বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আশ্রমে অবস্থানের আদেশ ও ইন্দ্র কর্তৃক সেই আদেশ পালন ।

একাদশ খণ্ডে—প্রজাপতি কর্তৃক ইন্দ্রের প্রতি সুষুম্ন পুরুষের উপদেশ, ইন্দ্রের প্রশান্ত হৃদয়ে প্রস্থান, লব্ধ আত্মজ্ঞানবিষয়ে ইন্দ্রের পুনরায় সন্দেহ ও পথ হইতেই প্রজাপতির নিকট প্রত্যাবর্তন এবং নিজ সন্দেহবিজ্ঞাপন । প্রজাপতি কর্তৃক পুনরায় (৫) পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আশ্রমে অবস্থানের আদেশ ও ইন্দ্র কর্তৃক সেই আদেশ পালন ।

দ্বাদশ খণ্ডে—প্রজাপতি কর্তৃক ইন্দ্রের প্রতি বিনশ্বর শরীরবিষয়ক উপদেশ, শরীরাত্মিকারই হ্রঃখভোগ, শরীরাত্মিকামানুষ্যের তদভাব ইত্যাদি বিবরণ, অশরীর আত্মার অবস্থানাশে সংস্করণে সম্পন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, সংস্করণে সম্পন্ন পুরুষের ভোগবর্ণনা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত আত্মার সম্বন্ধনির্দেশ । প্রজাপতি কর্তৃক উপদিষ্ট আত্মোপাসনার ফল ।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—ধ্যান ও জপের নিমিত্ত “শ্রামাচ্ছবলম্” ইত্যাদি মন্ত্রের উপদেশ ।



চতুর্দশ খণ্ডে—উপাসনার উপযোগী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণবিষয়ক ও নাম-  
রূপের নির্বাহক আকাশব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ। উপাসনার মন্ত্র।

পঞ্চদশ খণ্ডে—আত্মবিচার গুরুপারম্পর্য্যকথন। ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হওয়ার  
পর কর্তব্যোপদেশ। উক্তরূপ জ্ঞানীর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। শান্তি পাঠ।

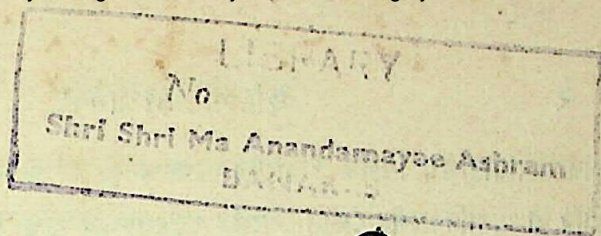
বঙ্গুমতী-সাহিত্য মন্দির  
শিবচতুর্দশী, ১৩৪৩

}

কবিরাজ

শ্রীনির্লীনাথ রায়।





# ছান্দোগ্যোপনিষৎ

## শাকরভাষ্য ভূমিকা

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

**ভাষ্যভূমিকা।**—“ওমিত্যেতদক্ষরম্” ইত্যাত্তষ্টাধ্যায়ী ছান্দোগ্যোপনিষৎ তস্মাঃ সংক্ষেপতোহর্থজিজ্ঞাসুভ্যঃ ঋজুবিবরণমন্নগ্রন্থমিদমারভ্যতে । তত্র সম্বন্ধঃ, সমস্তং কৰ্মাদিগতং প্রাণায়ামাদিদেবতাবিজ্ঞানসহিতমর্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকপ্রতিপত্তিকারণং, কেবলং চ ধূমাদিমার্গেণ চন্দ্রলোকপ্রতিপত্তিকারণং, স্বভাবপ্রবৃত্তানাঞ্চ মার্গদ্বয়পরিভ্রষ্টানাঞ্চ ইত্যতঃ অধোগতিকৃত্তা । ন চ উভয়োর্মার্গয়োঃ তত্ত্বতঃ স্মরণিণি মার্গে আত্যন্তিকী পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ইত্যতঃ কৰ্মনিরপেক্ষমষ্টৈষতাবিজ্ঞানং সংসারগতিত্ৰয়হেতুপমর্দেন বক্তব্যম্ ইত্যুপনিষদারভ্যতে । ১ ।

**ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ।**—সামবেদীয়গণের ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্তীভূত গ্রন্থকেই “ছান্দোগ্যোপনিষৎ” বলে । এই গ্রন্থ “ওমিত্যেতদক্ষরম্” ইত্যাদি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত । যাহারা সংক্ষেপে এই উপনিষদের অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের ইচ্ছাপূরণার্থ সরল ভাষায় সংক্ষেপে এই গ্রন্থ বিবৃত হইতেছে । তাহার মধ্যে কৰ্মকাণ্ডের সহিত এই উপনিষদের বাহা সম্বন্ধ, প্রথমে তাহাই বলিতেছেন—প্রাণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনার সহিত অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কৰ্ম অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহা অর্চিরাদিমার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমনের কারণ হয় ; আর প্রাণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা না করিয়া কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ কৰ্ম ধূমাদিমার্গ অবলম্বনে চন্দ্রলোকে গমনের কারণ হয় । আর যাহারা উভয়মার্গভ্রষ্ট অর্থাৎ প্রাণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা বা অগ্নিহোত্রাদির অন্তর্ধান কিছুই না করিয়া স্বেচ্ছানুযায়ী কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের কৰ্ম ও জ্ঞানের অভাব হেতু অতিশয় ক্লেশকর অধোগতি লাভ হয় অর্থাৎ দেবদান বা পিতৃযাগমার্গে গমনের অধিকার ঘটে না, পরন্তু সর্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয় ; আর



বার সংসারাবৃত্তির নিবৃত্তি তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। উক্ত মার্গদ্বয়ের অর্থাৎ অর্চি-  
রাদি বা ধূমাদিমার্গের কোন মার্গেই পরমপুরুষার্থসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটে না ;  
কেন না, আত্মজ্ঞান কর্মনিরপেক্ষ, আর পূর্বকথিত মার্গদ্বয়ই কর্ম্মাক্রমিক ; কর্ম্ম  
দ্বারা কদাচ পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি ঘটে না, কেবল সংসারে আগমনই ঘটয়া থাকে।  
সেই সংসারাগমনের কারণীভূত কর্ম্মের নিরাকরণ দ্বারাই পরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তি হয়।  
এ অল্প উক্ত ত্রিবিধ সংসারগতির কারণ নিবারণের নিমিত্ত কর্ম্মনিরপেক্ষ অদ্বৈত  
আত্মজ্ঞানের বাহাতে উদয় হয়, তাহার উপদেশ দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন বলিয়া  
সেই বিষয়েই এই উপনিষদের আরম্ভ হইতেছে ॥ ১ ॥

**ভাষ্যভূমিকা।**—ন চাঈতান্মবিজ্ঞানাদজ্ঞাত আত্মস্তিকী নিঃশ্রেয়স-  
প্রাপ্তিঃ ; বক্ষ্যতি হি—“অথ যেহন্থথাহতো বিহুঃ, অন্তরাজ্ঞানন্তে ক্ষয়ালোক। ভবন্তি,  
বিপর্যয়ে চ স স্বরাট্ ভবতি” ইতি। তথা দ্বৈতবিষয়ানুভূতিসম্বন্ধে বন্ধনং তদ্ব্যবস্থেব  
তত্ত্বপরগুণগ্রহণে বন্ধদাহাভাবঃ সংসারদুঃখপ্রাপ্তিচ্চ ইত্যুক্ত। অদ্বৈতাত্মসত্যাত্মসম্বন্ধে  
অতদ্ব্যবস্থেব তত্ত্বপরগুণগ্রহণে বন্ধদাহাভাবঃ সংসারদুঃখনিবৃত্তির্যোক্ষ্যেচতি ॥ ২ ॥

**ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ।**—অদ্বৈত আত্মবিজ্ঞান  
ব্যতীত অল্প কিছুতেই অত্যন্ত নিঃশ্রেয়ঃপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটে না। যে হেতু,  
শ্রুতিও পরে বলিবেন—“যাহারা ইহা হইতে অন্তরূপ জানেন, তাঁহারা অন্তরাজক  
অর্থাৎ ব্রহ্মশাসনের বহির্ভূত, তাঁহারা ক্ষয়ালোক হন অর্থাৎ অনিত্য স্বর্গাদি লোক  
লাভ করেন মাত্র, মুক্তি লাভ করিতে পারেন না, আর ইহার বিপরীত হইলে সেই  
লোক স্বরাট্ হয়”। উত্তম কুঠার ধারণে তরুরের যেমন হস্ত দৃষ্ট হয় ও চৌর্য্য-  
নিবন্ধন বন্ধনলাভ ঘটে, সেইরূপ মিথ্যা ও মায়ায় দ্বৈতবিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিরও  
সংসারবন্ধন ও তজ্জাত বিবিধ দুঃখভোগ করিতে হয়। ইহা বলিয়া পরে আরও  
বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি চোর নহে, সে ব্যক্তি উত্তম কুঠার গ্রহণ করিলেও  
যেমন তাহার হস্ত দৃষ্ট হয় না ও চৌর্য্যনিবন্ধন বন্ধনযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না,  
সেইরূপ অদ্বৈত আত্মারই একমাত্র সত্যতাবিশয়ে বিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তির সংসারজাত  
দুঃখভোগ করিতে হয় না ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

তাহাদের দেহপাত হইলে পুনরায় দেহান্তরলাভের কারণ না থাকায়  
জ্ঞানভাবেও অক্রেমে মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তির যে অল্প  
উপায় আছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন নাই। যে সকল ব্যক্তি অদ্বৈত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে  
পরান্বিত, সেই সমস্ত ভেদজ্ঞানী কর্ম্মান্বিতাদিগের কর্ম্মকল ভোগান্তে ক্ষণ পাইয়া  
থাকে, কিংবা যে সকল ব্যক্তি সদ্গুরুর উপদেশগ্রহণে পরান্বিত, কেবল নিজ  
বাসনানুরূপ কার্য্য করিয়া দ্বৈতরূপে জীবনকে বিদিত হইতে অভিনাষ করে,



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩

তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করত নশ্বরকলের অধিকারী হয়। যে সকল ব্যক্তি অদ্বৈত-জ্ঞানী, তাঁহাদিগকেই বিদ্বান্ বলা যায় এবং সেই সমস্ত জ্ঞানিগণ নিজ বিদ্যা দ্বারা অবিভ্যাক্ত অন্ধকারকে ধ্বংস করত আত্মবিষয়ে জ্ঞানলাভহেতুক স্বয়ং পরমাশ্চর্য্যরূপ হইয়া থাকেন ; ভেদজ্ঞান দ্বারাই উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে হয়।

কর্ম্মানুষ্ঠানাদিগের পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি ঘটে না। বাহারা অদ্বৈতজ্ঞানী, তাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সুতরাং তাঁহারাই পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হন। বাহারা দ্বৈতজ্ঞানের বিষয়ীভূত অলীকবিষয়ে সত্যাত্মবুদ্ধি স্থাপন করে, তাহাদিগের হৃদয়ে পরমানন্দের উদয় হয় না ; সুতরাং সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে চৌর্ধ্যাপরাধে অপরাধী, সে যদি বলে, আমি চুরি করি নাই, কিন্তু তাহার বাক্যের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্ত যদি উত্তপ্ত কুঠার তাহার হস্তে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কুঠারধারণ জন্ত তাহার হস্ত দগ্ধ হয় ও চৌর্ধ্যাপরাধ প্রমাণ হওয়ায় তজ্জন্ত বন্ধনাদি ক্লেশপ্রাপ্তি ঘটে, তদ্রূপ দ্বৈতবাদিগণের পক্ষেও নানারূপ দুঃখ ঘটিয়া থাকে। আর বাহারা বাস্তবিকই চোর নহে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া পরীক্ষার জন্ত উত্তপ্ত কুঠার ধারণ করিতে দিলেও ষেরূপ কদাচ তাহাদিগের হস্ত দগ্ধ হয় না, সুতরাং তাহাদিগকে চোর বলিয়া বন্ধন করা যায় না ও তজ্জন্ত ক্লেশপ্রাপ্তিও ঘটে না, তদ্রূপ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদিগণের ভববন্ধন ঘটে না এবং তাহাদিগের সংসারাবৃত্তি জন্ত ক্লেশেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, বাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানী, অদ্বৈতাশ্রমদর্শন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, অদ্বৈতাশ্রমজ্ঞান নিজের অভিপ্রেতবিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্ত কর্ম্মকে অপেক্ষা করে কিংবা জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক-দূরীকরণার্থ কর্ম্মকে অপেক্ষা করে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বাস্তবিকপক্ষে নিজের অভিপ্রেত বিষয়ে সিদ্ধিলাভের নিমিত্তও কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না, অথবা প্রতিবন্ধকদূরীকরণার্থও কর্ম্মের অপেক্ষা করে না ; কারণ, অদ্বৈতজ্ঞান কোন প্রকার কর্ম্মসাধ্য নহে, উহা কেবলমাত্র বাক্যজনিত অর্থাৎ সদৃশরূপ উপদেশপ্রভাবেই অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ; সুতরাং তাহার বাধকাভাব হেতু তন্নিকারণার্থ কোন সহকারীর প্রয়োজন হয় না ; ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদের উচ্ছেদ হইলে এই সমস্তই স্বচ্ছরূপ অদ্বিতীয় আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়, এই বাক্যে আত্মজ্ঞানের বাধকাভাব বুঝা যায় ॥ ২ ॥

**ভাষ্যভূমিকা।**—অতএব ন কর্ম্মসহভাব্যদ্বৈতাশ্রমদর্শনং, ক্রিয়াকারক-ফলভেদোপমর্দনং “সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” “আত্মৈবেদং সর্বম্” ইত্যেবমাদিবাক্যজনিতশ্চ বাধকপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ। কর্ম্মবিধিপ্রত্যয় ইতি চেৎ, ন ; কর্তৃ-ভোক্তৃ-স্বভাববিজ্ঞানবত-



সুজ্জনিতকৰ্মফল-রাগ-দ্বेषাদিদোষবতঃ কৰ্মবিধানাৎ । অধিগতসকলবেদার্থস্ত কৰ্ম-  
বিধানাৎ অদ্বৈতজ্ঞানবতোহপি কৰ্মেতি চেৎ, ন ; কৰ্মাধিকৃতবিষয়স্ত কৰ্ত্তৃ-ভোক্তা-দি-  
জ্ঞানস্ত স্বাভাবিকস্ত “সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” “আত্মবেদং সৰ্বম্” ইত্যনেনোপমর্দিতত্বাৎ ।  
তস্মাদবিজ্ঞাদিদোষবত এব কৰ্মাণি বিধীয়ন্তে, নাট্বৈতজ্ঞানবতঃ, অতএব হি বক্ষ্যতি “সৰ্ব-  
এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোহমৃতম্বমেতি ॥ ৩ ॥

**ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ ।**—এই জগুই অদ্বৈত আত্ম-  
বিজ্ঞান কৰ্মসহভাবী অর্থাৎ কৰ্মের সহিত একত্র উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ কৰ্মানু-  
ষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন হয় না ; কারণ, ক্রিয়া, কারক ও তাহার ফল—এই তিন  
প্রকার ভেদজ্ঞানের বিনাশসাধন দ্বারা “সংস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বিতীয়” “এই  
সমস্তই আত্মস্বরূপ” ইত্যাদি প্রতিবাক্য হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞানের বাধক জ্ঞানের  
উপপত্তি হয় না । যদি বল, শাস্ত্রে কৰ্মানুষ্ঠানের বিধি থাকায় সেই কৰ্মবিধির জ্ঞানই  
বাধক, না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, যে ব্যক্তি “আমিই কৰ্ত্তা, আমিই  
/ভোক্তা” ইত্যাদি স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট এবং ঐরূপ জ্ঞানজন্ত কৰ্মফলে অনুরাগ  
বা দ্বेषাদি দোষবিশিষ্ট, তাহার সম্বন্ধেই কৰ্মের বিধান, জ্ঞানীর সম্বন্ধে নহে ।  
যদি বল, যে ব্যক্তি সমস্ত বেদার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহার সম্বন্ধেই কৰ্মের বিধান  
থাকায় অদ্বৈত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কৰ্ম বিহিত, তাহার উত্তর, না,  
তাহাও হইতে পারে না, কারণ, “সং অর্থাৎ ব্রহ্ম একমাত্র ও অদ্বিতীয়” “এই  
সমস্তই আত্মস্বরূপ” ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা কৰ্মাধিকারবিষয়ক “আমি কৰ্ত্তা,  
আমি ভোক্তা” ইত্যাদি স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া যায় । এই জগুই  
অবিজ্ঞাদি দোষাক্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষেই কৰ্মের বিধান, অদ্বৈত আত্মবিষয়ক  
জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে নহে । পরেও বলিবেন, “ইহার। সকলেই পুণ্যলোক  
প্রাপ্ত হন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন” ॥ ৩ ॥

**ভাষ্যভূমিকা ।**—তত্র এতন্মিৎ অদ্বৈতবিজ্ঞাপ্রকরণে অভ্যাসসাধনানি  
উপাসনানি উচ্যন্তে, কৈবল্যসম্বন্ধিফলানি চার্হেতাৎ ঈষৎ বিকৃতব্রহ্মবিষয়াণি “মনোময়ঃ  
প্রাণশরীরঃ” ইত্যাদীনি, কৰ্মসম্বন্ধিকলানি চ কৰ্মাঙ্গসম্বন্ধীনি, রহস্তসামান্যং মনোবৃত্তি-  
সামান্যত্বাচ্চ । যথা অদ্বৈতজ্ঞানং মনোবৃত্তিমাত্রং, তথা অজ্ঞানস্তপি উপাসনানি মনোবৃত্তি-  
রূপাণীত্যন্তি হি সামান্যম্ । কন্তুর্হি অদ্বৈতজ্ঞানস্য উপাসনানাঞ্চ বিশেষঃ ? উচ্যতে,  
স্বাভাবিকস্য আত্মনি অক্ৰিয়ে অধ্যারোপিতস্ত কৰ্ত্তৃাদিকারক-ক্রিয়া-ফলভেদবিজ্ঞানস্ত  
নিবর্তকমদ্বৈতবিজ্ঞানং, ব্রহ্মাদাদিব সর্পাণ্ডধারোপলক্ষণজ্ঞানস্ত ব্রহ্মাদিস্বরূপনিশ্চয়ঃ  
প্রকাশনিমিত্তঃ । উপাসনস্ত যথাশাস্ত্রসমাপিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তন্মিৎ সমানচিত্ত-  
বৃত্তিসম্ভানকরণং তদ্বিলক্ষণপ্রত্যয়ানন্তরিতমিতি বিশেষঃ । তাগ্নেতানি উপাসনানি  
সম্বত্বদ্বিকরত্বেন বস্ত্তত্বাভাসকত্বাৎ অদ্বৈতজ্ঞানোপকারকাণি, আলম্বনবিষয়ত্বাৎ সুখ-



সাধ্যানি চেতি পূর্বমুপগত্যন্তে, তত্র কৰ্ম্মাভ্যাসস্ত দৃঢ়ীকৃতত্বাৎ । কৰ্ম্মপরিত্যাগেনোপাসন  
এব হুঃখং চেতঃসমৰ্পণং কৰ্ত্তুমিতি কৰ্ম্মাঙ্গবিষয়মেব তাবদাদ্যুপাসনমুপগত্যন্তে ॥ ৪ ॥

ইতি ভাষ্যভূমিকা ।

**ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ ।**—সেই এই অদ্বৈতবিজ্ঞাপক-  
রণে বাহাতে আত্মার অভ্যাসসাধন হয়, এই প্রকার উপাসনা ও যে সমস্ত  
উপাসনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটে, এবং অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান বিকৃত  
ব্রহ্ম, অর্থাৎ সঞ্জন ব্রহ্মই যে সমস্ত উপাসনার বিষয়, “মনোময়, প্রাণশরীর” ইত্যাদি  
শ্রুত্যান্তে সেই সমস্ত উপাসনা ও কৰ্ম্মফলের উৎকর্ষজনক কৰ্ম্মাঙ্গবিষয়ক উদ্ভূতাদি  
উপাসনাসমূহও কথিত হইতেছে, কারণ, রহস্ত অর্থাৎ গূঢ়ার্থ বিষয়ে ও মনোবৃত্তিবিষয়ে  
অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ও উপাসনার সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে । উপাসনার সহিত আত্ম-  
জ্ঞানের পার্থক্য কি, প্রথমে তাহাই বলিতেছেন—আত্মবিজ্ঞাপকরণে যে তিন প্রকার  
উপাসনা কথিত আছে, তাহাতে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ও উপাসনার  
মধ্যে কোন বিশেষ নাই । অদ্বৈতজ্ঞান যেরূপ চিত্তবৃত্তি বা মানসচিন্তা মাত্র,  
অপরূপ উপাসনাও তজ্জপ চিত্তবৃত্তিমাত্র ; সুতরাং আত্মজ্ঞান ও উপাসনা উভয়ের  
মধ্যেই সাম্য বিদ্যমান । আচ্ছা, যদি অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ও উপাসনা দুইই সমান  
হয়, তাহা হইলে উহাদিগের পার্থক্য কি থাকিল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,  
উপাসনাতে নিষ্ক্রিয় আত্মাতে কৰ্ত্তাদিকারক, ক্রিয়া ও তাহার ফল আরোপিত  
হয়, কিন্তু অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ঐ সমস্ত ভেদজ্ঞানের অর্থাৎ আমি কৰ্ত্তা, আমি ইহার  
ফলভোগী ইত্যাদি বুদ্ধির নিবারণক । যেরূপ রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদিজ্ঞান জন্মিলে,  
যখন সেই রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হয়, তখন আর সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞান বিদ্যমান থাকে  
না, তজ্জপ অদ্বৈত আত্মজ্ঞানই আত্মাতে আরোপিত কৰ্ত্তৃত্বাদিজ্ঞানের নিবৃত্তি  
করিয়া দেয় । আর কোন অধিষ্ঠানে মনে মনে শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া  
তাহাতে যে চিত্তবৃত্তিস্থাপন, তাহাকেই উপাসনা কহে । অদ্বৈত আত্মজ্ঞান জন্মিলে  
ঐ সমস্ত কল্পনা দূর হইয়া যায়, ইহাই উপাসনা ও আত্মজ্ঞানের বিশেষত্ব । সেই  
সমস্ত উপাসনা দ্বারা চিত্তশোধন হয় এবং বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে,  
সুতরাং উপাসনা আত্মজ্ঞানসাধনের বিশেষ উপকারী ও কোন একটি বিষয়কে  
অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অনায়াসসাধ্য, এই জন্তই অগ্রে উপাসনা কথিত  
হইতেছে, যে হেতু, উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে কৰ্ম্মাভ্যাস দৃঢ় হয় । কৰ্ম্ম  
পরিত্যাগ পূর্বক উপাসনাতে চিত্তনিবেশ করা অতীব ক্লেশজনক হইয়া উঠে, এই  
জন্তই প্রথমে কৰ্ম্মাঙ্গবিষয়ক উপাসনা কথিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

ভাষ্যভূমিকার সংক্ষিপ্তানুবাদ সমাপ্ত ।



# অথোপনিষদারম্ভঃ

প্রথমঃ প্রপাঠকঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—ব্রহ্মের অতিশয় প্রীতিজনক নাম “ওম্” এই অক্ষরটিকে কর্ম্মাজ উদগীথরূপে উপাসনা করিবে অর্থাৎ ওঙ্কারেই দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে উপাসনা করিবে ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত। ওমিত্যেতদক্ষরং পর-  
মাস্থানোহভিধানং নেদিষ্টং, তস্মিন্ হি প্রযুক্ত্যমানে স প্রসীদতি, প্রিয়নামগ্রহণে ইব  
লোকঃ। তদিহ “ইতি” পরং প্রযুক্তমভিধায়কত্বাৎ ব্যাবর্তিতং শব্দস্বরূপমাত্রং প্রতীয়তে,  
তথা চ অর্চাদিবং পরস্তাস্থানঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে; এবং নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ  
পরমাত্মোপাসনসাধনং শ্রেষ্ঠমিতি সর্ববেদান্তেষু অবগতম্। জপকর্ম্মস্বাধ্যায়াত্মন্তেষু চ  
বহুশঃ প্রয়োগাৎ প্রসিদ্ধমস্ত শ্রেষ্ঠ্যম্; অতন্তদেতদক্ষরং বর্ণাত্মকম্ উদগীথভক্ত্যবয়বত্বাৎ  
উদগীথশব্দবাচ্যমুপাসীত, কর্ম্মাস্থানবয়বভূতে ওঙ্কারে পরমাত্মপ্রতীকে দৃঢ়মৈকাগ্র্যলক্ষণাৎ  
মতিং সম্ভব্যাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“ওম্” এই অক্ষরকে উদগীথরূপে  
উপাসনা করিবে। ‘ওম্’ এই অক্ষরটি পরমাত্মার অতি সন্নিহিত অভিধান বা  
বাচক অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়াই পরমাত্মার নাম উচ্চারণ করিতে হয়। এই  
নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।  
নিজের প্রিয় নামে কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিলে সেই সম্বোধ্য ব্যক্তির যেরূপ  
প্রীতি জন্মে, তদ্রূপ পরমাত্মার অতিপ্রিয় ‘ওম্’ নামে তাঁহাকে আহ্বান করিলে  
তিনিও পরম প্রীতিলাভ করেন। পরমাত্মার অপরাপর অনেক নাম থাকিলেও  
এই ‘ওম্’ শব্দই তাঁহার বাচক। এই ‘ওম্’ শব্দ যেমন পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইয়া  
থাকে, অপরাপর শব্দ তদ্রূপ নহে। প্রতিমাতে যেরূপ ভগবৎপ্রতীতি জন্মে,  
‘ওম্’ শব্দেও তদ্রূপ পরমাত্মার প্রতীতি হয়। ওঙ্কার পরমাত্মার বাচক ও



নামবিশেষ, এই জন্ত যত প্রকার পরমাশ্রোপাসনার সাধন আছে, তন্মধ্যে সৰ্ব-বেদান্তেই এই ওঙ্কারেরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হইয়াছে। জপ, কৰ্ম ও স্বাধ্যায়ের আদি ও অন্তে এই ওম্ শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং ওঙ্কারের প্রাধান্যই প্রতিপত্ত। অতএব বর্ণাত্মক সেই এই অক্ষরই উদ্গীথ ভক্তির অংশবিশেষ বলিয়া উদ্গীথরূপে ইহার উপাসনা করিবে অর্থাৎ কৰ্ম্মাক্ষরের অবয়বীভূত ও পরমাত্মপ্রতীক ওঙ্কারে দৃঢ়রূপে চিন্তনবিশেষ করাই কর্তব্য ॥ ১ ॥

ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—যে হেতু “ওম্” এই অক্ষর প্রথমে উচ্চারণপূর্বক উদ্গান অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে গান করে, এই জন্তই ওঙ্কার উদ্গীথ। তাহার উপব্যাখ্যান অর্থাৎ কি প্রকারে ওঙ্কারের উপাসনা করিতে হয়, তাহার মাহাত্ম্য, ফল ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইতেছে ॥ ২ ॥

**শাক্তব্যাখ্যান।**—স্বয়মেব ঋতিরোঙ্কারস্ত উদ্গীথশব্দব্যাচ্যে হেতুমাঃ । ওমিতি হি উদ্গায়তি—ওমিত্যারভ্য হি যস্মাদুদ্গায়তি অত উদ্গীথ ওঙ্কার ইত্যর্থঃ । তস্যোপব্যাখ্যানং—তস্য অক্ষরস্ত, উপব্যাখ্যানম্—এবমুপাসনম্, এবং-বিভূতি, এবং-ফল-মিত্যাদিকথনম্ উপব্যাখ্যানং, প্রবর্ত্ততে ইতি বাক্যশেষঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কি জন্ত ওঙ্কারকে উদ্গীথ বলা হয়, স্বয়ং ঋতিই তাহা বলিতেছেন, যে হেতু “ওম্” এই শব্দ আরম্ভ করত উচ্চৈঃস্বরে গান করে এ জন্ত ওঙ্কারই উদ্গীথ বলিয়া অভিহিত। সেই ওঙ্কারের উপব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাসনা-প্রকার, মাহাত্ম্য ও ফল ইত্যাদি কীর্তিত হইতেছে ॥ ২ ॥

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপামোষ-ধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্ত বাক্ রসঃ, বাচ ঋক্ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সান্ন উদ্গীথো রসঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—পৃথিবী স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক ভূতসমূহের রস অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। জলসমূহ পৃথিবীর রস অর্থাৎ আশ্রয় বা কারণ, যে হেতু, এই পৃথিবী জলেতেই ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত। ওষধি অর্থাৎ লতাশুভ্রাদি জলের রস বা সার অর্থাৎ কার্য্য, পুরুষ ওষধিসমূহের রস বা কার্য্য, বাক্য পুরুষের রস বা কার্য্য, ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক বেদাংশ বাক্যের রস বা সার, সাম অর্থাৎ গীতাশ্রক বেদাংশ ঋকের রস বা সার, আর উদ্গীথ বা ওঙ্কার সামবেদের রস বা সারাংশ ॥৩॥

**শাক্তব্যাখ্যান।**—এষাং চরাচরাণাং ভূতানাং পৃথিবী রসো গতিঃ পরায়ণ-



মবষ্টম্ভঃ । পৃথিব্যা আপো রসঃ, অম্মু হোতা চ প্রোতা চ পৃথিব্যতস্তা রসঃ পৃথিব্যাঃ ।  
 অপামোষধয়ো রসঃ, অপ্পরিণামত্বাদোষধীনাম্ । তাঙ্গাং পুরুষো রসঃ, অল্পপরিণামত্বাৎ  
 পুরুষস্ত । তস্তাপি পুরুষস্ত বাগ্ৰসঃ, পুরুষাবয়বানাং হি বাক্ সারিষ্ঠা, অতো বাক্  
 পুরুষস্ত রস উচ্যতে । তস্তা অপি বাচঃ ঋগ্রসঃ সারতরা । ঋচঃ সাম রসঃ সারতরম্ ।  
 তস্তাপি সায়ঃ উদগীথঃ প্রকৃতত্বাদোঙ্কারঃ সারতরঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—পৃথিবী এই স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক সর্ব-  
 ভূতের রস অর্থাৎ গতি বা উৎপত্তির হেতু, পরায়ণ অর্থাৎ স্থিতির কারণ ও  
 অবষ্টম্ভ অর্থাৎ সংহারের নিদান । সলিল এই পৃথিবীর রস বা কারণ, যে হেতু  
 সলিলেই পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে, “অন্ত্যঃ পৃথিবী” এই শ্রুতিও  
 জলকেই পৃথিবীর কারণ বলিয়াছেন, এ জন্ত জলই পৃথিবীর রস । জলের রস  
 বা সারাংশ ওষধিসমূহ, কারণ, যাবতীয় ওষধি জলেরই পরিণাম অর্থাৎ জল ব্যতীত  
 ওষধিসমূহ থাকিতেই পারে না । ওষধির রস পুরুষ, কারণ, পিতৃ-মাতৃ-কর্তৃক  
 সেবিত ওষধি বা অল্পই পরিণামে রস-রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট  
 পুরুষের উৎপত্তির কারণ হয়, এই জন্তই পুরুষ ওষধিসমূহের রস বা সারাংশ বা  
 কাৰ্য্য । আর বাক্যই পুরুষের রস বা সার, বাক্শক্তিহীন পুরুষ সর্বত্রই নিন্দনীয়  
 ও অবজ্ঞের বলিয়া বাক্যই পুরুষের সারতম পদার্থ, এ জন্ত বাক্যই পুরুষের রস ।  
 সেই বাক্যের রস বা সারতর পদার্থ ঋক্ বা ঋগ্বেদ, অর্থাৎ মন্ত্রাশ্রক বেদভাগের  
 উচ্চারণেই বাক্যের সার্থকতা, এ জন্ত ঋক্ই বাক্যের রস বা সারাংশ । ঋগ্বেদের  
 রস বা উৎকৃষ্ট সার সামবেদ, যে হেতু ঋক্সমূহ গীতসহকারে উচ্চারিত হইলেই  
 শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তিজনক হয়, ‘আর উদগীথ অর্থাৎ প্রস্তাবিত উদগীথাবয়ব ওঙ্কার সেই  
 সামবেদের রস বা সারতর অংশ, যে হেতু, ওঙ্কার-বিরহিত সাম নিষ্ফল ॥ ৩ ॥

স এষ রসানাং\* রসতমঃ পরমঃ পরাক্ক্যোহক্টমো যদুদগীথঃ ॥৪॥

**অনুবাদ ।**—সেই যে এই উদগীথ বা ওঙ্কার, ইহা পৃথিবী প্রভৃতি রস-  
 সমূহের রসতম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সারাংশ, পরমাত্মার তুল্য ও পরাক্ক্য অর্থাৎ পরমাত্মার  
 ত্রায় উপাশ্রয় বলিয়া পরমাত্মজ্ঞানেই আশ্রয়ণীয় ও পৃথিব্যাদি রসসমূহের মধ্যে অষ্টম-  
 সংখ্যক ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—এবং স এষ উদগীথাখ্যঃ ওঙ্কারো ভূতাদীনাম্  
 উত্তরোত্তররসানামতিশয়েন রসো রসতমঃ । পরমঃ পরমাত্মপ্রতীকত্বাৎ । পরাক্ক্যঃ  
 অর্দ্ধঃ স্থানঃ, পরঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পরাক্ক্যঃ তদর্হতীতি পরাক্ক্যঃ পরমাত্মস্থানার্হঃ, পরমাত্মবৎ  
 উপাশ্রয়াদিত্যভিপ্রায়ঃ । অষ্টমঃ পৃথিব্যাতিরসসংখ্যারঃ, যৎ উদগীথঃ য উদগীথঃ ॥ ৪ ॥

\* ‘হু’ এই চিহ্ন যেখানে থাকিবে, সেখানে ‘ও’ এই প্রকার উচ্চারণ হইবে ।



প্রথম: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৯

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই এই উদগীথ-নামক ওঙ্কারই উত্তরোত্তর রসস্বরূপ ভূতসমূহের রসতম বা উৎকৃষ্ট রস। পরমাশ্রয় প্রতীক বলিয়া ইহা পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, এই রসান্বাদনেই পরমাশ্রয় প্রতীতি হইয়া থাকে, অতএব ওঙ্কারই রসতম বলিয়া কথিত। এই ওঙ্কারই পরমাশ্রয়ান্বিত, সুতরাং পরমাশ্রবৎ ইহার উপাসনা করা কর্তব্য। পরমাশ্রবত্বের অনুসন্ধান করা যেমন সর্বদা কর্তব্য, ওঙ্কারের রসতমত্ব অনুসন্ধান পূর্বক পরমাশ্রয়জ্ঞানে ধ্যান করাও তদ্রূপ উচিত। পৃথিবী প্রভৃতি রস হইতে গণনা করিলে রসসমূহের মধ্যে উহা অষ্টম হইবে, যথা—ক্ষিত্তি, অপ্, ওষধি, পুরুষ, বাক্য, ঋক্, সাম ও উদগীথাত্ম্য ওঙ্কার, অতএব ওঙ্কার সর্বরসের উত্তরবর্তী বলিয়া ইহাই রসতম বা সর্বরসের মধ্যে অতিশয় রস ॥ ৪ ॥

কতমা কতমক্, কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতম উদগীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—এ স্থলে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, পূর্বে যে ঋক্, সাম ও উদগীথের কথা বলা হইল, ঐ ঋক্-ই বা কোন্ কোন্টি? সাম-ই বা কোন্ কোন্টি? আর উদগীথ-ই বা কোন্ কোন্টি? ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—বাচ ঋক্ রস ইত্যুক্তং, কতমা সা ঋক্? কতমৎ তৎ সাম? কতমো বা স উদগীথঃ? কতমা কতমেতি বীক্ষ্য আদরার্থা। নহু “বা বহুনাং জাতিপরিপ্রশ্নে উতমচ্,” ন হুত্র ঋগ্জাতিবহুত্বং, কথং উতমচ্ প্রত্যয়ঃ? নৈব দোষঃ, জাতৌ পরিপ্রশ্নঃ জাতিপরিপ্রশ্ন ইত্যেতন্নিব বিগ্রহে জাতৌ ঋগ্-ব্যক্তীনাং বহুত্বোপপত্তেঃ, ন তু জাতেঃ পরিপ্রশ্ন ইতি বিগৃহ্যতে। নহু জাতেঃ পরিপ্রশ্নঃ ইত্যন্নিব বিগ্রহে “কতমঃ কঠঃ” ইত্যাহ্বাদাহরণম্ উপপন্নং, জাতৌ পরিপ্রশ্ন ইত্যত্র তু ন যুক্ত্যতে। তত্রাপি কঠাদি-জাতাবেব ব্যক্তিবহুত্বাভিপ্ৰায়েণ পরিপ্রশ্ন ইত্যদোষঃ। যদি জাতেঃ পরিপ্রশ্নঃ শ্রাৎ, কতমা কতমা ঋক্ ইত্যাদৌ উপসংখ্যানং কর্তব্যং শ্রাৎ। বিমৃষ্টং ভবতি বিমর্শঃ ক্রতো ভবতি ॥৫॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বাক্যের রস ঋক্, এ স্থানে প্রশ্ন এই যে, বেদের অনেক প্রকার শাখা আছে, তন্মধ্যে কাহাকেই বা ঋক্ বলে? সাম-ই বা কাহাকে বলা যায়? উদগীথ-ই বা কাহাকে বলে? “কতম কতম” ইত্যাদি স্থলে দ্বিগুক্তি প্রশ্নবিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহের স্তোভক ॥ ৫ ॥



বাগেবর্ক্, প্রাণঃ সাম, ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথঃ । তদ্বা এত-  
ম্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশচর্ক্ চ সাম চ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—উক্ত প্রণের উত্তরে বলিতেছেন—বাক্‌ই ঋক্, প্রাণই সাম ও “ওম্” এই অক্ষরই উদগীথ । ইহাই সেই মিথুন বা জীপুরুষস্থানীয়, বাহা বাক্ ও প্রাণ এবং ঋক্ ও সাম অর্থাৎ বাক্ ও প্রাণ সমস্ত ঋক্-সামের কারণস্বরূপ জীপুরুষ-স্থানীয় ॥ ৬ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ ।**—বিমর্শে হি কৃতে সতি প্রতিবচনোক্তিরূপণয়া বাগেব ঋক্, প্রাণঃ সাম ইতি । বাগ্‌চোরেকদেহপি নাষ্টমত্বব্যাঘাতঃ, পূর্ব্বেণ বাক্যান্তরঙ্গ্য-দাপ্তিগুণসিদ্ধয়ে ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথ ইতি । বাক্‌প্রাণে ঋক্‌সামযোনী ইতি বাগেব ঋক্‌প্রাণঃ সামেত্যুচ্যতে, যথাক্রমম্ ঋক্‌সামযোন্তোঃ বাক্‌প্রাণয়োগ্রহণে হি সর্কাসাম ঋচাং সর্কৈবাক্‌ সামাম্ অবরোধঃ কৃতঃ শ্রাৎ । সর্কর্ক্‌সামাবরোধে চ ঋক্‌সামসাধ্যানাঞ্চ সর্ককর্ম্মণামবরোধঃ কৃতঃ শ্রাৎ ; তদবরোধে চ সর্কৈ কামা অবরুদ্ধাঃ স্র্যঃ । “ওমিত্যেত-দক্ষরমুদগীথঃ” ইতি ভক্ত্যাশঙ্ক্য নিবর্ত্ততে । “তদ্বা” তদ্বিতি মিথুনং নির্দিষ্টতে । কিন্তু মিথুনম্ ? ইত্যাহ, যৎ বাক্ চ প্রাণশচ সর্কর্ক্‌সামকারণভূর্তো মিথুনম্ । ঋক্ চ সাম চৈতি ঋক্‌সামকারণে ঋক্‌সামশব্দোক্তো ইত্যর্থঃ, ন তু স্বতন্ত্রম্ ঋক্ চ সাম চ মিথুনম্, অত্থা হি বাক্ চ প্রাণশচ ইত্যেকং মিথুনম্, ঋক্ সাম চাপরং মিথুনমিতি যে মিথুনে শ্রাতাং, তথা চ তদেতৎ মিথুনমিত্যেকবচননির্দেশঃ অল্পপন্নঃ শ্রাৎ, তস্মাৎ ঋক্‌সামযোন্তোঃ বাক্‌প্রাণয়োরেব মিথুনত্বম্ ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে হয়, এ জন্য বলিতেছেন—বাক্‌ই ঋক্, প্রাণই সাম ও “ও” এই বর্ণই উদগীথ বলিয়া কথিত । বাক্য ও প্রাণ ইহারাই ক্রমশঃ ঋক্ ও সামের উৎপত্তির হেতু অর্থাৎ বাক্য ও প্রাণ হইতেই যাবতীয় ঋক্ ও সর্কবিধ সামের উৎপত্তি হয়, এই জ্ঞাই বাক্যকে ঋক্ ও প্রাণকে সাম বলা হইয়াছে, আর যথাক্রমে ঋক্ ও সামের উৎপত্তির হেতুস্বরূপ বাক্ ও প্রাণের উল্লেখ করাতেই সমস্ত ঋক্ ও সমস্ত সামেরই গ্রহণ, আর সমস্ত ঋক্ ও সমস্ত সামের গ্রহণেই ঋক্-সামসাধ্য যাবতীয় কর্ম্মেরও গ্রহণ, আর তাহা হইলেই সর্কবিধ কাম বা কাম্য ফলেরও গ্রহণ বা স্বীকার করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে । আর কেবলমাত্র উদগীথ বলিলে সমস্ত উদগীথেরই গ্রহণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় “ওম্” এই অক্ষরাত্মক উদগীথ বলা হইয়াছে । মূলে যে “তদ্বৈ” পদ আছে, ঐ তৎশব্দে পরবর্ত্তী মিথুনকে নির্দেশ করা হইয়াছে ; সেই মিথুন কি ? তাহাই বলিতেছেন, ঋক্ ও সামের উৎপত্তির কারণস্বরূপ বলিয়া বাক্ ও প্রাণই মিথুন, ঋক্ ও সাম এই দুইটি শব্দ দ্বারাই ঋক্ সামের সেই দুইটি কারণকে বুঝাইতেছে ॥৬॥



তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতন্নিম্নকরে সংসৃজ্যতে, যদা বৈ  
মিথুনৌ সমাগচ্ছতঃ, আপয়তো বৈ তাবন্যোহন্যস্ত কামম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই বাক্য ও প্রাণরূপ মিথুন “ওম্” এই অক্ষরের  
সহিত মিলিত হয়, যে সময়ে উহারা মিথুনীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে পরস্পরের  
কাম অর্থাৎ অভিপ্রের্তার্থ সম্পাদন করে ॥ ৭ ॥

**শাক্তব্রতান্যম্।**—তৎ এতৎ এবং-লক্ষণং মিথুনম্ “ওম্” ইত্যেতন্নিম্নকরে  
সংসৃজ্যতে; এবং সর্বকামাবাপ্তিগুণবিশিষ্টং মিথুনমোঙ্কারে সংসৃষ্টং বিজ্ঞতে ইত্যোঙ্কারস্ত  
সর্বকামাবাপ্তিগুণবস্ত্বং প্রসিদ্ধম্। বাহ্যরূপম্ ওঙ্কারস্ত প্রাণনিম্পাত্ত্বঞ্চ মিথুনে  
সংসৃষ্টং, মিথুনস্ত কামাপয়িত্বং প্রসিদ্ধমিতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—যথা লোকে মিথুনৌ  
মিথুনাবয়বৌ জীপুংসৌ, যদা সমাগচ্ছতঃ গ্রাম্যধর্মতয়া সংযুজ্যমাতাং, তদা আপয়তঃ  
প্রাপয়তঃ, অন্যোহন্যস্ত ইতরেতরস্ত, তৌ কামং, তথা চ স্বান্মাহুপ্রবিষ্টেন মিথুনে  
সর্বকামাবাপ্তিগুণবস্ত্বমোঙ্কারস্ত সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—‘ও’ এই অক্ষরে পূর্বকথিত মিথুনীভূত  
বাক্য ও প্রাণ এই দুইটিই সংসৃষ্ট রহিয়াছে। এইরূপেই সর্বকামলাভরূপ গুণবিশিষ্ট  
মিথুন ওঙ্কারে মিলিত হইয়া আছে এবং এই জন্তই ওঙ্কারেরও সর্বকামপ্রদত্বরূপ  
গুণবত্তা প্রথিত আছে। ওঙ্কারের বাহ্যরূপ ও প্রাণনিম্পাত্ত্বই মিথুনীভাব  
অর্থাৎ পরস্পর সংসর্গ। মিথুন যে কামনাপূরক, তাহাও লোকপ্রসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত দ্বারা  
উক্ত উক্তির সমর্থন করিতেছেন, যেমন লৌকিক মিথুন অর্থাৎ জী-পুরুষ বখন  
পরস্পর গ্রাম্যধর্ম অর্থাৎ স্বরতক্রীড়ার্থ মিলিত হয়, তখন তাহারা পরস্পর  
পরস্পরের কামনা পূরণ করে, তদ্রূপ আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট উক্তরূপ মিথুন দ্বারাই  
ওঙ্কারের সর্বকামপ্রদত্বরূপ গুণশালিত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ৭ ॥

আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ-  
গীথমুপাস্তে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে সর্বকামপ্রদত্বরূপ গুণ-  
বিশিষ্ট জানিয়া “ওম্” এই অক্ষরাব্রত উদগীথের উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত কাম  
অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ের প্রাপক হন অর্থাৎ তাহার অভীষ্ট বিষয় পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

**শাক্তব্রতান্যম্।**—তদুপাসকোহপি উদগাতা তদ্বক্ষ্য ভবতীত্যাহ, আপ-  
য়িতা হ বৈ কামানাং বজমানস্ত ভবতি, য এতদক্ষরম্, এবম্ আপ্তিগুণবৎ, উদগীথম্  
উপাস্তে, তস্ত এতৎ যথোক্তং ফলমিত্যর্থঃ, “তৎ যথা যথা উপাসতে, তদেব ভবতি”  
ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—ওঙ্কারের উপাসক উদ্গাতাও ওঙ্কারের জ্ঞায় সৰ্বকামপ্রদত্তরূপ গুণবান্ হইয়া থাকেন, এই কথাই বলিতেছেন । যিনি এই ওঙ্কারাত্মক অক্ষরকে আশ্রিরূপ অর্থাৎ সৰ্বকামপ্রদত্তরূপ গুণবিশিষ্ট মনে করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার যথোক্তরূপ ফললাভ হয় অর্থাৎ তিনি যজ্ঞমানদিগের সৰ্বকামনা পরিপূরণ করিতে সমর্থ হন । ঋতিও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহাকে যেরূপ যেরূপ ভাবে আরাধনা করে, তাহার সেই সেই কামনাপরিপূরণরূপ ফললাভ হয় ॥ ৮ ॥

তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং, যদ্বি কিঞ্চানুজ্ঞানাত্যোমিত্যেব তদাহ, এষো এব সমৃদ্ধির্ষদনুজ্ঞা, সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদগীথমুপাস্তে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—পূর্বোক্ত গুণবিশিষ্ট সেই এই ওঙ্কারই অনুজ্ঞাক্ষর অর্থাৎ অনুমতিস্থচক অক্ষরবিশেষ । যাহা কিছু অনুমোদন করা যায় অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কিছু প্রার্থনা করিলে অথবা কোন কার্যে অনুমতি চাহিলে, “ওম্” এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই ধনী বা জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, অতএব এই অনুজ্ঞা বা সম্মতিজ্ঞাপক ওঙ্কার সমৃদ্ধি অর্থাৎ উন্নতিজনকরূপ গুণবিশিষ্ট । যিনি এই অক্ষরাত্মক উদ্গীথকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি যজ্ঞমানের সমস্ত কাম্যবিষয় পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হন ॥ ৯ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্ ।**—সমৃদ্ধিগুণবাংশ ওঙ্কারঃ, কথম্ ? তদ্বা এতৎ প্রকৃতম্, অনুজ্ঞাক্ষরম্ অনুজ্ঞা চ সা অক্ষরঞ্চ তৎ ; অনুজ্ঞা অনুমতিঃ, ওঙ্কার ইত্যর্থঃ । কথমনুজ্ঞা ? ইত্যাহ, ঋতিরেব, যদ্বি কিঞ্চ যৎ কিঞ্চ লোকে জ্ঞানং ধনং বা অনুজ্ঞানাতি বিদ্বান্ ধনী বা তত্র অনুমতিং কুর্ত্বান্ ওমিত্যেব তদাহ । তথা বেদে “ত্রয়স্ত্রিংশদিতি, ওমিতি হোবাচ” ইত্যাদি । তথা চ লোকেহপি—তবেদং ধনং গৃহামি ইত্যুক্ত ওমিত্যাহ । অত এষা উ এব এষেব সমৃদ্ধিঃ যদনুজ্ঞা, বা অনুজ্ঞা সা সমৃদ্ধিঃ, তন্মূলবাদনুজ্ঞায়াঃ ; সমৃদ্ধিঃ ওমিত্যানুজ্ঞা দদাতি, তস্মাৎ সমৃদ্ধিগুণবান্ ওঙ্কার ইত্যর্থঃ । সমৃদ্ধিগুণোপাসকত্বাৎ তদ্ব্যর্থ্য সন্ সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং যজ্ঞমানস্ত ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষরম্ উদ্গীথমুপাস্তে ইত্যাদি পূর্ববৎ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—এই ওঙ্কার সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্টও বটে । কি প্রকারে ইহা সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন, প্রস্তাবিত এই ওঙ্কাররূপ অক্ষর অনুজ্ঞা বা অনুমতিস্থচক অক্ষর, কারণ, জ্ঞানী বা ধনী ব্যক্তির নিকট কোন প্রার্থী যদি জ্ঞান বা ধন প্রার্থনা করে, এবং জ্ঞানী বা ধনী



যদি তাহা দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে “ওম্” এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই তাহাতে অনুমতি জ্ঞাপন করেন। বেদেও আছে, শাকল্যমুনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন, দেবতা কতগুলি? যাজ্ঞবল্ক্য তেত্রিশটি দেবতা এই উত্তর দিলে শাকল্য “ওম্” এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এ জন্ত এই যে অনুজ্ঞা বা অনুমতিসূচক ওঙ্কার, ইহাই সমৃদ্ধি, যে হেতু, সমৃদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী বা ধনী ব্যক্তিই “ওম্” এই শব্দ দ্বারা অনুমতি জ্ঞাপন করেন, অতএব অনুজ্ঞা সমৃদ্ধিমূলক বলিয়া ওঙ্কারও সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট। যে ব্যক্তি এই ওঙ্কারাত্মক উদ্গীতকে এই প্রকার সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট জানিয়া আরাধনা করেন, সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্টের উপাসক বলিয়া তিনিও সেইরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া যজ্ঞমানগণের সমস্ত কামনা পরিপূরণ করিতে সমর্থ হন। অপরূপ ব্যাখ্যা পূর্বের শ্রাব্য জানিবে ॥ ৯ ॥

তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ততে, ওমিত্যাশ্রাবয়তোমিতি শত্-  
সত্যোমিত্যুদগায়তোযতৈশ্চবাক্ষরশ্চাপচিঠ্যে মহিন্না রসেন ॥১০॥

**অনুবাদ।**—সেই এই ওঙ্কারাত্মক অক্ষরের দ্বারা এই ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয়বিহিত কৰ্ম্ম প্রবর্তিত হইতেছে। সোমবাগে ‘ওম্’ এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই শ্রবণ করান হয়, ‘ওম্’ উচ্চারণ করিয়াই স্তব করা হয়, ‘ওম্’ উচ্চারণ করিয়াই উদ্গীত হয়। পরমাত্মসদৃশ সেই ওঙ্কারাত্মক অক্ষরের পূজা নিমিত্তই তাঁহারই মহিমা ও রস অর্থাৎ হবি দ্বারা সেই সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পাদিত হয় ॥ ১০ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথেনানীম্ অক্ষরং শোতি, উপাস্ত্বাৎ প্ররোচনার্থম্। কথম্? তেনাক্ষরেণ প্রকৃতেন ইয়ম্ ঋগেদাদিলক্ষণা ত্রয়ী বিদ্যা ত্রয়ীবিদ্যাবিহিতং কৰ্ম্মেত্যর্থঃ। ন হি ত্রয়ী বিদ্যেব আশ্রাবণাদিভিঃ বর্ততে, কৰ্ম্ম তু তথা প্রবর্ততে ইতি প্রসিদ্ধম্। কথম্? ওমিতি আশ্রাবয়তি, ওমিতি শংসতি, ওমিতি উদ্গায়তীতি লিঙ্গাক সোমবাগে ইতি গম্যতে, তচ্চ কৰ্ম্ম এতৈশ্চবাক্ষরশ্চ অপচিঠ্যে পূজার্থং, পরমাত্মপ্রতীকং হি তৎ, তদপচিঠিঃ পরমাত্মন এব সা, “স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্ক্য সিদ্ধিং বিল্লতি মানবঃ” ইতি স্মৃতেঃ। মহিন্না রসেন—কিঞ্চ এতৈশ্চবাক্ষরশ্চ মহিন্না মহেশ্বেন, ঋষিগ্-বজ্রমানাদি প্রাণৈরিত্যর্থঃ। তথা এতৈশ্চবাক্ষরশ্চ রসেন ত্রীহিষবাদিরসনিবৃত্তেন হবিষা ইত্যর্থঃ। বাগেহোমাত্মকরোপে ক্রিয়তে, তচ্চাদিত্যমুপতিষ্ঠতে, ততো বৃষ্টাদিক্রমেণ প্রাণো-হয়ঞ্চ জায়তে, প্রাণৈরেনৈন চ যজ্ঞস্তায়তে, অত উচ্যতে, অক্ষরশ্চ মহিন্না রসেনেতি ॥১০॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উপাস্ত্বা বলিয়া লোকের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত সস্ত্রুতি এই অক্ষরের স্তব বা প্রশংসা করিতেছেন। সেই এই



অক্ষরের দ্বারাই অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়াই বেদজয়বিহিত সমস্ত কৰ্ম সম্পাদিত হয়। সোমবাগে ‘ওম্’ উচ্চারণ করিয়াই আশ্রাবণ করে অর্থাৎ শ্রবণ করায়, ‘ওম্’ উচ্চারণ করিয়াই স্তব করে, ‘ওম্’ উচ্চারণ করিয়াই উদ্গান করে। উক্ত সকল কৰ্মই এই অক্ষর ওঙ্কারেরই পূজার নিমিত্ত জানিবে, কারণ, ঐ অক্ষর পরমাআর্যই প্রতীক, অতএব উক্ত প্রকারে ওঙ্কারের উপাসনা পরমাআর্যই উপাসনা। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, “স্বীয় কৰ্ম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া মনুষ্যেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়”। আরও দেখ, এই অক্ষরের মাহাত্ম্য দ্বারাই ঋত্বিক ও যজমানাদি সকলে প্রাণ অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন হন ও সেই অক্ষরের রস অর্থাৎ ব্রীহিষবাদির রস হইতে সমুদ্ভূত হবিঃ দ্বারাই সেই অক্ষরাশ্রয় পরমাআর্য পূজা সম্পাদিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, ওঙ্কার-অক অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই বাগ হোম ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই আভূত দ্রবসমূহ আদিত্যমণ্ডলে গমন করে, সেই আদিত্যমণ্ডল হইতে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টি দ্বারা ব্রীহিষবাদি শস্ত্রসমূহ সমুৎপন্ন হয়, ঋত্বিক যজমানাদি সেই শস্ত্র ভক্ষণে প্রাণবান্ হন ও গবাদি পশুসমূহ সেই শস্ত্র ভক্ষণে প্রভূত দুগ্ধ প্রদান করে, সেই দুগ্ধ হইতে হোমীয় ঘৃত উৎপন্ন হয়, ঋত্বিক-যজমানগণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া সেই ঘৃত দ্বারা যাগ-হোমাদি ক্রিয়া করেন। এই জন্তই বলা হইয়াছে, সেই অক্ষরেরই মহিমা ও রস দ্বারা পরমাঅশ্বরূপ ওঙ্কারের পূজা সম্পাদিত হয়; স্মৃতরাং বাঁহারা বর্ণবিজ্ঞানবিৎ, তাঁহাদিগের যাগাদিকৰ্ম করা নিশ্চয়ই কর্তব্য ॥ ১০ ॥

তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ, যদেব বিদয়া কৰোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীৰ্য্যবত্তরং ভবতীতি খণ্ডেতশ্চৈবাক্ষরশ্চোপব্যাখ্যানং ভবতি ॥ ১১ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত প্রথমঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—বাঁহারা এই অক্ষরকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানেন এবং বাঁহারা জানেন না, তাঁহারা উভয়েই সেই অক্ষর দ্বারা কৰ্ম করিয়া থাকেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই নানাবিধ অর্থাৎ বিভিন্নরূপ ফলপ্রদ। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ অর্থাৎ যোগসহকারে যাঁহা কিছু করা যায়, তাহাই অতিশয় বীৰ্য্য-শালী হয়। উদ্গীথ নামক এই অক্ষরের উপব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশংসা বা মহিমা এইরূপই কীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

প্রথম প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।



**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—তত্রাক্ষরবিজ্ঞানবতঃ কৰ্ম কৰ্তব্যমিতি স্থিতমাক্ষিপতি ।  
 তেন অক্ষরেণ উভৌ বশচ এতদক্ষরমেবং ব্যাখ্যাভং বেদ, বশচ কৰ্মমাত্রবিং অক্ষর-  
 বাধ্যত্বাং ন বেদ তৌ উভৌ কুরুতঃ কৰ্ম । তয়োশচ কৰ্মসামর্থ্যাদেব ফলং শ্রাৎ, কিং  
 তত্র অক্ষর বাধ্যত্ববিজ্ঞানেন ? ইতি ; দৃষ্টং হি লোকে হরীতকীঃ ভক্ষয়তোঃ তত্রসাভি-  
 জ্ঞেতরয়োঃ বিরচনম্ ; নৈবম্ ; যন্মাং নানা তু বিত্তা চ অবিত্তা চ ভিন্নে হি বিত্তাবিত্তে ।  
 তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । ন ওঙ্কারস্ত কৰ্ম্মাদ্ব্যমাত্রবিজ্ঞানমেব রসতমাগ্নিসমৃদ্ধিশুণ-  
 ববিজ্ঞানম্ ; কিং তর্হি ? ততঃ অভ্যধিকম্, তন্মাং তদঙ্গাধিক্যাং ফলাধিক্যং যুক্ত-  
 মিত্যভিপ্রায়ঃ । দৃষ্টং হি লোকে বণিক্-শবরয়োঃ পদ্মরাগাদিমণিবিক্রয়ে বণিজো বিজ্ঞান-  
 াধিক্যাং ফলাধিক্যং, তন্মাং বদেব বিত্তয়া বিজ্ঞানেন যুক্তঃ সন্, করোতি কৰ্ম, শ্রদ্ধয়া  
 শ্রদ্ধাদানশ্চ সন্, উপনিষদা যোগেন যুক্তশ্চেত্যর্থঃ, তদেব কৰ্ম বীৰ্যবত্তরম অবিদ্যংকৰ্মণঃ  
 অধিকফলং ভবতীতি । বিদ্যংকৰ্মণো বীৰ্যবত্তরত্ববচনাং অবিদ্যবোহপি কৰ্ম বীৰ্যবদেব  
 ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ । ন চ অবিদ্যঃ কৰ্মণি অনধিকারঃ, ঔষন্ত্যে কাণ্ডে অবিদ্যামপি  
 আৰ্হিভ্যদর্শনাং । রসতমাগ্নিসমৃদ্ধিশুণবদক্ষরমিত্যেকমুপাসনং, মধ্যে শ্রবস্তাস্ত্রাদর্শনাং ।  
 অনেকৈর্হি বিশেষণৈঃ অনেকধা উপাস্তত্বাং খলু এতশ্চৈব প্রকৃতস্ত উদগীথাখ্যস্য অক্ষরস্য  
 উপব্যাখ্যানং ভবতীতি । ১১ ।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ । ১ ।

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—ইহার মধ্যে এই অক্ষরবিষয়ে জানী  
 ব্যক্তিরই কৰ্মে অধিকার, অজ্ঞানীর নহে, এই মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন ।  
 ঐহার “ওম্” এই বর্ণের তত্ত্ব অবগত আছেন এবং ঐহার উক্ত তত্ত্ব সম্যক্রূপে  
 অবগত নহেন, কেবল কৰ্ম্মমাত্র জানেন, তাঁহার উভয়েই কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন ;  
 তাঁহাদিগের কৰ্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাদিগের  
 অক্ষরমহিমা-পরিজ্ঞান না হইলেই বা ক্ষতি কি ? লোকব্যবহারেও দৃষ্ট হয় যে,  
 হরীতকীর গুণবিষয়ে অভিজ্ঞই হউক আর অনভিজ্ঞই হউক, উহা সেবন করিলে  
 উভয়েরই বিরচন হয় । ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, হরীতকীসেবনরূপ কৰ্ম্ম  
 দ্বারা যেৰূপ তাহার গুণবিষয়ে অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ উভয়েরই বিরচনকার্য সম্পাদিত  
 হয়, ওঙ্কারের আরাধনা দ্বারাও তদ্রূপ অক্ষরমাহাত্ম্যভিজ্ঞ ও কেবল কৰ্ম্মভিজ্ঞ  
 উভয়েরই সমান ফল হয় । এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে  
 পারে না, কারণ, বিত্তা ও অবিত্তা অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞানাতাব উভয়েই নানা অর্থাৎ  
 বিভিন্নরূপ ফল প্রদান করে । মূলোক্ত তু-শব্দটি উক্তরূপ আশঙ্কা খণ্ডনার্থ  
 প্রযুক্ত হইয়াছে । তাৎপর্য্য এই যে, ওঙ্কারের কৰ্ম্মাদ্ব্যমাত্রজ্ঞানই যে রসতমাগ্নি  
 ও সমৃদ্ধিশুণবিশিষ্ট বিজ্ঞান, তাহা নহে, তাহা হইতেও অধিক ; সুতরাং ওঙ্কারের  
 কৰ্ম্মাদ্ব্যরূপ বিজ্ঞান অপেক্ষা সমৃদ্ধিশুণবিশিষ্টরূপ ওঙ্কারবিজ্ঞানের আধিক্যবশতঃ



ফলেরও আধিক্য বৃদ্ধিতে হইবে। দেখ, লোকব্যবহারেও দেখা যায়, পদ্মরাগাদি-  
মণিবিক্রয়বিষয়ে যেরূপ বণিক ও ব্যাধ এই উভয়ের মধ্যে রত্নবিদ্যায় বণিকের  
বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় তাহারই ফলাধিক্য হয়, বণিক পদ্মরাগের মহিমা জানে;  
সুতরাং সে যেমন মূল্যে মণিবিক্রয় করিতে পারে, পদ্মরাগের মহিমাপরিজ্ঞানে  
অক্ষম ব্যাধ তদ্রূপ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে না, সেইরূপ যাহারা ওঙ্কারের উক্তরূপ  
মহিমা সম্যকরূপে বিদিত আছেন, তাঁহারা ওঙ্কারমহিমা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা  
সমধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব বিদ্যা অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপ-  
নিষৎ অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া যে কিছু কৰ্ম করিবে, সেই কৰ্মই অধিক বীৰ্য্যশালী  
হয় অর্থাৎ অজ্ঞানী কর্তৃক অনুষ্ঠিত কৰ্ম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদান করিতে  
সমর্থ হয়; যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদিগের কৰ্ম অধিক ফলপ্রদানে সমর্থ নহে; কিন্তু  
তাহাই বলিয়া যে অজ্ঞানীদিগের অনুষ্ঠিত কৰ্মের একেবারেই ফলনাভ হয় না,  
তাহা নহে, তবে এইমাত্র প্রভেদ, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের কৰ্মে সমধিক ফল, অজ্ঞানি-  
গণের কৰ্মে অপেক্ষাকৃত নূনফল হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে  
যে, অজ্ঞানীরাও কৰ্মে অনধিকারী নহে, অর্থাৎ তাহাদিগেরও অধিকার আছে,  
যে হেতু, ঔষন্ত্যাকাণ্ডে অর্থাৎ উষন্তিবিষয়ক প্রশ্নপ্রকরণে অজ্ঞানী ব্যক্তিরও আর্হিষ্য  
অর্থাৎ পৌরোহিত্য দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত উক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,  
স্বসতম, আশ্রিত ও সমৃদ্ধিশুগলবিশিষ্ট জানিয়া ওঙ্কারের উপাসনাই একমাত্র উপাসনা,  
কেন না, ইহার মধ্যে অস্ত্র কোন প্রযত্ন বা চেষ্টাবিশেষ দেখা যায় না। নানাবিধ  
বিশেষণ থাকায় অনেকরূপেই তাঁহার আরাধনা করা যায়। সুতরাং এই যে ব্যাখ্যা,  
ইহা কেবলমাত্র প্রস্তাবিত উদ্গীথনামক এই অক্ষরেরই ব্যাখ্যামাত্র ॥ ১১ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।



## প্রথমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ, তদ্ধ দেবা  
উদগীথমাজহুঃ রূরেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—পুরাবৃত্ত আছে যে, পূর্বকালে প্রাজাপত্য অর্থাৎ প্রজাপতি বা জ্ঞান ও কৰ্ম্মাধিকৃত পুরুষবিশেষ হইতে সমুদ্ভূত দেবতা ও অসুর উভয় পক্ষই পরস্পরের বিষয় অপহরণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ, ইহা দ্বারাই এই অসুরদিগকে পরাজিত করিব, ইহা মনে করিয়া উদগীথ আহরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ উদগাতার যে কৰ্ম্ম, তাহাই আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—দেবাসুরাঃ দেবাশ্চ অসুরাশ্চ, দেবা দীব্যতেদ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোক্তাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ; অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ, স্বেষেব অসুৰু বিষগ্ বিষয়াসু প্রাণন-ক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিক্যন্তম-আত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এব । হ বৈ ইতি পূর্ববৃত্তোক্তাসকৌ নিপাতো । যত্র যস্মিন্নিমিত্তে ইতরেতরবিষয়াপহারলক্ষণে, সংযেতিরে সম্পূৰ্ণস্য যততেঃ সংগ্রামার্থমিতি সংগ্রামঃ কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ । শাস্ত্রীয়প্রকাশবৃত্ত্যভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিক্যঃ তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ অসুরাঃ, তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়বিবেক-জ্যোতিরান্মানো দেবাঃ স্বাভাবিকতমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা ইতি অত্রোহজ্ঞাভি-ভবোন্তবরূপঃ সংগ্রাম ইব সৰ্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহঃ দেবাসুরসংগ্রামঃ অনাদিকাল-প্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ । স ইহ ঋত্যা আখ্যায়িকারূপেণ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মোৎপত্তিবিবেকবিজ্ঞানায় কথ্যতে প্রাণবিশুদ্ধিবিজ্ঞানবিধিপৰতয়া । অত উভয়েহপি দেবাসুরাঃ প্রজাপতে-রপত্যানি ইতি প্রাজাপত্যাঃ ; প্রজাপতিঃ কৰ্ম্মজ্ঞানাধিকৃতঃ পুরুষঃ, “পুরুষ এবোক্থ-ময়মেব মহান্ প্রজাপতিঃ” ইতি ঋত্যান্তরাৎ । তস্য হি শাস্ত্রীয়াঃ স্বাভাবিক্যশ্চ করণবৃত্তয়ো বিরুদ্ধাপত্যানীব তদ্ব্যবহাৎ । তৎ তত্র উৎকর্ষাপকর্ষলক্ষণনিমিত্তে, হ দেবা উদগীথম্ উদগীথভক্ত্যুপলক্ষিতম্ উদগাত্রং কৰ্ম্ম, আজহুঃ আহৃতবন্তঃ, তস্যাপি কেবলস্য আহরণাসম্ভবাৎ জ্যোতিষ্টোমাди আহৃতবন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ । তৎ কিমর্থ-মাজহুঃ ? ইত্যুচ্যতে, এনেন কৰ্ম্মণা, এনান্ অসুরান্, অভিভবিষ্যাম ইত্যেবমভিপ্রায়াঃ সন্তঃ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রথমাধ্যায়ে ত্রিগুণসম্পন্ন উদগীথাবয়ব-ভূত পরমাত্মসদৃশ ওঙ্কারাখ্য অক্ষরকে পরমাত্মবোধে আরাধনা করিতে হইবে, ইহাই কথিত হইয়াছে, অধুনা সেই ওঙ্কারাক্ষরের আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিকভেদে



স্বর্ঘ্য ও প্রাণ-দৃষ্টিতে আরাধনা কর্তব্য, ইহাই বলিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা করিতেছেন। প্রকাশার্থক দিব ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ঐ দেব শব্দের অর্থ শাস্ত্রজ্ঞানসমুজ্জ্বল ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ, আর অমু অর্থাৎ নানাবিধ প্রকারে নিজ নিজ জীবন-ধারণের অনুকূল কার্য্যেই আসক্তি বশতঃ স্বভাবসিদ্ধ তামসিক ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহই অমুর শব্দের অর্থ, অতএব অমুর শব্দের অর্থ দেব শব্দের ঠিক বিপরীতার্থবিশিষ্ট। উহার পরস্পরের বিষয় অপহরণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, অমুর অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বা অমার্জিত অতএব তমোগুণাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ তাহার বিপরীত দেব অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসমুজ্জ্বল প্রকাশাত্মক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত আছে, আর অমুরের বিপরীত গুণবিশিষ্ট দেবগণও অমুরদমনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত আছেন, এইরূপে প্রত্যেক প্রাণীর দেহে অনাদিকাল হইতে দেবাসুরযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। কোন্টি ধর্ম্ম আর কোন্টি অধর্ম্ম, এ বিষয়ে বিবেক উৎপাদনের নিমিত্ত আর কিসে প্রাণের বিশুদ্ধি-সম্পাদন হইতে পারে, তাহারই বিধান করিবার উদ্দেশ্যে শ্রুতি উক্ত বৃত্তিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধভাবেই আখ্যায়িকারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। “পুরুষই উক্থ এবং এই পুরুষই মহান্ প্রজাপতি” এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধিকারী পুরুষই প্রজাপতি, সেই প্রজাপতির অপত্য অর্থাৎ প্রজাপতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া দেব ও অমুর উভয়েই প্রজাপত্য। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অতএব সত্ত্বগুণোজ্জ্বল ও স্বাভাবিক তমোগুণাচ্ছন্ন অতএব পরস্পর বিবদমান ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ প্রজাপতিসমুদ্ভূত বলিয়া তাঁহারই সন্তান-সদৃশ। স্বপক্ষের উৎকর্ষ ও বিপক্ষের অপকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যে সেই যুদ্ধে দেবগণ “এই কর্ম্ম দ্বারা বিপক্ষ এই অমুরদিগকে পরাজিত করিব” এই অভিপ্রায়ে উদগীথ অর্থাৎ উদগীথভক্তিবিশিষ্ট উদগাতার কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীবমাত্রের দেহে চিরদিন হইতেই দেবাসুরযুদ্ধ চলিতেছে। শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই দেব, আর তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বৃত্তিসকল অমুর। উভয়পক্ষই পরস্পরের বিষয়াপহরণে সমুত্তত হইয়া সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেছে, অর্থাৎ প্রাণীদিগের দেহে দ্বিবিধ বৃত্তি আছে;—শাস্ত্রজ্ঞানজ্ঞত পরমাত্মবিষয়ক ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং বিষয়ভোগকামনারূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি; এই উভয় বৃত্তিরই পরস্পর ঘেঘ্নাঘেঘকভাব বিद्यমান। বিষয়ভোগবাসনারূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ত পরমাত্মবিষয়ক বৃত্তিকে পরাজিত করিতে চাহে এবং পরমাত্মবিষয়ক ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিষয়ভোগকামনারূপ বৃত্তিকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায়। উহাদের উভয়েরই জনক প্রজাপতি। সেই প্রজাপতিও কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃত পুরুষবিশেষ। সন্তানদিগের



মধ্যে যেরূপ পরস্পর শত্রুভাব থাকিলে তাহারা অন্তান্তের পরাভবসাধনে উত্তম হয়, সেই প্রকার পূর্বোক্ত বৃত্তিভয়ের মধ্যে উভয়েই পরস্পরের কার্যাব্যাহাত করিতে প্রয়াস পায়। বিষয়ভোগবাহ্যরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপর বৃত্তির কার্যভূত অগ্নিস্টোমাদি যজ্ঞের এবং পরমাঅবিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞানজন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি অন্তবৃত্তির কার্য বিষয়ভোগাদি হরণ করিতে ইচ্ছা করে। কে কাহাকে পরাজিত করিয়া বলিষ্ঠ হইবে, এ জন্য দেহমধ্যে এই উভয় বৃত্তিরই নিয়ত দ্বন্দ্ব চলিতেছে ॥ ১ ॥

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তৎ হাসুরাঃ  
পাপুনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং জিহ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ,  
পাপুনা হ্রেষ বিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর সেই দেবগণ নাসিক্য অর্থাৎ নাসাসমুদ্ভূত মুখ্য প্রাণকে উদগীথ অর্থাৎ উদগাতরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরগণ সেই নাসিকা-সমুদ্ভূত প্রাণকে পাপ অর্থাৎ অগ্নি স্নগন্ধ আত্মাণে সমর্থ, এইরূপ অহঙ্কারসমুৎপন্ন অধর্ম দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। এইরূপে ভ্রাণাধিষ্ঠিত প্রাণ পাপবিদ্ধ হওয়ায় লোকসমূহ সেই প্রাণের অধিষ্ঠানভূত ভ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা স্নগন্ধি দুর্গন্ধি দ্বিবিধ দ্রব্যই আত্মাণ করে ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতান্যম্।**—যদা চ তৎ উদগীথকর্ম আজিহীর্ষবঃ, তদা তে হ দেবা নাসিক্যং নাসিক্যাং ভবং চেতনাবস্তং ভ্রাণং প্রাণম্ উদগীথকর্তারম্ উদগাতারম্ উদগীথভক্ত্যা উপাসাঞ্চক্রিরে কৃতবস্ত ইত্যর্থঃ; নাসিক্যপ্রাণদৃষ্ট্যা উদগীথান্যম্ অক্ষরম্ ওঙ্কারম্ উপাসাঞ্চক্রিরে ইত্যর্থঃ; এবং হি প্রকৃতার্থপরিত্যাগঃ অপ্রকৃতার্থোপাদানঞ্চ ন কৃতং শ্রাৎ। খবেতশ্চৈবাক্রশ্চ ইতি ওঙ্কারোহ্যপাস্ততয়া প্রকৃতং শ্রাৎ। নহু উদগীথোপলক্ষিতং কর্ম আহুতবস্তঃ ইত্যবোচঃ, ইদানীমেব কথং নাসিক্যপ্রাণদৃষ্ট্যা ওঙ্কারমুপাসাঞ্চক্রিরে ইত্যর্থঃ? নৈব দোষঃ, উদগীথকর্মণ্যেব হি তৎকর্তৃপ্রাণদেবতা-দৃষ্ট্যা উদগীথভক্ত্যবয়ববশোঙ্কারঃ উপাস্ত্বেন বিবক্ষিতঃ, ন স্বতন্ত্রঃ; অতস্তাদর্থেন কর্ম আহুতবস্ত ইতি যুক্তমেবোক্তম্। তমেবং দেবৈববৃত্তমুদগাতারং, হ অসুরাঃ স্বাভাবিকাঃ তম-আত্মানঃ, ভ্রোতাীরূপং নাসিক্যং প্রাণং দেবং, স্বোথেন পাপুনা অধর্মাসন্নরূপেণ, বিবিধুর্বিদ্ধবস্তঃ, সংসর্গং কৃতবস্ত ইত্যর্থঃ। স হি নাসিক্যঃ প্রাণঃ কল্যাণগন্ধগ্রহণাভি-মানাসন্নাভিভূতবিবেকবিজ্ঞানো বভূব, স তেন দোষেণ পাপসংসর্গী বভূব, তদ্বিদ্মুক্তম্ “অসুরাঃ পাপুনা বিবিধুঃ” ইতি। যস্মাৎ আশুরেণ পাপুনা বিদ্ধাঃ, তস্মাৎ তেন পাপুনা প্রেরিতো ভ্রাণঃ প্রাণো দুর্গন্ধিগ্রাহকঃ প্রাণিনাম্, অতস্তেনোভয়ং জিহ্রতি লোকঃ সুরভি চ দুর্গন্ধি চ, পাপুনা হ্রেষ যস্মাৎ বিদ্ধঃ। উভয়গ্রহণমবিবক্ষিতং “যশ্চোভয়ং হবিরাগ্নি-মার্হতি” ইতি যৎ। “যদেবেদমপ্রতিরূপং জিহ্রতি” ইতি সমানপ্রকরণশ্রুতে: ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—দেবগণ যৎকালে সেই উদগীথকর্ম



অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তৎকালে নাসিকাপ্রিত চেতনাবিশিষ্ট ঙ্গা-  
নামক প্রাণকে উদ্গীথকর্ত্তা বা উদ্গাতৃরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ  
উদ্গীথনামক ওঙ্কার এই অক্ষরকে নাসিকাপ্রিত প্রাণ মনে করিয়া উপাসনা করিয়া-  
ছিলেন। এইরূপ অর্থ করিলেই আর প্রকৃত অর্থাৎ প্রাকরণিক অর্থ পরিত্যাগ  
ও অপ্রকৃত অর্থাৎ অপ্রাকরণিক অর্থ গ্রহণরূপ দোষ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে,  
মূল শ্রুতিতে আছে—“নাসিক্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন,” আর  
ভাষ্যকার বলিলেন—“উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার এই অক্ষরকে উপাসনা করিয়াছিলেন”,  
এই মূল শ্রুতি ও ভাষ্যের বিরোধ আশঙ্কায় ভাষ্যকারই বলিতেছেন, উক্তরূপ  
অর্থ করিলে আর প্রকৃতার্থ পরিত্যাগ ও অপ্রকৃতার্থ গ্রহণরূপ দোষ ঘটে না।  
এই প্রকরণে ওঙ্কারেরই উপাসনা বলিতেছেন, কিন্তু উদ্গীথ মনে করিয়া কেবল  
প্রাণের উপাসনা বলিলে প্রকৃতার্থ পরিত্যাগ করা হয়। আচ্ছা, প্রথমে বলিলে,  
উদ্গীথকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, পরে আবার বলিতেছ, নাসিকাপ্রিত প্রাণ-  
দৃষ্টিতে ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, এই দুই প্রকার বিরুদ্ধ উক্তি কিরূপে  
সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ওরূপ উক্তি দোষাবহ নহে; কারণ,  
কেবল উদ্গীথকর্ম্মেই উক্ত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব প্রাণদেবতা বিবেচনা করিয়া উদ্গীথাবয়ব-  
স্বরূপ ওঙ্কারকেই উপাস্তরূপে বর্ণনা করা শ্রুতির অভিপ্রায়, স্বতন্ত্রভাবে নহে; অত-  
এব সেই নিমিত্তই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই উক্তি যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে।  
দেবগণ অর্থাৎ সমুদ্রপ্রধান প্রকাশাত্মক ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ কর্ত্তৃক পূর্বোক্তপ্রকারে  
নিয়োজিত জ্যোতিঃস্বরূপ নাসিক্য প্রাণদেবতাকে অনুর অর্থাৎ স্বভাবতই তমঃপ্রধান  
ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ অধর্ম্মসংস্রবরূপ পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল অর্থাৎ নিজেদের সংসর্গ-  
দোষে দূষিত করিয়াছিল অর্থাৎ তাহাদের সংসর্গে প্রাণও পাপী হইয়াছিলেন।  
তাৎপর্য্য এই যে, নাসিকাপ্রিত প্রাণদেবতার মনে এইরূপ অহঙ্কার হইয়াছিল যে,  
আমি কেবল স্নগন্ধি দ্রব্যই গ্রহণ করি, অতএব আমি পুণ্যবান্ ও শ্রেষ্ঠ, এই অহ-  
ঙ্কারে তাঁহার বিবেকবুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই  
দোষেই প্রাণিগণের জ্ঞানপ্রিত প্রাণকে হর্গন্ধিও গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এই জন্তই  
জীবগণ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা স্নগন্ধি হর্গন্ধি দ্বিবিধ দ্রব্যই আভ্রাণ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তাত্ হাসুরাঃ পাপুনা  
বিবিধুঃ, তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতং চ, পাপুনা হেবা  
বিদ্ধা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর দেবগণ বাগ্‌দেবতাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা



করিয়াছিলেন, সেই বাগ্‌দেবতাকেও অম্বরগণ পাপবিদ্ধ করিয়াছিল, বাগ্‌দেবতা পাপাক্রান্ত হওয়ায় লোকে বাগিজিয় দ্বারা সত্য মিথ্যা উভয়ই বলিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অথ হ চক্ষুরদৃগীথমুপাসাঞ্চক্ৰিৱে, তদ্ধাস্তরাঃ পাপান্না  
বিবিধুঃ, তস্মাভেনোভয়ং পশ্চতি—দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ, পাপান্না  
হেতৎ বিদ্ধম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর দেবগণ চক্ষুরিজিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উদগীথ-  
রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। অম্বরগণ তাঁহাকেও পাপবিদ্ধ করিয়াছিল।  
চক্ষুরিজিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উক্তরূপে পাপাক্রান্ত হওয়ায় লোকসমূহ চক্ষুরিজিয়  
দ্বারা দর্শনীয় অদর্শনীয় অর্থাৎ সুদৃশ্য কুদৃশ্য বিবিধ দৃশ্যই দর্শন করে ॥ ৪ ॥

অথ হ শ্রোত্রমুদগীথমুপাসাঞ্চক্ৰিৱে, তদ্ধাস্তরাঃ পাপান্না  
বিবিধুঃ, তস্মাভেনোভয়ং শৃণোতি—শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ, পাপান্না  
হেতৎ বিদ্ধম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর দেবগণ শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেজিয়ের অধিষ্ঠাত্রী  
দেবতাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, অম্বরগণ তাঁহাকেও পাপবিদ্ধ  
করিয়াছিল। শ্রবণেজিয়ের দেবতা পাপাক্রান্ত হওয়ায় জনসমূহ ঐ ইজিয় দ্বারা  
শ্রাব্য অশ্রাব্য অর্থাৎ মধুর ও কক্কশ দ্বিবিধ শব্দই শ্রবণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অথ হ মন উদগীথমুপাসাঞ্চক্ৰিৱে, তদ্ধাস্তরাঃ পাপান্না  
বিবিধুঃ, তস্মাভেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে—সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ,  
পাপান্না হেতৎ বিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর দেবগণ মনকে উদগীথ কণ্ঠের জন্ত উপাসনা করিয়া-  
ছিলেন। অম্বরগণ তাহাকেও পাপে লিপ্ত করিয়াছিল। মন পাপ দ্বারা লিপ্ত  
হওয়ায় প্রাণিসমূহ ঐ মন দ্বারা সঙ্কল্পনীয় ও অসঙ্কল্পনীয় অর্থাৎ সৎ ও অসৎ উভয়  
বিষয়ই সঙ্কল্প করে ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—মুখ্যপ্রাণস্ত উপাস্যদ্বায় তদ্বিশুদ্ধত্বানুভবার্থোহয়ং বিচারঃ  
ঋত্যা প্রবর্তিতঃ। অতঃ চক্ষুরাদিদেবতাঃ ক্রমেণ বিচার্য্য আন্তরেণ পাপান্না বিদ্ধা  
ইতাপোহন্তে। সমানমন্তং। “অথ হ বাচ চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনঃ” ইত্যাদি। অমুক্তা  
অপি অন্তাঃ বৃহস্পতাদিদেবতাঃ স্তম্ভব্যাঃ, “এবমু খবেতা দেবতাঃ পাপান্নাভিঃ” ইতি  
ঋত্যান্তরাৎ ॥ ৩-৬ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, নাসিকাপ্রিত প্রাণ পাপলিপ্ত হওয়ায় উপাসনার অযোগ্য, ইহা যখন প্রতিপন্ন হইল, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহও যে পাপলিপ্ত হয় ও তজ্জন্ত তাহারাও উপাসনার অযোগ্য, ইহা ত স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, তবে আবার পরবর্তী বাক্য-সমূহের অবতারণার কি প্রয়োজন? ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—মুখ্যপ্রাণই যে উপাস্ত, তাহা নির্ণয় করার নিমিত্ত উক্ত প্রাণের বিশুদ্ধতা অল্পভব জন্ত শ্রুতি এই বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। এ নিমিত্ত চক্ষুঃ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ আসুর পাপ অর্থাৎ অসুরসংস্বরূপ পাপে লিপ্ত বলিয়া বিচার করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের নিরাকরণ করিতেছেন। “অনন্তর বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন” ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের ত্রায় অর্থাৎ নাসিক্য প্রাণের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার সমান। এ স্থানে স্বক্ রসনা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় উল্লেখ না থাকিলেও তাহারাও যে পাপলিপ্ত হইয়াছিল, ইহা “এই সমস্ত দেবতাও উক্তরূপে পাপলিপ্ত হইয়াছিল” ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরের দ্বারা বুঝিতে হইবে ॥ ৩-৬ ॥

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্ৰিरे, তৎ  
হাসুরা স্বাত্মা বিদধ্বংসঃ, যথাহশ্মানমাখণমুত্মা বিদধ্বংসেত ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর এই যে মুখ্য অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধবৃত্তিবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ বা প্রধান প্রাণ, দেবগণ তাহাকেই উদগীথ কর্তৃক সম্পাদনের নিমিত্ত উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরগণ তাহাকেও পাপে লিপ্ত করার নিমিত্ত গমন করিয়াছিল, কিন্তু আখণ অর্থাৎ কুদাল, কুঠার ও টঙ্কাদি দ্বারা যে পাষণথণ্ডকে বিদীর্ণ করা যায় না, তাহাকে লোষ্ট্রাদির আঘাতে বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিলে সেই লোষ্ট্রাদি যেমন স্বয়ংই চূর্ণীভূত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অসুরগণও মুখ্য প্রাণকে পাপলিপ্ত করিতে গিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—আসুরেণ বিদধ্বংসঃ স্বাণাদিদেবতা অপোহ, অথ অনন্তরং য এবায়ং প্রসিদ্ধো মুখে ভবঃ মুখ্যঃ প্রাণঃ, তম্ উদগীথম্ উপাসাঞ্চক্ৰিरे, তৎ হ আসুরাঃ পূর্ববৎ স্বাত্মা প্রাপ্য, বিদধ্বংসঃ বিনষ্টাঃ অভিপ্রায়মাত্রেণ। অকৃত্বা কিঞ্চিদপি প্রাণস্য কথং বিনষ্টাঃ? ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ, যথা লোকে অশ্মানম্ আখণং—ন শক্যতে খনিভূৎ কুদালাদিভিরপি টঙ্কেষ্ট ভেদ্যং ন শক্যঃ অখণঃ, অখণ এব আখণঃ তম্ স্বাত্মা সামর্থ্যাৎ লোষ্ট্রঃ পাণ্ডুপিণ্ডো বা শ্রুত্যন্তরাক্ষ, অশ্মনি ক্ষিপ্তঃ অশ্মভেদনাতী-প্রায়েণ, তন্ত অশ্মনঃ কিঞ্চিদপ্যকৃত্বা স্বয়ং বিদধ্বংসেত বিদীৰ্য্যেত, এবং বিদধ্বংসুরিত্যর্থঃ; এবং বিদধ্বংসঃ অসুরৈরধ্বংসিত্বাং প্রাণ ইতি ॥ ৭ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর দেবগণ অমুরসংস্বজনিত পাপে আক্রান্ত প্রাণাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য অর্থাৎ মুখসম্বৃত প্রাণাপানাদি পঞ্চভেদাত্মক প্রধান প্রাণকে উদ্গীথকার্যের জন্ত উপাসনা করিয়াছিলেন। অমুরগণ তাঁহাকেও পাপবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পাবাণবিদারক অস্ত্র দ্বারাও অভেদ্য পাবাণখণ্ডকে লোষ্ট্রপিণ্ড দ্বারা বিদীর্ণ করিতে গেলে সেই লোষ্ট্রপিণ্ড যেমন স্বয়ংই চূর্ণীভূত হইয়া যায়, তজ্জপ অমুরগণও প্রাণকে পাপবিদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণের কিছুই অনিষ্ট করিতে না পারিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে মুখ্যপ্রাণকে অমুরগণ আক্রমণ করিতে না পারায় মুখ্যপ্রাণ বিগ্ৰহ ছিল ॥ ৭ ॥

এবং যথাহস্মানমাখণমুদ্রা বিধ্বংসতে, এবং হৈব স বিধ্বংসতে, য এবংবিদি পাপং কাময়তে, যশ্চৈনমভিদাসতি, স এষোহস্মাখণঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—মুখ্য প্রাণ অমুরগণ কর্তৃক আক্রান্ত না হওয়ায় এইরূপে বিগ্ৰহ আছে। অস্ত্রাদি দ্বারা হৃর্ত্তে পাবাণখণ্ডকে লোষ্ট্র দ্বারা বিদীর্ণ করিতে গেলে সেই লোষ্ট্রখণ্ড যেমন স্বয়ং চূর্ণ হইয়া যায়, যে ব্যক্তি প্রাণের বিগ্ৰহিতাবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনিষ্ট কামনা করে বা হিংসা করে, সে ব্যক্তিও উক্ত লোষ্ট্রখণ্ডের স্থায় স্বয়ংই বিনষ্ট হয়; কারণ, সেই এই প্রাণাভিজ্ঞ ব্যক্তি হৃর্ত্তে পাবাণসদৃশ, অতএব অন্যের অধ্বা ॥ ৮ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—এবংবিদঃ প্রাণাস্বভূতস্য ইদং ফলমাহ, যথাহস্মান-মিতি। এব এব দৃষ্টান্তঃ। এবং হৈব স বিধ্বংসতে বিনশ্বতি। কোহসৌ? ইত্যাহ, য এবংবিদি যথোক্তপ্রাণবিদি, পাপং তদনর্হং কর্তুং, কাময়তে ইচ্ছতি, যশ্চাপি এনম্ অভিদাসতি হিনস্তি, প্রাণবিদং প্রতি আক্রোশতাড়নাদি প্রযুক্ত্তে, সোহপি এবমেব বিধ্বংসতে ইত্যর্থঃ; যস্মাৎ স এব প্রাণবিৎ প্রাণভূতত্বাৎ, অস্মাখণ ইব অস্মাখণঃ অধ্বংসীয় ইত্যর্থঃ। নহু নাসিক্যোহপি প্রাণো বায়ুত্বাৎ যথা মুখ্যঃ, তত্র নাসিক্যঃ প্রাণঃ পাপ্যুনা বিদ্ধঃ, প্রাণ এব সন্ ন মুখ্যঃ কথম্? নৈব দোষঃ; নাসিক্যস্ত স্থানকরণবৈশিষ্ট্যাৎ অমুরৈঃ পাপ্যুনা বিদ্ধঃ বায়ুত্বাহপি সন্, মুখ্যস্ত তদসম্ভবাৎ স্থানদেবতাবলীয়ত্বাৎ ন বিদ্ধ ইতি যুক্তম্; যথা বাস্তাদয়ঃ শিক্ষাবৎ-পুরুষাশ্রয়াঃ কার্যবিশেষং কুর্কন্তি, নাস্তহস্তগতাঃ, তদ্বদোষবদ্বাণসচিবত্বাৎ বিদ্ধা ভ্রাণদেবতা, ন মুখ্যঃ। ৮।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রাণাবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ফল



বলিতেছেন। যে ব্যক্তি প্রাণমাহাত্ম্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয় বা তাঁহার হিংসা করে, সে ব্যক্তি পূর্বোক্ত লোষ্ট্রখণ্ডের ত্রায় স্বয়ংই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কারণ, সেই এই প্রাণাভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই প্রাণস্বরূপ হওয়ার দ্রুতত্ব পাব্যর্থ্যখণ্ডের ত্রায় অত্বেয় অধ্বা হন। এ স্থানে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, মুখ্য প্রাণ যেমন বায়ুস্বরূপ, নাসিক্য প্রাণও সেইরূপ বায়ুস্বরূপ, এরূপ ক্ষেত্রে নাসিক্য প্রাণও প্রাণস্বরূপ হইয়াও পাপবিদ্ধ হয় কেন? প্রাণস্বরূপ মুখ্য প্রাণই বা হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন দোষ হয় না; কারণ, নাসিক্য প্রাণ বায়ুস্বরূপ হইলেও আশ্রয়স্থান করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৈগুণ্য বা দৃষ্টি বশতঃ অনুরগণ কর্তৃক পাপবিদ্ধ হয় আর মুখ্য প্রাণ আশ্রয়স্থানস্বরূপ দেবতার প্রভাবে বায়ুস্বরূপ হইয়াও পাপবিদ্ধ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—বাস প্রভৃতি অস্ত্র প্রয়োগবিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ সমস্ত অস্ত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যসমূহ যেমন স্নানরূপে সম্পাদন করিতে পারেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমন ভাবে পারে না, এ স্থানেও সেইরূপ দূষিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যবশতঃ জ্ঞানার্থিতাত্রী দেবতা অর্থাৎ নাসিক্য প্রাণ পাপবিদ্ধ হয়, কিন্তু মুখ্য প্রাণ হয় না ॥ ৮ ॥

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্না ছেৎ,  
তেন যদগ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—এই মুখ্য প্রাণ অপাপবিদ্ধ বলিয়া লোকসমূহ এই প্রাণ দ্বারা সুগন্ধি বা দুর্গন্ধি কোন দ্রব্যই অনুভব করে না। এই প্রাণের সাহায্যে বাহ্য কিছু ভোজন বা পান করা যায়, সেই ভুক্ত ও পীত দ্রব্য দ্বারা অগ্নাত প্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়বর্গ পুষ্টিলাভ করে ॥ ৯ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—বস্মাৎ বিদ্ধঃ অসুরৈঃ মুখ্যঃ, তস্মাৎ নৈবৈতেন সুরভি দুর্গন্ধি বা বিজানাতি, জ্ঞানেনৈব তদুভয়ং বিজানাতি লোকঃ; অতশ্চ পাপপুকার্যাদর্শনাদপহতপাপ্না—অপহতঃ বিনাশিতঃ অপনীতঃ পাপ্না বস্মাৎ সোহয়মপহতপাপ্না হি এষ বিত্ত্ব ইত্যর্থঃ। বস্মাচ্চ আত্মস্তরয়ঃ কল্যাণাত্মাসঙ্গবদ্বাৎ জ্ঞানদয়ঃ, ন তথা আত্মস্তরিসুখ্যঃ; কিং তর্হি? সর্ব্বার্থঃ। কথম্? ইত্যাচ্যতে—তেন মুখ্যেন যদগ্নাতি যৎ পিবতি লোকঃ, তেনাশিতেন পীতেন চ ইতরান্ জ্ঞানাদীন্ অবতি পালয়তি, তেন হি তেবাং স্থিতির্ভবতীত্যর্থঃ; অতঃ সর্ব্বস্তরিঃ প্রাণঃ, অতো বিত্ত্বঃ। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—মুখ্য প্রাণ অসুরদিগের কর্তৃক পাপবিদ্ধ



দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৫

না হওয়ার তাহাতে কোনরূপ পাপের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সে নিষ্পাপ ও নিরভিমান এবং বিগ্ন, এই কারণেই লোক-সমূহ তদ্বারা স্নগন্ধ বা দুর্গন্ধ কোন গন্ধই গ্রহণ করে না, ভ্রাণাশ্রিত প্রাণ দ্বারাই উক্ত দ্বিবিধ গন্ধ গ্রহণ করে। ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ কল্যাণনাথনেই আসক্ত থাকে বলিয়া তাহারা আত্মস্তরি অর্থাৎ স্বার্থপর, কিন্তু মুখ্য প্রাণ উহাদের ত্রায় আত্মস্তরি নয়, সে সর্কার্থ বা পরার্থপর অর্থাৎ অত্ম সকলের হিতচেষ্টায় নিরত ; কারণ, ঐ মুখ্য প্রাণ দ্বারা অর্থাৎ তাহার সাহায্যে লোক-সমূহ বাহ্য কিছু ভোজন ও পান করে, সেই ভুক্ত ও পীত দ্রব্য দ্বারাই ভ্রাণাদি প্রাণসমূহের রক্ষণ বা পোষণক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং এইরূপেই তাহারা নিজ নিজ কার্যে রত হইতে পারে, এই জন্তই মুখ্য প্রাণ সকলেরই পোষক বা পালক এবং সেই হেতুই বিগ্ন ॥ ৯ ॥

এতন্মু এবান্ততোহবিদ্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—মৃত্যুকালে ভ্রাণাদি প্রাণ-সমূহ এই মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের অবস্থিতিকারক অন্নপানাদি না পাওয়ার দেহ হইতে নিজ্জান্ত হইয়া যায়, যে হেতু, দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুকালে জীবগণ মুখ্যবাদান করে, অন্ন-পানীয় না পাওয়াতেই তল্লাভাকাজ্জায় ঐরূপ মুখ্যবাদান করিয়া নিজেদের আহারেচ্ছা জানায় ॥ ১০ ॥

**শাক্তব্রতানুবাদ।**—কথং পুনঃ মুখ্যাশিতপীতাভ্যাং স্থিতিরেষাং গম্যতে ? ইতি । উচ্যতে, এতন্মু উ এব মুখ্যং প্রাণং মুখ্যপ্রাণস্ত বৃত্তিম্, অন্নপানে ইত্যর্থঃ, অন্ততঃ অন্তে, মরণকালে, অবিস্ফা অলঙ্কা, উৎক্রামতি, ভ্রাণাদিপ্রাণসমূহ ইত্যর্থঃ । অপ্রাণো হি ন শক্লোত্যশিতুং পাতুং বা, তেন তদা উৎক্রান্তিঃ প্রসিদ্ধা ভ্রাণাদিকলাপস্ত ; দৃশ্যতে হি উৎক্রান্তৌ প্রাণস্ত অশিশিবা, অতো ব্যাদদাত্যেব আত্মবিদারণং করোতীত্যর্থঃ, তন্নি অন্মলাভে উৎক্রান্তস্ত লিঙ্গম্ ॥ ১০ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—মুখ্য প্রাণের ভোজন-পান দ্বারাই যে ভ্রাণেন্দ্রিয়াদির অবস্থিতি বা পোষণ হয়, ইহা কিরূপে জানা যাইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মৃত্যুকালে এই মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের বৃত্তি বা জীবনোপায় অন্ন-পান লাভ করিতে পারে না বলিয়াই ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গও দেহ হইতে নিজ্জান্ত হইয়া যায়, প্রাণ না থাকিলে কেহ ভোজন বা পান করিতে পারে না। দেখাও যায় যে, মৃত্যুকালে প্রাণের ভোজনেচ্ছা হয় এবং সেই জন্তই মুখ্যবাদান অর্থাৎ হাঁ করে এবং তাহাই অন্মলাভে উৎক্রান্তির চিহ্ন ॥ ১০ ॥



তৎ হাঙ্গিরা উদগীথমুপাসাঙ্কত্রে, এতমু এবাঙ্গিরসং মন্বন্তে,  
অঙ্গানাং যদ্রসঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—অঙ্গিরা ঋষি সেই প্রাণকেই উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া  
ছিলেন; বাহা অঙ্গসমূহের রস বা সার পদার্থ, ঋষিগণ সেই এই পদার্থকেই অঙ্গির  
বলিয়া বিবেচনা করেন। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে—দালভ্যগোত্রীয়  
বক ঋষি সেই এই প্রাণকেই, অঙ্গিরা অর্থাৎ অঙ্গসমূহের রস বা সার বলিয়া  
অঙ্গিরাগুণাত্মক উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—তং হ অঙ্গিরাঃ,—তং মুখ্যং প্রাণং, হ অঙ্গিরা ইত্যেক  
গুণম্, উদগীথমুপাসাঙ্কত্রে উপাসনান্ কৃতবান্, বকো দালভ্যঃ ইতি বক্ষ্যমাণেন সম্বধ্যতে।  
তথা বৃহস্পতিরীতি আয়াস্ত ইতি চ উপাসাঙ্কত্রে, বকঃ ইত্যেবং সম্বন্ধং কৃতবন্তঃ কেচিৎ,  
“এতমু এবাঙ্গিরসং বৃহস্পতিমায়ান্তং প্রাণং মন্বন্তে” ইতি বচনাৎ। ভবত্যেবং যথাশ্রুত-  
সম্ভবে, সম্ভবতি তু যথাশ্রুতম্ ঋষিচোদনায়ামপি শ্রুত্যন্তরবৎ “তস্মাৎ শতর্চিন ইত্যা-  
চক্ষতে, এতমেব সম্ভবম্” ঋষিমপি। তথা মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রো বামদেবোহত্রি-  
রিত্যাদীন্ ঋষীন্ এব প্রাণমুপাসদয়তি শ্রুতিঃ। তথা এতানপি ঋষীন্ প্রাণোপাসকান্  
অঙ্গিরোবৃহস্পত্যায়ান্তান্ প্রাণং করোতি অভেদবিজ্ঞানায়, “প্রাণো হ পিতা, প্রাণো মাতা”  
ইত্যাদিষু। তস্মাৎ ঋষিঃ অঙ্গিরা নাম, প্রাণ এব সন্ আত্মানম্ অঙ্গিরসং প্রাণম্ উদগীথম্  
উপাসাঙ্কত্রে ইত্যেতৎ; যৎ যস্মাৎ সঃ অঙ্গানাং প্রাণঃ সন্ রসঃ তেনাসৌ আঙ্গিরসঃ ॥১১॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইতঃপূর্বে বিশুদ্ধগুণসম্পন্ন মুখ্যপ্রাণাত্মক  
উদগীতাবিবেচনায় উদগীথের অংশভূত প্রণবাত্মক অক্ষরের উপাস্ত্রত্ব কথিত  
হইয়াছে, অধুনা সেই প্রণবেই আঙ্গিরস, বৃহস্পতি ও আয়াস্ত এই গুণত্রয়বিধানের  
নিমিত্ত বলা হইতেছে। “ইহাকেই আঙ্গিরস, বৃহস্পতি, আয়াস্ত ও প্রাণ বলিয়া  
মনে করেন” এই বচনানুসারে কেহ কেহ এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন,  
দালভ্য-গোত্রীয় বক নামক ঋষি সেই মুখ্য প্রাণকে অঙ্গিরা অর্থাৎ অঙ্গিরাগুণসম্পন্ন  
উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, উক্ত বক-ঋষি কেবল অঙ্গিরাগুণসম্পন্ন বলিয়া  
নহে, “বৃহস্পতি ও আয়াস্ত” এইরূপ মনে করিয়াও উপাসনা করিয়াছিলেন।  
ভাষ্যকার বলিতেছেন, যথাশ্রুতার্থ অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ যদি অসঙ্গত হয়, তাহা  
হইলে এ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু যথাশ্রুতার্থ অসঙ্গত না হইলে অর্থান্তর  
কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রাণোপাসক ঋষিদিগের নামকীর্তনপ্রসঙ্গে “ঋষি  
হইলেও এই প্রাণকে শতর্চি এই নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।” ঐতরেয়  
শতুস্তক এই বাক্যের হ্রায় এবং প্রাণোপাসক মাধ্যম অর্থাৎ মধ্যম মণ্ডল  
বা দ্বিতীয়-তৃতীয়াদি মণ্ডলজষ্টা গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি ইত্যাদি



ঋষিগণকে শ্রুতি প্রাণস্বরূপে অভিহিত করিয়াছেন, এ স্থানেও সেইরূপ প্রাণোপাসক অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, আয়্যশ্ব প্রভৃতি ঋষির প্রাণের সহিত অভেদ জ্ঞাপনের জন্তই তাহাদিগকে প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে : লোকে যেমন “প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা” এইরূপ বলে, এ স্থানেও সেইরূপই জানিতে হইবে। অঙ্গিরস শব্দের অর্থ—যে হেতু তাহা অঙ্গসমূহের প্রাণস্বরূপ হইয়াও রস অর্থাৎ সার, সেই জন্তই ইহাকে অঙ্গিরস বলা হয়, এই ব্যাখ্যাত্মসারে এ স্থানে অঙ্গিরা নামক ঋষি নিজ প্রাণোপাসনা দ্বারা প্রাণস্বরূপ হইয়াও নিজেকেই অঙ্গিরাশৃণসম্পন্ন প্রাণ ও উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে, প্রাণোপাসক মুনিবৃন্দের নামের ব্যুৎপত্তি দ্বারাই তাহাদিগের প্রাণারাধনা অবগত হওয়া যায়। যথোক্তরূপে প্রাণোপাসনা দ্বারাই ঋষিবৃন্দের বিশেষ বিশেষ নাম হইয়াছে। এই প্রাণ শতবর্ষকাল ব্যাপিয়া প্রথম-মণ্ডলদর্শী শতর্চিনামক ঋষিদিগের দেহে অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে শতর্চিও বলা হয়। শতর্চিশব্দের ত্রায় গুৎসমদ প্রভৃতি শব্দার্থ দ্বারাও গুৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণের প্রাণারাধনা প্রতিপাদিত হইতেছে। ‘প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা’ ইত্যাদি প্রয়োগের ত্রায় এই সমস্ত ঋষিবৃন্দ অভেদজ্ঞানে প্রাণের আরাধনা করায় প্রাণস্বরূপে কীর্তিত হন। যে হেতু, প্রাণ অঙ্গসকলের রসস্বরূপ, অতএব প্রাণকে অঙ্গিরস কহে। নিদ্রাকালে বাগাদির উদগিরণ হয় বলিয়া প্রাণ গুৎস নামে অভিহিত, মদহেতুত্বনিবন্ধন উহা রেতোবিসর্গের কারণ, এইরূপ বাক্যার্থ দ্বারা গুৎসমদ শব্দেও প্রাণ বুঝায়। প্রাণস্থিতিহেতু বিশ্ব অর্থাৎ ভোজ্যবস্তুসমূহ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, এই অর্থ দ্বারা বিশ্বামিত্রশব্দও প্রাণবাচক। এই প্রকার বামদেবাদিশব্দের অর্থ দ্বারা প্রাণের আরাধনা প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

তেন তৎ হ বৃহস্পতিরুদগীথমুপাসাঞ্চক্রে, এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে, বাগৃষি বৃহতী, তস্মা এষ পতিঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই কারণে বৃহস্পতি সেই মুখ্য প্রাণকে বৃহস্পতিশৃণ-বিশিষ্ট উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। বাক্যই বৃহতী অর্থাৎ মহৎ, এই প্রাণ সেই বৃহতী অর্থাৎ মহৎ বাক্যের পতি বলিয়া ইহাকে বৃহস্পতি বলা হয় ॥ ১২ ॥

তেন তৎ হায়াশ্বমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রে, এতমু এবায়াশ্বং মন্যন্তে, আশ্বাদ্যদয়তে ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই নিমিত্ত আয়্যশ্ব সেই মুখ্য প্রাণকে আয়্যশ্বশৃণবিশিষ্ট



উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। আশ্র অর্থাৎ মুখবিবর হইতে নির্গত হয় বলিয়া এই প্রাণকে আয়াশ্র বলা হয় ॥ ১৩ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—তথা বাচো বৃহত্যাঃ পতিঃ তেনাসৌ বৃহস্পতিঃ। তথা যৎ যস্মাৎ আশ্রাৎ অয়তে নির্গচ্ছতি, তেন আয়াশ্রঃ ঋষিঃ প্রাণ এব সন্নিত্যর্থঃ। তথা অত্রোহপ্যুপাসকঃ আত্মানমেব আঙ্গিরসাদিগুণং প্রাণমুদগীথমুপাসীতেত্যর্থঃ ॥১২-১৩॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেইরূপ বৃহৎ বা মহৎ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বাক্যের অধিপতি বলিয়া এই প্রাণও বৃহস্পতি এবং মুখবিবর হইতে নির্গত হয় বলিয়া প্রাণ হইলেও আয়াশ্র ঋষি। এইরূপ অত্রোহ প্রাণোপাসকগণও আপনাদিগকে আঙ্গিরসাদিগুণবিশিষ্ট প্রাণ উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। অঙ্গিরঃশব্দের দ্বারা বৃহস্পতি আদি শব্দও উভয়ার্থজ্ঞাপক। বৃহস্পতি প্রাণরূপী উদগীথের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বৃহস্পতি নাম প্রথিত হইয়াছে। অঙ্গিরা ও বৃহস্পতি শব্দ যেকোন প্রাণ ও ঋষি উভয়ার্থবোধক, তদ্রূপ আয়াশ্র শব্দও প্রাণ এবং তদুপাসক ঋষি এই উভয়ার্থকেই প্রতিপাদন করে। মুনিগণ প্রাণ ও উদগীথ এই দুইয়ের অভেদরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন ॥১২-১৩॥

তেন তৎ হ বকো দালভ্যো বিদাঞ্চকার। স হ নৈমিষীয়াণা-  
মুদগাতা বভূব, স হ স্নৈভ্যঃ কামানাগায়তি ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—দালভ্যগোত্রীয় বক নামক ঋষি সেই প্রাণকে উক্তবিধগুণ-সম্পন্ন বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। তিনিই নৈমিষারণ্যবাসিমুনিগণের উদগাতা হইয়াছিলেন এবং এই ঋষিদিগের কাম্যবিষয়ে উদগান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের কামনা-সিদ্ধির নিমিত্ত উদগীথ গান করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—ন কেবলমঙ্গিরঃপ্রভৃতয় উপাসাঞ্চকিরে, তৎ হ বকো নাম দলভ্যস্ত অপত্যং দালভ্যো বিদাঞ্চকার বখাদর্শিতং প্রাণং বিজ্ঞাতবান্; বিদিত্বা চ স হ নৈমিষীয়াণাং সত্রিণামুদগাতা বভূব। স চ প্রাণবিজ্ঞানসামর্থ্যাৎ এভ্যো নৈমিষীয়েভ্যঃ কামান্ আগায়তি অ হ আগীতবান্ কিলেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কেবল অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণই যে প্রাণের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, দলভ্য ঋষির পুত্র বা দলভ্য-গোত্রীয় দালভ্য বক ঋষিও উক্তরূপগুণবিশিষ্ট প্রাণকে সম্যক্রূপে অবগত হইয়াছিলেন ও জ্ঞাত হইয়া নৈমিষারণ্যে যাগকর্ত্তা মুনিদিগের উদগাতা বা সামগানকারী হইয়াছিলেন। সেই বক ঋষি প্রাণবিজ্ঞানপ্রভাবেই এই যাজ্ঞিকদিগের অভি-  
লাষানুরূপ গান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥



আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষর-  
মুদগীথমুপাস্তে ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথম-প্রপাঠকস্য দ্বিতীয়: খণ্ড: ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রাণকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া উদগীথ  
অক্ষরের উপাসনা করেন, তিনিও কামনা-সমূহের সম্যক্ গানকর্তা হন অর্থাৎ  
প্রার্থীর ইচ্ছানুযায়ী সামগান করিতে সমর্থ হন অথবা জিজ্ঞাসুর জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া  
দিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উপাসনা বলা হইল ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাক্তভাষ্যম্।—তথা অত্রোহপি উদগাতা আগাতা হ বৈ কামানাং  
ভবতি, য এবং বিদ্বান্ যথোক্তগুণং প্রাণমক্ষরমুদগীথমুপাস্তে তস্য এতৎ দৃষ্টং ফলযুক্তম্।  
প্রাণাভাবাস্ত অদৃষ্টং “দেবো ভূষা দেবানপ্যোতি” শ্রুত্যন্তরাৎ সিদ্ধমেবেত্যভিপ্রায়ঃ  
ইতি। ইত্যধ্যাত্মম্—এতদাত্মবিষয়ম্ উদগীথোপাসনম্ ইত্যুক্তোপসংহারঃ অধিদৈবতোদ-  
গীথোপাসনে বক্ষ্যমাণে বুদ্ধিসমাধানার্থঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়খণ্ডস্য ভাষ্যম্।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ অন্য যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে  
প্রাণ ও উদগীথাত্ম্য প্রণবকে অভেদরূপে অবগত হইয়া আরাধনা করেন, তিনিও  
উক্তরূপে সামগান দ্বারা লোকের অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহা  
প্রাণাৱাধনার দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ ফল, ইহার অদৃষ্ট বা পরোক্ষ বা মুখ্য ফল হইতেছে  
প্রাণাৱাধনাপ্রাপ্তি বা প্রাণ ও আত্মার অভেদজ্ঞান। প্রাণাৱাধনাপ্রাপ্তিতে  
শ্রুত্যন্তরোক্ত “দেবতা হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হন” এই বাক্য সিদ্ধ হইতেছে।  
অভিপ্রায় এই যে, প্রাণ ও আত্মার অভেদজ্ঞান হইলে দেবতাব প্রাপ্ত হইয়া  
দেবতাকে প্রাপ্ত হন। শ্রুত্যন্তরে দৃষ্ট হয় যে, প্রাণের আৱাধনায় বাঞ্ছিত ফল-  
লাভ হয়, উপাসকেরাও দেবতাপ্রাপ্ত হন। ইহা অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক  
উদগীথারাধনা। এই যে অধ্যাত্ম বলিয়া উপসংহার করা হইল, ইহা পরবর্তী  
খণ্ডে যে আধিদৈবত উদগীথোপাসনা বলা যাইবে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের  
নিমিত্ত জানিবে ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।



## প্রথমপ্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথাধিদৈবতং—য এবাসৌ তপতি, তমুদগীথমুপাসীত, উত্তন্  
বা এষ প্রজাভ্য উদগায়তি। উত্তন্সুমোভয়মপহন্তি, অপহন্তা  
হ বৈ ভয়শ্চ তমসৌ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**।—অনন্তর দেবতাবিষয়ক উদগীথোপাসনা কথিত হইতেছে।  
গগনমণ্ডলে দৃশ্যমান ঐ যে সূর্য্য সস্তাপ দান করিতেছেন, ইহাকে উদগীথরূপে  
উপাসনা করিবে। উদীয়মান এই সূর্য্যদেব যেন লোকসমূহের অন্নপ্রদানের  
নিমিত্তই উদগীথ গান করিতেছেন। উদয়কালেই ইনি নৈশ অন্ধকার ও তজ্জগৎ  
ভয়কে বিনষ্ট করেন। যে ব্যক্তি এই সূর্য্যদেবকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া জানেন,  
তিনি নিজেও সংসারভয় ও অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে পারেন ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্য**।—অথানন্তরম্, অধিদৈবতং দেবতাবিষয়ম্ উদগীথোপাসনং  
প্রস্তুতমিত্যর্থঃ, অনেকধা উপাস্ত্বাহুদগীথশ্চ। য এবাসৌ আদিত্যস্তপতি তমুদগীথ-  
মুপাসীত আদিত্যদৃষ্ট্যা উদগীথমুপাসীত ইত্যর্থঃ। তমুদগীথমিতি—উদগীথশব্দোহন্ধরবাচী  
সন্ কথমাদিত্যে বর্জ্যতে? ইতি। উচ্যতে—উত্তন্ উদগচ্ছন্ বৈ এষ প্রজাভ্যঃ  
প্রজার্থমুদগায়তি প্রজানামন্নোৎপত্ত্যর্থঃ, ন হি অন্নচ্ছতি তস্মিন্ ব্রাহ্মদেঃ পক্তিঃ স্ত্রাৎ,  
অত উদগায়তীব উদগায়তি। যথৈব উদগাতা অন্নার্থম্, অত উদগীথঃ সবিতেত্যর্থঃ।  
কিঞ্চ, উত্তন্ নৈশঃ তমঃ তজ্জগৎ ভয়ং প্রাণিনামপহন্তি। তমেবংগুণং সবিতারং যো  
বেদ, সঃ অপহন্তা নাশয়িতা হ বৈ ভয়শ্চ জন্মমরণাদিলক্ষণশ্চ আত্মনঃ তমসশ্চ  
তৎকারণশ্চ অজ্ঞানলক্ষণশ্চ ভবতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—বিবিধপ্রকারে উদগীথ উপাসনা করা  
যায়, এজন্ত অধ্যাত্মবিষয়ক উদগীথোপাসনা বর্ণনানন্তর দেবতাবিষয়ক উদগীথো-  
পাসনা বিবৃত হইতেছে। এই যে সূর্য্যদেব তাপ প্রদান করিতেছেন, ইহাকেও  
উদগীথরূপে অর্থাৎ উদগীথে আদিত্যবুদ্ধিস্থাপনা পূর্ব্বক উপাসনা করিবে। এ  
স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই উদগীথশব্দ ত অন্ধরবাচী, তবে উহা কি  
প্রকারে সূর্য্যবাচক হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, উদীয়মান এই সূর্য্য  
প্রজাপুঞ্জের অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত উদগান করিতেছেন। সূর্য্যের অনুদয়ে ধাত্তাদি  
কোন শস্ত্রই পরিপক্ব হইতে পারে না, অতএব উদগাতা যেমন অন্নের নিমিত্তই



উদ্‌গীথ গান করেন, সেইরূপ স্বর্ধ্যাদেবও যে প্রত্যহ উদিত হন, তাহা যেন জগৎবাসীর অন্ন-সংস্থানের নিমিত্ত তিনি উদ্‌গীথই গান করেন ; এ জন্ত স্বর্ধ্যাকে উদ্‌গীথ কহে । আরও দেখ, এই স্বর্ধ্যাদেব সমুদিত হইয়াই নৈশ অন্ধকার ও তজ্জনিত জীবকুলের ভয় দূর করেন । যে ব্যক্তি স্বর্ধ্যাদেবকে উক্তরূপ গুণ-সম্পন্ন বলিয়া জানেন অর্থাৎ উক্তগুণবিশিষ্ট স্বর্ধ্যাক্রপী উদ্‌গীথের উপাসনা করেন, তিনি পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদিরূপ সংসারভর এবং সেই ভয়ের কারণ নিজের অজ্ঞানান্ধকারকে বিনাশ করিতে পারেন অর্থাৎ তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারভর হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন ॥ ১ ॥

সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চ, উষ্ণোহয়মুষ্ণোহসৌ, স্বর ইতীম-  
মাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং, তস্মাদ্‌বা এতমিমমমুষ্ণোদ-  
গীথমুপাসীত ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**—এই প্রাণ এবং এই স্বর্ধ্যাদেব উভয়েই তুল্যগুণসম্পন্ন, যে হেতু, এই প্রাণও উষ্ণ, স্বর্ধ্যও উষ্ণ । ঋষিগণ এই প্রাণকে ‘স্বর’ অর্থাৎ মৃত্যুকালে দেহ হইতে বহির্গমনশীল বলিয়া থাকেন, আর স্বর্ধ্যাদেবকেও প্রতিদিন ‘স্বর’ অর্থাৎ অন্তঃগমনশীল বা দিনান্তে অদর্শনীয় এবং ‘প্রত্যাস্বর’ অর্থাৎ প্রত্যহ প্রত্যাগমনশীল বা দিনারম্ভে উদীয়মান বলিয়া থাকেন, অতএব উভয়েই তুল্যগুণসম্পন্ন বলিয়া এই প্রাণ ও এই স্বর্ধ্যাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্**।—সমান উ এব তুল্য এব প্রাণঃ সবিভা প্রণতঃ সবিভা চ প্রাণেন । যস্মাৎ উষ্ণোহয়ং প্রাণঃ উষ্ণশ্চাসৌ সবিভা । কিঞ্চ, স্বর ইতীমং প্রাণমাচক্ষতে কথয়ন্তি, তথা স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইতি চামুং সবিভারম্ । যস্মাৎ প্রাণঃ স্বরন্ত্যেব ন পুনর্মৃতঃ প্রত্যাগচ্ছতি, সবিভা তু অন্তমিহা পুনরপি অহন্তহনি প্রত্যাগচ্ছতি, অতঃ প্রত্যাস্বরঃ, অস্মাৎ গুণতঃ নামতশ্চ সমানৌ ইতরেতরং প্রাণাদিত্যৌ । অতঃ সতত্বা-  
ভেদাদেতং প্রাণমিমমমুষ্ণ আদিত্যম্ উদ্‌গীথমুপাসীত ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—প্রাণ ও সবিভা বা স্বর্ধ্য উভয়েই তুল্য-  
গুণবিশিষ্ট ; কেন না, প্রাণ ও স্বর্ধ্য এই উভয়েই উষ্ণ । ঋষিগণ প্রাণকে স্বর ও স্বর্ধ্যাকে স্বর এবং প্রত্যাস্বর বলিয়া থাকেন । কারণ, প্রাণ কেবল বহির্গতই হয়, পুন-  
রায় প্রত্যাগমন করে না, এ জন্ত প্রাণকে ‘স্বর’ বলে আর স্বর্ধ্য প্রতিদিন অন্তঃগত হইয়া পুনরায় উদিত হন, এ জন্ত তাঁহাকে ‘স্বর’ ও ‘প্রত্যাস্বর’ উভয়েই বলা হয় ;  
সুতরাং গুণ ও নাম দ্বারা প্রাণ ও স্বর্ধ্য এই উভয়ের পরস্পর বাস্তবিক কোন ভেদ না  
থাকায় সন্নিহিত এই প্রাণ ও ব্যবহিত সবিভাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে ॥২॥



অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত, যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণে  
যদপানিতি সোহপানঃ । অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানঃ,  
যো ব্যানঃ সা বাক্, তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ বাচমভিব্যাহরতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ব্যানকেই উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবে । লোকে যে  
প্রাণনক্রিয়া অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগ করে, তাহাই প্রাণ, আর যে অপানক্রিয়া অর্থাৎ  
বায়ুকে অন্তরে আকর্ষণ পূর্বক অধোগামী করে, তাহাই অপান । আর উক্ত  
প্রাণ অপানের যে সন্ধি বা পরস্পর মিলন, তাহাই ব্যান । যাহা ব্যান, তাহাই  
বাক্, অতএব লোকে প্রাণ অপানের ব্যাপার নিরোধ পূর্বক বাক্যোচ্চারণ  
করে ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতান্যম্ ।**—অথ খবিতি প্রকারান্তরেণোপাসনমুদ্গীথেষ্টোচ্যতে ।  
ব্যানমেব বক্ষ্যমাণলক্ষণং প্রাণৈশ্চৈব বৃত্তিবিশেষমুদ্গীথমুপাসীত । অধুনা তৎ সতৎ  
নিরূপ্যতে, যদৈব পুরুষঃ প্রাণিতি মুখনাসিকাভ্যাং বায়ুং বহির্নিঃসারয়তি স প্রাণাখ্যো  
বায়োর্বৃত্তিবিশেষঃ । যদপানিতি অপশ্বসিতি তাভ্যামেব অন্তরাকর্ষতি বায়ুং সঃ অপানঃ  
অপানাখ্যো বৃত্তিঃ । ততঃ কিম্ ? ইতি উচ্যতে, অথ য উক্তলক্ষণয়োঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ  
তয়োঃসত্ত্বা বৃত্তিবিশেষঃ স ব্যানঃ, যঃ সাংখ্যাदिशास्त्रप्रसिद्धः श्रुत्या विशेषनिरूपणग्रासो  
ব্যান ইত্যভিপ্রায়ঃ । কস্মাৎ পুনঃ প্রাণাপানৌ হিহা মহতা আশ্রাসেন ব্যানৈশ্চৈব  
উপাসনমুচ্যতে ? বীৰ্য্যবৎকর্ষহেতুত্বাৎ । কথং বীৰ্য্যবৎকর্ষহেতুত্বম্ ? ইত্যাহ, যো  
ব্যানঃ সা বাক্, ব্যানকার্য্যত্বাৎ বাচঃ । বস্মাৎ ব্যাননির্কর্তব্যো বাক্ তস্মাৎ অপ্রাণন্  
অনপানন্ প্রাণাপানব্যাপারাবকূৰ্ণন্ বাচমভিব্যাহরতি উচ্চারণয়তি লোকঃ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—অতঃপর প্রকারান্তরে উদ্গীথোপাসনা  
বিবৃত হইতেছে ।—বক্ষ্যমাণ লক্ষণবিশিষ্ট প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ ব্যানকেও উদ্গীথ-  
রূপে উপাসনা করিবে, সম্প্রতি তাহারই যথার্থ্য নিরূপণ করিতেছেন । লোকে  
বদন ও নাসা দ্বারা যে বায়ুকে বহির্ভাগে নিষ্কাশিত করে, তাহাই বায়ুর প্রাণনামক  
বৃত্তিবিশেষ, আর সেই মুখনাসা দ্বারাই যে বায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ করে, তাহাই  
বায়ুর অপাননামক বৃত্তিবিশেষ । ইহাতে কি বলা হইল ? তাহার উত্তরে  
বলিতেছেন—উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট প্রাণ ও অপানের যে সন্ধি অর্থাৎ মধ্যবর্তী বৃত্তি-  
বিশেষ, তাহাই ব্যান । সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যাহা ব্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ, শ্রুতিতে  
বিশেষভাবে নিরূপণ থাকায় সেই ব্যান এই ব্যান নহে, ইহাই উপনিষদের অভি-  
প্রায় । এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাণ ও অপানকে পরিহার পূর্বক মহাপ্রশ্ন  
সহকারে কেবল ব্যানেরই উপাসনাবিষয়ে কি জ্ঞাত কথিত হইতেছে ? ইহার



তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৬

উত্তরে বলিতেছেন—উহা মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন কৰ্ম্মের হেতু, কারণ, বাক্য ব্যানের কার্য্য, স্তুতরাং যাহা ব্যান, তাহাই বাক্য। বাক্য ব্যানের দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়াই লোকে প্রাণ ও অপানের ব্যাপার নিরোধ পূৰ্ব্বক বাক্য উচ্চারণ করে, অর্থাৎ যে সময় লোকে বাক্য উচ্চারণ করে, তৎকালে প্রাণের কৰ্ম্ম নিজস্ব ও অপানের কৰ্ম্ম বায়ু আকর্ষণ কিছুই থাকে না ॥ ৩ ॥

যা বাক্ সৰ্ক্, তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ চমভিব্যাহরতি, যর্ক্ তৎ সাম, তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ সাম গায়তি, যৎ সাম স উদগীথঃ, তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ দুদগায়তি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—যাহা বাক্, তাহাই ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক শব্দবিশেষ, এই নিমিত্তই প্রাণ ও অপানের বৃত্তিনিরোধ পূৰ্ব্বক ঋক্ উচ্চারণ করিয়া থাকে। যাহা ঋক্, তাহাই সাম অর্থাৎ গীতাাত্মক শব্দবিশেষ, এই নিমিত্তই প্রাণ ও অপানের বৃত্তিনিরোধ পূৰ্ব্বক সাম গান করা হয়। যাহা সাম, তাহাই উদগীথ, এ জন্ত প্রাণ ও অপানের বৃত্তিনিরোধ পূৰ্ব্বক উদগীথ গান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতাস্যম্।**—তথা বাগ্ বিশেষাম্ ঋচম্, ঋক্ সংস্থক্ সাম; সামাবয়বক্ উদগীথম্ অপ্রাণন্ অপানন্ ব্যানেনৈব নির্কৰ্ত্তব্যতীতি অভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র বাক্যবিশেষ, সাম সেই ঋকেই অবস্থিত, আর উদগীথ সামেরই অবয়ববিশেষ, প্রাণ ও অপানের বৃত্তিনিরোধ পূৰ্ব্বক কেবল ব্যানের দ্বারাই ঐ সমস্ত সম্পাদিত হয়। অভিপ্রায় এই যে—প্রাণাপানের বৃত্তিনিরোধ পূৰ্ব্বক কেবল ব্যান বায়ুর সহায়তায় সৰ্ব্বদা উদগীথরূপী সামগানে নিযুক্ত থাকেবে ॥ ৪ ॥

অতো যান্মন্তানি বীৰ্য্যবন্তি কৰ্ম্মাণি, যথাহগ্নের্মহনম্, আজ্যেঃ সরণং, দৃঢ়শ্চ ধনুষঃ আযমনম্, অপ্রাণন্নপানংস্তানি করোতি, এতশ্চ হেতোর্ব্যানমেবোদগীথমুপাসীত ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—ইহা ব্যতীতও অরণীমহন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন, আজিসরণ অর্থাৎ একটা সীমা নির্দেশ করিয়া তদভিমুখে ধাবন বা দৃঢ় ধনুককে নত করিয়া তাহাতে জ্যাসংযোজনাদি যাহা কিছু বলসাধ্য কৰ্ম্ম, তাহা সমস্তই প্রাণাপানের বৃত্তিনিরোধ পূৰ্ব্বক সাধিত হয়, এ নিমিত্তও ব্যানকেই উদগীথরূপে উপাসনা করিবে ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রতাস্যম্।**—ন কেবলং বাগাত্তিব্যাহরণমেব, অতোহস্মাদ্ভ্রাত্তানি



যানি বীৰ্য্যবন্তি কৰ্ম্মাণি প্রযজ্ঞাধিক্যনির্ব্বর্ত্ত্যানি, যথা অগ্নেৰ্মহনম্, আজ্ঞেৰ্মৰ্য্যাদায়াঃ, সৰ্ব্বং ধাবনং, দৃঢ়স্ত ধনুঃ আয়মনমাকৰ্ষণম্, অপ্রাণন্ অনপানন্ তানি কৰোতি ; অতো বিশিষ্টঃ ব্যানঃ প্রাণাদিবৃদ্ধিভ্যঃ । বিশিষ্টশ্রোণাসনং জ্যায়ঃ ফলবজ্জাং রাজোপাসনবৎ । এতস্ত হেতোঃ এতন্মাং কারণং, ব্যানমেবোদগীথমুপাসীত নাগদ্ববৃত্ত্যন্তরম্ । কৰ্ম্মবীৰ্য্যবন্তবজ্জা ফলম্ । ৫ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—কেবল বাগাদির উচ্চারণমাত্রই যে ব্যানের কার্য্য, তাহা নহে, উহা ব্যতীতও অত্যাশ্রযে সমস্ত বলসাধ্য অতএব বিশেষ যত্নসহকারে সম্পাদনীয়,—অরণীষর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন, কোন একটা সীমা লক্ষ্য করিয়া ধাবন, কঠিন ধনুর্য়াকর্ষণাদি কৰ্ম্ম, তাহাও প্রাণাপানের বৃত্তিনিরোধ করিয়াই কৃত হয় । অতএব বায়ুর প্রাণাদি বৃত্তি অপেক্ষা ব্যান নামক বৃত্তির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । রাজার উপাসনা করিলে যেমন বহু অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, সেইরূপ বিশিষ্টের উপাসনাতেও উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় ; অতএব অনুষ্ঠীয়মান কৰ্ম্মের বীৰ্য্যবত্তাসম্পাদনের নিমিত্ত অপরাপর বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যানাখ্য বৃত্তিকেই উদগীথরূপে উপাসনা করিবে । এই উপাসনাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে, অপরাপর কার্য্যে এ প্রকার মহৎফলপ্রাপ্তির আশা নাই ॥ ৫ ॥

অথ খলুদগীথাক্ষরাণ্যুপাসীত—উদ-গী-থ ইতি ; প্রাণ এবোৎ, প্রাণেন হ্যতিষ্ঠতি, বাগ্গীঃ, বাচো হ গির ইত্যচক্ষতে, অন্তঃ থম্, অন্তে হীদং সৰ্ব্বং স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—সম্প্রতি উদগীথ শব্দের উৎ-গী-থ এই অক্ষরগুলির উপাসনা করিবে । এই সমস্ত অক্ষরের মধ্যে প্রাণই ‘উৎ’, যে হেতু লোকসমূহ প্রাণের দ্বারাই উদ্ভিত হয়, প্রাণের অভাবে সকলকেই অবসাদগ্রস্ত হইতে হয় । ‘গী’ হইতেছে বাক্, যে হেতু বাক্যের নামান্তর গির্ বা ‘গীঃ’, আর ‘থ’ হইতেছে অন্তঃ, কারণ, এই সমস্ত জগৎ অন্তেই প্রতিষ্ঠিত, অন্যভাবে এক দিনও কেহ থাকিতে পারে না । উদগীথের অক্ষরসমূহকে এই ভাবেই চিন্তা বা উপাসনা করিবে ॥ ৬ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্ ।**—অথ অধুনা খলু উদগীথাক্ষরাণি উপাসীত । ভক্ত্য-ক্ষরাণি মা ভূবন ইত্যতো বিশিনষ্টি, উদ-গী-থ ইতি উদগীথনামাক্ষরাণীত্যর্থঃ ; নামা-ক্ষরোপাসনেনাপি নামবত এবোপাসনং কৃতং ভবেৎ, অমুকমিশ্রা ইতি যদ্বৎ । প্রাণ এব ‘উৎ’ ‘উৎ’ ইত্যগ্নিন্ অক্ষরে প্রাণদৃষ্টিঃ । কথং প্রাণস্ত উষ্মিত্যাহ, প্রাণেন হি উভিষ্ঠতি সৰ্ব্বঃ, অপ্রাণস্ত অবসাদদর্শনাৎ, অতোহন্তি উৎ প্রাণস্ত চ সামান্তম্ । বাক্ ‘গীঃ’, বাচো



হ গির ইত্যচক্ষতে শিষ্টাঃ। তথা অন্নং 'থম্', অন্নং হি ইদং সর্বং স্থিতম্, অতোহস্তি  
অন্নশ্চ থাক্ষরশ্চ চ সামান্তম্। ৬।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর উদ্‌গীথের অক্ষরসমূহের উপাসনা  
কর্তব্য। উদ্‌গীথাক্ষর বলিতে 'উদ্‌গীথভক্তির' অক্ষরসমূহকেও বুঝাইতে পারে,  
এই আশঙ্কায় বিশেষ করিয়া দেখাইতেছেন, উদ্‌গীথ নামের 'উৎ-গী-থ' এই অক্ষর-  
ত্রয়ের উপাসনা করিবে, উদ্‌গীথভক্তির নহে। "অমুক মিশ্র" ইত্যাদির স্থায়  
অর্থাৎ 'কৃষ্ণ মিশ্র' 'হরি মিশ্র' ইত্যাদি নামাক্ষরগুলি উচ্চারণ করিলে যেমন  
সেই সেই নামধারী লোকদিগের উপাসনা করা হয়, সেইরূপ নামাক্ষরের  
উপাসনাতেও নামধারীর উপাসনা কৃত হয়। প্রাণহীন 'ব্যক্তির' অবসাদ  
দর্শনে ইহাই বুঝা যায় যে, প্রাণ থাকিলেই সকলে উত্থিত হয়, অতএব উৎ ও  
প্রাণ উভয়েই তুল্য, এ নিমিত্ত প্রাণই 'উৎ,' 'উৎ' এই অক্ষরে প্রাণদৃষ্টি করিবে  
অর্থাৎ 'উৎ'কে প্রাণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। শিষ্টগণ বাক্যকে 'গীঃ' বলেন,  
এ জ্ঞাত বাক্‌ই 'গী' অর্থাৎ 'গীঃ' এই অক্ষরকে বাক্‌ বলিয়া বিবেচনা করিবে।  
আর এই সমস্ত জগৎ অন্নই স্থিত বা প্রতিষ্ঠিত, এ জ্ঞাত অন্ন ও 'থ' এই অক্ষর  
সমান বলিয়া অন্নই 'থ'। অভিপ্রায় এই যে—উৎ-গী-থ এই অক্ষরত্রয়ের উচ্চারণেও  
ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হয়, এ নিমিত্ত প্রাণ, বাক্‌ ও অন্নদৃষ্টিতে উদ্‌গীথাক্ষরের উপাসনা  
করিবে এবং ইহার উপাসনা করিলেই পরব্রহ্মের উপাসনা করা হয় ॥ ৬ ॥

তৌরেবোৎ, অন্তরিক্ষং গীঃ, পৃথিবী থম্। আদিত্য এবোৎ,  
বায়ুর্গীঃ, অগ্নিস্থম্। সামবেদ এবোৎ, যজুর্বেদো গীঃ, ঋগ্-  
বেদস্থম্। দুক্ষেহস্মৈ বাগ্‌দোহং, যো বাচো দোহঃ, অন্নবান্নাদো  
ভবতি, য এতান্বেবং বিদ্বানুদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাস্তে—উদ্‌-গী-থ  
ইতি ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—আরও দেখ, ছালোকই 'উৎ', অন্তরীক্ষ বা আকাশই গীঃ,  
আর পৃথিবী 'থ'। আদিত্যই 'উৎ', বায়ুই 'গীঃ', অগ্নিই 'থ'। সামবেদই 'উৎ',  
যজুর্বেদই 'গীঃ', আর ঋগ্‌বেদই 'থ'। যে ব্যক্তি উদ্‌-গী-থ এই অক্ষরত্রয়কে  
উক্তরূপ জানিয়া উপাসনা করেন—বাক্যের যে দোহ অর্থাৎ ঋগ্‌বেদাদি শব্দসাধ্য  
যে ফল, ঋগ্‌বেদাদি শব্দসমূহ উক্ত উপাসককে স্বয়ংই সেই ফল প্রদান করেন, ঐ  
সাধক প্রচুর অন্নের অধিকারী ও যথেষ্ট ভোজনশক্তি লাভ করেন ॥ ৭ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—ত্রয়াণাং কৃত্যুক্তানি সামান্তানি, তানি তেনামুরূপেণ  
শেষেষণি দ্রষ্টব্যানি। তৌরেবোৎ উর্দ্ধঃস্থানাৎ। অন্তরিক্ষং গীঃ গিরগাং লোকানাম্।



পৃথিবী থং প্রাণিস্থানাং । আদিত্য এবোৎ উদ্ধৃৎ । বায়ুর্গীঃ অগ্ন্যাঙ্গীনাং গিরগাং । অগ্নিস্থং বজ্রীয়কর্ষাবস্থানাং । সামবেদ এবোৎ স্বর্গসংস্কৃতদ্বাং । যজুর্বেদো গীঃ যজুর্বাং প্রদত্তস্ত হবিষো দেবতানাং গিরগাং । ঋগ্বেদঃ থম্ ঋচাধ্যুচ্চাং স্যায়ঃ । উদ্‌গীথাক্ষরো-  
পাসনাফলমধুনোচ্যতে, তুন্ধে দোন্ধি, অশ্নৈ সাধকায় ; কা সা ? বাক্ ; কন্ ? দোহম্ ;  
কোহর্মো দোহঃ ? ইত্যাহ, যো বাচো দোহঃ ঋগ্বেদাদিশব্দসাধ্যং ফলমিত্যভিপ্রায়ঃ,  
তদ্‌বাচো দোহঃ তঃ স্বয়মেব বাক্ দোন্ধি আত্মানমেব দোন্ধি । কিঞ্চ অনবান্ প্রভুতানঃ,  
অন্নাদ্‌চ্চ দীপ্তাগ্নিঃ ভবতি য এতানি যথোক্তানি এবং যথোক্তগুণানি উদ্‌গীথাক্ষরানি  
বিদ্বান্ সন্ উপাস্তে উদ্‌গীথ ইতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—শ্রুতিতে ‘উদ্‌গী-থ’ শব্দের যে তিন  
প্রকার সামান্ত্র বা সাদৃশ্য উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে অত্র স্থলেও ঐ প্রকার  
যোজনা করিতে হইবে । সম্প্রতি তাহাই দেখাইতেছেন । ‘উৎ’ এই অক্ষরটি  
সকলের প্রথমে অবস্থিত আর স্বর্গও সকলের উপরিভাগে অবস্থিত বলিয়া উৎ  
শব্দে স্বর্গকেই বুঝায় । ‘গীঃ’ শব্দের অর্থ গ্রাস করা আর অন্তরীক্ষ বা আকাশ  
সর্বব্যাপী বলিয়া সে যেন সমস্তই গ্রাস করিয়া আছে, এই সাদৃশ্যানুসারে গী শব্দে  
অন্তরীক্ষ । ‘থ’ এই অক্ষরটির উপরে অত্র অক্ষর দুটি যেমন আছে, তেমনই  
জাগতিক পদার্থমাত্রেরই পৃথিবীর উপরে অবস্থিত বলিয়া থ শব্দে পৃথিবী ; সুতরাং  
উদ্‌গীথ শব্দে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী এই ত্রয়াক্ষক পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইতেছে ।  
এইরূপ উৎ শব্দে সূর্য্যই ; কেন না, সূর্য্যই সকলের উর্দ্ধে অবস্থিত । গী শব্দে বায়ু ;  
কেন না, এই বায়ুই অগ্নি প্রভৃতিকে কবলিত করে । থ শব্দে বহ্নি ; কেন না,  
বহ্নিই যজ্ঞীয় সকল কার্য্যে অবস্থান করে । অতএব সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নি এই  
ত্রিতয়াক্ষক অর্থযুক্ত উৎ, গী ও থ এই বর্ণত্রয়াক্ষক উদ্‌গীথশব্দে আদিত্য, বায়ু ও  
অগ্নি বুঝাইল । গূর্কের জায় সামবেদই উৎ, কারণ, উহা স্বর্গেও সংস্কৃত অর্থাৎ  
পরিচিত । যজুর্বেদই গীঃ, কেন না, যজুর্মন্ত্রে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণ ভোজন করেন ।  
ঋগ্বেদই থ ; কেন না, ঋগ্বেদেই সামবেদ অধিষ্ঠিত । সুতরাং সাম, যজুঃ ও  
ঋক্ এই অর্থত্রয়যুক্ত উৎ, গী ও থ বর্ণত্রয়াক্ষক উদ্‌গীথ শব্দ সাম, যজুঃ ও ঋক্  
এই ত্রিবেদাক্ষক পরব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করিতেছে । সম্প্রতি উদ্‌গীথাক্ষরের উপাসনার  
ফল বলিতেছেন—যে সাধক এই প্রকারে উদ্‌গীথের অর্থ জানিয়া পরব্রহ্মজ্ঞানে  
উপাসনা করেন, ঋগ্বেদাদি শব্দসমূহ বাচো দোহ অর্থাৎ শব্দসাধ্য যে ফল, তাহা  
প্রদান করেন অর্থাৎ ঐ ফল স্বয়ংই তাঁহাকে ভজনা করে ; এবং সেই সাধক  
প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হন । এই প্রকারে যথোক্তগুণ-  
সম্পন্ন উদ্‌গীথাক্ষর অবগত হইয়া উপাসনা করা কর্তব্য ॥ ১ ॥



তৃতীয়ঃ ৭৩ঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৭

অথ খল্বাশীঃসমৃদ্ধিঃ, উপসরণানীতু্যপাসীত, যেন সান্না  
স্তোম্যন্ স্মাতং সামোপধাবেৎ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর আশীঃসমৃদ্ধি অর্থাৎ অভীষ্টফলের উৎকর্ষজনক উপায়বিশেষ সম্বন্ধে উপদেশ করা যাইতেছে। গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ ধোয় পদার্থকে পশ্চাত্ত্ব প্রকারে উপাসনা করিবে। উদ্গাতা যে সামবিশেষসহকারে স্তব করিবেন, সেই সামকে উৎপত্তি, ছন্দ, দেবতা ইত্যাদি ধর্ম্ববিশিষ্ট মনে করিয়া ধ্যান করিবেন ॥ ৮ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—অথ খলু ইদানীমানীঃসমৃদ্ধিঃ আশিষঃ কামস্ত সমৃদ্ধিঃ যথা ভবেৎ, তদ্ব্যচ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। উপসরণানি উপসর্গব্যানি উপগন্তব্যানি, ধোয়ানীত্যর্থঃ; কথম্? ইতু্যপাসীত এবমুপাসীত; তদ্ব্যথা—যেন সান্না যেন সাম-বিশেষেণ স্তোম্যন্ স্ততিঃ করিষ্যন্ স্মাতং ভবেদুদ্গাতা, তৎ সাম উপধাবেৎ উপস্মরেৎ, চিন্তয়েদুৎপত্ত্যাদিভিঃ ॥ ৮ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি অভীষ্টফলের উৎকর্ষসাধক উপায়-বিশেষ বলিতেছেন। ধোয় বিষয়কে এইরূপে অর্থাৎ উদ্গাতা যে সামবিশেষ দ্বারা স্তব করিবেন, সেই সামবিশেষকে উৎপত্ত্যাদিধর্ম্ববিশিষ্টরূপে নিরন্তর ধ্যান করিবেন। অভিপ্রায় এই যে, ছন্দঃ, দেবতা ইত্যাদি অবগত হইয়া সামগান দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ৮ ॥

যস্ম্যম্‌চি তামুচং, যদার্ঘ্যেয়ং তস্মিৎ, যাং দেবতামভিষ্টোম্যন্  
স্মাতাং দেবতামুপধাবেৎ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—যে ঋকে সেই সাম অধিষ্ঠিত, সেই ঋক্, যে ঋষি কর্তৃক উহা পরিদৃষ্ট, সেই ঋষিকে এবং যে দেবতাকে স্তব করিতে হইবে, সেই দেবতাকে উদ্গাতা ধ্যান বা চিন্তা করিবেন ॥ ৯ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—যস্ম্যম্‌ ঋচি তৎ সাম তাক ঋচম্ উপধাবেৎ দেবতা-দিভিঃ। যদার্ঘ্যেয়ং সাম তাক ঋষিৎ, যাং দেবতামভিষ্টোম্যন্ স্মাতং তৎ দেবতামুপ-ধাবেৎ ॥ ৯ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই সামস্ততি যে ঋক্মস্ত্রে বিদ্যমান, সেই ঋক্কে তাহার দেবতা ছন্দ ইত্যাদি সহ চিন্তা করিবে। সেই সাম যে ঋষি কর্তৃক পরিদৃষ্ট, সেই ঋষিকে ও যে দেবতাকে স্তব করিতে হইবে, উদ্গাতা সেই দেবতাকেও চিন্তা করিবেন ॥ ৯ ॥



যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ শ্রান্তছন্দ উপধাবেৎ, যেন স্তোমেন  
স্তোষ্যমাণঃ শ্রাৎ তৎ স্তোমমুপধাবেৎ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—যে ছন্দে সেই স্তব-পাঠ করিবে, সেই ছন্দকে চিন্তা করিবে।  
যে স্তোম অর্থাৎ বাক্যসমূহ দ্বারা স্তব করিবে, সেই স্তোমকেও চিন্তা করিবে ॥ ১০ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—যেন ছন্দসা গায়ত্র্যাদিনা স্তোষ্যন্ শ্রাৎ, তৎ ছন্দ  
উপধাবেৎ। যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ শ্রাৎ, স্তোমাসফলস্ত কৰ্ত্তৃগামিহাদান্নেনপদং  
স্তোষ্যমাণ ইতি, তৎ স্তোমমুপধাবেৎ ॥ ১০ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—গায়ত্রী প্রভৃতি যে যে ছন্দে দ্বারা স্তব  
করিবে, সেই সেই ছন্দকে চিন্তা করিবে অর্থাৎ তাহাদের বিস্তৃতিবিষয়ে অবহিত  
হইবে। পঞ্চদশ, সপ্তদশ বা একবিংশতিটি সাম লইয়া বিশিষ্টক্রমে পাঠের যে নিয়ম  
আছে, সেই সমষ্টিভূত সামকে স্তোম বলা হয়, যে স্তোম দ্বারা স্তব করিবে, সেই  
স্তোমকেও ধ্যান করিবে ॥ ১০ ॥

যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ শ্রান্তাং দিশমুপধাবেৎ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—যে দিক্কে অর্থাৎ যে দিকে মুখ করিয়া স্তব করিবে,  
অধিষ্ঠাতৃদেবতাদিসহ সেই দিক্কে চিন্তা করিবে ॥ ১১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—যাং দিশম্ অভিষ্টোষ্যন্ শ্রাৎ তাং দিশমুপধাবেৎ অধি-  
ষ্ঠাতাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে দিগভিমুখে অর্থাৎ যে দিকে মুখ  
করিয়া স্তব করিবে, সেই দিগধিষ্ঠাতৃদেবতা সহ সেই দিকের চিন্তা করিবে।  
ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইত্যাদি দিক্পতি দেবগণের স্তুতি দ্বারাও সেই ঈশ্বরস্তুতি  
সম্পন্ন হয়; অতএব দিক্পাল ও দিকের ধ্যানেই ঈশ্বরধ্যান নিম্পন্ন হয় ॥ ১১ ॥

আত্মানমন্তত উপস্থত্য স্তবীত কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ, অভ্যাশো  
হ যদস্মৈ স কামঃ সমুদ্যত যৎকামঃ স্তবীতেতি যৎ কামঃ  
স্তবীতেতি ॥ ১২ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—উদগাতা উক্তরূপে সামাদিচিন্তার পর অবহিতভাবে ও  
বিশুদ্ধরূপে স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ পূর্বক নাম, গোত্র, বর্ণ ও আশ্রমাদিসহ নিজের  
স্বরূপ চিন্তা ও অভিলষিত বিষয় স্মরণ করিয়া যদি স্তব পাঠ করেন, তাহা হইলে যে



তৃতীয়: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৯

কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত স্তব করিবেন, অতি সত্ত্বর সেই কামনা পূর্ণ হয় ও তজ্জন্তু অভ্যুদয় লাভ করেন। এই শ্রুতির প্রতি আদরপ্রদর্শনার্থ “যৎকামঃ স্তবীত যৎকামঃ স্তবীত” এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—আত্মানমুদগাতা স্বং রূপং গোত্রনামাদিভিঃ সামাদীনু ক্রমেণ স্বঞ্চ আত্মানম্ অন্ততঃ স্তে উপস্থত্যা স্তবীত। কামং ধ্যায়ন্ অপ্রমত্তঃ স্বরোহ- ব্যঞ্জনাদিভ্যঃ প্রমাদমকুর্বন্। ততঃ অভ্যাশঃ কিপ্রমেব হ যৎ যত্র অষ্টম্ এবংবিদে স কামঃ সমুদ্যত সমুদ্বিগচ্ছৎ; কোহসৌ? যৎকামঃ যঃ কামঃ অস্ত সোহয়ং যৎকামঃ সন্ স্তবীত ইতি। দ্বিরুক্তিরাদরার্থা ॥ ১২ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত তৃতীয়খণ্ড-ভাষ্যম্।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পরিশেষে উদগাতা, নিজের নাম- গোত্রাদিসহ স্বরূপ, সামাদি ও নিজের কাম্য বিষয় স্মরণ করিয়া বিশেষ সাবধানে ও বিশুদ্ধভাবে স্বর, উদ্র ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণ উচ্চারণ সহকারে যদি স্তব করিতে পারেন অর্থাৎ অমুকগোত্র অমুকনামবিশিষ্ট আমি পূর্বোক্ত সামাদির ফলপ্রদায়িকা শক্তি অবগত হইয়া কামনাসিদ্ধির উদ্দেশে বিশুদ্ধভাবে এই স্তব পাঠ করিতেছি, এই মনে করিয়া যদি স্তব করিতে পারেন, তাহা হইলে উক্তরূপ অভিজ্ঞ সেই কামী ব্যক্তির কামনা অতি সত্ত্বর সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হইয়া কামীকে সমুদ্বিসম্পন্ন করে। “যৎকামঃ স্তবীত” এই বাক্যটির প্রতি অতিশয় সমাদর প্রদর্শনের নিমিত্ত দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## প্রথমপ্রপাঠকে

## চতুর্থঃ খণ্ডঃ

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত ; ওমিতি হ্রাদ্গায়তি, তস্যোপ-  
ব্যাখ্যানম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—“ওম” এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে, কারণ,  
ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়াই উদগীথ গীত হয়, তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—ওমিত্যেতদিত্যাदि প্রকৃতশ্রাক্ষরস্ত পুনরুপাদানম্ উদ-  
গীথাক্ষরাহ্যুপাসনাস্তরিত্বাৎ অত্র প্রসঙ্গে মা ভূদিত্যেবমর্থম্ । প্রকৃতশ্রাক্ষরস্ত  
অমৃতভয়গুণবিশিষ্টস্ত উপাসনং বিধাতব্যমিত্যারম্ভঃ । ওমিত্যাदि ব্যাখ্যানম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—“ওম” এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপা-  
সনা করিবে, ইহা ত পূর্বেই বলা হইয়াছে, পূর্বপ্রস্তাবিত সেই বাক্যেরই পুনরুক্তি  
করার কারণ প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন, মধ্যে উদগীথাক্ষরাদির উপাসনা বলা  
হইয়াছে, মধ্যের এই উক্তি দ্বারা পূর্বপ্রসঙ্গ ব্যবহিত হওয়ায় লোকের মনে অত্ররূপ  
আশঙ্কা বাহাতে উখিত না হইতে পারে, অর্থাৎ পূর্বপ্রসঙ্গই চলিতেছে, প্রসঙ্গক্রমে  
মধ্যে বিষয়ান্তরের অবতারণা করা হইয়াছিল ; অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্ট পূর্ব-  
প্রস্তাবিত সেই অক্ষরেরই উপাসনা কর্তব্য, ইহা বলিবার নিমিত্তই পুনরায় উক্ত  
প্রসঙ্গের অবতারণা হইতেছে । ওমিত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

দেবা বৈ মৃত্যোর্বিত্যতস্ময়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্, তে  
ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্, যদেভিরচ্ছাদয়ৎসুচ্ছন্দসাং ছন্দস্বম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—পূর্বকালে দেবগণ মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুহেতুভূত আত্মার পাপ  
হইতে ভীত হইয়া পরিত্রাণলাভার্থ ত্রয়ীবিদ্যার অভ্যস্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন  
অর্থাৎ বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । যে হেতু তাঁহারা ছন্দ অর্থাৎ  
মন্ত্র দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন অর্থাৎ বিবিধ সমস্তক অনুষ্ঠান দ্বারা  
পাপের আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই অর্থাৎ আচ্ছাদন  
করার জন্যই ছন্দ বা মন্ত্রনামূহকে ছন্দ এই নামে অভিহিত করা হয় ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—দেবা বৈ মৃত্যোর্মারকাং বিদ্যাতঃ কিং কৃতবন্ত ? ইত্যুচ্যতে,  
ত্রয়ীং বিদ্যাং ত্রয়ীবিহিতাং কর্ম প্রাবিশন্ প্রবিষ্টবন্তঃ, বৈদিকং কর্ম প্রারব্ধবন্ত ইত্যর্থঃ, তৎ  
মৃত্যোদ্ভাণং মন্ত্রমানাঃ । কিঞ্চ, তে কর্মণ্যবিনিমুক্তৈঃ ছন্দোভির্মন্ত্রৈঃ জপহোমাদি কুর্বন্তঃ



আত্মানং কৰ্মাস্তরেবু অচ্ছাদয়ন্ ছাদিতবন্তঃ । যৎ যস্মাৎ এভির্নষ্টৈরচ্ছাদয়ন্, তৎ তস্মাৎ  
ছন্দস্যাং মজ্জাণাং ছাদনাং ছন্দস্তং প্রসিদ্ধমেব । ২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূৰ্বকালে দেবগণ মৃত্যুর হেতুভূত পাপ  
হইতে ভীত হইয়া পরিত্রাণলাভার্থ বৈদিক কৰ্মই বিপদ হইতে ত্রাণ করিবে, এই  
মনে করিয়া বৈদিক কৰ্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর যে সমস্ত মন্ত্র তাঁহাদের আরম্ভ  
কৰ্মে প্রযুক্ত হইত না, সেই সমস্ত অপ্রযুক্ত মন্ত্র দ্বারা জপহোমাদি কৰ্ম করিয়া নিজ-  
দিগকে কৰ্মাভ্যন্তরে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ ঐ সমস্ত মন্ত্রজপ দ্বারা  
আপনাদিগকে রক্ষা করিতেন। তাঁহারা এই প্রকারে নিয়ত নানাকৰ্মে ব্যাপৃত থাকি-  
তেন বলিয়াই তাঁহাদিগের মরণভয় প্রশমিত হইত। ঐ সমস্ত মন্ত্র দ্বারা আপনাকে  
আচ্ছাদিত করিতেন বলিয়াই ঐ সমস্ত মন্ত্র ছন্দঃ এই নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ২ ॥

তানু তত্র মৃত্যুর্থথা মৎস্রমুদকে পরিপশ্বেদেবং পর্যাপশ্বদৃচি  
সান্নি যজুষি । তে নু বিদিত্বোদ্ধী ঋচঃ সান্নো যজুষঃ স্বরমেব  
প্রাবিশন্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—মৃত্যুভয়ে পরিত্রাণলাভার্থ দেবগণ ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ-  
বিহিত কৰ্ম আরম্ভ করিলেও, অল্প জলে সঞ্চরণশীল মৎস্রকে যেমন সকলেই  
দেখিতে পায়, মৃত্যুও সেইরূপ ঐ দেবগণকে দেখিতে পাইয়াছিল অর্থাৎ বৈদিক-  
কৰ্মাভ্যন্তানের দ্বারাও দেবগণ মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পান নাই। দেবগণ তাহা  
জানিতে পারিয়া ঋগ্বেদাদিবিহিত কৰ্ম হইতে উদ্ধী অর্থাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বর  
অর্থাৎ ‘ওম্’ এই অক্ষরেই প্রবেশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ওঙ্কারেরই উপাসনা আরম্ভ  
করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—তানু তত্র দেবানু কৰ্মপরানু মৃত্যুঃ বথা লোকে মৎস্র-  
ঘাতকো মৎস্রমুদকে নাতিগভীরে পরিপশ্বেৎ বভিশোদকশ্রাবোপায়সাধ্যং মজ্জমানঃ, এবং  
পর্যাপশ্বৎ দৃষ্টবান, মৃত্যুঃ কৰ্মক্ষয়োপায়সাধ্যানু দেবানু মেনে ইত্যর্থঃ । কাসৌ দেবানু  
দদর্শ ? ইত্যুচ্যতে, ঋচি সান্নি যজুষি ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধিকৰ্মগীত্যর্থঃ । তে হু দেবা  
বৈদিকেন কৰ্মণা সংস্কৃতাঃ শুদ্ধাত্মানঃ সন্তঃ মৃত্যোশ্চিকীৰ্ষিতং বিদিতবন্তঃ, বিদিত্বা চ তে  
উদ্ধীঃ ব্যাবৃত্তাঃ কৰ্মভ্যাঃ ঋচঃ সামঃ যজুষঃ ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধাৎ কৰ্মণঃ অভ্যুত্থায়ৈত্যর্থঃ ;  
তেন কৰ্মণা মৃত্যুভয়াপগমং প্রতি নিরাশাঃ তদপাশ্চ অমৃত্যুভয়গুণমক্ষয়ং স্বরশক্তিতং  
প্রাবিশন্ এব প্রতিবন্তঃ, ওঙ্কারোপাসনাপরাঃ সংবৃত্তাঃ । এবশব্দোহবধারণার্থঃ সন্  
সমুচ্চয়প্রতিষেধার্থঃ, তদুপাসনপরাঃ সংবৃত্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—মৎস্রঘাতী যেমন স্বল্প জলে সঞ্চরণশীল



মৎস্তকে বঁড়শী বা জলনিষ্কাশনরূপ উপায় দ্বারা নিজের আয়ত্বাধীন মনে করিয়া দর্শন করে, মৃত্যুও সেইরূপ ঋগাদি বৈদিক কৰ্ম্মে আসক্ত দেবগণকে কৰ্ম্মক্ষয়রূপ উপায় দ্বারাই নিজের আয়ত্বাধীন মনে করিয়াছিল। সেই দেবগণও বিবিধ বৈদিক কৰ্ম্মানুশীলন জন্ত বিশুদ্ধাত্মা ও সৰ্ব্বজ্ঞ হওয়ায় মৃত্যুর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছিলেন এবং জানিয়া ঐ সমস্ত কৰ্ম্ম মৃত্যুভয় দূর করিতে অসমর্থ বৃত্তিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্ট স্বরশব্দবাচ্য ওঙ্কারাত্মক অক্ষরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দেবগণ নিয়ত কৰ্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন, এ জন্ত মৃত্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কৰ্ম্মই তাঁহাদিগকে আবৃত্ত করিয়া রাখে ; মৎস্ত যেরূপ অতি গভীরজলে অবস্থিতি করে, মৎস্তজীবীরা তাহা দেখিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু বঁড়িশ বা জালপ্রয়োগ ও জল নিষ্ক্ষমণাদি উপায় দ্বারা সেই সমস্ত মৎস্ত ধরে, তদ্রূপ মৃত্যুও ভোগবশতঃ কৰ্ম্মক্ষয়ে দেবগণকে অভিভূত করে। মৎস্ত যদি অন্নজলে বাস করে, তাহা হইলে মৎস্ত-জীবীরা মনে করে যে, বঁড়িশ দ্বারা অথবা জলনিষ্কাশন দ্বারা যে কোন উপায়েই হউক, এই মৎস্তসমূহকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। ঐ সমস্ত মৎস্য যদি অতি গভীরজলে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে মৎস্তজীবীরা তাহা অসাধ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করে। সেইরূপ দেবগণ সৰ্বদা কৰ্ম্মে সমাবৃত্ত থাকিলে মৃত্যু তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। মধ্যে মধ্যে ঐ কৰ্ম্মের বিচ্ছেদ ঘটিলেই অবসর পাইয়া মৃত্যু আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পায়। এই জন্ত দেবগণ নিরন্তর ঋগ্-যজুঃসামসম্বন্ধীয় কৰ্ম্মে লিপ্ত থাকেন এবং ঐ সমস্ত বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া মৃত্যুর অভীষ্ট অভিসন্ধি জানিতে সমর্থ হন। তৎপরে তাঁহারা মৃত্যুর অভিপ্রায় বৃত্তিতে পারিয়া ঋগ্‌যজুঃসামসম্বন্ধীয় কৰ্ম্ম বিসর্জন করেন এবং এইরূপ মনে করেন যে, এই কৰ্ম্ম দ্বারা আমাদের মরণভয় দূরীকরণের আশা নাই ; যেহেতু ইহারা ক্ষয়শীল ; অতএব তখন তাঁহারা অমৃতত্ব ও অভয়গুণবিশিষ্ট স্বরশব্দবোধিত ওঙ্কারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। যদি ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মধ্যান করা যায়, তাহা হইলে মরণভয় দূর হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যদা বা ঋচমাগ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরতেবৎসামৈবং যজুঃ, এষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং, তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃত্য অভয়া অভবন্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—যৎকালে ঋগ্‌যজুঃসাম মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তৎকালে ‘ওম’ এই অক্ষরকেই অতিশয় আদর সহকারে উচ্চারণ করা হয়, এইরূপ সাম ও



চতুর্থঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৪৩

যজুর্শব্দ উচ্চারণকালেও করা হয় অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বকই সমস্ত বেদ পাঠ করিতে হয়। 'স্বর'-শব্দবাচ্য এই যে অক্ষর বা ওঙ্কার, ইহা অমৃত ও অভয়গুণ-সম্পন্ন অর্থাৎ মৃত্যুভয়নিবারক, দেবগণ সেই অক্ষরে প্রবেশ অর্থাৎ ওঙ্কারের উপাসনা করিয়া অমৃত ও অভয় অর্থাৎ অমর ও নির্ভয় হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—কথং পুনঃ স্বরশব্দবাচ্যত্বক্ষরশ্চ ? ইত্যাচ্যতে, যদা বৈ ঋচমাপ্নোতি, ওমিত্যেব অতিস্বরতি, এবং সাম এবং যজুঃ। এষ এব উ স্বরঃ। কোহসৌ ? যদেতদক্ষরম্ এতদমৃতমভয়ং, তৎ প্রবিশ্য যথাগুণমেব অমৃত্য অভয়াশ্চ অভবন্ দেবাঃ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অক্ষরকে স্বরশব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয় কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ঋগ্বেদাধ্যয়নকালে অতি সমাদরের সহিত ওঙ্কারের উচ্চারণ করা হয়, কেবল ঋগ্বেদ বলিয়াই নহে, সাম ও যজুর্বেদ অধ্যয়নকালেও অতি সমাদরের সহিত ওঙ্কার উচ্চারণ করা হয়। এই যে অক্ষর বা ওঙ্কার, ইহাই স্বর, ইহাই অমৃত ও অভয় অর্থাৎ মৃত্যু ও মৃত্যুভয়প্রতিষেধক। দেবগণ তাহাতেই প্রবেশ অর্থাৎ তাহারই উপাসনা করিয়া অমৃত ও অভয় বা অমর ও নির্ভয় হইয়াছেন। ভাবার্থ এই যে—ঋক্, যজুঃ ও সাম প্রত্যেকেরই ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক উপাসনা করিলে ফলসিদ্ধি হয়, এই জন্তই স্বরশব্দে প্রণব। অমৃতত্ব ও অভয়গুণবিশিষ্ট ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ অমরত্ব ও নির্ভীকত্ব লাভ করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে বেদত্রয় পাঠ ও ওঙ্কারোপাসনা করেন, তাঁহারা সাংসারিক ভীতি অতিক্রম পূর্বক অমর হইতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণোত্যেদদেবান্নক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি, তৎ প্রবিশ্য যদমৃত্য দেবান্তুদমৃতো ভবতি ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকশ্চ চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে এইরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া তাহার শ্রব করে, সে ব্যক্তিও স্বরশব্দবাচ্য অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্ট ওঙ্কারাক্ষরে প্রবেশ করে অর্থাৎ তাহার প্রসন্নতা লাভ করে, এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ যেমন অমৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অমৃত হয় ॥ ৫ ॥

প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—সঃ যোহিত্রোহপি দেববদেব এতদক্ষরমেবম্ অমৃত্যভয়-গুণং বিদ্বান্ প্রণোতি শৌভি, উপাসনমেব চাত্র স্ততিরভিপ্রেতা, স তর্থেব এতদেবান্নক্ষরং



স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি, তৎ প্রবিষ্ট চ রাজকুলং প্রবিষ্টানামিব রাজোহন্তরঙ্গবহিরঙ্গতাবৎ  
ন পরন্তু ব্রহ্মণোহন্তরঙ্গবহিরঙ্গতাবিশেষঃ; কিং তর্হি? যদমৃতং দেবা যেন অমৃতত্বেন  
যদমৃতং অভুবন, তেনৈব অমৃতত্বেন বিধিষ্টমৃতমৃতো ভবতি, ন ন্যূনতা নাপাধিকতা  
অমৃতত্বে ইত্যর্থঃ । ৫ ।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—অথ যে কোন ব্যক্তি দেবগণের ত্রায়  
এই অক্ষররূপ ওঙ্কারকে অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া উপাসনা  
করেন, তিনিও দেবগণের ত্রায়ই অমৃত ও অভয়গুণবিশিষ্ট স্বরূপ এই অক্ষরে  
প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যাহারা রাজগৃহে প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদের মধ্যে  
যেমন কেহ বা রাজার বিশেষ অন্তরঙ্গ হন, কেহ বা বহিরঙ্গই থাকেন, স্বরূপ  
অক্ষরে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে সেইরূপ কেহ যে পরব্রহ্মের অন্তরঙ্গ, কেহ বা  
বহিরঙ্গ হন—তাহা হন না; কারণ, ব্রহ্মের নিকট কোনরূপ ইতরবিশেষ নাই।  
দেবগণ যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি দ্বারা যেরূপ অমৃত বা অমর হন, তিনিও সেই অমৃতত্ব  
দ্বারাই সেইরূপই অমৃত বা অমর হন, ঐ অমৃতত্বে কোনরূপ ন্যূনাধিক্য বা  
পক্ষপাতিত্ব নাই ॥ ৫ ॥

প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## প্রথমপ্রাচীকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদগীথ ইতি ।  
অসৌ বা আদিত্য উদগীথ এষ প্রণব ওমিতি হেঘ স্বরম্নেতি ॥১॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর প্রকারান্তরে উদগীথ উপাসনার বিষয় বলা হইতেছে । যাহা উদগীথ, তাহাই প্রণব এবং যাহা প্রণব, তাহাই উদগীথ । এই আদিত্যই উদগীথ, ইহাই প্রণব ; কারণ, এই আদিত্য “ওম্” এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই আগমন করেন ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতান্যায়।**—প্রাণাদিত্যদৃষ্টিবিশিষ্ট উদগীথ উপাসনযুক্তমেব অনুত প্রণবোদগীথয়োরেকত্বং কৃৎ। তস্মিন্ প্রাণরশ্মিভেদগুণবিশিষ্টদৃষ্ট্যা অক্ষরস্ত উপাসনমনেক-পুত্রফলমিদানীং বক্তব্যমিত্যারভ্যতে, অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবো বহুব্চানাম্ ; যচ্চ প্রণবস্তেবাং স এব ছান্দোগ্যে উদগীথশব্দবাচ্যঃ । অসৌ বা আদিত্য উদগীথঃ, এষ প্রণবঃ, প্রণবশব্দবাচ্যোহপি স এব বহুব্চানাং নান্তঃ । উদগীথঃ আদিত্যঃ কথম্ ? উদগীথাখ্যম্ অক্ষরম্ ওমিত্যেতৎ এষ হি যস্মাৎ স্বরন্ উচ্চারণন্, অনেকার্থত্বাৎ ধাতুনাম্, অথবা স্বরন্ গচ্ছন্ এতি, অতোহসৌ উদগীথঃ সবিতা ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রাণ ও আদিত্যদৃষ্টিবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রাণ ও আদিত্য বুদ্ধিতে উপাস্ত উদগীথের উপাসনা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি উক্ত বাক্যেরই অনুবাদ বা পুনরুক্তি এবং প্রণব ও উদগীথের অভেদ প্রতিপাদন করিয়া তাহাতেই প্রাণ ও রশ্মিভেদরূপ-গুণবিশিষ্ট দৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ তাহাই প্রাণ ও রশ্মিভেদরূপ গুণবিশিষ্ট, এইরূপ বিবেচনা করিয়া বহুপুত্রলাভরূপ ফলপ্রদ অক্ষরের উপাসনা বলা হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া এই পঞ্চমখণ্ড আরম্ভ করিতেছেন । যাহা উদগীথ, বহুব্চ অর্থাৎ ঋগ্বেদের তাহাই প্রণব, আর ঋগ্বেদের যাহা প্রণব, ছান্দোগ্যে তাহাই উদগীথ বলিয়া অভিহিত হয় । এই আদিত্যই উদগীথ ও ইহাই প্রণব অর্থাৎ এই আদিত্যই ঋগ্বেদের, প্রণবশব্দবাচ্য, তিনি ভিন্ন অপর কেহ নহেন । এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, আদিত্য কিরূপে উদগীথ হইতে পারেন ? তাহার উত্তর—যে হেতু এই আদিত্য উদগীথাপরনামক ‘ওম্’ এই অক্ষরটিকে উচ্চারণ করিয়াই আগমন করেন অথবা স্বর্ঘ্য প্রাণীদিগের কার্যে প্রবৃত্তির



জন্তু 'ওম্' বলিয়া আদেশ করিতেই যেন গমন করিতেছেন, এই জন্তুই এই সবিতাকে উদ্গীথ বা ওঙ্কার বলে ॥ ১ ॥

এতমু এবাহমভ্যাগাসিষং, তস্মান্মম ত্বমেকোহসীতি হ কোষী-  
তকিঃ পুত্রমুবাচ, রশ্মীৎস্বং পর্য্যাবর্তয়াৎ, বহবো বৈ তে ভবিষ্য-  
ন্তীত্যধিদৈবতম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—কোষীতকী নামক ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি এই আদিত্যকে অভিমুখী করার নিমিত্ত গান করিয়াছি অর্থাৎ আদিত্যকে প্রসন্ন করার নিমিত্ত তাঁহাকে ও তাঁহার রশ্মিসমূহকে একসঙ্গেই উপাসনা করিয়াছিলাম, সে জন্তু তোমাকে একমাত্র পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি রশ্মিসমূহকে পর্য্যাবর্তন অর্থাৎ রশ্মিসমূহ ও আদিত্যকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে ধ্যান বা উপাসনা কর, তাহা হইলে তুমি বহু পুত্র লাভ করিতে পারিবে। এইরূপে অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা-বিষয়ক উপাসনা বলা হইল ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তমেতম্ উ এবাহম্ অভ্যাগাসিষম্ আভিমুখ্যেন গীত-  
বানসি, আদিত্যরশ্ম্যভেদং কৃৎস্না ধ্যানং কৃতবানসীত্যর্থঃ। তেন তস্মাৎ কারণং মম ত্বম্  
একোহসি পুত্রঃ, ইতি হ কোষীতকিঃ কুশীতকস্তাপত্যং কোষীতকিঃ পুত্রম্ উবাচ উক্ত-  
বান্, অতো রশ্মীন্ আদিত্যঞ্চ ভেদেন স্বং পর্য্যাবর্তয়াৎ পর্য্যাবর্তয়েত্যর্থঃ, স্বং-যোগাৎ ;  
এবং বহবো বৈ তে তব পুত্রা ভবিষ্যন্তি, ইত্যধিদৈবতম্।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কুশীতক-পুত্র কোষীতকি ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি সেই এই আদিত্য ও তাঁহার রশ্মিসমূহকে অভেদ-রূপে চিন্তা করিয়া ধ্যান করিয়াছিলাম, এই উভয়ের একত্ববোধে চিন্তা করার ফলে কেবল তুমি একটিমাত্র পুত্রই আমার হইয়াছ। অতএব তুমি রশ্মিসমূহ ও আদিত্যকে পৃথক্ভাবে ধ্যান কর, তাহা হইলে তোমার বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। দেবতাবিষয়ক উপাসনা বলা হইল, পরে আত্মবিষয়ক উপাসনা বলা হইবে ॥ ২ ॥

অথাধ্যাত্মম্। য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসীত, ওমিতি  
হেয স্বরশ্লেতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—দেবতাবিষয়ক উপাসনা বলিয়া সমাপ্তি অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ক উপাসনা বলা হইতেছে। এই যে মুখ্য প্রাণ, ইহাকে উদ্গীথবোধে উপা-সনা করিবে; কারণ, এই মুখ্য প্রাণ 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া আগমন



করিতেছে অর্থাৎ অনুজ্ঞাসূচক 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ দ্বারাই বাগাদি ইন্দ্রিয়-সমূহকে স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত করাইতেছে ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অথ অনন্তরম্ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে, য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথম্পাসীতেত্যাদি পূর্ববৎ । তথা ওমিতি হি এষ প্রাণোহপি স্বরন্ এতি 'ওম্' ইতি হি অনুজ্ঞাং কুর্বন্নিব বাগাদিপ্রবৃত্ত্যর্থমেতীত্যর্থঃ ; ন হি মরণকালে মুমূর্ষোঃ সমীপস্থাঃ প্রাণস্ত ওঙ্করণং শৃণ্বন্তীতি । এতৎসামান্যং আদিত্যোহপি ওঙ্করণম্ অনুজ্ঞামাত্রং দ্রষ্টব্যম্ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অতঃপর অধ্যাত্মবিষয়ক উপাসনা বলা হইতেছে। এই যে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্য প্রাণ, ইহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে ইত্যাদি অর্থ পূর্বের দ্বারা জানিবে। আদিত্যের দ্বারা এই প্রাণও বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত অনুমতিসূচক 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ পূর্বক অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কার্য কর, এইরূপ আজ্ঞা দান করিতেই যেন আগমন করিতেছে। মৃত্যুকালে মুমূর্ষুর নিকটে অবস্থিত ব্যক্তিগণ প্রাণের ওঙ্কারোচ্চারণ শুনিতে পায় না ; অভিপ্রায় এই যে, জীবদ্দশাতেই বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাদের সেই কার্য যেন প্রাণের আদেশেই সম্পন্ন হয়, প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলে সে আর আদেশও দেয় না, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। প্রাণের ওঙ্করণের সহিত সাম্য বশতঃ আদিত্যে যে ওঙ্করণের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ অনুজ্ঞামাত্রই বুঝিতে হইবে, বাস্তবিক পক্ষে 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ করে না। প্রাণিবৃন্দের প্রবৃত্তির জন্ত প্রাণই অনুজ্ঞা করে, সেই প্রাণকেই পরব্রহ্মরূপে ধ্যান করিতে হয়। ইহাকেই পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনা কহে ॥ ৩ ॥

এতমু এবাহমভ্যাগাসিষং, তস্মান্মম ভ্রমেকোহসীতি হ কোবী-  
তকিঃ পুত্রমুবাচ, প্রাণাহংস্বং ভূমানমভিগায়তাং, বহবো বৈ মে  
ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—কোবীতকী ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছেন, আমি কেবল এই মুখ্য প্রাণকে অভিগান করিয়াছিলাম অর্থাৎ প্রাণকে প্রসন্ন করার নিমিত্ত একমাত্র এই প্রাণেরই উপাসনা করিয়াছিলাম, সে জন্ত তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ। আমার বহু পুত্র হইবে, এইরূপ মনে করিয়া তুমি এই প্রাণকে ভূমা অর্থাৎ বহুত্ব-গুণবিশিষ্টরূপে অভিগান অর্থাৎ উপাসনা কর ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—এতম্ উ এব অহম্ অভ্যাগাসিষম্ ইত্যাদি পূর্ববদেব



অতো বাগাদীন মুখ্যঃ প্রাণম্ ভেদগুণবিশিষ্টমুদগীথং পশুন্ ভূমানঃ মনসা অভিগাহতাং  
পূর্ববৎ আবর্তয়েত্যর্থঃ । বহবো বৈ মে মম পুত্রা ভবিষ্যন্তীত্যেবম্ অভিপ্রায়ঃ সন্  
ইত্যর্থঃ । প্রাণাদিত্যেকদ্বাদগীথদৃষ্টেঃ একপুত্রফলদোষেণ অপোদিতত্বাৎ রক্ষিপ্ৰাণ-  
ভেদদৃষ্টেঃ কর্তব্যতা চোক্ততে অগ্নিন্ কাণ্ডে বহুপুত্রফলদ্বার্থম্ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—‘এতম্ এবাহমভ্যাগাসিষম্’ ইত্যাদি  
অংশের অর্থ পূর্বের দ্বার বলিয়া এ স্থানে আর পুনরায় লিখিত হইল না ।  
নিশ্চয়ই আমার বহু পুত্র হইবে, এইরূপ অভিপ্রায়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ ও মুখ্য  
প্রাণকে ভূমা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট মহান্ উদগীথরূপ বিবেচনা করিয়া  
ধ্যান ও উপাসনা করিবে । একমাত্র মুখ্য প্রাণ ও একমাত্র আদিত্যকে  
উদগীথবিবেচনায় উপাসনা করিলে একমাত্র পুত্রলাভরূপ দোষবশতঃ উহা  
নিন্দিত বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়ার বহু পুত্ররূপ ফললাভের নিমিত্ত এই প্রকরণে  
আদিত্য ও তাহার রক্ষিতে এবং মুখ্য প্রাণ ও বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহে ভেদদৃষ্টির  
কর্তব্যতা বিহিত হইয়াছে । ॥ ৪ ॥

অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ স উদগীথ ইতি  
হোতৃষদনাক্ৰৈবাপি দুরূদগীতমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি ॥৫॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—যাহা উদগীথ, তাহাই প্রণব, আর যাহা প্রণব, তাহাই  
উদগীথ, এইরূপ চিন্তা করিলে হোতার স্থান অর্থাৎ হোতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত  
মন্ত্রোচ্চারণাদি কর্ষে যদি দুরূদগীত অর্থাৎ কোনরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ হয়, তাহা  
উক্তরূপ উদগীথ উপাসনা দ্বারা সমাহৃত হয় অর্থাৎ অশুদ্ধ উচ্চারণজন্য দোষের  
বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয় । এই সমাধানে আদরপ্রদর্শনার্থ ‘অনুসমাহরতি’ এই পদটি  
হুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্ষরভাষ্যম্ ।**—অথ খলু য উদগীথ ইত্যাদি প্রণবোদগীথৈকত্বদর্শন-  
যুক্তং, তস্মৈতৎ ফলমুচ্যতে, হোতৃষদনাং হোতা যত্রস্থঃ শংসতি তৎ স্থানং, হোতৃষদনাং  
হোত্ৰাং কর্শ্বণঃ সম্যক্ প্রযুক্তাদিত্যর্থঃ । ন হি দেশমাত্রাৎ ফলমাহর্ন্তুঃ শক্যম্; কিং তৎ ?  
হ এবাপি দুরূদগীতং দূর্ষ্টমুদগীতম্ উদগানং কৃতম্, উদগাত্রা স্বকর্শ্বণি কৃতং কৃতমিত্যর্থঃ,  
তদনুসমাহরতি অনুসন্ধিতে ইত্যর্থঃ; চিকিৎসয়ৈব ধাতুবেষম্যশমীকরণমিতি ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ ।



সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—অনন্তর যাহা উদ্‌গীথ, তাহাই প্রণব আর যাহা প্রণব, তাহাই উদ্‌গীথ ইত্যাদি বাক্যে প্রণব ও উদ্‌গীথের যে একত্বদৃষ্টির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহার ফল বলা হইতেছে, হোতা যে স্থানে অবস্থিত হইয়া শংসন অর্থাৎ মন্ত্রাদি পাঠ করেন, সেই স্থানকে হোতৃষদন বলে, কিন্তু কেবলমাত্র স্থান হইতে কোনরূপ ফল পাওয়া অসম্ভব বলিয়া হোতৃষদনশব্দে হোতা কর্তৃক যথামতভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম বুঝিতে হইবে। তাহা কি ? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—হোতা কর্তৃক যদি কোনরূপ ছষ্ট উদ্‌গান কৃত হয় অর্থাৎ তৎকর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্র বা স্তবাদিতে যদি কোনরূপ অন্তর্ক উচ্চারণ জন্মই হউক বা অল্প কোনরূপেই হউক দোষ সঞ্জাত হয়, চিকিৎসা দ্বারা যেমন ধাতুবৈষম্যের প্রশমন করা যায়, উদ্‌গীথ উপাসনা দ্বারাও তেমনই ঐ সমস্ত দোষের সমাধান বা শুদ্ধি-সম্পাদন করা যায়। এ স্থানে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, এক ব্যক্তির কার্য দ্বারা অত্নের ফলপ্রাপ্তি ঘটে কি প্রকারে ? তাহার উত্তর এই যে, উহা ত সম্ভব ; কেন না, লৌকিক ব্যবহারেও ইহার অসংখ্য প্রমাণ দেখা যায়। যদি কোন ব্যক্তির বায়ু, পিত্ত প্রভৃতির বৈষম্য ঘটে, তাহা হইলে চিকিৎসা দ্বারা সেই বৈষম্যের শাস্তি হইয়া থাকে। এ স্থানেও সেইরূপ হোতার ক্রিয়া দ্বারা যে কর্তার ফল-প্রাপ্তি ঘটিবে, ইহা অবশ্যই সম্ভবপর বিবেচনা করিতে হয় ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ।



## প্রথমপ্রপাঠকে

## ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

ইয়মেবগর্গিঃ সাম তদেতদেতস্মাম্‌চ্যুত্ব সাম তস্মাদ্‌চ্যুত্ব  
সাম গীয়তে, ইয়মেব সা, অগ্নিরমস্তুৎ সাম ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—এই পৃথিবীই ঋক্বেদস্বরূপিনী, আর অগ্নিই সামবেদস্বরূপ, প্রসিদ্ধ সেই এই সাম এই ঋক্ বা ঋক্মস্ত্রেই অধিষ্ঠিত, এই জন্তই সামগায়কগণ সামকে ঋক্মস্ত্রে অধিষ্ঠিত করিয়া গান করেন। এক্ষণে ‘সাম’ এই শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতেছেন,—এই পৃথিবীই ‘সা’ অর্থাৎ ‘সাম’ এই নামের আদি অক্ষরস্বরূপিনী, আর অগ্নিই ‘অম’ অর্থাৎ শেবাংশ, এইরূপে পৃথিব্যর্থক সা ও অগ্ন্যর্থক অম এই দুইটি অর্থাৎ পৃথিবী ও অগ্নি এই দুইটি মিলিত হইয়া ‘সাম’ এই শব্দরূপে পরিণত হইয়াছে; ভাব এই যে, ঋক্ ও সাম যেমন সংশ্লিষ্ট, পৃথিবী ও অগ্নিও তজ্রূপ সংশ্লিষ্ট জানিবে ॥ ১ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—অথেনানীঃ সর্বফলসম্পত্ত্যর্থমুদগীথশ্রোপাসনাস্তর্য বিধিৎশ্রুতে। ইয়মেব পৃথিবী ঋক্, ঋচি পৃথিবীদৃষ্টিঃ কার্য্যা; তথা অগ্নিঃ সাম, সারি অগ্নিদৃষ্টিঃ। কথং পৃথিব্যাগ্নোঃ ঋক্-সামত্বমিতি? উচ্যতে—তদেতৎ অগ্ন্যাখ্যং সাম এতশ্চ পৃথিব্যামৃচি অধ্যুত্মমধিগতম্, উপরিভাবেন স্থিতমিত্যর্থঃ, ঋচীব সাম। তস্মাৎ অভ-এব কারণাৎ ঋচি অধ্যুত্মমেব সাম গীয়তে ইদানীমপি সামগৈঃ। যথা চ ঋক্-সামনী নাত্যস্তভিন্নে অত্ৰোহত্ৰং তর্থেতৌ পৃথিব্যাগ্নী। কথম্? ইয়মেব পৃথিবী সা সামনামাঙ্ক-শব্দবাচ্যা, ইতরান্ধশব্দবাচ্যাঃ অগ্নিঃ অমঃ, তদেতৎ পৃথিব্যাগ্নিঘনং সার্টেমকশব্দাভিধেয়-মাপন্নং সাম; তস্মাৎ ন অত্ৰোহত্ৰং ভিন্নং পৃথিব্যাগ্নিঘনং নিত্য-সংশ্লিষ্টম্ ঋক্-সামনী ইব; তস্মাচ্চ পৃথিব্যাগ্নোঃ ঋক্-সামত্বমিত্যর্থঃ। সামাক্ষরয়োঃ পৃথিব্যাগ্নিদৃষ্ট্যবিধানার্থম্ ইয়মেব সা, অগ্নিরম ইতি কেচিৎ-। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বে তন্বাদি ঐশ্বর্য্যলাভরূপ উপাসনার আংশিক ফল বিবৃত হইয়াছে। অধুনা সর্ববিধফলপ্রাপ্তির জন্ত উদগীথের অন্তরূপ উপাসনা কথিত হইতেছে।—এই পৃথিবীই ঋক্ অর্থাৎ ঋক্কে পৃথিবী বোধ করিবে। আর অগ্নিই সাম অর্থাৎ সামে অগ্নিজ্ঞান করিবে। পৃথিবী ও অগ্নির ঋক্ সামতা বিষয়ে প্রশ্ন কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সাম যেমন ঋকে অধিষ্ঠিত, তজ্রূপ এই অগ্নিনামক সামও এই পৃথিবী-নামক



ঋকে অধিগত অর্থাৎ পৃথিবীর উপর অবস্থিত। এই জন্তই এখনও সামগগণ ঋকে অধিষ্ঠিত সামকেই গান করেন, অর্থাৎ ঋক্ ও সাম এই দুইটির ঐক্যবোধে গান করেন। যেহেতু ঋক্ ও সাম এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তদ্রূপ পৃথিবী ও অগ্নি ইহাদের মধ্যেও বিশেষ ভেদ নাই; কেন না, এই পৃথিবীই ‘সাম’ এই শব্দের অর্ধেক ‘সা’ শব্দবাচ্য আর অপরাধি ‘অম’ অগ্নিশব্দবাচ্য, অতএব পৃথিবী ও অগ্নি এই দুইটি একমাত্র সামশব্দবাচ্য প্রাপ্ত হওয়ার সাম বলিয়া কথিত হয়। এ নিমিত্ত ঋক্ ও সামের ত্রায় পৃথিবী ও অগ্নি এই দুইটি পদার্থ পরস্পর ভিন্ন নহে, নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট, এই জন্তই পৃথিবী ও অগ্নির ঋক্-সাম ভাব। কেহ কেহ বলেন, ‘সাম’ এই দুইটি অক্ষরে পৃথিবী ও অগ্নি অর্থাৎ ঋক্-সাম-বুদ্ধিস্থাপনার্থই ‘ইয়মেব সা অগ্নিরমঃ’ এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

অন্তরীক্ষমেবর্গবায়ুঃ সাম, তদেতদেতশ্চামৃচ্যধ্যুঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যুঢ়ং সাম গীযতে। অন্তরীক্ষমেব সা, বায়ুরমন্তং সাম ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—অন্তরীক্ষই ঋক্ আর বায়ুই সাম, সেই এই বায়ু নামক সাম অন্তরীক্ষরূপ এই ঋকে অধিষ্ঠিত, এই কারণেই সামগায়কগণ সামকে ঋকে অধিষ্ঠিত বলিয়া গান করিয়া থাকেন। অন্তরীক্ষই ‘সা’ আর বায়ু ‘অমঃ’, এই উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে ॥ ২ ॥

ত্বোরেবর্গাদিত্যঃ সাম, তদেতদেতশ্চামৃচ্যধ্যুঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যুঢ়ং সাম গীযতে। ত্বোরেব সা, আদিত্যোহমন্তং সাম ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হ্যালোকই ঋক্ আর আদিত্যই সাম, সেই এই আদিত্য-রূপ সাম হ্যালোকরূপ এই ঋকে অধিষ্ঠিত। এই জন্তই সামগায়কগণ ঋকে অধিষ্ঠিত সামকেই গান করিয়া থাকেন। হ্যালোকই ‘সা’ আর আদিত্য ‘অমঃ’, উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্।—অন্তরীক্ষমেব ঋক্, বায়ুঃ সামেত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ২-৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অন্তরীক্ষ বা আকাশই ঋক্; বায়ুই সাম ইত্যাদি ব্যাখ্যা পূর্বের ত্রায় অর্থাৎ “ইয়মেব ঋক্ অগ্নিঃ সাম” ইত্যাদির ত্রায় জানিবে; ভাব এই যে, এই গগন ঋক্‌স্বরূপ, অর্থাৎ আকাশকে ঋক্ বলিয়া বোধ করিবে আর বায়ু সামস্বরূপ, অর্থাৎ বায়ুকে সামস্বরূপ জ্ঞান করিবে। অন্তরীক্ষ ও বায়ু যেহেতু আধারাত্মকভাবে সংস্থিত রহিয়াছে, বায়ুরূপী সামও সেই প্রকার আকাশরূপ ঋকের উপর বিত্তমান। এই জন্ত সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুইটির



ঐক্যবোধে গান করিয়া থাকেন। ঋক্ ও সামকে যেমন পরস্পর পৃথক্ বোধ করিবে না, তদ্রূপ অন্তরীক্ষ ও বায়ু এই দুইটির অভেদ বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে; কেন না, “সাম” এই শব্দের প্রথম বর্ণ “সা” দ্বারা অন্তরীক্ষ এবং “অম” শব্দ দ্বারা বায়ুকে বুঝাইয়া থাকে। এই স্বর্গই ঋকের স্বরূপ ও আদিত্য সামস্বরূপ অর্থাৎ স্বর্গকে ঋকস্বরূপ এবং আদিত্যকে সামস্বরূপ বোধ করিবে। স্বর্গ ও আদিত্য যেক্রপ পরস্পর আধারাদেয়রূপে বর্তমান, সামরূপী আদিত্যও তদ্রূপ স্বর্গসংজ্ঞক ঋকের উপর সংস্থিত রহিয়াছে। এই জন্ত সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুইটির পরস্পর ঐক্যবোধে গান করিয়া থাকেন। সাম ও ঋক্ এই দুইটির যেক্রপ পরস্পর ভেদজ্ঞান করিবে না, তদ্রূপ স্বর্গ ও আদিত্য এই দুইটিকে অভিন্ন জ্ঞান করিবে অর্থাৎ অভেদজ্ঞান করত উপাসনা করিবে। কেন না, “সাম” শব্দের প্রথমবর্ণ “সা” দ্বারা স্বর্গ এবং “অম” শব্দ দ্বারা আদিত্যকে বুঝাইয়া থাকে ॥ ২-৩ ॥

নক্ষত্রাণ্যেবর্ক্ চন্দ্রমাঃ সাম, তদেতশ্চাম্র্যচ্যুত্ সাম, তস্মাদ্চ্যুত্ সাম গীয়তে। নক্ষত্রাণ্যেব সা, চন্দ্রমা অমস্তুৎ সাম ॥৪॥

**অনুবাদ।**—নক্ষত্রসমূহই ঋক্ আর চন্দ্রই সাম, সেই এই চন্দ্রাশ্রক সাম নক্ষত্রাশ্রক এই ঋকে অধিষ্ঠিত, এ জন্ত সামগায়কগণ ঋকে অধিষ্ঠিত সামকেই গান করিয়া থাকেন। নক্ষত্রসমূহই ‘সা’ আর চন্দ্রই ‘অমঃ’ উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে ॥৪॥

**শাকরভাষ্যম্।**—নক্ষত্রাণামধিপতিচন্দ্রমাঃ অতঃ স সাম ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—নক্ষত্রসমূহের অধিপতি চন্দ্র, এ জন্ত নক্ষত্রসহিত চন্দ্র “সাম” শব্দবাচ্য। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, চন্দ্র যখন নক্ষত্রে অধিষ্ঠান করেন না, তখন চন্দ্রাশ্রক সাম নক্ষত্রাশ্রক ঋকে অধিষ্ঠিত, এ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—চন্দ্র নক্ষত্রসমূহের অধিপতি বলিয়া নক্ষত্রের উপর তাঁহার অধিষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে, এই জন্তই ভাষ্যস্থিত ‘সঃ’ শব্দে নক্ষত্রসহিত চন্দ্রকে বুঝাইতেছে ॥ ৪ ॥

অথ যদেতদাদিত্যশ্চ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গা, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম, তদেতদেতশ্চাম্র্যচ্যুত্ সাম, তস্মাদ্চ্যুত্ সাম গীয়তে। অথ যদেবৈতদাদিত্যশ্চ শুক্লং ভাঃ সৈব সা, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তুৎ সাম ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—সূর্য্যের এই যে শুক্লবর্ণ প্রভা, ইহাই ঋক্ আর যে নীল অর্থাৎ গাঢ়কৃষ্ণ, তাহাই সাম; সেই এই প্রগাঢ় কৃষ্ণরূপ সাম শুক্লপ্রভারূপ ঋকে



অধিষ্ঠিত, এই নিমিত্তই সামগগণ ঋগধিষ্ঠিত সামকেই গান করিয়া থাকেন। আদিত্যের এই যে শুক্লবর্ণ প্রভা, তাহাই ‘সাম’ অর্থাৎ ‘সাম’ এই শব্দের পূর্বস্ব। আর যে নীল বা প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রভা, তাহাই ‘অমঃ’ অর্থাৎ ‘সাম’ এই শব্দের শেষস্ব; এইরূপে ‘সাম’ ও ‘অমঃ’ এই দুইটি মিলিত হইয়া ‘সাম’ এই পদ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।** অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ শুক্লা দীপ্তিঃ, সৈব ঋক্, অথ যদাদিত্যে নীলং পরঃ কৃষ্ণং পরোহতিশয়েন কার্ষ্যং তৎ সাম; তন্নি একান্তসমাহিত-দৃষ্টেঃ দৃশ্যতে। তে এবেতে ভাসৌ শুক্লকৃষ্ণে সা চ অমশ্চ সাম ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—অত্র প্রকারে উপাসনার বিষয় বর্ণিত হইতেছে; এই আদিত্যের যে শুক্লা দীপ্তি, তাহাকেই ঋক্ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ আদিত্যের ঋতবর্ণা দীপ্তিকে ঋক্‌তুল্য বিবেচনা করিবে ও সেই আদিত্যের যে অতীব কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি, তাহাকেই সাম জানিবে অর্থাৎ আদিত্যের অতীব কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তিকে সামস্বরূপ বিবেচনা করিবে। আদিত্যের শুক্লা দীপ্তি ও কৃষ্ণবর্ণতা যেরূপ পরস্পর আধারার্থেভাবে বর্তমান আছে, তদ্রূপ আদিত্যের শুক্লদীপ্তিরূপা ঋক্ কৃষ্ণবর্ণতারূপী সামের উপর সংস্থিত, এই জ্ঞাত সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুইটির পরস্পর ঐক্যবোধে গান করিয়া থাকেন। যেরূপ সাম ও ঋক্ এই দুইটিকে অভিন্নভাবে বিবেচনা করিবে, তদ্রূপ আদিত্যের শুক্লা দীপ্তি ও নীলবর্ণতাকে অভিন্নবোধে ধ্যান করিতে হয়। এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে, স্বর্ঘ্যে শুক্লবর্ণ দীপ্তি দেখা যায় সত্য, কিন্তু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণতা ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন, ঐহাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সমাহিত অর্থাৎ প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ঐহারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহারা এই সেই কৃষ্ণবর্ণতা দেখিতে পান, সাধারণে নহে। সেই এই শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভাষ্যই ‘সাম’ ও ‘অমঃ’ উভয়ে মিলিয়া ‘সাম’ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

অথ য এষোহস্তরাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্য-শ্রুগ্ৰহিরণ্যকেশ আ-প্রণখাৎ সর্ব এব স্ববর্ণঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—অত্রবিধ উপাসনা বলিতেছেন—এই যে আদিত্যমণ্ডলमध्ये স্বর্ণবর্ণ শ্রুগ্ৰ ও স্বর্ণবর্ণকেশবিশিষ্ট হিরণ্য পুরুষ দৃষ্ট হন, ঐহার নখাগ্র হইতে সমস্তই স্বর্ণ বা স্বর্ণের ত্রায় সমুদ্ভূত ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ য এষঃ অন্তরাদিত্যে আদিত্যস্ত অন্তর্মধ্যে হিরণ্যো হিরণ্য ইব হিরণ্যঃ, ন হি স্বর্ণবর্ণবিকারঃ দেবস্ত সম্ভবতি, ঋক্-সামগেষ্-ষাপহতপাপুদ্বাসম্ভবাৎ, ন হি সৌবর্ণে অচেতনে পাপাদিপ্রাপ্তিরন্তি, তেন প্রতিবিধ্যত, চাক্ষুযে চাগ্রহণাৎ, অতো নুস্তোপম এব হিরণ্যশব্দঃ, ছ্যোতির্হির



ইত্যর্থঃ। উত্তরেষ্যপি সমানা বোজনা। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ, পূরয়তি বা স্বেনাস্থনা জগদিত্তি; দৃশ্যতে নিবৃত্তচক্ষুর্ভিঃ সমাহিতচেতোভিব্রক্ষচর্য্যাদিসাধনাপটৈঃ। তেজস্বিনোহপি শ্মশ্রুকেশাদয়ঃ কৃষ্ণাঃ স্মারিত্যতো বিশিনষ্টি, হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশ ইতি, জ্যোতির্ষ্মারণ্যেবাস্ত শ্মশ্রুণি কেশাশ্চেত্যর্থঃ। আ-প্রণথাৎ প্রণথো নথাগ্রঃ, নথাগ্রো সহ সর্কঃ স্ববর্ণ ইব ভারূপ ইত্যর্থঃ। ৬।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই আদিত্যের মধ্যে যে স্ববর্ণময়ের মত স্ববর্ণময় অর্থাৎ জ্যোতির্ষ্ময় পুরুষ নেত্রগোচর হন; এ স্থানে স্ববর্ণময়ের সদৃশ বলার তাৎপর্য্য এই যে—দেবতা কখন স্ববর্ণের বিকার হইতে পারেন না, হইলে তাঁহাতে ঋক্-সামগেয় ও অপহৃতপাপুতাদি গুণসমূহ সম্ভবপর হয় না, কেন না, অচেতন স্ববর্ণময় পদার্থে পাপাদি সম্ভব হইতে পারে না; এই জন্তই দেবতার স্ববর্ণময় প্রতিবেশ করা হইতেছে, বিশেষতঃ পরে যে চাক্ষুষ পুরুষের বিষয় বলা হইবে, তাহাতে হিরণ্যরূপাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব ঐ হিরণ্য শব্দটি লুপ্তোপমা অর্থাৎ হিরণ্যের আয় হিরণ্য বা জ্যোতির্ষ্ময়। পরেও যে সমস্ত স্থানে হিরণ্য শব্দের প্রয়োগ আছে, সে স্থানেও এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। যিনি পুর অর্থাৎ হৃদয়পুণ্ডরীকে শয়ন বা অবস্থান করেন অথবা নিজ আত্মা দ্বারা জগৎকে পূর্ণ করেন, তিনিই পুরুষ। ঐহারা নিবৃত্তচক্ষু অর্থাৎ সমস্ত বাহ্য বস্তু হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন, ঐহারা একাগ্রচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয়, ঐহারা ব্রহ্মচর্য্যাদির অমুঠানে নিরত, জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন সেই সমস্ত মহাঅগণ-কর্তৃকই সেই পুরুষ দৃষ্ট হন। তেজস্বী ব্যক্তিরও কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে, এ জন্ত পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, স্বর্ণবর্ণ শ্মশ্রু ও স্বর্ণবর্ণ কেশবিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার শ্মশ্রু-কেশাদি জ্যোতির্ষ্ময়। নথাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমস্তই স্বর্ণের আয় প্রভাবিশিষ্ট ॥ ৬ ॥

তস্মা যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্মাদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপুভ্যঃ উদিতঃ উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপুভ্যো য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—সেই পুরুষের চক্ষুর্দ্বারা কপ্যাস অর্থাৎ বানর যে স্থান দ্বারা উপবেশন করে, সেই লাক্ষ্মীর নিম্নভাগ যেরূপ, সেইরূপ রক্তবর্ণ পুণ্ডরীক বা পদ্মসদৃশ। তাঁহার নাম ‘উৎ’, কারণ, সেই এই পুরুষ সমস্ত পাপ হইতে উদিত বা উত্তীর্ণ। যিনি তাঁহাকে এইরূপে জানেন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ৭ ॥



**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—তশ্চৈবং সৰ্বত: স্তবৰ্ণবৰ্ণস্তাপ্যক্কোৰ্কিশেষ:। কথং? তন্ত্ৰ যথা কপেৰ্কটস্তাস: কপ্যাস:। আসেক্ষপবেশনার্হস্ত করণে ষণ্; কপিপৃষ্ঠান্তো যেনোপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকমত্যন্ততেজস্বি এবমস্ত দেবস্তাক্ষিণী। উপ-মিতোপমস্তান্ন হীনোপমা। তশ্চৈবং-গুণবিশিষ্টস্ত গোণমিদং নামোদিতি। কথং গোণত্বম্? স এষ দেব: সৰ্বেভ্য: পাপপুণ্য: পাপপুনা সহ তৎকার্যোভ্য ইত্যর্থ:; “য আত্মা অপহতপাপু” ইত্যাদি বক্ষ্যতি। উদিত: উৎ ইত: উদগত ইত্যর্থ:, অতোহসাবুন্নামা; তমেবংগুণসম্পন্নমুন্নামানং যথোক্তেন প্রকারেণ যো বেদ সোহপ্যোবমেবোদেতু্যদাচ্ছতি সৰ্বেভ্য: পাপপুণ্য:। হ বৈ ইত্যবধারণার্থো নিপাতো, উদেত্যেবেত্যর্থ:। ৭।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এইরূপে জ্যোতিষ্ময় সেই ভগবানের সৰ্ব্বাঙ্গই স্তবৰ্ণময় হইলেও চক্ষুতে বিশেষ আছে—যেমন বানরের অস্ত্রাঙ্গ অঙ্গ অপেক্ষা পৃষ্ঠপ্রান্তভাগ অর্থাৎ যাহা দ্বারা বানর উপবেশন করে, সেই লাজুলের নিম্নভাগ যেরূপ, তাঁহার চক্ষু দুইটি সেইরূপ পুণ্ডরীকের মত অতি তেজস্বী, তাহা দ্বারা তিনি সবই দেখিতে পান। এইরূপ গুণবিশিষ্ট সেই জ্যোতিষ্ময় পুরুষের গোণ বা গুণাত্মক নাম ‘উৎ’, কারণ, তিনি সৰ্ব্ববিধ পাপ ও পাপকার্য্য হইতে উদগত বা উত্তীর্ণ, এই জন্তই তাঁহার গোণ নাম উৎ, পরেও “যে আত্মা অপহতপাপু” ইত্যাদি বলা হইবে। যে ব্যক্তি উৎ নামক এই পুরুষকে পূর্বোক্তরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া জানেন, তিনিও নিশ্চয়ই নিখিল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন, কোন পাতক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭ ॥

তস্ত্যৰ্ক্ চ সাম চ গেষেণী, তস্মাদুদগীথস্তস্মাদ্বেবোদগাতা, এতস্ত হি গাতা। স এষ যে চামুন্মাৎ পরাখেণ লোকাস্তেষাং চেক্ষে দেবকামানাং চেত্যধিদেবতম্ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠ: খণ্ড: ।

**অনুবাদ।**—ঋক্ ও সামবেদ সেই পুরুষের গেষ বা পৰ্ব্বতময়, এই জন্তই তিনি উদগীথ অর্থাৎ উদগীথ বিবেচনায় তাঁহাকে উপাসনা করিবে। গাতা অর্থাৎ গায়ক ইহাকে গান করেন বা ইহার স্তব করেন বলিয়া তাঁহাকে উদগাতা নামে অভিহিত করা হয়। সেই এই ‘উৎ’ নামক পুরুষ আদিত্যের পরবর্তী অর্থাৎ উর্দ্ধতন যে সমস্ত লোক তাহাদিগের ও দেবতাদিগেরও অভিলষিতবিষয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ পূরণ করা না করা বিষয়ে প্রভু। ইহাই অধিদেবত অর্থাৎ দেবতা-বিষয়ক উদগীথের স্বরূপ ॥ ৮ ॥

প্রথমপ্রপাঠকের ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।



**শাক্ষরভাষ্যম্।**—তস্মাদগীত্বং দেবশ্রাদিত্যাदीनामिव विवक्षितत्वादाह।  
 तत्तर्कश्च सामं च गेर्षो पृथिव्याद्युक्तलक्षणे पर्वणी। सर्वआ हि देवः। परापरा-  
 कामेशित्वात्पपद्यते पृथिव्याद्याद्यामगेक्षत्वं सर्वबोनिष्ठात्। वत एवमुन्मा  
 चासावृक्-सामगेक्षश्च तस्याद्युक्तमगेक्षत्वाप्रप्तम् उदगीतवृत्त्याते परोक्षेण, परोक्षप्रियत्वा-  
 द्देवश्च, तस्यादुदगीत इति। तस्याश्चैव हेतोरुदगं गायतीत्युदगाता। वस्याद्धेतुस्तथा यथोक्त-  
 श्रोत्राग्नौ गाता असौ अतो युक्ता उदगातेति नामप्रसिद्धिरुदगातुः। स एव देव  
 उन्मा, ये चामुन्मादित्याः पराक्षः परागक्षनादुक्ता लोकास्तेषां लोकानांकेष्टे, न  
 केवलमीशित्वमेव, च-शब्दाद्वारयति च। “स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्” इत्यादिमन्त्र-  
 वर्णाः। किं देवकामानामिष्टे इत्येतदधिदैवतं देवताविषयं देवश्रोत्रादुदगीतं  
 स्वरूपमुक्तम्। ८।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত বৰ্ণনওভাষ্যম্। ৬।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আদিত্যাদির ঐহিক সেই ‘উৎ’ নামক  
 দেবতারও উদগীত্ব প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে বলিতেছেন, ঋক্ ও সাম তাঁহার গেঞ্চ  
 অর্থাৎ পূর্বোক্ত পৃথিব্যাদিক্রপ পর্বদ্বয়। এই দেবতা সর্বাআ বা সর্বময়। তিনি  
 পরাপর সর্বলোকের কামনাপূরণে প্রভু বলিয়া ও সকলের উৎপত্তিহেতু বলিয়া  
 পৃথিবী অগ্নি প্রভৃতিরূপ ঋক্-সামের গেঞ্চ বা পর্বরূপত্ব উপপন্ন হইতে পারে।  
 যে হেতু ইনি উৎ-নামক ও ঋক্-সামরূপ পর্বদ্বয়বিশিষ্ট, এ জন্ত ঋক্-সামগেঞ্চত্ব উক্তি  
 দ্বারা পরোক্ষভাবে তাঁহার উদগীত্বস্বরূপত্ব বলা হইল; কারণ, দেবতাগণ পরোক্ষপ্রিয়  
 অর্থাৎ তাঁহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন উক্তি ভালবাসেন না। যে ব্যক্তি ঐ ‘উৎ’  
 নাম গান করেন, তাঁহাকে উদগাতা বলা হয়। সেই এই উৎ-নামক দেবতা এই  
 আদিত্যের উর্দ্ধস্থিত লোকসমূহের ঈশিতা বা শাসনকর্তা, আরও তিনি কেবল  
 ঈশিতাই নহেন, ধারণকর্তাও বটে; কারণ, মন্ত্রবর্ণে উক্ত হইয়াছে, “তিনি পৃথিবী  
 ও এই স্থলোককে ধারণ করিয়া আছেন” ইত্যাদি। আরও দেবতাদিগের যে  
 সমস্ত অভিলষিত বিষয়, তাহারও তিনি প্রভু বা পূরণসমর্থ। এইরূপে দেবতাবিষয়ক  
 উদগীত্বের স্বরূপ বলা হইল ॥ ৮ ॥

প্রথমপ্রপাঠকের বৰ্ণন ওভাষ্যের সংক্ষিপ্তানুবাদ সমাপ্ত।



## প্রথমপ্রপাঠকে

## সপ্তমঃ খণ্ডঃ

অথাধ্যাত্মং, বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম, তদেতদেতশ্চাম্ভ্যুচ্যুতং  
সাম, তস্মাদ্ভ্যুচ্যুতং সাম গীয়তে । বাগেব সা প্রাণোহমস্তৎ  
সাম ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উপাসনার বিষয় বিবৃত  
হইতেছে । বাক্‌ই ঋক্ আর প্রাণই সাম, সে জন্ত এই প্রাণরূপ সাম এই বাক্‌রূপ  
ঋকে অধিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই সামগায়িগণ সামবেদকে ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া  
গান করিয়া থাকেন । বাক্‌ই ‘সা’ আর প্রাণই ‘অম’ এই উভয়ে মিলিত হইয়া  
সাম হইয়াছে ॥ ১ ॥

**শীকারভাষ্যম্ ।**—অথাধুনা অধ্যাত্মমুচ্যতে । বাগেবর্ক্, প্রাণঃ সাম,  
অথরোপরিস্থানত্বসামাচ্চাৎ । প্রাণো ভ্রাণমুচ্যতে সহ বায়ুনা ; বাগেব সা, প্রাণোহম  
ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—ইতঃপূর্বে আধিদৈবিক উপাসনা কথিত  
হইয়াছে, অধুনা অধ্যাত্ম-উপাসনা বিবৃত হইতেছে ।—নিম্নে ও উপরিভাগে অব-  
স্থিতিরূপ সাম্যবশতঃ বাক্যকেই ঋক্ বলা যায় অর্থাৎ বাক্যকে ঋক্‌স্বরূপ বিবেচনা  
করিবে এবং প্রাণ সামস্বরূপ অর্থাৎ প্রাণকে সামের তুল্য বিবেচনা করিবে ।  
এ স্থানে প্রাণশব্দে বায়ু বা প্রাণবায়ুর সহিত ভ্রাণেন্দ্রিয়কে বুঝিতে হইবে । বাক্ বা  
বাগিন্দ্রিয়ই ‘সা’ আর প্রাণই ‘অম’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বের তায় । তাৎপর্য্য এই  
যে, বাক্য ও প্রাণ এই দুইটি অধরোত্তরভাবে অবস্থান করে বলিয়া বায়ুরূপী প্রাণ  
যে রূপ বাক্যের উপর সংস্থিত, তদ্রূপ প্রাণরূপী সাম বাক্যরূপী ঋকের উপর অবস্থিত  
আছে । এই জন্ত সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুইটির ঐক্য বিবেচনায় গান করিয়া  
থাকেন । যে রূপ ঋক্ ও সাম এই দুইটির পার্থক্য জ্ঞান করিবে না, তদ্রূপ বাক্য  
ও প্রাণ এই দুইটিকে ভিন্ন বোধ না করিয়া প্রাণবের সর্বময়রূপে উপাসনা  
করিবে । কেন না, “সাম” শব্দের প্রথমাক্ষর “সা” ও শেষ শব্দ “অম” এই দুইটি  
দ্বারাই প্রাণ বুঝাইয়া থাকে । সুতরাং প্রাণ ও বাক্য এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান  
করত পরব্রহ্মের উপাসনা করা কর্তব্য ॥ ১ ॥



চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম, তদেতদেতস্ত্যাম্‌চ্যদ্যুত্থ সাম, তস্মাদ্‌চ্য-  
দ্যুত্থ সাম গীয়তে । চক্ষুরেব সা আত্মাহমন্তুৎ সাম ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—চক্ষুই ঋক্ আর আত্মা অর্থাৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত ছায়াই  
সাম, সেই এই আত্মরূপী সাম চক্ষুঃস্বরূপ ঋকে অধিষ্ঠিত আছে । এই জন্তই সামগ-  
গণ সামকে ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া গান করিয়া থাকেন । চক্ষুঃই ‘সা’ আর  
আত্মাই ‘অম’, উভয়ে মিলিত হইয়া সাম হইয়াছে ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—চক্ষুরেব ঋক্, আত্মা সাম । আত্মেতি ছায়াত্মা, তৎস্থত্বা  
সাম ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—চক্ষুই ঋক্ আর আত্মা সাম । এ স্থানে  
আত্মা শব্দে ছায়াত্মা অর্থাৎ চক্ষুতে অবস্থিত ছায়াপুরুষকে বুঝিতে হইবে ; কারণ  
তাহাতেই অবস্থিত বলিয়া উহা সাম । তাৎপর্য এই যে—যে রূপ চক্ষু ও ছায়াত্ম  
পরস্পর আধারাদেয়ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, তদ্রূপ ঋক্ ও সাম এই দুইটিরও  
আধারাদেয়রূপে সংস্থিত । এই জন্ত সামগগণ ঋক্ ও সাম এই দুইটির ঐক্য বিবেচনা  
করিয়া গান করিয়া থাকেন । সুতরাং ঋক্ ও সাম এই দুইটির যেমন পার্থক্য জ্ঞান  
করিবে না, তদ্রূপ চক্ষু ও আত্মা এই দুইটিরও ভেদজ্ঞান না করিয়া প্রণবের সর্ব-  
ময়ত্বরূপে উপাসনা করিবে । এই সর্বময় উদ্‌গীতসংস্কৃত প্রণবের ধ্যান করিলেই  
পরব্রহ্মের উপাসনা সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শ্রোত্রমেব ঋক্‌ মনঃ সাম, তদেতদেতস্ত্যাম্‌চ্যদ্যুত্থ সাম, তস্মা-  
দ্‌চ্যদ্যুত্থ সাম গীয়তে । শ্রোত্রমেব সা মনোহমন্তুৎ সাম ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়ই ঋক্ আর মনই সাম, সেই এই মন-  
রূপী সাম শ্রোত্ররূপ ঋকে অধিষ্ঠিত আছে, এই জন্তই সামাধ্যায়িগণ সামকে ঋকে  
প্রতিষ্ঠিত করিয়া গান করেন । শ্রোত্রই সাম শব্দের ‘সা’ আর মনই ‘অম’, উভয়ে  
মিলিত হইয়া সাম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—শ্রোত্রমেব ঋক্‌ মনঃ সাম ; শ্রোত্রস্ত্যাদিষ্ঠাতৃভাষ্যম্  
সামত্বম্ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—শ্রোত্রই ঋক্ ও মনই সাম । শ্রোত্রে  
অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিদাতা বলিয়া মনকে সামরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে  
ভাবার্থ এই যে—ঋক্ ও সাম যে রূপ আধারাদেয়ভাবে বিত্তমান আছে, তদ্রূপ শ্রো-  
ত্র ও মন ইহারাও আধারাদেয়রূপে বর্তমান । এই হেতু সামগেরা ঋক্ ও সাম এই



দুইটির ঐক্যজ্ঞানে গান করিয়া থাকেন। অতএব ঋক্ ও সাম এই উভয়ের যেরূপ ভেদজ্ঞান করিবে না, তদ্রূপ শ্রোত্র ও মন এই উভয়কে পৃথকরূপে জ্ঞান না করিয়া প্রণবের সর্বময়স্বরূপে উপাসনা করিবে। সেই সর্বময় উদগীথাখ্য প্রণবের ধ্যান করিলেই পরব্রহ্মের উপাসনা হয় ॥ ২ ॥

অথ যদেতদক্ষঃ শুক্লং ভাঃ, সৈবর্গং যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম, তদেতদেতশ্চামৃচ্যধ্যুঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যুঢ়ং সাম গীয়তে। অথ যদেবৈতদক্ষঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সা, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমন্তুৎ সাম ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—অথ অর্থাৎ প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে। চক্ষুর এই যে শুক্লবর্ণ প্রভা, ইহাই ঋক্, আর বাহা নীল ও প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই সাম; সেই এই নীল ও প্রগাঢ়কৃষ্ণভ সাম শুক্লরূপ ঋকে অধিষ্ঠিত, এই জন্তই সামকে ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া গান করা হয়। চক্ষুর এই যে শুক্লপ্রভা, ইহাই ‘সা’ আর বাহা নীলাভ প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রভা, তাহাই ‘অম’, উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যদেতদক্ষঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্ক্, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণমাদিত্য ইব দৃক্শক্ত্যধিষ্ঠানং তৎ সাম ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কয়েকটি অঙ্গোপাসনা বলিয়া প্রকারান্তরে অঙ্গোপাসনা বিবৃত হইতেছে।—চক্ষুর এই যে শুভ্রদীপ্তি, তাহাই ঋক্, অর্থাৎ নেত্রের শুভ্রদীপ্তিকে ঋক্‌স্বরূপে জ্ঞান করিবে আর ঐ যে পরম নীল অথচ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিঃ বাহা আদিত্যের ত্রায় দৃষ্টিশক্তির অধিষ্ঠান বা আশ্রয় অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলে বিশেষ অনুধাবন দ্বারা যে অতিকৃষ্ণরূপ দৃষ্টিগোচর হয়, চক্ষুতেও দৃষ্টিশক্তির অধিষ্ঠানস্বরূপ তাহাই সাম, অর্থাৎ নেত্রের পরম নীলজ্যোতিকে সাম-স্বরূপ জ্ঞান করিবে। ঋক্ ও সাম এই দুইটি যেরূপ আধারাদেয়ভাবে বিত্তমান আছে, তদ্রূপ চক্ষুর শুভ্রদীপ্তি ও পরমনীলজ্যোতিঃ, ইহারাও আধারাদেয়ভাবে বর্তমান। এই জন্ত সামগেরা ঋক্ ও সাম এই দুইটির ঐক্যজ্ঞানে গান করিয়া থাকে। সুতরাং ঋক্ ও সাম এই উভয়ের যেরূপ ভেদজ্ঞান করিবে না, তদ্রূপ চক্ষুর শ্বেতদীপ্তি ও পরম নীলজ্যোতি এই উভয়ের ভেদজ্ঞান বিসর্জন-পূর্বক প্রণবের সর্বময়স্বরূপে উপাসনা করিবে। এই প্রকারে সেই উদগীথাখ্য প্রণবের ধ্যান করিলেই পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥



অথ য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তৎ সা  
তদুৎকথং তদ্যজুস্তদব্রহ্ম, তস্মৈতস্ম তদেব রূপং যদমুশ্য রূপং  
যাবমুশ্য গেফো তৌ গেফো, যন্নাম তন্নাম ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—প্রকারান্তর উপাসনা বিবৃত হইতেছে। চক্ষুর্দ্ধো যে ঐ  
পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তাহাই উৎকথ বা স্তোত্র  
বিশেষ, তিনিই যজুঃ ও তিনিই ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদত্রয়স্বরূপ। এই আদিত্য-  
পুরুষের হিরণ্যকেশাদি যে রূপ, অক্ষিপুরুষেরও তাহাই রূপ, আদিত্যপুরুষের যাহা  
গেফা অর্থাৎ পর্বত, অক্ষিপুরুষেরও তাহাই গেফা, আদিত্যপুরুষের ‘উৎ’ ইত্যাদি  
যাহা যাহা নাম, অক্ষি-পুরুষেরও তাহাই নাম ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—অথ য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, পূর্ববৎ। সৈবর্ক্  
ধ্যান্ বাগাদ্যা পৃথিব্যাচ্চা চাধিদৈবতম্। প্রসিদ্ধা চ ঋক্ পাদবদ্ধাক্ষরাঙ্কিকা, তৎ  
সাম উৎকথসাহচর্যায়া স্তোত্রং সাম, ঋক্ শব্দম্ উৎকথাদন্যৎ। তথা যজুঃ স্বাহা-স্বধা-  
বষডাদি সর্বমেব বাগ্-যজুঃ, তৎ স এব সর্বাঙ্গকত্বাৎ সর্বযোনিদ্বাচ্ছেতি হুবোচাম।  
স্বগাদিপ্রকরণাৎ তদব্রহ্মেতি ত্রয়ো বেদাঃ। তস্মৈতস্ম চাক্ষুষশ্চ পুরুষস্য তদেব  
রূপমতিদিশ্যতে। কিন্তু? যদমুশ্যাদিত্যপুরুষশ্চ হিরণ্ময় ইত্যাদি যদধিদৈবতমুক্তং,  
যাবমুশ্য গেফো পর্বতী তাবোবাস্তাপি চাক্ষুষশ্চ গেফো। যচ্চামুশ্য নামোদিভ্যাদগীথ ইতি চ  
তদেবাস্য নাম। স্থানভেদাৎ রূপগুণনামাতিদেশাদীশিত্ববিষয়ভেদব্যপদেশাচ্চাদিত্য-  
চাক্ষুষয়োর্ভেদ ইতি চেৎ? ন; ‘অমুনা’ ‘অনেনৈব’ ইত্যেকস্যোভয়ানুপ্রাপ্ত্যনুপপত্তেঃ।  
দ্বিধাভাবোনোপপত্ততে ইতি চেৎ? বক্ষতি হি “স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি” ইত্যাদি;  
ন; চেতনস্যৈকস্য নিরবয়বত্বাদ্বিধাভাবানুপপত্তেঃ। তস্মাদধ্যাত্মাধিদৈবতয়োরেক-  
ত্বমেব। যত্ন রূপাতিদেশো ভেদকারণমবোচঃ, ন তন্ত্বেদাবগমায়। কিং তর্হি!  
স্থানভেদান্তেদাশঙ্কা মা ভূদিত্যেবমর্থম্। ৫।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আধ্যাত্মিক প্রধান আরাধনার অঙ্গীভূত  
অঙ্গোপাসনা বলিয়া অধুনা প্রধানোপাসনা বিবৃত হইতেছে।—পূর্ববৎ অর্থাৎ  
আদিত্যপুরুষের ত্রায় নেত্রের মধ্যে যে এই পুরুষ লক্ষিত হইতেছে, তাহাই ঋক্,  
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বাগাদি ও আধিদৈবিক পৃথিব্যাদিহি তাঁহার সেই ঋক্-স্বরূপ।  
এ স্থানে ঋক্ শব্দে ছন্দোবদ্ধ অক্ষরাঙ্ক প্রসিদ্ধ ঋক্কে বৃত্তিতে হইবে। সাম  
শব্দের অর্থও সেইরূপ, অথবা উৎকথ শব্দের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়ায় সাম-  
শব্দে স্তোত্র ও ঋক্ শব্দে উৎকথ ব্যতিরিক্ত শব্দ বা বাক্যবিশেষ। আর যজুঃ অর্থাৎ  
স্বাহা, স্বধা, বষট্কারাদিরূপ সমস্ত বাক্যই তৎস্বরূপ; কারণ, তিনিই সর্বাঙ্গা ও



সকলের যোনিস্বরূপ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঋক্ প্রভৃতির প্রকরণে ‘তদ্বক্ষ’ শব্দ উল্লিখিত হওয়ায় এ স্থানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বেদব্রহ্ম। সেই এই চাক্ষুষ পুরুষের সেই রূপই অতিদেশ করিতেছেন। এই আদিত্য-পুরুষের বেরূপ হিরণ্যাদিরূপ কল্পিত হইয়াছে, অগ্নি-পুরুষেরও সেই রূপ জানিবে। আদিত্য-পুরুষের বাহা গেষঃ বা পর্ব্বদ্বয়, অগ্নিপুরুষেরও তাহাই গেষঃদ্বয়। আদিত্য-পুরুষের ‘উৎ’ ‘উদ্গীথ’ ইত্যাদি যে যে নাম কথিত হইয়াছে, অগ্নি-পুরুষেরও তাহাই নাম জানিবে। যদি বল, অবস্থিতি-স্থানের ভেদ বশতঃ, রূপ গুণ ও নামের অতিদেশ বশতঃ, প্রভুত্বের বিষয়ভেদের উল্লেখ বশতঃ আদিত্য-পুরুষ ও অগ্নি-পুরুষ এক নহে, পৃথক্ পদার্থ, তাহার উত্তরে বলিব, না, পৃথক্ নহে, পৃথক্ হইলে ‘অমুনা’ ‘অনেন’ এই অদস্-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা কথিত একেরই যে উভয়াভ্যুত-প্রাপ্তি, তাহা উপপন্ন হয় না। যদি বল, “তিনি একপ্রকার হন, তিন প্রকার হন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে দ্বিধাভাবও ত উপপন্ন হইতে পারে; তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হইতে পারে না, অদ্বিতীয় চেতন পদার্থের অবয়বভাব বশতঃ দ্বিধাভাব উপপন্ন হইতে পারে না, স্মৃতরাং অধ্যাত্ম অগ্নি-পুরুষ ও অধিদৈবত আদিত্য-পুরুষ একই, পৃথক্ নহে। তবে যে রূপ-গুণাদির অতিদেশকে ভেদের কারণ বলিয়াছ, ঐ অতিদেশ ভেদজ্ঞাপনের নিমিত্ত নহে, অবস্থিতিস্থানের ভেদহেতুক কেহ যদি ভেদ মনে করে, তাহাই নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ অতিদেশ করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

স এষ যে চৈতস্মাদবীক্ষ্যো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্য-কামানাঞ্চৈতি। তৎ য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতৎ তে গায়ন্তি, তস্মান্তে ধনসনয়ঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—যে সমস্ত লোক ইহার অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আত্মার অধো-ভাগে অবস্থিত, সেই এই অগ্নি-পুরুষ তাহাদিগের ও মনুষ্যদিগের অভিলষিত বিষয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, এ জন্ত এই বাহারী বীণাসংযোগে গান করে, তাহারী ইহারই গান বা গুণ কীর্তন করে, এবং এই জন্তই সেই গায়কগণ প্রভূত ধনলাভে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

**শাক্তব্রতান্যম্।**—স এষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, যে চৈতস্মাদাধ্যাত্মিকাদান্ন-নোহবীক্ষ্যোহবীক্ষ্যগতা লোকাস্তেষাং চেষ্টে, মনুষ্যস্বপ্নানাঞ্চ কামানাং, তন্তস্মাৎ যে ইমে বীণায়াং গায়ন্তি গায়কাঃ তে এতমেব গায়ন্তি। যস্মাদীশ্বরং গায়ন্তি তস্মান্তে ধনসনয়ো ধনলাভযুক্তাঃ, ধনবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই আধ্যাত্মিক আত্মার অধোভাগে



অবস্থিত যে সমস্ত লোক, এই অক্ষি-পুরুষই তাহাদিগের ও মনুষ্যসম্বন্ধীয় অভিলষ-  
সমূহের প্রভু, এ নিমিত্ত এই যে সমস্ত গায়কগণ বীণাসহযোগে গান করে, তাহারা  
ইহারই গান করে। যে হেতু তাহারা ঈশ্বরের গুণগান করে, সেই জন্তই  
তাহারা ধনবান্ হয় অর্থাৎ একমাত্র সেই ঈশ্বরারাদনাতে মানবের সর্বকামনা-সিদ্ধি  
হয় ॥ ৬ ॥

অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়তু্যভৌ স গায়তি ।  
সোহমুনৈব স এষ যে চামুস্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাত্শ্চাপ্নোতি  
দেবকামাত্শ্চ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—সম্প্রতি উপাসনার ফল বলিতেছেন—যে ব্যক্তি ইহাকে  
উক্তরূপ অবগত হইয়া এই সাম গান করেন, তিনি আদিত্য-পুরুষ ও অক্ষি-পুরুষ  
উভয়েরই গান করেন। সেই ব্যক্তি এই আদিত্য দ্বারাই অর্থাৎ আদিত্যোপাসনা  
দ্বারাই আদিত্যান্তর্গত দেবত্বলাভ করিয়া আদিত্যের পরবর্তী যে সমস্ত লোক,  
তাহাদিগকে ও দেবতাদিগের অভিলষিতবিষয়কেও প্রাপ্ত হন ॥ ৭ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—অথ য এতদেবং বিদ্বান্ যথোক্তং দেবমুদ্যোথং বিদ্বান্  
সাম গায়তি, উভৌ স গায়তি চাক্ষুষাদিত্যঞ্চ। তর্হিস্তংবিদঃ ফলমুচ্যতে—সোহমুনৈ-  
বাদিত্যেন স এষ যে চামুস্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাত্শ্চাপ্নোতি, আদিত্যান্তর্গতদেবো  
ভূত্বৈতর্থাঃ, দেবকামাত্শ্চ । ৭ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে ব্যক্তি যথোক্তরূপে উদগীত দেবতাকে  
জানিয়া সামগান করেন, তিনি চাক্ষুষ-পুরুষ ও আদিত্য-পুরুষের উভয়েরই গান করেন  
অর্থাৎ তাঁহার উভয়েরই উপাসনা করা হয়। পরন্তু সে ব্যক্তি এই আদিত্য অর্থাৎ  
আদিত্যোপাসনা দ্বারাই আদিত্যান্তর্গত দেবতা হইয়া ইহার পরবর্তী যে সমস্ত  
লোক, তাহা ও দেবতাদিগের অভিলষিত ভোগসমূহও লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্কীঞ্চো লোকাস্তাত্শ্চাপ্নোতি  
মনুষ্যকামাত্শ্চ ; তস্মাত্ত্ব হৈবংবিদুদগাতা ক্রয়াৎ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—সেই ব্যক্তি এই অক্ষি-পুরুষ দ্বারাই অর্থাৎ অক্ষি-পুরুষরূপে,  
এই অক্ষি-পুরুষের অধোবর্তী যে লোকসমূহ তাহাদিগকে ও মনুষ্যদিগের অভিলষিত  
বিষয়সমূহকে প্রাপ্ত হন। এ নিমিত্ত উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ উদগাতা যজ্ঞমানকে  
বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিবেন ॥ ৮ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—অথানেনৈব চাক্ষুষেনৈব, যে চৈতস্মাদর্কীঞ্চো



লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ, চাক্ষুষো ভূত্বৈত্যর্থঃ। তস্মাদ্ হৈবংবিহঙ্গাতা  
জ্ঞাদ্বযজমানম্ ॥ ৮ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উপাসনার অগ্ৰবিধ ফল বলিতেছেন  
উপাসক এই চাক্ষুষ-পুরুষের উপাসনা দ্বারা চাক্ষুষস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ইহার  
অধোবর্তী যে সমস্ত লোক তাহা ও মনুষ্যালোকের বাবতীয় কাম্যবিষয় ভোগ  
করেন। সুতরাং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী উদ্গাতা যজমানকে বক্ষ্যমাণ বাক্য  
বলিবেন ॥ ৮ ॥

কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হেব কামগানস্ত্রোক্ষে, য এত-  
দেবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—হে যজমান! তোমার কোন্ কামনা আমি গান করিব?  
অর্থাৎ কোন্ কামনা-সিদ্ধির জন্ত গান বা প্রার্থনা করিব? যিনি ইহাকে যথোক্ত-  
রূপে অবগত হইয়া সামগান করেন, তাঁহার সর্বকামনা সিদ্ধ হয়, যে হেতু ইনিই  
কামগানের প্রভু অর্থাৎ গান দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া সর্ববিধ কামনা পূরণ করিতে সমর্থ।  
সাম গান করেন সাম গান করেন এই দ্বিরুক্তি উপাসনাসমাপ্তিসূচক ॥ ৯ ॥

প্রথমপ্রপাঠকের সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—কমিষ্টস্তে তব কামমাগায়ানি? ইতি। এষ হি  
যস্মাদ্গাতা কামগানস্ত্রোক্তানেন কামং সম্পাদয়িতুমীষ্টে সমর্থ ইত্যর্থঃ। কোহসৌ?  
য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি। দ্বিরুক্তিরূপাসনসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উদ্গাতা যজমানকে কি বলিবেন, তাহাই  
বলিতেছেন—হে যজমান! তোমার কোন্ কামনা পূরণের নিমিত্ত আমি গান  
করিব? যে হেতু, এই উদ্গাতা উদ্গীথ-গান দ্বারা সমস্ত কামনা পূরণ করিতে  
সমর্থ। এই অভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ উদ্গাতা কে? যিনি এইরূপ জানিয়া সাম  
গান করেন, অর্থাৎ যিনি সামকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া উদ্গীথ গান করেন,  
সেই উদ্গাতা উদ্গীথ-গান দ্বারা সমস্ত অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ, এ জন্ত তিনিই  
যজমানকে বলিবেন—হে যজমান! বল, তোমার কোন্ অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত  
আমি গান বা প্রার্থনা করিব? দ্বিরুক্তি উপাসনা প্রকরণের সমাপ্তিজ্ঞাপক ॥ ৯ ॥

প্রথমপ্রপাঠকের সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## প্রথমপ্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ

ত্রয়ো হোদগীথে কুশলা বভূবুঃ, শিলকঃ শালাবত্যঃ,  
চৈকিতায়নো দালভ্যঃ, প্রবাহণো জৈবলিরিতি । তে হোচুরু-  
দগীথে বৈ কুশলাঃ স্মো হস্তোদগীথে কথাং বদাম ইতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—এইরূপ ইতিহাস আছে—শলাবতের পুত্র শিলক, দলভ্য-  
গোত্রীয় চিকিতায়নপুত্র চৈকিতায়ন আর জীবলপুত্র প্রবাহণ এই তিন জন  
ঋষি উদগীথবিজ্ঞাবিষয়ে নিপুণ ছিলেন । তাঁহারা পরস্পর এইরূপ আলোচনা  
করিয়াছিলেন, আমরা উদগীথ উপাসনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, যদি  
সকলের সম্মতি থাকে, তবে এস, আমরা এই বিষয়ে নানাবিধ বিচারবিতর্করূপ  
আলোচনা করি ॥ ১ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্ ।**—অনেকধোপাস্ত্রবাদক্ষরশ্চ প্রকারান্তরেণ পরোবরীযঙ্-  
গুণফলমুপাসনান্তরমানিনায় । ইতিহাসস্ত সুখাববোধনার্থঃ । ত্রয়স্ত্রিসংখ্যাকাঃ । হ ইতি  
ঐতিহ্যার্থঃ । উদগীথে উদগীথজ্ঞানং প্রতি কুশলা নিপুণা বভূবুঃ, কস্মিন্চিদেদশে কালে চ  
নিমিত্তে বা সমেতানামিত্যভিপ্রায়ঃ । ন হি সর্বস্মিন্ জগতি ত্রয়াণামেব কৌশল-  
মুদগীথাদিবিজ্ঞানে । অরন্তে হ্যবস্তি-জ্ঞানশ্রুতি-কৈকেয়প্রভৃতয়ঃ সর্বজ্ঞকল্পাঃ । কে তে  
ত্রয়ঃ ? ইত্যাহ । শিলকো নামতঃ শলাবতোহপত্যং শালাবত্যঃ । চিকিতায়নশ্চাপত্য  
চৈকিতায়নঃ, দলভ্যগোত্রো দালভ্যো দ্ব্যামুখ্যায়ণো বা । প্রবাহণো নামতো জীবলশ্চ-  
পত্যঃ জৈবলিঃ, ইত্যেতে ত্রয়ন্তে হোচুরুদগীথে বৈ কুশলা নিপুণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ  
ঋষিঃ । অতো হস্ত যজ্ঞনুমতির্ভবতামুদগীথে উদগীথজ্ঞাননিমিত্তাং কথাং বিচারণাং পক্ষ-  
প্রতিপক্ষোপত্যায়েন বদামো বাদং কুর্ষ্ব ইত্যর্থঃ । তথা চ, তদ্বিত্তসংবাদে বিপরীত-  
গ্রহণনাশেইপূর্ববিজ্ঞানোপজনঃ সংশয়নিবৃত্তির্শেতি । অতস্তদ্বিত্তসংযোগঃ কর্তব্য  
ইতি চেতিহাসপ্রয়োজনং দৃশ্যতে হি শিলকাদীনাম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—নানারূপে উদগীথাক্ষর প্রণয়ের  
আরাধনা করা যাইতে পারে, এজন্ত সম্মতি “পরোবরীযঙ্” গুণরূপ ফল প্রাপ্তির  
নিমিত্ত প্রকারান্তরে আরাধনা বিবৃত হইতেছে ।—অন্যাসে উদগীথবিষয়ে জ্ঞান-  
লাভের নিমিত্ত এ স্থানে একটি পুরাবৃত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে । কোন স্থানে  
কোন এক সময়ে কোন প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশে মিলিত জনসমূহের মধ্যে  
তিন জন মাত্র ব্যক্তি উদগীথ বিজ্ঞাবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । এই তিন



অষ্টমঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৫

জন বলিতে—জগতের যে কোন তিন ব্যক্তিই যে পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে ;  
 একপুণ্ড্রা বায় যে, উবন্তি, জানপ্রতি ও কৈকেয় প্রভৃতিরও বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ  
 ছিলেন, এ জন্ত ঐ তিন ব্যক্তি কে ? তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—শলাবতপুত্র  
 শিলকনামা মুনি আর দলভ্যাগোত্রোৎপন্ন চিকিতায়নপুত্র চৈকিতায়ননামা মুনি  
 এবং জীবলপুত্র প্রবাহণনামা মুনি, এই মহাত্মাত্রয় উদগীথবিজ্ঞাবিচক্ষণ ছিলেন ।  
 উক্ত মুনিত্রয় পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিয়াছিলেন, আমরা উদগীথ-বিষয়ে পার-  
 দর্শী বলিয়া প্রথিত আছি । অতএব যদি আপনাদের অনুমতি হয়, তাহা হইলে  
 আমুন, উদগীথবিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আমরা পরস্পর উদগীথবিষয়ে পূর্বপক্ষ-  
 প্রতিপক্ষ স্থাপনা পূর্বক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই । এই তদ্বিত্ত্বসংবাদে অর্থাৎ এক-  
 শাস্ত্রাবাসার্যাদিগের পরস্পর আলোচনায় যদি কাহার কোন ভ্রান্তধারণা থাকে,  
 তাহার অপনোদন, নূতন জ্ঞানোৎপত্তি ও নানা সন্দেহের নিবৃত্তি হইয়া তত্ত্বজ্ঞান  
 উৎপন্ন হইতে পারিবে ; এই জন্তই তদ্বিত্ত্বসম্ভাব্য কর্তব্য । ইহাই বলিবার  
 নিমিত্ত উক্ত ইতিহাসের উল্লেখ করা হইয়াছে । শিলকপ্রভৃতিকেও এইরূপেই  
 পারদর্শিতা লাভ করিতে দেখা যায় ॥ ১ ॥

তথেষ্তি হ সমুপবিবিশুঃ । স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ,  
 ভগবন্তাবগ্রে বদতাং, ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্ব্বাচঃ শ্রোষ্যামিতি ॥২॥

অনুবাদ ।—“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে উপবেশন  
 করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে জীবলনন্দন প্রবাহণ বলিয়াছিলেন, প্রথমে  
 আপনারা উভয়ে বাদারম্ভ করুন, বিবদমান ব্রাহ্মণদ্বয়ের বাক্য আমি শ্রবণ  
 করিব ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—তথেষ্তাক্ত্। তে সমুপবিবিশুর্হোপবিষ্টবন্তঃ কিল । তত্র  
 রাজ্ঞঃ প্রাগলভ্যোপগন্তেঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচেতরৌ, ভগবন্তৌ পূজাবস্তাবগ্রে  
 পূর্বঃ বদতাম । ব্রাহ্মণয়োৱিতি সিদ্ধাজ্ঞাহসৌ । যুবয়োব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্ব্বাচঃ  
 শ্রোষ্যামি ; অর্থরহিতামিত্যপরে, বাচমিতি বিশেষণাৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—“তাহাই হউক” এই বলিয়া তাঁহারা  
 সকলে উপবেশন করিলেন । তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ জীবলনন্দন প্রবাহণ  
 রাজা বলিয়া তাঁহার প্রগল্ভতা বা বাবদুকতা সম্ভবহেতুক তিনিই প্রথমতঃ শিলক  
 ও চৈকিতায়নকে বলিয়াছিলেন, ভগবান্ অর্থাৎ পূজনীয় আপনারাই হই জনে  
 পূর্বে বাদ আরম্ভ করুন, আপনাদিগের দ্বারা বিবদমান ব্রাহ্মণদ্বয়ের বাক্য



আমি শ্রবণ করিব। এ স্থলে প্রবাহণ কর্তৃক শিলক ও চৈকিতায়নকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় প্রবাহণের ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হইতেছে। কেহ কেহ এইরূপ বলেন, মূলে 'বাচম্' এই শব্দটি থাকায় উহার অর্থ 'নিরর্থক বাচ্য' এইরূপ হইবে ॥ ২ ॥

স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ, হস্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি। পৃচ্ছতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—শলাবতনন্দন সেই শিলক দল্ভগোত্রীয় চৈকিতায়নকে বলিয়াছিলেন—হস্ত অর্থাৎ যদি অনুমতি দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রশ্ন করি। চৈকিতায়ন বলিয়াছিলেন—প্রশ্ন কর ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—উক্তয়োঃ স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ, হস্ত যত্নমংগ্ৰহে, ত্বা ত্বাং, পৃচ্ছানি ইত্যুক্তঃ ইতরঃ পৃচ্ছতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে শলাবতপুত্র শিলক চৈকিতায়নপুত্র দাল্ভ্যকে কহিলেন, আমি তোমার নিকট প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, যদি অনুমতি দাও, তবে করিতে পারি। শিলক কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে অপর ব্যক্তি অর্থাৎ দাল্ভ্য কহিলেন, তোমার বাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, বল ॥ ৩ ॥

কা সান্নো গতিঃ ? ইতি। স্বর ইতি হোবাচ। স্বরস্য কা গতিঃ ? ইতি। প্রাণ ইতি হোবাচ। প্রাণস্য কা গতিঃ ? ইতি। অন্নমিতি হোবাচ। অন্নস্য কা গতিঃ ? ইতি। আপ ইতি হোবাচ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—শিলকের প্রশ্ন ও দাল্ভ্য কর্তৃক প্রদত্ত তাহার উত্তর ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। সাম অর্থাৎ সামাংশ উদ্গীথের গতি বা আশ্রয় কি ? দাল্ভ্য বলিলেন—স্বর অর্থাৎ গানাত্মক সাম যখন নিবাদ-ঋষভাদিরূপ স্বরাত্মক, তখন স্বরই সামের আশ্রয়। স্বরের গতি কি ? দাল্ভ্য বলিলেন—প্রাণ অর্থাৎ গন্ধ-বৃত্তিস্বরূপ প্রাণ ব্যতীত স্বর উচ্চারিত হইতে পারে না বলিয়া প্রাণকেই স্বরের আশ্রয় বলা হইয়াছে। প্রাণের গতি বা আশ্রয় কি ? দাল্ভ্য বলিলেন—অন্নই প্রাণের আশ্রয়, যে হেতু, অন্নভাবে প্রাণ থাকিতে পারে না। অন্নের গতি বা



আশ্রয় কি ? দাল্ভ্য উত্তর দিয়াছিলেন—জল, কেন না, জল বা বৃষ্টি হইতেই  
অগ্নের উৎপত্তি, জলাভাবে অগ্নি জন্মিতে পারে না ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্ ।**—নদ্বাহুমতিরাহ—কা সামঃ প্রকৃতবাহুদগীথশ্চ, উদগীথো  
হ্রত্ৰোপাস্তধ্বেন প্রকৃতঃ, “পরোবরীয়াংসমুদগীথম্” ইতি চ বক্ষ্যতি, গতিঃ ? আশ্রয়ঃ ?  
পরায়ণমিত্যেতৎ । এবং পৃষ্ঠো দাল্ভ্য উবাচ—স্বর ইতি, স্বরাশ্রয়কৃত্যং সামো যো যদাশ্রকঃ  
স তদগতিস্তদাশ্রয়শ্চ ভবতীতি যুক্তং, মুদাশ্রয়ঃ ইব ঘটাদিঃ । স্বরশ্চ কা গতিঃ ? ইতি ।  
প্রাণ ইতি হোবাচ ; প্রাণনিষ্পাত্তো হি স্বরস্তস্মাৎ স্বরশ্চ প্রাণো গতিঃ । প্রাণশ্চ কা  
গতিঃ ? ইতি । অগ্নিনিষি হোবাচ ; অগ্নাবষ্টম্ভো হি প্রাণঃ ; “শুয্যতি বৈ প্রাণ  
ঋতেহ্ময়াং” ইতি হি শ্রুতেঃ, “অগ্নং দাম” ইতি চ । অগ্নশ্চ কা গতিঃ ? ইতি ।  
আপ ইতি হোবাচ, অগ্নস্তবৎদানশ্চ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—দাল্ভ্যের অগ্নুমতি নাভ করিয়া শিলক  
জিজ্ঞাসা করিলেন, সামের অর্থাৎ প্রস্তাবিত উদগীথের গতি বা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়  
কি ? যে হেতু, সাম দ্বারা সেই উদগীথোপাসনা সিদ্ধ হয়, এ জন্ত সামের  
আশ্রয়পরিজ্ঞান আবশ্যক । উপাশ্রয় বলিয়া উদগীথই এ স্থানে প্রকৃত অর্থাৎ  
উদগীথের বিষয়ই আলোচ্য । পরেও “পরোবরীয়ান্” বলিয়া উদগীথের বিষয় বলা  
হইবে, সুতরাং এ স্থানে সামশব্দের অর্থ উদগীথ । দাল্ভ্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত  
হইয়া বলিলেন, “স্বর অর্থাৎ নিষাদ-ঋষভ-গান্ধারাদি ধ্বনিই সামের প্রধান আশ্রয়,”  
কারণ, সাম স্বরাশ্রক, স্বরই সামের প্রকৃত স্বরূপ ; যেমন ঘটাদি মৃত্তিকাপ্রস্তুত,  
তেমনই যে বস্তু যদাশ্রক, সেই বস্তু যে তদগতি ও তদাশ্রয়ই হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত ।  
শিলক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি যাহাকে সামের আশ্রয় বলিয়া  
নিরূপণ করিলেন, সেই স্বরের আশ্রয়ই বা কি ?” দাল্ভ্য বলিলেন,  
“প্রাণই স্বরের আশ্রয়, যে হেতু, প্রাণসাহায্যেই স্বর নিষ্পাদিত হয়, প্রাণ ভিন্ন  
স্বরপ্রকাশ অসম্ভব, এই জন্ত প্রাণই স্বরের আশ্রয় ।” শিলক পুনরায়  
প্রশ্ন করিলেন, “স্বরের আশ্রয়রূপে যে প্রাণ নির্দিষ্ট হইল, আমি সেই প্রাণের  
আশ্রয় অবগত হইতে বাসনা করি ।” দাল্ভ্য উত্তর করিলেন, “অগ্নই প্রাণের  
একমাত্র আশ্রয়, যে হেতু, অগ্নই প্রাণকে ধারণ করিয়া আছে, অগ্নি বিনা প্রাণের  
অবস্থিতি অসম্ভব ।” শ্রুতিও আছে যে—“অগ্নি ব্যতীত প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়”  
“অগ্নই দাম অর্থাৎ প্রাণের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ” । শিলক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,  
“আপনি যে অগ্নিকে প্রাণের আশ্রয় বলিয়া নির্দেশ করিলেন, সেই অগ্নের আশ্রয়  
কি ?” দাল্ভ্য উত্তর করিলেন, “জল, কারণ জল হইতেই অগ্নের উৎপত্তি, জল  
বিনা অগ্নের উদ্ভব হইতে পারে না” ॥ ৪ ॥



অপাং কা গতিঃ ? ইতি । অসৌ লোক ইতি হোবাচ ।  
অমুশ্য লোকস্য কা গতিঃ ? ইতি । ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি  
হোবাচ । স্বর্গং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসং-  
স্থাবৎ হি সামেতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—জলের গতি কি ? দাল্ভ্য বলিয়াছিলেন, এই লোক  
অর্থাৎ স্বর্গলোক । এই স্বর্গলোকেরই বা গতি কি ? ইহার উত্তরে দাল্ভ্য  
বলিলেন—স্বর্গলোককে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ স্বর্গলোকেরও উর্দ্ধে সামকে  
লইয়া যাইবে না অর্থাৎ স্বর্গলোক ব্যতীত অত্ৰ সামের অবস্থিতি করনা করিবে  
না । আমরা সামকে স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত বলিয়াই জানি, কারণ, সামকে স্বর্গ-  
রূপেই স্থব করা হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—অপাং কা গতিঃ ? ইতি । অসৌ লোক ইতি হোবাচ,  
অমুশ্যলোকাদবৃষ্টিঃ সম্ভবতি । অমুশ্য লোকস্য কা গতিঃ ? ইতি পৃষ্ঠো দাল্ভ্য উবাচ—  
স্বর্গমুং লোকমতীত্যাশ্রয়াস্তব সাম ন নয়েৎ কশ্চিদিতি হোবাচ আহ, অতো বয়মপি  
স্বর্গং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গলোকপ্রতিষ্ঠং সাম জানীম ইত্যর্থঃ । স্বর্গসংস্থাব  
স্বর্গেণ সংস্থবনং সংস্থাবো বস্তু তৎ সাম স্বর্গসংস্থাবং, হি বস্তুং “স্বর্গো বৈ লোকঃ  
সাম বেদ” ইতি শ্রুতিঃ । ৫ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—“জলের গতি কি ?” শিলকের এই  
প্রশ্নের উত্তরে দাল্ভ্য বলিলেন, “এই লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক” কারণ, স্বর্গলোক  
হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় । “এই স্বর্গলোকের গতি কি ?” এই প্রশ্নের উত্তরে  
দাল্ভ্য বলিয়াছিলেন—“কোন ব্যক্তিই এই স্বর্গলোককে অতিক্রম করিয়া  
অর্থাৎ স্বর্গ ভিন্ন অত্ৰ সামকে লইয়া যাইবে না । স্বর্গই সামের একমাত্র আশ্রয়  
বলিয়া বিবেচনা করিবে, এই জন্তই আমরাও সামকে স্বর্গলোকেই স্থাপিত  
করিয়া থাকি অর্থাৎ সাম স্বর্গলোকেই প্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ জানি । স্বর্গসংস্থাব  
অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়াই যাহার সংস্থাব অর্থাৎ স্থব করা যায়, তাহাই স্বর্গসংস্থাব সাম,  
কারণ, শ্রুতি আছে যে “সামকে স্বর্গলোক বলিয়াই জানেন” ॥ ৫ ॥

তৎ হ শিলকঃ শালাবত্যশৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ, অপ্রতি-  
ষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্ভ্য ! সাম, যন্তেতর্হি ক্রয়ান্মূর্দ্ধা তে  
বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—শালাবতনন্দন শিলক চৈকিতায়ন সেই দাল্ভ্যকে



বলিয়াছিলেন—“হে দালভ্য ! তোমার অর্থাৎ তোমা কর্তৃক সাম প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত হইলেও নিশ্চয়ই অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ একস্থানে অনবস্থ বা অনন্তগতিবিশিষ্টই থাকিল। সামকে প্রতিষ্ঠিত বলার অপরাধে যদি কেহ বলে—‘তোমার মস্তক খসিয়া যাইবে’, তাহা হইলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে ॥ ৬ ॥

**শাক্তব্রাহ্মণ্যম্ ।**—তমিতরঃ শিলকঃ শালাবত্যষ্টৈকিতায়নং দালভ্যমুবাচ । অপ্রতিষ্ঠিতমসংস্থিতং পরোবরীয়ঙ্ঘেনাসমাপ্তগতি সামেত্যর্থঃ । বৈ ইত্যাগমং স্মারয়তি, কিলেতি চ । দালভ্য ! তে তব সাম । বস্তুসহিষ্ণুঃ সামবিদেতর্হি এতন্নিম্ন কালে ক্রয়াৎ কশ্চিৎপিপরীতবিজ্ঞানম্ অপ্রতিষ্ঠিতং সাম প্রতিষ্ঠিতমিতি, এবংবাদাপরাধিনং মূর্খা শিরস্তে বিপতিয্যতি বিস্পষ্টং পতিয্যতি ইতি । এবমুক্তশ্রাপরাধিনস্তথৈব তদ্বিপত্তের সংশয়ঃ, ন ত্বং ব্রহ্মীমাত্যতিপ্রায়ঃ । নহু মূর্খপাতার্হঃ চেদপরাধং কৃতবানতঃ পরেণামুক্ত-শ্রাপি পতেমূর্খা ; ন চেদপরাধ্যুক্তশ্রাপি নৈব তৎ পততি ; অত্থা অকৃতাত্যাগমঃ কৃতনাশচ শ্রাতাম্ । নৈব দোষঃ ; কৃতশ্চ কর্মণঃ, শুভাশুভশ্চ ফলপ্রাপ্তেদৈশকাল-নিমিত্তাপেক্ষত্বাৎ । তত্রৈব সতি মূর্খপাতনিমিত্তশ্রাপ্যজ্ঞানশ্চ পরাভিবিষাহার-নিমিত্তাপেক্ষমিতি ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—শলাবতপুত্র শিলক ঋষি সেই চৈকিতায়ন দালভ্যকে বলিয়াছিলেন—মূলের ‘বৈ’ ও ‘কিল’ শব্দ শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে অর্থাৎ হে দালভ্য ! তুমি শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করিয়া দেখ, তুমি যে সামের বিষয় বলিলে, সেই সাম অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অসংস্থিত, কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাহা অবস্থিত নহে, উহা ‘পরোবরীয়ঙ্ঘ’ অর্থাৎ সর্বোত্তমত্বহেতুক অসমাপ্ত গতি, উহার নির্দিষ্ট কোন আশ্রয় নাই, উহার গতিরও শেষ নাই, শাস্ত্র এইরূপই বলিয়াছেন, অতএব অপ্রতিষ্ঠিত সামকে প্রতিষ্ঠিত বলা রূপ অপরাধ হেতুক যদি কোন সামজ্ঞ ব্যক্তি অসহিষ্ণু হইয়া বিপরীতবাদী তোমাকে বলেন যে, তোমার মস্তকটি নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে, তাহা হইলে উক্তাপরাধে অপরাধী তোমার মাথাটি যে পড়িয়া যাইবে, তাহাতে সংশয় নাই । ‘যদি কেহ বলে’ এরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, তোমার মস্তকটি পড়িয়া যাইবে, আমি অবশ্য এরূপ কথা বলিতেছি না ।

এ স্থানে আপত্তি হইতে পারে যে, ভাল, মাথাটি পড়িয়া যাইবার যোগ্য অপরাধ যদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে কেহ না বলিলেও তাহা পড়িয়া যাইবে । আর যদি সেরূপ অপরাধ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে কেহ বলিলেও পড়িবে না, তাহা না হইলে অকৃতাত্যাগম ও কৃতনাশরূপ দোষদ্বয় অর্থাৎ অকৃত কর্মের



ফলপ্রাপ্তি ও কৃতকর্মের বৈফল্য বা অপরাধের অনুষ্ঠান না করিয়াও তাহার শাস্তি ও অপরাধ করিয়াও অব্যাহতিলাভরূপ দুইটি দোষ হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ দোষ হইতে পারে না, কারণ, অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মের ফলপ্রাপ্তি উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্রকে অপেক্ষা করে, উপযুক্ত স্থান, সময় ও পাত্র ব্যতীত উহা ফলপ্রদ হয় না, ইহাই যখন নিয়ম, তখন মন্তকপতনের হেতুরূপ অজ্ঞানও পরোক্তিরূপ নিমিত্তকে অপেক্ষা করে ॥ ৬ ॥

হস্তাহমেতদ্ভগবতো বেদানীতি। বিদ্বীতি হোবাচ। অমুষ্য লোকস্য কা গতিঃ? ইতি। অয়ং লোক ইতি হোবাচ। অশ্র লোকস্য কা গতিঃ? ইতি। ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ। প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ, প্রতিষ্ঠা-সংস্থাবৎ হি সামেতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে মহাশয়! এই বিষয়ে আমি ভগবানের অর্থাৎ আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। দাল্ভ্য এইরূপ বলিলে শিলক বলিয়াছিলেন, জান অর্থাৎ শোন। তখন দাল্ভ্য প্রশ্ন করিলেন, এই লোক অর্থাৎ স্বর্গলোকের গতি কি? শিলক উত্তর দিলেন—এই লোক অর্থাৎ মর্ত্যলোক। এই মর্ত্যলোকের গতি কি? দাল্ভ্যের এই প্রশ্নে শিলক বলিলেন—প্রতিষ্ঠালোক অর্থাৎ পৃথিবী বা মর্ত্য লোককে অতিক্রম করিয়া সামকে অগ্রত লইয়া যাইবে না। আমরা সামকে প্রতিষ্ঠা বা পৃথিবীলোকেই সংস্থাপিত করিয়া থাকি, যে হেতু, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সামের স্তব করা হইয়া থাকে অথবা সাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ ॥ ৭ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্।—এবমুক্তো দাল্ভ্য আহ, হস্তাহমেতদ্ভগবতো ভগবতঃ বেদানি ষৎপ্রতিষ্ঠাং সাম। ইত্যুক্তঃ প্রত্নবাচ শালাবত্যঃ, বিদ্বীতি হোবাচ। অমুষ্য লোকস্য কা গতিঃ? ইতি পৃষ্ঠো দালভ্যেন শালাবত্যোহয়ং লোক ইতি হোবাচ; অয়ং হি লোকো যাগদানহোমাদিভিরমুং লোকং পুষ্যতীতি; “অতঃ প্রদানং দেবা উপজীবন্তি” ইতি হি ঋতম্; প্রত্যক্ষং হি সর্বভূতানাং ধরণী প্রতিষ্ঠেতি; অতঃ সান্নোহপ্যয়ং লোকঃ প্রতিষ্ঠেবেতি যুক্তম্। অশ্র লোকস্য কা গতিঃ? ইত্যুক্ত আহ শালাবত্যঃ, ন প্রতিষ্ঠাং ইমং লোকমতীত্য নয়েং সাম কশ্চিৎ। অতো বয়ং প্রতিষ্ঠাং লোকং সাম



অষ্টমঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭১

অভিসংস্থাপয়ামঃ, বস্মাৎ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি প্রতিষ্ঠাঘ্নেন সংস্ততং সামেত্যর্থঃ। “ইয়ং বৈ রথন্তরম্” ইতি চ শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—শালাবত্য শিলক এইরূপ বলিলে দালভ্য বলিলেন—সাম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা আমি ভগবান্ আপনার নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি। শিলক বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, জান অর্থাৎ শোন। ঐ স্বর্গলোকের গতি বা আশ্রয় কি? দালভ্যর এই প্রশ্নের উত্তরে শালাবত্য বলিলেন—এই লোক অর্থাৎ মর্ত্যালোক, কারণ, এই মর্ত্যালোকেই যজ্ঞ, দান ও হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা ঐ স্বর্গলোকে পোষণ করিতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, “দেবগণ এই মর্ত্যালোক হইতে প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ উপভোগ করেন।” এই ধরণীই যে সর্বজীবের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ, অতএব সামেরও এই ধরণীই প্রতিষ্ঠা, এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত। দালভ্য প্রশ্ন করিলেন—এই লোকের গতি কি? শালাবত্য বলিলেন—কোন ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়-স্বরূপ এই লোককে অতিক্রম করিয়া সামকে অন্তর লইয়া যাইবে না, এই জন্তই আমরা সামকে প্রতিষ্ঠালোক বা পৃথিবীলোকেই সংস্থাপিত করিয়া থাকি; যে হেতু, এই সাম প্রতিষ্ঠারূপেই স্তব হইয়া থাকেন; শ্রুতিও বলিয়াছেন, “এই পৃথিবীই রথন্তর অর্থাৎ সামবিশেষ” ॥ ৭ ॥

তৎ হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ, অন্তবদুবৈ কিল তে শালা-  
বত্য! সাম, যন্তেতর্হি ক্রয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি, মূর্দ্ধা  
তে বিপতেদীতি। হস্তাহমেতদ্ভগবন্তো বেদানীতি। বিদ্বীতি  
হোবাচ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—জীবল-পুত্র প্রবাহণ শিলককে বলিয়াছিলেন—হে শালা-  
বত্য! তোমার সামও অন্তবৎ অর্থাৎ তুমি যে সামের বিষয় বলিলে, তাহাও  
সান্ত, অনন্ত নহে, বিনশ্বর। যে ব্যক্তি এইরূপ বলেন অর্থাৎ তোমার ঐ  
অনুচিত বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া যদি কেহ বলেন—‘তোমার মস্তক  
পড়িয়া যাইবে,’ তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। শিলক  
বলিলেন—হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট এ বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করি।  
প্রবাহণ বলিলেন, “আচ্ছা, জান অর্থাৎ শোন” ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।



**ଶାକରଭାଷ୍ୟ** ।—ତମେବମୁକ୍ତବନ୍ଧୁ ହେ ପ୍ରବାହଣେ ଜୈବଲିଙ୍ଗବାଚ, ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତେ କିଲ  
ତେ ଶାଳାବତ୍ୟ ! ମାମେତ୍ୟାଦି ପୂର୍ବବତ୍ । ତତଃ ଶାଳାବତ୍ୟ ଆହ, ହସ୍ତାହମେତନ୍ତଗବତ୍ତୋ  
ବେଦାନୀତି । ବିଦ୍ଧି ଇତି ହୋବାଚ ଇତରଃ । ୮ ।

ଇତି ପ୍ରଥମପ୍ରମାଣକଂ ଅଷ୍ଟମଖଣ୍ଡଭାଷ୍ୟମ୍ । ୮ ।

**ସଂକ୍ଷିପ୍ତ-ଭାଷ୍ୟାନୁବାଦ** ।—ଏକ୍ରମ ଉକ୍ତିଶୀଳ ଶିଳକକେ ଜୀବନ-ପୁତ୍ର  
ପ୍ରବାହଣ ବଲିଗ୍ରାହଣେନ—“ହେ ଶାଳାବତ୍ୟ ! ତୋମାର ମାମଂ ନିଶ୍ଚୟହି ଅନ୍ତର୍ବତ୍ ଅର୍ଥାଂ  
ସ୍ଥାନବିଶେଷେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଅତଏବ ଅନନ୍ତ ନହେ, ବିନଶ୍ଚର” ଇତ୍ୟାଦି ବାଧ୍ୟା ପୂର୍ବେର ଥାୟ ।  
ତାହା ଶୁନିୟା ଶାଳାବତ୍ୟ ବଲିଲେନ, “ହେ ମହାଶୟ ! ଷଡ଼ୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟାସମ୍ପନ୍ନ ଆପନାର ନିକଟ  
ହିହାର ଅର୍ଥାଂ ମାମେର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟେ ଜାନିତେ ହିଞ୍ଛା କରି ।” ଇତର ଅର୍ଥାଂ ପ୍ରବାହଣ  
ବଲିଲେନ—“ଜାନ୍ତୁନ ଅର୍ଥାଂ ଶୁନ୍ତୁନ” ॥ ୮ ॥

ଇତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣକେର ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡେର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ-ଭାଷ୍ୟାନୁବାଦ ସମାପ୍ତ ।



## প্রথমপ্রপাঠকে

## নবমঃ খণ্ডঃ

অশ্র লোকশ্র কা গতিঃ ? ইতি । আকাশ ইতি হোবাচ,  
সর্বানি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপত্তন্তে, আকাশঃ  
প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশো হেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ॥১॥

**অনুবাদ ।**—এই লোক অর্থাৎ পৃথিবীর গতি কি ? শালাবত্য এই  
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । প্রবাহণ বলিলেন—আকাশ, কারণ, এই সমস্ত  
ভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় ও আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়, এ জন্ত ইহা-  
দিগের অপেক্ষা আকাশই শ্রেষ্ঠ ও আকাশই পরম আশ্রয় ॥ ১ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্ ।**—অনুজ্ঞাত আহ, অশ্র লোকশ্র কা গতিঃ ? ইতি ।  
আকাশ ইতি হোবাচ প্রবাহণঃ । আকাশ ইতি চ পর আত্মা “আকাশো বৈ নাম” ইতি  
শ্রুতেঃ । তশ্র হি কৰ্ম সৰ্বভূতোৎপাদকত্বম্ । তস্মিন্নেব হি ভূতপ্রলয়ঃ । “তন্তেজো-  
হস্যব্রত” “তেজঃ পরশ্রাং দেবতায়াম্” ইতি হি বক্ষ্যতি । সর্বানি হ বৈ ইমানি ভূতানি  
স্বাবরজঙ্গমানি আকাশাদেব সমুৎপত্তন্তে, তেজোজলাদিক্রমেণ সামর্থ্যাৎ ; আকাশঃ  
প্রত্যস্তং যন্তি প্রলয়কালে তেনৈব বিপরীতক্রমেণ । হি ব্রহ্মাদাকাশ এবৈভ্যঃ সৰ্ব্বেভ্যো  
ভূতেভ্যো জ্যায়াম্ভবন্তঃ, অতঃ সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং পরম্ অয়নং পরায়ণং প্রতিষ্ঠা দ্বিষণি  
কালেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—প্রবাহণের অনুমতি পাইয়া শালাবত্য প্রশ্ন  
করিলেন—“এই লোকের গতি কি ?” প্রবাহণ বলিলেন—“আকাশ” “আকাশই  
নাম-রূপের নির্বাহক” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, আকাশই পর আত্মা  
অর্থাৎ আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মা । সৰ্বভূতের উৎপাদনই তাহার কৰ্ম ও  
তাঁহাতেই সমস্ত ভূতের লয় হয় । পরে বলিবেন, “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন”  
“তেজ পর-দেবতায়” অর্থাৎ পরমাত্মায় তেজ বিলীন হয় । স্বাবরজঙ্গমাত্মক  
এই সমস্ত ভূতই আকাশ বা পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন হয় । শ্রুত্যন্তরের বাক্য  
হইতে এ স্থানে স্থির করিতে হইবে, এই ভূতোৎপত্তি তেজ, জল ও পৃথিব্যাदि  
ক্রমে হয়, আবার যে ক্রমে উৎপন্ন হয়, প্রলয়কালে তাহার ঠিক বিপরীত ক্রমেই  
আকাশেই বিলীন হইয়া যায় ; যে হেতু, এই সমস্ত ভূত হইতে আকাশই অতি  
মহান, এ জন্ত বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়েই আকাশই স্বাবরজঙ্গমাত্মক  
সমস্ত ভূতের পরায়ণ অর্থাৎ পরম গতি বা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় ॥ ১ ॥



স এষ পরোবরীয়াবুদগীথঃ, স এবোহনন্তঃ, পরোবরীয়ো হান্ত  
ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি ; য এতদেবং বিদ্বান্  
পরোবরীয়াৎসমুদগীথমুপাস্তে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—পূর্বোক্ত সেই উদগীথ এই পরোবরীয় অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ  
পরমাত্মস্বরূপ। সেই এই পরমাত্মস্বরূপ উদগীথ অনন্ত অর্থাৎ অন্ত বা শেষরহিত।  
যে ব্যক্তি উদগীথকে পরোবরীয় অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ জানিয়া উপাসনা করেন,  
তাহার জীবন পরোবরীয় অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হয় ও তিনি পরোবরীয়  
অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকসমূহকে জয় করেন ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—বস্যাং পরং পরং বরীয়ঃ বরীয়সোহপ্যেবঃ বরঃ পরম  
বরীয়াংশ্চ পরোবরীয়াবুদগীথঃ পরমাত্মসম্পন্ন ইত্যর্থঃ। অতএব স এবোহনন্তোহবিজ্ঞান-  
নাস্তঃ, তমেতং পরোবরীয়াংসং পরমাত্মভূতমনন্তমেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদগীথ-  
মুপাস্তে তন্ত্ৰৈতৎ ফলমাহ—পরোবরীয়ঃ পরং পরং বরীয়ো বিশিষ্টতরং জীবনং হান্ত  
বিহ্বা ভবতি দৃষ্টং ফলম্ অদৃষ্টঞ্চ পরোবরীয়স উত্তরোত্তরবিশিষ্টতরানেব ব্রহ্মাকাশাস্তান্  
লোকান্ জয়তি, য এতদেবং বিদ্বানুদগীথমুপাস্তে ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে হেতু পর পর অর্থাৎ উত্তরোত্তর  
বরীয়ান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, পরোবরীয়ান্ এই উদগীথ পরমাত্মরূপে  
সম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ, অতএব সেই এই পরোবরীয় উদগীথ অনন্ত, ইহার  
অন্ত বা শেষ নাই। যে ব্যক্তি সেই এই উদগীথকে পরমাত্মস্বরূপ ও অন্তরহিত  
জানিয়া পরোবরীয় উদগীথের উপাসনা করেন, তাহার যাহা ফল হয়, তাহা  
বলিতেছেন—এই বিদ্বানের জীবন উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর অর্থাৎ ক্রমশঃ উৎকর্ষত-  
লাভ করে, ইহা দৃষ্ট ফল অর্থাৎ ঐহিক ফল আর অদৃষ্ট অর্থাৎ পরোক্ষ বা  
পারলৌকিক ফল এই যে, উত্তরোত্তর ব্রহ্মাকাশ পর্যন্ত সমস্ত শ্রেষ্ঠ লোককে জয়  
বা বশীভূত করেন ॥ ২ ॥

তৎ হৈতমতিধন্য শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বা উবাচ—যাবত  
এনং প্রজায়াবুদগীথং বেদিত্যন্তে, পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মি-  
ল্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—শুনক-পুত্র অতিধন্য নামক ঋষি উদরশাণ্ডিল্য নামক  
নিজ শিষ্যকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন এই উদগীথবিদ্যার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন  
—তোমার প্রজা অর্থাৎ সন্তানগণ যত কাল পর্যন্ত উক্তরূপ গুণসম্পন্ন উদগীথকে



জানিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহলোকে তাহাদের জীবন সাধারণ জীবন অপেক্ষা পরোবরীয় অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিবে ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—কিঞ্চ তমেতমুদগীথং বিদ্বানতিথ্বা নামতঃ শুনকস্তাপত্যং শৌনকঃ উদরশাণ্ডিয়ায় শিষ্যায়ৈতদুদগীথদর্শনমুক্ত্যেবাচ, বাবৎ তে তব প্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞাসম্ভাবিত্যর্থঃ, এনমুদগীথং স্বংসম্ভতিজ্ঞা বেদিষ্যন্তে জ্ঞানস্তি তাবন্তং কালং পরোবরীযো হ এভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যো লৌকিকজীবনেভ্য উত্তরোত্তরবিশিষ্টতরং জীবনং তেভ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আরও দেখ, সেই এই উদগীথসম্বন্ধে অভিজ্ঞ শুনক-পুত্র অতিথ্বানামক ঋষি উদরশাণ্ডিয়া নামক নিজের শিষ্যকে এই উদগীথ বিচার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার সম্ভানগণ বংশ-পরাম্পরাক্রমে যত কাল পর্য্যন্ত এই উদগীথবিজ্ঞা জানিবে, ততকাল পর্য্যন্ত তাহা-দিগের জীবন এই সাধারণ লৌকিক জীবন হইতে উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে ॥ ৩ ॥

তথা অমুশ্মিল্লোঁকে লোক ইতি, স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে পরোবরীয় এব হাস্তাশ্মিল্লোঁকে জীবনং ভবতি, তথা অমুশ্মিল্লোঁকে লোক ইতি, লোকে লোক ইতি ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত নবমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—সেই উদগীথাভিজ্ঞ ব্যক্তির পারলৌকিক লোক বা স্থানও ইহলোকের ত্রায় উত্তরোত্তর উৎকর্ষসম্পন্ন হয়। যিনি এই উদগীথকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিয়া উপাসনা করেন, সেই উপাসকের ঐহিক জীবন উত্তরোত্তর উৎকর্ষসম্পন্ন হয় এবং পরলোকেও তাঁহার লোক বা ভোগস্থান উত্তরোত্তর উৎকর্ষসম্পন্ন হয়। “লোকে লোক ইতি লোকে লোক ইতি” এই দ্বিরুক্তি উদগীথ উপাসনাবিষয়ের সমাপ্তিসূচক ॥ ৪ ॥

প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—তথা অদৃষ্টেহপি পরলোকেহমুশ্মিন্ পরোবরীযোল্লোকো ভবিষ্যতীত্যুক্তবান্ শাণ্ডিয়ায়াতিথ্বা শৌনকঃ । শ্রাদেতৎ ফলং পূর্বেযাং মহাভাগ্যানাং, নৈদংযুগীনানামিত্যাশঙ্কানিবৃত্তয়ে আহ, স যঃ কশ্চিদেতমেবং বিদ্বানুদগীথমেতর্হি উপাস্তে, তস্তাপ্যেবমেব পরোবরীয় এব হাস্তাশ্মিল্লোঁকে জীবনং ভবতি তথামুশ্মিল্লোঁকে লোক ইতি ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত নবমখণ্ডভাষ্যম্ । ৯ ।



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বশ্রুতিতে উদগীথবিজ্ঞাপ্রাপ্তির ঐহিক ফল কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, এই শ্রুতিতে তাহার পারত্রিক ফল বিবৃত হইতেছে—শৌনক অতিথবা শাণ্ডিল্যকে বলিয়াছিলেন, যে কেহ উদগীথের আরাধন করেন, অপ্রত্যক্ষ পরলোকেও তাঁহার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই ফল পূর্বযুগোৎপন্ন মহাভাগ্যবান লোকদিগের সম্বন্ধে হইতে পারে, আধুনিক যুগে উৎপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে নহে, এই আশঙ্কা দূর করার নিমিত্ত বলিতেছেন—যে কোন ব্যক্তি উদগীথকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া উপাসনা করে, তাহারই জীবন এইরূপ পরোবরীয় হয় অর্থাৎ ইহ ও পর উভয় লোকেই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোক লাভ করে ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথম প্রপাঠকের নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## প্রথমপ্রপাঠকে

### দশমঃ খণ্ডঃ

মটচীহতেষু কুরুষাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্য-  
গ্রামে প্রদ্রাণক উবাস ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—একদা কুরুদেশস্থ শস্ত্রসমূহ বজ্রাঘ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে দুর্ভিক্ষ  
উপস্থিত হওয়ায় চক্রপুত্র উষস্তিনামক ঋষি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া বালিকা পত্নীর  
সহিত ইভ্যগ্রামে বাস করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতান্ত্রম্।**—উদগীথোপাসনপ্রসঙ্গে প্রস্তাবপ্রতিহারবিষয়মণ্ডোপাসনং  
কর্তব্যমিতীদমারভ্যতে। আধ্যাত্মিক্য তু সুখাববোধার্থা। মটচীহতেষু মটচ্যোহশনয়ঃ,  
তাভির্হিতেষু নাশিতেষু কুরুষু কুরুশস্ত্রেষিত্যর্থঃ। ততো দুর্ভিক্ষে জাতে আটিক্যা অন্নপ-  
জাতপয়োধরাদিত্তীব্যঞ্জনয়া সহ জায়য়া উষস্তির্হ নামতচ্চক্রশ্রাপত্যং চাক্রায়ণঃ; ইভো  
হন্তী তমহঁতীতীভ্যঃ ঈশ্বরো হন্ত্যারোহো বা তস্ত গ্রাম ইভ্যগ্রামস্তম্ভিন্ প্রদ্রাণকোহন্ন-  
লাভাৎ; জা কুৎসার্যং গর্তো। কুৎসিতাঃ গতিং গতৌহন্ত্যাবস্থাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ,  
উবাস উষিতবান্ কস্তচিদগৃহমাপ্তিত্য। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উদগীথাক্ষরের আরাধনা বহুবিধ, সুতরাং  
উদগীথাক্ষরোপাসনাপ্রসঙ্গে প্রস্তাব ও প্রতিহারবিষয়ক উপাসনাও কর্তব্য, এ  
জন্ত এই দশম খণ্ড ও বক্তব্য বিষয়টি অনায়াসবোধ্য করিবার নিমিত্ত এই  
আধ্যাত্মিক্য আরম্ভ করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, উদগীথের ত্রায় প্রস্তাব ও  
প্রতিহারও সামবেদের ভক্তি বা অংশবিশেষ, এ জন্ত উদগীথের ত্রায় প্রস্তাব ও  
প্রতিহারেরও উপাসনা আবশ্যক এবং তাহাই এই দশমখণ্ডে একটি গল্পচ্ছলে  
সূচনা করিতেছেন। কুরু অর্থাৎ কুরুদেশোৎপন্ন শস্ত্রসমূহ মটচী অর্থাৎ বজ্রাঘ্নি দ্বারা  
দগ্ধ হওয়ায় সে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সময় চক্রপুত্র উষস্তি নামক ঋষি  
প্রদ্রাণক অর্থাৎ অন্নভাবে অত্যন্ত দুঃখবস্থাপন্ন হইয়া আটিকী অর্থাৎ অন্নভিক্ষুসন্তানদি  
বালিকা স্ত্রীর সহিত ইভ্য অর্থাৎ ধনীদিগের দ্বারা অথবা হস্তিপালকদিগের দ্বারা  
অধিষ্ঠিত কোন গ্রামে কোন এক ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

স হেত্যং কুল্মাষান্ খাদন্তুং বিভিক্ষে, তৎ হোবাচ—নেতো-  
হন্ত্রে বিভক্তে, যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই উষস্তি ঋষি কোন ব্যক্তিকে কুল্মাষ বা কুৎসিত  
মাষকলায় খাইতে দেখিয়া তাহার নিকট ঐ মাষকলায় ভিক্ষা করিয়াছিলেন।



কুন্ধ্যাভক্ষণকারী সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল—যে কুন্ধ্যাগুলি আমার ভোজনপাত্রে রহিয়াছে এবং আমি যাহা খাইতেছি, ইহা ব্যতীত আর অশ্রু কোন অল্পচ্ছিন্ন ভক্ষ্যদ্রব্য নাই ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্**।—সোহম্মার্থমটগ্নিভ্যং কুন্ধ্যান্ কুংসিতান্ মাষান্ খাদন্ত্য ভক্ষয়ন্ত্য বদৃচ্ছ্যোপলভ্য বিভিক্ষে যাচিতবান্। তমুযন্তিঃ হ উবাচ ইভ্যঃ,—নেতো-  
হস্মান্ময় ভক্ষ্যমাণাচ্ছিন্নরাশেঃ কুন্ধ্যা অস্তে ন বিভন্তে, যচ্চ যে রাশৌ মে মম উপনিহিতাঃ প্রক্ষিপ্তা ইমে ভাজনে। কিং করোমি ? ইত্যুক্তঃ প্রত্যাবাচোযন্তিঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—একদা উষন্তি অনার্তী ইহীয়া বদৃচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পূর্বকথিত কোন ইভ্য অর্থাৎ ধনী বা হস্তিপালককে অতি কদর্যা মাষকলার ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহার নিকটে উহা ভিক্ষা চাহিলেন। তখন সেই কদর্যা মাষভোজী ইভ্য উষন্তিকে বলিলেন, “আমার এই ভোজনপাত্রে যে পরিমাণ মাষকলার রহিয়াছে এবং আমি যাহা ভোজন করিতেছি, এই উচ্ছিন্ন ব্যতীত আমার গৃহে আর কোন কুন্ধ্যা নাই, অতএব এ অবস্থায় আমি কি করিব বল ?” ইভ্যের বাক্য শুনিয়া উষন্তি বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

ঐতৈয়াং মে দেহীতি হোবাচ। তানস্মৈ প্রদদৌ। হস্তা-  
নুপানম্ ? ইতি। উচ্ছিকং বৈ মে পীতং শ্রাদ্ধিতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**।—“এই কুন্ধ্যাই আমাকে প্রদান কর”। ইভ্য তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। মূলের ‘হস্ত’ এই শব্দটি প্রশ্নসূচক। কুন্ধ্যা দানের পর ইভ্য পানীয় জল দিব কি না জিজ্ঞাসা করিলে উষন্তি বলিয়াছিলেন, “তাহা হইলে আমার উচ্ছিন্ন পান করা হইবে” ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্**।—এতেষামেতানিভ্যঃ, মে মহং দেহীতি হোবাচ। তান্ স ইভ্যোহস্মৈ উষন্তয়ে প্রদদৌ প্রদত্তবান্। অনুপানীয়ং সমীপস্থমুদকং চ গৃহীত্বা উবাচ—হস্ত গৃহাণানুপানমিত্যুক্তঃ প্রত্যাবাচ—উচ্ছিকং মে মমেদমুদকং পীতং শ্রাদ্ধিতি পাত্শামি। ইত্যুক্তবন্ত্য প্রত্যাবাচতরঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—উষন্তি বলিয়াছিলেন—“ইহাই আমাকে প্রদান কর”। তখন ইভ্য সেই সমস্ত উচ্ছিন্ন মাষ উষন্তিকে প্রদান করিয়া এবং সমীপস্থ জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “এই পানীয় জল গ্রহণ কর”। উষন্তি বলিলেন, “যদি আমি এই জল পান করি, তাহা হইলে আমার উচ্ছিন্ন পান করা হইবে”। উষন্তি এইরূপ বলিলে ইভ্য তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল ॥ ৩ ॥



ন স্বিদেতেহপ্যুচ্ছিষ্টাঃ ? ইতি । ন বা অজীব্যমিমান্  
অখাদন্বিতি হোবাচ ; কামো ম উদপানমিতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**।—মূলের ‘স্বিৎ’ এই শব্দটি প্রশ্ন বা বিতর্কবোধক । “যে কুন্ধ্যাষ  
তুমি ভক্ষণ করিলে, ইহা কি উচ্ছিষ্ট নহে ?” ইত্য এই কথা বলিলে উবন্তি  
বলিয়াছিলেন, “উচ্ছিষ্ট হইলেও এই কুন্ধ্যাষ ভোজন না করিলে আমি বাঁচিতাম না ;  
কিন্তু জলপান আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ জল দ্রব নহে, ইচ্ছা করিলেই আমি উহা  
খাইতে পারি, এ অবস্থায় এই জল খাইলে উচ্ছিষ্টপান-দোষে আমাকে দোষী  
হইতে হইবে” ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতানুবাদ**।—কিং ন স্বিদেতে কুন্ধ্যাষ অপ্যুচ্ছিষ্টাঃ ? ইত্যুক্ত আহ  
উবন্তির্ন বৈ অজীব্যং ন জীব্যমিমান্ কুন্ধ্যাষানখাদন্বভক্ষয়ম্বিতি হোবাচ । কাম  
ইচ্ছাতো মে মম উদকপানঃ লভ্যত ইত্যর্থঃ । অতশ্চৈতানবস্থাঃ প্রাপ্তস্ত বিত্যাধর্ম্যবশো-  
বতঃ স্বাত্মপরোপকারসমর্থশ্চৈতদপি কর্ম কুর্কতো নাগঃস্পর্শ ইত্যভিপ্রায়ঃ । তস্তাপি  
জীবিতং প্রত্যাগায়ান্তরে অজুগুপ্সিতে সতি জুগুপ্সিতমেতৎ কর্ম দোষায় । জ্ঞানাবলেপেন  
কুর্কতো নরকপাতঃ শ্রাদেবেত্যভিপ্রায়ঃ, প্রজ্ঞাপকশব্দব্যাং ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—“আমি কর্তৃক প্রদত্ত এই সমস্ত কুন্ধ্যাষ  
কি উচ্ছিষ্ট নহে ?” ইত্য এই কথা বলিলে উবন্তি বলিয়াছিলেন, “এই কুন্ধ্যাষ  
ভক্ষণ না করিলে আমি বাঁচিতাম না, কিন্তু জলপান আমার ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ  
পানীয় জল আমি ইচ্ছা করিলেই লাভ করিতে পারি” । অভিপ্রায় এই যে—নিজের  
ও পরের উপকারে সমর্থ বিদ্বান্ ধার্মিক ও যশস্বী ব্যক্তি যদি অগ্নাতাবে মুমূর্ষু হইয়া  
এইরূপ কর্ম করেন, তাহা হইলেও তাঁহার পাপস্পর্শ হয় না, কিন্তু ঐ বিদ্বান্  
ধার্মিক ও যশস্বী ব্যক্তির প্রাণরক্ষার অনিন্দনীয় উপায়ান্তর বিद्यমান থাকিলে এই  
নিন্দনীয় কর্ম দোষাবহ অর্থাৎ তাহাতে তিনি পাপস্পৃষ্ট হন । আর তিনি যদি মনে  
করেন “আমি জ্ঞানবান্, কোন কার্যেই আমার পাপস্পর্শ হইতে পারে না” এই  
প্রকার গর্বের বশবর্তী হইয়া ঐরূপ নিন্দনীয় কর্ম করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহার নরক-  
পাত ঘটে ; এই জন্তই মূলে ‘প্রজ্ঞাপক’ এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

স হ খাদিত্বাহতিশেষান্ জায়ায়া আজহার । সাহগ্র এব শুভিক্ষা  
বভূব, তান্ প্রতিগৃহ নিদধৌ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**।—সেই উবন্তি ঐ কুন্ধ্যাষগুলি ভোজন করিয়া ভুক্তাবশেষ  
কুন্ধ্যাষ নিজের স্ত্রীর নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছিলেন । তাঁহার স্ত্রী পূর্বেই যথেষ্ট



ভিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং স্বামীর আনীত কুন্ধ্যাষ গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—তাংস্ স খাদিত্বা অতিশেবানতিশিষ্টান্ জায়াম্যৈ কারুণ্যাগাধহার। সা আটিকৌ অগ্র এব কুন্ধ্যাষপ্রাপ্তেঃ স্তুভিক্ষা শোভনভিক্ষা লঙ্ঘ্য ইত্যেতদ্বভূব সংবৃত্তা। তথাহিপি জীৱাত্মাব্যাদনবজ্ঞায় তান্ কুন্ধ্যাষান্ পতু্যহঁস্তাং প্রতীগৃহ্ নিদর্থো নিক্সিপ্তবতী ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই উষন্তি ঐ কুন্ধ্যাষগুলি ভোজন করিয়া অবশিষ্ট কুন্ধ্যাষ করুণা বা মেহবশতঃ জ্বীর জন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই আটিকৌ অর্থাৎ উষন্তির কিশোরী পত্নী কুন্ধ্যাষপ্রাপ্তির পূর্বেই স্তুভিক্ষা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট অন্নলাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও জীৱাত্মাববশতঃ অর্থাৎ স্বামীর আদেশ অবশ্য পালনীয়বোধে ঐ কুৎসিত দ্রব্য অবজ্ঞা না করিয়া স্বামীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ, যদ্বতান্নস্য লভেমহি, লভেমহি ধনমাত্রাং, রাজাহসৌ যক্ষ্যতে, স মা সর্বৈরার্বিভৈজ্যে বৃণীতেতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—ঐ উষন্তি প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিতে করিতে খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি কিছু আহাৰ্য্য দ্রব্য পাইতাম, তাহা হইলে কিছু ধন উপার্জন করিতে পারিতাম। এই অর্থাৎ সমীপবর্তী রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তিনি আমাকে ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিতের যে সমস্ত কার্য্য, সেই কার্য্য করিবার নিমিত্ত বরণ করিতেন ॥ ৬ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—স তস্তাঃ কৰ্ম্ম জানন্ প্রাতঃকালেন সঞ্জিহানঃ শয়নং নিদ্রাং বা পরিত্যজ্যনুবাচ পত্ন্যাঃ শৃংখল্যাঃ,—যত্ যদি বতেতি স্থিতমানঃ, অন্নস্য স্তোকে লভেমহি, তদ্বৃদ্ধ্যন্নং সমর্থো গচ্ছ। লভেমহি ধনমাত্রাং ধনশ্রাব্ধং, ততোহস্মাক্ জীবনং ভবিষ্যতীতি। ধনলাভে চ কারণমাহ, রাজাহসৌ নাতিদূরস্থানে যক্ষ্যতে; যজ্ঞমানসাত্তশ্রান্নেনপদম্। স চ রাজা মা মাং পাত্রমুপলভ্য সর্বৈরার্বিভৈজ্যৈঃ ঋত্বিক্-কৰ্ম্মভিঃ ঋত্বিক্-কৰ্ম্মপ্রয়োজনায়ৈতৰ্থঃ, বৃণীতেতি ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উষন্তি জ্বীর উক্ত কৰ্ম্ম অর্থাৎ কুন্ধ্যাষ-রক্ষা জানিতে পারিয়া প্রাতে অর্থাৎ প্রত্যুষে শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিতে করিতে পত্নীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়াছিলেন, অন্নভাবে ক্লিষ্ট আনি যদি সামান্যপরিমাণ অন্নও পাইতাম, তাহা হইলে তাহাই আহাৰ্য্য করিয়া বললাভ পূর্বক কিছু ধন উপার্জন করিতে পারিতাম, তদ্বারা আমাদের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। কিরণে



দশমঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৮১

ধন উপার্জন করিতে পারিতেন, সম্ভ্রতি তাহাই বলিতেছেন—অনতিদূরবর্তী রাজ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, সেই রাজ্য আমার ত্রায় উপযুক্ত পাত্র পাইলে পৌরোহিত্য-কার্যের নিমিত্ত নিশ্চয়ই আমাকে বরণ করিতেন ॥ ৬ ॥

তং জায়োবাচ, হস্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি । তান্ খাদি-  
ত্বাহমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায় ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে স্বামিন্! এই কুল্মাষ রহিয়াছে । উষন্তি সেই কুল্মাষ ভক্ষণ করিয়া বিতত অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণ কর্তৃক বিস্তৃতভাবে সমারন্ধ সেই যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—এবমুক্তবস্ত্ত জায়োবাচ, হস্ত গ্রহণ হে পতে ! ইম এব, যে মদন্তবিনিক্ষিপ্তাস্থা কুল্মাষা ইতি । তান্ খাদিষ্মা অমুং যজ্ঞং যাজ্ঞো বিততং বিস্তারিতং ঋত্বিগৃভিরেয়ায় ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উষন্তি এইরূপ বলিলে তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই বলিয়াছিলেন, হে স্বামিন্! তুমি আমার হস্তে যে কুল্মাষ দিয়া-  
ছিলে, সেই এই কুল্মাষ গ্রহণ কর । তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়া ঋত্বিকগণ কর্তৃক বিতত অর্থাৎ বিস্তারিত বা সমারন্ধ রাজ্যের সেই যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

তত্রোদ্গাতৃনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ । স হ প্রস্তো-  
তারমুবাচ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—সেই যজ্ঞক্ষেত্রে যে স্থানে উদ্গাতৃগণ স্তব পাঠ করিতেছিলেন, উষন্তি সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট উপবেশন করিয়াছিলেন ও প্রস্তোতা অর্থাৎ প্রস্তাবপাঠককে বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তত্র চ গছোদ্গাতৃহুদ্গাতৃপুরুষানাগত্য, আস্তবস্ত্তাশ্রি-  
ম্নিতি আস্তাবস্ত্তাশ্রিত্যাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ সমীপে উপবিষ্টস্তেযামিত্যর্থঃ । উপ-  
বিশ্ব স হ প্রস্তোতারমুবাচ ॥ ৮ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উষন্তি সেই যজ্ঞক্ষেত্রে গমন পূর্বক যে  
স্থানে উদ্গাতৃ-পুরুষগণ স্তব পাঠ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গিয়া স্তবপাঠকারী-  
দিগের নিকট উপবেশন পূর্বক প্রস্তোতাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

প্রস্তোতঃ ! যা দেবতা প্রস্তাবমদ্বায়ন্তা, তাক্কেদবিদ্বান্ প্রস্তো-  
যাসি, মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—হে প্রস্তোতঃ ! অর্থাৎ হে প্রস্তাবপাঠক ! যে দেবতা এই



প্রস্তাবে অন্নুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়াই যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে ॥ ৯ ॥

**শাঙ্করাভাষ্যম্।**—হে প্রস্তোতঃ! ইত্যামন্ত্র্যভিমুখীকরণায়। যা দেবতা প্রস্তাবঃ প্রস্তাবভক্তিমন্নুগত অসায়ত্তা, তাৎকেদেবতাঃ প্রস্তাবভক্তেরবিদ্বান্ সন্ প্রস্তোবাদি বিহুবো মম সমীপে, তৎপরোক্ষেহপি চেত্ বিপতেত্তশ্চ মূর্খা, কর্মমাত্রবিদামপি অনধিকার এব কর্মণি স্তাৎ। তচ্চানিষ্টম্, অবিহুবামপি কর্মদর্শনাৎ, দক্ষিণমার্গজ্ঞতেচ্চ। অনধিকারে চাবিহুবামস্তর এতৈকো মার্গ জ্ঞয়তে। ন চ স্মার্তকর্মনিনিমিত্ত এব দক্ষিণা পস্থাঃ, “যজ্ঞেন দানেন” ইত্যাদিজ্ঞতেঃ। “তথোক্তশ্চ ময়া” ইতি চ বিশেষণাধিব্যংসম-  
ক্ষমেব কর্মণ্যনধিকারঃ, ন সর্বত্রাগ্নিহোত্র-স্মার্তকর্মাধ্যয়নাদিস্ব চ, অন্নুজ্ঞায়ান্তত্র দর্শনাৎ। কর্মমাত্রবিদামপ্যধিকারঃ সিদ্ধঃ কর্মণীতি, মূর্খা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ৯ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রস্তাবপাঠককে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে প্রস্তাবপাঠক! এই প্রস্তাবে অর্থাৎ প্রস্তাবনামক সামবেদের অংশবিশেষে যে দেবতা অন্নুগত আছেন অর্থাৎ যিনি এই প্রস্তাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রস্তাববিষয়ে বিশেষাভিজ্ঞ আমার সমীপে তুমি যদি তাঁহাকে না জানিয়াই প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। (সকলেই সকল কার্যে অধিকারী হইতে পারে না, বাহ্য যে কর্তব্য কার্য, তাহাতে পারদর্শী হইয়াই সেই কর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইবে) ॥ ৯ ॥

এবমেবোদগাতারমুবাচ, উদগাতঃ! যা দেবতৌদগীথমন্নায়ত্তা, তাৎকেদবিদ্বানুদগান্তসি মূর্খা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—উবন্তি প্রস্তাবপাঠককে যেরূপ বলিয়াছিলেন, উদগাতাকেও ঐরূপ বলিয়াছিলেন, হে উদগাতঃ! অর্থাৎ উদগীথপাঠক! এই উদগীথে যে দেবতা অন্নুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়াই যদি তুমি উদগান কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে ॥ ১০ ॥

এবমেব প্রতিহর্তারমুবাচ, প্রতিহর্তঃ! যা দেবতা প্রতিহারমন্নায়ত্তা, তাৎকেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি, মূর্খা তে বিপতিষ্যতীতি। তে হ সমারতাস্তুযুগীমাসাঞ্চক্রিরে ॥ ১১ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্য দশমঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—প্রতিহর্তা অর্থাৎ প্রতিহারপাঠককেও উবন্তি ঐরূপ বলিয়াছিলেন, হে প্রতিহর্তঃ! অর্থাৎ প্রতিহারপাঠক! যে দেবতা এই প্রতিহারে অন্নুগত



দশমঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৮৩

আছেন, তাঁহাকে না জানিয়াই যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রস্তোতা, উদ্গাতা, প্রতিহর্তা সকলেই স্বস্বকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥১১॥

প্রথম প্রপাঠকের দশম খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

**শাঙ্করাভাষ্যম্।**—এবমেবোদগাতারং প্রতিহর্তারমুবাচেত্যাদি সমানমন্ত্ৰঃ।  
তে প্রস্তোত্রাদয়ঃ কর্মভ্যঃ সমারতা উপরতাঃ সন্তো মূর্ধপাতভয়াত্ত্বীমাসাধকিরে  
অন্তচ্চাকূর্বন্তঃ, অর্থিহাৎ ॥ ১০-১১ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রস্তোতাকে ষেরূপ বলিয়াছিলেন, উদ্গাতা ও প্রতিহর্তাকেও সেইরূপ বলিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মস্তক পড়িয়া যাইবার ভয়ে সেই সেই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ও অস্ত্র কিছুই না করিয়া উষন্তির নিকট ঐ দেবতার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১১ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## প্রথমপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনং যজ্ঞমান উবাচ, ভগবন্তং বা অহং বিবিদ্যাগীতি।  
উষস্তিরস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর যজ্ঞকর্তা রাজা উষস্তিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভগবানের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। উষন্তি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, আমি চাক্রায়ণ অর্থাৎ চক্রাধার পুত্র উষন্তি ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অখানন্তরং হ এনমুষন্তিঃ যজ্ঞমানো রাজোবাচ, ভগবন্তং বৈ পূজ্যবন্তম্ অহং বিবিদ্যাগি বেদিতুমিচ্ছামি। ইত্যুক্ত উষস্তিরস্মি চাক্রায়ণ তবাপি শ্রোত্রপথমাগতো যদীতি হোবাচোক্তবান্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তদনন্তর যজ্ঞমান রাজা স্বীয় যজ্ঞের প্রস্তোতাপ্রভৃতিকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া উষন্তিকে বলিয়াছিলেন, “ভগবন্! আমি ভগবান্ অর্থাৎ পূজনীয় আপনাকে অবগত হইতে বাসনা করি।” রাজা কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি চক্রাধার পুত্র উষন্তি, সম্ভবতঃ আমার নাম শুনিয়া থাকিবেন” ॥ ১ ॥

স হোবাচ, ভগবন্তং বা অহমেতিঃ সর্বৈবরাতিজ্যৈঃ  
পঠ্যৈষিষম্। ভগবতো বা অহমবিত্ত্যাহত্যানবুধি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই রাজা বলিয়াছিলেন, আমি এই সমস্ত ঋত্বিক্-কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত ঐশ্বর্যাদি গুণসম্পন্ন আপনাকেই অবেক্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে না পাওয়ায় এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিয়াছি ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—স ত যজ্ঞমান উবাচ, সত্যমেবমহং ভগবন্তং বহুগুণম্ অশ্রোয়ং, সর্বৈষ চ ঋত্বিক্-কর্মভিরাতিজ্যৈঃ পঠ্যৈষিষং পঠ্যেবণং কৃতবানস্মি। অবিদ্য ভগবতো বৈ অহমবিত্ত্যা অলাভেনাত্মানিমানবুধি বৃতবানস্মি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যজ্ঞকর্তা সেই রাজা বলিয়াছিলেন, ভগবান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি বহুগুণসম্পন্ন আপনার নাম আমি সত্যই শুনিয়াছি, এবং যাবতীয় আর্তিজ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্-কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আপনার অনুসন্ধানও করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে প্রাপ্ত না হওয়ায় এই সমস্ত অন্ত্যাত্ম ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিয়াছি ॥ ২ ॥



ভগবাৎস্বৈব মে সর্বৈরার্তির্জ্যৈরিতি । তথেতি । অথ তর্হে'ত  
এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তবতাম্ । যাবত্বেভ্যো ধনং দত্তাস্তাবন্মম দত্তা  
ইতি । তথেতি হ যজমান উবাচ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—রাজা পুনরায় বলিয়াছিলেন, সম্ভ্রতি ভগবান্ আপনিই  
আমার ঋষিকর্ম সম্পাদন করুন । উষন্তি বলিয়াছিলেন, তাহাই হউক । এইরূপ  
বলিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন, যদি আমাকে ঋষিক-কর্ম সম্পাদন করিতে হয়, তাহা  
হইলে এই সমস্ত ব্রতিগণ আমার অভিপ্রায়ানুসারে স্তব পাঠ করুন ; কিন্তু আপনি  
ইহাদিগকে যে পরিমাণ ধন দান করিবেন, আমাকেও তাহাই দিতে হইবে । যজ-  
মান রাজা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইবে ॥ ৩ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—অতাপি ভগবাৎস্বৈব মে মম সর্বৈরার্তির্জ্যৈরিত্যৃষিক-  
কর্মার্থমন্ত । ইত্যুক্তস্তথৈত্যাহোষন্তিঃ । কিন্তুত্বেবং তর্হে'ত এব ত্বয়া পূর্কঃ ব্রূতাঃ ময়া  
সমতিসৃষ্টাঃ ময়া সম্যক্ প্রসন্নেনানুজ্ঞাতাঃ সন্তঃ স্তবতাম্ । ত্বয়া ত্বেতৎ কার্যং যাবত্  
এভ্যঃ প্রস্তোত্রাদিভ্যঃ সর্বৈভ্যো ধনং দত্তাঃ প্রযচ্ছসি, তাবন্মম দত্তাঃ । ইত্যুক্তস্তথৈতি  
হ যজমান উবাচ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“এখনও ভগবান্ আপনিই আমার এই  
সমস্ত ঋষিকর্মে ব্রতী হউন” । রাজা এইরূপ বলিলে উষন্তি “তাহাই হউক”  
বলিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন, “কিন্তু আমাকেই যদি ব্রতী হইতে হয়, তাহা হইলে  
তুমি পূর্বে ইহাদিগকে বরণ করিয়াছিলে, আমি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিতেছি,  
তঁহারাই সকলে স্তব পাঠ করুন । কিন্তু তুমি এই প্রস্তোত্র প্রভৃতিকে যে পরিমাণ  
অর্থ দান করিবে, আমাকেও তাহাই দিতে হইবে।” উষন্তি এইরূপ বলিলে  
যজমান সেই রাজা “তাহাই হইবে” বলিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অথ হৈনং প্রস্তোত্রোপসমাদ, প্রস্তোতঃ ! যা দেবতা প্রস্তাব-  
ময়ায়তা তাক্ষেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মুর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা  
ভগবান্বোচৎ, কতমা সা দেবতা ? ইতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর প্রস্তাবপাঠক উষন্তির সমীপে গমন করিয়া বলিয়া-  
ছিলেন, “ভগবান্ অর্থাৎ আপনি যে আমাকে বলিয়াছিলেন ‘হে প্রস্তাবপাঠক !  
যে দেবতা এই প্রস্তাবে অনুগত অর্থাৎ প্রস্তাবের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তঁাহাকে  
না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই পড়িয়া  
যাইবে’ সেই দেবতাটি কে ? তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি” ॥ ৪ ॥



**শাকরভাষ্যম্।**—অথ হৈনমৌষন্ত্যং বচঃ ক্রুড়া প্রস্তোতা উপসাদা উষন্তি বিনয়েনোপজগাম। প্রস্তোতঃ। যা দেবতেত্যাদি মা মাং ভগবানবোচৎ পূর্বম্, কতমা সা দেবতা যা প্রস্তাবভক্তিমদ্বায়তা? ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর উষন্তির ঐক্লপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রস্তাবপাঠক অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আপনি আমাকে পূর্বে যে বলিয়াছিলেন, ‘হে প্রস্তোতঃ! যে দেবতা-ইত্যাदि। প্রস্তাবভাগে যে দেবতা অনুগত আছেন, সেই দেবতাটি কে? তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪ ॥

প্রাণ ইতি হোবাচ, সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-  
সংবিণন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমদ্বায়তা,  
তাক্ষেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্খা তে ব্যপতিষ্যৎ, তথোক্তশ্চ  
ময়েতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—উষন্তি বলিয়াছিলেন, ‘সেই দেবতা প্রাণ’। এই সমস্ত ভূতই প্রাণেই বিলীন হয়, আবার প্রাণকেই লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হয়। সেই এই প্রাণ দেবতাই প্রস্তাবে অনুগত আছেন। আমা কর্তৃক সেইরূপ উক্ত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াও যদি তুমি সেই দেবতাকে না জানিয়া প্রস্তাব পাঠ করিতে, নিশ্চয়ই তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—ইতি পৃষ্ঠঃ প্রাণ ইতি হোবাচ। যুক্তং প্রস্তাবস্ত প্রাণো দেবতেতি। কথম? সর্বাণি স্বাবরজঙ্গমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিণন্তি প্রলয়কালে, প্রাণমতি লক্ষয়িত্বা প্রাণাত্মনৈবোজ্জিহতে প্রাণাদেবোদগচ্ছতীত্যর্থ উৎপত্তিকালে; অতঃ সৈষা দেবতা প্রস্তাবমদ্বায়তা। তাক্ষেদবিদ্বান্ স্ব প্রাস্তোষ্যঃ প্রস্তবনং প্রস্তাবভক্তি-  
কৃতবানসি যদি, মূর্খা শিরস্তে ব্যপতিষ্যৎ বিপতিতমভবিষ্যৎ, তথোক্তশ্চ ময়া তৎকালে মূর্খা তে বিপতিষ্যতীতি। অতস্তয়া সাধু কৃতং, ময়া নিষিদ্ধঃ কর্মণো যদুপরমমকার্য-  
ব্রিত্যভিপ্রায়ঃ। ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রস্তোতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উষন্তি উত্তর দিয়াছিলেন, সেই দেবতা প্রাণ। প্রাণ-ই যে প্রস্তাবের দেবতা, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে; কারণ, প্রলয়কালে স্বাবরজঙ্গমাৎক সমস্ত ভূতই সর্বতোভাবে প্রাণেই প্রবিষ্ট হয়, আবার উৎপত্তিকালে প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণস্বরূপেই অর্থাৎ প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হয়, অতএব সেই এই প্রাণ দেবতাই প্রস্তাবে অনুগত আছেন। সেই দেবতাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তাহা হইলে



আমি যে বলিয়াছিলাম, তোমার মন্তক পড়িয়া যাইবে, আমার সেই বাক্যানুসারে তোমার মন্তক নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইত। অভিপ্রায় এই যে, আমাকর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া তুমি যে প্রস্তাবপাঠ হইতে বিরত হইয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ ॥ ৫ ॥

অথ হৈনমুদগাতোপসসাদ, উদগাতঃ ! যা দেবতোদগীথ-মন্মায়ত্তা তাক্ষেদবিদ্বানুদগাস্তসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগ-বানবোচৎ, কতমা সা দেবতা ? ইতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর উদগাতা উষন্তির নিকটবর্তী হইয়া বলিয়াছিলেন, “হে ভগবন্! আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘হে উদগাতঃ! যে দেবতা এই উদগীথে অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদগীথ গান কর, তোমার মন্তক পড়িয়া যাইবে।’ আমি জানিতে ইচ্ছা করি, সেই দেবতাটি কে?” ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তথোদগাতা পপ্রচ্ছ, কতমা সোদগীথভক্তিমনুগতা অন্মায়ত্তা দেবতা ? ইতি ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উদগাতাও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, উদগীথভাগে যে দেবতা অনুগত আছেন অর্থাৎ উদগীথের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি কে ? ॥ ৬ ॥

আদিত্য ইতি হোবাচ, সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানাদিত্য-মূর্চ্চৈঃ সন্তঃ গায়ন্তি, সৈষা দেবতোদগীথমন্মায়ত্তা, তাক্ষেদ-বিদ্বানুদগাস্তো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যন্তথোক্তস্ত ময়েতি ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—উষন্তি বলিয়াছিলেন, তিনি আদিত্য, কারণ, এই সমস্ত ভূতই উর্দ্ধে অবস্থিত আদিত্যকে গান করেন অর্থাৎ আদিত্যের স্তব করেন। সেই এই আদিত্য দেবই উদগীথে অনুগত আছেন অর্থাৎ উদগীথের অধিষ্ঠাতা। তাঁহাকে সম্যক্রূপে না জানিয়া যদি তুমি উদগীথ পাঠ করিতে, তাহা হইলে আমা কর্তৃক উক্ত অর্থাৎ আমার বাক্যানুসারে তোমার মন্তক পড়িয়া যাইত ॥ ৭ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—পৃষ্ঠ আদিত্য ইতি হোবাচ। সৰ্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আদিত্যমূর্চ্চৈরুর্দ্ধঃ সন্তঃ গায়ন্তি শব্দায়ন্তি, স্তবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ, ‘উৎ’ শব্দসামান্যতঃ ‘প্রশংসামান্যাদিবি প্রাণঃ’; অতঃ সৈষা দেবতেত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উদগাতা কর্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উষন্তি বলিয়াছিলেন, সেই দেবতা আদিত্য। এই সমস্ত প্রাণীই উর্দ্ধদেশে অবস্থিত



আদিত্যকে গান করে অর্থাৎ আদিত্যের স্তব করে। এ স্থানে বল্যব্য এই যে, প্রস্তাব শব্দেও ‘প্র’ এই শব্দটি আছে, প্রাণ শব্দেও ‘প্র’ এই শব্দটি আছে, উভয় স্থানেই ‘প্র’ এই অক্ষরটির সাদৃশ্য থাকায় প্রাণ যেমন প্রস্তাবের দেবতা, সেইরূপ উদ্‌গীথের ‘উৎ’ এই শব্দের সহিত উর্দ্ধস্থ এই শব্দটির ‘উৎ’ এই শব্দের সাদৃশ্য থাকায় আদিত্য উদ্‌গীথের দেবতা। ‘সেই এই দেবতা’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বের হয় ॥ ৭ ॥

অথ হৈনং প্রতিহর্তোপসমাদ, প্রতিহর্তঃ ! যা দেবতা প্রতি-  
হারমন্বায়তা তাক্ষেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মুর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি  
মা ভগবান্বোচৎ ; কতমা সা দেবতা ? ইতি ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর প্রতিহর্তা উষস্তির সমীপে গমন করিয়াছিলেন ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘হে প্রতিহর্তঃ ! অর্থাৎ হে প্রতিহারপাঠক ! প্রতিহারে অল্পগত অর্থাৎ প্রতিহারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে।’ সেই দেবতাটি কে ? আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৮ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—এবমেবাথ হৈনং প্রতিহর্তোপসমাদ ; কতমা সা দেবতা প্রতিহারমন্বায়তা ? ॥ ৮ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর প্রতিহারপাঠকও ঐরূপভাবে অর্থাৎ প্রস্তোতা ও উদ্‌গাতার ছায়া উষস্তির নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলেন, যিনি প্রতিহারে অল্পগত আছেন, সেই দেবতা কে ? ॥ ৮ ॥

অন্নমিতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্নম্মমেব প্রতি-  
হারমাণানি জীবন্তি, সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়তা, তাক্ষেদবিদ্বান্  
প্রত্যহরিষ্যো মুর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যন্তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য  
ময়েতি ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—উষন্তি বলিয়াছিলেন, অন্নই সেই দেবতা, এই সমস্ত ভূতই  
অন্ন প্রতিহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াই জীবিত থাকে। সেই এই অন্ন দেবতাই  
প্রতিহারে অল্পগত আছেন। তাঁহাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রতিহার অর্থাৎ সাম-  
বেদের অংশবিশেষ পাঠ করিতে, তাহা হইলে আমার বাক্যানুযায়ী তোমার মস্তক  
নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইত ॥ ৯ ॥

প্রথম প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডেয় অনুবাদ সমাপ্ত ।



**শাক্ষরভাষ্যম্।**—ইতি পুণ্যোহম্মিতি হোবাচ ; সৰ্বানি হ বৈ ইমানি  
ভূতান্নম্বেবাত্মানঃ প্রতি সৰ্বতঃ প্রতিহরমাণানি জীবন্তি, সৈবা দেবতা প্রতিশক-  
সামাত্মাঃ প্রতিহারভক্তিমন্নুগতা। সমানমন্ত্ৰঃ। তথোক্তম্ভ ময়েতি। প্রস্তাবোক্ষীথ-  
প্রতিহারভক্তোঃ প্রাণাদিত্যন্নদৃষ্টোপাসীতেতি সমুদার্যঃ। প্রাণাত্মাপত্তিঃ কৰ্মসমৃদ্ধিক্কা-  
ফলমিতি ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকে একাদশখণ্ডভাষ্যম্ । ১১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রতিহারপাঠক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া  
উবন্তি বলিয়াছিলেন, সেই দেবতা অন্ন, কারণ, এই সমস্ত প্রাণীই নিজের জন্ত সৰ্ব-  
স্থান হইতে অন্ন আহরণ করিয়াই জীবিত থাকে। অন্নপ্রতিহার এই শব্দের ‘প্রতি’  
শব্দের সহিত প্রতিহার শব্দের ‘প্রতি’ এই অংশের সাদৃশ্য থাকায় সেই এই অন্ন-  
দেবতাই প্রতিহারবিভাগে অন্নুগত আছেন। অন্তান্ত অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের  
স্থায় জানিবে। অভিপ্রায় এই যে—প্রস্তাবভাগ, উদগীথভাগ ও প্রতিহারভাগে  
প্রাণ আদিত্য ও অন্নদৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রস্তাব প্রভৃতিকে প্রাণাদি বিবেচনা করিয়া  
উপাসনা করিবে এবং তাহার ফলে প্রাণাদি প্রাপ্তি অথবা আরক কৰ্ম্মের উৎকর্ষ  
সাধিত হয় ॥ ১ ॥

প্রথম প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## প্রথমপ্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

অথাতঃ শৌব উদগীথঃ, তদ্ধ বকো দালভ্যো গ্নাবো বা  
মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদবব্রাজ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর অন্নভোজ্যাকাঙ্ক্ষায় শৌব অর্থাৎ কুকুর কর্তৃক দৃষ্ট বা কুকুর কর্তৃক পঠিত উদগীথের বর্ণনা করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে—বক ঋষির স্বাধ্যায়ে ঐ মন্ত্রের ঋষি বা দেবতা সন্দেহ হইয়া কুকুরমূর্ত্তি ধারণ পূর্বক উদগীথ গান করায় ঐ উদগীথের ‘শৌব উদগীথ’ এইরূপ নাম হইয়াছে। এ বিষয়ে এইরূপ আধ্যাত্মিক আছে যে, দলভের পুত্র বক, ইনি মিত্রাপুত্র মৈত্রেয় গ্নাব বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন, ঐ দালভ্য বক বা মৈত্রেয় গ্নাব স্বাধ্যায় অর্থাৎ উদগীথ গান করার নিমিত্ত নির্জন স্থানে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রজাশ্রম।**—অতীতে খণ্ডেহ্মা প্রাপ্তিনিমিত্তা কষ্টাবস্থোক্তা উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টপূর্ব্যবিততক্ষণলক্ষণা, সা মা ভূদিত্যন্নভোজ্যানন্তরং শৌবঃ স্বভির্দৃষ্ট উদগীথ উদগানঃ সামাতঃ প্রস্তু যতে। তৎ তত্র কিল বকো নামতো দলভস্যাপত্যং দালভ্যো গ্নাবো বা নামতঃ মিত্রায়াশ্চাপত্যং মৈত্রেয়ঃ। বা শব্দশ্চার্থে। স্বাধ্যায়্যগো হুসো, বস্তুবিষয়ে ক্রিয়াস্বিব বিকল্পাহুপপত্তেঃ; দ্বিনামা দ্বিগোত্র ইত্যাদি হি স্মৃতিঃ। দৃশ্যতে চ উভয়তঃ পিণ্ডভাস্ত্রম্। উদগীথে বদ্ধচিত্তবাদ্যাবনাদরাঘা। বাশব্দঃ স্বাধ্যায়ার্থঃ। স্বাধ্যায়্যং কর্ত্বা গ্রামাঘহিকৃৎব্রাজোদগতবান্ বিবিক্তদেশস্থোদকাভ্যাশ্রম। ‘উদব্রাজ’ ‘প্রতিপালয়াক-কার’ ইতি চৈকবচনাল্লিঙ্গাদেকোহসাবুধিঃ। খোদগীথকালপ্রতিপালনাদৃবেঃ স্বাধ্যায়-করণমন্নকামনয়েতি লক্ষ্যতে ইত্যভিপ্রায়তঃ। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বখণ্ডে অন্নভোজে উচ্ছিষ্টেরও উচ্ছিষ্ট ও পূর্ব্যবিত অর্থাৎ বাসী অন্নভোজনরূপ দারুণ ক্লেশকর অবস্থার বিষয় বলা হইয়াছে। সেইরূপ অবস্থা আর যাহাতে না হয় অর্থাৎ মূলভে অন্ন লাভ করা যায়, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শৌব অর্থাৎ কুকুরগণ কর্তৃক দৃষ্ট উদগীথ বা উচ্চৈঃস্বরে সাম গান আরম্ভ করিতেছেন। এ বিষয়ে এইরূপ একটি ইতিহাস আছে যে, দলভপুত্র বক নামক ঋষি, ইনি মিত্রাপুত্র বলিয়া মৈত্রেয় গ্নাব নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ইনি স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত গ্রামের বহির্ভাগে নির্জনদেশস্থ জলসমীপে গমন করিয়াছিলেন। কুকুরদৃষ্ট উদগীথ শ্রবণের নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করায় এই ঋষি যে অন্নকামনাতেই স্বাধ্যায়ে প্রবৃত্ত



হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে, দালভ্য বক অথবা মৈত্রেয় দ্বাব এইরূপ উক্তি থাকায় উহারাই দুই জন পৃথক্ পৃথক্ ঋষি। এই সন্দেহভঞ্নের জন্তই ভাষ্যকার বলিতেছেন—মূলে যে ‘বা’ শব্দটি আছে, উহা সমুচ্চয়ার্থক, বিকল্পার্থক নহে; কারণ, ক্রিয়াবিষয়ে প্রযুক্ত ‘বা’ শব্দ বিকল্পার্থক হয় বটে, কিন্তু বস্তুবিষয়ে প্রযুক্ত ‘বা’ শব্দের বিকল্পার্থ কল্পনা অসম্ভব। স্মৃতিতেও একই ব্যক্তির দুইটি নাম ও দুইটি গোত্রের উল্লেখ দেখা যায়, ইহাদিগকে দ্ব্যামুখ্যায়ণ (অর্থাৎ অত্রের জীতে অত্র পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত পুত্রবিশেষ) বলে, এই ঋষিও দ্ব্যামুখ্যায়ণ বলিয়া ইহার দুই গোত্র ও দুই নাম উক্ত হইয়াছে, ইহার উভয়পক্ষেই পিণ্ডভাগী হন। “উদ্বব্রাজ” “প্রতিপালয়াক্ষকার” এক বচনের এই দুইটি ক্রিয়া থাকাতেও এই ঋষি এক জনই, দুই জন বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকার প্রকারান্তরেও ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, ঐ সময়ে উদগীথবিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় ঋষিনিরূপণবিষয়ে লক্ষ্য ও আগ্রহ ছিল না বলিয়া এইরূপ দুই গোত্র দুই নাম উল্লিখিত হইতেও পারে ॥ ১ ॥

তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাহুর্বভুব, তমন্তো শ্বান উপসমেত্যো-  
চুরমং নো ভগবানাগায়ত্শনায়াম বা ইতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—একটি শ্বেতবর্ণ কুকুর সেই বক ঋষিকে অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত সেই স্থানে প্রাহুভূত হইয়াছিল। সেই সময়ে অপর কয়েকটি কুকুর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, হে ভগবন্! আমরা ক্ষুধার্ত, কিছু ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাদের অনুরোধের নিমিত্ত সম্যকরূপে আম গান করুন ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রাহ্মণ্যম্।**—স্বাধ্যায়েন তোষিতা দেবতা ঋষীর্বা ঋকপং গৃহীত্বা শ্বা শ্বেতঃ সন্ তস্মৈ ঋষয়ে তদনুগ্রহার্থং প্রাহুর্বভুব প্রাহুর্ককার। তমন্তো শুক্লং শ্বানং কুরকাস্তি কুরকাস্তি শ্বান উপসমেত্য উচুরক্তবস্তঃ, অন্নং নোহশ্বভ্যঃ ভগবানাগায়ত্শনায়ামেন নিম্পা-  
নয়তিত্যর্থঃ। মুখ্যপ্রাণবাগাদয়ো বা। প্রাণমব্রহ্মভূতঃ স্বাধ্যায়পরিতোষিতাঃ সন্তোহনু-  
গৃহীত্বেনং ঋকপমাদায়েতি যুক্তমেবং প্রতিপত্ত্বম্। অশনায়াম বৈ বৃত্তুক্তিতাঃ সো বৈ ইত্যেবমুক্তবস্তঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কোন ঋষি বা দেবতা বক ঋষির স্বাধ্যায়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত শ্বেতবর্ণ কুকুররূপ ধারণপূর্বক সেই স্থানে প্রাহুভূত হইয়াছিলেন। অপর কয়েকটি কুরকাস্তি কুকুরও সেই শ্বেতবর্ণ কুকুরের নিকট সমাগত হইয়া বলিয়াছিল, “ভগবন্! আমরা



অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, আপনি আমাদের নিমিত্ত সেইরূপ ভাবে সাম গান করুন, যাহাতে করিয়া আমাদের অনলাভ হয়। এ স্থানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ক্ষুদ্রাকৃতি অশ্ব কুকুরগুলিও কোন দেবতা বা ঋষি অথবা মুখ্য প্রাণ বা বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, যাহারা প্রাণের অন্তর্গত থাকিয়াই নিজ নিজ অন্ন ভোগ করিয়া থাকে, তাহারাই বক ঋষির আধ্যাত্মে সমষ্ট হইয়া কুকুরমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে অন্তর্গৃহীত করিয়াছিল, এইরূপ বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত ॥ ২ ॥

তান্ হোবাচ, ইহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি । তদ্ধ বকো দালভ্যো গ্নাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াক্ষকার ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই খেত কুকুর ক্ষুদ্র কুকুরগুলিকে বলিয়াছিল, “তোমরা প্রাতঃকালে এই স্থানেই আমার নিকট আগমন করিও।” দালভ্য বক বা মৈত্রেয় গ্নাব সেই স্থানে তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—এবমুক্তে ঋষি খেতস্তান্ ক্ষুদ্রকান্ শুন ইহৈবাস্মিন্দে দেশে মা মাং প্রাতঃকালে উপসমীয়াতেতি । দৈর্ঘ্যং ছান্দস্যং, সমীয়াতেতি প্রমাদপাত্রে বা । প্রাতঃকালকরণং তৎকাল এব কৰ্ত্তব্যার্থম্ । অন্নদস্ত বা সবিতুরপরাহ্নে অনাতি মুখ্যাৎ । তৎ তত্রৈব হ বকো দালভ্যো গ্নাবো বা মৈত্রেয় ঋষিঃ প্রতিপালয়াক্ষকার প্রতীক্ষণং কৃতবানিত্যর্থঃ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ক্ষুদ্র কুকুরগুলি ঐরূপ বলিলে খেত কুকুর তাহাদিগকে বলিয়াছিল, “তোমরা প্রাতঃকালে এই স্থানেই আমার নিকট আগমন করিও।” মূলোক্ত “সমীয়াত” এই পদে ‘মী’ এই অক্ষরটি হ্রস্ব ইকার হওয়া উচিত হইলেও ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ ঈকার হইয়াছে, অথবা দীর্ঘ ঈকার ভ্রম বশতও হইতে পারে। প্রাতঃকালে আসিতে, বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাতঃকালেই উদ্গীত গান করা কৰ্ত্তব্য, অথবা জীবের অন্নপ্রদাতা সূর্য্যমণ্ডে প্রাতঃকালেই সম্মুখে অবস্থিতি করেন, অপরাহ্নে করেন না বলিয়াই প্রাতঃকালে আসিতে বলা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া দালভ্য বক অথবা মৈত্রেয় গ্নাব ঋষি সেই স্থানেই সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমাণেন স্তোষ্যমাণাঃ সত্বরক্কাঃ সপস্তু, ইত্যেবমাসম্পূঃ, তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—আরক যজ্ঞকর্ণে ‘বহিষ্পবমাণ’ নামক স্তববিশেষের দ্বারা স্তুতি করিতে উত্তম উদ্গাতৃগণ যেরূপ পরস্পর সংলগ্নভাবে পরিক্রমণ করেন,



সেই ক্ষুদ্র কুকুরগণও সেইরূপ ভাবে সংলগ্ন হইয়া চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়াছিল ও সেই ঋষির নিকট উপবিষ্ট হইয়া ‘হিং’ এই শব্দ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—তে শানন্ত্রৈবাগত্য ঋষে: সমক্ষং, বর্থেবেহ কৰ্ম্মণি বহিষ্পবমাণেন স্তোত্রেন স্তোত্রমাণা উদগাতৃপুত্রবা: সংরদ্ধা: সংলগ্না: অস্তোহিহ্মমেব সর্গন্তি, এবং মুখেনাশ্তোহিহ্মন্ত পুচ্ছং গৃহীত্বা আসন্যপুরাস্তবন্ত:, পরিভ্রমণং কৃতবন্ত ইত্যর্থ:। তে এবং সংস্থপ্য সমুপবিশ্রোপবিষ্টা: সন্তো হিং চকুর্হিংকারং কৃতবন্ত: ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আরও এই যজ্ঞ কার্যে ‘বহিষ্পবমাণ’ নামক স্তোত্রবিশেষ দ্বারা স্তবপাঠেচ্ছ উদগাতৃগণ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেরূপ পরিভ্রমণ করেন, সেই ক্ষুদ্র কুকুরগণও সেই স্থানে আগমন করিয়া ঋষির সম্মুখে মুখ দ্বারা পরস্পরের পুচ্ছ গ্রহণপূর্বক পরিভ্রমণ করিয়াছিল ও তদনন্তর উপবিষ্ট হইয়া ‘হিং’ এইরূপ শব্দ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

ওম্‌ও অদাম্‌ও ওম্‌ওপিবাম্‌ও ওম্‌ও দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ  
সবিতা২হন্নমিহা২হহরদন্নপতেওহন্নমিহা২হহরা২হরো ওমিতি\*॥৫॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত দ্বাদশ: খণ্ড: ।

**অনুবাদ।**—সম্প্রতি হিঙ্কারের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। ‘ওম্’ আহার করিব, ‘ওম্’ পান করিব, ‘ওম্’ জগৎপ্রকাশক, বারিবর্ষণকারী, লোকসমূহের অন্নদাতা অতএব লোকপালক, সবিতা অর্থাৎ সর্বলোকের উৎপত্তিকারণ সূর্য্যদেব এই স্থানে আমাদিগকে অন্নদান করুন। হে অন্নদাতা সূর্য্য! আপনি আমাদিগকে এই স্থানে অন্নদান করুন, অন্নদান করুন ‘ওম্’ ॥ ৮ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—ওমদাম, ওম্ পিবাম, ওঁ দেবো জোতনাং, বরুণো বর্ষণাজগত:, প্রজাপতি: পালনাং প্রজানাম্, সবিতা প্রসবিতৃদ্বাং সর্বশ্রাদিত্য উচ্যতে। এতৈ: পর্য্যটৈ: স এবম্ভূত আদিত্যোহন্নমশ্রভ্যমিহাহরং আহরতি। তে এবং হিং কৃৎ পুনরপ্যুচ্চ:, স হং হে অন্নপতে! স হিং সর্বশ্রাদন্ত প্রসবিতৃদ্বাং পতি:, ন হি তৎপাকেন বিনা প্রশ্রুতমন্নমণুমাজ্রমপি জায়তে প্রাণিনাম্, অতোহন্নপতি:। হে অন্নপতে! অন্নমশ্রভ্যমিহাহরাহরতি। অভ্যাস আদরার্থ:। ওমিতি। ৫।

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১২ ॥

\* মূলে যে ‘ও’ ‘২’ অক্ষগুলি আছে, তাহার ত্র্যংপর্বা এই যে—‘ও’ অক্ষ চিহ্নিত বাক্যগুলি মৃত্যুরে ও ‘২’ অক্ষ চিহ্নিত শব্দগুলি দীর্ঘধরে উচ্চারিত হইবে। এইরূপ শব্দের ত্র্যং-দীর্ঘাদি মাত্রা যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে না পারিলে মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না।



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—**‘ওম্’ আমরা আহ্বার করিব, ‘ওম্’ আমরা পান করিব। ‘ওম্’ দেব অর্থাৎ সর্বলোকপ্রকাশক, বরুণ অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বারিবর্ষণকারী, প্রজাপতি অর্থাৎ সর্বলোকের প্রতিপালনকর্তা ও সবিতা অর্থাৎ সকলের উৎপত্তিহেতু। তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যদেব সমস্ত জগৎকে আলোকিত করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম দেব, তিনি পৃথিবীতে জল বর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম বরুণ, তিনি লোকসমূহকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়া তাঁহার আর একটি নাম প্রজাপতি, তিনি সকলের প্রসবিতা অর্থাৎ জলবর্ষণাদি দ্বারা তিনি শস্তোৎপাদন করেন ও সেই শস্তভক্ষণের দ্বারা লোকসমূহ জীবন ধারণ করে ও সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হয়, এ জন্ত তাঁহার অপর একটি নাম সবিতা, এই সমস্ত নামে পরিচিত সূর্য্যদেব এই স্থানে আমাদেরকে অন্নদান করুন। সেই ক্ষুদ্র কুক্কর-গণ ‘হিং’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুনরায় বলিয়াছিল, হে অন্নপতে ! ( অর্থাৎ সর্ব-বিধ অন্নের প্রসবকর্তা, সূর্য্যাকিরণ না পাইলে ও সূর্য্যদেব জলবর্ষণ না করিলে কোন শস্তই পক্ হইতে পারে না ও প্রাণিগণ জীবন ধারণ করিতে পারে না বলিয়াই তিনি অন্নপতি ) আপনি আমাদেরকে এই স্থানে অন্নদান করুন, অন্নদান করুন। “অন্নদান করুন, অন্নদান করুন” এই দ্বিৰুক্তি প্রার্থনাবিষয়ে ঐকান্তিক আগ্রহসূচক ॥ ৫ ॥

প্রথমপ্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## প্রথমপ্রপাঠকে

### ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ।

অয়ং বাব লোকে হাউকারঃ, বায়ুর্হাইকারঃ, চন্দ্রমা অথ-  
কারঃ, আত্মেহকারঃ, অগ্নিরীকারঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—দৃশ্যমান এই জগৎই ‘হাউকার’ । বায়ু ‘হাইকার’ । চন্দ্র  
‘অথকার’ । আত্মা ‘ইহকার’ । অগ্নি ‘ঈকার’ ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্ ।**—ভক্তিবিষয়োপাসনং সামাবয়বসম্বন্ধমিত্যতঃ সামাবয়ব-  
স্তরস্তোভাক্ষরবিষয়াণ্যুপাসনাস্তরাণি সংহতান্যুপদিষ্টান্তে অনন্তরং, তেষাং সামাবয়ব-  
সম্বন্ধত্বাবিশেষাৎ । অয়ং বাবায়মেব লোকে হাউকারঃ স্তোভো রথস্তরে সান্নি প্রসিদ্ধঃ ।  
“ইয়ং বৈ রথস্তরম্” ইতি ; অস্মাৎ সম্বন্ধসামান্ত্রাদ্ভাউকারস্তোভোহয়ং লোক ইত্যেবমুপা-  
সীত । বায়ুর্হাইকারঃ, বামদেবে সামনি হাইকারঃ প্রসিদ্ধঃ । বাবুসম্বন্ধচ্চ বামদেব্যন্ত  
সান্নো যোনিরিত্তি ; অস্মাৎ সামান্ত্রাদ্ভাইকারঃ বায়ুদৃষ্টোপাসীত । চন্দ্রমা অথকারঃ ; চন্দ্র-  
দৃষ্টাহথকারমুপাসীত । অগ্নে হীদং স্থিতম্, অস্মাদ্ভা চন্দ্রঃ, থকারাকারসামান্ত্রাচ্চ ।  
আত্মা ইহকারঃ ; ইহেতি স্তোভঃ, প্রত্যক্ষো হাত্মা ইহেতি ব্যপদিষ্টতে ; ইহেতি চ  
স্তোভঃ তৎসামান্ত্রাৎ ; অগ্নিরীকারঃ, ঈ-নিধনানি চাগ্নেয়ানি সর্বাণি সামানীত্য-  
তন্তৎসামান্ত্রাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সামবেদের অংশবিশেষ উদ্গীথভক্তি-  
বিষয়ক উপাসনার বিষয় বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি সামেরই অপরাংশবিশেষ স্তোভাক্ষর-  
বিষয়ক অত্রবিধ উপাসনাসমূহের বিষয় একত্রেই বর্ণনা করিতেছেন, কারণ, এই  
সমস্ত উপাসনাও সামেরই অংশবিশেষে সংশ্লিষ্ট । এ স্থলে এইগুলি প্রথমেই জ্ঞাতব্য  
যে—‘স্তোভ’ সামবেদেরই একটি অংশবিশেষের নাম । ‘এই স্তোভের মধ্যেই ‘হাউ’  
‘হাই’ ‘অথ’ ‘ইহ’ ‘ঈ’ এই কয়েকটি অক্ষরের উল্লেখ আছে । শ্রুতি এই অক্ষর-  
সমূহকে পৃথিবী বায়ু ইত্যাদি মনে করিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন ।  
কোন একটি বস্তুকে অপর বস্তু মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে  
কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন, ভাষ্যকার নানা ভাবে সেই সাদৃশ্যই দেখাইয়া-  
ছেন । যেমন ‘হাউ’ এই স্তোভকে পৃথিবী বিবেচনায় উপাসনা করিবে কেন ? তাহার  
যুক্তি ও সাদৃশ্য দেখাইতেছেন যে—শ্রুতিবিশেষে পৃথিবীকে রথস্তর বলা হইয়াছে,



‘হাউ’ এই শব্দটিও সেই রথন্তর সামেরই অন্তর্গত, সূত্ররাং রথন্তরের জায় ‘হাউ’ এই বাক্যটিও পৃথিবীর সহিত সমানসম্বন্ধবিশিষ্ট, এ জন্ত ‘হাউ’কে পৃথিবী মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে। “এই পৃথিবীই রথন্তর” এই শ্রুতিতে পৃথিবী ও রথন্তরের তুল্যসম্বন্ধ বর্ণিত হওয়ায় ও ‘হাউ’কার স্তোভ রথন্তর সামে অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকায় উক্ত ‘হাউ’কার স্তোভকে এই পৃথিবী মনে করিয়া উপাসনা করিবে। বায়ুর সহিত জলের সংযোগে বামনদেব্যানামক সামের উৎপত্তি, ‘হাই’কার স্তোভ বামনদেবা সামে অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব বায়ু ও ‘হাই’কারের সমান সম্বন্ধ থাকায় ‘হাই’কার স্তোভকে বায়ুবিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। চন্দ্রই ‘অথ’কার, কারণ, এই জগৎ অগ্নেই অবস্থিত, অনাভাবে জাগতিক জীব, একদিনও জীবিত থাকিতে পারে না, চন্দ্র সেই অন্তরূপ, থাকারবিশিষ্ট অকারের সহিত তুল্যতা বশতঃ ‘অথ’কারকে চন্দ্র বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। আত্মা ‘ইহ’কার, ‘ইহ’ স্তোভবিশেষ, প্রত্যক্ষীভূত আত্মা ‘ইহ’ এই শব্দ দ্বারা কথিত হয়, অতএব স্তোভবিশেষ ‘ইহ’কারকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। অগ্নি ‘ঈ’কার, কারণ, যে সমস্ত সাম আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিসম্বন্ধী, তাহারা সকলেই ‘ঈ’ নিধন অর্থাৎ ‘ঈ’কারবিশিষ্ট, অতএব এই সাদৃশ্যবশতঃ ‘ঈ’কার নামক স্তোভকে অগ্নিজ্ঞানে উপাসনা করিবে ॥ ১ ॥

আদিত্য উকারঃ, নিহব একারঃ, বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ, প্রজাপতির্হিংকারঃ, প্রাণঃ স্বরঃ, অন্নং বা, বাক্ বিরাট্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আদিত্য বা সূর্য্যদেবই উকারাখ্য স্তোভস্বরূপ, নিহব অর্থাৎ আহ্বানই একারাখ্য স্তোভস্বরূপ, অগ্নিষাত্তাদি বিশ্বেদেবগণই ঔহোয়িকার স্তোভস্বরূপ, প্রজাপতিই হিংকার-স্তোভস্বরূপ, প্রাণই স্বর নামক স্তোভস্বরূপ, অন্ন বা-নামক স্তোভস্বরূপ ও বাক্যনামক স্তোভ বিরাট্ সদৃশ ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতাসম্।**—আদিত্য উকারঃ, উচ্চৈরুক্তঃ সস্তমাদিত্যঃ গায়ত্রী ত্যাকারচায়াং স্তোভঃ, আদিত্যদৈবত্যে সান্নি স্তোভঃ ইত্যাদিত্য উকারঃ। নিহব ইত্যাহ্বানম্, একারঃ স্তোভঃ ; এহীতি চাহব্রতীতি তৎসামান্ত্রাৎ। বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ, বৈশ্বদেব্যে সান্নি স্তোভস্ত দর্শনাৎ। প্রজাপতির্হিংকারঃ, আনিরুক্ত্যাদিক্কার চাব্যক্তহাৎ। প্রাণঃ স্বরঃ ; স্বর ইতি স্তোভঃ, প্রাণস্ত চ স্বরহেতুত্বসামান্ত্রাৎ। অন্নং বা, বা ইতি স্তোভোহন্নম্ ; অন্নেন হীদং বাভীত্যতন্তৎসামান্ত্রাৎ। বাগ্নির্হি স্তোভো বিরাট্, অন্নং দেবতাবিশেষো বা, বৈবরাজে সান্নি স্তোভদর্শনাৎ ॥ ২ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আদিত্যদৈবতক নামে ‘উ’কার নামক স্তোভ বিদ্যমান আছে, লোকে আদিত্যকে উর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়াই কীৰ্ত্তন করে, অতএব ‘উ’কারের সহিত আদিত্যের সাম্য থাকায় আদিত্যই ‘উ’কার অর্থাৎ ‘উ’কার স্তোভকে আদিত্যজ্ঞানে উপাসনা করিবে। নিহব শব্দের অর্থ আহ্বান, ‘এ’কারও একটি স্তোভবিশেষ, লোকসমূহ কাহাকেও আহ্বান করিতে হইলে ‘এহি’ অর্থাৎ ‘এস’ বলিয়া আহ্বান করে, অতএব এই আহ্বানের সহিত সাম্য থাকায় ‘এ’কারাখ্য স্তোভে নিহব জ্ঞান করিবে। বিশ্বদেবগণ ‘ঔত্বাশ্বি’কার নামক স্তোভস্বরূপ, কারণ, বৈবশ্বদৈবত নামে ঐ স্তোভটি বিদ্যমান আছে। প্রজাপতি ‘হিং’কার নামক স্তোভস্বরূপ, কারণ, ‘হিং’ একটি অব্যক্ত শব্দবিশেষ, প্রজাপতিও অনিৰূঢ়। প্রাণ ‘স্বর’ নামক স্তোভস্বরূপ, কারণ, ‘স্বর’ একটি স্তোভ, আর প্রাণই সেই স্বরের হেতুস্বরূপ, অতএব উহাদের সাম্য থাকায় প্রাণই ‘স্বর’। অন্ন ‘যা’ এই স্তোভস্বরূপ, অন্নের সাহায্যেই ইহা ‘যাতি’ অর্থাৎ গমন করে বলিয়া উহাদের সাম্য থাকায় ‘যা’ এই স্তোভে অন্ন বিবেচনা করিবে। বৈরাজ অর্থাৎ বিরাটদৈবতক নামে ‘বাক্’ এই স্তোভটি দৃষ্ট হয় বলিয়া ‘বাক্’ই বিরাটস্বরূপ, অথবা অন্ন অর্থাৎ দেবতা-বিশেষ ॥ ২ ॥

অনিরুক্তত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুকারঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—ত্রয়োদশসংখ্যক স্তোভ ‘হুং’কারটি অনিরুক্ত অর্থাৎ কারণ-স্বরূপ, অব্যক্ত বলিয়া উহার বিশেষ নিরূপণ করা যায় না এবং সেই জন্তই সঞ্চর অর্থাৎ নানাবিধরূপে কল্পিত হয় ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—অনিরুক্তোহব্যক্তত্বাৎ ইদং চেদক্ষেতি নিরুক্তং ন শক্যতে ইত্যতঃ সঞ্চরো বিকল্প্যমানস্বরূপ ইত্যর্থঃ। কোহসো? ইত্যাহ, ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ হুকারঃ। অব্যক্তো হুয়ম্, অতোহনিরুক্তবিশেষ এবোপাস্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৩।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ত্রয়োদশস্তোভ ‘হুং’কার অনিরুক্ত অর্থাৎ অব্যক্ত বলিয়া ইহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে কেহ সমর্থ হয় না এবং সেই জন্তই সঞ্চর অর্থাৎ যাহার যেরূপ মনে হয়, সে সেইরূপেই কল্পনা করে। কারণ-পদার্থটি যেমন অনিরুক্ত বা অব্যক্ত, এই ‘হুং’কারও সেইরূপ অনিরুক্ত, এ জন্ত উহার কোন বিশেষ নির্ণয় না করিয়াই যাহার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, সেই ভাবেই কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে ॥ ৩ ॥



দুষ্কেহস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহঃ, অন্নবানন্নাদো ভবতি,  
য এতামেবং সান্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদ ইতি ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদব্রাহ্মণে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ।**—যিনি উক্তরূপ গুণসম্পন্ন সামোপনিষৎকে জানেন, বাগ্জি-  
জিহ্বের যে দোহ অর্থাৎ সার, বাগ্জিহ্বা ঐ ব্যক্তিকে তাহা দোহন করেন অর্থাৎ  
দান করেন। সেই ব্যক্তি প্রভূতপরিমাণে অন্নলাভ ও অন্নভোজন করিতে সমর্থ  
হন। ‘উপনিষদং বেদ’ এই বাক্যটির দ্বিকৃতি অধ্যায়সমাপ্তিসূচক ॥ ৪ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—স্তোভাকরোপাসনাকলমাহ। দুষ্কেহস্মৈ বাগ্দোহঃ  
মিত্যাভ্যুত্তার্থম্। য এতামেবং যথোক্তলক্ষণং সান্নাং সামাবয়বস্তোভাকরবিষয়ামুপ-  
নিষদং বর্ণনং বেদ, তস্মৈতৎ যথোক্তং ফলমিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ।  
সামাবয়ববিষয়োপাসনাবিশেষপরিসমাপ্ত্যর্থ ইতি শব্দঃ ইতি ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকস্ত ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্রোহিণীভগবৎপুণ্ড্র্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমচ্ছরভগবৎপাদকৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে

প্রথমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্ব পূর্ব শ্রুতিতে স্তোভাকরের বিষয়  
কৌণ্ঠিত হইয়াছে, এই শ্রুতিতে স্তোভাকরসমূহের উপাসনার ফল বর্ণনা করিতেছেন।  
যে ব্যক্তি সামের অবয়ববিশেষ স্তোভাকরবিষয়ক এই উপনিষৎকে বিশেষভাবে  
জানেন, বাগ্জিহ্বা তাঁহার উদ্দেশে অর্থাৎ তাঁহাকে দোহ অর্থাৎ সার পদার্থ প্রদান  
করেন ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। ‘উপনিষদং বেদ’ এই  
বাক্যটি দুইবার উচ্চারণ করিবার উদ্দেশ্য—এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল, ইহাই জানান।  
আর সামের অংশবিষয়ক উপাসনাবিশেষের বর্ণনা এই স্থানেই শেষ করা হইল, ইহাই  
বুঝাইবার নিমিত্ত ‘ইতি’ এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

প্রথম প্রপাঠক সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ

### প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ও ॥ সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু, যৎ খলু সাধু, তৎ  
সামেত্যাচক্ষতে, যদসাধু তদসামেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সম্পূর্ণ সামের উপাসনাই সাধু অর্থাৎ উত্তম। এই পৃথিবীতে  
যাহা কিছু সাধু, তাহাই সাম ও যাহা অসাধু অর্থাৎ মন্দ, তাহাই অসাম বলিয়া  
কথিত হয় ॥ ১ ॥

**পাক্‌ভক্তিকাম্য।**—“ওমিত্যেতদক্ষরম্” ইত্যাদিনা সামাবয়ববিশেষমুপাসন-  
মনেকফলমুপদিষ্টম্। অনন্তরঞ্চ স্তোভাক্ষরবিষয়মুপাসনমুক্তম্। সর্বথাইপি সার্বৈকদেশসম্বন্ধ-  
মেব তদিতি। অথেনানীঃ সমস্তে সান্নি সমস্তসামবিষয়াণ্যুপাসনানি বক্ষ্যামীত্যারভতে  
শ্রুতিঃ। যুক্তং ত্বেকদেশোপাসনানন্তরমেকদেশেবিশেষমুপাসনমুচ্যতে ইতি। সমস্তস্য  
সর্বাৱয়ববিশিষ্টস্য পাক্‌ভক্তিকস্য সাপ্তভক্তিকস্য চেত্যর্থঃ। ধ্বনিতি বাক্যালঙ্কারার্থঃ।  
সায়ঃ উপাসনং সাধু, সমস্তে সান্নি সাধুদৃষ্টিবিধিপরিহাৎ; ন পূর্বোপাসননিদ্বার্দ্বং সাধু-  
শক্যম্। নহু পূর্বত্রাবিত্তমানং সাধুং সমস্তে সান্নি অভিধীয়তে? ন, “সাধু সামেত্যা-  
পাস্তে” ইত্যুপসংহারাত্। সাধুশব্দঃ শোভনবাচী। কথমবগম্যতে? ইত্যাহ, যৎ খলু  
লোকে সাধু শোভনমনবত্তং প্রসিদ্ধং, তৎ সামেত্যাচক্ষতে কুশলাঃ, যদসাধু বিপরীতং,  
তদসামেতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“ওমিত্যেতদক্ষরম্” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা  
বহুফলপ্রদ সামাবয়ববিশেষ উদ্গীখাদিবিষয়ক উপাসনা বলা হইয়াছে। তদনন্তর  
স্তোভাক্ষরবিষয়ক উপাসনাও বলা হইয়াছে, ঐ সমস্ত উপাসনাই সামের অংশ-  
বিশেষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সম্ভ্রুতি সমস্ত সামবিষয়ে উপাসনা বলিবার নিমিত্ত  
শ্রুতি আরম্ভ করিতেছেন। কারণ, একদেশ অর্থাৎ অংশবিশেষের উপাসনা বলার  
পর একদেশী অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিষয়ের উপাসনা বলা যুক্তিসঙ্গত। সমস্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ  
অবয়ববিশিষ্ট অর্থাৎ পাক্‌ভক্তিক ও সাপ্তভক্তিক \* বা পঞ্চ বা সপ্তভাগে বিভক্ত  
সামের উপাসনাই সাধু বা উৎকৃষ্ট। মূলে যে ‘খলু’ এই শব্দটি আছে, উহা বাক্যা-  
লঙ্কার মাত্র, উহার কোন বিশেষ তাৎপর্য্য নাই। সমস্ত সামের উপাসনাই সাধু, এই-  
রূপ বলায় ও পূর্বোক্ত উপাসনায় সাধু শব্দের উল্লেখ না থাকায় তাহা যে অসাধু বা

\* ভাষ্যকার যে “পাক্‌ভক্তিক” ও “সাপ্তভক্তিক” দুইটি শব্দ একত্র করিয়াছেন, তাহার  
অর্থ—কোন স্থানে পাঁচ ভাগে, কোন স্থানে, বা সাত ভাগে বিভক্ত। ভক্তি শব্দের অর্থ সামের  
অংশবিশেষ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।



নিন্দনীয়, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ সামের উপাসনার সাধু বলি হয় নাই, উহা বলার তাৎপর্য—সম্পূর্ণ সামেই সাধুত্বদৃষ্টি কর্তব্য। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্বোক্ত উপাসনায় যখন সাধুত্বের উল্লেখ নাই, তখন ত সম্পূর্ণ সামের উপাসনার সাধুত্ব আপনা হইতেই বুঝা যাইতেছে, তবে আবার বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা নহে ; পরে “সামকে সাধু বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে” এইরূপে উপসংহার করায় এ স্থলে ‘সাধু’ শব্দটি ‘শোভন’ এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, “অনিন্দিত” এই অর্থে নহে। বলিতে পার, ‘সাধু’ শব্দটি যে শোভনার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানিব ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দেখ, এই পৃথিবীতে যাহা কিছু সাধু অর্থাৎ শোভন বা নির্দোষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, বিদ্বান্গণ তাহাকেই ‘সাম’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আর যাহা কিছু অসাধু অর্থাৎ সাধুর বিপরীত, তাহাকেই “অসাম” বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

**তদুতাপ্যাহঃ** সাত্বৈনমুপাগাদিত্য সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহঃ ; অসাত্বৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহঃ ॥২॥

**অনুবাদ।**—লোকসমূহও এই সাধু ও অসাধু শব্দের প্রয়োগবিষয়ে এইরূপই বলিয়া থাকে যে, ‘এই ব্যক্তি সাম ব্যবহার দ্বারা ইহাকে উপগত হইয়াছেন’ এইরূপ বলিলে ‘সাধু বা সদ্যবহারের দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে’ ‘অসাম ব্যবহার দ্বারা ইহাকে উপগত হইয়াছে’ বলিলে ‘অসাধু বা অসদ্যবহার দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে’ এইরূপই বুঝায় ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতান্যম্।**—তত্ত্বত্রৈব সাধুসাধুবিবেককরণে উতাপ্যাহঃ, সাত্বৈনমুপাগাদিত্য সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহঃ ; অসাত্বৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহঃ ॥২॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই সাধু ও অসাধু শব্দের পার্থক্য বিচারবিষয়ে জনসাধারণ এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে যে, যাহার নিকট হইতে অসাধু ব্যবহার প্রাপ্তির আশঙ্কা ছিল, তৎকর্তৃক বন্ধনাদিরূপ কোন অসাধু বা মল কার্যের অনুষ্ঠান যদি না দেখা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাম অবলম্বন পূর্বক এই রাজা বা সামন্তকে উপগত বা প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ প্রয়োগ করিলে সাধু অর্থাৎ শোভন অভিপ্রায়ে অর্থাৎ কোনরূপ কু-অভিসন্ধি না করিয়াই ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ইহার নিকট গমন করিয়াছে, আর যে স্থানে ইহার বিপরীত



প্রথম: খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

১০১

অর্থাৎ বন্ধনাদিরূপ অসাধু কার্য্য দেখিতে পায়, সে স্থানে অসাম অবলম্বন পূর্ব্বক এই রাজাকে অথবা সামন্তকে প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে অসাধু অভিপ্রায়েই ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ বুঝায় ॥ ২ ॥

অথোতাপ্যাহঃ সাম নো বতেতি, যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহঃ। অসাম নো বতেতি, যদসাধু ভবত্যাধু বতেত্যেব তদাহঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদঃ**—আর একপঙ লোকে বলিয়া থাকে, ‘আমাদিগের সাম সিদ্ধ হইয়াছে’ এই কথা বলিলে যাহা সাধু অর্থাৎ শোভন বা সুন্দর হয়, সেই স্থলেই ঐরূপ অর্থাৎ ‘সাধু বত’ এই অর্থ বুঝায়। আর ‘আমাদিগের অসাম সিদ্ধ হইয়াছে’ বলিলে ‘অসাধু অর্থাৎ মন্দ হইয়াছে’ বুঝাইতে ‘অসাধু বত’ এই অর্থই বুঝায় ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতানুবাদঃ**—অথোতাপ্যাহঃ স্বসংবেত্তং সাম নোহস্মাকং বতেত্যম্-কম্পায়ন্তঃ সংব্রতমিত্যাহঃ; এতত্তৈরুক্তং ভবতি, যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহঃ। বিপর্য্যয়ে জাতেহসাম নো বতেতি। যদসাধু ভবত্যাধু বতেত্যেব তদাহঃ। তস্যাং সাম-সাধুশব্দয়োরেকার্থত্বং সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদঃ**—আরও দেখ, লোকে একপঙ বলিয়া থাকে ‘আমাদিগের নিজের অনুভবগম্য সাম সিদ্ধ হইয়াছে’ এই কথা বলিলে যে বাক্য বা যে কার্য্য সাধু হয়, সেই স্থানেই ‘সাধু বত’ এই অর্থ বুঝায়। আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ ‘আমাদিগের অসাম হইয়াছে’ এই কথা বলিলে যে বাক্য বা যে কার্য্য অসাধু, সেই স্থানেই ‘অসাধু বত’ এইরূপ অর্থ বুঝায়। ইহা দ্বারা সাম ও সাধু শব্দ দুইটি যে একার্থক, তাহাই সিদ্ধ হইল। মূলের ‘বত’ এই শব্দটি অনুকম্পাবোধক ॥ ৩ ॥

স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেতু্যপাস্তেহভ্যাশো হ যদেনথ সাধবো ধর্মা আ চ গচ্ছেয়ুরূপ চ নমেয়ুঃ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদঃ**—যে কোন ব্যক্তি এই সামকে উক্ত সাধুগুণবিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করে, সাধু ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গুণসমূহ সম্বন্ধ তাহার নিকট আগমন করে ও তাহার ভোগ্যরূপে পরিণত হয়। ৪ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথমখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।



**সাক্ষরভাব্যম্।**—অতঃ স যঃ কশ্চিৎ সাধু সাম্যেতি সাধুগুণবৎ সাম্যে  
পাস্তে সমস্তং সাম সাধুগুণবদ্বিধাঃ স্তৈশ্চৈতৎ ফলম্—অভ্যাশো হ ক্షিপ্রং হ । যদिति ক্షি  
বিশেষণার্থম্ । এনমুপাসকং সাধবঃ শোভনাঃ ধর্ম্মাঃ ঋতিশ্রুত্যবিরুদ্ধা আ চ গচ্ছ  
রাগচ্ছেষুশ্চ, ন কেবলমাগচ্ছেষুঃ, উপ চ নমেয়রূপনমেয়ুশ্চ, ভোগ্যেদ্বেনোপতি  
রিত্যর্থঃ । ৪ ।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকন্ত প্রথমখণ্ডভাব্যম্ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত ভাব্যানুবাদঃ।**—অতএব যে কোন ব্যক্তি সমস্ত সাম্যে  
সাধুগুণবিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করে, সাধু অর্থাৎ ঋতি-শ্রুতির অবিরুদ্ধ শৌভ  
ধর্ম্মসমূহ অতিসম্বরণ এই উপাসকের সমীপে আগমন করে, অর্থাৎ তাহাকে আশ্র  
করে, কেবল যে আগমনমাত্রই করে, তাহা নয়, তাহার ভোগ্যরূপেও পরিণত হ  
ইহাই উক্তরূপ উপাসনার ফল জানিবে ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথমখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত । পৃথিবী হিষ্কারঃ, অগ্নিঃ  
প্রস্তাবঃ, অন্তরীক্ষমুদগীথঃ, আদিত্যঃ প্রতিহারঃ, তৌর্নিধনমিত্যু-  
র্দেষু ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—লোক অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ স্থানে সামকে পাঁচ প্রকার  
দৃষ্টিতে উপাসনা করিবে । সেই পাঁচ প্রকার কি, তাহাই বলিতেছেন—পৃথিবীই  
হিষ্কার, অগ্নিই প্রস্তাব, অন্তরীক্ষই উদগীথ, আদিত্যই প্রতিহার ও তৌ বা স্বর্গই  
নিধন, অর্থাৎ হিষ্কারকে পৃথিবীজ্ঞানে, প্রস্তাবকে অগ্নিজ্ঞানে, উদগীথকে অন্তরীক্ষ-  
জ্ঞানে, প্রতিহারকে আদিত্যজ্ঞানে ও নিধনকে স্বর্গজ্ঞানে উপাসনা করিবে ।  
ইহাই উক্তলোকবিষয়ক উপাসনা ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্ ।**—কানি পুনস্তানি সাধুদৃষ্টিবিশিষ্টানি সমস্তানি সামান্য-  
পাত্নানীতি ? ইমানি তাত্পর্য্যাস্তে, লোকেষু পঞ্চবিধমিত্যাদীনি । নহু লোকাদিদৃষ্ট্যা  
তাত্পর্য্যপাত্নানি সাধুদৃষ্ট্যা চেতি বিরুদ্ধম্ ; ন, সাধুশব্দ লোকাদিকাৰ্য্যেব কারণশাস্ত্র-  
গতত্বাৎ, যদাদিবদ্বটাদিবিকারেবু । সাধুশব্দবাচ্যোহর্থো ধর্ম্মো ব্রহ্ম বা সর্ব্বথাহপি  
লোকাদিকাৰ্য্যেবমুগতম্ । অতো বধা যত্র যটাদিদৃষ্টিমৃদাদিদৃষ্ট্যমুগতৈব সা, তথা  
সাধুদৃষ্ট্যমুগতৈব লোকাদিদৃষ্টিঃ, ধর্ম্মাদিকাৰ্য্যত্বান্নোকাদীনাম্ । যতপি কারণত্বমবিশিষ্টঃ  
ব্রহ্ম-ধর্ম্ময়োঃ, তথাহপি ধর্ম্ম এব সাধুশব্দবাচ্য ইতি যুক্তং, 'সাধুকারী সাধুর্ভবতি' ইতি ধর্ম্ম-  
বিষয়ে সাধুশব্দপ্রয়োগাৎ । নহু লোকাদিকাৰ্য্যেব কারণশাস্ত্রগতত্বাদর্থপ্রাপ্তেব তদ্বৃষ্টিরिति  
'সাধু সামোপাস্তে' ইতি ন বক্তব্যম্ ; ন শাস্ত্রগম্যত্বাস্তদ্বৃষ্টেঃ ; সর্ব্বত্র হি শাস্ত্রপ্রাপিতা  
এব ধর্ম্মা উপাস্তাঃ, ন বিত্তমানা অপ্যশাস্ত্রীয়াঃ । লোকেষু পৃথিব্যাদিষু পঞ্চবিধং পঞ্চ-  
ভক্তিভেদেন পঞ্চপ্রকারং সাধু সমস্তং সামোপাসীত । কথম্ ? পৃথিবী হিষ্কারঃ । লোকে-  
ষু বা সপ্তমী, তাং প্রথমাত্মেন বিপরিণময়্য পৃথিব্যাদিদৃষ্ট্যা হিষ্কারে 'পৃথিবী হিষ্কারঃ'  
ইত্যুপাসীত । ব্যত্যস্ত বা সপ্তমীভক্তিং লোকবিষয়াং হিষ্কারাদিষু পৃথিব্যাদিদৃষ্টিঃ  
কুত্থোপাসীত । তত্র পৃথিবী হিষ্কারঃ, প্রাথম্যসামান্যত্বাৎ । অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ, অগ্নৌ  
হি কৰ্ম্মাণি প্রস্তু যন্তে ; প্রস্তাবশ্চ ভক্তিঃ । অন্তরীক্ষমুদগীথঃ, অন্তরীক্ষং হি  
গগনম্ ; গকারবিশিষ্টশ্চোদগীথঃ । আদিত্যঃ প্রতিহারঃ, প্রতিপ্রাণ্যভিমুখত্বাৎ  
প্রতি মাং প্রতিহতি । তৌর্নিধনম্ ; দিবি নিধীয়েন্তে হি ইতোঃ গত ইত্যুর্দেষু উক্তং  
গতেষু লোকদৃষ্ট্যা সামোপাসনম্ ॥ ১ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বথওে যে উক্ত হইয়াছে, সম্যক সামই সাধু দৃষ্টিতে উপাস্ত, সেই সাধুদৃষ্টিবিশিষ্ট সম্পূর্ণ সাম কি? সম্প্রতি তাহা বলিতেছেন। এ স্থানে একরূপ আপত্তি হইতে পারে যে—একবার বলা হইয়াছে সাধুদৃষ্টিতে সাম উপাস্ত, আবার এ স্থানে বলিতেছ—লোকাদিদৃষ্টিতে সাম উপাস্ত একরূপ বিরুদ্ধ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, বিরুদ্ধ হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—যেমন যুক্তিকানির্মিত ঘটাদি কার্যে যুক্তিকাদিদৃষ্টিবিরুদ্ধ নহে, সেইরূপ লোক অর্থাৎ পৃথিব্যাদি কার্যেও সাধুশব্দার্থক কার্যে অন্তর্গত আছে। অভিপ্রায় এই যে—সাধুশব্দে ধর্ম বা ব্রহ্ম বাহাই কেন বুঝা যায় তাহা লোকাদিকার্যে সর্বপ্রকারেই অন্তর্গত আছে; যেমন যে স্থানে ঘটাদি কার্য হয়, সেই স্থানেই সেই ঘটাদিবোধ যেমন যুক্তিকাদিদৃষ্টির অন্তর্গত, ঘটাদি যুক্তিকাদি-নির্মিত বলিয়া তাহাতে যুক্তিকাদিদৃষ্টিই হয়, এ স্থানেও সেইরূপ পৃথিব্যাদি পদার্থ ধর্মাদিরই কার্য বলিয়া সামে লোকাদিদৃষ্টিও সাধুদৃষ্টিরই অন্তর্গত ও অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। যদিও ধর্ম ও ব্রহ্ম এই দুইটির কারণস্ববিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য নাই, তাহা হইলেও ধর্মই যে সাধুশব্দের বাচ্য, ইহা যুক্তিসঙ্গত। সাধুশব্দ অর্থাৎ ধর্মচরণশীল ব্যক্তি ‘সাধুভবতি’ অর্থাৎ সাধুই হয়, এ স্থলে ধর্মবিষয়েই সাধুশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এ স্থানে আর একটা আপত্তি হইতে পারে যে পৃথিবীলোকাদিরূপ কার্যে তাহার কারণ অর্থাৎ ধর্ম বা সাধু যখন অন্তর্গতই বলিয়াছে, তখন তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও ত অর্থ দ্বারাই সেই সাধুদৃষ্টি বুঝা যাবে আবার ‘সামে সাধুদৃষ্টিতে উপাসনা করিবে’ ইহা বলার ত কোন আবশ্যক করে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ওরূপ বলা দোষাবহ নহে, কারণ, এই প্রকার দৃষ্টি কেবল শাস্ত্রগম্য অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাই ঐরূপ দৃষ্টি কর্তব্য, ইহা জানা যায়। সর্বস্থানেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মই উপাস্ত, কিন্তু বিদ্যমান অর্থাৎ প্রচলিত হইলেও অশাস্ত্রীয় ধর্ম কখনই উপাস্ত নহে।

লোক অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি কার্যে পঞ্চবিধভক্তিভেদে পাঁচ প্রকার ও সাধুশব্দগণবিশিষ্ট সমস্ত সামের উপাসনা কি প্রকারে করিতে হইবে, এই অধ্যায়ে তাহা বলিতেছেন। পৃথিবীই হিংকার অর্থাৎ হিংস্রকে পৃথিবী জ্ঞান করিয়া ‘পৃথিবী হিংকার’ এইরূপ উপাসনা করিবে, কারণ, পৃথিবীও প্রথম, পঞ্চবিধ সামের মধ্যে হিংকারও প্রথম, এই প্রথমস্বরূপ সাম্য থাকায় পৃথিবীই হিংকার। অগ্নিই প্রস্তাব কারণ, সমস্ত কর্মই অগ্নিতে প্রস্তুত অর্থাৎ সম্পন্ন হয়, আর প্রস্তাবও তর্ক অর্থাৎ সামান্ত্যবিশেষ, এই প্রস্তাবরূপ সাদৃশ্যানুসারে প্রস্তাবকে অগ্নিজ্ঞান উপাসনা করিবে। অন্তরীক্ষ অর্থাৎ গগন বা আকাশই উদ্গীথ, উদ্গীথও



দ্বিতীয়: খণ্ড:]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

১০৫

আছে, গগনেও 'গ' আছে, এই সাদৃশ্যবশতঃ উদ্‌গীথকে অন্তরীক্ষজ্ঞানে উপাসনা করিবে। আদিত্যই প্রতিহার, কারণ, সকল প্রাণীই মনে করে, তিনি যেন আমার প্রতি অভিযুগ্ম অর্থাৎ আমার দিকেই মুখ করিয়া রহিয়াছেন, এই 'প্রতি' শব্দের সহিত সাদৃশ্য থাকায় প্রতিহারকে আদিত্যজ্ঞানে উপাসনা করিবে। ত্রো অর্থাৎ স্বর্গই নিধন, কারণ, জীবগণ ইহলোক হইতে গমন করিয়া ছালোক অর্থাৎ স্বর্গে নিহিত বা অবস্থিত হয়, এ জন্ত নিধনকে ছালোক জ্ঞানে আরাধনা করিবে। ইহা উর্দ্ধদেশবিষয়ক লোকদৃষ্টিতে সামের উপাসনা। পূর্বে যে পাক্‌ভক্তিক ও সাগ্‌ভক্তিক সামের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ স্থানে তাহার মধ্যে হিষ্কার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার ও নিধন সামের এই পাঁচটি ভক্তি বা বিভাগ নইয়া পাক্‌ভক্তিক সামের বিষয় বর্ণনা করা হইল ॥ ১ ॥

অথাবত্তেষ্ণু ত্রোহিষ্কারঃ, আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ, অন্তরিক্ষমুদগীথঃ, অগ্নিঃ প্রতিহারঃ, পৃথিবী নিধনম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর আবৃত্ত অর্থাৎ অধোমুখ লোকসমূহে পঞ্চবিধ সামোপাসনা বলিতেছেন। ছালোকই হিষ্কার, আদিত্যই প্রস্তাব, অন্তরিক্ষই উদ্‌গীথ, অগ্নিই প্রতিহার ও পৃথিবীই নিধন ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতান্যম্।**—অথাবত্তেষ্ণুবাযুখেষ্ণু পঞ্চবিধমুচ্যতে সামোপাসনম্। গত্যাগতিবিশিষ্টা হি লোকাঃ; যথা তে, তথাদৃষ্ট্যেব সামোপাসনং বিধীয়তে যতঃ, অত আবত্তেষ্ণু লোকেষু। ত্রোহিষ্কারঃ প্রাথম্যং। আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ, উদিত্তে হি আদিত্যে প্রস্তুয়ন্তে কৰ্ম্মাণি প্রাণিনাম্। অন্তরিক্ষমুদগীথঃ, পূৰ্ব্বং। অগ্নিঃ প্রতিহারঃ, প্রাণিভিঃ প্রতিহারাদয়েঃ। পৃথিবী নিধনম্; তত আগতানামিহ নিধানং ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পৃথিবী হইতে ছালোক পর্যন্ত পঞ্চবিধ সামোপাসনা বলার পর সম্প্রতি আবৃত্ত অর্থাৎ অধোমুখ লোকসমূহে অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত প্রকারের বিপরীতভাবে পঞ্চবিধ সামোপাসনা বলিতেছেন। কারণ, এই লোকসমূহ গমনাগমনশীল, ইহারা ইহলোক হইতে গমন করে, আবার ইহলোকে আগমনও করে, এই লোকসমূহ বেক্রপ, ঠিক সেইরূপ দৃষ্টিতেই সামোপাসনা বিধেয়, এই জন্তই পূর্বে উর্দ্ধলোকবিষয়ক সামোপাসনা বলিয়া নিম্নাভিমুখলোকবিষয়ক উপাসনা বলিতেছেন। প্রথমতরূপ সাদৃশ্যবশতঃ ছালোকই হিষ্কার। আদিত্যদেব উদিত হইলে প্রাণিসমূহের কৰ্ম্মসমূহ প্রস্তুত হয় অর্থাৎ প্রাণিগণ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এই প্রস্তুত ব্যাপারের সহিত সাদৃশ্য থাকায় আদিত্যই প্রস্তাব। গগনের 'গ' ও উদ্‌গীথের 'গ' এই উভয়ে সাদৃশ্য থাকায় অন্তরীক্ষই উদ্‌গীথ। প্রাণিগণ



অগ্নিকে প্রতিহরণ অর্থাৎ ইতস্ততঃ লইয়া যায় বলিয়া অথবা ইতস্ততঃ আদিক  
করে বলিয়া অগ্নিই প্রতিহার। ছালোক বা স্বর্গ হইতে আগত জীবগণ এই  
স্থানেই নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত হয় বলিয়া (কেহ কেহ 'নিধন প্রাপ্ত হয়' এই  
ব্যাখ্যা করেন) এই পৃথিবীই নিধন ॥ ২ ॥

কল্পন্তে হাশ্মৈ লোকা উর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ, য এতদেবং বিদ্বাশ্চ  
কেবু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া পৃথিবী  
লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, তাহার নিমিত্ত উর্দ্ধ ও অধঃস্থিত লোক  
সমূহ কল্পিত হয় অর্থাৎ ভোগ্যরূপে তাহার নিকট উপস্থিত হয় ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—উপাসনফলং—কল্পন্তে সমর্থ্য ভবন্তি, হাশ্মৈ লোক  
উর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ গত্যাগতিবিশিষ্টা ভোগ্যত্বেন ব্যবতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ । য এতদেবং বিদ্বা  
লোকেবু পঞ্চবিধং সমস্তং সাবু সামোপাস্তে ইতি সর্বত্র যোজনা পঞ্চবিধে সপ্তরি  
চ । ৩ ।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতে  
ছেন। যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া পৃথিবী প্রভৃতি লোক  
বিবেচনার সমস্ত অর্থাৎ পঞ্চবিধ বা সপ্তবিধ সামকে 'সাবুগুণবিশিষ্ট সাম' বলিয়া  
উপাসনা করে, গমন ও আগমনবিশিষ্ট উর্দ্ধ ও আবৃত্ত অর্থাৎ অধঃস্থিত লোকসমূহ  
তাহার নিমিত্ত কল্পিত হয় অর্থাৎ তাহার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়। অভিপ্রায় এই  
যে, উর্দ্ধ ও অধঃস্থিত লোকসমূহে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আছে, তাহা সেই উপাসন  
ভোগ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত । পুরোবাতো হিষ্কারঃ, মেঘো জায়তে স প্রস্তাবঃ, বর্ষতি স উদগীথঃ, বিদ্রোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ, উদগৃহ্ণাতি তন্নিধনম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সম্প্রতি অত্বরূপ সামোপাসনা বলিতেছেন। বৃষ্টিবিষয়ে পাঁচ প্রকার সামের উপাসনা করিবে। পূর্বদিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই হিষ্কার। ঐ বায়ু হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রস্তাবস্বরূপ। সেই মেঘ হইতে যে বর্ষণ হয়, তাহাই উদগীথ। তাহা হইতে যে বিদ্রোৎ প্রকাশিত হয় ও গর্জন হয়, তাহাই প্রতিহার। আর যে জন গ্রহণ করা যায়, তাহাই নিধন-স্বরূপ ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত। লোকস্থিতে বৃষ্টিনিমিত্ত-  
ত্বাদানন্তর্য্যম্। পুরোবাতো হিষ্কারঃ; পুরোবাতাভ্যুদগ্ৰহণাস্তা হি বৃষ্টিঃ, যথা সাম হিষ্কা-  
রাদিনিধনান্তম্; অতঃ পুরোবাতো হিষ্কারঃ, প্রাথম্যাৎ। মেঘো জায়তে স প্রস্তাবঃ,  
প্রাবৃষি মেঘোপজননে বৃষ্টে: প্রস্তাবঃ ইতি হি প্রসিদ্ধিঃ। বর্ষতি স উদগীথঃ, শ্রেষ্ঠ্যাৎ।  
বিদ্রোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ, প্রতিহতত্বাৎ। উদগৃহ্ণাতি তন্নিধনং, সমাপ্তি-  
সামান্তাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—বৃষ্টি হইতেই এই লোকসমূহ রক্ষিত  
হয় বলিয়া হিষ্কারাদিতে পৃথিবী প্রভৃতি জ্ঞানে সামোপাসনা বর্ণনা করিয়া অনন্তর  
বৃষ্টিবিষয়ে পাঁচ প্রকার সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন। বৃষ্টিতে পাঁচ প্রকার  
সামের উপাসনা করিবে। পুরোবাত অর্থাৎ পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ুই হিষ্কার,  
কারণ, হিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া নিধন পর্য্যন্ত পাঁচটি যেমন সাম অর্থাৎ সামের  
অংশ, সেইরূপ পুরোবাত হইতে আরম্ভ করিয়া উদগ্ৰহণ পর্য্যন্ত পাঁচটি বৃষ্টি অর্থাৎ  
বৃষ্টির পাঁচটি অংশ। হিষ্কার যেমন প্রথম, পুরোবাতও সেইরূপ প্রথম, এই প্রথমস্বরূপ  
সাদৃশ্য থাকায় পুরোবাতই হিষ্কার। সেই বায়ু হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হয়,  
তাহাই প্রস্তাব, কারণ, বর্ষাকালে মেঘ উৎপন্ন হইলে বৃষ্টির প্রস্তাব  
অর্থাৎ আরম্ভ হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকায় মেঘই প্রস্তাব। ঐ মেঘ হইতে  
যে বর্ষণ হয়, তাহাই উদগীথ, কারণ, উভয়ই শ্রেষ্ঠ। ঐ মেঘে যে বিদ্রোৎ বিকাশ ও  
গর্জন হয়, তাহাই প্রতিহার, কারণ, উভয়ই প্রতিহত অর্থাৎ বিদ্রুত অর্থাৎ



বহুদূরে ছড়াইয়া পড়ে, এই 'প্রতি' শব্দের সহিত সাদৃশ্য থাকায় বিদ্যাৎ ও পুরু  
প্রতিহার। আর ঐ বৃষ্টির যে জল গ্রহণ করা যায়, তাহাই নিধন, কারণ, সমা  
অর্থাৎ দুইটিই সকলের শেষে উল্লিখিত। হওয়ায় এই শেষত্বরূপ সাম্যবশতঃ পৃষ্টি  
জলই নিধনস্বরূপ ॥ ১ ॥

বর্ষতি হ্যস্মৈ, বর্ষয়তি হ, য এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ প  
বিধৎ সামোপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া বৃষ্টি  
পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, মেঘ তাহার নিমিত্ত বর্ষণ করে ও সময়বিশেষে বৃষ্টি  
অভাব হইলেও তাহার জন্ত বর্ষণ করায় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—ফলমুপাসনস্ত—বর্ষতি হ্যস্মৈ ইচ্ছাতঃ । তথা বর্ষ  
হ অসত্যামপি বৃষ্টৌ । য এতদিত্যাदि পূর্ববৎ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতেছেন  
যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ জানিয়া বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, তাহার  
জন্ত মেঘ ইচ্ছাপূর্বকই জলবর্ষণ করে অথবা তাহার ইচ্ছানুসারেই জল বর্ষিত হয়  
ও সময়বিশেষে বৃষ্টির অভাব হইলেও তাহার জন্ত বিশেষভাবে বর্ষণ করায় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



দ্বিতীয়প্রপাঠকে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

সর্কাস্বপ্ন পঞ্চবিধং সামোপাসীত । মেঘো যৎ সংপ্লবতে  
স হিষ্কারঃ, যদ্বর্ষতি স প্রস্তাবঃ, যাঃ প্রাচ্যঃ শ্রুদন্তে স  
উদগীথঃ, যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ, সমুদ্রো নিধনম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সর্কপ্রকার জলে পাঁচ প্রকার সামের উপাসনা করিবে। মেঘ  
যে সংপ্লুত হয়, তাহাই হিষ্কার। যাহা বর্ষণ করে, তাহাই প্রস্তাব। পূর্বদিকে  
যে সমস্ত নদী বা জল ক্ষরিত অর্থাৎ প্রবাহিত হয়, তাহাই উদগীথ। পশ্চিমদিকে  
যে সমস্ত নদী বা জল ক্ষরিত অর্থাৎ প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রতিহার। যাহা সমুদ্র,  
তাহাই নিধন ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতান্ত্রম্।**—সর্কাস্বপ্ন পঞ্চবিধং সামোপাসীত । বৃষ্টিপূর্বকস্বাৎ  
সর্কাসামপামানস্তর্ধ্যম্ । মেঘো যৎ সংপ্লবতে একীভাবেনেতরেতরং ঘনীভবতি মেঘো  
যদা উন্নতো বা, তদা সংপ্লবতে ইত্যাচ্যতে । তদা অপামারম্ভঃ স হিষ্কারঃ । বদ্বর্ষতি  
স প্রস্তাবঃ, আপঃ সর্বতো ব্যাপ্তুং প্রস্তুতাঃ । যাঃ প্রাচ্যঃ শ্রুদন্তে স উদগীথঃ, শ্রেষ্ঠাৎ ।  
যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ, প্রতি-শব্দসামান্তাৎ । সমুদ্রো নিধনম্ ; তন্নিধনত্বাদপাম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সর্কবিধ জলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা  
করিবে। বৃষ্টির পরেই সমস্ত জল হয় বলিয়া বৃষ্টিবর্ণনের পর জলের নির্দেশ  
করিতেছেন। মেঘ যে সংপ্লুত হয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডসমূহ পরস্পর মিলিত  
হইয়া ঘনীভূত ও উন্নত হয়, তাহাই ও সেই সময়েই যে জলের আরম্ভ হয়,  
সেই আরম্ভই হিষ্কার। যাহা বর্ষণ হয়, তাহাই প্রস্তাব, কারণ, সেই জলসমূহ  
পৃথিবীকে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করিতে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ আরম্ভ করে। পূর্বদিকে যে  
সমস্ত নদী বা জল ক্ষরিত অর্থাৎ প্রবাহিত হয়, যেমন গঙ্গা প্রভৃতি, তাহাই  
উদগীথ, কারণ, উভয়ই শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমদিকে যে সমস্ত নদী বা জল ক্ষরিত  
অর্থাৎ প্রবাহিত হয়, যেমন নর্মদা প্রভৃতি, তাহাই প্রতিহার, কারণ, 'প্রতি'  
এই শব্দের সহিত 'প্রতীচ্য' ও 'প্রতিহার' উভয়েরই সাদৃশ্য আছে। আর  
সমুদ্রই নিধন, কারণ, জলসমূহ সমুদ্রেই নিহিত হয় অর্থাৎ তাহাতেই লীন  
হইয়া যায় ॥ ১ ॥



ন হাপ্‌স্ব প্রৈত্যপ্‌স্বমান্ ভবতি, য এতদেবং বিদ্বান্  
সৰ্ব্বাস্বপ্‌স্ব পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি সামকে এইরূপ জানিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা  
করে, সে কখনই জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে না ও প্রচুর জল লাভ  
করে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—ন হ অপ্‌স্ব প্রৈতি, নেচ্ছতি চেৎ । অপ্‌স্বমান্ অস্বান্  
ভবতি, ফলম্ । ২ ।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উক্ত উপাসনার ফল বলিতেছেন । যে  
ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ জানিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি যদি  
নিজে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলেই কখনই জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে না ও  
ইচ্ছা করিলে মরুভূমিতেও প্রচুর জল লাভ করিতে পারে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

ঋতুযু পঞ্চবিধং সামোপাসীত । বসন্তো হিষ্কারঃ, গ্রীষ্মঃ  
প্রস্তাবঃ, বর্ষা উদ্গীথঃ, শরৎ প্রতিহারঃ, হেমন্তো নিধনম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—ঋতুতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে । বসন্তই হিষ্কার,  
গ্রীষ্মই প্রস্তাব, বর্ষাই উদ্গীথ, শরৎই প্রতিহার ও হেমন্তই নিধন ॥ ১ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্ ।**—ঋতুযু পঞ্চবিধ সামোপাসীত । ঋতুব্যবস্থায় যথো-  
ক্তাধুনিনিবৃত্তাদানন্তর্য্যম্ । বসন্তো হিষ্কারঃ, প্রাথম্যং । গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ, যবাদিসংগ্রহঃ  
প্রস্তু যতে হি প্রাবৃড়র্থম্ । বর্ষা উদ্গীথঃ, প্রাধান্যং । শরৎ প্রতিহারঃ, রোগিণাং মৃতানাঞ্চ  
প্রতিহরণং । হেমন্তো নিধনং, নিবাত্তে নিধনং প্রাণিনাম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—জলের নিমিত্তই অর্থাৎ বর্ষাদি ক্রমে ঋতু  
বিভাগ হয় বলিয়া জলের উপাসনাবিষয়ে বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি ঋতুবিষয়ে উপাসনার  
উপদেশ করিতেছেন । ঋতুতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে । বসন্তই  
হিষ্কার, কারণ, সামভক্তির মধ্যে হিষ্কারই প্রথম আর ঋতুর মধ্যে বসন্তই প্রথম,  
এই প্রথমত্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় বসন্তই হিষ্কার । গ্রীষ্মই প্রস্তাব, কারণ, ঐ কালে  
বর্ষাকালের নিমিত্ত যবগোধূমাদি শস্তসমূহ সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ আরম্ভ  
করে ; এই প্রস্তুতের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ গ্রীষ্মই প্রস্তাব । উদ্গীথও প্রধান,  
বর্ষাও প্রধান, এই প্রাধান্যরূপ সাদৃশ্য থাকায় বর্ষাই উদ্গীথ । রুগ্ন ও মৃত ব্যক্তি-  
গণকে প্রতিহরণ অর্থাৎ রুগ্নকে প্রায়ই সংহার ও মৃতব্যক্তিগণের প্রতিহরণ অর্থাৎ  
সংখ্যাধিক্য হয় বলিয়া প্রতিহরণের সহিত সাদৃশ্য থাকায় শরৎ ঋতুই প্রতিহার ।  
হেমন্ত ঋতুই নিধন, কারণ, হেমন্তকালে প্রাণিসমূহ বায়ুশূন্য স্থানেই নিধন অর্থ  
নিহিত বা অবস্থিতি করে বলিয়া নিধনের সহিত সাদৃশ্য থাকায় হেমন্তই নিধন ।  
(“বায়ুর অভাবে প্রাণিগণের নিধন হয়, এই জন্ত হেমন্ত ঋতুই নিধন” কেহ কেহ  
এরূপ ব্যাখ্যাও করেন) এ স্থানে যে বসন্ত ঋতুকে প্রথম বলিয়া উল্লেখ করা  
হইয়াছে, তাহার কারণ, ঋতু-গণনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে,  
কোন মতে শিশির হইতে, কোন মতে বর্ষা হইতে, কোন মতে বা গ্রীষ্ম  
হইতে, আবার কোন মতে বা বসন্ত হইতেই ঋতু-গণনা আরম্ভ করা হয়,  
এখানে বসন্ত হইতেই ঋতু গণনা করিয়াছেন । গীতাতেও বলা হইয়াছে—“ঋতুনাং



কুসুমাকরঃ” অর্থাৎ ঋতুসমূহের মধ্যে আমি বসন্ত, এই কথাতেও বসন্তেরই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে, আর হেমন্ত ও শিশির দুইটিই শীত ঋতু বলিয়া হেমন্ত ও শিশিরকে একটি ঋতুরূপে গণনা করিয়া পাঁচটি ঋতুর উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

কল্পন্তে হান্মা ঋতবঃ, ঋতুমান্ ভবতি ; য এতদেব  
বিদ্বান্‌তুযু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ জানিয়া ঋতুতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, সমস্ত ঋতুই তাহার উপভোগ্যরূপে কল্পিত হয় ও সেই ব্যক্তি ঋতুমান্ অর্থাৎ প্রত্যেক ঋতুতে ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহ স্বয়ংই তাহার নিকট উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—কলং—কল্পন্তে হ ঋতুব্যবস্থারূপভোগ্যত্বেন অষ্ট উপাসকায় ঋতবঃ । ঋতুমান্ আর্ভবৈর্ভোগৈশ্চ সম্পন্নো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতেছেন। ঋতুসমূহ এই উপাসকের জন্ত প্রত্যেক ঋতুর অনুরূপ ভোগ্যরূপে কল্পিত হয় অর্থাৎ যে ঋতুতে যাহা উপভোগ্য, সেইরূপ ভোগই সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় ও ঋতুমান্ অর্থাৎ ঋতুবিষয়ক ভোগসম্পন্ন হয় । তাৎপর্য এই যে, যে ঋতুতে যাহা হুস্ত্রাপ্য, উপাসকের ইচ্ছানুসারে তাহাও সর্বদাই তাহার নিকট উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

পশুযু পঞ্চবিধং সামোপাসীত । অজা হিষ্কারঃ, অবয়ঃ  
প্রস্তাবঃ, গাব উদ্গীথঃ, অশ্বাঃ প্রতিহারঃ, পুরুষো নিধনম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—পশুতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে । অজা অর্থাৎ  
ছাগসমূহই হিষ্কার । অবি অর্থাৎ মেঘসমূহই প্রস্তাব । গোসমূহই উদ্গীথ ।  
অশ্বসমূহই প্রতিহার ও পুরুষই নিধন ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—পশুযু পঞ্চবিধ সামোপাসীত । সম্যগব্রতেশ্চতুষ্টয়  
পশব্যঃ কাল ইত্যনন্তর্যাম্ । অজা হিষ্কারঃ, প্রাধাত্যং প্রাথম্যাচ্ছা, “অজঃ পশুনাং  
প্রথমঃ” ইতি ঋতেঃ । অবয়ঃ প্রস্তাবঃ, সাহচর্য্যদর্শনাদজাবীনাং । গাব উদ্গীথঃ,  
শ্রৈষ্ঠ্যং । অশ্বাঃ প্রতিহারঃ, প্রতিহরণং পুরুষাণাম্ । পুরুষো নিধনঃ, পুরুষাশ্রয়ত্বাৎ  
পশুনাং ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পশুবিষয়ে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা  
করিবে । ঋতুসমূহ ষথায়থভাবে প্রবৃত্ত হইলেই কালে পশুর প্রয়োজন হয় অর্থাৎ  
ভূমিকর্ষণ লোমসংগ্রহাদিজন্তু তাহাদের আবশ্যক হয়, এ জন্ত ঋতুবিষয়ক উপাসনার  
পর পশুবিষয়ে সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন । ( কেহ কেহ একরূপ ব্যাখ্যা করেন—  
“পশুদিগের হিতকর কাল উপস্থিত হয়” । ) অন্তবিধ পশুর অভাবে ছাগেরই গ্রহণ  
করার বিধান থাকায় যজ্ঞবিষয়ে ছাগের প্রাধান্তবশতঃ ও “পশুদিগের মধ্যে  
ছাগই প্রথম” ঋতিতে এইরূপ উল্লেখ থাকায় ছাগের প্রথমত্ববশতঃ ছাগই হিষ্কার ।  
সর্বত্র “অজাবি” অর্থাৎ ছাগ ও মেঘ একত্রেই উল্লেখ থাকায় অবিসমূহ অর্থাৎ মেঘ-  
সমূহই প্রস্তাব । শ্রেষ্ঠতাবশতঃ গোসমূহই উদ্গীথ । পুরুষদিগকে প্রতিহরণ  
অর্থাৎ বহন করে বলিয়া অশ্বসমূহই প্রতিহার । পশুগণ পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই  
অবস্থিতি করে বলিয়া পুরুষই নিধন ॥ ১ ॥

ভবন্তি হ্যস্ত পশবঃ, পশুমান্ ভবতি, য এতদেবং বিদ্বান্  
পশুযু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া পশুতে



পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, সেই উপাসক প্রচুর পশু লাভ করে ও পশুসমূহ সেই উপাসকের ভোগযোগ্য হয় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্ষরভাষ্যম্ ।**—ফলং—ভবন্তি হস্ত পশবঃ, পশুমান্ ভবতি পশুকর্মেণ ভোগত্যাগাদিভিষুভ্যাতে ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতেছেন, এই উপাসকের বহু পশু হয় ও সেই ব্যক্তি পশুমান্ হয় অর্থাৎ ভোগ, দান ইত্যাদি রূপ পশু থাকার যে ফল, সেই ফল প্রাপ্ত হয় । তাৎপর্য্য এই যে, প্রচুর পশু থাকিলে তাহার দুগ্ধ পান, কৃষিকার্য্যাদিতে নিয়োগরূপ ভোগ ও অর্ধিগণকে দান করিয়া সুফল লাভ করিতে পারে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তমঃ খণ্ডঃ

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত । প্রাণো  
হিষ্কারঃ, বাক্ প্রস্তাবঃ, চক্ষুর্দৃগীধঃ, শ্রোত্রং প্রতিহারঃ, মনো  
নিধনং, পরোবরীয়াংসি বা এতানি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চবিধ প্রাণে পরোবরীয়াদি গুণসম্পন্ন  
পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে । প্রাণই হিষ্কার । বাক্ অর্থাৎ বাগিলিয়ই  
প্রস্তাব । চক্ষুঃ উদগীধ । কর্ণই প্রতিহার ও মনঃই নিধন । অতএব এই  
প্রাণসমূহ পরোবরীয়াদি গুণসম্পন্ন ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্য।**—প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত । পরম্পরং  
পরোবরীয়স্বগুণবৎপ্রাণদৃষ্টিবিশিষ্টং সামোপাসীতেত্যর্থঃ । প্রাণো জ্ঞাণো হিষ্কারঃ,  
উত্তরোত্তরবরীয়সাং প্রাথম্যাৎ । বাক্ প্রস্তাবঃ, বাচা হি প্রস্তুয়তে সর্বম্ ; বাধরীয়সী  
প্রাণাৎ, অপ্রাপ্তমপ্যুচ্যতে বাচা ; প্রাপ্তশ্চৈব তু গন্ধস্ত গ্রাহকঃ প্রাণঃ । চক্ষুঃ উদগীধঃ,  
বাচো বহুতরবিষয়ং প্রকাশয়তি চক্ষুঃ অতো বরীয়ো বাচ উদগীধঃ শ্রেষ্ঠ্যাৎ । শ্রোত্রং  
প্রতিহারঃ, প্রতিহতত্বাৎ ; বরীয়শ্চক্ষুঃ সর্বতঃ শ্রবণাৎ । মনো নিধনং, মনসি  
হি নিধীয়ন্তে পুরুষস্ত ভোগ্যাভ্যেন সর্বেন্দ্রিয়ান্নতবিষয়াঃ ; বরীয়স্ব চ শ্রোত্রান্ননসঃ,  
সর্বেন্দ্রিয়বিষয়ব্যাপকত্বাৎ, অভীন্দ্রিয়বিষয়োহপি মনসো গোচর এবোতি । যথোক্ত-  
হেতুভ্যঃ পরোবরীয়াংসি প্রাণাদীনি বৈ এতানি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পশু হইতে সমুদ্ভূত ছন্দ-ব্রতাদি সেবনই  
প্রাণসমূহ স্বকার্যসাধনে সমর্থ হয় বলিয়া পশুবিষয়ক সামোপাসনার পর প্রাণবিষয়ে  
সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন । পঞ্চবৃত্তিক প্রাণে পরোবরীয় অর্থাৎ উত্তরোত্তর  
শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট প্রাণদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে । উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব-  
গুণবিশিষ্ট প্রাণসমূহের মধ্যে প্রথমত্ববশতঃ প্রাণ অর্থাৎ জ্ঞাণ নামক প্রাণই হিষ্কার ।  
বাক্ বা বাগিলিয়ই প্রস্তাব, কারণ, বাক্যের দ্বারাই সমস্ত বিষয় প্রস্তাবিত হয় ।  
বাগিলিয় প্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানেলিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ, প্রাণ বা জ্ঞানেলিয়  
কেবল প্রাপ্ত গন্ধ অর্থাৎ যে গন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকেই গ্রহণ করে আর  
বাগিলিয়ের দ্বারা অপ্রাপ্ত বা অনাগত বিষয়ও প্রকাশ করিতে পারা যায়, এ  
জ্ঞাই প্রাণ অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ ও বাগিলিয়ই প্রস্তাব । চক্ষুঃ উদগীধ, কারণ,  
যে সমস্ত বিষয় বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এমন অনেক বিষয় চক্ষুঃ দ্বারা



প্রকাশ করা যায়, এই কারণেই বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ চক্ষুই উদ্দীপ্ত। শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়ই প্রতিহার, কারণ, ঐ ইন্দ্রিয় সমস্ত বিষয়ই প্রতি-  
 হরণ করিতে সমর্থ। যে সমস্ত বিষয় চক্ষুগ্রাহ্য নহে, তাহাও শ্রবণেন্দ্রিয়ে  
 দ্বারা গ্রহণ করা যায় বলিয়া চক্ষুঃ অপেক্ষাও শ্রোত্র শ্রেষ্ঠ। মনই নিধন, কারণ,  
 অন্তান্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আকৃত বা গৃহীত বিষয়সমূহ ভোগ্যরূপে মনুষ্যের মনেই  
 নিহিত হয় অর্থাৎ আমি দেখিব, আমি শুনিব, আমি আশ্রয় করিব ইত্যাদি  
 সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ প্রথমে মনেই উদ্ভূত হইয়া অবস্থিতি করে, এ জন্ত মনই  
 নিধন। এই মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া আছে বলিয়া অর্থাৎ মনে  
 সহিত সংযোগ না হইলে কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য সমাধা হয় না বলিয়া ও যে সমস্ত  
 বিষয় অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয় না, তাহাও মনের গোচর হইয়া  
 বলিয়া শ্রোত্র অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ। প্রদর্শিত কারণবশতঃ প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ  
 উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

পরোবরীয়ো হ্যস্ম ভবতি, পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি,  
 য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাঙে  
 ইতি তু পঞ্চবিধস্ত ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্ত সপ্তমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া প্রাণ-  
 বিষয়ে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টগুণবিশিষ্ট পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করে, তাহার জীবে  
 উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন হয় ও সেই উপাসক উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোক-  
 সমূহকে জয় করিতে অর্থাৎ নিজের অনায়াসলভ্য করিতে সমর্থ হন। ইহাই  
 পঞ্চবিধ বা পাঞ্চভৌতিক সামের উপাসনা ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—এতদৃষ্ট্য বিশিষ্টং যঃ পরোবরীয়ঃ সামোপাঙে,  
 পরোবরীয়ো হ্যস্ম জীবনং ভবতীতি উক্তার্থম্। ইতি তু পঞ্চবিধস্ত সাম উপাসন-  
 যুক্তম্, ইতি সপ্তবিধে বক্ষ্যমাণবিষয়ে বুদ্ধিসমাধানার্থম্। নিরপেক্ষে হি পঞ্চবিধে  
 বক্ষ্যমাণে বুদ্ধিঃ সমাধিসংসতি ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে ব্যক্তি এইরূপ দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণ-  
 বাক্ ইত্যাদি বিবেচনায় উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন সামের উপাসনা করে, তাহার



জীবন নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর পরোবরীয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, ইহার বিস্তৃত অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ সপ্তবিধ বা সাপ্তভক্তিক সামোপাসনা বিষয়ে বুদ্ধি সমাধানের নিমিত্ত এই পঞ্চবিধ সামের উপাসনা বলা হইল। ভাবার্থ এই যে, প্রদর্শিত পঞ্চবিধ সামোপাসনার কোন অপেক্ষা না করিয়াই, পরে যে সপ্তবিধ সামোপাসনার বিষয় বলা হইবে, তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিবে অর্থাৎ পঞ্চবিধ সামোপাসনা না করিয়াও অনায়াসেই সপ্তবিধ সামোপাসনা করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যাহ্বাদ সমাপ্ত।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে

### অষ্টমঃ খণ্ডঃ

অথ সপ্তবিধস্ত—বাচি সপ্তবিধস্য সামোপাসীত । যৎ কিঞ্চ  
বাচো হুমিতি স হিঙ্কারঃ, যৎ প্রেতি স প্রস্তাবঃ, যদেতি স  
আদিঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর সপ্তবিধ সামের উপাসনা বলিতেছেন। বাচো  
সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। বাক্যের মধ্যে যে ‘হুম্’ এইরূপ শব্দবিশেষ  
উচ্চারিত হয়, তাহাই হিঙ্কার। যাহা ‘প্র’ এইরূপ শব্দ, তাহাই প্রস্তাব। যাহা  
‘আ’ এইরূপ উচ্চারণবিশিষ্ট, তাহাই আদি ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অতঃপর সপ্তবিধস্য সমস্তস্য সাম উপাসনাং সাক্ষি-  
মারভ্যতে। বাচীতি সপ্তমী পূর্ববৎ, বাগ্‌দৃষ্টিবিশিষ্টং সপ্তবিধং সামোপাসীতেত্যর্থঃ  
যৎ কিঞ্চ বাচঃ শব্দস্ত ‘হুম্’ ইতি যো বিশেষঃ, স হিঙ্কারঃ, হকারসামান্তাৎ। যৎ ‘প্র’ ইতি  
শব্দরূপং স প্রস্তাবঃ, ‘প্র’সামান্তাৎ। যৎ ‘আ’ ইতি স আদিঃ, ‘আ’কারসামান্তাৎ  
আদিরিত্যোঙ্কারঃ, সর্কাদিত্যাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পঞ্চবিধ সামোপাসনার উপদেশ করি  
সম্প্রতি সর্কাদিসম্পন্ন সপ্তবিধ সামের উপাসনা-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত  
বিবেচনায় তাহাই আরম্ভ করিতেছেন। বাক্যে অর্থাৎ বাগ্‌দৃষ্টিতে বা বাক্য বিবেচনা  
করিয়া সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। বাক্যের অর্থাৎ শব্দের মধ্যে যে ‘হুম্’  
‘হুম্’ এই শব্দবিশেষ উচ্চারিত হয়, তাহাই হিঙ্কার, কারণ, উভয় শব্দেই ‘হ’কারে  
তুল্যতা আছে। যাহা ‘প্র’ এইরূপ শব্দবিশেষ উচ্চারিত হয়, দুইটি শব্দেই ‘প্র’  
এই শব্দের সাদৃশ্য থাকায় তাহাই প্রস্তাব। আর যে ‘আ’ এইরূপ উচ্চারণবিশিষ্ট  
তাহাই আদি, কারণ, উভয় স্থলেই ‘আ’কারের সাম্য বিদ্যমান। এই ‘আদি’ শব্দ  
ওঙ্কারকে বুঝিতে হইবে, কারণ, সমস্ত বেদে ওঙ্কারই প্রথমে উচ্চারিত হয় ॥ ১ ॥

যদুদিতি স উদগীথঃ, যৎ প্রতীতি স প্রতিহারঃ, যদুপেতি  
স উপদ্রবঃ, যম্নীতি তন্নিধনম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—শব্দের মধ্যে যে ‘উৎ’ এই প্রকার উচ্চারণ, তাহাই উদগীথ  
যাহা ‘প্রতি’ এইরূপ, তাহাই প্রতিহার। যাহা ‘উপ’ এই প্রকার শব্দ, তাহাই  
উপদ্রব, আর যাহা ‘নি’ ইত্যাকাররূপবিশিষ্ট, তাহাই নিধন ॥ ২ ॥



অষ্টমঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

১১৯

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—যৎ ‘উৎ’ ইতি স উদগীথঃ, ‘উৎ’ পূৰ্ণবাহুদগীথস্ত । যৎ ‘প্রতি’ ইতি স প্রতিহারঃ, ‘প্রতি’ সামাচ্চাৎ । যৎ ‘উপ’ ইতি স উপদ্রবঃ, উপোপক্রম-  
বাহুপদ্রবস্ত । যৎ ‘নি’ ইতি তন্নিধনং ‘নি’ শব্দসামাচ্চাৎ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—শব্দের মধ্যে ‘উৎ’ এই যে শব্দ, তাহাই উদগীথ, কারণ, উদগীথের পূর্বে ‘উৎ’ থাকায় উভয়ের সাদৃশ্য আছে । যাহা ‘প্রতি’ এই শব্দ, তাহাই প্রতিহার, কারণ, প্রতিহারের ‘প্রতি’ শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে । ‘উপ’ এইরূপ যে শব্দ, তাহাই উপদ্রব, দুই স্থানেই ‘উপ’ শব্দের সাম্য বিদ্যমান । আর যাহা ‘নি’ ইত্যাকার শব্দ, তাহাই নিধন, কারণ, ‘নি’ এই শব্দটি দুই স্থানেই তুল্যভাবে বর্তমান ॥ ২ ॥

দুহেহস্মৈ বাগ্‌দোহঃ যো বাচো দোহঃ, অন্নবান্নাদো ভবতি,  
য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি সামকে এইরূপ গুণসম্পন্ন জানিয়া বাক্যবিষয়ে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করে, বাক্ অর্থাৎ শব্দ, বাক্যের যাহা দোহ অর্থাৎ দানোপ-  
যোগী সার পদার্থ, তাহা এই উপাসকের নিমিত্ত দোহন করে অর্থাৎ উপাসককে দান করে এবং সেই ব্যক্তি প্রচুর অন্নবিশিষ্ট ও যথেষ্ট অন্নভোজী হয় ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—দুহেহস্মৈ ইত্যাহ্ব্যক্তার্থম্ । ৩ ।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“দুহেহস্মৈ” ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে

### নবমঃ খণ্ডঃ

অথ খল্বমুদিত্য সপ্তবিধস্য সামোপাসীত । সৰ্বদা সমঃ  
তেন সাম, মাং প্রতি মাং প্রতীতি সৰ্ব্বেষাং সমঃ, তেন সাম ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর দৃষ্টমান এই স্বর্ঘ্য অর্থাৎ স্বর্ঘ্যবোধে সপ্তবিধ সাম  
উপাসনা করিবে। এই স্বর্ঘ্য সর্বদাই সমান অর্থাৎ একভাবে অবস্থান করে  
এই জন্তই অর্থাৎ সর্বদা সমানভাবে অবস্থান করেন বলিয়াই স্বর্ঘ্য সাম। সকলে  
মনে করে, স্বর্ঘ্য যেন আমার প্রতি আমার প্রতি অর্থাৎ আমার অভিযুগে  
অবস্থান করিতেছেন, এইরূপে সকলের সহিতই সমান সমান ব্যবহার করেন বলি  
অর্থাৎ সকলের মনেই উক্ত প্রকার একরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করেন বলিয়াই  
আদিত্যই সামপদবাচ্য ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—অবয়বমাত্রে সান্নি আদিত্যদৃষ্টিঃ পঞ্চবিধেষু উক্তা প্রা  
চাধ্যায়ে। অথেনানীঃ খল্বমুদিত্য সমস্তে সান্ন্যবয়ববিভাগশোহধ্যস্ত সপ্তবিধস্য সামো  
পাসীত। কথং পুনঃ সামস্যমুদিত্যস্তেতি? উচ্যতে, উদগীথেষু হেতুবদাদিত্যস্য সামো  
হেতুঃ। কোহর্সো? সর্বদা সমঃ, বুদ্ধিস্কয়াভাবাৎ, তেন হেতুনা সাম আদিত্যো মাং প্রতি  
মাং প্রতীতি তুল্যাং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি; অতঃ সৰ্ব্বেষাং সমঃ, অতঃ সাম, সমত্বাদিত্যার্থঃ  
উদগীথভক্তিসামান্তবচনাদেব লোকাদিবু উক্তসামান্তাঙ্কিষ্কারাদিষ্টং গম্যাতে ইতি  
হিষ্কারাদিষ্টে কারণং নোক্তং, সামেষু পুনঃ সবিতুরনুজ্ঞং কারণং ন সুবোধ্যমিতি  
সমত্বমুক্তম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ প্রথম প্রপাঠের  
পঞ্চবিধ সামোপাসনায় কেবল সামের অবয়বমাত্রের বা অংশবিশেষে আদিত্য  
করার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই আদিত্যকে সমস্ত সামে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব  
বা অংশানুসারে আরোপিত করিয়া সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে, এই বিষয়  
বলিতেছেন। আদিত্যের সামত্ব অর্থাৎ সামের সহিত সাদৃশ্য কিরূপে সম্ভব হইয়া  
পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—আদিত্যের উদগীথ বিষয়ে যে হেতু দেখা  
হইয়াছে, সামত্বেও সেই হেতুই জানিবে। পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন, কি হেতু  
হেতু? উত্তরে বলিতেছেন, সামেরও যেমন বুদ্ধি ক্ষয় নাই, আদিত্যেরও তেমনি  
বুদ্ধি ক্ষয় নাই, সর্বদাই সমভাবে থাকে, এই জন্তই আদিত্য ও সাম তুল্যরূপ, এই  
আদিত্য “আমার প্রতি আমার প্রতি” এইরূপ তুল্য বুদ্ধি উৎপাদন করিতেছেন



অর্থাৎ সকলেই মনে করে, আদিত্য যেন আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন, অতএব তিনি সকলের সহিতই সম ব্যবহার করেন বলিয়াই সাম। উদ্গীথ ভক্তির সহিত সমান উক্তিহেতুক পৃথিব্যাদি লোকে যেরূপ হিঙ্কারাদিষের বিষয় বলা হইয়াছে, এ স্থানেও সেইরূপ হিঙ্কারই সপ্তবিধ সামের আদিস্বরূপ, ইহা বুঝাইতেছে বলিয়াই সে বিষয়ে কোনরূপ কারণ প্রদর্শন করা হয় নাই। আদিত্যের সামস্ব বিষয়ে কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই এবং তাহা অনাস্যসগম্যও নহে বলিয়াই তাহার সমস্ববিষয়ে কারণ দেখান হইয়াছে ॥ ১ ॥

তস্মিন্মিমানি সৰ্ব্বাণি ভূতান্য়স্মায়তানাতি বিদ্যাৎ, তস্ম যৎ পুরোদয়াৎ স হিঙ্কারঃ, তদস্ম পশবোহস্মায়তাঃ, তস্মাতে হিঙ্কুর্বন্তি, হিঙ্কারভাজিনো হেতস্ম সান্নঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—স্বাবরজঙ্গমাশ্বক এই সমস্ত ভূতই আদিত্যের অনুগত জানিবে। উদয়ের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই হিঙ্কার, পশুসমূহ আদিত্যের সেই রূপে অনুগত, এ জন্ত তাহারা ‘হিং’ এইরূপ শব্দ করে, এবং এই জন্তই তাহারা এই সামের হিঙ্কারকে ভজনা করে ॥ ২ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—তস্মিন্মাদিত্যেহবয়ববিভাগশ ইমানি বক্ষ্যমাণানি সৰ্ব্বাণি ভূতানি অস্মায়তানি অনুগতানি আদিত্যমুপলব্ধেনেতি বিদ্যাৎ। কথম্? তস্মাদিত্যস্ম যৎ পুরোদয়াদ্বর্ধ্বরূপং, স হিঙ্কারো ভক্তিঃ, তৎ তদ্রোদং সামাত্মং যন্তস্ম হিঙ্কারভক্তিরূপম্ তদস্মাদিত্যস্ম সান্নঃ পশবো গবাদয়োহস্মায়তা অনুগতাঃ, তন্তক্তিরূপমুপলব্ধীত্যর্থঃ। যস্মাদেবং, তস্মাতে হিঙ্কুর্বন্তি পশবঃ প্রাণুয়্যাৎ। তস্মাদ্ধিঙ্কারভাজিনো হি এতস্মাদিত্যাখ্যাস্ম সান্নঃ, তন্তক্তিত্তজনশীলত্বাদি তে এবং বর্তন্তে ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—বক্ষ্যমাণ এই সমস্ত ভূতই পৃথক্ পৃথক্-রূপে এই আদিত্যে অনুগত আছে অর্থাৎ আদিত্যকে আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে জানিবে। কিরূপে আশ্রয় করিয়া আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে-ছেন—উদয়ের পূর্বে সেই আদিত্যের যে সুখপ্রদ ধর্ম অর্থাৎ রূপ বা অবস্থা, তাহাই হিঙ্কারাখ্য ভক্তি বা সামের অংশবিশেষ। আদিত্যের যে অবস্থা হিঙ্কার নামক সামের অংশস্বরূপ, তাহাই তাহার সাদৃশ্য। ‘গো’ প্রভৃতি পশুসমূহ আদিত্যরূপ সামের অনুগত অর্থাৎ সেই সামের অংশকেই আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, এবং এই জন্তই তাহারা উদয়ের পূর্বে ‘হিং’ এইরূপ শব্দ করে এবং তাহাই তাহাদের আদিত্যরূপ সামের হিঙ্কারভজনা। পশুগণ সর্বদাই হিঙ্কারকে ভজনা করে বলিয়া এইরূপ ভাবে অবস্থান করে ॥ ২ ॥



\* অথ যৎ প্রথমোদিতে স প্রস্তাবঃ, তদশ্চ মনুষ্যা অযত্নাঃ, তস্মাতে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ, প্রস্তাবভাজিনে হেতশ্চ সান্নঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—আর প্রথম উদয়ের পর আদিত্যের যে রূপ, তাহাই প্রথম মনুষ্যাগণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত, এই জন্তই এই আদিত্যের স্তব প্রশংসা কামনা করে অর্থাৎ স্তব ও প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করে, কারণ, তাহা এই সামের প্রস্তাব অংশকে ভজন্য করে ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্যম্।**—অথ যৎ প্রথমোদিতে সবিভূরূপঃ তদশ্চাদিত্যঃ সান্নঃ স প্রস্তাবঃ, তদশ্চ মনুষ্যা অযত্নাঃ পূর্ববৎ । তস্মাতে প্রস্তুতিঃ প্রশংসাকাম্যন্তে ; যস্মাৎ প্রস্তাবভাজিনো হেতশ্চ সান্নঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অত্র প্রকার উপাসনার বিষয় বলিতেছে প্রথমোদয়ের পর সূর্য্যদেবের যে রূপ, সেই রূপই এই আদিত্যনামক সামের প্রথম স্বরূপ। মনুষ্যাগণ ইহার সেই রূপের অনুগত হইত্যাতির ব্যাখ্যা পূর্বের গ্রন্থ। মনুষ্য এই সামের প্রস্তাব অংশকে ভজন্য করে বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে স্তুতি ও পরোক্ষভাবে প্রশংসা লাভের কামনা করে অথবা স্তুতি ও প্রশংসা করিতে অভিলাষ করে।

অথ যৎ সঙ্গববেলায়াৎ স আদিঃ, তদশ্চ বয়াৎশ্চান্নায়তানি তস্মাত্তান্নস্তরিক্ষেহ্নারশ্বগান্নাদায়াত্মানং পরিপতন্তি, আদিভাজিনে হেতশ্চ সান্নঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—তদনন্তর সঙ্গববেলায় অর্থাৎ প্রথম ছয় দণ্ডের পর ছয় দণ্ড সময়ে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই ‘আদি’ নামক সাম ভক্তি। পক্ষিসমূহ তাহা

\* তাৎপৰ্য্য—এই ধণ্ডে সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া সাত প্রকার সামের উপাসনার বিষয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথমে আদিত্যকে সামরূপে নির্দেশ করার কারণ দেখান হইয়াছে। সাম যেমন উদ্‌গীষাদি সমস্ত ভক্তি বা অংশের পক্ষে সমান, সূর্য্যদেবও সেইরূপ সকল প্রকার পক্ষেই সমান, তিনি সকলকেই তুল্যভাবে আলোক প্রদান করেন, সকলেই মনে করে, তিনি আমার দিকেই অভিমুখ করিয়া আছেন, এই যে সকলের প্রতিই সমানভাব, ইহাই আদিত্য সামস্বরূপত্বের কারণ। তাহার পর সূর্য্যদেবের উদয়ের পূর্বকালীন ও পরকালীন পৃথক পৃথক রূপসমূহকে সামের সপ্তবিধ অংশ কল্পনা করিয়া সেই সেই রূপের উপাসনার বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন। এতোক স্থলেই আদিত্যের সেই সেই রূপে ও সামের সপ্তবিধ অংশে কিছু না কিছু সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। প্রস্তুতি ও প্রশংসা শব্দ একার্থক হইলেও প্রত্যেক স্থানে যে স্থানে গুণ বর্ণনা করা হয়, সেই স্থানে প্রস্তুতি ও পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অসাক্ষাৎভাবে গুণ বর্ণনা করা হয়, সেই স্থানে প্রশংসাশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথমোদিত বস্তু প্রাতঃকালের প্রথম তিন মুহূর্ত্ত বা ছয় দণ্ড (২ ঘঃ ২৪ মিঃ) সময় বৃত্তিতে হইবে। তাহার তিন মুহূর্ত্ত ‘সঙ্গব’, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত ‘মধ্যাহ্ন’, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত ‘অপরাহ্ন’, তাহার তিন মুহূর্ত্ত ‘সায়াহ্ন’।



নবমঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

১২৩

এইরূপে অনুগত । তাহার। সামের এই 'আদি' নামক অংশকে ভজনা করে বলিয়া অন্তরিক্ষে অবলম্বনশূন্য হইয়াও নিজের। বিচরণ করে ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং গবাং রশ্মীনাং সঙ্গমনং সঙ্গবো বশ্চাং বেলায়াং, গবাং বা বৎসৈঃ সহ, সা সঙ্গববেলা ; তস্মিন্ কালে যৎ সাবিত্র্যং রূপং স আদিত্যভক্তিবিশেষ ওঙ্কারঃ, তদস্তু বয়াংসি পক্ষিণোহঘায়তানি । যত এবং তস্মাৎ তানি বয়াংসি অন্তরিক্ষে অনারম্ভণানি অনালম্বনানি আত্মানমাদায় আত্মানমেবাবলম্বনত্বেন গৃহীত্বা পরিপতন্তি গচ্ছন্তি, অত আকারসামান্যাদাদিত্যভক্তিব্রতভাজীনি হেতস্ত সায়ঃ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর সঙ্গববেলায় (সঙ্গব শব্দের অর্থ গো অর্থাৎ সূর্য্যাকিরণসমূহ যে সময় পৃথিবীতে পতিত হয়, অথবা গো-সমূহের সহিত যখন বৎসের মিলন হয়, সেই সময়কে সঙ্গব বলে, উহা সূর্য্যোদয়কাল হইতে ছয় দণ্ডের পরবর্ত্তী ছয়দণ্ডকাল) আদিত্যের যে রূপ, তাহাই 'আদি' নামক সামভক্তিবিশেষ অর্থাৎ ওঙ্কার । পক্ষিগণ আদিত্যের সেই রূপের অনুগত অর্থাৎ সেই রূপকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে । পক্ষিগণ আদিত্যের সেই রূপের অনুগত বলিয়াই তাহার। আকাশে কিছু অবলম্বন না করিয়া কেবল নিজেকেই অবলম্বনস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়, অতএব এই 'আ'কার-গত সাদৃশ্যবশতই তাহার। এই সামের 'আদি' ভক্তিকে অর্থাৎ ওঙ্কারকে ভজনা করে ॥ ৪ ॥

অথ যৎ সম্প্রতিমধ্যান্দিনে স উদগীথঃ, তদস্তু দেবা অঘায়ন্তাঃ, তস্মান্তে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানাম্, উদগীথভাজিনো হেতস্ত সায়ঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর সম্প্রতিমধ্যান্দিনে অর্থাৎ ঠিক মধ্যাহ্নকালে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই উদগীথ, দেবতাগণ আদিত্যের সেই রূপের অনুগত, এই জ্ঞাই তাঁহার। প্রজাপতি হইতে সজ্জাত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তাঁহার। এই সামের উদগীথ অংশকে ভজনা করেন ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অথ যৎ সম্প্রতি-মধ্যান্দিনে ঋজুমধ্যান্দিনে ইত্যর্থঃ, স উদগীথভক্তিঃ, তদস্তু দেবা অঘায়ন্তাঃ, ছোতনাতিশয়াত্তৎকালে ; তস্মান্তে সত্তমাঃ বিশিষ্ট-তমাঃ প্রাজাপত্যানাং প্রজাপত্যপত্যানাম্, উদগীথভাজিনো হেতস্য সায়ঃ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর সম্প্রতিমধ্যান্দিনে অর্থাৎ ঠিক মধ্যাহ্নকালে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই উদগীথভক্তি, দেবগণ তাঁহার সেই এই



রূপের অনুগত, কারণ, মধ্যাহ্নেই সূর্য্যতেজের প্রখরতা ঘটে। এই রূপে দেবগণ প্রজাপতিসন্ততিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহারা এই সামের উদ্ভূত ভক্তিকে ভজনা করেন ॥ ৫ ॥

অথ যদুর্দ্ধং মধ্যান্দিনাং প্রাগপরান্নাং স প্রতিহারঃ, তদশ্চ গর্ভা অন্বায়তাঃ, তস্মাভ্যে প্রতিহতা নাবপত্তন্তে, প্রতিহতা ভাজিনো হেতশ্চ সান্নঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর মধ্যাহ্নের পর ও অপরাহ্নের পূর্বে আদিত্যের রূপ, তাহাই প্রতিহার। গর্ভসমূহ আদিত্যের সেই রূপের অনুগত, এই রূপে তাহারা প্রতিহত অর্থাৎ উর্দ্ধে আকৃষ্ট থাকিয়া অধোদেশে পতিত হয় না, কারণ তাহারা এই সামের প্রতিহার ভক্তিকে ভজনা করে ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্।—অথ যদুর্দ্ধং মধ্যান্দিনাং প্রাগপরান্নাং যজ্ঞপং সবিতুঃ প্রতিহারঃ, তদশ্চ গর্ভা অন্বায়তাঃ; অতন্তে সবিতুঃ প্রতিহারভক্তিরূপেণোর্দ্ধং প্রতিহতা নাবপত্তন্তে নাথঃ পতন্তি, তদ্বারে সত্যপীত্যর্থঃ। যতঃ প্রতিহারভাজিনো হেম সান্নো গর্ভাঃ ॥ ৬ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর মধ্যাহ্নের পর ও অপরাহ্নের পূর্বে সূর্য্যের যে রূপ প্রকটিত হয়, তাহাই প্রতিহার; গর্ভসমূহ আদিত্যের এই রূপকে আশ্রয় করিয়াই বর্তমান থাকে, এ জন্ত তাহারা সূর্য্যের প্রতিহার ভক্তি রূপের দ্বারা উর্দ্ধে অর্থাৎ প্রসবদ্বারের উর্দ্ধে গর্ভাশয়ে আকৃষ্ট থাকিয়া অধোদেশে পড়িয়া বাইবার উপযোগী দ্বার থাকিলেও পড়িয়া যায় না, কারণ, তাহারা এই সামের প্রতিহার অংশকে ভজনা করে ॥ ৬ ॥

অথ যদুর্দ্ধমপরান্নাং প্রাগস্তময়াং স উপদ্রবঃ, তদস্তারণ্য অন্বায়তাঃ, তস্মাভ্যে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শ্বেভ্রমিত্যুপদ্রবন্তি, উপদ্রবভাজিনো হেতশ্চ সান্নঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর অপরাহ্নকালের পর ও অন্তঃগমনের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই উপদ্রব, আরণ্য অর্থাৎ বহু পশুগণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত, এ জন্ত তাহারা মনুষ্যকে দর্শন করিয়া কক্ষ অর্থাৎ আরণ্যরূপ বাসস্থান অথবা শ্বেভ্র অর্থাৎ গর্ত বা গুহানধ্যে দ্রুত পলায়ন করে, কারণ, তাহারা সামের এই উপদ্রব অংশকে ভজনা করে ॥ ৭ ॥



**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যদুর্দ্ধমপরাহ্মাৎ প্রাগন্তময়াৎ স উপদ্রবঃ তদন্ত  
আরণ্যঃ পশবোহ্বায়তাঃ। তস্মান্তে পুরুষঃ দৃষ্ট। ভীতাঃ কক্ষমরণ্যঃ শত্রু  
ভয়শূন্যমিত্যুপদ্রবন্তি উপগচ্ছন্তি, দৃষ্ট। উপদ্রবাণাং উপদ্রবভাজিনো হেতস্ত  
সায়ঃ ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর অপরাহ্মের পর ও অন্তগমনের  
পূর্বে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই ‘উপদ্রব’ নামক সামভক্তিবিশেষ। বহুপশুগণ  
আদিত্যের সেই রূপকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। এই জন্তই তাহারা কোন  
মনুষ্যকে দেখিয়া ভীত হইলে কক্ষ অর্থাৎ অরণ্যরূপ বাসগৃহ অথবা শত্রু অর্থাৎ  
কোন গর্ভ বা গুহাকে ভয়শূন্য স্থান মনে করিয়া উপদ্রুত হয় অর্থাৎ দ্রুত ধাবিত  
হয়। দর্শনমাত্রেই দ্রুত ধাবিত হওয়ার বুঝায় যে, তাহারা এই সামের ‘উপদ্রব’  
ভক্তিকে ভজনা বা উপাসনা করে ॥ ৭ ॥

অথ যৎ প্রথমান্তমিতে তন্নিধনং, তদন্ত পিতরোহ্বায়তাঃ,  
তস্মান্তান্নিদধতি, নিধনভাজিনো হেতস্ত সান্নঃ, এবং খল্বমুমা-  
দিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্ত নবমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—অনন্তর প্রথম অন্তগমনকালে অর্থাৎ অদৃশ্য হইতে আরম্ভ  
করিলে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই নিধন, পিতৃগণ আদিত্যের এই রূপকে আশ্রয়  
করিয়া অবস্থিতি করেন, এ জন্ত তাঁহাদিগকে নিহিত অর্থাৎ কুশের উপর  
স্থাপিত করা হয়, কারণ, তাঁহারা এই সামের ‘নিধন’ নামক ভক্তিকে ভজনা  
করেন। এইরূপে এই আদিত্যরূপী সপ্তবিধ সামের অর্থাৎ সপ্তবিধ সামে আদিত্য-  
বুদ্ধি স্থাপনা করিয়া উপাসনা করিবে ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যৎ প্রথমান্তমিতেদর্শনং জিগমিষতি সবিতরি  
তন্নিধনং, তদন্ত পিতরোহ্বায়তাঃ, তস্মান্তান্নিদধতি পিতৃপিতামহপ্রপিতামহরূপেণ দর্ভেবু  
নিক্শিপন্তি তান্, তদর্থং পিশুন বা স্থাপয়ন্তি। নিধনসম্বন্ধান্নিধনভাজিনো হেতস্ত সায়ঃ  
পিতরঃ। এবমবয়বশঃ সপ্তধা বিভক্তঃ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে যঃ, তস্ত  
তদাপত্তিঃ ফলমিতি বাক্যশেষঃ ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে নবমখণ্ডভাষ্যম্ ।



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর প্রথম অন্তমিতে অর্থাৎ অদ্বৈত হইতে আরম্ভ করিলে সেই সময় আদিত্যের যে রূপ প্রকটিত হয়, তাহাই নিধন। পিতৃগণ অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি তাঁহার সেই রূপের অনুরূপ, এ জন্ত পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহরূপে তাঁহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন করে অথবা তাঁহাদিগের উদ্দেশে কুশোপরি পিণ্ড স্থাপন করে। নিধন অর্থাৎ কুশোপরি পিণ্ডস্থাপনের সহিত সম্বন্ধ থাকায় পিতৃগণ এই সামের 'নিধন' নামক ভক্তিতে ভজনা করেন। যে ব্যক্তি উক্তরূপ অংশাংশরূপে সপ্তভাগে বিভক্ত এই আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে অর্থাৎ সপ্তবিধ সামকে আদিত্যবুদ্ধিতে উপাসনা করেন, ঐ উপাসনার ফলে তিনি তত্ত্বাবাপন্ন অর্থাৎ আদিত্যতাব প্রাপ্ত হন ॥ ৮ ।

দ্বিতীয়প্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমঃ খণ্ডঃ

অথ খন্ডাঙ্গসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত । হিঙ্কার  
ইতি ত্র্যক্ষরং, প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং, তৎসমম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আদিত্যবিষয়ক সাম উপাসনান্তর আঙ্গসম্মিত অর্থাৎ  
পরস্পর সমানাক্ষরবিশিষ্ট অথবা পরমাত্মতুল্য মৃত্যুভয়নিবারক সপ্তবিধ সামের  
উপাসনা করিবে। ‘হিঙ্কার’ এই শব্দটিও তিন অক্ষরবিশিষ্ট, ‘প্রস্তাব’ এই শব্দটিও  
তিন অক্ষরবিশিষ্ট, অতএব উহারা দুইটি পরস্পর সমান ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—মৃত্যুবাদিত্যঃ, অহোরাত্রাদিকালেন জগতঃ প্রমাণনি-  
ত্বাৎ । তদ্রূপিতরূপেণ সামোপাসনমুপদিশ্যতে । অথ খন্ডনস্তরম্, আদিত্যমৃত্যুবিষয়-  
সামোপাসনশাস্ত্রসম্মিতং স্বাবয়বতুল্যতয়া মিতং, পরমাত্মতুল্যতয়া বা সম্মিতম্, অতিমৃত্যু  
মৃত্যুজয়হেতুত্বাৎ । যথা প্রথমোধ্যায়ে উদগীথভক্তিনামাক্ষরাণি ‘উদ্-গী-থ’ ইত্যুপাস্ত্রো-  
ক্তানি, তথেষ্ট সামঃ সপ্তবিধভক্তি-নামাক্ষরাণি সমাহৃত্য ত্রিভিঃ সমতয়া সামং  
পরিকল্প্যোপাস্ত্রোক্তোক্তোক্তে । তদুপাসনং মৃত্যুগোচরাক্ষরসম্ব্যাসামান্তেন মৃত্যুং প্রাপ্য  
তদতিরিক্তাক্ষরেণ তদ্রূপিতমৃত্যোরতিক্রমণায়ৈব সংক্রমণং কল্পয়তি । অতিমৃত্যু  
সপ্তবিধং সামোপাসীত ; মৃত্যুমতিক্রান্তমতিরিক্তাক্ষরসম্ব্যাসায়ৈতি অতিমৃত্যু সাম । তদ্রূপ  
প্রথমভক্তি-নামাক্ষরাণি হিঙ্কার ইতি, এতৎ ত্র্যক্ষরং ভক্তিনাম । প্রস্তাব ইতি চ  
ভক্ত্যক্ষরমেব নাম ; তৎ পূর্বেণ সমম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—দিবা রাত্রি প্রভৃতি কালের বিভাগ-  
করণ দ্বারা জগতের অর্থাৎ জাগতিক প্রাণিসমূহের বিনাশসাধন করেন বলিয়া  
আদিত্যই মৃত্যুস্বরূপ, সেই মৃত্যুকে অতিক্রম করার নিমিত্ত সামের এই সপ্তবিধ  
উপাসনা-বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন। আদিত্য দৃষ্টিতে সামোপাসনা করার পর  
আঙ্গসম্মিত অর্থাৎ নিজের অবয়বের সমান অর্থাৎ পরস্পর সমান অক্ষরবিশিষ্ট  
( হিঙ্কারাদি সামের যে অংশবিশেষ তাহাদের অক্ষরসমূহকে তিনটি তিনটি করিয়া  
গণনা করিলে পরস্পর সমান অক্ষরবিশিষ্ট হয় ) অথবা পরমাত্মদৃশ অর্থাৎ পর-  
মাত্মার উপাসনায় যেমন মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করা যায়, ইহার উপাসনাতেও  
সেইরূপ মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায় বলিয়া মৃত্যুভয়নিবারক সাত প্রকার সামের  
উপাসনা করিবে। প্রথম অধ্যায়ে যেমন উদগীথভক্তির ‘উদ্-গী-থ’ এই তিনটি  
অক্ষরকে উপাসনা করিবে, ইহা বলা হইয়াছে, এ স্থানেও সেইরূপ হিঙ্কার প্রভৃতি



সামের সপ্তবিধ বিভাগের নামের অক্ষরসমূহকে একত্র করিয়া তিন তিন অক্ষর পরস্পরের সাম্যবশতঃ উহাদের সাম্য কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে, ইহা এ স্থানে বলিতেছেন। মৃত্যুগোচর অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকৃত অক্ষরসংখ্যাসমূহে তুল্যতাবশতঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইয়া তদতিরিক্ত অক্ষরের উপাসনা দ্বারা আদিত্যর মৃত্যুকে অতিক্রমণের নিমিত্ত এই উপাসনার কল্পনা করিতেছেন। (ভাবার্থ এই যে—হিঙ্কার, প্রস্তাব, আদি, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন এই সাতটি নাম ভুক্তিতে বাইশটি অক্ষর আছে। এই বাইশটি অক্ষরকে সমানভাবে তিন তিনটি করিয়া গণনা করিলে একুশটি অক্ষর হইয়া একটি অক্ষর অভিরিতি থাকে, ঐ অতিরিক্ত একটি অক্ষরের উপাসনায় আদিত্যস্বরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, অপর একুশটি অক্ষর মৃত্যুর অধিকারভুক্ত, উহার উপাসনা করিলেও মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না) অতিমৃত্যু অর্থাৎ অতিরিক্ত সেই একটি অক্ষরসংখ্যার উপাসনা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় বলিয়া ইহার নাম অতিমৃত্যু সাম, এই অতিমৃত্যু সামের উপাসনা করিবে ঐ সপ্তবিধ সাম ভক্তির প্রথম ভক্তি 'হিঙ্কার' [তিন অক্ষরবিশিষ্ট, 'প্রস্তাব' নামক ভক্তিও তিন অক্ষরবিশিষ্ট, সুতরাং এই 'প্রস্তাব' পূর্ববর্তী 'হিঙ্কার' এই নামের সহিত সমান অক্ষরবিশিষ্ট ॥ ১ ॥

আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং, প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং, তত ইহৈকমক্ষরং ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—‘আদি’ এই ভক্তিটি দুই অক্ষরবিশিষ্ট, ‘প্রতিহার’ এই ভক্তিটি চতুরক্ষরবিশিষ্ট, ‘প্রতিহার’ হইতে একটি অক্ষর লইয়া ‘আদি’র সহিত যোজনা করিলে তিনটি তিনটি করিয়া সমান অক্ষর হয় ॥ ২ ॥

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং, সপ্তবিধস্য সামঃ সন্ধ্যাপূরণে ওক্তঃ ‘আদিঃ’ ইত্যুচ্যতে। প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরম্। তত ইহ একমক্ষরমবচ্ছিত্ত আভ্যক্ষরং প্রক্ষিপ্যতে; তেন তৎ সময়েব ভবতি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সপ্তবিধ সামের সপ্তসংখ্যাপূরণকরিত্ত্বকেই ‘আদি’ বলা হয়, এই ‘আদি’ নামক ভক্তি দুই অক্ষরবিশিষ্ট। ‘প্রতিহার’ এই ভক্তিটি চতুরক্ষরবিশিষ্ট, এই চতুরক্ষর ‘প্রতিহার’ হইতে একটি অক্ষর বিচ্ছিন্ন করিয়া ‘আদি’ এই দুটি অক্ষরের সহিত মিলিত করিলে উহার পর সমান হয় ॥ ২ ॥



উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরম্, উপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং, ত্রিভিঃ  
ত্রিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে, ত্র্যক্ষরং তৎসমম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—‘উদ্গীথ’ এই ভক্তিটি তিন অক্ষরবিশিষ্ট, ‘উপদ্রব’ এই ভক্তিটি চতুরক্ষরবিশিষ্ট। এই সাতটি অক্ষরের মধ্যে ছয়টি অক্ষরকে তিনটি তিনটি করিয়া গণনা করিলে সমান হইয়া একটি অক্ষর অতিরিক্ত হয়। অতএব তিন তিন অক্ষরে ঐ দুইটি সমান ॥ ৩ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরম্, উপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং, ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ সমং ভবতি। অক্ষরমতিশিষ্যতেহতিরিক্ততে; তেন বৈষম্যে প্রাপ্তে সায়ঃ সমষ্করণায়াহ, তদেকমপি সৎ অক্ষরমিতি ত্র্যক্ষরমেব ভবতি, অতঃ তৎ সমম্ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—‘উদ্গীথ’ এই শব্দটি তিন অক্ষর, ‘উপদ্রব’ এই শব্দটি চতুরক্ষর, এই সাতটি অক্ষরের মধ্যে ছয়টি অক্ষর তিন তিন অক্ষরে বিভক্ত করিলে সমান হইয়া একটি অক্ষর অতিরিক্ত হয়। একটি অক্ষর অতিরিক্ত হওয়ায় বৈষম্য ঘটায় ঐ সামের সমস্ত সম্পাদনের নিমিত্ত বলিতেছেন—উহা একটিমাত্র অক্ষর হইলেও অক্ষরত্ব-সাম্যে তিন অক্ষরই হয়, অতএব উহাও সমান ॥ ৩ ॥

নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং, তৎ সমমেব ভবতি, তানি হ বা এতানি  
দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—‘নিধন’ এই সামভক্তিটি তিন অক্ষরবিশিষ্ট, ইহা তিন অক্ষরবিশিষ্ট অস্ত্রাত্ত সামভক্তির সহিত সমান। সেই এই সামাক্ষরগুলির সমষ্টি বাইশটি অক্ষর ॥ ৪ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং, তৎ সমমেব ভবতি, এবং ত্র্যক্ষর-সমতয়া সামত্বং সম্পাদ্য যথাপ্রাপ্তাত্তেবাক্ষরাণি সন্ধ্যায়ন্তে। তানি হ বা এতানি সপ্তভক্তিনামাক্ষরাণি দ্বাবিংশতিঃ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—‘নিধন’ নামক ভক্তিটি তিন অক্ষরবিশিষ্ট, স্ত্রুতরাং ইহা অস্ত্র সকলের সহিত অক্ষরসংখ্যায় সমান। এইরূপে তিন অক্ষরের সহিত সমতাংশতঃ ইহাদিগের সামত্ব প্রতিপাদন করিয়া সমস্ত অক্ষরগুলির সংখ্যা নির্ণয় করিতেছেন—সেই এই সপ্তভক্তির নামের অর্থাৎ সপ্তভাগে বিভক্ত সামের নামাক্ষরসমূহের সংখ্যা দ্বাবিংশতি মাত্র ॥ ৪ ॥



একবিংশত্যা আদিত্যমাপ্নোতি, একবিংশশো বা ইতঃ অস-  
বাদিত্যঃ, দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি, তন্মাকং তদ্বিশো-  
কম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—একবিংশতি অক্ষরের দ্বারা আদিত্যকে অর্থাৎ আদি-  
স্বরূপ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, কারণ, এই লোক অর্থাৎ বারটি মাস, পাঁচটি ঋতু ও  
মর্ত্য রসাতল এই তিনটি লোক অপেক্ষা এই আদিত্য একবিংশতিসংখ্যক হয় অর্থাৎ  
 $১২ + ৫ + ৩ = ২০$ র সহিত অতিরিক্ত আদিত্যকে গণনা করিলে একবিংশতিসংখ্যক  
পূর্ণ হয়। আর অতিরিক্ত যে দ্বাবিংশসংখ্যক অক্ষরটি তদ্বারা আদিত্য অপেক্ষা  
পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লোককে জয় করা যায়, তাহাই নাক অর্থাৎ সুখময় ও  
তাহাই বিশোক অর্থাৎ শোকহঃখাদির অধিকারবিমুক্ত কেবল আনন্দময় ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—তর্জকবিংশত্যক্ষরসংখ্যয়া আদিত্যমাপ্নোতি মৃত্যু-  
ব্রহ্মাদেকবিংশ ইতোহস্মাল্লোকাদসাবাদিত্যঃ সংখ্যয়া। “দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ষবস্ত্র ই-  
লোকাঃ, অসাবাদিত্য একবিংশঃ” ইতি শ্রুতেঃ, অতিশিষ্টেন দ্বাবিংশেনাক্ষরেণ প-  
মৃত্যোরাদিত্যাজ্জয়ত্যাশ্নোতীত্যর্থঃ। যচ্চ তদাদিত্যাং পরং কিন্তু ? নাকং, কনি-  
সুখং, তস্ম প্রতিবেদ্যেহকং, তন্ম ভবতীতি নাকং, কমেবেত্যর্থঃ, অমৃত্যুবিবরণ্য-  
বিশোকং চ তদ্বিগতশোকং মানসদুঃখরহিতমিত্যর্থঃ, তদাপ্নোতীতি ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তাহার মধ্যে একবিংশতিসংখ্যক অক্ষর  
দ্বারা আদিত্যরূপ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এই একুশটি অক্ষরের উপাসনাতে  
মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। এই লোক হইতে গণনা করিলে এই  
আদিত্য একবিংশ হয়, যে হেতু শ্রুতি আছে—“দ্বাদশ মাস, পাঁচটি ঋতু (হেমন্ত ও  
শিশিরকে এক ঋতু বলিয়া গণনা করায় ঋতু পাঁচটি বলিয়াছেন) ও এই তিনটি  
লোক ইহাদের সমষ্টি বিংশতি, আর এই আদিত্যই তাহাদের একবিংশ সংখ্যক  
পূরক”। অবশিষ্ট যে দ্বাবিংশসংখ্যক অক্ষরটি তদ্বারা অর্থাৎ তাহার উপাসনা  
দ্বারা মৃত্যুরূপ আদিত্য হইতেও পর বা উৎকৃষ্ট স্থানকে জয় করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়  
আদিত্যেরও পরবর্তী বা আদিত্য অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যে স্থান, সেটি কি ? তাহার  
উত্তরে বলিতেছেন, সেই স্থানটি ‘নাক’। ক-শব্দের অর্থ সুখ, বাহা সুখের প্রতি-  
বেদক, তাহার নাম ‘অক’ অর্থাৎ দুঃখ, বাহা ‘অক’ নয়, তাহাই নাক অর্থাৎ সুখ-  
স্বরূপ, সে স্থান শোক-দুঃখের অভীত বলিয়া তাহার আর একটি নাম ‘বিশোক’  
সে স্থানে কোনরূপ মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, উক্ত উপাসক সেই  
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥



আপ্নোতি হাদিত্যস্ত জয়ং, পরো হান্তাদিত্যজয়াজ্জয়ো  
ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামো-  
পাস্তে সামোপাস্তে ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপগুণসম্পন্ন জানিয়া আত্মসম্মিত  
অর্থাৎ পরম্পর সমানাকরবিশিষ্ট অথবা পরমাত্মোপাসনার তুল্যফলবিশিষ্ট মৃত্যুবিশয়ী  
এই সপ্তবিধ সামকে উপাসনা করেন, সেই ব্যক্তির আদিত্যের জয় অর্থাৎ আদিত্যরূপ  
মৃত্যুকে জয় করিব, এইরূপ লক্ষ্য করিয়া অথবা আদিত্যরূপ মৃত্যুকে জয় করিবার  
পর উক্ত তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তির আদিত্য জয় হইতেও উৎকৃষ্ট স্থান জয় হয় অর্থাৎ  
প্রাপ্ত হয় । সপ্তবিধ সামের উপাসনাবিষয়ক প্রস্তাব এই স্থানেই সমাপ্ত হইল, ইহাই  
বুঝাইবার নিমিত্ত “সাম উপাস্তে সাম উপাস্তে” এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—উক্তশ্রব পিণ্ডিতার্থমাহ, একবিংশতিসংখ্যায় আদিত্যস্ত  
জয়মাপ্নোতি । পরো হান্ত এবাবিদঃ আদিত্যজয়ামৃত্যুগোচরাৎ পরো জয়ো ভবতি  
দ্বাবিংশত্যক্ষরসংখ্যায়ৈতর্থাঃ । য এতদেবং বিদ্বানিত্যাदि উক্তার্থম্ । তশ্চৈতদন্বথোক্তং  
ফলমিতি । দ্বিরভ্যাসঃ সাপ্তবিধ্য-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—পূর্বে যে সমস্ত বিষয় বলা হইল, তাহারই  
সারার্থ বলিতেছেন, একবিংশতিসংখ্যা দ্বারা আদিত্যজয়ের পর অথবা আদিত্য-  
জয়কে লক্ষ্য করিয়া ; এই সামবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বাবিংশতিসংখ্যক অক্ষরের  
উপাসনা দ্বারা মৃত্যুর অধিকৃত আদিত্যজয় অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জয়লাভ হয় । ‘যিনি  
ইহাকে এইরূপ জানিয়া’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে । সেই ব্যক্তির  
উক্তরূপ উপাসনার ইহাই ফল । দ্বিরুক্তি সপ্তবিধ সামোপাসনার সমাপ্তিহৃৎক ।  
ভাবার্থ এই যে—একবিংশতি সংখ্যার উপাসনাতেও মৃত্যুরূপী আদিত্যকে অতিক্রম  
করা যায় না, এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় যে ব্যক্তি সামের উক্তরূপ গুণ জানিয়া দ্বাবিংশতি-  
সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা মৃত্যুভয়নিবারক সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি মৃত্যুর  
অধিকারভুক্ত আদিত্যপ্রাপ্তি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন,  
ইহাই এই উপাসনার ফল ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ

মনো হিষ্কারঃ, বাক্ প্রস্তাবঃ, চক্ষুরূদগীথঃ, শ্রোত্রং প্রাণি  
হারঃ, প্রাণো নিধনম্, এতদগায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—মনই হিষ্কার, বাক্ই প্রস্তাব, চক্ষুই উদগীথ, শ্রোত্রই প্রাণি  
হার, প্রাণই নিধন। গায়ত্র্যনামক এই উপাসনা প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণে  
প্রোত অর্থাৎ সম্বদ্ধ ॥ ১ ॥

**শাক্তরত্নাভ্যাস।**—বিনা নামগ্রহণং পঞ্চবিধস্ত সপ্তবিধস্ত চ সাম উপাসনা  
মুক্তম্। অথেদানীং গায়ত্রাদিনামগ্রহণপূর্বকং বিশিষ্টফলানি সামোপাসনাস্তরাণ্যুচ্য  
যথাক্রমং গায়ত্রাদীনাম্ কর্শ্বনি প্রয়োগঃ, তথৈব মনো হিষ্কারঃ, মনসঃ সর্বকরণপ্রবর্তী  
প্রাথম্যাৎ, তদানন্তর্য্যাদ্যাক্ প্রস্তাবঃ। চক্ষুরূদগীথঃ, শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। শ্রোত্রং প্রতিহারঃ, প্রাণি  
হতত্বাৎ। প্রাণো নিধনঃ, যথোক্তানাং প্রাণে নিধনাৎ স্বাপকালে। এতদগায়ত্রং  
প্রাণেষু প্রোতং, গায়ত্র্যাঃ প্রাণসংস্কৃতত্বাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কোন বিশেষ নাম নির্দেশ না করি  
পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ সামোপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে ; সম্ভ্রতি যে ক্রমকে অবলম্বন  
করিয়া গায়ত্র রথস্তর ইত্যাদি সামের যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রয়োগ হয়, সেই ক্রমানুসারে  
তাহাদের গায়ত্র প্রভৃতি নাম উল্লেখ পূর্বক বিশিষ্ট-ফলপ্রদ অন্ত্রবিধ সামোপাসনা  
বলিতেছেন। উক্ত ক্রমানুসারে মনই হিষ্কার, কারণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই স্বয়ং  
প্রবৃত্তিসম্বন্ধে মনই প্রথম বা প্রধান, হিষ্কারও সামসমূহের মধ্যে প্রথম। তাহার  
পরবর্তী বলিয়া বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ই প্রস্তাব। শ্রেষ্ঠতাবশতঃ চক্ষুই উদগীথ  
বিষয়সমূহ হইতে প্রতিহত হয় বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ই প্রতিহার। স্মৃশুপ্ত অবস্থার  
মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণেই নিহিত অর্থাৎ লীনভাবে থাকে বলিয়া প্রাণই  
নিধন। গায়ত্রী প্রাণরূপে সংস্কৃত হয় বলিয়া গায়ত্র্য নামক এই সাম প্রাণেই  
অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত বা সম্বন্ধযুক্ত ॥ ১ ॥

স য এবমেতদগায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ, প্রাণী ভবতি  
সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহা  
কীৰ্ত্ত্যা, মহামনাঃ স্মাৎ, তদ্ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই গায়ত্র্য নামক সামকে উক্তরূপে



প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রাণী অর্থাৎ অবিকল ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হন। সম্পূর্ণ শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করেন। মহাতেজস্বী হইয়া জীবিত থাকেন। বহু সম্ভুতি, বহু পশু ও মহাকীর্তিসম্পন্ন হইয়া সংসারে মহৎ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। গায়ত্রোপাসকের মহামনা অর্থাৎ উদারচিত্ত হওয়া কর্তব্য, কারণ, ইহাই তাঁহার ব্রত বা অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—স য এবমেতদগায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ, প্রাণী ভবতি অবিকলকরণে ভবতীত্যেতৎ। সর্বমায়ুরেতি, “শতং বর্ষাণি সর্বমায়ুঃ পুরুষশ্চ” ইতি শ্রুতে:। জ্যোত্স্বল: সন্ জীবতি। মহান্ ভবতি প্রজাদিভি:, মহাশ্চ কীর্ত্যা। গায়ত্রোপাসকশ্চৈতদব্রতং ভবতি, যন্নমহানা: অক্ষুদ্রচিত্ত: শ্রাদিত্যর্থ:। ২।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে একাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তিই হউন, যিনি এই গায়ত্র নামক সামকে উল্লিখিত প্রকারে প্রাণসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রাণী হন অর্থাৎ তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ কখন বিকল বা বিকৃত হয় না। “পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ু শত বৎসর” এই শ্রুতি অনুসারে সেই উপাসক শত বৎসর আয়ুলাভ করিয়া ও জ্যোক্ত অর্থাৎ উজ্জলভাবে অর্থাৎ মহা প্রভাবসম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকেন। প্রজা অর্থাৎ বহুসম্ভুতি ও বহুপশু লাভ করিয়া মহান্ বা জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হন। মহাযশস্বী হন। গায়ত্র উপাসকের ইহাই ব্রত হওয়া উচিত যে, তাঁহাকে মহামনা অর্থাৎ উদারচিত্ত হইতে হইবে, অস্তঃকরণে কোনরূপ ক্ষুদ্রতা বা নীচতা তাঁহার থাকিবে না ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকের একাদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

অভিমহুতি স হিষ্কারঃ, ধূমো জায়তে স প্রস্তাবঃ, জ্বলতি  
উদগীথঃ, অঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহারঃ, উপশাম্যতি তন্নিধনম্,  
সংশাম্যতি তন্নিধনম্, এতদ্রথস্তরমর্ঘৌ প্রোতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যে অভিমহুত অর্থাৎ অগ্নি উৎপাদনের নিমিত্ত কাঠে কা  
যে মহুত বা বর্ষণ করা হয়, তাহাই হিষ্কার। সেই বর্ষণে যে ধূম নির্গত হয়, তাহাই  
প্রস্তাব। যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহাই উদগীথ। কাঠ ভস্মীভূত হইয়া যে অঙ্গার  
সমূহ হয়, তাহাই প্রতিহার। অগ্নির যে উপশম অর্থাৎ অল্পতাপ্রাপ্তি, তাহাই  
নিধন আর যে সম্পূর্ণরূপে নির্কীর্ণপ্রাপ্তি, তাহাও নিধন। এই রথস্তর নাম  
অগ্নিতে প্রোত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অভিমহুতি স হিষ্কারঃ, প্রাথম্যাৎ। অগ্নেধূমো জায়তে  
প্রস্তাবঃ, আনন্তর্য্যাৎ। জ্বলতি স উদগীথঃ, হবিঃসম্বন্ধাচ্ছ ঠাৎ জ্বলনশ্চ। অঙ্গারা ভবন্তি  
স প্রতিহারঃ, অঙ্গারানাং প্রতিহতত্বাৎ। উপশমঃ সাবশেষবাদগ্নেঃ, সংশমো নিঃশেষো  
শমঃ, সমাপ্তিসামান্তান্নিধনম্। এতদ্রথস্তরমর্ঘৌ প্রোতঃ, মহুতেন হুগ্নির্গীয়তে ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রাণবান্ অর্থাৎ  
সবল ইঞ্জিয়সম্পন্ন, তাহারা ই মহুত দ্বারা অগ্নি উৎপাদনে সমর্থ হয় বলিয়া গায়ত্রীগানে  
প্রাণদৃষ্টির কর্তব্যতাবিষয়ে উপদেশান্তর মহুতাদিদৃষ্টির অবতারণা করিতেছেন।  
সামের মধ্যে হিষ্কারই প্রথম আর অগ্নি উৎপাদনেও মহুতক্রিয়াই প্রথম, এই  
প্রথমত্বরূপ সাদৃশ্যবশতঃ অভিমহুতই হিষ্কার। হিষ্কারের অনন্তর প্রস্তাব, আর  
মহুতের অনন্তর ধূমনির্গম, এই আনন্তর্য্যরূপ সাদৃশ্য থাকায় জায়মান ধূমই প্রস্তাব।  
ধূমানন্তর যে অগ্নির প্রজ্বলন, তাহাই উদগীথ, কারণ, উদগীথ-ও শ্রেষ্ঠ, আর প্রজ্বলিত  
অগ্নিতেই আছতি দেওয়া হয় বলিয়া এই হবির সহিত সম্বন্ধবশতঃ অগ্নিও শ্রেষ্ঠ, এই  
শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে উভয়েরই সাদৃশ্য আছে। ঐ অগ্নির যে অঙ্গার, তাহা প্রতিহার  
অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় বলিয়া প্রতিহাররূপ সাদৃশ্যবশতঃ অঙ্গারসমূহই  
প্রতিহার। উপশম অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকা, সম্পূর্ণরূপে নির্কীর্ণিত  
হওয়া, আর সংশম অর্থাৎ সম্যক বা সম্পূর্ণরূপে উপশম বা নির্কীর্ণ, সমাপ্তির  
সাদৃশ্য থাকায় উহার উভয়েরই নিধন। এই রথস্তর নাম অগ্নিতেই প্রোত



দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

১৩৫

প্রতিষ্ঠিত, কারণ, অগ্নিমহনকালে অগ্নি উৎপাদনের নিমিত্ত এই সামের দ্বারা অগ্নিরই গান বা স্তুতি করা হয় ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্রথন্তরমগমৌ প্রোতং বেদ, ব্রহ্মবর্চস্তন্মাদো ভবতি, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্তা, ন প্রত্যঙ্গমিমাচামেত্, ন নিষ্ঠীবৎ, তদব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্ত দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—যে কোনও ব্যক্তি এই রথন্তর সামকে উক্তরূপে অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত বনিয়া জানেন, তিনি ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ও প্রচুর আহার করিতে সমর্থ হন । সম্পূর্ণ শত বৎসর আয়ুর্লাভ করিয়া ও জ্যোক্ত অর্থাৎ ননোহর কাস্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবিত থাকেন । বহু সন্তান ও পশু লাভ করিয়া জনসমাজে মহৎ বলিয়া গণ্য হন । মহাযশস্বী হন । রথন্তরসামাভিজ্ঞ ব্যক্তি কখন অগ্নির দিকে মুখ করিয়া ভোজন ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেন না, ইহাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্ষরভাষ্যম্ ।**—স য ইত্যাদি পূর্ববৎ । ব্রহ্মবর্চসী বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজো ব্রহ্মবর্চসম্ । তেজস্ত কেবলং দ্বিভূতাবঃ । অনাদো দীপ্তাগ্নিঃ । ন প্রত্যক্ অগ্নেরভি-মুখো নাচামের ভক্ষয়েৎ কিঞ্চিৎ, ন নিষ্ঠীবৎ শ্লেষ্মনিরসনঞ্চ ন কুৰ্য্যাৎ, তদব্রতম্ । ২ ।

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ । ১২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—“সঃ যঃ” ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব-খণ্ডে যেরূপ করা হইয়াছে, সেইরূপই জানিবে । বৃত্ত-স্বাধ্যায়নিমিত্ত অর্থাৎ সদাচার ও বেদাধ্যয়নজনিত যে তেজ, তাহারই নাম ব্রহ্মবর্চস্, সেই তেজঃসম্পন্ন হন, আর সাধারণ যে দ্বিভূতাব অর্থাৎ কাস্তি, তাহাই তেজঃ । অনাদ শব্দের অর্থ দীপ্তাগ্নি অর্থাৎ তাঁহার জাঠরাগ্নির যথেষ্ট উদ্দীপনা হওয়ার যথেষ্ট আহার করিতে সমর্থ হন । প্রত্যক্ অর্থাৎ অগ্নির দিকে মুখ করিয়া কখন আচমন অর্থাৎ কিছু ভোজন করিবেন না ও নিষ্ঠীবন অর্থাৎ শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবেন না, ইহাই ব্রত ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারঃ, জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ, জিহ্বা সহ শোভে  
স উদগীথঃ, প্রতি জীং সহ শোভে স প্রতিহারঃ, কালং গচ্ছতি  
তন্নিধনং, পারং গচ্ছতি তন্নিধনম্, এতদ্বামদেব্যং মিথুনে  
প্রোতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—উপমন্ত্রণ অর্থাৎ পুরুষ কোন জীকে সঙ্কেত দ্বারা নিকটে  
আসার নিমিত্ত যে আহ্বান করে, তাহাই হিঙ্কার। জ্ঞপন অর্থাৎ বজ্রালঙ্কারাদি দ্বারা  
ও প্রিয়বাক্য দ্বারা যে জীলোকের সন্তোষসাধন করে, তাহাই প্রস্তাব। জীং সহ  
এক শব্দায় যে শয়ন করে, তাহাই উদগীথ। তদনন্তর জীং দিকে সম্মুখ করিয়া  
শয়ন করে, তাহাই প্রতিহার। ঐ ভাবে পরস্পর সঙ্গত হইয়া যে সময় অতিবাহিত  
করে, তাহাই নিধন এবং পার অর্থাৎ ঐ ব্যাপারের যে সমাপ্তি, তাহাও নিধন।  
এই বামদেব্য সাম মিথুন অর্থাৎ জীপুরুষদ্বয়গলে প্রোত বা প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—উপমন্ত্রয়তে সঙ্কেতং কৰোতি, প্রাথম্যাং স হিঙ্কারঃ  
জ্ঞপয়তে তোষয়তি, স প্রস্তাবঃ। সহশয়নমেকপৰ্য্যঙ্কে গমনং, স উদগীথঃ, প্রতি  
জীং শয়নং জিহ্বা অভিমুখীভাবঃ, স প্রতিহারঃ। কালং গচ্ছতি মৈথুনে, পারং  
সমাপ্তিঃ গচ্ছতি, তন্নিধনম্। এতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং, বাবুধুমিথুনসম্বন্ধাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—দুই খণ্ড অরুণি অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদ  
কাঠকে উপরে নীচে রাখিয়া যেমন ঘর্ষণ করিতে হয়, মৈথুনে প্রবৃত্ত জীপুরুষ  
তেননই নীচে ও উপরে অবস্থিত হইয়া কার্য সম্পন্ন করে বলিয়া পরস্পরের মধ্য  
ধাকায় পূর্বেখণ্ডোক্ত মন্থনদৃষ্টির পর মৈথুনদৃষ্টির বিধান করিতেছেন। উপমন্ত্রণ  
অর্থাৎ যে সঙ্কেত করে, তাহাই হিঙ্কার, কারণ, হিঙ্কারও প্রথম, আর জীপুরুষ  
সংযোগবিষয়ে নিকটে আসার নিমিত্ত আহ্বানও প্রথম। জ্ঞপন অর্থাৎ সন্তোষ  
সাধন, তাহাই প্রস্তাব, কারণ, উহা পরস্পর সঙ্গত হইবার নিমিত্ত একরকম প্রণয়ন  
করা। সহ শয়ন অর্থাৎ এক শব্দায় মিলিত হওয়া, তাহাই উদগীথ, কারণ  
সামসমূহের মধ্যে উদগীথই শ্রেষ্ঠ আর জীপুরুষের সংযোগবিষয়ে এক শব্দায় মিলিত  
হওয়াই প্রধান ব্যাপার। জীং প্রতি শয়ন অর্থাৎ জীং দিকে সম্মুখ করিয়া  
শয়ন করা হয়, 'প্রতি' শব্দের সহিত সাদৃশ্য থাকায় তাহাই প্রতিহার। পর



ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

১৩৭

মৈথুন দ্বারা যে সময় অতিবাহিত করা হয়, তাহাই নিধন এবং পার অর্থাৎ ঐ মৈথুন ব্যাপারের যে সমাপ্তি, তাহাও নিধন, কারণ, উহাই ব্যাপারের শেষ, নিধনও সামসমূহের মধ্যে শেষ। বায়ু ও জলের পরস্পর মিথুনভাবে সম্বন্ধ হইতে বামদেব্য সামের উৎপত্তি হওয়ায় এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রোত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুনীভবতি, মিথুনান্মিথুনাং প্রজায়তে, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি, মহান্ কীর্ত্যা, ন কাঞ্চন পরিহরেৎ, তদ-ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই বামদেব্য সামকে উক্তরূপ মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি সর্বদাই মিথুনভাবে অর্থাৎ জ্বর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করেন। প্রত্যেকবার মিথুনভাব অর্থাৎ সঙ্গম হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাৎপর্য এই যে—তিনি অমোঘবীৰ্য্য হন, তাঁহার বীৰ্য্য কখনই নিষ্ফল হয় না। সম্পূর্ণ শতবর্ষ আয়ু লাভ করেন, মনোহর কান্তি লাভ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। বহু সন্তান ও পশুর অধিকারী হইয়া সমাজে মহৎ বলিয়া গণ্য হন, কীৰ্ত্তিশালী হন। কোন জ্বীলোককেই পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই এই ব্রতের নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—স য ইত্যাদি পূর্ববৎ। মিথুনীভবত্যাধিরূপে ভবতী-ত্যাঃ। মিথুনান্মিথুনাং প্রজায়তে ইত্যমোঘরেতত্ত্বমুচ্যতে। ন কাঞ্চন কাঙ্ক্ষিণি জ্বরঃ স্বাস্থ্যতন্ত্রপাশ্তাং ন পরিহরেৎ সমাগমার্থিনীং, বামদেব্যসামোপাসনাদ্ভেদে বিধানাৎ। এতন্মাদত্ত্ব প্রতিবেদনতঃ, বচনপ্রামাণ্যাদ্ধর্মাবগতেন প্রতিবেদনশাস্ত্রেণাশ্চ বিরোধঃ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৩ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—এই উপাসনার ফল বলিতেছেন—“স যঃ” ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায়। মিথুনীভূত হন অর্থাৎ অবিধুর হন অর্থাৎ জ্বর সহিত বিচ্ছেদ জন্ম কাতর হইতে হয় না। প্রত্যেকবার মৈথুনেই সন্তান উৎপন্ন



হয় বলাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তিনি অমোঘবীৰ্য্য হন, তাঁহার বীৰ্য্য কখন  
বিফল হয় না। কোন জীলোককেই পরিত্যাগ করিবেন না অর্থাৎ কোন জীলোক  
যদি সঙ্গম প্রার্থনা করিয়া নিজের শয্যায় আগমন করে, তাহা হইলে সে  
জীলোককে বিমুখ করিবেন না, কারণ, ইহাই বামদেব্য সামোপাসনার অঙ্গ বদি  
শাস্ত্রকর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। পরস্মীগমনের নিষেধবিধায়িকা স্মৃতি এই বামদেব্য  
সামোপাসনা ভিন্ন অত্র স্থানেই বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার বিষয়ে শাস্ত্রীয়বাক্য  
প্রমাণ, এ স্থানে শাস্ত্রই যখন এ বিষয়ে বিধান করিতেছেন, তখন নিষেধবিধায়িকা  
শাস্ত্রের সহিত ইহার বিরোধ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্দশঃ খণ্ডঃ

উত্খন হিষ্কারঃ, উদিতঃ প্রস্তাবঃ, মধ্যন্দিন উদগীথঃ, অপরাহ্নঃ  
প্রতিহারঃ, অস্তং যন্নিধনম্, এতদবুহৎ আদিত্যে প্রোতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—উদীয়মান সূর্য্য হিষ্কার। উদয়প্রাপ্ত সূর্য্য প্রস্তাব। মধ্যাহ্ন-  
কালীন সূর্য্য উদগীথ। অপরাহ্নকালীন সূর্য্য প্রতিহার ও অস্তোমুখ সূর্য্য নিধন।  
এই ‘বুহৎ’ নামক নাম আদিত্যে প্রোত বা প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—উত্খন সবিতা স হিষ্কারঃ, প্রাথম্যাদর্শনম্। উদিতঃ  
প্রস্তাবঃ, প্রস্তবনহেতুত্বাৎ কর্ম্মণাম্। মধ্যন্দিন উদগীথঃ, শ্রেষ্ঠাৎ। অপরাহ্নঃ প্রতিহারঃ,  
পশাদীনাম্ গৃহান্ প্রতি হরণাৎ। যৎ অস্তং যন্ তৎ নিধনং, যাজ্ঞো গৃহে নিধানাৎ  
প্রাণিনাম্। এতৎ বুহৎ আদিত্যে প্রোতঃ, বুহতঃ আদিত্যদৈবত্যাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আদিত্যমণ্ডল হইতেই বৃষ্টি উৎপন্ন হয়,  
বৃষ্টি হইতেই লোকের আহাৰ্য্য শস্ত্র উৎপন্ন হয়, আর সেই শস্ত্রসম্বৃত অন্ন হইতেই  
লোকসমূহের উৎপত্তি ও স্থিতি হয়, এ জন্ত আদিত্যই লোকসমূহের উৎপত্তির হেতু,  
আর সেই উৎপত্তিকার্য্যও মৈথুন হইতেই সম্ভব হয়, এ জন্ত মৈথুন দৃষ্টির অনন্তর  
সামে আদিত্য দৃষ্টির বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। সূর্য্য যখন উদয়োন্মুখ হন, সেই  
উদয়োন্মুখ সূর্য্যই হিষ্কার, কারণ, হিষ্কারও প্রথম আর সূর্য্যেরও সেই প্রাথমিক  
দর্শন। সূর্য্য উদয় হইলে তাঁহার তাৎকালিক যে অবস্থা, সেই অবস্থাই প্রস্তাব,  
কারণ, সেই সময়েই লোকসমূহ কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।  
(তাৎপর্য্য এই যে—সূর্য্যোদয় না হইলে মানবগণ কোন ধর্ম্মকার্য্যে অধিকারী হয়  
না; বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন—“সৎকর্ম্মযোগ্যো ন নরঃ নৈবাণঃ শুদ্ধিকারণম্।  
যশ্চিরহুদিতো তস্মৈ নমো দেবায় ভাস্বতে ॥” যাহার উদয় না হইলে মনুষ্যগণ কোন  
সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য বলিয়া গণ্য হয় না, যাহার উদয় না হইলে জলও কাহাকেও  
শুদ্ধ করিতে পারে না, সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি। এই মন্ত্রে স্পষ্টভাবেই  
সূর্য্যোদয়ের পর মনুষ্যগণের কর্ম্মাধিকারিতা নির্দিষ্ট হইয়াছে। (উদয়োন্মুখ অবস্থা  
অর্থাৎ অরুণোদয়কালও কর্ম্মোপযোগী বিশুদ্ধ কাল বলিয়া কোন কোন স্থলে গণ্য  
হয়, কারণ, সে সময়েও সূর্য্যকিরণের সম্বন্ধ থাকে) মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের যে অবস্থা,  
সেই অবস্থাপন্ন সূর্য্যই উদগীথ, কারণ, সামসমূহের মধ্যে উদগীথই শ্রেষ্ঠ আর মধ্যাহ্ন



কালও দিবসের অত্যাগ্ৰ কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অপরাহ্নকালই প্রতীহার, কা  
ঐ সময়েই গো প্রভৃতি পশুসমূহ গৃহাভিমুখে প্রতিহৃত হয় অর্থাৎ আনীত হ  
আর সূর্য্যের অন্তগমনকালীন যে অবস্থা, তাহাই নিধন, কারণ, ব্রাহ্মি  
সমস্ত প্রাণীই গৃহে নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত হয় । এই 'বৃহৎ' নামক সামটি আধি  
প্রোত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত, কারণ, আদিত্যই ঐ সামের অধিদেবতা ॥ ১ ॥

স য এবমেতদবৃহৎ আদিত্যে প্রোতং বেদ, তেজস্যাম্য  
ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভব  
মহান্ কীর্ত্যা । তপস্তং ন নিন্দেৎ, তদব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্ত চতুর্দশঃ খণ্ডঃ ।

**অমুবাদঃ**—যে কোন ব্যক্তি এই 'বৃহৎ' সামকে আদিত্যে প্রতি  
বলিয়া জানেন, তিনি মহা তেজস্বী ও প্রচুর অন্নাহার করিতে সমর্থ হন । পূর্  
বৎসর আয়ু লাভ করেন । কাস্তিমান্ হইয়া জীবিত থাকেন । বহু সন্তানের জন্ম  
ও পশুর অধিপতি হইয়া লোকসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত হন । মহাকীর্  
হন । তাপদায়ক কোন পদার্থকে নিন্দা করিবেন না, ইহাই এই উপাসনার  
অর্থাৎ নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের অমুবাদ সমাপ্ত ।

**শাঙ্করভাষ্যম্**—স য ইত্যাদি পূর্ববৎ । তপস্তং ন নিন্দে  
ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্দশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**—“স যঃ” ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্  
তায় । তাপদায়ক কোন বস্তুই নিন্দা করিবে না, কারণ, তাহাই এই উপাস  
নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

অব্ভাণি সংপ্লবন্তে স হিষ্কারঃ, মেঘো জায়তে স প্রস্তাবঃ,  
বর্ষতি স উদ্গীথঃ, বিদ্রোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ, উদ্গৃহ্নাতি  
তন্নিধনম্, এতৎ বৈরূপং পর্জন্তে প্রোতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অব্ভ অর্থাৎ জলপূর্ণ মেঘসমূহের যে সংপ্লব অর্থাৎ আকাশে  
পরস্পরের সংযোগ, তাহাই হিষ্কার। যে মেঘ অর্থাৎ বর্ষণোন্মুখ অবস্থা হয়, তাহাই  
প্রস্তাব। যে বর্ষণ হয়, তাহাই উদ্গীথ। যে বিদ্রোৎফুরণ ও পর্জনন হয়, তাহাই  
প্রতিহার, আর যে জল গৃহীত হয়, তাহাই নিধন। “বৈরূপ” নামক এই সাম  
পর্জন্য অর্থাৎ মেঘে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রাহ্মণ্যম্।**—অব্ভাণি অব্ভরণাৎ; মেঘঃ উদকসেদ্ধৃৎ। উক্তার্থ-  
মন্ত্ৰঃ। এতৎ ‘বৈরূপং’ নাম সাম পর্জন্তে প্রোতম্। অনেকরূপদ্বাং অব্ভাদিভিঃ পর্জন্যম্  
বৈরূপ্যম্। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“আদিত্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়” এই  
শ্রুতি অনুসারে মেঘ আদিত্যেরই কার্য বলিয়া আদিত্যদৃষ্টির অনন্তর মেঘদৃষ্টিতে  
সামের উপাসনা বলিতেছেন। অপ্ অর্থাৎ জলকে ধারণ করে অথবা জল দ্বারা  
পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া মেঘের একটি নাম অব্ভ। যে জল সিঞ্চন করে, তাহার নাম  
মেঘ। অত্যাশ্র অংশের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। এই ‘বৈরূপ’ নামক সাম  
পর্জন্তে অর্থাৎ মেঘে প্রতিষ্ঠিত আছে। অবস্থাভেদে পর্জন্য অব্ভ মেঘ ইত্যাদি  
নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে বলিয়াই ইহার ‘বৈরূপ্য’ ॥ ১ ॥

স য এবমেতৎ বৈরূপং পর্জন্তে প্রোতং বেদ, বিরূপাৎশচ  
স্বরূপাৎশচ পশূনবরুন্ধে, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্  
প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্যা। বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ, তদ্-  
ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই “বৈরূপ” সামকে উক্তরূপে মেঘে প্রতিষ্ঠিত  
বলিয়া জানেন, তিনি বিরূপ অর্থাৎ বিবিধপ্রকার রূপবিশিষ্ট ও অতি স্নন্দর ছাগ-



মেবাদি পশুকে অবরোধ অর্থাৎ নিজের অধিকারভুক্ত করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত পূর্ণ শত বৎসর আয়ু লাভ করেন। মনোহর কান্তি লাভ করেন। বহু সম্ভান, ও মহাশয় লাভ করিয়া লোকসমাজে মহৎ বলিয়া গণ্য হন। বর্ষণকারীকে নিষেধ করিবেন না, কারণ, এই 'বৈরূপ' সামোপাসকের ইহাই ব্রত ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—বিরূপাংশে সুরূপাংশে অজাবিপ্ৰভৃতীন পশুনাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ, ওদ্ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—বিরূপ অর্থাৎ বিচিত্ররূপসম্পন্ন ও হ্রাগমেয প্রভৃতি পশুকে অবরোধ করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। বর্ষণকারীকে নিষেধ করিবেন না, কারণ, এই নিন্দা না করাই এই সামোপাসকের ব্রত নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষোড়শঃ খণ্ডঃ

বসন্তো হিষ্কারঃ, গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ, বর্ষা উদ্‌গীথঃ, শরৎ প্রতি-  
হারঃ, হেমন্তো নিধনম্, এতৎ 'বৈরাজম্' ঋতুযু প্রোতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—বসন্ত হিষ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্‌গীথ, শরৎ প্রতিহার ও  
হেমন্ত নিধন। এই 'বৈরাজ্' নামক সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—বসন্তো হিষ্কারঃ প্রাথম্যং। গ্রীষ্মঃ প্রস্তাব ইত্যাদি  
পূর্ববৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ঋতুবিভাগ মেঘেরই অধীন বলিয়া  
পর্জন্তদৃষ্টির অনন্তর ঋতুদৃষ্টিতে সামোপাসনার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমতঃ-  
রূপ সাদৃশ্য বশতঃ বসন্ত ঋতুই হিষ্কার। গ্রীষ্ম ঋতুই প্রস্তাব ইত্যাদি ব্যাখ্যা পূর্বের  
(৫ম খণ্ডে ১ম শ্রুতি) স্থায় জানিবে ॥ ১ ॥

স য এবমেতৎ 'বৈরাজম্' ঋতুযু প্রোতং বেদ, বিরাজতি  
প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্  
প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা। ঋতুন্ন নিন্দেৎ, তদ্ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই 'বৈরাজ্' নামক সামকে উক্ত প্রকারে  
ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি বহু সন্তান, বহু পশু ও ব্রহ্মভেজ দ্বারা  
বিরাজিত হন। পূর্ণ শত বৎসর আয়ু লাভ করেন। মনোহর কাস্তি লাভ করিয়া  
জীবিত থাকেন। সন্তান, পশু ও কীর্তি দ্বারা জনসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত হন।  
ঋতুসমূহকে কখনই নিন্দা করিবে না, কারণ, নিন্দা না করাই এই সামোপাসনার  
ব্রত বা নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—এতদ্বৈরাজম্‌তুযু প্রোতং বেদ, বিরাজতি ঋতুবৎ,  
যথা ঋতব আর্ত্তবৈর্ধৈর্কিরাজন্তে, এবং প্রজাদিভির্কিহানিতি। উক্তমশ্রুৎ। ঋতুন্ন  
নিন্দেৎ, তদ্ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষোড়শখণ্ডোভ্যম্ ॥ ১৬ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই 'বৈরাজ' নামে  
সামকে ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি ঋতুর ত্রায় বিরাজ করেন  
ঋতুসমূহ যেমন নিজ নিজ ঋতুসম্বন্ধীয় ধর্ম দ্বারা শোভিত হয়, সেই বিধান ব্যক্তি  
সেইরূপ প্রজা পশু ইত্যাদি দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হন। অতীত অংশের ব্যাখ্যা  
পঞ্চম খণ্ডে ব্যাখ্যার ত্রায় জানিবে। ঋতুসমূহকে কখন নিন্দা করিলে  
কারণ, ইহাই এই উপাসনার নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে

### সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

পৃথিবী হিষ্কারঃ, অন্তরিক্ষং প্রস্তাবঃ, ত্ৱোরুদগীথঃ, দিশঃ  
প্রতিহারঃ, সমুদ্রো নিধনম্, এতাঃ শক্ৰ্যো লোকেষু প্রোতাঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—পৃথিবীই হিষ্কার, অন্তরিক্ষই প্রস্তাব, দ্ব্যলোক অর্থাৎ স্বর্গই  
উদগীথ, দিক্‌সমূহই প্রতিহার ও সমুদ্র নিধনস্বরূপ। এই ‘শক্ৰী’ নামক ঋক্‌সমূহ  
পৃথিবী প্রভৃতি লোকে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

**শাক্‌রভাষ্যম্।**—পৃথিবী হিষ্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ। শক্ৰ্য ইতি নিত্যং  
বহুবচনং, রেবতী ইব। লোকেষু প্রোতাঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ঋক্‌সমূহ যথাযথভাবে প্রবৃত্ত হইলেই  
লোকসমূহের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া ঋতুদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনার পর  
লোকদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন। পৃথিবীই হিষ্কারনামক সামস্বরূপ  
ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বেরই ত্রায় জানিবে। এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে, ‘শক্ৰ্যঃ’  
এই শব্দটিতে যখন বহুবচন রহিয়াছে, তখন উহা একটি সামের নাম কিরূপে হইতে  
পারে? অতএব বহু সাম হওয়াই উচিত। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—  
যেমন ‘রেবতী’ এই শব্দটি নিত্য বহুবচনান্ত, সেইরূপ ‘শক্ৰী’ শব্দটিও নিত্য-  
বহুবচনান্ত, এ জ্ঞাত উহা একটি সাম-ই, বহু সাম নহে। ইহা লোক অর্থাৎ  
পৃথিব্যাदि লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

স য এবমেতাঃ শক্ৰ্যো লোকেষু প্রোতা বেদ, লোকীভবতি,  
সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্  
কীর্ত্যা। লোকান্ন নিন্দেৎ, তদ্ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই ‘শক্ৰী’ নামক সামকে উক্তরূপে  
লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি লোকীভূত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লোকসমূহ  
প্রাপ্ত হন। পূর্ণ শতবর্ষ আয়ু লাভ করেন ও কান্তিমান্ হইয়া জীবনকে উপভোগ  
করেন। বহু সন্তান ও পশুর অধিকারী হইয়া জনসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত ও



মহাকীর্তিশালী হন। তিনি কখন লোকসমূহের নিন্দা করিবেন না, এই নিয়ম  
করাই ঐ সামোপাসনার ব্রত বা নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় প্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—লোকীভবতি লোকফলেন বৃদ্ধ্যাতে ইত্যর্থঃ।  
নিম্বেৎ, তদব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—লোকীভবতি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট  
প্রাপ্তিরূপ ফল দ্বারা সংযুক্ত হন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন। লোক  
নিন্দা কখনই করিবেন না, এই নিন্দা না করাই তাঁহার ব্রত বা নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

অজা হিষ্কারঃ, অবয়ঃ প্রস্তাবঃ, গাব উদ্গীথঃ, অশ্বাঃ প্রতি-  
হারঃ, পুরুষো নিধনম্ । এতা রেবত্যঃ পশুযু প্রোতাঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—ছাগসমূহই হিষ্কার, মেঘসমূহই প্রস্তাব, গোসমূহই উদ্গীথ,  
অশ্বসমূহই প্রতিহার ও পুরুষই নিধনস্বরূপ । এই ‘রেবত্য’ নামক সাম পশুসমূহে  
প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্ ।**—অজা হিষ্কারঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ । পশুযু প্রোতাঃ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—পশুসমূহ লোকের কার্যোপযোগী বলিয়া  
লোকদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনার পর পশুদৃষ্টিতে সামোপাসনাবিষয়ে বর্ণনা করিতে-  
ছেন । ছাগসমূহই হিষ্কারস্বরূপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা বর্ষখণ্ডে যেরূপ করা হইয়াছে, সেই-  
রূপ । এই ‘রেবত্য’ নামক সাম পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত । ‘রেবত্য’ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত  
বলিয়া এই সাম এক হইলেও ‘রেবত্য’ এই বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

স য এবমেতা রেবত্যঃ পশুযু প্রোতা বেদ, পশুমান্ ভবতি,  
সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্  
কীৰ্ত্ত্য । পশূন্ নিন্দেৎ, তদ্ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—যে কোন ব্যক্তি এই ‘রেবত্য’ নামক সামকে পূর্বোক্ত  
প্রকারে পশুতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি পশুমান্ অর্থাৎ পশুসম্পদে সম্পন্ন  
হন । সম্পূর্ণ শত বৎসর আয়ু লাভ করেন । কাস্তিমান্ হইয়া জীবিত থাকেন ।  
প্রজা, পশু ও কীৰ্ত্তিলাভে লোকসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন । কখন পশুসমূহের  
নিন্দা করিবেন না, এই নিন্দা না করাই এই সামোপাসনার নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্ ।**—পশূন্ নিন্দেৎ, তদ্ব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশখণ্ডভাষ্যম্ । ১৮ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—‘রেবত্য’ সামোপাসনার ফল বলিতে-  
ছেন—পশুসমূহের নিন্দা করিবে না, ইহাই এই উপাসনার ব্রত অর্থাৎ নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে উনবিংশঃ খণ্ডঃ

লোম হিষ্কারঃ, ত্বক্ প্রস্তাবঃ, মাংসমুদগীথঃ, অস্থি প্রস্তাবঃ, হারঃ, মজ্জা নিধনম্, এতদ্বজ্জায়জ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—দেহের রোমই হিষ্কার, ত্বক্ই প্রস্তাব, মাংসই উদগীথ অস্থিই প্রতিহার ও মজ্জা নিধনস্বরূপ। এই ‘বজ্জায়জ্ঞীয়’ নামক নাম অঙ্গের প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—লোম হিষ্কারঃ, দেহাবয়বানাং প্রাথম্যং। প্রস্তাবঃ, আনন্দব্যাং। মাংসমুদগীথঃ, শৈষ্ঠ্যং। অস্থি প্রতিহারঃ, প্রতিহৃত্যং। মজ্জা নিধনম্, আন্তর্যং। এতদ্বজ্জায়জ্ঞীয়ং নাম সাম দেহাবয়বেষু প্রোতম্। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পশু হইতে সমুদ্ভূত দুই দধি ইত্যাদি দ্বারা অঙ্গসমূহের পুষ্টি সাধিত হয় বলিয়া পশুদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনা করায় অঙ্গদৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনা করিতেছেন। রোমই হিষ্কারস্বরূপ, কারণ, যিহ্নে রূপ প্রথম, লোমও তেমনই প্রথমে অর্থাৎ দেহের উপরিভাগেই থাকে। ত্বক্ পরই ত্বক্ থাকে বলিয়া ত্বক্ই প্রস্তাবস্বরূপ। মাংসই উদগীথস্বরূপ, কারণ, ইহা যেরূপেই শ্রেষ্ঠ। অস্থিই প্রতিহারস্বরূপ, কারণ, দেহান্তে লোম ত্বক্ মাংস ইত্যাদি সমস্তই বিনষ্ট হয়, কিন্তু অস্থিগুলি বিনষ্ট হয় না, উহা পড়িয়া থাকে, যে প্রত্যাহত অর্থাৎ পুনরায় আহরণ করা হয় বলিয়া এই প্রত্যাহরণের সহিত পুষ্টি আছে। (শাস্ত্রে শব-দাহের পর অস্থি আহরণ করারও বিধি আছে) মজ্জাই নিধনস্বরূপ, কারণ, মাংসসমূহের মধ্যে নিধনই শেষ, মজ্জাও শেষ। এই ‘বজ্জায়জ্ঞীয়’ নাম সাম দেহের অবয়বসমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্বজ্জায়জ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদ, অঙ্গী ভবতি  
নাস্তেন বিহুচ্ছতি, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্র  
পশুভিভবতি, মহান্ কীর্ত্যা, সংবৎসরং মজ্জো নান্দীয়  
তদ্ব্রতং, মজ্জো নান্দীয়াদিতি বা ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্তা উনবিংশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই ‘বজ্জায়জ্ঞীয়’ নামক সামকে উক্ত অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অঙ্গসমূহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া জানেন, ত



অঙ্গী অর্থাৎ সম্পূর্ণ ও দৃঢ় অঙ্গবিশিষ্ট হন। হস্ত-পাদাদি কোন অঙ্গই তাঁহার বিরূত হয় না। পূর্ণ শত বৎসর আয়ু লাভ করেন। উজ্জল কান্তিসম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকেন। প্রজা, পশুসমূহ ও কীষ্টি লাভ করিয়া জনসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত হন। এক বৎসরকাল মজ্জা অর্থাৎ কোনরূপ মাংস ভক্ষণ করিবেন না, ইহাই এই উপাসনার ব্রত বা নিয়ম। অথবা কখনই মাংস ভক্ষণ করিবেন না ॥২॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে উনবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাশ্বতভাব্যম্।**—অঙ্গীভবতি সমগ্রাদ্ভো ভবতীত্যর্থঃ। নাস্মৈন হস্ত-পাদাদিনা বিহুচ্ছতি ন কুটিলীভবতি, পঙ্খঃ কুণিঃ বেত্যর্থঃ। সংবৎসরঃ সংবৎসরমাত্রং মজ্জন্তো মাংসানি নাস্তীয়াস্ত ভক্ষয়েৎ। বহুবচনং মৎস্তোপলক্ষণার্থম্। মজ্জন্তো নাস্তীয়াৎ সৰ্বদৈব নাস্তীয়াদিতি বা। তদব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে উনবিংশখণ্ডভাব্যম্ ॥ ১৯ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ।**—অঙ্গীভূত হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ হইয়া, কোন একটি অঙ্গও হীন হয় না। অঙ্গ অর্থাৎ হস্তপাদাদি দ্বারা কুটিলীভূত হয় না অর্থাৎ পঙ্খ বা কুণি হয় না, কুণি শব্দে কুনথ অর্থাৎ নখের কোণে ক্ষত হওয়া। (আনন্দ গিরি বলেন, কুণি শব্দে শাশ্বতহীনতা অর্থাৎ মাকুল্লে) সংবৎসর অর্থাৎ কেবল এক বৎসরমাত্র মজ্জা অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ করিবে না। মজ্জণের উত্তর যে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা মৎস্তভক্ষণেরও নিষেধজ্ঞাপক অর্থাৎ একবৎসরকাল মৎস্ত বা মাংস কিছুই খাইবে না অথবা মৎস্ত মাংস একেবারেই পরিত্যাগ করিবে, কখনই খাইবে না, ইহাই ব্রত বা নিয়ম ॥ ২॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে উনবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ সমাপ্ত।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে বিংশঃ খণ্ডঃ

অগ্নিহিষ্কারঃ, বায়ুঃ প্রস্তাবঃ, আদিত্য উদগীথঃ, নক্ষত্রাণি  
প্রতিহারঃ, চন্দ্রমা নিধনম্, এতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অগ্নিই হিষ্কার, বায়ুই প্রস্তাব, আদিত্যই উদগীথ, নক্ষত্র  
সমূহই প্রতিহার ও চন্দ্রই নিধনস্বরূপ। এই ‘রাজন’ নামক সাম অগ্নি প্রভৃতি  
দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অগ্নিহিষ্কারঃ, প্রথমস্থানত্বে। বায়ুঃ প্রস্তাবঃ, আনন্তর্য্য  
সামান্ত্য। আদিত্য উদগীথঃ, শ্রেষ্ঠত্বে। নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ, প্রতিহতত্বে। চন্দ্র  
নিধনং, কর্শ্বিণাং তন্নিধনং। এতৎ ‘রাজনং’ দেবতাসু প্রোতং, দেবতানাং দীপ্তিমন্ত্য।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ অঙ্গসমূহে  
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অঙ্গদৃষ্টিতে সামোপাসনার বিষয় বর্ণনা করার পর অগ্নাদিদৃষ্টিতে  
উপাসনার উপদেশ দিতেছেন। অগ্নি হিষ্কারস্বরূপ, কারণ, উভয়েই প্রথম স্থান  
অধিকার করিয়া আছে, অর্থাৎ অগ্নে অগ্নিরই নাম গ্রহণ করিয়া পরে বায়ুর উল্লেখ  
করে, যেমন অগ্নি বায়ু বরুণ ইত্যাদি। হিষ্কারের পর যেমন প্রস্তাব, তেমনই অগ্নি  
পর বায়ুর উল্লেখ করা হয়, এই আনন্তর্য্যরূপ সাম্য বশতঃ বায়ুই প্রস্তাবস্বরূপ।  
আদিত্যই উদগীথ-স্বরূপ, কারণ, উভয়েই শ্রেষ্ঠ। নক্ষত্রসমূহ প্রতিহারস্বরূপ, কারণ,  
উহার প্রতিহত অর্থাৎ অদৃশ্য হয়। চন্দ্রই নিধনস্বরূপ, কারণ, ঝাঁহারা যজ্ঞাদিকা  
আচরণ করিয়াছেন, দেহান্তে তাঁহারা চন্দ্রলোকে গিয়া নিহিত অর্থাৎ অবস্থিত হন।  
এই ‘রাজন’ নামক সাম দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত, কারণ, দেবতারাও দীপ্তিমান  
আর ‘রাজ’ ধাতুও দীপ্তি বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়। এই দীপ্তিমন্ত্যরূপ সাদৃশ্য বশতঃ  
‘রাজন’ নামক সামে অগ্নি প্রভৃতি দৃষ্টিতে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদ, এতাসামে  
দেবতানাং সলোকতাং সার্ধিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি  
সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিবতি মর্হা  
কীর্ত্যা, ব্রাহ্মণান্ নিন্দেৎ, তদব্রতম্ ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য বিংশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই ‘রাজন’ নামক সামকে উক্তরূপে



দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি উক্ত দেবতাসমূহের সহিত এক স্থানে অবস্থিতি, দেবতাসমূহের সান্নিধ্য অর্থাৎ সমান অধিকারলাভ ও সাযুজ্য লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া যান। পূর্ণ শত বৎসর আয়ুপ্রাপ্ত হন। কাস্তিমান্ হইয়া জীবিত থাকেন। সম্ভান পশু ও কীৰ্ত্তিনম্পন্ন হইয়া জনসমাজে মহৎ বলিয়া পরিগণিত হন। ব্রাহ্মণদিগের কখন নিন্দা করিবেন না, ইহাই এই উপাসনার নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—বিষৎফলম্, এতাসামেবাগ্ন্যাদীনাং দেবতানাং সলোকতাং সমানলোকতাং, সান্নিধ্যং সমানর্হিত্বং, সাযুজ্যং সমুগ্ভাবম্, একদেহদেহিত্বমিত্যেতৎ। বাশকোহত্র লুপ্তো, দ্রষ্টব্যঃ। সলোকতাং বেত্যাদি, ভাবনাবিশেষতঃ ফলবিশেষোপপত্তেঃ গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, সমুচ্চয়ানুপপত্তেঃ। ব্রাহ্মণান্ন নিন্দেৎ, তদ্ব্রতম্। “এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষা বদব্রাহ্মণাঃ” ইতি শ্রুতব্রাহ্মণনিন্দা দেবতানিন্দৈবেতি ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে বিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২০ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই সাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে ফল লাভ করেন, তাহা বলিতেছেন। এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসমূহের সলোকতা অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত একই লোকে বাস, সান্নিধ্য অর্থাৎ সমান ঋদ্ধি বা সম্পৎ ও সাযুজ্য অর্থাৎ যুক্ততাব অর্থাৎ একই দেহে দেহিভাবে অবস্থান, এইগুলি প্রাপ্ত হন। সলোকতা সান্নিধ্য ইত্যাদি শব্দের পর একটি করিয়া ‘বা’ শব্দ এখানে ছিল, কিন্তু উহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে, কেননা, একই ব্যক্তি এক প্রকারেরই উপাসনায় এক সময়ে ঐ তিনটিই লাভ করিতে পারেন না, ভাবনাবিশেষ অর্থাৎ উপাসনাবিষয়ক উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে ফলগত উৎকর্ষাপকর্ষ হওয়াই সম্ভব, অতএব উপাসনার তারতম্যানুসারে কেহ বা সালোক্য, কেহ বা সান্নিধ্য, কেহ বা সাযুজ্য লাভ করেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। ঐ তিনটি ফলের সমুচ্চয় অর্থাৎ একই ব্যক্তির একই সময়ে প্রাপ্তি সম্ভবও হয় না। “এই যে ব্রাহ্মণসমূহ ইহারাই প্রত্যক্ষ দেবতা” এই শ্রুতি অনুসারে ব্রাহ্মণের নিন্দায় দেবতারই নিন্দা করা হয় বলিয়া ব্রাহ্মণগণের কখন নিন্দা করিবে না, ইহাই এই উপাসকের নিয়ম ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে বিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে একবিংশঃ খণ্ডঃ

ত্রয়ীবিভা হিষ্কারঃ, ত্রয় ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবঃ, অগ্নি  
বায়ুরাদিত্যঃ স উদগীথঃ, নক্ষত্রাণি বয়াৎসি মরীচয়ঃ স প্রতি  
হারঃ, সর্পা গন্ধর্বাঃ পিতরস্তন্নিধনম্, এতৎ সাম সর্বক্ষি  
প্রোতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—ত্রয়ী বিভা অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয়িকার  
জ্ঞানই হিষ্কার। স্বর্গ মর্ত্য রসাতল এই তিন লোকই সেই প্রস্তাব। অগ্নি  
আদিত্য ইহারাই সেই উদগীথ। নক্ষত্রসমূহ পক্ষিসমূহ ও কিরণসমূহই তাঁ  
প্রতিহার। সর্পগণ গন্ধর্বগণ ও পিতৃগণই সেই নিধনস্বরূপ। এই সাম সর্ব  
বিষয়েই প্রতিষ্ঠিত ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—ত্রয়ী বিভা হিষ্কারঃ, অগ্ন্যাদিসাম্ আনন্তর্য্য ঋ  
বিভায়া অগ্ন্যাদিকার্য্যভুক্ততঃ, হিষ্কারঃ প্রাথম্যাৎ সর্বকর্তব্যানাম্। ত্রয় ই  
লোকান্তৎকার্য্যত্বাদনন্তরা ইতি প্রস্তাবঃ। অগ্ন্যাদীনামুদগীথত্বং, শ্রেষ্ঠত্বং। নক্ষ  
ত্রীনাম্ প্রতিহৃতত্বাৎ প্রতিহারত্বম্। সর্পাদীনাম্ ধকারসামান্তান্নিধনত্বম্, এতৎ সাম সাম  
বিশেষাভাবাৎ সামসমুদায়ঃ সামশব্দঃ সর্বক্ষিন্ প্রোতম্। ত্রয়ীবিভাদি হি সর্ব  
ত্রয়ীবিভাদিদৃষ্ট্য। হিষ্কারাদিসাম-ভুক্তয় উপাশ্রাভাঃ। অতীতেষুপি সামোপাসনেষু যেষু  
প্রোতঃ যৎ যৎ সাম, তদৃষ্ট্য। তদুপাশ্রমিতি, কৰ্ম্মাজ্ঞানাদৃষ্টিবিশেষেণেব জ্ঞান  
সংস্কার্য্যত্বাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ঋগ্বেদ অগ্নির, যজুর্বেদ বায়ুর  
সামবেদ আদিত্যের কার্য্য অর্থাৎ ঐ ঐ দেবতা হইতে প্রচারিত, এইরূপ ঋ  
থাকায় অগ্নি প্রভৃতি দৃষ্টিতে সামোপাসনা বর্ণনার পরে ত্রয়ী বিভা দৃষ্টিতে  
সামোপাসনার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। ত্রয়ীবিভাই হিষ্কারস্বরূপ, কারণ, সর্ব  
কর্তব্যকর্ম্মেরই প্রথমে উহার প্রয়োজন। এই প্রসিদ্ধ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়  
ত্রয়ী বিভারই কার্য্য বলিয়া অনন্তরোক্ত প্রস্তাবস্বরূপ। শ্রেষ্ঠতা-বশতঃ অগ্নি  
ও আদিত্যই উদগীথস্বরূপ। নক্ষত্রাদি অর্থাৎ নক্ষত্র পক্ষী ও কিরণসমূহই প্র  
হারস্বরূপ, কারণ, ইহার সকলেই প্রতিহৃত অর্থাৎ পুনরায় প্রত্যাগত হ  
ধকারের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সর্প গন্ধর্ব ও পিতৃগণই নিধনস্বরূপ। এই সামো



একবিংশঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

১৫৩

বিশেষ কোন নাম না থাকায় এই সামশব্দে সমস্ত সামকেই বুঝিতে হইবে। ইহা সমস্ত বিষয়েই প্রতিষ্ঠিত, কারণ, উক্ত ত্রয়ীবিদ্যা প্রভৃতিই সর্বময়, অতএব ত্রয়ী-বিদ্যা প্রভৃতি দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদি সাম-ভক্তিসমূহের উপাসনা করণীয়, পূর্বোক্ত সামোপাসনাসমূহেও যে যে সাম যে যে পদার্থে প্রতিষ্ঠিত, সেই সেই পদার্থ দৃষ্টিতেই সেই সেই সামের উপাসনা কর্তব্য, কারণ, কৰ্ম্মাসমূহের দৃষ্টি-বিশেষাবস্থায় যে রূপ আজ্য অর্থাৎ স্বতাদির সংস্কার কর্তব্য, এ স্থলেও সেইরূপই কর্তব্য ॥ ১ ॥

স য এবমেতৎ সাম সর্বস্মিন্ প্রোতং বেদ, সর্বং হ ভবতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই সামকে উক্তরূপে সমস্ত বিষয়েই প্রতি-  
ষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি নিশ্চয়ই নিজেও সর্ব অর্থাৎ সর্বের স্বরূপ হন ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—সর্ববিষয়সামবিদঃ ফলং, সর্বং হ ভবতি সর্বের স্বরূপে  
ভবতীত্যর্থঃ ; নিরূপচরিতসর্বভাবে হি দিক্শ্বেভ্যো বলিপ্রাপ্ত্যনুপপত্তিঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সমস্ত বিষয়েই সামাভিজ্ঞ ব্যক্তির ফল  
বলিতেছেন—সবই হন অর্থাৎ সর্বের স্বরূপ বা সকলেরই অধিপতি হন। নিরূপচরিত  
সর্বভাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সর্বময় প্রাপ্ত হইলে সমস্ত দিগ্‌বাসীদিগের নিকট  
হইতে উপহারপ্রাপ্তির বিষয় যাহা পরে বলিবেন, তাহা সম্ভব হয় না ॥ ২ ॥

তদেষ শ্লোকো যানি পঞ্চা ত্রীণি ত্রীণি, তেভ্যো ন  
জ্যায়ঃ পরমশ্রুদন্তি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—এই বিষয়ে একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রও আছে যে, পাঁচভাগে  
বিভক্ত ত্রয়ীবিদ্যাদিরূপ যে তিনটি তিনটি করিয়া বিষয় বর্ণনা করা হইল, তাহাদের  
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তদতিরিক্ত অত্র কোন পদার্থই নাই ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তদেতদ্বিরোধে এষ শ্লোকো মন্তোহপ্যস্তি। যানি পঞ্চা  
পঞ্চপ্রকারেণ হিঙ্কারাদিবিভাগঃ প্রোক্তানি ত্রীণি ত্রীণি ত্রয়ীবিদ্যাধীনি, তেভ্যঃ  
পঞ্চত্রিকেভ্যো জ্যায়ো মহন্তরং, পরঞ্চ ব্যতিরিক্তমন্ত্রদ্বয়ন্তরং নাস্তি ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ।  
তত্রৈব হি সর্বশাস্ত্যর্ভাবঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই বিষয়ে এই একটি শ্লোক অর্থাৎ  
মন্ত্রও আছে। হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত  
যে ত্রয়ীবিদ্যা, লোকত্রয় প্রভৃতি তিনটি তিনটি করিয়া বিষয় বলা হইল, ইহাদের



অপেক্ষা জ্যায়ঃ অর্থাৎ মহত্তর ও পর অর্থাৎ এতদতিরিক্ত অত্র কোন পদার্থই  
উহাতেই সমস্ত পদার্থ অন্তর্ভূত হইয়া আছে ॥ ৩ ॥

যন্তদবেদ স বেদ সর্বত্র, সর্বত্রা দিশো বলিমন্মৈ হরন্তি, ত  
মস্মীভ্যুপাসীত, তদ্ব্রতং তদ্ব্রতম্ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই নামকে উক্তরূপে অর্থাৎ সর্বাঙ্কর  
জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন। দশদিকে অবস্থিত প্রাণিগণ তাঁহাকে বিবিধ  
বস্তু উপহার প্রদান করে। ঐ উপাসক “আমিই সর্বস্বরূপ” এইরূপ মনে  
উপাসনা করিবেন, সেইরূপ মনে করাই এই উপাসনার ব্রত অর্থাৎ  
‘তদ্ব্রতম্’ এই বাক্যটির দ্বিকৃতি সামোপাসনার সমাপ্তিসূচক ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—যন্তঃ বথোক্তঃ সর্বাঙ্করঃ সাম বেদ স বেদ  
সর্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ। সর্বত্রা দিশঃ সর্বদিক্স্থা অন্মৈ এবংবিদে বলিঃ ভোগ্য  
প্রাপয়ন্তীত্যর্থঃ। সর্বমস্মি ভবামীত্যেবম্ভেতৎ সামোপাসীত, তদ্ব্রতং  
দ্বিকৃতিঃ সামোপাসনসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে একবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ২১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে ব্যক্তি উক্তরূপ সর্বাঙ্কর  
জানেন, তিনি সবই জানেন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হন। সমস্ত দিক অর্থাৎ দশ  
অবস্থিত প্রাণিসমূহ এই উপাসকের নিমিত্ত বলি অর্থাৎ নানাবিধ ভোগ্য  
সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে উপহার দান করে। “আমিই সর্বাঙ্কর” এইরূপ  
করিয়া এই সামের উপাসনা কর্তব্য। ঐ উপাসকের তাহাই ব্রত। সামোপা  
সনার বিবরণ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ‘তদ্ব্রতম্’ এই বাক্যটি  
উচ্চারণ করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ

বিনর্দি সান্নো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেঃ উদগীথঃ, অনিরুক্তঃ প্রজাপতেঃ, নিরুক্তঃ সোমশ্র, মুহু শ্লক্কং বায়োঃ, শ্লক্কং বলবদিত্রশ্র, ক্রৌঞ্চঃ বৃহস্পতেঃ, অপধ্বান্তঃ বরুণশ্র, তান্ সর্বানোবোপসেবেত, বারুণশ্চৈব বর্জয়েৎ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সামের উপাসনাপ্রসঙ্গে সম্প্রতি উদগাতার গানের স্বরাদি কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন—সামের যে বিনর্দি নামক স্বর অর্থাৎ বৃষভ-ধ্বনিসদৃশ ধ্বনিবিশেষ, ঐ স্বর পশুদিগের হিতকর ও অগ্নি ঐ স্বরের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, এই স্বরকে আমি অর্থাৎ উদগাতা বা যজমান বরণ করি অর্থাৎ প্রার্থনা করি। অনিরুক্ত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত স্বরসম্পন্ন যে উদগীথ, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা প্রজাপতি। নিরুক্ত অর্থাৎ স্পষ্টরূপ স্বরসম্পন্ন যে উদগীথ, তাহা সোমের অর্থাৎ সোম তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। মুহু ও শ্লক্ক অর্থাৎ কোমল ও অল্পচেষ্টাতেই যে স্বর উচ্চারিত হয়, বায়ু তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। শ্লক্ক অর্থাৎ শিথিলস্বরবিশিষ্ট বা অল্পচেষ্টাতেই যে স্বর নির্গত হয়, তাদৃশ স্বরসম্পন্ন ও বলবৎ অর্থাৎ দৃঢ় যে স্বর, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা ইন্দ্র। ক্রৌঞ্চপক্ষীর স্বরের শ্রায় যে স্বর, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা বৃহস্পতি। আর অপধ্বান্ত অর্থাৎ ভগ্ন কাংশ্রপাত্রে আঘাত করিলে যে স্বর নির্গত হয়, সেইরূপ যে স্বর, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা বরুণ। একমাত্র বারুণ অর্থাৎ বরুণদেবতাক যে স্বর, তদ্ব্যতীত সকল সামেরই উপাসনা করিবে ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—সামোপাসনপ্রসঙ্গেন গানবিশেষাদিসম্পদ্বাদ্যত্বক-ই-  
দিশ্রুতে। কসবিশেষসম্বন্ধাবিনর্দি বিশিষ্টো নর্দঃ স্বরবিশেষ ঋষভকৃজিতসমোহস্তান্তীতি  
বিনর্দি, গানমিতি বাক্যশেষঃ। তচ্চ সায়ঃ সম্বন্ধি পশুভ্যো হিতং পশব্যমগ্নেরগ্নিদেবতা-  
কৌক্ষীথঃ উদগানম্। তদহমেব বিশিষ্টং বৃণে প্রার্থয়ে ইতি কচ্চিদ্ব্যজমান উদগাতা বা  
যজতে। অনিরুক্তোহমুকসম ইত্যবিশেষিতঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতিদেবতাঃ স গান-  
বিশেষঃ, অনিরুক্ত্যং প্রজাপতেঃ। নিরুক্তঃ স্পষ্টঃ, সোমশ্র সোমদেবতাঃ স উদগীথ  
ইত্যর্থঃ। মুহু শ্লক্কং গানং বায়োর্কায়ুদেবতাং তৎ। শ্লক্কং বলবচ্চ প্রবত্বাধিক্যোপেতঞ্চ  
ইন্দ্রশ্রৈজ্ঞঃ তদগানম্। ক্রৌঞ্চঃ ক্রৌঞ্চপক্ষিনিদাসমং, বৃহস্পতের্কায়ুদেবতাং তৎ।  
অপধ্বান্তঃ ভিন্নকাংশ্রস্বরসমং, বরুণশ্রৈজ্ঞতদগানম্। তান্ সর্বানোবোপসেবেত প্রযুজীত,  
বারুণশ্চৈবকং বর্জয়েৎ ॥ ১ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সামোপাসনাগ্রসঙ্গে উদ্গীথ গান স্বরবিশেষে বিশেষ বিশেষ গান-সম্পদের উপদেশ করিতেছেন, কারণ, ঐ বিশেষ বিশেষ স্বরে গানের বিশেষ বিশেষ ফলের সম্বন্ধ আছে। বিনর্দি বৃষের স্বরের ছায় স্বরে যে উদ্গীথ গান করা হয়, সামসম্বন্ধীয় সেই স্বর পশব্যা পশুদিগের হিতকর, পশুদিগের হিতের নিমিত্ত ঐ স্বরে গান করিবে। ঐ ঐ অগ্নিদেবতক অর্থাৎ অগ্নি উহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। কোন বজ্রমান অথবা ইন্দ্র এইরূপ মনে করিবেন যে, আমি এইরূপ বিশিষ্টগুণসম্পন্ন স্বরকে বরণ করি প্রার্থনা করিতেছি। ভাবার্থ এই যে, পশুদিগের হিতের নিমিত্ত আমি বিনর্দি উদ্গীথ গান করিব, আমি প্রার্থনা করি, ঐ স্বর আমার কর্ণে আবির্ভূত হইত অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অমুক স্বরের তুল্য, যাহার সম্বন্ধে এমন বিশেষ কিছু নিদেহ নাই, সেই গানবিশেষ প্রজাপতির, প্রজাপতিই তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা, তাহার প্রজাপতিরও কোন নির্দিষ্ট রূপবিশেষ নাই, এই গানেরও নাই, এই অনির্ঘর্মের সহিত তুল্যতাবশতঃ প্রজাপতিই ইহার দেবতা। নিরুদ্ধ অর্থাৎ সম্প্রতি, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই উদ্গীথ সোমদেবতার সোম তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। মৃদু ও শ্লক্ষ অর্থাৎ অকর্কশ অথবা চেষ্টাতেই যে গান করা যাইতে পারে, সেই গান বায়ুদেবত, বায়ুই তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। শ্লক্ষ ও বলবান্ অর্থাৎ বহুব্রহ্মসাধ্য যে গান, ইন্দ্র তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ ‘কৌচ বক’ নামক পক্ষীর স্বরবিশেষে ছায় স্বরবিশিষ্ট যে গান, তাহা বৃহস্পতি-দেবতাক, বৃহস্পতি তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। অপঞ্চান্ত অর্থাৎ ভগ্নকাংশপাত্রে আঘাত করিলে যে স্বর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বরবিশিষ্ট যে গান, বরুণ তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ঐ স্বরেরই সেবা অর্থাৎ প্রয়োগ করিবে, কেবল বরুণদেবতাক স্বরকে গরিব করিবে ॥ ১ ॥

অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ, স্বধাং পিতৃভ্যঃ  
আশাং মনুষ্যেভ্যঃ, তৃণৌদকং পশুভ্যঃ, স্বর্গং লোকং যজমান  
অন্নমাত্মন আগায়ানি, ইত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তবীত।

**অনুবাদ।**—দেবতাদিগের উদ্দেশে অমৃতত্ব আগান করিব অর্থাৎ পিতৃদ্বারা তাঁহাদিগের অমৃতত্ব সম্পাদন করিব, এইরূপ মনে করিয়া আগান করি। পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা, মনুষ্যগণের উদ্দেশে আশা অর্থাৎ প্রার্থনা, পশুগণের উদ্দেশে তৃণ ও জল, যজমানের উদ্দেশে স্বর্গলোক ও নিজের নিমিত্ত অন্ন আগান করিব।



অর্থাৎ গান দ্বারা সম্পাদন করিব। মনের মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে অতি সাবধানে স্তব করিবে ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অমৃতং দেবেভ্য আগায়ানি সাধয়ানি। স্বধা পিতৃভ্য আগায়ানি। আশাং মনুষ্যেভ্যঃ, আশাং প্রার্থনাং, প্রার্থিতমিত্যেতৎ। তৃণোদকং পশুভ্যঃ। স্বর্গং লোকং যজমানায়। অন্নমাত্মনে মহমাগায়ানি, ইত্যেতানি মনসা চিন্তয়ন্ ব্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্বরোদ্রব্যাঞ্জনাদিভ্যঃ স্তবীত ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—দেবতাদিগের উদ্দেশে অমৃতত্ব ও পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা গান করিব। মনুষ্যদিগের উদ্দেশে আশা অর্থাৎ প্রার্থনা, অর্থাৎ মনুষ্যদিগের প্রার্থিতবিষয় গান করিব। পশুদিগের উদ্দেশে তৃণ ও জল, যজমানের উদ্দেশে স্বর্গলোক ও নিজের নিমিত্ত অন্ন গান করিব। ভাবার্থ—বাহাতে দেবতার অমৃতত্ব, পিতৃগণ স্বধা, মনুষ্যাগণ তাহাদিগের প্রার্থিতবিষয়, পশুগণ তৃণ ও জল, এবং যজমান স্বর্গলোক লাভ করিতে পারেন ও নিজে অন্নলাভ করিতে পারি, এইরূপে সাম গান করিব। মনোমধ্যে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিশেষ সাবধানে বিশুদ্ধভাবে স্বর উদ্ভব ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ সহকারে স্তব করিবে ॥ ২ ॥

সর্বের স্বরা ইন্দ্রস্ত্রাত্মানঃ, সর্বের উদ্ভাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ, সর্বের স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানঃ, তং যদি স্বরেষু উপালভেত, ইন্দ্রঃ শরণং প্রপন্নোহভূবং, স ত্বা প্রতি বক্ষ্যতীত্যেনং ক্রয়াৎ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সমস্ত স্বরবর্ণ ইন্দ্রের আত্মা অর্থাৎ দেহাবয়বস্বরূপ। সমস্ত উদ্ভবর্ণ প্রজাপতির আত্মা, সমস্ত স্পর্শ অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ মৃত্যু অর্থাৎ যমের আত্মা। কোন ব্যক্তি যদি স্বরের উচ্চারণবিষয়ে উদ্বিগ্নতার নিন্দা করে, তাহা হইলে সেই উদ্বিগ্নতা নিন্দাকারীকে বলিবেন, আমি স্বরপ্রয়োগকালে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনিই তোমাকে ইহার উত্তর দিবেন ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—সর্বের স্বরাঃ অকারাদয়ঃ ইন্দ্রস্ত্র বলকর্ষণঃ প্রাণস্ত্রাত্মানঃ দেহাবয়বস্ত্রানীয়াঃ। সর্বের উদ্ভাণঃ শ-ব-স-হাদয়ঃ প্রজাপতের্বিরাজঃ কশ্চপস্ত বা আত্মা। সর্বের স্পর্শাঃ কাদম্বো ব্যঞ্জনানি মৃত্যোরাত্মানঃ, তমেবংবিদমুদ্বিগ্নাতারং যদি কশ্চিৎ স্বরেষু উপালভেত স্বরস্ত্রয়া হৃষ্টঃ প্রযুক্ত ইতি, এবমুপালব্ধ ইন্দ্রঃ প্রাণমীশ্বর্য শরণমাশ্রয়ং প্রপন্নোহভূবং স্বয়ান্ প্রযুক্তানোহহম্। স ইন্দ্রো যন্তব বক্তব্যং, ত্বা ত্বা প্রতি বক্ষ্যতি স এব দেব উত্তরং দাত্ততীত্যেনং ক্রয়াৎ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অকারাদি সমস্ত স্বরবর্ণ ইন্দ্র অর্থাৎ বলসাধ্য কর্মের প্রবর্তক প্রাণের আত্মা অর্থাৎ দেহের অবয়বস্বরূপ। শ-ব-স-হ



প্রভৃতি উদ্বর্ণসমূহ প্রজাপতি অর্থাৎ বিরাট পুরুষ বা কণ্ঠপের আত্মস্বরূপ। অর্থাৎ ক প্রভৃতি সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ মৃত্যুর আত্মস্বরূপ। এইরূপ যদি উদ্বর্ণাতাকে যদি কোন ব্যক্তি নিন্দা করেন যে, তুমি যে স্বর প্রয়োগ করিয়া তাহা অশুদ্ধ, তাহা হইলে ঐরূপে নিন্দিত সেই উদ্বর্ণাতা নিন্দাকারীকে বলিবেন—আমি ইন্দ্র অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া অর্থাৎ শক্তি প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ঐরূপ স্বর প্রয়োগ করিয়াছি, সেই ইন্দ্রই বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা তোমাকে বলিবেন অর্থাৎ ইন্দ্রই ইহার প্রত্যুত্তর দিবেন ॥ ৩ ॥

অথ যত্নেনমুদ্বাসূপালভেত, প্রজাপতিঃ শরণং প্রপন্নোহভূৎ স ত্বা প্রতি পেক্ষ্যতীত্যেনং ক্রয়াৎ । অথ যত্নেনত্ স্পর্শেবুপালভেত, মৃত্যুঃ শরণং প্রপন্নোহভূৎ, স ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতীত্যেনং ক্রয়াৎ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—অথবা যদি কোন ব্যক্তি এই উদ্বর্ণাতাকে উদ্বর্ণবিষয়ে নিন্দা করে, তাহা হইলে উদ্বর্ণাতা ঐ নিন্দাকারীকে বলিবেন—আমি প্রজাপতির শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনিই তোমাকে পেষণ অর্থাৎ সমাক্রূপে চূর্ণ করিবেন। অথ যদি কোন ব্যক্তি এই উদ্বর্ণাতাকে স্পর্শবর্ণবিষয়ে নিন্দা বা তিরস্কার করে তাহা হইলে উদ্বর্ণাতা সেই নিন্দা বা তিরস্কারকারীকে বলিবেন, আমি মৃত্যু অর্থাৎ বমরাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনিই তোমাকে দধ্ব করি ফেলিবেন ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অথ যত্নেনমুদ্বাসু তথৈবোপালভেত, প্রজাপতিঃ শরণং প্রপন্নোহভূৎ, স ত্বা প্রতি পেক্ষ্যতি সর্গুণস্বিতীত্যেনং ক্রয়াৎ । অথ যত্নেনত্ স্পর্শেবুপালভেত, মৃত্যুঃ শরণং প্রপন্নোহভূৎ, স ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতি ভস্মাকরিতীত্যেনং ক্রয়াৎ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অথবা যদি কেহ এই উদ্বর্ণাতাকে কণ্ঠবর্ণের স্থায় উদ্বর্ণবিষয়ে নিন্দা করে, তাহা হইলে উদ্বর্ণাতা সেই নিন্দাকারীকে বলিবেন, আমি প্রজাপতির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই তোমার প্রতি অর্থাৎ তোমাকে পেষণ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণীভূত করিয়া ফেলিবেন। অথ যদি কেহ এই উদ্বর্ণাতাকে স্পর্শবর্ণের উচ্চারণবিষয়ে নিন্দা করেন, তাহা হইলে উদ্বর্ণাতা সেই নিন্দাকারীকে বলিবেন, আমি মৃত্যুর শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনিই তোমাকে দধ্ব অর্থাৎ ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥ ৪ ॥



সর্বৈ স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যঃ, ইন্দ্রে বলং দদানীতি । সর্বৈ উদ্ভাণোহগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যঃ, প্রজাপতেরাঅানং পরিদদানীতি । সর্বৈ স্পর্শা লেশেনানভিনিহিতা বক্তব্যঃ, মৃত্যোরাঅানং পরিহরাণীতি ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্ত দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ** ।—স্বরব্যঞ্জনাদির উচ্চারণকালে যেরূপ চিন্তা করা কর্তব্য, সম্ভ্রতি তাহাই উপদেশ করিতেছেন । অকারাদি সমস্ত স্বরকেই ঘোষবান্ ও বলবান্ অর্থাৎ বেশ স্পষ্ট ও দৃঢ়রূপে উচ্চারণ করিবে এবং চিন্তা করিবে—আমি ইন্দ্রে অর্থাৎ প্রাণে বলাধান করিতেছি । শ য প্রভৃতি সমস্ত উদ্বর্ণকেই অগ্রস্ত অর্থাৎ অস্ত্র বর্ণের সহিত অমিশ্রিত, অনিরস্ত অর্থাৎ কোন বর্ণ অপরিত্যক্ত ও বিবৃত অর্থাৎ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিবে ও চিন্তা করিবে—আমি প্রজাপতির উদ্দেশে নিজেকে সমর্পণ করিতেছি । আর ক প্রভৃতি সমস্ত স্পর্শবর্ণকেই অস্ত্রবর্ণের সহিত কিঞ্চিদ্ভাঙ ও মিশ্রিত না করিয়া উচ্চারণ করিবে ও চিন্তা করিবে—আমি মৃত্যুর নিকট হইতে নিজেকে পরিহরণ অর্থাৎ রক্ষা করিতেছি । ভাবার্থ এই যে—স্বর উদ্ভ ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের উচ্চারণকালে যথাযথভাবে হ্রস্ব-দীর্ঘের উচ্চারণ করিবে, বর্ণে বর্ণে জড়াইয়া না গিয়া বেশ স্পষ্টভাবে প্রত্যেকটি অক্ষর উচ্চারণ করিবে, কোন অক্ষরই যেন অমনোযোগিতাবশতঃ পড়িয়া না যায় ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তরভাষ্যম্** ।—যত ইন্দ্রাতাঅানঃ স্বরাদয়ঃ, অতঃ সর্বৈ স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যঃ, তথা অহমিন্দ্রে বলং দদানি বলমাদদানীতি । তথা সর্বৈ উদ্ভাণঃ অগ্রস্তা অন্তরপ্রবেশিতাঃ । অনিরস্তা বহিরপ্রক্লিপ্তাঃ, বিবৃতা বিবৃতপ্রযত্নোপেতাঃ । প্রজাপতেরাঅানং পরিদদানি প্রযচ্ছানীতি । সর্বৈ স্পর্শা লেশেন শনটকরনভিনিহিতা অনভিনিহিতা বক্তব্যঃ । মৃত্যোরাঅানং বালানিব শনটকঃ পরিহরন্ মৃত্যোরাঅানং পরিহরাণীতি ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্ত দ্বাবিংশখণ্ডভাষ্যম্ । ২২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ** ।—স্বর প্রভৃতি বর্ণসমূহ ইন্দ্রাদিদেবতাঅক বলিয়া সমস্ত স্বরকেই ঘোষবান্ ও বলবান্ অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়া ও দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করিবে এবং আমি ইন্দ্রে বলাধান করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিবে । এইরূপ সমস্ত উদ্বর্ণই অগ্রস্ত অর্থাৎ একটির মধ্যে আর একটি প্রবেশ করিয়া গোলযোগ



হইয়া না যায় ও অনিরন্ত অর্থাৎ কোন বর্ণটি পড়িয়া না যায় ও বিবৃত অর্থাৎ কৃৎ ও দৃঢ় প্রযত্নসহকারে উচ্চারণ করিবে, এবং আমি প্রজাপতিকে নিজের আশ্রয় সমর্পণ করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিবে। সমস্ত স্পর্শবর্ণই লেশমাত্রও অন্য নিক্ষিপ্তভাবে অর্থাৎ অতি দ্রুত উচ্চারণ করিতে গিয়া একটি বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত মিশ্রিত না হইয়া যায়, এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিবে এবং সেই সময়ে জলে পতিত কেশাদি দ্রব্যসমূহ যেমন কোন ব্যক্তি ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া ফেলে, সেই ভাবে মৃত্যুগ্রাস হইতে নিজেকে ধীরে ধীরে পরিহার অর্থাৎ মুক্ত করিতে এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ

ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ । যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ । তপ এব  
দ্বিতীয়ঃ । ব্রহ্মচার্য্যার্চ্যকুলবাসী তৃতীয়োহত্যন্তমাত্মানমাচার্য্য-  
কুলেহবসাদয়ন্ । সর্বৈ এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোহমৃ-  
তত্বমেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—ওঙ্কার উপাসনা-বিধানের উদ্দেশে সম্প্রতি ধর্মের তিনটি  
স্বক্ক অর্থাৎ বিভাগ সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছেন । ধর্মের স্বক্ক তিনটি, তন্মধ্যে যজ্ঞ,  
অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি প্রথম স্বক্ক । তপস্তা দ্বিতীয় স্বক্ক, এবং আজীবন আচার্য্য-  
গৃহে বাস করিয়া সেই স্থানেই নিজেকে অবসরকারী অর্থাৎ দেহান্ত পর্য্যন্ত আচার্য্য-  
গৃহবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয় স্বক্ক । ইহারা সকলেই পুণ্যলোকে গমন করেন, আর  
যিনি ব্রহ্মসংস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতান্যম্।**—ওঙ্কারস্তোপাসনবিধ্যর্থং ত্রয়ো ধর্মস্বক্কা ইত্যাত্মারভ্যতে ।  
নৈবং মন্তব্যং, সাম্যবয়বভূতশ্চৈবোদগীথা দিলক্ষণস্তোঙ্কারস্তোপাসনাং ফলং প্রাপ্যতে  
ইতি । কিং তর্হি ? যৎ সর্বৈরপি সামোপাসনৈঃ কশ্চিচ্ছাশ্রয়ঃ, তৎফলমমৃতত্বং  
কেবলান্দোঙ্কারোপাসনাং প্রাপ্যতে ইতি তৎস্বত্বার্থঃ :সামপ্রকরণে তদুপাসনঃ ।  
ত্রয়ঃ ত্রিসংখ্যকা ধর্মশ্চ স্বক্কাঃ ধর্মস্বক্কাঃ ধর্মপ্রবিভাগা ইত্যর্থঃ । কে তে ?  
ইত্যাহ, যজ্ঞঃ অগ্নিহোত্রাদিঃ । অধ্যয়নং সনিস্বয়মশ্রু স্বগাদেবভ্যাসঃ । দানং বহির্কৈদি  
বখাশক্তি ভব্যসংবিভাগঃ ভিক্ষমাণেভ্যঃ, ইত্যেব প্রথমো ধর্মস্বক্কঃ গৃহস্থসমবেতভ্যং  
তন্নিবর্তকেন গৃহস্থেন নির্দিষ্টতে, প্রথম এক ইত্যর্থঃ, দ্বিতীয়তৃতীয়শ্রবণং, ন আত্মার্থঃ ।  
তপ এব দ্বিতীয়ঃ, তপ ইতি কুচ্ছ্রাচ্ছ্রায়াগাদি, তদ্বাস্তাপসঃ পরিব্রাড়া, ন ব্রহ্মসংস্থঃ  
আশ্রমধর্মমাত্রসংস্থঃ, ব্রহ্মসংস্থস্ত তু অমৃতত্বশ্রবণং; দ্বিতীয়ো ধর্মস্বক্কঃ । ব্রহ্মচারী  
আচার্য্যকুলে বস্ত্বঃ শীলমশ্রুত্যাচার্য্যকুলবাসী, অত্যন্তঃ যাবজ্জীবনমাত্মানং নিয়মৈরাচার্য্য-  
কুলেহবসাদয়ন্ কপয়ন্ দেহং, তৃতীয়ো ধর্মস্বক্কঃ । অত্যন্তমিত্যাদিবিশেষণান্নৈষ্টিক  
ইতি গম্যতে । উপকুর্ভাণশ্চ স্বাধ্যায়গ্রহণার্থমাত্র পুণ্যলোকত্বং ব্রহ্মচর্য্যেণ ।  
সর্বৈ এতে ত্রয়োহপ্যাশ্রমিণো যথোক্তৈর্ধর্মৈঃ পুণ্যলোকা ভবন্তি, পুণ্যো লোকে  
যেবাং তে ইমে পুণ্যলোকা আশ্রমিণো ভবন্তি । অবশিষ্টত্বমুক্তঃ পরিব্রাট তুরীয়ঃ  
ব্রহ্মসংস্থো ব্রহ্মনি সম্যগবস্থিতঃ, সোহমৃতত্বং পুণ্যলোকবিলক্ষণমমরণভাবমাত্যস্তিকম্  
এতি, নাপেক্ষিকং, দেবাত্মমৃতত্ববৎ । পুণ্যলোকাং পৃথগমৃতত্বশ্চ বিভাগকরণং । যদি চ



পুণ্যলোকাতিশয়মাত্রমমৃতত্বমভিষাৎ, ততঃ পুণ্যলোকত্বাভিজ্ঞং নাবক্ষ্যৎ। বিভক্ত্যে  
 দেশাচ্চ আত্যন্তিকমমৃতত্বমিতি গম্যতে। অত্র চাশ্রমধর্মফলোপভাসঃ প্রণবসেবাস্বভাব  
 ন তৎফলবিধ্যর্থঃ; স্তুতয়ে চ প্রণবসেবায়্যা আশ্রমধর্মফলবিধয়ে চ, ইতি হি ভিন্ন  
 বাক্যম্। তস্যাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধাশ্রমফলাভ্যুপাধেয়ং প্রণবসেবাস্বভাবমমৃতত্বং ক্রবন্ প্রণব  
 স্তোতি। যথা পূর্বধর্মঃ সেবা ভক্তপরিধানমাত্রফলা রাজবর্ষণস্ত সেবা রাজ্যত্ব  
 ফলেতি, তদ্বৎ। প্রণবশ্চ তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম, তৎপ্রতীকত্বাৎ। “এতদ্ব্যবক্ষ্য  
 ইত্যাত্মানানাং কাঠকে যুক্তং তৎসেবাতোহমৃতত্বম্। অত্রাহঃ কেচিৎ, চতুর্গামি  
 গামবিশেষেণ স্বকর্মাভ্যুপাধেয়ং পুণ্যলোকতা ইহোক্তা জ্ঞানবর্জিতানাং, “সর্বো  
 পুণ্যলোকা ভবন্তি” ইতি। নাত্র পরিব্রাডবশেষিতঃ, পরিব্রাজকস্তাপি জ্ঞান  
 নিয়মাচ্চ তপ এবোতি। “তপ এব দ্বিতীয়ঃ” ইত্যত্র তপঃশব্দেন পরিব্রাট্য  
 গৃহীতো, অতন্তেষামেব চতুর্গাং যো ব্রহ্মসংস্থঃ প্রণবসেবকঃ, সোহমৃতত্বমেতী  
 চতুর্গামধিকৃতত্বাবিশেষাৎ, ব্রহ্মসংস্থে অপ্ৰতিবেদ্যে, স্বকর্মচ্ছিত্রে চ ব্রহ্মসংস্থ  
 সামর্থ্যোপপত্তেঃ। ন চ ব্যববাহাদিশব্দং ব্রহ্মসংস্থশব্দঃ পরিব্রাজকে ক্রতুঃ, ব  
 সংস্থিতিনিমিত্তমুপাদায় প্রবৃত্তত্বাৎ। ন হি ক্রতিশব্দা নিমিত্তমুপাদদতে। সর্ব  
 ব্রহ্মণি স্থিতিরূপপত্ততে। যত্র যত্র নিমিত্তমস্তি ব্রহ্মণি সংস্থিতিস্তস্মৈ তস্মৈ নিমিত্ত  
 বাচকং সন্ত্য ব্রহ্মসংস্থশব্দং পরিব্রাডেকবিষয়ে সঙ্কোচকারণভাবান্নিরোধমু  
 ন চ পরিব্রাজ্যশ্রমধর্মমাত্রোণামৃতত্বং, জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। পরিব্রাজ্যধর্ম  
 জ্ঞানমমৃতত্বসাধনমিতি চেন্ন, আশ্রমধর্মত্বাবিশেষাৎ। ধর্মী বা জ্ঞানবিশিষ্টোহম  
 সাধনমিত্যেতদপি সর্বাশ্রমধর্মার্থামবিশিষ্টম্। ন চ বচনমস্তি, পরিব্রাজকশ্চৈব ব্রহ্ম  
 মোক্ষো নান্তেষামিতি। জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি চ সর্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ। তস্যাং  
 ব্রহ্মসংস্থঃ স্বাশ্রমবিহিতধর্মবতাং, সোহমৃতত্বমেতীতি, ন, কর্মনিমিত্তবিজ্ঞাপ  
 বিরোধাৎ। কত্রাদিকারকক্রিয়াফলভেদপ্রত্যয়বস্তুং হি নিমিত্তমুপাদায়  
 ইদং মা কাৰ্য্যব্রিতি কর্মবিধয়ঃ প্রবৃত্তাঃ। তচ্চ নিমিত্তং ন শাস্ত্রকৃতং, সর্ব  
 দর্শনাৎ। “সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” “আত্মৈবেদং সর্বং” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” ইতি শাস্ত্র  
 প্রত্যয়ো বিজ্ঞাপকঃ স্বাভাবিকং ক্রিয়াকারকফলভেদপ্রত্যয়ং কর্মবিধিনিমিত্তমুপ  
 জায়তে, ভেদাভেদপ্রত্যয়র্যোর্বিরোধাৎ। ন হি তৈমিরিক-দ্বিচ্ছাদিভেদপ্রত্যয়  
 যুক্ত তিমিরাপগমে চন্দ্রাভেকত্বপ্রত্যয় উপজায়তে, বিজ্ঞাপকবিজ্ঞাপ  
 তত্রৈবং সতি যঃ ভেদপ্রত্যয়মুপাদায় কর্মবিধয়ঃ প্রবৃত্তাঃ স যন্তোপমর্শিতঃ, “স  
 মেবাদ্বিতীয়ঃ” “তৎ সত্যং” “বিকারভেদোহনৃতম্” ইত্যেতদ্বাক্যপ্রমাণমনির্ভর  
 প্রত্যয়েন, সঃ সর্বকর্মভ্যো নিবৃত্তো নিমিত্তনিবৃত্তে, স চ নিবৃত্তকর্ম। ব্রহ্মসংস্থ  
 স চ পরিব্রাডেব, অত্রান্তাসম্ভবাৎ। অন্তো হি অনিবৃত্তভেদপ্রত্যয়ঃ, সোহ  
 শ্বধ্বনু মনোনো বিজ্ঞানম্নিঃ কুৎসেদং প্রাপ্নমামিতি হি মত্ৰতে। তত্রৈবং কুর্ক



ব্রহ্মসংস্থতা, বাচ্যবস্ত্তমাত্রবিকারানুভাভিসন্ধিপ্রত্যয়বদ্বাং । ন চাসত্যমিতি ; উপমর্দ্বিতে ভেদপ্রত্যয়ে সত্যমিদমনেন কর্তব্যং ময়েতি প্রমাণ-প্রমেয়বুদ্ধিরূপপদ্ধতে, আকাশে ইব তলমলবুদ্ধিবিবেকিনঃ । উপমর্দ্বিতেহপি ভেদপ্রত্যয়ে কস্মভ্যো ন, নিবর্ত্ততে চেৎ, প্রাগিব ভেদপ্রত্যয়ানুপমর্দ্বিনাদেকত্বপ্রত্যয়বিধায়ক্য বাক্যমপ্রমাণীকৃতং ত্যাং, অভক্ষ্যভক্ষণাদিপ্রতিষেধবাক্যানাং প্রামাণ্যবৎ যুক্তমেকত্ববাক্যস্তাপি প্রামাণ্যং, সর্বোপনিষদাং তৎপরত্বাং । কস্মবিধীনামপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন, অনুপমর্দ্বিতভেদ-প্রত্যয়বৎপুরুষবিষয়ে প্রামাণ্যোপপত্তেঃ, স্বপ্নাদিপ্রত্যয় ইব প্রাক্প্রবোধাং । বিবেকিনাম-করণাৎ কস্মবিধিপ্রামাণ্যচ্ছেদ ইতি চেৎ, কাম্যবিধ্যানুচ্ছেদদর্শনাং । ন হি “কাম্যাস্থতা ন প্রশস্তা” ইত্যেবং বিজ্ঞানবন্তিঃ কাম্যানি কস্মাপি নানুগ্ধীয়ন্তে ইতি কাম্যকস্মবিধয় উচ্ছিন্নন্তে, অনুগ্ধীয়ন্তে এব কামিভিরিতি । তথা ব্রহ্মসংস্থত্বক্সিভিনানুগ্ধীয়ন্তে কস্মাপীতি ন তদ্বিধয় উচ্ছিন্নন্তে, অব্রহ্মবিভিন্নানুগ্ধীয়ন্তে এবেতি । পরিব্রাজকানাং ভিক্ষাচরণাদিবং উৎ-পন্নৈকত্বপ্রত্যয়ানামপি গৃহস্থাদীনামগ্নিহোত্রাদিকস্মানিবৃত্তিরিতি চেৎ, প্রামাণ্যচিন্তায়ঃ পুরুষপ্রবৃত্তেরদৃষ্টান্তত্বাং । ন হি “নাভিচরেৎ” ইতি প্রতিবিদ্ধমপ্যভিচরণং কচ্চিৎ কুর্স্বন দৃষ্ট ইতি শত্রৌ ধ্বংসহিতেনাপি বিবেকিনা অভিচরণং ক্রিয়তে । ন চ কস্মবিধিপ্রবৃত্তিনিমিত্তে ভেদপ্রত্যয়ে বাধিতেহগ্নিহোত্রাদৌ প্রবর্ত্তকং নিমিত্তমস্তি, পরিব্রাজকশ্চেব ভিক্ষাচরণাদৌ বৃত্তক্ষাদি প্রবর্ত্তকম্ । ইহাপ্যকরণে প্রত্যবারভয়ং প্রবর্ত্তকমিতি চেৎ, ন, ভেদ-প্রত্যয়বতোহধিকৃতত্বাং । ভেদপ্রত্যয়বাননুপমর্দ্বিতভেদবুদ্ধির্কিঞ্চিয়া যঃ, স কস্মণ্যধিকৃত ইত্যেবাচাম । যো হধিকৃতঃ কস্মপি, তস্ম তদকরণে প্রত্যব্যায়ঃ, ন নিবৃত্তাধিকারস্ত ; গৃহস্থশ্চেব ব্রহ্মচারিণো বিশেষধর্মানুষ্ঠানে । এবং তর্হি সর্বঃ স্বাপ্রমহঃ উৎপন্নৈক-প্রত্যয়ঃ পরিব্রাড্ভিতি চেৎ, ন, স্বস্বামিত্তভেদবুদ্ধ্যানিবৃত্তেঃ ; কস্মার্থত্বাচ্চৈতরাশ্রমাণাম্, “অথ কস্ম কুর্স্বায়” ইতি শ্রুতেঃ ; তস্মাচ্চ স্বস্বামিত্তত্বাবান্তিকুরেক এব পরিব্রাট্, ন গৃহস্থাদিঃ । একত্বপ্রত্যয়বিধজনিতেন প্রত্যয়েন বিধিনিমিত্ত-ভেদপ্রত্যয়শ্চোপমর্দ্বিতত্বাং যমনিয়-মাত্মরূপপত্তিঃ পরিব্রাজকশ্চেতি চেৎ, ন, বৃত্তক্ষাদির্দৈনিকত্বপ্রত্যয়াং প্রচ্যাবিতশ্চোপপত্তেঃ, নিবৃত্তার্থত্বাং । ন চ প্রতিবিদ্ধসেবাপ্রাপ্তিঃ, একত্বপ্রত্যয়োৎপত্তেঃ প্রাগেব প্রতিবিদ্ধ-ত্বাং । ন হি রাত্রৌ কুপে কণ্টকে বা পতিতঃ উদিতোহপি সবিতরি পতিত তন্নিম্নেব ; তস্মাৎ সিদ্ধং নিবৃত্তকস্মা ভিক্ষুক এব ব্রহ্মসংস্থ ইতি । যৎ পুনরুক্তং, সর্বেষাং জ্ঞান-বর্জিতানাং পুণ্যলোকতেতি ; সত্যমেতৎ । যচ্চোক্তং তপঃশব্দেন পরিব্রাড্ভ্যুক্ত ইতি, এতদসৎ । কস্মাৎ ? পরিব্রাজকশ্চৈব ব্রহ্মসংস্থতাসম্ভবাং । স এব হবশেবিত ইত্যেবাচাম । একত্ববিজ্ঞানবতোহগ্নিহোত্রাদিবস্তপোনিবৃত্তেশ্চ, ভেদবুদ্ধিমত এব হি তপঃকর্তব্যতা স্মাৎ । এতেন কস্মচ্ছিত্রে ব্রহ্মসংস্থতাসামর্থ্যম্, অপ্রতিষেধশ্চ প্রত্যুক্তং । তথা জ্ঞানবানেব নিবৃত্তকস্মা পরিব্রাড্ভিতি জ্ঞানবৈষয়্যং, প্রত্যুক্তম্ । যৎ পুনরুক্তং, যববাহাদিশব্দবৎ পরিব্রাজকে ন রূঢ়ো ব্রহ্মসংস্থশব্দ ইতি, তৎ পরিহৃতং, তস্মৈব



ব্রহ্মসংস্থতাসম্ভবাৎ, নান্নশ্রেতি । যৎ পুনরুক্তং, রূঢ়শব্দা নিমিত্তং নোপাদদতে ইতি ।  
 গৃহস্থ-তক্ষ-পরিব্রাজকাদিশব্দদর্শনাৎ । গৃহস্থিতি-পারিব্রাজ্য-তক্ষণাদিনিমিত্তোপাদানং ।  
 গৃহস্থপরিব্রাজকবাস্রমবিশেষে, বিশিষ্টজাতিমতি চ তক্ষেতি রূঢ়া দৃশ্যন্তে শব্দাঃ ।  
 যত্র যত্র তানি নিমিত্তানি তত্র তত্র বর্তন্তে, প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ । তথেষাপি ব্রহ্মসংস্থ-  
 নিবৃত্তসর্বকর্ম-তৎসাধন-পরিব্রাজেকবিষয়েহত্যাশ্রমিণি পরমহংসাখ্যে বৃত্ত ইহ জি-  
 মইতি, মুখ্যামৃতত্বকনশ্রবণাৎ ; অতশ্চেদমেবৈকং বেদোক্তং পারিব্রাজ্যং, ন যত্র  
 বীত-জিহ্বা-কমণ্ডবাদিপরিশ্রহ ইতি, “মুণ্ডোহপরিগ্রহোহসঙ্গঃ” ইতি চ ক-  
 “অত্যাশ্রমিত্যঃ পরমং পবিত্রম্” ইত্যাদি চ শ্বেতাশ্বতরীয়ে । “নিমিত্ততিনির্নামস্বারঃ” ইত্য-  
 শ্রুতিভাষ্যচ । “তস্মাৎ কর্ম ন কুর্যন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ । তস্মাদলিজ্ঞো ধর্মজ্ঞঃ স্ব-  
 লিঙ্গঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্যচ । যন্তু সাংখ্যৈঃ কর্মত্যাগোহিত্যুপগম্যতে, ক্রিয়া-ক-  
 ফলভেদবুদ্ধেঃ সত্যত্বাত্ম্যুপগমাৎ, তস্মাৎ । যচ্চ বোর্দ্ধৈঃ শূন্যতাহিত্যুপগমাদকর্তৃবৃত্ত-  
 গম্যতে, তদপ্যসৎ, তদত্ম্যুপগম্যন্তঃ সত্যত্বাত্ম্যুপগমাৎ । যচ্চাষ্টজেরলসতয়া অকর্তৃত্বাত্ম্যুপ-  
 সোহপ্যসৎ কারকবুদ্ধেরনিবর্তিতত্বাৎ প্রমাণেন । তস্মাদ্বেদান্তপ্রমাণজনিতৈকত্ব-  
 বত এতৎ কর্মনিবৃত্তিলক্ষণং পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মসংস্থত্বক্ষেতি সিদ্ধম্ । এতেন গৃহস্থ-  
 বিজ্ঞানে সতি পারিব্রাজ্যমর্থসিদ্ধম্ । নহন্যুৎসাদনদোষভাক্ শ্রাৎ পরিব্রজন, ন-  
 বা এষ দেবানাং ষোহগ্নিমুদাসয়তে” ইতি শ্রুতেঃ ; ন, দৈবেনৈবোৎসাদিতত্বাৎ, উৎস-  
 হি স একত্বদর্শনে জাতে “অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বম্” ইতি শ্রুতেঃ ; অতো ন দোষভাক্  
 পরিব্রজয়িত্বম্ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—ওঙ্কারের উপাসনা-বিধানের নি-  
 তিনটি ধর্মস্বক ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন । সামের অবশ্যক  
 উদগীথাদিস্বরূপ ওঙ্কারের উপাসনাতে যে ফল পাওয়া যায়, স্বতন্ত্রভাবে এই উপ-  
 সনাতেও যে সেই ফলই পাওয়া যায়, এরূপ মনে করা উচিত হয় না, সমস্ত উপ-  
 সনা ও সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, স্বতন্ত্রভাবে কে-  
 মাত্র ওঙ্কারের উপাসনাতেই সেই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করা যায় ; এ জন্য  
 ওঙ্কারের প্রশংসার নিমিত্ত এই সামপ্রকরণে তাহার বিষয়ে অবতারণা করা হইয়াছে ।  
 ধর্মস্বক অর্থাৎ ধর্মের বিভাগ তিন প্রকার । সেই তিনটি কি ? এরূপ যদি  
 জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রথম অর্থাৎ ঐ তিনটির মধ্যে  
 হইতেছে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান । যজ্ঞ-শব্দে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞের অর্থ  
 অধ্যয়নশব্দে নিয়মপূর্বক ঋক্‌প্রভৃতি বিদ্যার অভ্যাস, আর দান শব্দে বেদবি-  
 দেশে অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় ব্যতীতও সময়ান্তরে প্রার্থীগণকে সামর্থ্যানুসারে  
 বিভাগ করিয়া দেওয়া । এই প্রথম ধর্মস্বক গৃহস্থ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হয়  
 উহার অনুষ্ঠান গৃহস্থের সহিত নির্দিষ্ট হইয়াছে । এখানে প্রথম-শব্দের অর্থ



নহে, এক, কারণ, পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের উল্লেখ আছে। তপস্তা দ্বিতীয় ধর্ম-  
 স্বক। এ স্থানে তপঃশব্দে কৃচ্ছ অর্থাৎ 'প্রাজাপত্য' ব্রত অথবা অত্র কোন ক্লেশসাধ্য  
 ব্রতবিশেষ ও চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতচরণশীল তাপস বা পরিব্রাজককে বুঝাইবে,  
 আশ্রমধর্মাবলম্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি নহেন, কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন,  
 এইরূপই শ্রুতি আছে। নিয়মপূর্বক যাবজ্জীবন আচার্য্যগৃহে অবস্থান-পূর্বক  
 সেই স্থানেই দেহপাতকারী ব্রহ্মচারী তৃতীয় ধর্মস্বক। মূল শ্রুতিতে 'অত্যন্তম্' এই  
 বিশেষণটি থাকায় ব্রহ্মচারী-শব্দে 'নৈষ্ঠিক' ব্রহ্মচারী বুঝিতে হইবে, 'উপকুর্ক্কাণ'  
 ব্রহ্মচারী নহে, কারণ, 'উপকুর্ক্কাণ' ব্রহ্মচারী কেবল বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য  
 অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করেন, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে দ্বাদশ বৎসরান্তে গুরুর  
 অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সমাবর্তনান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্বক বিবাহ করিয়া সংসারী  
 হন, তাঁহার ঐ ব্রহ্মচর্য্যে পুণ্যালোক লাভ হয় না। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সমাবর্তন-  
 পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন না, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও আ-মরণকাল ব্রহ্মচর্য্য  
 অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহেই বাস করেন। উক্ত তিন প্রকার আশ্রমীই নির্দিষ্ট  
 ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যালোকে গমন করেন। অনুক্ত অর্থাৎ উক্ত তিনটি স্বক্কের মধ্যে  
 অনির্দিষ্ট অবশিষ্ট চতুর্থ অর্থাৎ উক্তস্বক্কত্রয়াতিরিক্ত পরিব্রাজক সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মে  
 আত্মসমর্পণ পূর্বক স্বর্গাদি পুণ্যালোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আত্যন্তিক হৃৎখনিবৃত্তিরূপ  
 অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। দেবগণও অমৃতত্ব লাভ করেন বটে, কিন্তু  
 তাঁহাদিগের সেই অমৃতত্বপ্রাপ্তি আপেক্ষিক অর্থাৎ প্রলয়কালপর্য্যন্তমাত্র স্থায়ী,  
 আত্যন্তিক নহে, কিন্তু ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তির অমৃতত্ব দেবগণের ত্রায় নহে, কারণ, অমু-  
 তত্বকে পুণ্যালোক হইতে পৃথকরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, ঐ দুইটি এক হইলে  
 উহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ করা আবশ্যক হইত না। এই অমৃতত্বশব্দে যদি  
 পুণ্যালোকেই উৎকর্ষাবস্থাকে বুঝাইত, তাহা হইলে পুণ্যালোক হইতে অমৃতত্বকে  
 পৃথকরূপে নির্দেশ করিয়া বলা হইত না, এই পৃথকরূপে নির্দেশ করাতেই ব্রহ্মনিষ্ঠ  
 ব্যক্তিগণ আত্যন্তিক অমৃতত্ব লাভ করেন, দেবগণের ত্রায় আপেক্ষিক নহে, ইহা  
 বুঝাইতেছে। প্রণব উপাসনার প্রশংসা করার জন্তই এ স্থানে আশ্রমধর্ম্মের ফলের  
 উল্লেখ করা হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে উহাদের ঐরূপ ফলবিধানের নিমিত্ত নহে,  
 অর্থাৎ এই আশ্রমী এই প্রকার ফলপ্রাপ্ত হন, ঐ বাক্য দ্বারা ঐরূপ বিধান করা হয়  
 নাই, তাহা হইলে একই বাক্যে প্রণব উপাসনার প্রশংসা ও আশ্রমধর্ম্মের ফলবিধান  
 করায় 'বাক্যভেদ'রূপ দোষ উপস্থিত হয়। এ নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্রে যে আশ্রমের  
 যে সমস্ত ফল প্রসিদ্ধ আছে, তাহারই অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুল্লেখ করিয়া প্রণবসেবার  
 ফলে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়া প্রণব উপাসনার প্রশংসা করিতেছেন।



ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—যেমন পূর্ণবর্ষা নামক কোন ব্যক্তিবিশেষ সেবা করিলে নাত্র অন্নবস্ত্র মিলিতে পারে, আর রাজবর্ষা নামক ব্যক্তিবিশেষ সেবার রাজ্যপ্রাপ্তির আশা ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাও সেইরূপ জানিবে। ব্রহ্মেরই এই বলিয়া এই প্রণব সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম। কঠোপনিষদেও বলা হইয়াছে—“অক্ষর অর্থাৎ প্রণবই ব্রহ্ম ও পর” অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া সর্বোৎকৃষ্ট, অতঃপর তাহার উপাসনাতে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয় বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, “সর্বো এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি” শ্রুতি দ্বারা জ্ঞানবিরহিত চতুর্বিধ আশ্রমীদিগেরই অবিশেষরূপে স্বশুদ্ধি দ্বারা পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহাতে কোনরূপ ইতর-বিশেষ করা হয় নাই। এ স্থানে যে পরিব্রাজক অবশিষ্ট অর্থাৎ অনুক্ত হইয়াছেন, তাহা নহে, কারণ, পরিব্রাজকের অন্তর্গত জ্ঞান, যম ও নিয়মও তপস্তারই অন্তর্ভূত, যুক্তি “তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ” তপস্তাই দ্বিতীয় এ স্থলে তপঃশব্দদ্বারা পরিব্রাজক ও তপসী উভয়েরই গ্রহণ করা হইয়াছে; অতএব সেই চারিপ্রকার আশ্রমীদিগের মধ্যে নিম্ন প্রণবোপাসক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন, যে হেতু, চারি প্রকার আশ্রমীর মধ্যে অধিকারগত কোনরূপ পার্থক্য নাই, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া সম্বন্ধেও কাহারও নিষেধ নাই। পরন্তু নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কস্মীনাষ্ঠানের অর্থ্য ব্রহ্মনিষ্ঠত্ববিষয়ে তাঁহাদিগের সামর্থ্যও আছে। যেমন যব শব্দে এক প্রকার শস্যকে এবং বরাহশব্দে একরূপ জন্তুকেই বুঝায়, তদ্রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ শব্দ যে কেবলমাত্র পরিব্রাজককেই বুঝায়, তাহা নহে, কেন না, যিনি ব্রহ্মেই সম্যকরূপে অবস্থিত, তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া ঐ শব্দটি প্রযুক্ত হয়; যে সমস্ত শব্দ রূঢ় অর্থাৎ কোন একটি বিশেষার্থেই প্রসিদ্ধ, তাহারা কোনরূপ নিমিত্ত অর্থাৎ যৌগিকার্থে ব্যবহৃত হয় না। ব্রহ্ম সংস্থিতি যখন সকলের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে, তখন যাহাতে যাহাতে ব্রহ্ম সংস্থিতরূপ নিমিত্ত বিদ্যমান আছে, ‘ব্রহ্মসংস্থ’ এই শব্দটি সেই সেই নিমিত্তবিশেষ লোকেরই বাচক হইবে, অতএব কেবলমাত্র পরিব্রাজক অর্থেই ঐ শব্দটিকে সঙ্গীত করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না এবং হওয়ার কোন কারণও নাই। আর কেবল পারিব্রাজ্যপ্রমেরই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, অন্য আশ্রমে হয় না, তাহা নহে, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের কোন সার্থকতাই থাকে না। যদি বল, পারিব্রাজ্যপ্রমে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞানই অমৃতত্বলাভের উপায়, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, অমৃতত্ব প্রাপ্তিবিষয়ে কোন আশ্রমেরই বিশিষ্ট অধিকার নাই, উহা সকল আশ্রমীর পক্ষেই তুল্য, জ্ঞানের সহিত অন্তর্গত ধর্মই যখন মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়, তখন উহা সমস্ত আশ্রমধর্মের পক্ষেই তুল্য। আর এমন কোন শাস্ত্রবাক্য নাই, যাহা দ্বারা বলা



হাইতে পারে যে, ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাজকেরই মোক্ষলাভ হয়, অন্তের হয় না। জ্ঞান হইতেই মুক্তি, সমস্ত উপনিষদেরই ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বাঁহারা নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কার্যে নিরত থাকেন, তাঁহা-দিগের মধ্যে যিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন, কেবল সন্ন্যাসীমাত্র নহেন। এই মতের প্রতিবাদস্বরূপ বলিতেছেন,—না, তাহা হইতে পারে না, যে হেতু, কৰ্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত জ্ঞান ও বিচার স্বরূপ জ্ঞান এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ, দেখ, কৰ্ত্তা প্রভৃতি কারক, অন্তর্গত-ক্রিয়া ও তাহার ফল এই তিন প্রকার ভেদ-বিষয়ক নিমিত্তকে উদ্দেশ্য করিয়াই “এই কৰ্ম্ম কর এবং ইহা করিও না” প্রভৃতি কৰ্ম্মবিধি সকল প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত নিমিত্ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট নহে, যে হেতু, সৰ্ব-জীবেরই ঐরূপ নিমিত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখ, “সৎ অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্ম একই ও অদ্বিতীয়” “আত্মাই এই সমস্ত জগৎ” “এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ” ইত্যাদিরূপ শাস্ত্রজ্ঞাত বিদ্যাস্বরূপ যে জ্ঞান, তাহা কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ ক্রিয়া, কারক ও তাহার ফলবিষয়ক স্বাভাবিক ভেদবুদ্ধিকে বিনষ্ট না করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না, যে হেতু, ভেদজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ। দেখ, তৈমিরিক অর্থাৎ চক্ষুরোগবিশেষের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি যে একই চন্দ্রে দুইটি বা তিনটি চন্দ্র বলিয়া মনে করে, সেই তিমিররোগস্বরূপ দোষ যতক্ষণ না নিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ তাহার ঐ চন্দ্রটি যে একটিমাত্র পদার্থ, দুইটি বা তিনটি নহে, এ জ্ঞান জন্মিতে পারে না; যে হেতু, একই বিষয়ে বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রতীতিবিরুদ্ধ। ইহাই যখন কার্য্য কারণভাব সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম, তখন যে ভেদবুদ্ধিবশতঃ কৰ্ম্ম-বিষয়ক বিধিসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছিল, “সৎ পদার্থ এক ও অদ্বিতীয়” “তিনিই সত্য,” “বিকার অর্থাৎ কার্য্যমাত্রই মিথ্যা” ইত্যাদি বাক্যপ্রমাণজ্ঞাত একত্বজ্ঞান দ্বারা বাঁহার সেই ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, তিনি সৰ্ব্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন, কারণ, প্রবৃত্তির নিমিত্তস্বরূপ ভেদবুদ্ধিই তাঁহার তখন নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। সেই নিবৃত্তকৰ্ম্মী ব্যক্তি-কেই ‘ব্রহ্মসংস্থ’ বলা যায় এবং তিনিই পরিব্রাজকও বটে, কারণ, বাঁহাদের ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব। উক্ত প্রকার ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অল্প বিষয় দর্শন, শ্রবণ ও মনন করিয়া এবং বিশেষরূপে অবগত হইয়া এইরূপ মনে করে যে, “আমি এই কার্য্য করিয়া এইরূপ ফল প্রাপ্ত হইব” ইত্যাদি। এইরূপ ক্রিয়াজীল সেই ব্যক্তি কখনই ব্রহ্মসংস্থ হইতে পারে না, কারণ, বাক্য দ্বারা আরম্ভ বিকার বা কার্য্যমাত্রই মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞান তাহাদের থাকিয়াই যায়। বিবেকী ব্যক্তির যেমন আকাশে তলমলিনতাবুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সমস্তই মিথ্যা-জ্ঞানে বাঁহার ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর কখন ‘ইহাই সত্য’ ‘ইহা দ্বারা



আমার এইরূপ করা প্রয়োজন' ইত্যাদি প্রমাণ-প্রমেয়রূপবুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপেই তাহাদিগের ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও যদি কৰ্ম নিবৃত্ত না হয়, আর একত্ব-জ্ঞানোদয়ের পরও যদি পূর্বের ত্রায় ভেদবুদ্ধির কিছু না হয়, তাহা হইলে 'তৎ স্তমসি' ইত্যাদি একত্ববিধায়ক বাক্যসকল অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, অথচ অভক্ষ্যভক্ষণাদির প্রতিষেধক বাক্যসমূহ যেমন প্রামাণিক সেইরূপ একত্ববিধায়ক বাক্যসমূহও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত, কারণ সমস্ত উপনিষদেরই উহাই তাৎপর্য। যদি বল, জ্ঞানীর পক্ষে কৰ্ম যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত কৰ্মবিধিসমূহ অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, যতক্ষণ নিজাভঙ্গ না হয় ততক্ষণই যেমন স্বপ্নাদিতে দৃষ্ট বস্তুর প্রামাণ্য বোধ থাকে, সেইরূপ যাহাদের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, তাহাদিগের পক্ষেই সেই সমস্ত বিষয়ের প্রামাণ্য উপপন্ন হইতে পারে। যদি বল, বিবেকীরা কৰ্মানুষ্ঠান না করিলেই কৰ্মবিধির প্রামাণ্য কি হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, তাহাও নহে, কেন না, কাম্যবিধির অনুল্লেখ বা অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। "কাম্যাত্মতা অর্থাৎ স কাম ভাবপ্রাপ্ত নহে" এই মনুচরনবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান না করিলে কাম্যকর্মের বিধিসমূহ যে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; যাহারা কাম্য, তাহারা কাম্য বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়াই থাকে, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ-কর্তৃক কাম্য অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া কৰ্মবিধিসমূহও উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, যাহারা ব্রহ্মকৃত্য অনভিজ্ঞ, তাহাদিগের কর্তৃকই তাহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যদিও পরিব্রাজকগণের ভিক্ষাচরণবিষয়ের প্রবৃত্তির ত্রায় যে সমস্ত গৃহীর ব্রহ্মকর্মের সম্ভাত হইয়াছে, সেই সমস্ত গৃহস্থগণেরও অগ্নিহোত্রাদিকর্মের নিবৃত্তি হইবে না ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইবে না, কারণ, প্রামাণ্যচিন্তায় অর্থ বাক্যের প্রামাণ্যবিষয়ক বিচারস্থলে পুরুষবিশেষের প্রবৃত্তি কখনই দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। "অভিচার-ক্রিয়া করিবে না" এই শাস্ত্রানুসারে অভিজ্ঞ নিষিদ্ধ হইলেও কোন ব্যক্তিকে অভিচারক্রিয়া করিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া শব্দ বিবেচনাবিহীন বিবেকী ব্যক্তি কখন অভিচারক্রিয়া করেন না। ভেদজ্ঞানই কৰ্ম বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ, ঐ ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও, পরিব্রাজকের ভিক্ষা চরণাদি কার্যে প্রবৃত্তিদায়ক বুদ্ধিাদিরূপ নিমিত্ত যেমন থাকিয়া যায়, তেমনই অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানবিষয়ে প্রবৃত্তিজনক কোনরূপ নিমিত্ত যে থাকিয়া যায়, তাহাও নহে। যদি বল, গৃহস্থের পক্ষে এই সমস্ত কার্যের অকরণে পাপ ভর্যই প্রবর্তন তাহার উত্তরে—না, তাহাও নহে, কেন না, যাহারা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন সেই সমস্ত



ব্যক্তিদিগেরই কর্মকরণে অধিকার। আমরা বলিয়াছিও যে, বিজ্ঞা দ্বারা বাহাদিগের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, সেই সমস্ত ভেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই কর্মে অধিকারী। যে ব্যক্তি কর্ম্যাধিকারী, সে কর্ম না করিলে প্রত্যাব্যগ্রস্ত হয়, কিন্তু বাহার ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে কর্ম না করিলে প্রত্যাব্যগ্রস্ত হয় না, ব্রহ্মচারীর পক্ষে অবশ্য অনুষ্ঠের বিশেষ বিশেষ কার্যসমূহে যেমন গৃহীর কোন অধিকার নাই এবং তাহা না করায় যেমন তাহাকে প্রত্যাব্যভাগী হইতে হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, বাহাদের ভেদবুদ্ধি দূর হইয়া একত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, স্ব স্ব আশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত এরূপ সকল ব্যক্তিই ‘পরিব্রাজক’ এই নামে অভিহিত হইতে পারেন, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা পারে না। কারণ, তাহাদের স্বস্বামিত্বরূপ ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাদিরূপ আমিত্ববুদ্ধির নিবৃত্তি হয় নাই। বিশেষতঃ “অনন্তর কর্ম করিবে” এই শ্রুতি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানই অত্যাগ্র আশ্রমীর একমাত্র কর্তব্য। অতএব স্বস্বামিত্ববুদ্ধির অভাব বশতঃ একমাত্র ভিক্ষুকই ‘পরিব্রাজক’ নামে অভিহিত হইবার যোগা, গৃহস্থ প্রভৃতি নহে। যদি বল, একত্বজ্ঞানের প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা একত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন বিধির হেতুস্বরূপ ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তখন পরিব্রাজকের পক্ষে আর যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, চৌর্য্যবৃত্তি না করা, ব্রহ্মচর্য্য, দান গ্রহণ না করা এই পাঁচটি ও নিয়মাদির অর্থাৎ বাহ্যিক ও আন্তরিক শুচিতা, সর্কীবস্থায় সন্তুষ্টি, তপশ্চা, বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বর-চিন্তা অথবা সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ এই পাঁচটির অনুষ্ঠান অযৌক্তিক; তাহার উত্তরে বলিব, না, এ আপত্তি অসঙ্গত, কারণ, অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা পীড়িত হইলে একত্বজ্ঞানেরও কখন কখন অভাব হইতে পারে, অতএব সে অবস্থাতেও বাহাতে অনুচিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, এ জ্ঞাত যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠানও সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইবার পূর্বেই সে সমস্ত বিষয় নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তি রাত্রিকালে কুপমধ্যে বা কর্কটকাকীর্ণ স্থানে পতিত হইলেও সূর্য্যোদয় হইলেও যে তাহাতেই পড়িবে, এরূপ সম্ভব হইতে পারে না; অতএব কর্ম্মত্যাগী ভিক্ষুকই যে ব্রহ্মসংস্থ অর্থাৎ পরিব্রাজক-পদবাচ্য গৃহস্থাদি নহে, ইহা প্রমাণিত হইল। পূর্বে যে বলা হইয়াছে, জ্ঞান-বিরহিত সকলের পক্ষেই পুণ্যালোকপ্রাপ্তিরূপ ফল বিহিত, এ কথা সত্য, কিন্তু ‘ভগঃ’ শব্দ দ্বারা যে পরিব্রাজককেও বুঝাইতেছে, এই যে উক্তি, ইহা অসত্য, কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠতা একমাত্র পরিব্রাজকের পক্ষেই সম্ভব, সেই পরিব্রাজকই এ স্থানে



অবশেষিত অর্থাৎ অনুক্ত রহিয়াছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি, অতএব এ স্থানেও  
 অনুক্ত পরিব্রাজকেরই গ্রহণ করা হইয়াছে, 'তপঃ' শব্দ দ্বারা নহে। আরও  
 বাহাদের ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে অগ্নিহোজাদির  
 তপস্তাও নিবৃত্ত হইয়া যায়, কারণ, ভেদবুদ্ধি বাহাদের দূরীভূত হয় নাই, তপস্  
 তাহাদিগেরই কর্তব্য। এই উক্তি দ্বারা কস্মাবকাশে ব্রহ্মসংস্কার সামর্থ্য ও নির-  
 ভাবও বলা হইল। আর কস্মত্যাগী জ্ঞানীই যখন পরিব্রাজক হইবেন, তখন  
 জ্ঞানের ব্যর্থতাশঙ্কাও দূরীভূত হইল। পূর্বে যে বলা হইয়াছে, যব, বরাহ প্রভৃতি  
 শব্দ যেরূপ অর্থবিশেষে প্রসিদ্ধ, 'ব্রহ্মসংস্কার' এই শব্দটি পরিব্রাজক অর্থে সেরূপ প্রসিদ্ধ  
 নহে, একমাত্র পরিব্রাজকের পক্ষেই ব্রহ্মসংস্কার সম্ভব, অন্তের পক্ষে নহে, এই  
 যুক্তিতে সেই পূর্বোক্তিরও খণ্ডন করা হইল। আরও যে বলা হইয়াছে, ক-  
 শব্দের প্রয়োগবিষয়ে কোন নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে না, তাহাও সত্য নহে,  
 কারণ, গৃহস্থ, তক্ষা ও পরিব্রাজক প্রভৃতি শব্দসমূহের ঐক্যপ অর্থাৎ রূঢ় অর্থ  
 প্রয়োগ দেখা যায়; অর্থাৎ গৃহে বাস করিলেই যে গৃহস্থ হয়, কি কাষ্ঠকে তক্ষা  
 অর্থাৎ অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিলেই যে তক্ষা হয়, অথবা কেবলমাত্র ভ্রমণ করিলে  
 যে পরিব্রাজক হয়, তাহা নহে, গৃহস্থাশ্রমীকে গৃহস্থ, সূত্রধরকে তক্ষা ও সন্ন্যাসীকে  
 পরিব্রাজক বলা যায়, ঐ ঐ অর্থেই ঐ শব্দগুলি রূঢ় বা প্রসিদ্ধ, গৃহ-  
 অবস্থান, পারিব্রাজ্য ও তক্ষণাদি নিমিত্তকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ শব্দগুলি  
 প্রযুক্ত হইলেও, উহাদের মধ্যে গৃহস্থ ও পরিব্রাজক এই দুইটি শব্দ আত্ম-  
 বিশেষ ও তক্ষা শব্দটি জাতিবিশেষ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয় ও সেই সেই অর্থ  
 প্রসিদ্ধ। এ স্থানেও সেইরূপ 'ব্রহ্মসংস্কার' এই শব্দটি সর্বকস্মত্যাগী, সর্বাশ্রমাতীত  
 পরমহংস নামক একমাত্র পরিব্রাজক অর্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কারণ, যব  
 অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভরূপ ফলশ্রুতি রহিয়াছে; অতএব ইহাই একমাত্র বেদোক্ত  
 পারিব্রাজ্য; কেবল যজ্ঞোপবীত, ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি গ্রহণ করিলেই  
 পারিব্রাজ্য হয়, তাহা নহে; এ বিষয়ে "মুণ্ডিতমস্তক, কস্ম ও তৎসাধনত্যাগী জন-  
 সক্ত" এই শ্রুতিবাক্য "অত্যাশ্রমী অর্থাৎ সর্বাশ্রমাতীত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত পর-  
 পবিত্র সেই স্থান" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্য, "স্তুতি ও নমস্কার-  
 বিবর্জিত" অর্থাৎ সন্ন্যাসী ইত্যাদি শ্রুতি এবং "সেই জগ্গই পারদর্শী অর্থাৎ তৎসাক্ষী  
 যতিগণ কস্ম করেন না" "সেই জগ্গই ধর্ম্যজ্ঞ ব্যক্তি অলিঙ্গ ও অব্যক্তলিঙ্গ  
 অর্থাৎ কোনরূপ আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করেন না ও যাহা কিছু ধারণ করেন, তাহাও  
 সম্পূর্ণরূপে অন্তের অপরিজ্ঞাতভাবে অর্থাৎ বাহাতে কেহ বুঝিতে না পারে, অথবা  
 অভিমানবিবর্জিত হইয়া ধারণ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। সাংখ্যবাদের



যে কর্মত্যাগ স্বীকার করেন, তাহাও মিথ্যা, কারণ, তাঁহার ক্রিয়া, কারক ও ফলবিষয়ে যে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ তারতম্য, তাহার সত্যতা স্বীকার করেন, এ অবস্থায় কেবলমাত্র জ্ঞানের প্রভাবেই সত্যবস্তুর পরিত্যাগ হইতে পারে না। আর বুদ্ধিগণ যে শূন্যবাদ স্বীকার করায় আত্মা কর্তা নহেন, এইরূপ মতপ্রকাশ করেন, তাহাও অসৎ, কারণ, তাহাতে শূন্যবাদ স্বীকারকর্তারই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আর অল্প ব্যক্তিগণ যে অলপ বশতঃ আত্মার কর্তৃত্বভাব এই মত পোষণ করেন, তাহাও অসৎ, কারণ, প্রমাণ দ্বারা কর্তা প্রভৃতি কারকবুদ্ধি তাঁহাদের দূরীভূত হয় নাই। অতএব বেদান্তবিষয়ক প্রমাণ দ্বারা যাহাদের একত্ব-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদেরই কর্মনিবৃত্তিরূপ পারিব্রাজ্য ও ব্রহ্মসংস্থ সিদ্ধ হইতেছে। এই উক্তি দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে যে, গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিরও যদি একত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারও পারিব্রাজ্য সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তিনিও “পরিব্রাজক” বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। এ স্থলে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিব্রাজকও ত অগ্নিপরিত্যাগজনিত দোষে দোষী হইতে পারেন? কারণ, শ্রুতি আছে যে, “যে ব্যক্তি অগ্নিপরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি দেবগণের শক্তিকে বিনষ্ট করে”। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, দৈব-কর্তৃকই ঐ অগ্নি উৎসাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ একত্ববুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ায় তাহার সেই অগ্নি ত আপনা হইতেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ, শ্রুতি আছে, “অগ্নির অগ্নিস্বই অপগত হইয়া যায়”। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তিও পরিব্রাজক হইলে কোনরূপ দোষভাগী হন না ॥ ১ ॥

প্রজাপতিলৌকিনভ্যতপঃ, তেভ্যোহভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ীবিদ্যা  
সম্প্রাপ্তবৎ, তামভ্যতপঃ, তস্যাঃ অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি  
সম্প্রাপ্তবন্ত, ভূভুবঃ স্বরিতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—প্রজাপতি স্বর্গাদি লোকত্রয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বিশেষভাবে তপস্তা করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই লোকত্রয় হইতে ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ বেদবিদ্যা সংপ্রস্কৃত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রজাপতি সেই ত্রয়ীবিদ্যারও অভিতাপ অর্থাৎ চিন্তা করিয়াছিলেন, অভিতপ্ত অর্থাৎ চিন্তিত সেই ত্রয়ীবিদ্যা হইতে ভূঃ ভুবঃ ইতি তিনটি অক্ষর সংপ্রস্কৃত অর্থাৎ প্রাপ্তভূত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্য।**—বৎসংস্থোহমৃতমেতি, তন্নিকৃপণার্থমাহ। প্রজাপতির্কিরাট কণ্ঠপো বা লোকাহুদ্বিগু তেযু সারজিয়ক্ষয়া অভ্যতপদভিতাপং কৃতবান্, ধ্যানং তপঃ কৃতবানিত্যর্থঃ। তেভ্যোহভিতপ্তেভ্যঃ সারভূতা ত্রয়ী বিদ্যা সম্প্রাপ্তবৎ প্রজাপতেষ্মনসি



প্রত্যভাদিত্যর্থঃ । তামভ্যতপৎ পূর্ববৎ । তস্মা অভিতপ্তায়া এতাক্ষরানি সম্ভা-  
ভূভুবঃ স্বরিতি ব্যাহতয়ঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—যাহাতে সম্যকরূপে আত্মসমর্পণ করি-  
পারিলে অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তাঁহার তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশে বনিভেদে-  
প্রজাপতি অর্থাৎ বিরাট পুরুষ অথবা কণ্ঠপমুনি স্বর্গাদি লোকত্রয়ের উদ্দেশে য-  
তাহা হইতে সার পদার্থ গ্রহণেচ্ছু হইয়া অভিতাপ অর্থাৎ ধ্যানরূপ তপস্তা করি-  
ছিলেন । অভিতপ্ত অর্থাৎ ধ্যাত বা চিন্তিত সেই লোকত্রয় হইতে সারস্ব-  
ত্রয়ীবিভা সম্প্রস্কৃত অর্থাৎ প্রজাপতির মনোমধ্যে প্রতিভাত হইয়াছিল । প্রজাপ-  
তীর্ষের ঋষি তাঁহাকেও অভিতাপ অর্থাৎ ধ্যান করিয়াছিলেন । অভিতপ্ত ঋ-  
ষি হইতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহতিস্বরূপ অক্ষরত্রয় সংপ্রস্কৃত অর্থাৎ প্রতি-  
ভাত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

তামভ্যতপৎ, তেভ্যোহভিতপ্তেভ্য ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবঃ  
তদ্ব্যথা শঙ্কুনা সর্বানি পর্ণানি সন্তৃণানি, এবমোঙ্কারেন সর্বা বাক-  
সন্তৃণাঃ, ওঙ্কার এবেদং সর্বমোঙ্কার এবেদং সর্বম্ ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকস্ম ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—প্রজাপতি সেই অক্ষরত্রয়কেও অভিতপ্ত করিয়াছিলেন  
অভিতপ্ত সেই অক্ষরত্রয় হইতে ওঙ্কার সম্প্রস্কৃত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়াছিল ।  
বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—শঙ্কু অর্থাৎ পাতার নাল বা ডাঁটা দ্বারা যেমন পাতার  
সমস্ত অংশই ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ওঙ্কার দ্বারাও সমস্ত বাক্যই ব্যাপ্ত রহিয়াছে  
এই সমস্তই ওঙ্কার এই সমস্তই ওঙ্কার ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—তাক্ষরান্যভ্যতপৎ, তেভ্যোহভিতপ্তেভ্যঃ সারস্ব-  
ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবঃ, তদ্ব্যথা । কীদৃশম্ ? ইত্যাহ, তদ্ব্যথা শঙ্কুনা পর্ণনালেন সর্বানি  
পর্ণানি পত্রাবয়বজাতানি সন্তৃণানি নিবন্ধানি, ব্যাপ্তানীত্যর্থঃ ; এবমোঙ্কারেন বাক্য-  
পরমাত্মনঃ প্রতীকভূতেন সর্বা বাক্ শব্দজাতং সন্তৃণা, “অকারো বৈ সর্বা বাক্” ইত্যাদি  
শ্রুতেঃ । পরমাত্মবিকারশ্চ নামধেয়মাত্রম্, ইত্যত ওঙ্কার এবেদং সর্বমিতি । দ্বিতীয়-  
আদরার্থঃ । লোকাদিনিস্পাদনকথনম্ ওঙ্কারস্ত্যর্থমিতি ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশতিখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—প্রজাপতি সেই অক্ষরত্রয়ের সারস্বত্রয়-  
ছায় অভিতাপ অর্থাৎ ধ্যানরূপ তপস্তা করিয়াছিলেন, অভিতপ্ত সেই অক্ষরত্রয়



হইতে সারস্বরূপ ওঙ্কার প্রাকৃত হইয়াছিল, সেই ওঙ্কারই ব্রহ্ম । সেই ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম কিরূপ ? তাহাই বলিতেছেন—শব্দ অর্থাৎ পাতার নাল অর্থাৎ ডাঁটা বা শিরা-সমূহের দ্বারা যেমন পত্রের সমস্ত অবয়ব নিবদ্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মার প্রতীক-স্বরূপ ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম দ্বারাও সমস্ত বাক্য অর্থাৎ শব্দসমূহ সংতৃপ্ত অর্থাৎ ব্যাপ্ত আছে । যে হেতু শ্রুতি আছে, “অকারই সমস্ত বাক্যস্বরূপ” । নাম অর্থাৎ শব্দমাত্রই পরমাত্মার বিকার, এ জন্ত এই সমস্তই ওঙ্কারস্বরূপ । “ওঙ্কার এবাদং সর্বম্” এই বাক্যের যে দুইবার উচ্চারণ করা হইয়াছে, তাহা ঐ বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যজ্ঞাপক । এই যে লোক, ত্রয়ীবিজ্ঞা ইত্যাদির নিষ্পাদন অর্থাৎ প্রাকৃতভাবাদিবিষয় বর্ণনা করা হইল, তাহা ওঙ্কারের স্তুতি প্রদর্শনের নিমিত্তই জানিবে ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্বিংশশঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—যৎ বসুনাং প্রাতঃসবনং, রুদ্রাণাং মা-  
নিনং সবনম্, আদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেশাঞ্চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্ ।

**অনুবাদ।**—ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যে প্রাতঃসবন  
জ্ঞান, তাহা বহুদিগের, মধ্যাহ্নকালীন জ্ঞান রুদ্রদিগের ও তৃতীয় সবন অর্থাৎ  
কালীন জ্ঞান আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের অধিকৃত ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—সামোপাসনপ্রসঙ্গেন কর্মগুণভূতত্বাৎ নিবর্ত্য  
পরমাত্মপ্রতীকত্বাৎ অমৃতত্বহেতুত্বেন মহীকৃত্য প্রকৃতশ্রব যজ্ঞশ্রাদ্ধভূতানি সাময়ে  
মজ্জোখানান্যুপদিদিক্ষুয়াহ—ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি, যৎ প্রাতঃসবনং প্রসিদ্ধং, তৎস্বয়ং  
তৈশ্চ প্রাতঃসবনসম্বন্ধোহয়ং লোকে বশীকৃতঃ প্রাতঃসবনেশার্টনঃ। তথা রু-  
মাধ্যহ্নিনসবনেশার্টনৈরন্তরিক্ষ-লোকঃ। আদির্দৈত্যৈশ্চ বিদৈর্দেবৈশ্চ তৃতীয়সবনেশার্ট-  
তৃতীয়ো লোকে বশীকৃতঃ, ইতি যজ্ঞমানস্ত লোকোহয়ঃ পরিশিষ্টো ন বিদ্যতে। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্ব পূর্ব খণ্ডে সামের উপাসনাগ্রন্থে  
যে প্রণবোপাসনার বিষয় নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই প্রণবের কর্মস্বরূপ প্রজি-  
করিয়া ওঙ্কারই পরমাত্মার প্রতীক, অতএব তাহার উপাসনাই মোক্ষপ্রাপ্তির উপ-  
স্বরূপ বলিয়া ওঙ্কারের অভিনন্দন-পূর্বক প্রস্তাবিত যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ সাম, সের-  
মন্ত্র ও উত্থানের উপদেশ দান করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিতেছেন। ভাবার্থ এই  
যে—পূর্বে যে পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ সামের উপাসনা বলা হইয়াছে, সেই পঞ্চ-  
গুলি যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ, ঐ যজ্ঞাঙ্গস্বরূপ সামের সহিত প্রণবের উপাসনা নির্দিষ্ট  
হওয়ার প্রণবও যজ্ঞের একটি অঙ্গবিশেষ, এই আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক।  
বিষয় যজ্ঞাঙ্গ, তাহার উপাসনায় মোক্ষলাভ হইতে পারে না, এই জন্তই ওঙ্কারের  
কর্মস্বরূপ নিষেধ করা হইয়াছে এবং এই ওঙ্কারই যে পরমাত্মার প্রতীক অর্থাৎ  
অংশবিশেষ ও ইহার উপাসনাই যে মুক্তিলাভের উপায়, ইহাও বলা হইয়াছে  
ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন—প্রাতঃসবন অর্থাৎ যজ্ঞবিষয়ে যে প্রাতঃজ্ঞান প্রসি-  
দ আছে, তাহা বহুগণের অর্থাৎ প্রাতঃসবনের অধিপতি সেই অষ্টবসু-কর্তৃক প্রাতঃ-  
সবনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এই লোক অর্থাৎ পৃথিবী বশীকৃত রহিয়াছে। এইরূপ  
মধ্যাহ্নকালীন সবনের অধিপতি রুদ্রগণ অর্থাৎ একাদশ রুদ্র-কর্তৃক অন্তরিক্ষ লোক  
বশীকৃত রহিয়াছে, আর তৃতীয় সবন অর্থাৎ সায়াংকালীন যজ্ঞীয় জ্ঞানের অধিপতি



দাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেবগণ কর্তৃক তৃতীয় অর্থাৎ স্বর্গলোক বশীকৃত রহিয়াছে ; অর্থাৎ বহুগণ ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবীর, রুদ্রগণ ভুবলোক বা অন্তরিক্ষের আর আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ স্বলোকের অধিপতি, এই সমস্ত স্থান ইহাদিগেরই অধিকৃত, সুতরাং যজমানের জ্ঞাত আর অজ্ঞ কোন লোকই অবশিষ্ট নাই ॥ ১ ॥

ক তর্হি যজমানশ্চ লোক ইতি ? স যন্তং ন বিদ্যাৎ কথং কুর্য্যাৎ ? অথ বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—তাহা হইলে যজমানের লোক অর্থাৎ গন্তব্য স্থান কোথায় ? যে ব্যক্তি যজমানের লোক কোথায়, তাহা নিজে জানে না, সে ব্যক্তি কিরূপে যজ্ঞ করিবে ? পক্ষান্তরে অর্থাৎ তাহা জানিতে পারিলেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারে ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্যম্ ।**—অতঃ ক তর্হি যজমানশ্চ লোকঃ ? যদর্থং যজতে, ন কচিল্লোকোহস্তীত্যভিপ্রায়ঃ, “লোকায বৈ যজতে, যো যজতে” ইতি শ্রুতেঃ । লোকাভাবে চ স যো যজমানস্তং লোকস্বীকরণোপায়ং সামহোমমন্ত্রোপানলক্ষণং ন বিজানীয়াৎ, সোহজঃ কথং কুর্য্যাদযজ্ঞম্ ? ন কথঞ্চন তস্য কর্তৃত্বমূপপত্ততে ইত্যর্থঃ । সামাদিবিজ্ঞান-স্ততিপরত্নান্নাবিহুযঃ কর্তৃত্বং কর্মমাত্রবিদঃ প্রতিবিধ্যতে । স্ততয়ে চ সামাদিবিজ্ঞানস্তা-বিদংকর্তৃত্বপ্রতিবেদায় চেতি হি ভিজেত বাক্যম্ । আত্মে চৌষষ্ঠ্যে কাণ্ডেহবিহুযোহপি কর্ত্বাস্তীতি হেতুমবোচাম । অর্থেতদ্বক্ষ্যমাণং সামাহাপায়ং বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—তিনটি লোকই যদি বহু প্রভৃতির অধিকারে থাকিল, তাহা হইলে যজমানের জ্ঞাত কোন লোক নির্দিষ্ট থাকিল, যাহার জ্ঞাত যজমান যজ্ঞ করিবেন ? অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার জ্ঞাত কোন স্থানই নাই । এইরূপ শ্রুতি আছে যে, “যে ব্যক্তি যজ্ঞ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট লোকপ্রাপ্তির নিমিত্তই যজ্ঞ করেন” । যদি যজমানের জ্ঞাত কোন লোকই না থাকে, তাহা হইলে সেই যজমান লোকলাভের উপায়স্বরূপ সাম, হোম, মন্ত্র ও উত্থান প্রভৃতি বিষয় জানিবার চেষ্টা করেন না, অতএব সেই সামাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন ? এরূপ অবস্থায় তাঁহার যজ্ঞকর্তৃত্ব কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না । সামাদিবিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রশংসার নিমিত্তই এই বিষয় নির্দেশ করা হইয়াছে, কেবল কর্মবিষয়ে অভিজ্ঞ অথচ সামাদিবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠান নিষেধের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই ; কারণ, সামাদি-বিষয়ে অভিজ্ঞতার স্তুতি এবং অবিদ্বানের কর্তৃত্বনিষেধ এই দ্বিবিধ অর্থে ঐ বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে নিশ্চয়ই বাক্যভেদ অর্থাৎ একটি বাক্যকে







বা নির্বিল্ল কর। হে অগ্নিদেব ! আমরা সেই দ্বার বা উপায় দ্বারা রাজ্য-লাভের নিমিত্ত যেন তোমাকে দর্শন করিতে পারি ॥ ৪ ॥

অথ জুহোতি, নমোহগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে, লোকং মে যজমানায় বিন্দ । এষ বৈ যজমানস্ত লোক এতাহস্মি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—সম্প্রতি হোমের মন্ত্র বলিতেছেন—অনন্তর যজমান এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিবেন। ‘পৃথিবীতে অবস্থিত, লোকে অবস্থিত অর্থাৎ পৃথিবীলোকে অবস্থিত হে অগ্নিদেব ! তোমাকে আমি নমস্কার করি। বাগকারী আমার উদ্দেশে উপযুক্ত লোক লাভ কর, অর্থাৎ আমার উপযুক্ত লোকে তুমি গমন কর, এই আমিই যজমানের গন্তব্য লোকে গমন করিতেছি’ ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—অথানন্তরং জুহোত্যনেন মন্ত্রেণ, ‘নমোহগ্নয়ে প্রস্বীভূত-স্তভ্যং বয়ং পৃথিবীক্ষিতে পৃথিবীনিবাসায় লোকক্ষিতে লোকনিবাসায় পৃথিবীলোক-নিবাসায়েত্যর্থঃ । লোকং মে মহং যজমানায় বিন্দ লভস্ব । এষ বৈ মম যজমানস্ত লোক এতাহস্মি’ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—অনন্তর পরবর্তী এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে। ‘পৃথিবীক্ষিৎ অর্থাৎ পৃথিবীনিবাসী লোকক্ষিৎ লোকনিবাসী অর্থাৎ পৃথিবীলোকে অবস্থিত অগ্নিকে আমি বিনম্রভাবে প্রণাম করিতেছি অর্থাৎ হে অগ্নিদেব ! আমরা তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি। যজ্ঞকার্যে প্রবৃত্ত আমার জ্ঞাত তুমি উপযুক্ত লোক প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমার উপযুক্ত স্থান তুমি স্থির কর, এই আমিই যজমানের গন্তব্য লোকে গমন করিতেছি’ ॥ ৫ ॥

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহা, অপজহি পরিধমিত্যু-  
ক্তোত্তিষ্ঠতি, তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনং সম্প্রযচ্ছন্তি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—‘যজমান আমি আয়ুর শেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই লোকে যাইতেছি’ এই কথা বলিয়া ‘স্বাহা’ মন্ত্রে হোম করিবে। ‘পরিধ অর্থাৎ আমার গন্তব্য লোকের দ্বারের অর্গল উদ্ঘাটিত কর’, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উত্তিত হইবে। বহুগণ সেই যজমানকে প্রাতঃসবন অর্থাৎ প্রাতঃসবনসংস্পৃষ্ট লোক অর্থাৎ পৃথিবী-লোক প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—অত্রাস্মিন্ লোকে যজমানোহহমায়ুষঃ পরস্তাদৃক্ষ্যং মৃতঃ সন্নিভ্যর্থঃ । স্বাহেতি জুহোতি । অপজহি অপনয় পরিধং লোকদ্বারার্গলমিত্যেতৎ



মন্ত্রমুক্ত্যুত্তিষ্ঠতি । এবমেতৈর্কস্মভ্যঃ প্রাতঃসবনসম্বন্ধো লোকো নিক্রীতঃ স্তাৎ । তৎ  
প্রাতঃসবনং বসবো যজমানায় সম্প্রযচ্ছন্তি ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“যজ্ঞে প্রবৃত্ত আদি আয়ুঃশেষে হুত  
মৃত্যুর পর এই লোকে বাইতেছি” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ‘স্বাহা’ বলিয়া  
করিবে। “পরিষ অর্থাৎ আমার গন্তব্য লোকের দ্বারের অর্গল অপসারিত  
এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উত্তিত হইবে। এইরূপে এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বহুবিধ  
নিকট হইতে প্রাতঃসবনসম্বন্ধী লোক অর্থাৎ পৃথিবীলোক ক্রয় করা হয়। অন্য  
সেই বহুগণ যজমানকে প্রাতঃসবন অর্থাৎ তৎসংসৃষ্ট লোক বা পৃথিবীলোক প্রদান  
করেন ॥ ৬ ॥

পুরা মাধ্যম্নিনস্ত্র সবনশ্রোপাকরণাজ্জঘনেনেনাগ্নীধীয়াশ্রো  
জুখ উপবিষ্ঠ্য স রৌদ্রং সামাভিগায়তি ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—সেই যজমান মধ্যাহ্নকালীন সবন অর্থাৎ যজ্ঞীয় স্নান আদি  
করিবার পূর্বে আগ্নীধীর অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নির পশ্চাদ্দেশে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবিষ্ট  
পূর্বক রৌদ্র অর্থাৎ রুদ্রাধিষ্ঠিত সাম গান করিবেন ॥ ৭ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—তথা আগ্নীধীয়াস্ত্র দক্ষিণাগ্নেঃ জঘনেন উদমুখ উপবিষ্ট  
স রৌদ্রং সাম অভিগায়তি যজমানো রুদ্রদৈবত্যাং বৈরাজ্যায় ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যেমন পৃথিবীলোক জয়ের উপায় প্রদান  
হইয়াছে, সেইরূপ অন্তরিক্সলোক জয়ের উপায় দেখাইতেছেন। তথা  
পূর্বের স্তায় যজমান আগ্নীধীর অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নির পশ্চাদ্ভাগে উত্তরাভিমুখ হইয়া  
উপবেশন পূর্বক বৈরাজ্য অর্থাৎ বিরাট পুরুষের অধিকার লাভের জন্য রৌদ্র অর্থাৎ  
রুদ্রদৈবতক বা রুদ্রাধিষ্ঠিত সাম গান করিবেন ॥ ৭ ॥

\* লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ ৭ ৩৩ পশ্চ্যম স্ত্রা বয়ং যৈ  
৩৩৩৩ হুম্ ৩ আ ৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—‘হে অগ্নিদেব ! লোকদ্বার অর্থাৎ আমাদের গন্তব্য লোক  
দ্বার তুমি উদ্ঘাটিত কর। আমরা সেই দ্বার বা উপায় দ্বারা রাজ্যলাভের  
যেন তোমাকে দর্শন করিতে পারি।’ (এই ঋকের অর্থ ৪র্থ ঋকে  
হইয়াছে) ॥ ৮ ॥

\* ইহার ভাষ্য ৪র্থ ঋকেরই অনুরূপ বলিয়া পৃথক্ ভাষ্য নাই।



অথ জুহোতি, নমো বায়বেহন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে,  
লোকঃ মে যজমানায় বিন্দ। এষ বৈ যজমানস্য লোক  
এতাহস্মি ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর যজমান পরবর্তী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিবেন।  
‘অন্তরিক্ষনিবাসী ও লোকনিবাসী অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত বায়ুদেবতাকে  
নমস্কার করি। যাগকারী আমার নিমিত্ত তুমি উপযুক্ত লোক অর্থাৎ মাধ্যম্নিন-  
সবনসম্বন্ধী অন্তরিক্ষলোক লাভ কর অর্থাৎ তুমি গিয়া আমার উপযুক্ত লোক স্থির  
কর। এই আমি যজমানের উপযুক্ত লোকে গমন করিতেছি’ ॥ ৯ ॥

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহা, অপজহি পরিঘম্ ইত্যু-  
ক্তোত্তিষ্ঠতি। তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যম্নিনঃ সবনঃ সম্প্রযচ্ছন্তি ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—“যাগে প্রবৃত্ত আমি আয়ুঃশেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমার  
উপযুক্ত লোকে গমন করিতেছি” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “স্বাহা” বলিয়া আহুতি  
দিবেন। “হে বায়ুদেব! তুমি আমার গন্তব্য লোকের দ্বারের অর্গল উন্মোচন  
কর” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যজমান উত্তিষ্ঠ হইবেন। অন্তরিক্ষাধিপতি রুদ্রগণ সেই  
যজমানকে মাধ্যম্নিন-সবনসম্বন্ধী অন্তরিক্ষলোক প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অন্তরিক্ষক্ষিতে ইত্যাদি সমানম্ ॥ ৯-১০ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই ঋক্ হইটির ভাষ্যানুবাদ পঞ্চম ও  
ষষ্ঠ ঋকের সমান ॥ ৯-১০ ॥

পুরা তৃতীয়সবনশ্রোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়শ্রোদজ্জুখ উপ-  
বিশ্ণু স আদিত্যঃ স বৈশ্বদেবঃ সামাভিগায়তি ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—যজমান তৃতীয় অর্থাৎ সায়ংকালীন সবন আরম্ভ করিবার  
পূর্বে আহবনীয় অগ্নির পশ্চাদ্দেশে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন পূর্বক আদিত্য-  
দেবতক অর্থাৎ আদিত্যাধিষ্ঠিত আদিত্য ও বৈশ্বদেব নামক সাম গান করিবেন ॥ ১১ ॥

লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ নু, ৩৩ পশ্চোম ত্বা বয়ঃ স্বারা  
৩৩৩৩ হুম্ ৩ আ ৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—হে আদিত্যগণ! ও বৈশ্বদেবগণ! তোমরা আমাদের গন্তব্য  
লোকের দ্বার উদ্ঘাটন কর। আমরা স্বারাজ্যলাভের নিমিত্ত যেন তোমাদিগকে  
দর্শন করিতে পারি ॥ ১২ ॥



আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ ৭, ৩৩ পঙ্কে  
হা বয়ং সাত্ৰা ৩৩৩৩৩ হুম্ ৩ আ ৩৩ জ্যোত যো ৩ আ ৩২১১  
ইতি ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।**—‘হে আদিত্যগণ! ও বিশ্বদেবগণ! তোমরা আমার  
গন্তব্য লোকের দ্বার উদ্ঘাটন কর অর্থাৎ নির্বিঘ্নে গমনের উপায় কর। আর  
সেই দ্বার বা উপায় দ্বারা সাম্রাজ্য-লাভের নিমিত্ত যেন তোমাদিগকে দর্শন করি  
পারি’, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আদিত্যদৈবতক “আদিত্য” ও “বৈশ্বদেব” নাম  
হইটি সাম ক্রমে গান করিবেন ॥ ১৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তথা আহবনীয়শ্চোদজুথ উপবিষ্ট স আদিত্যদৈব-  
মাদিত্যং বৈশ্বদেবঞ্চ সামাভিগায়তি ক্রমেণ স্বারাজ্যায় সাম্রাজ্যায় ॥ ১১-১৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্ব পূর্ব ঋতিতে যেরূপ পৃথিবী।  
অন্তরিক্সলোক জয়ের উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ স্বর্গলোকজয়েরও উপায় বিদ্যে  
হইতেছে। পূর্বের ত্রায় আহবনীয় অগ্নির পশ্চাত্তাগে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশ  
পূর্বক যজমান স্বারাজ্য অর্থাৎ সাম্রাজ্য লাভের জন্ত ক্রমশঃ আদিত্যদৈবত  
‘আদিত্য’ ও ‘বৈশ্বদেব’ নামক সামগান করিবেন ॥ ১১-১৩ ॥

অথ জুহোতি, নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যো  
দিবিক্ষিদ্ভ্যো লোকক্ষিদ্ভ্যঃ, লোকং মে যজমানায় বিন্দত, এষ মে  
যজমানস্ত লোক এতাহস্মি ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর যজমান পরবর্তী মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে।  
‘দ্যলোকে অবস্থিত লোকে অবস্থিত অর্থাৎ স্বর্গলোকে অবস্থিত আদিত্যগণ ও  
বিশ্বদেবগণকে নমস্কার করি। যজ্ঞে প্রবৃত্ত আমার নিমিত্ত তোমরা উপযুক্ত  
লোক লাভ কর অর্থাৎ আমার উপযুক্ত স্থান স্থির কর। যাগকারী আমি আমার  
উপযুক্ত লোকে বাইতেছি’ ॥ ১৪ ॥

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহা, অপহত পরিধমিত্যুজ্জো  
তিষ্ঠতি ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—“যজমান অর্থাৎ যাগকারী আমি আয়ুর্কাল শেষ হইবার প  
এই লোকে অর্থাৎ আমার গন্তব্য লোকে বাইতেছি” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া  
“স্বাহা” বলিয়া যজমান হোম করিবেন। “আমার গন্তব্য লোকের দ্বারের অর্ধ



অপসারিত কর" অর্থাৎ আমার যাইবার বিষয় দূর কর, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমান উত্তীর্ণ হইবেন ॥ ১৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—দিবিক্ষিত্য ইত্যেবমাদিসমানমন্ত্ৰঃ । বিন্দত অপহতেতি বহুবচনমাত্রঃ বিশেষঃ । যজমানং তু এতৎ ; এতাহমাত্র যজমান ইত্যাদি লিঙ্গাৎ ॥ ১৪-১৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“দিবিক্ষিত্যঃ” অর্থাৎ দ্যালোকনিবাসী ইত্যাদির অর্থ পূর্বের শ্রায় । কেবল পূর্ব পূর্ব স্বকে ‘বিন্দ’ ‘অপহতি’ এই এক বচনের ক্রিয়া আছে, এ স্থানে ‘বিন্দত’ ‘অপহত’ এই দুইটি বহুবচনের ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই মাত্র পার্থক্য । “যজমান আমি যাইতেছি” এইরূপ উক্তি থাকায় বুঝিতে হইবে যে, এই কয়েকটি মন্ত্র যজমানেরই পাঠ্য, স্বত্বিক্গণের নহে ॥ ১৪-১৫ ॥

তস্মা আদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তুতীয়ং সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি,  
এষ হ বৈ যজন্তশ্চ মাত্রাং বেদ, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকশ্চ চতুর্বিংশঃ খণ্ডঃ ।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ব্রাহ্মণে দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ।**—আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ সেই যজমানের উদ্দেশে অর্থাৎ যজমানকে তৃতীয় সবন অর্থাৎ সাংসারিকালীন জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তব্য লোক প্রদান করেন । যিনি এই সমস্ত বিষয় এইরূপভাবে জানেন, তিনিই যথার্থরূপে যজ্ঞের মাত্রা অর্থাৎ স্বরূপ বা নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্বিংশ খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—এষ হ বৈ যজমান এবংবিং যথোক্তশ্চ সামাদের্দ্বিগ্ধান্ যজন্ত মাত্রাং যজযাথাস্ব্যং বেদ যথোক্তম্ । য এবং বেদ য এবং বেদেতি দ্বিক্রুতি-ব্যয়্যসমাপ্তার্থা ॥ ১৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রপাঠকশ্চ চতুর্বিংশখণ্ডভাষ্যম্ ।

ইতি ত্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদ-

কর্তো ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থাৎ যথোক্ত সাম, যজ, হোম ও উত্থানবিষয়ে অভিজ্ঞ এই যজমানই যজ্ঞের মাত্রা অর্থাৎ যথোক্ত স্বরূপ তত্ত্ব বা নিগূঢ়ার্থ জানেন । “য এবং বেদ” বাক্যটির দ্বিক্রুতি অধ্যায়-সমাপ্তির সূচনা করিতেছে ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্বিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়প্রপাঠক সমাপ্ত ।



## তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু, তস্মা ত্বোরেব তিরস্চীনঃ  
বংশঃ, অন্তরীক্ষমপূপঃ, মরীচয়ঃ পুত্রাঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যজ্ঞসংস্পৃষ্ট উপাসনা নিরূপণের পর সম্প্রতি যজ্ঞ ফলস্বরূপ আদিত্যের উপাসনা বিষয়ে বর্ণনা করিতেছেন। আকাশে পরিদৃশ্যমান সূর্য্যদেবই দেবতাদিগের মধু, অর্থাৎ মধু যেমন আনন্দদায়ক, সূর্য্যও সেইরূপ তত্ত্বপ্রভৃতি দেবতাদিগের আনন্দদায়ক। ছালোকই সেই আদিত্যমধুর বক্রীক বংশখণ্ডস্বরূপ। অন্তরীক্ষই অপূপ অর্থাৎ মধুচক্র বা মৌমাছির চাকস্বরূপ, আর মরীচি অর্থাৎ সূর্য্যের কিরণসমূহ পুত্র অর্থাৎ মৌমাছিসমূহের পুত্রস্বরূপ ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—আভাসঃ,—“অসৌ বা আদিত্যঃ” ইত্যভিধানার্থঃ সঙ্কঃ, অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে উক্তং, “যজ্ঞস্ত মাত্রাং বেদ” ইতি, যজ্ঞবিষয়াণি চ সাম-হোম-মদ্বোখানানি বিশিষ্টফলপ্রাপ্তয়ে যজ্ঞান্তত্বানি উপদিষ্টানি। সর্ব্বযজ্ঞানাঞ্চ কার্য-নিবৃত্তিরূপঃ সবিতা মহত্যা শ্রিয়া দীপ্যতে; স এষ সর্ব্বপ্রাণিকর্ষকলভূতঃ প্রত্যক-সর্ব্বৈকরূপত্বাব্যতে; অতো যজ্ঞস্ত ব্যপদেশানন্তরং তৎকার্য্যভূতসবিতৃবিষয়পাদে সর্ব্বপুরুষার্থেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতমং ফলং বিদ্যাস্তামীত্যেবমারভতে শ্রুতিঃ, অসৌ বা আদিত্যো দেবমধিত্যাগি। দেবানাং মোদনাং মধিব মধু অসাবাদিত্যঃ। বহাদীনাঞ্চ মোদনহেতুং বক্ষ্যতি সর্ব্বযজ্ঞফলরূপত্বাদাদিত্যস্ত। কথং মধুত্বম্? ইত্যাহ, তস্মা মধুনো ভোমে ভ্রামরস্তেব মধুনস্তিরস্চীনবংশঃ তিরস্চীনশ্চাসৌ বংশশ্চেতি তিরস্চীনবংশঃ। তির্য্য-গতেব হি ভোম-ক্যাতে। অন্তরীক্ষঞ্চ মধুপূপো হ্যবংশে লগ্নঃ সন্ লভতে ইব, অত্র মধুপূপসামান্যাদন্তরীক্ষং মধুপূপঃ, মধুনঃ সবিতুরাশ্রয়ত্বাৎ। মরীচয়ো বশ্ময়ঃ, বশ্মি-আপো ভোমাঃ সবিত্রাকৃষ্টাঃ; “এতা বা আপঃ স্ববাজো বশ্মরীচয়ঃ” ইতি হি বিজ্ঞায়তে। তা অন্তরীক্ষমধুপূপস্বরশ্ম্যন্তর্গতত্বাৎ ভ্রামরবীজভূতাঃ পুত্রা ইব হি তা লক্ষ্যন্তে ইতি পুত্রা ইব পুত্রাঃ মধুপূপনাদ্যন্তর্গতা হি ভ্রামরপুত্রাঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—পূর্ব প্রপাঠকের সহিত এই প্রপাঠকের সঙ্ক নির্ণয় করিতেছেন—দ্বিতীয় প্রপাঠকের শেষে বলা হইয়াছে, “যে ব্যক্তি যজ্ঞ মাত্রাকে জানেন”, আর বিশেষ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যজ্ঞবিষয়ক সাম, হোম, মন্ত্র ও উত্থানও উপদেশ করা হইয়াছে। সমস্ত যজ্ঞের ফলস্বরূপ সূর্য্যদেব অতিশয় উজ্জলভাবে দীপ্তি পাইতেছেন, সমস্ত প্রাণীদিগের কর্শফলস্বরূপ



সেই এই সূর্য্যদেবকে সকলেই প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করিয়া থাকে ; অতএব যজ্ঞবিষয়ক উপাসনার উপদেশের পর সমস্ত পুরুষার্থ হইতে অত্যাৎকৃষ্ট ফলপ্রদ সেই যজ্ঞেরই ফলস্বরূপ সূর্য্যদেবের উপাসনা বিধান করিব, এইরূপ মনন করিয়া শ্রুতি 'এই আদিত্যই' ইত্যাদি আরম্ভ করিতেছেন। মধু যেরূপ সকলের আনন্দ-প্রদ, এই আদিত্যও বস্তু প্রভৃতি দেবগণের সেইরূপ আনন্দপ্রদ বলিয়া মধুস্বরূপ। সর্বযজ্ঞের ফলস্বরূপ বলিয়া আদিত্য যে বস্তু প্রভৃতি দেবগণের আনন্দের হেতু, তাহা পরেও বলিবেন। আদিত্যের সহিত মধুর সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, তাহাই বলিতেছেন—ভ্রমর অথবা মধুমক্ষিকাসম্বন্ধী মধুর ত্রায় ছালোকই আদিত্যমধুর তির্য্যচীন-বংশ অর্থাৎ বক্র-বংশখণ্ডস্বরূপ। ভাবার্থ এই যে—ভ্রমর বা মধুমক্ষিকা যেমন এক-খণ্ড বক্রবংশে চাক বাঁধে, বক্রীভূত ছালোকও সেইরূপ আদিত্যমধুর আশ্রয়স্বরূপ বংশখণ্ড, কেন না, পৃথিবী হইতে ছালোককে ধনুর ত্রায় বক্রাকার বলিয়াই মনে হয়। অন্তরিক্ষ মধুর অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক বা মধুচক্র (মৌমাছির চাক) ; ঐ মধুচক্র ছালোকরূপ বক্রবংশখণ্ডে লগ্ন হইয়া যেন লগ্নমান আছে অর্থাৎ বলিতেছে। অতএব মধবপূপ বা মধুচক্রের সহিত সামঞ্জস্য থাকায় আর মধুস্বরূপ আদিত্যেরও আশ্রয়স্থান বলিয়া অন্তরিক্ষই মধুপিষ্টক বা মধুচক্র। মরীচি অর্থে রশ্মি বা সূর্য্যের কিরণ, অর্থাৎ সূর্য্য-কর্তৃক আকৃষ্ট রশ্মিগত পার্থিব জলসমূহ, কারণ, "স্বরাজ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান এই যে কিরণসমূহ ইহার নিশ্চয়ই জলস্বরূপ" এই শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যাইতেছে। আর অন্তরিক্ষরূপ মধুচক্রে অবস্থিত রশ্মি-সমূহের অন্তর্গত বলিয়া সেই জলসমূহই ভ্রমরের বীজস্বরূপ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ভ্রমরের উৎপত্তির কারণস্বরূপ পুত্রের ত্রায় লক্ষিত হয় বলিয়া পুত্রসদৃশ, যে হেতু, ভ্রমরের পুত্রসমূহও মধুচক্রের নাড়ী অর্থাৎ ছিদ্রসমূহের মধ্যে অবস্থান করে ॥ ১ ॥

তস্মাৎ যে প্রাঞ্চে রশ্ময়স্তা এবাস্ত প্রাচ্যো মধুনাভ্যঃ । ঋচ  
এব মধুকৃতঃ, ঋগ্বেদ এব পুষ্পং, তা অমৃত্য আপঃ, তা বা এতা  
ঋচঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—তাহার অর্থাৎ আদিত্যমধুর যে পূর্বাদিকৃষ্টিত রশ্মিসমূহ, তাহারাই এই আদিত্যমধুর পূর্বাদিকৃষ্টিত মধুনাড়ীসমূহ, অর্থাৎ মধুর আশ্রয় ছিদ্র-সমূহ। ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রসমূহই মধুকর, ঋগ্বেদই পুষ্প অর্থাৎ মধুসংগ্রহের স্থান। আর যজ্ঞায়িতে যে সমস্ত সোম স্রুত প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হয়, তাহারাই অমৃত-ত্বলা সুস্বাদু জলরূপে পরিণত হয়, যে হেতু, এই ঋকসমূহ ঐ অমৃত অর্থাৎ ঋকসমূহ ঐ অমৃত আহরণ করে বলিয়া মধুকরসদৃশ ॥ ২ ॥



**শাক্ষরভাষ্যম্।**—তত্ত্ব সবিদুর্গদাশ্রয়ন্ত মধুনো যে প্রাণঃ প্রাণাঃ গতা রশ্ময়ন্তা এবান্ত প্রাণঃ প্রাগ্ধনামধুনো নাভ্যো। মধুনাভ্য ইব মধ্বাধাশ্রিত্যর্থঃ। তত্র ঋচ এব মধুকৃতো লোহিতরূপং সবিদ্রাশ্রয়ং মধু কুর্কন্তীতি মধু ভ্রমরাঃ, যতো রসানাদায় মধু কুর্কন্তি, তৎ পুষ্পমিব পুষ্পমৃগবেদ এব। তত্র ঋগ্বেদ সমুদায়ন্ত ঋগ্বেদাখ্যাত্মং শব্দমাত্রাচ্চ ভোগ্যরূপরসনিশ্রাবাসম্ভবাৎ ঋগ্বেদশব্দে ঋগ্বেদবিহিতং কৰ্ম্ম; ততো হি কৰ্ম্মফলভূতমধুরসনিশ্রাবাসম্ভবাৎ। মধুকৃত পুষ্পস্থানীয়াদৃগ্বেদবিহিতাৎ কৰ্ম্মণ অপ আদায় ঋগ্ভির্গধু নির্কৰ্ত্তব্যতে। কান্তা কান্ত ইত্যাহ, তাঃ কৰ্ম্মণি প্রযুক্তাঃ সোমাজ্যপয়োরূপাঃ অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তান্তংপাকভিনির্গত অমৃতার্ঘ্যাদত্যন্তরসবত্যা আপো ভবন্তি। তত্রসানাদায় তা বা এতা ঋচঃ পুষ্পে রসমাদানান ইব ভ্রমরা ঋচঃ। ২।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—মধুর আশ্রয়স্বরূপ সেই আদিভূত মধুর যে পূৰ্ব্বদিকে অবস্থিত রশ্মিসমূহ, তাহারাই এই মধ্বাশ্রয়ের প্রাণঃ আশ্রমেই আগমন করে অর্থাৎ দৃষ্ট হয় বলিয়া পূৰ্ব্বদিকে অবস্থিত মধুর নাভীদিক হইতে মধুর আধার ছিদ্রসমূহস্বরূপ অর্থাৎ মধুচক্রের মধ্য ছিদ্রসমূহ দেখা যায়, ঐ রশ্মিসমূহ সেই ছিদ্রস্বরূপ। আর তাহাতে ঋক্ বা মন্ত্রসমূহই মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর। ভাব এই যে—সুধাশ্রিত রক্তবর্ণ, সেই রক্তবর্ণরূপ মধু করে বলিয়া ঋকসমূহই মধুকর বা ভ্রমর। ঋগ্বেদই পুষ্প, অর্থাৎ মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে রস সংগ্রহ করি মধু সঞ্চয় করে, ঋগ্বেদরূপ পুষ্প হইতে সেই মধু সংগৃহীত হয় বলিয়া ঋগ্বেদই পুষ্পসদৃশ। এখানে বক্তব্য এই যে, ঋগ্বেদশব্দে ঋকসংহিতা কৰ্ম্ম মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকেই বুঝায়, তাহার মধ্যে কেবল শব্দময় ঋগ্বেদ হইতে ভোগ্যরূপ রস নিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া এখানে ঋগ্বেদশব্দে ঋগ্বেদবিহিত কৰ্ম্ম বুঝিতে হইবে, তাহা হইতে কৰ্ম্মফলস্বরূপ মধুরস নিষ্কৃত হওয়া সম্ভব হইতে পারে। মধুকরতুল্য ঋকসমূহ পুষ্পস্বরূপ ঋগ্বেদবিহিত কৰ্ম্ম হইতে অপ অর্থাৎ সোমাদি রস সংগ্রহ করিয়া মধু সম্পাদন করে। সেই কৰ্ম্ম তাহার? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যজ্ঞকার্য্যে আহুতিরূপে অগ্নি নিষ্কিপ্ত ও অগ্নি দ্বারা পক হইয়া রূপান্তরপ্রাপ্ত সোম, স্বত ও জলসমূহ। সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই উহার প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়া অত্যন্ত সুরস জলরূপে পরিণত হয়। পুষ্পসমূহ হইতে রসসংগ্রহকারী ভ্রমরের তায় সেই এই ঋকসমূহও রসসমূহকে সংগ্রহ করে বলিয়া ভ্রমরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তাহা এই যে, মধুচক্রস্বরূপ আদিত্যের যে পূৰ্ব্বদিকস্থিত রশ্মিসমূহ, তাহারাই পূৰ্ব্বদিকস্থিত



প্রথমঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

১৮৫

মধুনাড়ী অর্থাৎ মধ্বাধারের ছিদ্র, ঐ সমস্ত ছিদ্রযোগে মধু নিঃসরণ হয়। ঋক্, অর্থাৎ বেদকথিত মন্ত্র সকল ভ্রমর, উহারাই লোহিতরূপ সবিতৃগত মধু সংগ্রহ করে। ঋগ্বেদ তাহাদিগের পুষ্পস্থানীয়। উক্তরূপ ভ্রমরবৃন্দ সেই ঋগ্বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদকথিত কর্মরূপ পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে। ঐ ঋগ্বেদকথিত কর্ম হইতে কর্মফলরূপ রসশ্রাব হয়। যেরূপ মধুকরবৃন্দ পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে, তদ্রূপ ঋক্ সকল ঋগ্বেদকথিত কর্ম হইতে কর্মফলরূপ রস সঞ্চয় করে। বেদকথিত যাগাদিতে যে সোমলতাদি নিক্ষেপ করা যায়, তাহাই অগ্নিপাকযোগে সম্পন্ন হইয়া সলিলরূপে পরিণত হয়, ঐ সলিল অমৃতের ত্রায় অত্যন্ত সুস্বাদু, এ জন্ত অমৃত বলিয়া কথিত হয়। ঐ রস গ্রহণ করে বলিয়াই ঋক্ সকল ঋগ্বেদকথিত কর্ম হইতে রসরূপ ফল গ্রহণ করে, এ জন্ত ঋগ্বেদকথিত কর্ম পুষ্প বলিয়া শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র সকলই কর্মফলের সম্পাদক, এ জন্ত কর্ম্মেতে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় ॥ ২ ॥

এতমৃগ্বেদমভ্যতপৎস্ত্র্যভিতপ্তম্ যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্য-  
মন্নাত্ম রসোহজায়ত ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—ঐ মন্ত্রসমূহ এই ঋগ্বেদকে সর্বতোভাবে সম্ভৃষ্ট করিয়াছিল, সম্ভৃষ্ট সেই ঋগ্বেদ হইতে যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ভক্ষণীয় অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—এতমৃগ্বেদম্ ঋগ্বেদবিহিতং কর্ম্ম পুষ্পস্থানীয়মভ্যতপ্তম্ অভিভাং কৃতবত্য ইব, এতা ঋচঃ কর্ম্মনি প্রযুক্তাঃ। ঋগ্ভির্হি মন্ত্রৈঃ শক্তাত্মক-  
ভাবমুপগতৈঃ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম মধুনির্ব্বর্ত্তকং রসং মুঞ্চতীত্যুপপত্ততে, পুষ্পাণীব ভ্রমরৈরা-  
চুযমাণানি। তদেতদাহ, তন্ত ঋগ্বেদস্ত্র্যভিতপ্তম্ ; কোহসৌ রসঃ, যঃ ঋক্ধ্বকরাভি-  
তাপনিঃসৃত ইতি ? উচ্যতে—যশো বিক্রতত্বং, তেজো দেহগতা দীপ্তিঃ, ইন্দ্রিয়ং  
সামর্থ্যোপেতৈরিন্দ্রিয়ৈরর্টবকল্যং, বীৰ্য্যং সামর্থ্যং, বলমিত্যর্থঃ। অন্নাত্মম্ অন্নঞ্চ তদাত্মকং,  
বেনোপযুষ্যমানেন অহন্তহনি দেবানাং স্থিতিঃ স্ত্র্যং, তদন্নাত্মম্ ; এব রসোহজায়ত  
যাগাদিলক্ষণং কর্ম্মণঃ। ৩।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যজ্ঞক্রিয়ায় প্রযুক্ত এই মন্ত্রসমূহ এই ঋগ্বেদ অর্থাৎ পুষ্পস্বরূপ ঋগ্বেদবিহিত কর্ম্মসমূহকে যেন অতিশয় সম্ভৃষ্ট করিয়াছিল। ভ্রমরসমূহ যেমন পুষ্পসমূহকে চোষণ করে, তদ্রূপ শক্তাদি-ভাবাপন্ন কর্ম্মাঙ্গ-  
স্বরূপ ঋক্মন্ত্রসমূহ দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্ম মধুসম্পাদক রসকে যে নিঃসৃত করে, তাহা সঙ্গতই বটে। সেই বিষয়ই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—সম্ভৃষ্ট সেই ঋগ্বেদের



অর্থাৎ মন্ত্রস্বরূপ মধুকরের সন্তাপে নিঃসৃত সেই যে রস, সেই রস কি ? উত্তরে বলিতেছেন—যশঃ অর্থাৎ সর্বলোকে খ্যাতি, তেজঃ অর্থাৎ দৈহিক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীৰ্য্য অর্থাৎ শক্তি বা বল, যাহা ব্যবহার করিয়া যে প্রত্যহ স্থিতি লাভ করেন, সেই আত্ম অর্থাৎ ভোজ্য অন্ন, যাগাদিরূপ কর্ম এই সমস্ত রস উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

তৎ ব্যাক্ররৎ, তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ৎ, তদ্বা এতৎ যদেদাদিত্যস্ত রোহিত রূপম্ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ ।—কর্ম হইতে সমুৎপন্ন সেই যশঃপ্রভৃতি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছিল অর্থাৎ গমন করিয়াছিল ও সূর্য্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল আদিত্যের যে রক্তবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ ক্ষরিত যশঃপ্রভৃতিই ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাক্তব্রহ্মবাদ ।—যশ আদি অন্নাত্মপর্য্যন্ত তৎ ব্যাক্ররদ্বিশেষণাক্রমবৎ গদ্য চ তদাদিত্যমভিতঃ পার্শ্বতঃ পূর্বভাগঃ সবিতুরশ্রয়দাপ্রিতবদিত্যর্থঃ । “অয়মিহাশ্রয়ঃ সক্ষিতঃ কর্মফলাখ্যঃ মধু ভোজ্যমহে” ইত্যেবং হি যশ-আদিলক্ষণফলপ্রাপ্তির বাক্যক্রিয়ন্তে মনুষ্যৈঃ, কেদারনিষ্পাদনমিব কর্বকৈঃ । তৎ তদ্বা এতৎ প্রত্যক্ষং প্রাপ্তিশ্রদ্ধাহেতোঃ । কিন্তু ? যদেদাদিত্যস্তোত্তমো দৃশ্যতে রোহিতং রূপম্ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—যশঃ হইতে ভোজ্য অন্ন পর্য্যন্ত সর্ববিষয়ের বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল অর্থাৎ গমন করিয়াছিল । উহা গমন করিয়া সূর্য্যদেবের পূর্বপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । কর্বক অর্থাৎ কৃষকগণ যেমন লাভের আশায় কেদার নিষ্পাদন অর্থাৎ শস্তক্ষেত্র প্রস্তুত করে অর্থাৎ কর্বক বপনাদি কার্য সম্পাদন করে, তদ্রূপ মনুষ্যাগণ “এই আদিত্যে সক্ষিত কর্মফল মধু ভোগ করিব” এই মনে করিয়া যশঃপ্রভৃতিরূপ ফল-প্রাপ্তির আশায় যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠান করে । কর্মবিষয়ে লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদনের নিমিত্ত প্রত্যক্ষভাবেই প্রদর্শন করিতেছেন—তাহাই ইহা অর্থাৎ উদয়কালে সূর্য্যের রক্তবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, ঐ রূপই এই রস ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



তৃতীয়প্রপাঠকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথ যেহস্ত দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্ত দক্ষিণা মধুনাভ্যঃ, যজুঃ-  
ষোব মধুকৃতঃ, যজুর্বেদ এব পুষ্পং, তা অমৃত আপঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—এই আদিত্যের দক্ষিণদিকে অবস্থিত যে রশ্মিসমূহ, তাহাই  
এই আদিত্যরূপ মধুচক্রের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মধুনাভী অর্থাৎ মধুর আধারস্বরূপ  
ছিদ্রসমূহ। যজুঃ অর্থাৎ যজুর্বেদোক্ত মন্ত্রসমূহই মধুকৃত অর্থাৎ মধুকরস্বরূপ।  
যজুর্বেদই পুষ্পসদৃশ, আর যজ্ঞকালে অগ্নিতে আহুত সেই সোম আজ্য প্রভৃতি অণু  
বা জল বা রসসমূহই অমৃত অর্থাৎ অমৃততুল্য স্বাদ ও প্রীতিজনক ॥ ১ ॥

**শাক্তরত্নাভ্যাম্।**—অথ যেহস্ত দক্ষিণা রশ্ময় ইত্যাদি সমানম্। যজুঃষোব  
মধুকৃতো যজুর্বেদবিহিত কৰ্ম্মণি প্রযুক্তানি, পূর্ববগ্নধুকৃত ইব। যজুর্বেদবিহিত  
কৰ্ম্ম পুষ্পস্থানীয় পুষ্পমিত্যুচ্যতে। তা এব সোমাত্মা অমৃত আপঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এ স্থানে অথ-শব্দ অধ্যায় আরম্ভার্থক  
অর্থাৎ অত্ররূপ আরম্ভ করিতেছেন—“অথ যেহস্ত দক্ষিণা রশ্ময়ঃ” ইত্যাদির অর্থ  
পূর্বের তায় অর্থাৎ প্রথম খণ্ডে “প্রাঞ্চঃ রশ্ময়ঃ” ইত্যাদির যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,  
তাহার সহিত সমান। যজুর্বেদবিহিত কৰ্ম্মে প্রযুক্ত যজুর্মন্ত্রসমূহই মধুকৃতঃ অর্থাৎ  
মধুকরসমূহের তুল্য। পুষ্পস্থানীয় যজুর্বেদবিহিত কৰ্ম্মসকলই পুষ্প বলিয়া কথিত  
হয়। আর অগ্নিতে আহুত সোম আজ্য প্রভৃতি অণু বা রসসমূহই অমৃত অর্থাৎ  
অমৃততুল্য। তাৎপর্য এই যে—মধুচক্ররূপ সূর্য্যদেবের যে দক্ষিণদিকস্থিত রশ্মিজাল,  
তাহারাই দক্ষিণদিগ্গত মধুনাভী অর্থাৎ মধ্বাধারের ছিদ্র, ঐ সমস্ত ছিদ্র দ্বারা মধু-  
ক্ষরণ হইয়া থাকে। যজুর্বেদকথিত মন্ত্রসকল ভ্রমরস্বরূপ, উহারাই ষেতরূপ সূর্য্যাপ্তিত  
মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। যজুর্বেদ পুষ্পস্থানীয়, উক্তরূপ ভ্রমেরা যজুর্বেদ, অর্থাৎ  
যজুর্বেদবিহিত কৰ্ম্মরূপ কুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করে। ঐ যজুর্বেদবিহিত কৰ্ম্ম  
হইতে কৰ্ম্মফলরূপ রস ক্ষরণ হইয়া থাকে। মধুকরবৃন্দ ষে রূপ কুসুম হইতে  
মধু গ্রহণ করে, তক্রূপ যজুর্বেদোক্ত মন্ত্রসকল যজুর্বেদবিহিত কৰ্ম্মরূপ কুসুম হইতে  
কৰ্ম্মফলরূপ রস সংগ্রহ করে। যজুর্বেদোক্ত যাগাদিতে যে অগ্নিমধ্যে সোমলতাদি  
নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা অগ্নিপাক দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া সলিলরূপে পরিণত হইয়া  
থাকে। ঐ সলিল স্নানাসদৃশ অতীব স্নান্য, এ কারণ অমৃত বলিয়া কথিত হয়।  
(যজুর্বেদকথিত মন্ত্রসকল রস গ্রহণ করে বলিয়াই ঐ মন্ত্রসকল ভ্রূক্ষস্থানীয় হইয়াছে,



অর্থাৎ মন্ত্রসকলই যজুর্বেদকথিত কৰ্ম হইতে রসরূপ ফল গ্রহণ করে, এই যজুর্বেদবিহিত কৰ্ম সকল কুসুমরূপে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। যজুঃ অর্থাৎ সকলই বেদবিহিত কৰ্মসকলের নির্বর্তক, এ জন্ত কৰ্ম্মেতে মন্ত্রসকল প্রযুক্ত হয়) ॥ ১ ॥

তানি বা এতানি যজুঃষোতং যজুর্বেদমভ্যতপথস্তস্মাভিতপ্তং যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাশ্চ রসোহজায়ত ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই প্রসিদ্ধ যজুর্বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ এই যজুর্বেদ কৰ্ম্ম পুণ্যস্থানীয় যজুর্বেদকে অতিশয় সমুপ্ত করিয়াছিল। সমুপ্ত সেই যজুর্বেদবিহিত কৰ্ম্ম হইতে যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ভক্ষ্য অনুরূপ রস বা সার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২ ॥

তৎ ব্যাকরং, তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ং, তদ্বা এতৎ, যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং রূপম্ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—তাহা অর্থাৎ সেই যশঃপ্রভৃতি বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল অর্থাৎ গমন করিয়াছিল ও গমন করিয়া স্বর্গাদেবের পার্শ্বদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। স্বর্গাদেবের যে শুক্লবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই ঐ ক্ষরিত রস ॥ ৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—তানি বা এতানি যজুঃষোতং যজুর্বেদমভ্যতপ মিত্যেবমাদি সৰ্বং সমানম্। মধু এতদাদিত্যশ্চ দৃশ্যতে শুক্লং রূপম্ ॥ ২-৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই এই প্রসিদ্ধ যজুর্বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ যজুর্বেদকে অতিশয় সমুপ্ত করিয়াছিল ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের তায় জানিবে। এই আদিত্যের যে শুক্লবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই মধু ॥ ২-৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## তৃতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথ যেহস্ত প্রত্যক্ষে। রশ্ময়স্তা এবাস্ত প্রতীচ্যো মধুনাভ্যঃ,  
সামান্যেব মধুকৃতঃ, সামবেদ এব পুষ্পং, তা অমৃত্য আপঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর এই আদিত্যের যে পশ্চিমদিকস্থ কিরণসমূহ, তাহাই এই আদিত্য-মধুর অথবা মধুচক্রের পশ্চিমভাগস্থিত মধুনাড়ী বা মধুর আধারভূত ছিদ্রসমূহ। সাম অর্থাৎ সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহই মধুকর ও সামবেদই পুষ্প। অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রক্ষিপ্ত সোমপ্রভৃতিরূপ জন বা রসই অমৃতস্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে,—মধুচক্রস্বরূপ সূর্য্যাদেবের যে পশ্চিমদিগ্গত রশ্মিজাল, তাহারাই পশ্চিম-দিগ্গত মধুচক্রছিদ্র, উহা দ্বারা মধু ক্ষরণ হইয়া থাকে। সামবেদকথিত সামমন্ত্র-সমূহই মধুকরস্বরূপ; যেমন মধুপগণ মধুচক্র নির্মাণ করে, সেইরূপ সামমন্ত্র সূর্য্যকে প্রকাশ করিতেছে। সামবেদ পুষ্পস্বরূপ, ঐ পুষ্প হইতেই সামমন্ত্ররূপ মধু সংগৃহীত হয়। সামবেদকথিত যাগাদিতে অগ্নি মধ্যে যে সোমলতাদি নিক্ষিপ্ত হয়, উহা সলিলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তাহা অমৃতবৎ অতীব সুস্বাদু, এ কারণ অমৃত নামে অভিহিত হয়। সামমন্ত্র উক্ত রস গ্রহণ করে বলিয়া মধুকরস্থানীয় অর্থাৎ সামমন্ত্র সকল সামবেদকথিত কৰ্ম্ম হইতে রসরূপ ফল গ্রহণ করে, এ কারণ সামবেদোক্ত কৰ্ম্ম পুষ্পনামে উদাহৃত হইয়াছে। মন্ত্র-সকল বেদোক্তকৰ্ম্ম-ফলের সম্পাদক, এ জন্ত কৰ্ম্মেতে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় ॥ ১ ॥

তানি বা এতানি সামান্যেতৎ সামবেদমভ্যতপৎস্তুস্তাভি-  
তপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্মাদ্যৎ রসোহজায়ত ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই প্রসিদ্ধ সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহই সামবেদকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছিল, সন্তুষ্ট সেই সামবেদ হইতে যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ভক্ষ্য অনুরূপ রস সমুদ্ভূত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

তৎ ব্যক্ষরৎ, তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ৎ, তদ্বা এতৎ, যদেত-  
দাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—সেই যশঃপ্রভৃতি বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল অর্থাৎ গমন



করিয়াছিল। গমন করিয়া সূর্য্যদেবের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আদিত্যে  
যে কৃষ্ণবর্ণ রূপ দেখা যায়, তাহা ঐ ক্ষরিত বশঃ প্রভৃতি বসই ॥ ৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যেহস্ত প্রত্যক্ষো বশয়ঃ ইত্যাদি সমানম্। য  
সায়ানঃ মধু এতদাদিত্যস্ত কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ১-৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্ত তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“অথ যেহস্ত প্রত্যক্ষো বশয়ঃ” ইত্যাদি  
অর্থ পূর্ব্বের তায়। এই আদিত্যের যে কৃষ্ণবর্ণ রূপ, তাহাই সামসমূহের কৃষ্ণ  
রূপ ॥ ১-৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



তৃতীয়প্রপাঠকে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

অথ যেহস্তোদকো রশ্ময়স্তা এবাস্তোদীচ্যো মধুনাভ্যঃ, অথ-  
কর্কস্রিরস এব মধুকৃতঃ, ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং, তা অমৃত-  
আপঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর এই আদিত্যের উত্তরপার্শ্বস্থ যে কিরণসমূহ, তাহাই  
আদিত্যরূপ মধুচক্রের উত্তরপার্শ্বস্থ মধুনাভী অর্থাৎ মধুর আশ্রয়ভূত ছিদ্রসমূহ-  
স্বরূপ। অথর্ক ও অঙ্গিরা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহই মধুকৃত অর্থাৎ মধুকরসমূহ,  
ইতিহাস ও পুরাণই মধুসংগ্রহের নিমিত্ত পুষ্প ও হোমার্থ অগ্নিতে আহৃত সোম  
আজ্যাদি অমৃতস্বরূপ ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যেহস্তোদকো রশ্ময় ইত্যাদি সমানম্। অথর্কস্রি-  
রসঃ অথর্কণা স্রিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা অথর্কস্রিরসঃ, কর্শ্ণণি প্রযুক্তা মধুকৃতঃ। ইতিহাস-  
পুরাণং পুষ্পম্। তয়োশ্চেতিহাসপুরাণয়োঃস্বমেধে পারিপ্লবাস্তু রাত্রিষু কর্শ্ণাঙ্গস্বেন  
বিনিয়োগঃ সিদ্ধঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“অথ যেহস্ত উদকো রশ্ময়ঃ” ইত্যাদির  
ব্যাখ্যা পূর্বব্যাখ্যারই অনুরূপ। অথর্কস্রিরসঃ অর্থাৎ যজ্ঞক্রিয়ায় প্রযুক্ত অথর্ক ও  
অঙ্গিরা কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহই মধুকরস্বরূপ। অথমেধ-যজ্ঞকালে পারিপ্লবনামক  
রাত্রিতে কর্শ্ণাঙ্গস্বরূপে ইতিহাস ও পুরাণের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ থাকায়, ইতিহাস ও  
পুরাণই মধুসংগ্রহের নিমিত্ত পুষ্পস্বরূপ। (পারিপ্লব রাত্রি শব্দের অর্থ এই যে—  
অথমেধ যজ্ঞটি দীর্ঘকালসাধ্য, যজ্ঞীয় ঋষি দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিয়া না আসিলে  
যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, এই সুদীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে যজ্ঞকর্তার বিরক্তি  
বা আলস্যাদি উপস্থিত হইতে পারে, সেই আশঙ্কিত বিরক্তি প্রভৃতি বাহাতে না  
আসিতে পারে, এ জ্ঞাত শ্রুতি স্বয়ংই রাত্রিতে চিত্তবিনোদনের জন্ত ইতিহাস-পুরাণাদি  
শ্রবণের বিধি দিয়াছেন। নানাবিধ উপাখ্যানসমূহের নাম পারিপ্লব, যে যে রাত্রিতে  
উহা শ্রবণের ব্যবস্থা আছে, সেই রাত্রির নাম “পারিপ্লব রাত্রি”। যজ্ঞকালেই উহা  
প্রযুক্ত হয় বলিয়া উহাও কর্শ্ণাঙ্গস্বরূপ) ॥ ১ ॥



তে বা এতেহথর্ব্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপৎ, জ-  
তিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাত্ম রসোহজায়ত ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই অথর্ব্ব ও অঙ্গিরস কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এই ইতি-  
ও পুরাণরূপ পুষ্পকে অতিশয় সমুপ্ত করিয়াছিল, অতিশয় সমুপ্ত সেই ইন্দ্রি-  
পুরাণ-রূপ পুষ্প হইতেই যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ভক্ষ্য অন্নরূপ রস বা  
পদার্থ সমুদ্ভূত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

তৎ ব্যাক্রৱৎ, তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ৎ, তদ্বা এতৎ, ক-  
তদাদিত্যস্ত পরং কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—সেই যশঃ প্রভৃতি রসসমূহ বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়াছিল।  
আদিত্যের পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আদিত্যের এই যে অতি  
কৃষ্ণবর্ণ রূপ, ইহাই তাহা অর্থাৎ সেই রস ॥ ৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—মধ্যেতদাদিত্যস্য পরং কৃষ্ণং রূপমতিশয়েন ক-  
মিতার্থঃ । ২-৩ ।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ । ৪ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আদিত্যের এই যে অতিশয় কৃষ্ণ  
রূপ, ইহাই সেই মধু বা মধুরূপ । এই প্রকারে অথর্ব্ববেদকথিত কর্ম্মফলরূপ  
সেই আদিত্যে সঞ্চিত হয় । কৃষকেরা যেরূপ শস্তলাভের বাসনায় ক্ষেত্র কর্ষণ করে  
তদ্রূপ মানবগণ যশঃপ্রভৃতি ফলপ্রত্যাশায় অথর্ব্ববেদকথিত যাগাদি কর্ম্ম করি-  
থাকে । স্বর্ঘ্যে যে সমস্ত ফল সঞ্চিত হয়, তাহা প্রত্যাক্ষসিদ্ধ । অথর্ব্ববেদক-  
কর্ম্মফল সকল স্বর্ঘ্যে সঞ্চিত হয় বলিয়াই আদিত্যদেব ব্রজনীযোগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া  
থাকেন, ইহা দেখিয়াই কশ্মিগণের কর্ম্মসম্পাদনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় ॥ ২-৩ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথ যেহস্তোদ্ধা রশ্ময়স্তা এবাস্তোদ্ধা মধুনাভ্যঃ, গুহা  
এবাদেশা মধুকৃতঃ, ব্রহ্মৈব পুষ্পঃ, তা অমৃতা আপঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর এই আদিত্যের উর্দ্ধভাগস্থ যে কিরণসমূহ, তাহাই  
আদিত্যরূপ মধুচক্রের উপরিভাগস্থ মধুনাভীসমূহ। গুহা অর্থাৎ গোপনীয় রহস্ত-  
বিশিষ্ট আদেশ বা উপদেশসমূহই মধুকরসমূহ, ব্রহ্মই পুষ্প ও হোমার্থ অগ্নিতে  
প্রক্ষিপ্ত সোম আজ্য প্রভৃতির রসসমূহই অমৃতস্বরূপ ॥ ১ ॥

**শাক্তরত্নাভ্যাস।**—অথ যেহস্তোদ্ধা ইত্যাদি পূর্ববৎ। গুহা গোপ্য রহস্তা  
এবাদেশা লোকদ্বারীয়াদিবিষয়ঃ। উপাসনানি চ কৰ্ম্মাঙ্গবিষয়ানি মধুকৃতঃ। ব্রহ্মৈব  
শব্দাধিকার্যং প্রণবাখ্যং পুষ্পম্। সমানমন্ত্ৰং ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“অথ যেহস্ত উর্দ্ধাঃ” ইত্যাদির অর্থ  
পূর্বের স্থায়। গোপনীয়রহস্ত-সংবলিত আদেশসমূহ অর্থাৎ ‘লোকদ্বার উন্মুক্ত কর’  
ইত্যাদিরূপ লোকদ্বারবিষয়ক বিধিসমূহ ও কৰ্ম্মাঙ্গবিষয়ক উপাসনাসমূহই মধুকর-  
স্বরূপ। এই প্রসঙ্গ শব্দাধিকারে উল্লিখিত হওয়ায় এস্থলে ব্রহ্ম শব্দে প্রণবকে  
বুঝিতে হইবে, সেই প্রণবাখ্য ব্রহ্মই মধুসংগ্রহের পুষ্পস্বরূপ। অপরাপর অংশের  
বাখ্যা পূর্বের স্থায়। মধুকরবৃন্দ যেরূপ পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপ  
উপাসনাঙ্গ মন্ত্রসকল উপাসনাঙ্গ কৰ্ম্মরূপ পুষ্প হইতে কৰ্ম্মফলরূপ রস সংগ্রহ  
করে। উপাসনাঙ্গ বাগাদিতে যে অগ্নিমধ্যে সোমলতাদি নিক্ষেপ করিতে হয়,  
তাহা অগ্নিপাক দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া রস বা সাররূপে পরিণত হইয়া থাকে, ঐ রস  
স্বধাবৎ অতীব সুস্বাদু, একারণ অমৃত বলিয়া কথিত হয় ॥ ১ ॥

তে বা এতে গুহা আদেশা এতদব্রহ্মাভ্যতপৎ, তস্তাভি-  
তপ্তস্ত যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যম্নানাতপং রসোহজায়ত ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই গুহা আদেশসমূহ এই প্রণবরূপ ব্রহ্মকে বিশেষরূপে  
সমুপ্ত করিয়াছিল, অভিতপ্ত সেই ব্রহ্ম হইতে যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ভক্ষ্য  
অন্নরূপ রস বা সার সমুদ্ভূত হইয়াছিল ॥ ২ ॥



তৎ ব্যক্ষরৎ, তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ৎ, তদ্বা এতৎ, যদেতৎ  
দিত্যস্ত মध्ये ক্ষোভতে ইব ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই বশঃপ্রভৃতি রস ক্ষরিত হইয়াছিল ও স্থবীর  
গমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আদিত্যের মধ্যে যে বিক্ষোভ বা ভাব  
ভাবের দ্বারা লক্ষিত হয়, ইহাই সেই রস ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—মধ্বেতদাদিত্যস্ত মধ্যে ক্ষোভতে ইব সমাহিত  
দৃষ্টান্তে সঞ্চলতীব ॥ ২-৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আদিত্যের মধ্যে যে একটা  
ভাবের দ্বারা অর্থাৎ মনে হয় যেন একটা কিছু স্পন্দিত হইতেছে, তাহাই রস।  
যে বিক্ষুব্ধভাব, ইহা সাধারণ দৃষ্টিগম্য নহে, যাঁহারা শাস্ত্রবিধানী, তাঁহারা চিত্ত  
বিশেষরূপে সমাহিত করিয়া দৃষ্টি করিলে ঐ ভাব বুঝিতে পারেন ॥ ২-৩ ॥

তে বা এতে রসানাং রসাঃ, বেদা হি রসাঃ, তেভ্যামে  
রসাঃ, তানি বা এতান্মৃতানাম্মৃতানি, বেদা হ্মৃতাঃ, তে  
মেতান্মৃতানি ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—সেই এই রক্তবর্ণাদি রূপবিশেষসমূহই সমস্ত রসের  
বেদের রস বা সারাংশ। যে হেতু, বেদচতুষ্টয়ই রস, আর এই রক্তবর্ণাদি রূপ  
সেই বেদসমূহেরই রস বা সার। সেই এই রক্তবর্ণাদি রূপসমূহ আবার অমৃত  
অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ বেদেরও অমৃতস্বরূপ, যে হেতু, বেদসমূহই অমৃত, এবং ইহা  
আবার সেই অমৃতেরও অমৃতস্বরূপ ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—তে বা এতে যথোক্তা রোহিতাদিরূপবিশেষা  
রসাঃ। কেবাং রসানাম? ইত্যাহ—বেদা হি যস্মাল্লোকনিবান্দন্যং সারা ইতি রসাঃ, তে  
রসানাং কৰ্ম্মভাবাপন্নানামপ্যেতে রোহিতাদিবিশেষা রসা অত্যন্তসারভূতা ইত্যর্থঃ।  
অমৃতানাম্মৃতানি, বেদা হ্মৃতাঃ, নিত্যত্বাৎ, তেভ্যামেতানি রোহিতাদীনী রূপাণ্যমৃতানি  
রসানাং রসা ইত্যাদি কৰ্ম্মস্বভাববিশেষা, যন্তেষু বিশিষ্টানি অমৃতানি ফলমিতি ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইতিপূর্বে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর  
ও উর্দ্ধ এই পঞ্চ মধু ব্যাখ্যা করিয়া অধুনা সেই মধুপঞ্চকের ধ্যানের জন্য প্র



করিতেছেন। পূর্বোক্ত সেই এই আদিত্যের রক্তবর্ণাদি রূপবিশেষই রসেরও রস-  
 স্বরূপ। কোন্ রসের রসস্বরূপ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—লোকসমূহের  
 নিবান্দ অর্থাৎ লোকসমূহ হইতে নিঃস্কৃত সার পদার্থ বলিয়া বেদসমূহই সার  
 অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু, অতএব তাহারাই রসস্বরূপ। কৰ্ম্মভাবাপন্ন অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্যে  
 বিনিযুক্ত হইলেও সেই বেদসমূহরূপ রসের এই রক্তবর্ণাদি রূপসমূহ রস অর্থাৎ  
 অত্যন্ত সার পদার্থ। সেইরূপ অমৃতেরও অমৃতস্বরূপ, কারণ, বেদসমূহ নিত্য  
 পদার্থ বলিয়া অমৃত, এই রক্তবর্ণাদি রূপসমূহ আবার সেই অমৃত বেদেরও  
 অমৃতস্বরূপ। “রসেরও রস” ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল কৰ্ম্মের প্রশংসাহৃৎক  
 মাত্র অর্থাৎ যে কৰ্ম্মের ফলে এইরূপ বিশিষ্ট অমৃতস্ব লাভ হয়, সেই কৰ্ম্ম অবশ্যই  
 অমৃতের। এ স্থলে বক্তব্য এই যে—এ স্থানে বেদ শব্দে বেদোক্ত কৰ্ম্মকে গ্রহণ  
 করা হইয়াছে, বেদ অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য হইলেও কৰ্ম্ম অনিত্য, কৰ্ম্মফল  
 বিনশ্বর, একটা নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ঐ ফল ভোগ করিতে পারা যায়, কিন্তু  
 তাহা হইলেও উহার ফল সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, এই কারণেই কৰ্ম্মজাত  
 রক্তবর্ণাদি রূপসমূহকে কৰ্ম্মাপেক্ষাও অমৃত বলা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাবানুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে

### ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

তদ্বৎ প্রথমমমৃতং তদবসব উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন, ন  
দেবা অগ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—তাহাদের মধ্যে যেটি প্রথম অমৃত অর্থাৎ রক্তবর্ণ  
বসুগণ অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা তাহাই উপভোগ করিয়া জীবিত থাকেন। বাকী  
পক্ষে দেবগণ ভোজনও করেন না, কিছু পানও করেন না, কেবল এই অমৃত  
দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন ॥ ১ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—তত্ত্ব যৎ প্রথমমমৃতং রোহিতরূপলক্ষণং, তা  
প্রাতঃসবনেশানা উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন অগ্নিনা প্রধানভূতেন অগ্নিপ্রধানাঃ সমুৎপাদ  
স্তীত্যর্থঃ। “অন্নাচ্চ রসোহজায়ত” ইতি বচনাৎ কবলগ্রাহমশ্নস্তীতি প্রাপ্তং, তৎ  
বিধ্যতে, ন বৈ দেবা অগ্নন্তি ন পিবন্তীতি। কথং তর্হি উপজীবন্তীতি? উত্তরে  
এতদেব হি যথোক্তমমৃতং রোহিতরূপং দৃষ্ট্বোপলভ্য সর্বকরণৈরমৃতভূত তৃপ্যন্তি; ত  
সর্বকরণদ্বারোপলব্ধ্যার্থত্বাৎ। নহু রোহিতং রূপং দৃষ্ট্বা ইত্যুক্তং, কথমন্তেহ্মি  
রূপশ্চেতি? ন, যশআদীনাং শ্রোত্রাদিগম্যত্বাৎ। শ্রোত্রগ্রাহঃ যশঃ। য  
রূপকাক্ষমম্। ইন্দ্রিয়ং বিষয়গ্রহণকার্য্যানুমেয়ং করণসামর্থ্যম্। বীৰ্য্যং বলং, য  
উৎসাহঃ প্রাণবন্তা। অন্নাচ্চ প্রত্যাহমুপজীব্যমানং শরীরস্থিতিকরং যন্ততি।  
হেবমাস্ত্রকঃ সর্বঃ, যৎ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি সর্বে। দেবা দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তীত্যেতৎ  
স্বকরণৈরমৃতভূত তৃপ্যন্তীত্যর্থঃ। আদিত্যসংশ্রয়াঃ সন্তো বৈগম্যাদিদেহকর  
রহিতাশ্চ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বখণ্ডে অমৃতনির্ণয় ও অমৃত  
কথিত হইয়াছে, অধুনা কেবল অমৃতোপজীবী সুরবৃন্দের ধ্যানোপদেশ হি  
হইতেছে। তাহাদের মধ্যে রক্তবর্ণরূপ যে প্রথম অমৃত, প্রাতঃসবনের অগ্নি  
বসুগণ অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে প্রধানভূত অগ্নি দ্বারা  
অগ্নিকেই প্রধান স্বরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে উপভোগ করিয়া থাকেন।  
বলা হইয়াছে “অন্নাচ্চ রসোহজায়ত” ভক্ষ্য অন্নরূপ রস সমুদ্ভূত হইয়াছিল  
‘ভক্ষ্য অন্ন’ কথাটি থাকায় দেবগণও মনুষ্যাদির ত্রায় কবল গ্রহণ-পূর্বক ভোজন  
করেন, এইরূপ বুঝায়, কিন্তু তাঁহারা কবল গ্রহণ পূর্বক ভোজন করেন  
ইহাই বলিতেছেন—দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না।



যদি পান ভোজন কিছুই করেন না, তবে কিরূপে তাঁহারা উপভোগ করেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পূর্বে যে এই অমৃতস্বরূপ রক্তবর্ণ রূপ বলা হইয়াছে, তাহাই দর্শন অর্থাৎ উপলব্ধি অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া তৃপ্ত হন, কারণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি বা অনুভব করাই ‘দৃশ্’ ধাতুর অর্থ। আচ্ছা, পূর্বে বলা হইয়াছে, ‘রক্তবর্ণ রূপ দর্শন করিয়া’ কিন্তু রূপ ত কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য, চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ অত্যাশ্রিত ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহ্য কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, বশঃ, তেজঃ ইত্যাদি যে সমস্ত বলা হইয়াছে, তাহারা শ্রোত্র চক্ষুঃ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, বশঃ শ্রোত্রগ্রাহ্য অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয়, আর তৈজসিক রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এ স্থানে ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ—বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দবোধরূপ কার্য্য দ্বারা অনুমেয় ইন্দ্রিয়সমূহের সামর্থ্য বা অবিকলতা। বীৰ্য্য শব্দে বল, দৈহিক উৎসাহ অর্থাৎ প্রাণবলতা বা বলশালিতা। আশ্রিত বা ভক্ষ্য অন্তর্গত শরীরের স্থিতিকর প্রত্যহ সেব্যমান যে কোন পদার্থ অর্থাৎ প্রত্যহ যাহা ব্যবহার করিলে শরীর রক্ষা পায়, তাহা। যাহা দেখিয়া সকলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, এরূপ সমস্ত পদার্থই রসপদবাচ্য। দেবগণ দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন, ইহার অর্থ—তাঁহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা এই সমস্ত অনুভব করিয়াই তৃপ্ত হন। আর আদিত্যের আশ্রয় লাভ করায় দেহ ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধী দৌর্গন্ধাদি দোষও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই দেবগণ এই রক্তবর্ণ রূপকে লক্ষ্য করিয়াই অবস্থিত হন অর্থাৎ উদাসীনভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। আবার এই রূপকে উপভোগ করার নিমিত্তই উত্তত অর্থাৎ উৎসাহিত হন ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—কিস্তে নিরুচ্ছিন্ন অমৃতমুপজীবন্তি? ন, কথং তর্হি? এতদেব রূপমভিলক্ষ্যধ্বনা ভোগাবসরো নাস্মাকমিতি বুদ্ধা অভিসংবিশন্তি উদাসতে। যদা বৈ তস্মায়ুতস্ত ভোগাবসরো ভবেৎ, তদৈতস্মাদমৃত্যুতাং এতদমৃতভোগনিমিত্তমিত্যর্থঃ, উদ্যন্তি উৎসাহবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ। ন হুতুৎসাহবতামনহুতিষ্ঠতামলসানাং ভোগ-প্রাপ্তিলোকে দৃষ্টা ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই দেবগণ কি নিশ্চেষ্টভাবেই অমৃত উপভোগ করেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা করেন না। তবে কি



করেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই রক্তবর্ণ রূপকে বিশেষভাবে  
করিয়া “সম্প্রতি আমাদের ভোগের সময় উপস্থিত হয় নাই” এইরূপ  
করিয়া উদাসীন অর্থাৎ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন। আর যখন সেই  
উপভোগের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখন এই অমৃতকে উপভোগ  
নিমিত্ত উত্তম অর্থাৎ উৎসাহিত হন, কারণ, নিরুৎসাহ ও অনুরাগ-শূন্য  
ব্যক্তিগণকে এই জগতে ভোগপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না ॥ ২ ॥

স য এতদেবমমৃতং বেদ, বসূনামেবৈকো ভূত্বা অগ্নিনে  
মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশতি,  
এতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপ এই অমৃতকে জানেন, তিনি  
দিগেরই এক জন হইয়া অগ্নিরূপ মুখ দ্বারাই এই অমৃতকেই দর্শন অর্থাৎ অমৃত  
করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি এই রক্তবর্ণ রূপকে লক্ষ্য করিয়াই উদাসীন  
ভাবে অবস্থান করেন, আবার এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে উপভোগ করার নিমিত্ত  
উত্তম বা উৎসাহিত হন ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—স যঃ কশ্চিদেতদেবং বথোদিতম্ স্বাধুকরতাপস  
সজ্জরগম্ স্বগবেদবিহিতকর্মপুষ্পাৎ, তস্মা চাদিত্যংশ্রয়ণং, রোহিতরূপত্বাভ্যু  
প্রাচীদিগ্গতরশ্মিনাডীসংস্থতাং বসুদেবভোগ্যতাং, তদ্বিশ্চ বসুভিঃ সর্হৈকতাং  
অগ্নিনা মুখেনোপজীবনং, দর্শনমাত্রেণ তৃপ্তিক্, স্বভোগাবসরে উচ্চমনঃ, তৎকালোপ  
চ সংবেশনং বেদ, সোহপি বসুত্বং সর্বং তথৈবামৃতবতি ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকার  
স্বগবেদবিহিতকর্মরূপ পুষ্প হইতে স্বগরূপমধুকরকৃতসন্তাপে বশঃপ্রভৃতির  
রসক্ষরণ, তাহাদিগের অদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ ও রক্তবর্ণতা, উপভোগ  
অমৃতের পূর্বদিগ্গত কিরণসমূহ রূপ নাড়ী অর্থাৎ ছিদ্রমধ্যে অবস্থিতি ও বসুনা  
দেবতাদিগের ভোগ্যতা, এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বসুদিগের সহিত  
একত্ব লাভ-পূর্বক অর্থাৎ বসুত্ব লাভ করিয়া অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা সেই অমৃত  
উপজীবন অর্থাৎ দর্শনমাত্রেই তৃপ্তি লাভ, নিজেদের ভোগের সময় উপস্থিত হইলে  
ভোগের নিমিত্ত উৎসাহপ্রকাশ এবং সেই সময় অপগত হইলে সংবেশন অর্থাৎ  
নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি ইত্যাদি বিষয় জানেন, তিনিও ঠিক বসুদিগের  
সমস্ত বিষয় সেইরূপই অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥



স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদ্ভুদেতা, পশ্চাদন্তমেতা, বসূনামেব  
তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য বর্ষঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—এই বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তি সূর্য্যদেব যত কাল পূর্ব্বদিকে  
উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন বা হইবেন, তত কাল পর্য্যন্ত বহুদিগের  
মধ্যে অথবা বহুদিগের স্থায় আধিপত্য ও স্বাধীনতা অথবা স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হন ॥৪॥

তৃতীয় প্রপাঠকে বর্ষ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতানুবাদ ।**—কিয়ন্তু কালঃ বিদ্বাঃস্তদমৃতমুপজীবতি ? ইত্যাচ্যতে, স  
বিদ্বান্ যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যাং দিশি উদেতা, পশ্চাৎ প্রতীচ্যামন্তমেতা, তাবদ্বসূনাং  
ভোগকালঃ, তাবন্তমেব কালং বসূনামাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা পরিভো গন্তা  
ভবতীত্যর্থঃ । ন বথা চন্দ্রমণ্ডলস্তঃ কেবলকর্মা পরতন্ত্রো দেবানামন্নভূতঃ ; কিন্তুহি ?  
অয়মাধিপত্যং স্বারাজ্যং স্বরাড়্ভাবকাধিগচ্ছতি । ৪ ।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে বর্ষখণ্ডভাষ্যম্ । ৬ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সেই বিদ্বান্ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি কতকাল  
পর্য্যন্ত সেই অমৃত উপভোগ করিতে সমর্থ হন, তাহাই বলিতেছেন—সূর্য্যদেব যত  
কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন অথবা হইবেন,  
তত কাল পর্য্যন্ত বহুগণের ভোগকাল, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিও তত কাল পর্য্যন্ত বহু-  
দিগের মধ্যে আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বরাড়্ভাবে বা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা  
লাভ করেন । কেবল কর্ম্মান্তর্ধানকারী অতএব সেই কর্ম্মফলে চন্দ্রমণ্ডলে  
অবস্থিত ব্যক্তিগণ যেমন পরাধীনভাবে দেবগণের অন্তরূপ অর্থাৎ উপভোগ্য হন,  
এই বিদ্বান্ ব্যক্তি সেরূপ হন না । তবে তিনি কি হন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন  
—এই ব্যক্তি আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বরাড়্ভাব বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত  
হন । ভাব এই যে—যাঁহারা জ্ঞানানুশীলন না করিয়া কেবল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মমাত্রের  
অনুষ্ঠান করেন, অথচ তদগত দৈবতাদি নিগূঢ় তত্ত্ব-বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা  
করেন না, সেই সকল ব্যক্তি দেহান্তে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া কর্ম্মক্ষয় না হওয়া  
পর্য্যন্ত সেই স্থানেই পরাধীনভাবে দেবগণের উপভোগ্য হইয়া বাস করেন ।  
কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা দৈবতাদিবিষয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া  
সূর্য্যমণ্ডলে গমন করেন, তাঁহারা সে স্থানে দেবগণের সমকক্ষভাবে বিশেষ বিশেষ  
অধিকার লাভ করেন ও দেবগণ তাঁহাদিগকে উপভোগ করিতে অর্থাৎ তাঁহাদিগের  
উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে বর্ষ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তমঃ খণ্ডঃ

অথ যদ্বিতীয়মমৃতং, তৎ রুদ্রা উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখে,  
বৈ দেবা অগ্নন্তি ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে দ্বিতীয় অমৃত অর্থাৎ গুরুবর্ণ রূপ, রুদ্রগণ ইন্দ্র  
মুখ দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রকেই পুরোভাগে রাখিয়া তাহা উপভোগ করেন। বাক্য  
পক্ষে দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, কেবল এই অমৃতকে  
করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রপাদুদযন্তি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই রুদ্রগণ এই গুরুরূপকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চেষ্ট  
অবস্থান করেন, আবার এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে ভোগ করার নিমিত্তই উ  
অর্থাৎ উৎসাহিত হন ॥ ২ ॥

স য এতদেবমমৃতং বেদ, রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বৈন্দ্রেণ  
মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশতি  
এতস্মাদ্রপাদুদেতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই গুরুবর্ণরূপ দ্বিতীয় অমৃতকে পূর্ণ  
প্রকারে জানেন, তিনি রুদ্রগণেরই এক জন হইয়া ইন্দ্ররূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ ই  
প্রধানরূপে পুরোভাগে রাখিয়া এই অমৃতকে দেখিয়া অর্থাৎ সর্বোচ্চ দ্বারা  
করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি ‘এখন আমাদের ভোগের  
উপস্থিত হয় নাই’ মনে করিয়া এই গুরু রূপকে লক্ষ্য করিয়াই উদাসীনের  
নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থান করেন, আবার সময় উপস্থিত হইলে এই গুরুবর্ণ  
অমৃত ভোগের নিমিত্ত উৎসাহিত হন ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যদ্বিতীয়মমৃতং তৎ রুদ্রা উপজীবন্তী  
সমানম্ ॥ ১-৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“আর যে দ্বিতীয় অমৃত অর্থাৎ গুরু  
রুদ্রগণ তাহাকে উপভোগ করেন” ইত্যাদির ব্যাখ্যা ষষ্ঠখণ্ডে লিখিত ব্যা  
অনুরূপ ॥ ১-৩ ॥



স বাবদাদিত্যঃ পুরস্তাহুদেতা, পশ্চাদন্তমেতা, দ্বিস্তাবৎ  
দক্ষিণত উদেতা, উত্তরতোহন্তমেতা, রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যং  
স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্ত সপ্তমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—যাবৎকাল স্বর্ষ্যদেব পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে  
অস্তমিত হইবেন বা হন, সেই বিদ্বান্ তাহার দ্বিগুণকাল পর্য্যন্তই দক্ষিণদিকে  
উদিত ও উত্তরদিকে অস্তমিত হইবেন বা হন, এবং তাবৎকাল পর্য্যন্তই রুদ্রগণের  
মধ্যেই আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বাধীনতা ভোগ করেন ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতাব্যাম্ ।**—স বাবদাদিত্যঃ পুরস্তাহুদেতা পশ্চাদন্তমেতা, দ্বিস্তাবৎ  
ততো দ্বিগুণং কালং দক্ষিণত উদেতা উত্তরতোহন্তমেতা, রুদ্রাণাং তাবন্তোগকালঃ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডাব্যাম্ । ৭ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—স্বর্ষ্যদেব যত কাল পূর্বদিকে উদিত  
ও পশ্চিম-দিকে অস্তমিত হইবেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি সেইরূপ দুইবার অর্থাৎ তাহার  
দ্বিগুণকাল দক্ষিণদিকে উদিত ও উত্তরদিকে অস্তমিত হন, কারণ, রুদ্রগণের  
ভোগকাল ঐ পরিমাণই ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ

অথ যতৃতীয়মমৃতং তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখে  
ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট  
তৃপ্যন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে তৃতীয় অমৃত অর্থাৎ পশ্চিমদিকস্থিত বরুণ  
আদিত্যগণ বরুণরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ বরুণকে পুরোভাগে রাখিয়া তাহা উপভোগ  
করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করি  
সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাত্তৃদ্যন্তি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই আদিত্যগণ এই বরুণরূপ রূপকে লক্ষ্য করি  
উদাসীন-ভাবে অবস্থান করেন, আবার এই অমৃত লাভের নিমিত্তই উৎসাহিত  
হন ॥ ২ ॥

\* স য এতদেবামৃতং বেদ, আদিত্যানামেবৈকো ভূয়  
বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব  
রূপমভিসংবিশতি, এতস্মাদ্রূপাত্তৃদ্যতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে এই তৃতীয় অমৃতের  
জানেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি আদিত্যগণের মধ্যেই একজন হইয়া বরুণরূপ মুখ দ্বারা  
অর্থাৎ বরুণকে প্রধানরূপে অগ্রবর্তী করিয়া এই তৃতীয় অমৃতকে দর্শন অর্থাৎ  
সর্বোচ্চদ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া তৃপ্ত হন। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি এই রূপকে লক্ষ্য  
করিয়াই ‘আমাদিগের ভোগের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই’ এইরূপ মনে করিয়া  
নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থান করেন। আবার সময় উপস্থিত হইলে এই অমৃতকে ভোগ  
করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া কপ্পে প্রবৃত্ত হন ॥ ৩ ॥

\* এই তিনটি শ্রুতির ভাষ্য পূর্বেরই অনুরূপ বলিয়া ভাষ্যকার কিছু লিখেন নাই, অতএব  
• ইহাদের ভাষ্যও নাই, ভাষ্যানুবাদও নাই।



অষ্টমঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২০৩

স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতা, উত্তরতোহস্তমেতা, দ্বিস্তাবৎ  
পশ্চাদুদেতা, পুরস্তাদস্তমেতা, আদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং  
স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—আদিত্য যত কাল দক্ষিণদিকে উদিত ও উত্তরদিকে  
অস্তমিত হইবেন অথবা হন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ-পরিমিত কাল পশ্চিম-  
দিকে উদিত ও পূর্বদিকে অস্তমিত হন । তিনি সেই পরিমিত কাল আদিত্য-  
দিগের মধ্যে আধিপত্য অথবা আদিত্যদিগের তুল্য আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ  
স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তভাষ্যম্ ।**—তথা পশ্চাদুত্তরত উর্দ্ধমুদেতা বিপর্যয়েণাস্তমেতা ।  
পূর্বস্বাং পূর্বস্বাং দ্বিগুণোত্তরোত্তরেণ কালেনেত্যপৌরাণং দর্শনম্ । সবিতুশ্চতুর্দিশমিত্র-  
য়মবরণসোমপুরাবৃদ্রাস্তময়কালশ্চ তুল্যং হি পৌরাণিকৈরুক্তম্ ; মানসোত্তরশ্চ মুর্ছনি  
মেরোঃ প্রদক্ষিণাবৃত্তেস্তল্যাদ্ব্যাদিত্যে । অত্রোক্তঃ পরিহার আচার্ঠ্যঃ,—অমরাবত্যাধীন্য  
পুরীণাং দ্বিগুণোত্তরোত্তরেণ কালেনোদ্যাসঃ স্ত্রাৎ । উদয়শ্চ নাম সবিতুশ্চিবাসিনাং  
প্রাণিনাং চক্ষুর্গোচরাপত্তিঃ, তদত্যয়শ্চাস্তময়ঃ, ন পরমার্থত উদয়ান্তময়ে স্তঃ । তন্নিবাসি-  
নাঞ্চ প্রাণিনামভাবে তান্ প্রতি তেদৈব মার্গেণ গচ্ছন্নপি নৈবোদেতা নাস্তমেতেতি,  
চক্ষুর্গোচরাপত্তেস্তুদত্যয়শ্চ চাভাবাৎ । তথা অমরাবত্যাঃ সকাশাদ্বিগুণকালং সংযমী  
পুরী বসতি, অতস্তন্নিবাসিনঃ প্রাণিনঃ প্রতি দক্ষিণত ইবোদেত্যুত্তরতোহস্তমেতীত্যুচ্যতে,  
অমরবৃত্তিকাপেক্ষ্য । তথোত্তরাস্তপি পুরীষু যোজনা । সর্কেবাঞ্চ মেরুক্রুরো ভবতি ।  
বদা অমরাবত্যাঃ মধ্যাহ্নগতঃ সবিতা, তদা সংযমন্তামুতন্ দৃশ্যতে ; তত্র মধ্যাহ্নগতো  
বারুণ্যামুতন্ দৃশ্যতে । তথোত্তরস্ত্রাং, প্রদক্ষিণাবৃত্তেস্তল্যাদ্ব্যাদিত্যে । ইলাবৃত্তবাসিনাং সর্কতঃ  
পর্বতপ্রাকারনিবারিতাদিত্যরশ্মীনাং সবিতা উর্দ্ধ ইবোদেতা অর্কাগস্তমেতা দৃশ্যতে,  
পর্বতোর্দ্ধস্থিতপ্রবেশাৎ সবিতৃপ্রকাশশ্চ । তথা ঋগাজমৃতোপজীবিনামমৃতানাঞ্চ দ্বিগুণো-  
ত্তরোত্তরবীর্ঘ্যবস্তুমহুমীযতে, ভোগকালদ্বৈগুণ্যলিঙ্গেন । উত্তমসংবেশনাদি দেবানাং  
কৃত্রাণীনাং বিহ্বশ্চ সমানম্ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টমখণ্ডোভ্যাম্ । ৮ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সেইরূপ পশ্চাৎ অর্থাৎ উত্তরদিকে হইতে  
উর্দ্ধে উদিত ও তাহার বিপরীতক্রমে অর্থাৎ পুরোভাগে থাকিয়া দক্ষিণদিকে  
অস্তমিত হন । পূর্বপূর্বকাল হইতে উত্তরোত্তর কালে যে দ্বিগুণ বলা হইয়াছে, তাহা



অপৌরাণ অর্থাৎ পুরাণবিরুদ্ধ, কারণ, পুরাণকারগণ স্বর্ঘ্যের চতুর্দিকে অবস্থিত হইয়া যম, বরুণ ও সোমপুরীতে উদয় ও অস্তকালের তুল্যতাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহা বলেন, মানসসরোবরের উত্তরদিকে অবস্থিত স্মেরু পর্বতের শৃঙ্গে স্বর্ঘ্যের প্রদক্ষিণাবৃত্তি অর্থাৎ প্রদক্ষিণক্রমে পরিভ্রমণ, তাহা ইত্যাদি সকল লোকেই কখনো কখনো লোকবিশেষে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বলিয়া উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে আত্মপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ দ্রবিড়াচার্য্য এই দোষ খণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়া গিয়াছেন, অমরাবতী প্রভৃতি পুরী উত্তরোত্তর দ্বিগুণকাল স্থায়ী অর্থাৎ ইন্দ্রপুরী অমরাবতী অপেক্ষা যমের সংযমনী পুরী, তদপেক্ষা বরুণপুরী ও তদপেক্ষা সোমপুরীর স্থায়ীত্ব ক্রমশঃ দ্বিগুণ পরিমিত কাল। অমরাবতী প্রভৃতি পুরীতে স্বর্ঘ্যের উদয় বহিঃসীমায় সেই সেই পুরবাসী লোকদিগের দৃষ্টিবিষয়ীভূত হওয়া, আর অস্ত বহিঃসীমায় অগোচরীভূত হওয়া, ইহা ব্যতীত বাস্তবিক পক্ষে স্বর্ঘ্যের উদয় ও অস্ত বলিয়া দৃষ্ট হয় নাই। সেই সেই লোকে যে সমস্ত প্রাণী অবস্থিতি করে, তাহাদিগের অভাব হইবে, স্বর্ঘ্য সেই পথে নিয়মিতভাবে গমন করিলেও, তাহাদিগের পক্ষে তিনি উদ্ভিত হইবে না, আবার অন্তর্মিতও হইবে না; দৃষ্ট্যই যখন কেহ নাই, তখন উদয় বা অস্ত হইবে কি না, কে তাহা অনুভব করিতেছে? সুতরাং তৎকালে দৃষ্টিগোচর ও দৃষ্টির অগোচর উভয়েরই অভাব হইয়া পড়ে। এইরূপে অমরাবতী পুরী স্থায়িত্বকালপেক্ষা সংযমনী নামক যমপুরীর স্থায়িত্বকাল দ্বিগুণ; যাহারা যেন যমলোকে বাস করে, তাহাদিগের পক্ষে—“স্বর্ঘ্য যেন দক্ষিণদিক্ হইতেই উদ্ভিত হইবে উত্তরে অন্তর্মিত হইবে” এইরূপ বলা হইয়াছে, বিশেষতঃ আমাদের বিবেচনায় ঐরূপ উক্তির কারণ, আমরা যে স্থানে অবস্থান করি, যমপুরী তাহার দক্ষিণে অবস্থিত, সুতরাং সে স্থানে উদীয়মান স্বর্ঘ্যকে আমরা যেন দক্ষিণদিকেই উদীয়মান বলিয়া মনে করি। অত্যাশ্চর্য্য পুরীসম্বন্ধেও এইরূপই যোজনা অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। স্মেরু পর্বত সকলেরই উত্তরদিকে অবস্থিত। স্বর্ঘ্য যখন অমরাবতী পুরীতে মধ্যাহ্নকাল প্রাপ্ত অর্থাৎ অমরাবতীতে যখন মধ্যাহ্ন, সংযমনী পুরীতে যখন সময় স্বর্ঘ্য উদীয়মান অবস্থায় দৃষ্ট হইবে, আবার ঐ সংযমনী পুরীতে যখন মধ্যাহ্ন পশ্চিমে বরুণপুরীতে তখন স্বর্ঘ্য উদীয়মান অবস্থায় দৃষ্ট হইবে, এইরূপ বরুণপুরীতে যখন মধ্যাহ্নকাল, তখন উত্তরে সোমপুরীতে স্বর্ঘ্য কেবল উদ্ভিত হইতেছেন, এইরূপ দৃষ্ট হইবে, কারণ, প্রদক্ষিণাবৃত্তি অর্থাৎ প্রদক্ষিণক্রমে যে পরিভ্রমণ, তাহা সকলের পক্ষেই সমান। চতুর্দিকে পর্বতরূপ সু-উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকায় স্বর্ঘ্যকিরণ বাহ্য দিগের নিকট একেবারেই নিরুদ্ধ অর্থাৎ যাহাদিগের দেশে স্বর্ঘ্যকিরণ একেবারেই প্রবেশ করিতে পারে না, সেই ইলাবৃত্তবর্ষবাসিগণের নিকট স্বর্ঘ্যদেব চিরদিন



উর্দ্ধদিকে উদিত ও অধোদিকে অস্তমিত হইতেছেন বলিয়াই প্রতিভাত হন, কারণ, পৃথিবীর উর্দ্ধভাগস্থ ছিদ্র দ্বারা ই সূর্য্যের আলোক সে স্থানে প্রবেশলাভ করে মাত্র। এইভাবে ভোগকালের দৈগুণ্যরূপ লক্ষণ দ্বারা ঋক্ প্রভৃতি অমৃতোপভোগকারী অমৃত বা দেবগণের বীৰ্য্যবত্তা অর্থাৎ সামর্থ্যও উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বলিয়া অনুমিত হয়। ভোগের নিমিত্ত উত্তম ও সংবেশন অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থিতি রুদ্রাদি দেবতাসমূহ ও বিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই সমান। (দ্রবিড়াচার্য্যের মত এই যে—সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনকাল সর্বত্রই সমান হইলেও এ স্থানে ভারতম্য নির্দেশের কারণ এই যে, যাহারা অমরাবতী পুরী প্রভৃতিতে বাস করেন, তাঁহাদের সকলেরই স্থিতিকাল সমান নহে। যাহারা অমরাবতীতে বাস করেন, তাঁহাদিগের স্থিতিকাল অপেক্ষা সংযমনীবাসিগণের স্থিতিকাল দ্বিগুণ। এইরূপ বরুণলোকবাসী ও সোমলোকবাসিগণেরও স্থিতিকাল উত্তরোত্তর দ্বিগুণ; এই অবস্থিতির বৈগুণ্যানুসারেই পর পর লোকে অবস্থিত প্রাণীদিগের সম্বন্ধে সূর্য্যের উদয়াস্তকালও উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বলা হইয়াছে। আর পূর্বদিকে অবস্থিত অমরাবতীবাসী প্রাণীদিগের অভাব হইলেও দক্ষিণদিকে অবস্থিত সংযমনীপুরীস্থ প্রাণিগণ বিত্তমান থাকে, এ জন্ত সে সময় পূর্বদিকে সূর্য্যোদয় দেখিবার কোন লোক না থাকায় দক্ষিণে অবস্থিত লোকবাসিগণ দক্ষিণদিকেই সূর্য্যের উদয় দেখিতে পান, এই নিমিত্তই দক্ষিণদিকে সূর্য্যের উদয় বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে সূর্য্যের উদয়ও নাই, অস্তও নাই, কেবল লোকসমূহের দৃষ্টির গোচর বা অগোচর অনুসারেই উদয়াস্ত প্রতীয়মান হয় মাত্র।) ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে

## নবমঃ খণ্ডঃ

অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখ  
ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং  
তুপ্যন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে চতুর্থ অমৃত অর্থাৎ উত্তরদিকে অবস্থিত, মরুত  
মরুৎ অর্থাৎ বায়ুগণ সোমরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ সোমকে প্রধানরূপে অগ্রসর  
তাহা উপভোগ করেন। বাস্তবিকপক্ষে দেবগণ ভোজনও করেন না, কিছু  
করেন না, কেবল এই অমৃতকে দেখিয়াই অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা মগ্ন  
করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাত্তুদ্যন্তি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই মরুৎগণ এই কৃষ্ণ রূপকে লক্ষ্য করিয়াই উদাসীন  
অবস্থান করেন, আবার এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে ভোগ করার নিমিত্তই উৎসাহ  
সহকারে কর্মে প্রবৃত্ত হন ॥ ২ ॥

স য এতদেবমমৃতং বেদ, মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈ  
মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তুপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশতি  
এতস্মাদ্রূপাত্তুদেতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই কৃষ্ণবর্ণরূপ চতুর্থ অমৃতকে জানেন, তিনি  
মরুৎগণের মধ্যেই এক জন হইয়া সোমরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ সোমকে প্রধানরূপে  
অগ্রবর্তী করিয়া এই অমৃতকে দর্শন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়াই  
হন। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি 'এখনও আমাদের ভোগের সময় উপস্থিত হয় নাই'  
এইরূপ মনে করিয়া এই অমৃতকে লক্ষ্য করিয়াই নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে  
আবার ভোগের সময় উপস্থিত হইলে এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে লাভ করিয়া  
নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে কর্মে প্রবৃত্ত হন ॥ ৩ ॥



নবমঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২০৭

\* স বাবদাদিত্যঃ পশ্চাৎদেতা, পূরস্তাদন্তমেতা, দ্বিস্তাব-  
 ছত্তরত উদেতা, দক্ষিণতোহন্তমেতা, মরুতামেব তাবদাধিপত্যং  
 স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য নবমঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ ।—স্বর্গ্য যত কাল পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকে উদিত ও পূর্বদিকে  
 অস্তমিত হইবেন বা হন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ-পরিমিত কাল উত্তর-  
 দিকে উদিত ও দক্ষিণদিকে অস্তমিত হন ও সেই পরিমিত কালই মরুদৃগণের  
 তুল্য আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বাধীনতা ভোগ করেন ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

\* পূর্ব পূর্ব ঋতির সহিত তুল্যার্থ বলিয়া এই খণ্ডের ৪টি ঋতির কাহারই শাস্করভাষ্য নাই ।



## তৃতীয়প্রপাঠকে

## দশমঃ খণ্ডঃ

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং, তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি  
মুখেন, ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং  
তৃপ্যন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে পঞ্চম অমৃত অর্থাৎ উপরিভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র  
সমূহে বাহ্য ঈষচ্চক্ষুরেণ গ্রাহ্য প্রতীত হয়, সাধ্যা অর্থাৎ দেবযোনিবিশিষ্ট  
তাহাকে ব্রহ্মরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মকেই প্রধানরূপে পুরোভাগে রাখিয়া উপভোগ  
করেন, বাস্তবিকপক্ষে দেবগণ কিছু ভোজনও করেন না, কিছু পানও করেন  
কেবল এই অমৃতকে দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন ॥ ১ ॥

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি, এতস্মাদ্রূপাতুদ্যন্তি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—ঐ সাধ্যগণ এই রূপ অর্থাৎ অমৃতকে লক্ষ্য করিয়া  
নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন, আবার এই অমৃতকে ভোগ করিবার দিগ্ধি  
উৎসাহিত হন ॥ ২ ॥

স ব এতদেবমমৃতং বেদ, সাধ্যানামেবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মা  
মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি, স এতদেব রূপমভিসংবিশন্তি  
এতস্মাদ্রূপাতুদেতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই পঞ্চম অমৃতকে উক্তরূপে  
তিনি সাধ্যগণের মধ্যেই এক জন হইয়া ব্রহ্মরূপ মুখ দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রধান  
অগ্রবর্তী করিয়া এই অমৃতকে দর্শন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া  
তৃপ্তি লাভ করেন। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি “এখনও আমাদের ভোগের  
উপস্থিত হয় নাই” মনে করিয়া এই অমৃতকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে  
করেন, আবার ভোগের সময় উপস্থিত হইলে এই অমৃতকে ভোগ করিবার দিগ্ধি  
উৎসাহ-সহকারে কৰ্মে প্রবৃত্ত হন ॥ ৩ ॥



দশমঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২০৯

\* স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা, দক্ষিণতোহস্তমেতা, দ্বিস্তাবদুর্দ্ধম্ উদেতা, অর্ব্বাগস্তমেতা, সাধ্যানাংমেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্ত দশমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সূর্য্যদেব যে পরিমাণকাল উত্তরদিকে উদিত ও দক্ষিণদিকে অস্তমিত হন, সেই বিধানও তাহার দ্বিগুণপরিমিত কাল উর্দ্ধদেশে উদিত ও অধোদেশে অস্তমিত হন। সেই অর্থাৎ দ্বিগুণ-পরিমিত কাল সাধ্যদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের ত্রায় আধিপত্য ও স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বাধীনতা ভোগ করেন। (উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সূর্য্যদেব দেশভেদে পূর্ব্বদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া পশ্চিমদিকে, কোন দেশে পশ্চিম হইতে সমুদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে, অথবা কোন দেশে উত্তরদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া দক্ষিণদিকে, অথলোকে দক্ষিণভাগ হইতে সমুদিত হইয়া উত্তরদিকে এবং লোকান্তরে উর্দ্ধদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া নিম্নভাগে অস্তগমন করেন। বসুবৃন্দ, রুদ্রবৃন্দ, আদিত্যবৃন্দ, মরুদবৃন্দ ও সাধ্যবৃন্দ ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণতর কাল ভোগ করেন, অর্থাৎ যতক্ষণ পূর্ব্বদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তগমন করেন, ততক্ষণ প্রথমায়ুতথ্যায়ী বসুদিগের ভোগকাল। ইহার দ্বিগুণ কাল, অর্থাৎ যতক্ষণ আদিত্যগণ দক্ষিণদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্তগত হন, তাবৎকালই দ্বিতীয়ায়ুতথ্যায়ী রুদ্রদিগের ভোগকাল। ইহার দ্বিগুণ কাল, অর্থাৎ যতক্ষণ সবিতা পশ্চিমদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে অস্তগমন করেন, এই কালই তৃতীয়ায়ুতথ্যায়ী আদিত্যদিগের ভোগকাল। ইহার দ্বিগুণ কাল, অর্থাৎ যতক্ষণ আদিত্য উত্তরদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া দক্ষিণদিকে অস্ত যান, এই সময়ই চতুর্থায়ুতথ্যায়ী মরুদবৃন্দের ভোগকাল। ইহার দ্বিগুণ কাল অর্থাৎ যতক্ষণ সূর্য্য উর্দ্ধদিক্ হইতে সমুদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগমন করেন, এতাবৎকালই পঞ্চমায়ুতথ্যায়ী সাধ্যদিগের ভোগকাল। ইহা পৌরাণিক মত নহে। পৌরাণিক মতে সূর্য্যের চতুর্দিকস্থিত ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোমপুরীতে উদয় ও অস্তসময়ের সমতা আছে। সূর্য্যদেব মানসের উত্তরদিকে মহাগিরি হ্রসেকর শীর্ষদেশে প্রাচীরবৎ চতুর্দিকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করেন। অমরাবতী প্রভৃতি পুরীতে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ সময়ে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। যখন যে দেশের লোকে সূর্য্যকে দর্শন করে, তাহাই সূর্য্যের উদয় এবং সেই

\* এই খণ্ডেরও শাক্তরভাষ্য নাই।



সূর্য্যের যে অদর্শন, তাহাই অস্ত। দেশভেদে লোক সকল এক সময় সূর্য্য দেখিতে পায়, আবার এক সময় দেখিতে পায় না, তাহাকে সেই সেই দেশের লোকেরা সূর্য্যের উদয়াস্ত বলিয়া বর্ণনা করে, ফলতঃ সূর্য্যদেবের উদয় বা অস্ত কিছুই নাই। যে দেশে নাই, তথায় সূর্য্যদেব একপথেই ভ্রমণ করেন, তাহা সেই দেশে সূর্য্যদেব নেত্রগোচর বা অদৃশ্য হইলেন না, অমরাবতী পুরী হইতে দিক্‌পাক্ষে সংযমনী পুরীতে বসতি, এই পুরনিবাসী জীবগণের নিকট সূর্য্যদেব আশ্রিত বুদ্ধি অপেক্ষা দক্ষিণদিক্ হইতে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্তগমন করেন। অমরাবতীতে যে সময় সূর্য্য মধ্যাহ্নগত হইলেন, তৎকালে সংযমনী পুরীতে সূর্য্য উদয়গামী লক্ষিত হইয়া থাকেন। যে সময় সেই সংযমনী পুরীতে তিনি মধ্যাহ্নগামী, তৎকালে বারুণীতে উদয়সম্পন্ন দৃষ্ট হন। উক্ত স্থানদ্বয়েই সমভাবে দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ করে ইলাবৃত্তবর্ষবাসিগণের সর্ব্বত্র গিরিপ্রাচীরে আদিত্যরশ্মি আবৃত থাকে; ইহা তাহারা সূর্য্যকে উর্দ্ধ হইতে উদিত এবং নিম্নভাগে অস্তমিত দেখে; এই পর্ব্বতের উর্দ্ধরন্ধ্র দিয়া সূর্য্য প্রকাশিত হন। এই প্রকারে সূর্য্যের উদয়াস্ত তারতম্যেই বহুপ্রভৃতির ভোগসময়ের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে ) ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ

অথ তত উৰ্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা, নাস্তমেতা, একল এব  
মধ্যে স্থাতা, তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর স্বর্ঘ্যদেব সেই সমস্ত প্রাণীদিগের কৰ্ম্মফলভোগ ক্ষয়  
হওয়ার পর আর উদিতও হইবেন না, অস্তমিতও হইবেন না, কেবল মধ্যদেশে  
একাকীই অবস্থান করিবেন। এ বিষয়ে একটি শ্লোক বা সংক্ষিপ্ত মন্ত্র আছে,  
যথা—॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্য।**—কুর্ষেবমুদয়াস্তমনে প্রাণিনাং স্বকৰ্ম্মফলভোগনিমিত্ত-  
মুগ্রহং তৎকৰ্ম্মফলোপভোগক্রে তানি প্রাণিজাতাত্মানি সংহত্যাথ ততস্তদানন্তরং  
প্রাণমুগ্রহকালাদুৰ্দ্ধঃ সন্নাঅনুদেত্যোদ্যাম্য বান্ প্রত্যাতেতি, তেবাং প্রাণিনামভাবাৎ  
স্বাত্মস্বো নৈবোদেতা নাস্তমেতা, একলোহদ্বিতীয়োহনবয়বো মধ্যে স্বাত্মত্বেব স্থাতা।  
তত্র কচ্চিবিদ্বান্ বহাদিসমানাচরণো রোহিতাত্মমৃতভোগভাগী যথোক্তক্রমেণ স্বাত্মানং  
সবিতারমাত্মস্বেনোপেত্য সমাহিতঃ সন্নেতং মন্ত্রং দৃষ্ট্য়াখিতোহনুষ্ঠেয় পৃষ্ঠবতে জগাদ—  
যতশ্চমাগতো ব্রহ্মলোকাৎ, কিং তত্রাপ্যাহোরাাত্রাভ্যাং পরিবর্তমানঃ সবিতা প্রাণিনামাত্মঃ  
ক্ষয়তি ? যথেষ্টাশ্বাকম্ ; ইত্যেবং পৃষ্ঠঃ প্রত্যাহ, তত্তত্র যথাপৃষ্ঠে যথোক্তে চার্ধে এব  
শ্লোকো ভবতি, তেনোক্তো যোগিনেতি ঋতের্চচনমিদম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—স্বর্ঘ্যদেব এইরূপে নিজের উদয় ও অস্ত-  
গমন দ্বারা প্রাণিগণের স্বস্বকৰ্ম্মফলানুযায়ী ভোগের নিমিত্ত অনুগ্রহ করিয়া, সেই  
সেই কৰ্ম্মফলের ভোগান্তে সেই প্রাণিসমূহকে আপনাতেই সংহত অর্থাৎ বিলীন  
করিয়া তদনন্তর অর্থাৎ প্রাণীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের যে কাল, সেই নির্দিষ্ট  
কালের পর উৰ্দ্ধগত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে বর্তমান হইয়া আত্মাতেই উদিত হইয়া অর্থাৎ  
নিজ মহিমাতেই উদ্ভাসিত হইয়া, যাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত  
উদিত হন, সেই সমস্ত প্রাণীর অভাব বশতঃ আপনাতেই আপনি অবস্থিত হইয়া  
পুনরায় উদিত বা অস্তমিত কিছুই হন না, কেবল দ্বিতীয় সহচরশৃংখল নিরবয়ব  
একাকীই মধ্যভাগে নিজের আত্মাতেই অবস্থিত হন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে বর্তমান  
 থাকেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মবর্ণাদিরূপ অমৃত উপভোগশীল কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি  
ব্রহ্মপ্রভৃতি দেবভাগের সমান আচরণশীল হইয়া পূর্বোক্তরূপে নিজেকেই জ্ঞাতব্য  
স্বর্ঘ্যদেব বিবেচনার গ্রহণ-পূর্বক অর্থাৎ আমিই স্বর্ঘ্যস্বরূপ, এইরূপ বিবেচনা করিয়া



বিশেষ সমাহিতচিত্তে এই মন্ত্র দর্শন-পূর্বক উখিত হইয়া, “তুমি ত ব্রহ্ম হইতে আগমন করিতেছ, অতএব তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, হৃদয়ে এই জগতে যেমন দিবারাত্রিতে পরিবর্তিত হইয়া প্রতিদিন আমাদিগের মৃত্যু করিতেছেন, ঐ ব্রহ্মলোকেও কি এইরূপভাবে প্রতিদিন উদয়াস্ত দ্বারা প্রাণের আয়ুক্ষয় করাইতেছেন ?” কোন ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইল তিনি বলিয়াছিলেন—তোমার জিজ্ঞাস্যবিষয়ে সেই যোগিপুরুষ-কর্তৃক কথিত শ্লোকটি আছে, ইহা শ্রুতিরই বাক্য ॥ ১ ॥

ন বৈ তত্র ন নিল্লোচ নোদিয়ায় কদাচন । দেবাস্তেনাস্য  
সত্যেন মা বিরাদিষি ব্রহ্মণেতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—নাই, অর্থাৎ তুমি যে উদয়াস্তের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে  
সে স্থানে তাহা নাই-ই। স্বর্ঘ্যদেব সেই ব্রহ্মলোকে কখনও অন্তর্মিতও হন  
কখনও উদিতও হন না। হে দেবগণ! আমি এই সত্যবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি  
বিরুদ্ধ হইব না অর্থাৎ আমি যখন সত্য কথাই বলিতেছি, তখন ব্রহ্মপ্রাপ্তির  
আমার কোন বাধা উপস্থিত হইবে না ॥ ২ ॥

**শাক্তরত্নাভ্যাস।**—ন বৈ তত্র যতোহহং ব্রহ্মলোকাদাগতস্তন্মিদং ব্রহ্ম  
তত্রৈতদস্তি যৎ পৃচ্ছসি । ন হি তত্র নিল্লোচ অন্তর্মগমঃ সবিতা, ন চোদীয়াবোদয়ঃ  
কুতশ্চিৎ কদাচন কশ্চিচ্ছিদ্দপি কালে ইতি । উদয়াস্তময়বর্জিতো ব্রহ্মলোক ইত্যহং  
মিহুক্তঃ শপথমিব প্রতিপেদে, হে দেবাঃ সাক্ষিণো যুষ্মৎ শৃণুত, যথা ময়োক্তং য  
বচস্তেন সত্যেনাহং ব্রহ্মণা ব্রহ্মস্বরূপেণ মা বিরাদিষিঃ মা বিরুদ্ধোয়ম্, এপ্রাপ্তির  
মা ভূদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সে স্থানে তাহা নাই-ই অর্থাৎ আমি  
ব্রহ্মলোক হইতে আসিতেছি, সে স্থানে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা ব্রহ্ম  
উদয়াস্ত অথবা দিবারাত্রি নাই-ই। সে স্থানে স্বর্ঘ্যদেব কোন সময়েই কোন স্থানে  
অন্তর্মগন করেন না ও উদিতও হন না। “ব্রহ্মলোকে উদয়াস্ত কিছুই নাই, ইহা  
অসঙ্গত উক্তি” এইরূপ কথা বলিলে তিনি যেন শপথ গ্রহণ করিয়াই বলিয়াছিলেন  
—হে দেবগণ! তোমরা সাক্ষিস্বরূপ হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর অর্থাৎ আমি  
যাহা বলিতেছি, তোমরা তাহার সাক্ষী থাক, আমি যখন সত্য বাক্যই বলিতেছি  
তখন আমার সেই সত্যবাদিতার ফলেই আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের  
কখন বিরুদ্ধ হইব না অর্থাৎ আমার ব্রহ্মস্বরূপ নাভে কখন বাধা উপস্থিত  
হইবে না ॥ ২ ॥



ন হ বা অস্মা উদেতি, ন নিম্নোচতি, সন্ধুদ্দিবা হৈবাস্মৈ  
ভবতি, য এতামেব ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মোপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা জানেন, এই  
বিদ্বান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে স্বর্ঘ্য কখনই উদিতও হন না, অন্তঃগমনও করেন না, তাঁহার  
সম্বন্ধে সর্বদাই দিবা হয় অর্থাৎ দিবালোক প্রকাশিত থাকে ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—সত্যং তেনোক্তমিত্যাহ শ্রুতিঃ, ন হ বা অস্মৈ যথোক্ত-  
ব্রহ্মবিদে নোদেতি, ন নিম্নোচতি নাস্তমেতি, কিন্তু ব্রহ্মবিদেহস্মৈ সন্ধুদ্দিবা হৈব সর্গদবাহ-  
র্তবতি, স্বয়ং-জ্যোতিষ্ঠীৎ ; য এতান্ যথোক্তান্ ব্রহ্মোপনিষদং বেদ গুহ্যং বেদ । এবং তন্মুখ  
বংশাদিত্রয়ং প্রত্যয়তসম্বন্ধঞ্চ বচাশ্চদবোচাম, এবং জ্ঞানাতীত্যর্থঃ । বিদ্বান্ উদয়ান্তকাল-  
পরিচ্ছেদ্যং নিত্যমঙ্গং ব্রহ্ম ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তিনি যে সত্যবাক্যই বলিয়াছেন, শ্রুতিও  
তাহা স্বীকার করিয়াছেন । যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপ ব্রহ্মোপনিষৎ অর্থাৎ বেদের  
এই গুহ্যতত্ত্ব অর্থাৎ এই বংশাদিত্রয়—তিরস্চীন বংশ বা বক্রাকার বংশখণ্ড, মধুচক্র  
ও মধুনাভী এই তিনটি, বস্তু প্রভৃতি দেবগণের সহিত প্রত্যেক অয়ুতের সম্বন্ধ ও  
অশ্ব যাহা কিছু বলিয়াছি, বেদের এই সমস্ত নিগূঢ় রহস্য জানেন, এই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির  
সম্বন্ধে স্বর্ঘ্যদেব কখন উদিতও হন না, অন্তঃগমনও করেন না, পরন্তু সর্বদাই  
দিবালোক প্রকাশিত হইয়া থাকে, কারণ, তখন তিনি স্বয়ম্প্রকাশ অর্থাৎ নিজেই  
জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া উদ্ভাসিত হন । সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি উদয়ান্তকালের দ্বারা  
অপরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ উদয়ান্তবিভাগশূন্য, নিত্য অর্থাৎ সনাতন, জন্মবিবর্জিত ব্রহ্মস্বরূপ  
হন অর্থাৎ ব্রহ্মেই বিলীন হন ॥ ৩ ॥

তদ্বৈতদ্বৈতপ্রজাপত্যে উবাচ, প্রজাপতির্মনবে, মনুঃ  
প্রজাত্যঃ ; তদ্বৈততুদালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম  
প্রোবাচ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—পূর্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ এই মধুবিজ্ঞান ব্রহ্মা অর্থাৎ পিতামহ নামে  
প্রসিদ্ধ চতুরানন হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি অর্থাৎ বিরাট পুরুষকে, প্রজাপতি মনুকে,  
মহা ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নিজ সম্তানগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন । আর সুপ্রসিদ্ধ সেই  
এই মধুবিজ্ঞানরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ বিজ্ঞা অরুণ পুত্র উদালককে তাঁহার পিতা অরুণ  
স্বয়ং উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—তদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো বিরাজে প্রজাপত্যে



উরাচ। সোহপি মনবে, মনুরিক্কাদিত্যঃ প্রজাভ্যঃ প্রোবাচেতি বিজ্ঞাং জ্যোতিঃ  
ব্রহ্মাদিবিশিষ্টকরণাগতেতি। কিঞ্চ, তদ্বৈতমধুজ্ঞানমুদালকায়াৰুণয়ে পিতা ব্রহ্মবিদ্য  
জ্যোষ্ঠায় পুত্রায় প্রোবাচ। ৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ চতুর্ভুজ  
প্রজাপতি অর্থাৎ বিরাট পুরুষকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু ইক্ষাকু  
সন্তানদিগকে সুপ্রসিদ্ধ সেই এই মধুজ্ঞান বা মধুবিজ্ঞা উপদেশ দিয়াছিলেন  
ব্রহ্মাদি বিশিষ্টগুরুপরম্পরাক্রমে প্রচার হওয়ায় এই বিজ্ঞার প্রশংসাই করা হইছে  
আরও দেখ, পিতা অর্থাৎ উদালকের পিতা অরুণ ঋষি জ্যোষ্ঠ পুত্র  
উদালককেও এই মধুজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ইদং বাব তজ্জ্যোষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রক্ৰয়াৎ, প্রণাম  
বা অন্তেবাসিনে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—পিতা নিজ জ্যোষ্ঠপুত্রকে অথবা আচার্য্য প্রণাম  
যোগ্য শিষ্যকে বাব অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ও গুরুপরম্পরাগত এই ব্রহ্ম অর্থাৎ মনু  
উপদেশ দিবেন। (জ্যোষ্ঠ পুত্রকে শিক্ষা দিবে, এ কথা বলার তাৎপৰ্য্য এই  
মধুবিজ্ঞা শ্রুতির অতি নিগূঢ়ত্ব এবং ব্রহ্মজগৎের অতিশয় প্রিয় বস্তু; ইহা  
তাহাকে দেওয়া যায় না, অত্যন্ত প্রিয়পাত্রকেই দেওয়া যায়; জ্যোষ্ঠপুত্র  
পিতার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়, এই জন্যই জ্যোষ্ঠপুত্রকে দেওয়ার কথা  
হইয়াছে) ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—ইদং বাব তৎ যথোক্তম্। অতোহপি জ্যোষ্ঠায়  
সর্বপ্রিয়ার্হায় ব্রহ্ম প্রক্ৰয়াৎ। প্রণাম্য বা যোগ্যায় অন্তেবাসিনে শিষ্যায়। ৫।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অত্র ব্যক্তিও সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র  
পুত্রকে এবং আচার্য্যও সুযোগ্য ও প্রিয়শিষ্যকে সুপ্রসিদ্ধ পুরুষকে এই  
বিজ্ঞানের উপদেশ দিবেন ॥ ৫ ॥

নাত্মস্মৈ কস্মৈচন, যত্ৰপ্যস্মা ইমামন্তিঃ পরিগৃহীতাঃ  
পূর্ণাং দত্তাৎ, এতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো  
ইতি ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য একাদশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—এই মধুবিজ্ঞাবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যদি কেহ  
অর্থাৎ সমুদ্রপরিবেষ্টিত ও ধনরত্নপরিপূর্ণ সমগ্র পৃথিবীও দান করে, তাহা



জ্যেষ্ঠপুত্র বা স্নযোগ্য প্রিয়শিষ্য ব্যতীত অথ কাহাকেও এই বিত্তা দান করিবে না, কারণ, এই বিত্তা সেইরূপ পৃথিবী অপেক্ষাও অধিক অর্থাৎ মহাকলপ্রদ। মধুবিত্তার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা ও সমাদর জ্ঞাপনের নিমিত্তই “এতদেব ততো ভূয় ইতি” এই বাক্যটির দুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—নাথ্যৈ কন্মৈচন প্রজ্ঞাত্য তীর্থদ্বয়মজ্ঞাতমনেকেবাং প্রাপ্তানাং তীর্থানামাচার্যাদীনাম্। কন্ম্যং পুনস্তীর্থসঙ্কোচনং বিত্তায়াঃ কৃতম্ ? ইত্যাহ, ব্রতপাঠ্যে আচার্যায় ইমাং কন্মিৎ পৃথিবীমন্ডিঃ পরিগৃহীতাং সমুদ্রপরিবেষ্টিতাং সমস্তামপি দত্তাং, অস্তা বিত্তায়া নিষ্কর্যার্থমাচার্যায়, ধনস্ত পূর্ণাং সম্পন্নাং ভোগোপকরণৈর্নাসাবস্ত নিষ্কর্যঃ, যস্মাস্ততোহপি দানাদেতদেব বন্ধুবিত্তাদানং ভূয়ো বহুতরকলমিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ। ৬।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে একাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আচার্য্য পিতা প্রভৃতির এই বিত্তাদানের উপযোগী বহু তীর্থ অর্থাৎ পাত্র বিত্তমান থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কেবল উপযুক্ত প্রিয় শিষ্য ও জ্যেষ্ঠ পুত্র এই দুইটি পাত্রকেই বিত্তা শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রের অভিনত, এই দুই জন ব্যতীত অপর কাহাকেও এই বিত্তা দান করিবে না। বিত্তা দানের উপযোগী পাত্রের সঙ্কোচ-সাধন অর্থাৎ এতটা বাঁধাবাধি নিয়ম কেন করা হইল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যদি কোন ব্যক্তি এই আচার্য্যকে এই বিত্তার নিষ্কর্য অর্থাৎ বিত্তাদানের মূল্য-স্বরূপে, জলের দ্বারা পরিগৃহীত অর্থাৎ চতুঃসাগরপরিবেষ্টিত ও ধনপূর্ণ অর্থাৎ ভোগের উপকরণসংযুক্ত অর্থাৎ সমস্ত ধনরত্নপূর্ণা সমাগরা এই সমগ্র পৃথিবীও দান করে, তাহা হইলেও ঐ দান ইহার উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে না, কারণ, এই মধুবিত্তা-দান উত্তরূপ পৃথিবীদান অপেক্ষাও অনেক বেশী ফলপ্রদ। “এতদেব ততো ভূয়ঃ” এই বাক্যটি মধুবিত্তার প্রতি অত্যধিক আদর প্রদর্শনের নিমিত্ত দুইবার বলা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## . তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং, কিঞ্চ বাঐ গায়ত্রী  
বাঐ ইদং সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—চতুর্দিকে পরিদৃশ্যমান এই স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় বাঐ  
পদার্থ, এই সমস্তই গায়ত্রীই। ভাল, এই গায়ত্রীটি কে? এই সম্ভাবিত  
উত্তরে বলিতেছেন—এই গায়ত্রী বাক্ বৈ শব্দ মাত্র, শব্দ ব্যতীত আর কিছুই  
কারণ, বাক্যই সমস্ত ভূতকে গান অর্থাৎ ভূতের নাম-কীর্তন ও ত্রাণ অর্থাৎ  
নাই ভয় নাই” এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা করে ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্যম্।**—আভাসঃ,—যত এবমতিশয়কলৈষ্য ব্রহ্মবিজ্ঞা, যত  
প্রকারান্তরেণাপি বক্তব্যেতি “গায়ত্রী বা” ইত্যাদ্যবভ্যতে। গায়ত্রীদ্বাৰেণ জে  
ব্রহ্ম, সর্ববিশেষরহিতস্ত “নেতি নেতি” ইত্যাদি বিশেষপ্রতিবেদগম্যস্ত হুর্কৌষধ্যঃ।  
অনেকেষু হৃদঃস্থ গায়ত্র্যা এব ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারতয়োপাদানং প্রাধাত্যং। সোমাহব্যাধি  
ছন্দোহক্ষরাহরণেন ইতরছন্দোব্যাপ্ত্যা চ সর্বসবনব্যাপকত্বাচ্চ যজ্ঞে প্রাধাত্যং গায়  
গায়ত্রীসারত্বাচ্চ ব্রাহ্মণস্ত মাতরমিব হিহা গুরুতরাং গায়ত্রীং ততোহনুতরম  
প্রতিপত্ততে যথোক্তং ব্রহ্মাগীতি, তস্তামত্যন্তগৌরবস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ; অতো গায়  
মুখেনৈব ব্রহ্মোচ্যতে—গায়ত্রী বৈ ইত্যবধারণার্থো বৈ-শব্দঃ। ইদং সর্বং ভূতং প্রায়  
যং কিঞ্চ স্থাবরং জঙ্গমং বা, তৎ সর্বং গায়ত্র্যেব। তস্তাচ্ছন্দোমাত্রায়াঃ সর্বভূতত্বম  
মিতি গায়ত্রীকারণং বাচ্যং শব্দরূপামাপাদয়তি গায়ত্রীং, বাগ্ভবৈ গায়ত্রীতি।  
ইদং সর্বং ভূতম্। যস্মাৎ বাক্ শব্দরূপা সতী সর্বং ভূতং গায়তি শব্দয়তি—অসৌ স  
সাবধ ইতি চ, ত্রায়তে চ ব্রহ্মতি অমুদ্বায়া ভৈষ্যঃ, কিং তে ভয়মুখিতমিত্যাदि। স  
ভয়ান্নিবর্ত্যমানো বাচ্য ভাতঃ স্তাৎ। যদ্বাক্ ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ, গায়  
তদগায়তি চ ত্রায়তে চ, বাচোহনুতরম্ গায়ত্র্যাঃ। গানাৎ ত্রাণাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীবা

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই ব্রহ্মবিজ্ঞা উৎকৃষ্ট কলপ্রদায়ি  
বলিয়া প্রকারান্তরেও ইহার আলোচনা করা কর্তব্য, এ নিমিত্ত পুনরায় “গায়  
বৈ” ইত্যাদি শ্রুতি আরম্ভ করিতেছেন। গায়ত্রী দ্বারাও ব্রহ্ম অভিহিত  
থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মকে গায়ত্রীরূপেও উপাসনা করিবে, কারণ, সর্ববিশেষ  
বর্জিত, “নেতি নেতি” অর্থাৎ ‘একরূপ নয় একরূপ নয়’ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নিষেধ  
দ্বারা অমুমেন ব্রহ্মকে সহজে বুঝিয়া উঠা অতিশয় দুষ্কর ব্যাপার। আরও



আরও অনেক ছন্দঃ থাকিলেও গায়ত্রীরই শ্রেষ্ঠতা বশতঃ গায়ত্রীর উপাসনাকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। গায়ত্রী পাঠ করিয়াই ব্রহ্মীয় সোম আনয়ন করা হয়, অত্যাশ্চর্য্য ছন্দের মধ্যেও গায়ত্রীর অক্ষর সন্নিবিষ্ট থাকায় গায়ত্রীই সমস্ত ছন্দের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ও এই গায়ত্রীই সমস্ত সবনের ব্যাপক অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিসবনেও গায়ত্রীর সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় ব্রহ্মকার্য্যে গায়ত্রীরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। মাতার শ্রায় এই গায়ত্রীই ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র সার পদার্থ, অতএব যথা নিদিষ্ট ব্রহ্ম ও মাতার শ্রায় অতিশয় গুরু এই গায়ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহা অপেক্ষা অল্প কোন গুরুতর পদার্থকে অবলম্বনরূপে আশ্রয় করিতে পারেন না, কারণ, সেই গায়ত্রীর গৌরব সর্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ, এই নিমিত্তই গায়ত্রীস্বরূপে ব্রহ্মকে অভিহিত করা হইয়াছে অর্থাৎ গায়ত্রীই ব্রহ্ম, গায়ত্রীর উপাসনাতেই ব্রহ্মোপাসনা করা হয়। ‘গায়ত্রী বৈ’ এই ‘বৈ’-শব্দটি অবধারণ বা নিশ্চয়ার্থক। এই সমস্ত ভূত অর্থাৎ স্বাবর-জঙ্গমাশ্বক যত কিছু প্রাণী দৃষ্ট হয়, এই সমস্তই নিশ্চয়ই গায়ত্রী। আচ্ছা, গায়ত্রী ত একটি ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দঃস্বরূপ গায়ত্রীর সর্বভূতত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—“বাক্ বৈ গায়ত্রী” এই উক্তি দ্বারা গায়ত্রীশব্দে গায়ত্রীর কারণস্বরূপ শব্দময় বাক্যকে প্রতিপাদন করিতেছেন, অর্থাৎ গায়ত্রী একটি ছন্দোবিশেষ হইলেও উহা কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টিমাত্র, অক্ষর শব্দময়, এই জন্তই গায়ত্রীকে গায়ত্রীর কারণভূত শব্দময় বাক্য বলা হইয়াছে। বাক্যই এই সমস্ত ভূত, কারণ, বাক্যই শব্দরূপে উচ্চারিত হইয়া ‘ইহা গো’ ‘ইহা অশ্ব’ ইত্যাদিরূপে সমস্ত ভূত বা প্রাণীকে গান করে অর্থাৎ সেই সেই শব্দ দ্বারা অভিহিত করে এবং সমস্ত ভূতকে ত্রাণ করে অর্থাৎ ‘ইহা হইতে ভয় করিও না, কি জন্ত তোমার ভয় উৎপন্ন হইয়াছে?’ ইত্যাদিরূপ বাক্য দ্বারা সর্ববিধ ভয় হইতে নির্ভয় হইয়া এই লোকসমূহ ত্রাত অর্থাৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। বাক্য যে ভূতসমূহকে এই ভাবে গান ও ত্রাণ করে, বাস্তবিকপক্ষে গায়ত্রীই তাহা গান ও ত্রাণ করে, কারণ, বাক্য হইতে গায়ত্রীর কোন ভেদ নাই, গান ও ত্রাণ করে বলিয়াই গায়ত্রীর গায়ত্রীত্ব অর্থাৎ গান ও ত্রাণই গায়ত্রীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য এই যে—গানার্থক ‘গৈ’ ও ত্রাণার্থক ‘ত্রে’ ধাতুর সংযোগে গায়ত্রী এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং গায়ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে—গায়ন্তং ত্রায়তে অর্থাৎ যে ব্যক্তি গায়ত্রীকে উচ্চারণ করেন, গায়ত্রী তাহাকে ত্রাণ বা সর্ববিধ ছরবস্থা হইতে রক্ষা করে। আর একটি অর্থ হইতেছে—‘গায়তি চ ত্রায়তে চ’ অর্থাৎ যিনি স্বয়ংই শব্দরূপে নানাবিধ বস্তুর নাম উচ্চারণ করেন ও ‘ভয় নাই’ ইত্যাদি বাক্য



দ্বারা সর্বভূতকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, এই ভাবে গান ও ত্রাণ বলিয়াই ঐ ছন্দকে গায়ত্রী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব গান ও ত্রাণ গায়ত্রীর গায়ত্রীত্ব বা স্বাভাবিক ধর্ম, এ স্থানে এই শেবোক্ত অর্থটি হইয়াছে ॥ ১ ॥

যা বৈ সা গায়ত্রী ইয়ং বাব সা, যেয়ং পৃথিবী অস্ত্রাং হীমং সর্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্, এতামেব নাতিশীয়তে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—যাহা সেই গায়ত্রী, ইহাই তাহা, যাহা এই পৃথিবীকে এই যে পৃথিবী, ইহাই পূর্বোক্ত সেই গায়ত্রীস্বরূপিনী ; কারণ, এই সমস্ত ভূত পৃথিবীতেই অবস্থিত, এই পৃথিবীকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—যা বৈ সা এবং-লক্ষণা সর্বভূতরূপা গায়ত্রী, ইয়ং বা, যেয়ং পৃথিবী। কথং পুনরিয়ং পৃথিবী গায়ত্রীতি ? উচ্যতে—সর্বভূতসম্বন্ধাৎ। কথং পুনঃ সর্বভূতসম্বন্ধঃ ? অস্ত্রাং পৃথিব্যাং হি বস্মাৎ, সর্বং স্বাবরং জঙ্গমাৎ প্রতিষ্ঠিতম্, এতামেব পৃথিবীং নাতিশীয়তে নাতিবর্জতে ইত্যেতৎ। যথা গানত্রাণভূতসম্বন্ধো গায়ত্র্যা, এবং ভূতপ্রতিষ্ঠানাং ভূতসম্বন্ধা পৃথিবী ? অতো গায়ত্রী পৃথিবী

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বে গায়ত্রীর যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত লক্ষণবিশিষ্টা স্বাবরজঙ্গমাভিকা সর্বভূতস্বরূপিনী সেই গায়ত্রী, ইহাই তাহা অর্থাৎ এই যে পৃথিবী, এই পৃথিবীই সেই গায়ত্রী। আচ্ছা, পৃথিবীই কি প্রকারে গায়ত্রী হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রাণীর সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই পৃথিবীই গায়ত্রী। পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন—সর্বভূতের সহিত সম্বন্ধই বা কিরূপে হইল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হেতু, স্বাবর-জঙ্গমাভ্যক সমস্ত ভূতই এই পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অবস্থিত। এই পৃথিবীকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ পৃথিবী ব্যতীত অন্য ভূত তাহার প্রাণ থাকিতেই পারে না। গান ও ত্রাণ হেতু যেমন গায়ত্রীর সহিত ভূতের সম্বন্ধ বিद्यমান, সেইরূপ সমস্ত ভূতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হেতু পৃথিবী সহিতও সর্বভূতের সম্বন্ধ বিद्यমান ; এই জন্তই গায়ত্রী পৃথিবীস্বরূপা ॥ ২ ॥

যা বৈ সা পৃথিবী, ইয়ং বাব সা, যদিদমগ্নিন্ পুরুষে শরীরে অগ্নিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যাহা সেই পূর্বোক্ত পৃথিবী, ইহাই তাহা, এই পুরুষ এই যে শরীর, অর্থাৎ এই যে দৃশ্যমান শরীর, ইহাই সেই পূর্বোক্ত



পৃথিবী ; কারণ, এই সমস্ত প্রাণই এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত বা অবস্থিত, এই শরীরকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ প্রাণ শরীরকে ত্যাগ করিয়া অন্ত্র থাকিতে পারে না ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—যা বৈ সা গায়ত্রী ইয়ং বাব সা—ইদমেব। তৎ কিম্ ? যদিদমগ্নিন্ পুরুষে কার্যাকারণসম্ভবাত্তে জীবতি শরীরঃ, পার্থিবত্বাচ্ছরীরস্ত। কথং শরীরস্ত গায়ত্রীত্বমিতি ? উচ্যতে, অগ্নিন্ হীমে প্রাণা ভূতশব্দবাচ্যাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ; অতঃ পৃথিবীবাং ভূতশব্দবাচ্যপ্রাণপ্রতিষ্ঠানাত্তরীং গায়ত্রী। এতদেব যন্মাত্তরীং নাতিশীঘ্রন্তে প্রাণাঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যাহা সেই পৃথিবীরূপিনী গায়ত্রী, ইহাই তাহা। তাহা কি ? এই পুরুষে অর্থাৎ কার্যাকারণসমষ্টিরূপ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি-স্বরূপ জীবিত-ব্যক্তিতে অবস্থিত এই যে পরিদৃশ্যমান শরীর, ইহাই তাহা ; কারণ, এই শরীর পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীবিচারসম্মত। ( দেহ পাঞ্চভৌতিক হইলেও তাহাতে ক্ষিত্তির ভাগই অধিক থাকায় দেহকে পার্থিব বলা হয়, কারণ, যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, সেই অধিক-ভূতানুসারেই তাহার নামকরণ হয়, যেমন পার্থিব, আপ্য, তৈজস ইত্যাদি ) ভাল, এই শরীরের গায়ত্রীত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? উত্তরে বলিতেছেন—ভূতশব্দবাচ্য এই ক্ষিত্যাদি প্রাণসমূহ এই শরীরেই অবস্থিত বলিয়া এই শরীরও পৃথিবীর ত্রায় গায়ত্রী-স্বরূপ, কেন না, প্রাণসমূহ এই শরীরকে অতিক্রম করিয়া কখনই থাকিতে পারে না ॥ ৩ ॥

যদৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তৎ, যদিদমগ্নিন্মন্তঃপুরুষে হৃদয়ম্, অগ্নিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতদেব নাতিশীঘ্রন্তে ॥৪॥

**অনুবাদ।**—পুরুষের সেই যে পূর্কোক্ত শরীর, ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষের অভ্যন্তরে হৃদয়, কারণ, এই প্রাণসমূহ এই হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত, এই হৃদয়কে অতিক্রম করিয়া তাহার থাকিতে পারে না ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—যদৈ তৎ পুরুষে শরীরঃ গায়ত্রী, ইদং বাব তৎ যদিদ-গ্নিন্মন্তঃপুরুষে হৃদয়ং পুণ্ডীকাখ্যম্, এতদগায়ত্রী। কথম্ ? ইত্যাহ, অগ্নিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ; অতঃ শরীরবদগায়ত্রী হৃদয়ম্। এতদেব চ নাতিশীঘ্রন্তে প্রাণাঃ ; “প্রাণো হি পিতা, প্রাণো মাতা”। “অহিংসন্ সর্বভূতানি” ইতি শ্রুতেঃ। ভূতশব্দবাচ্যাঃ প্রাণাঃ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পুরুষের যে সেই শরীররূপী গায়ত্রী, ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষের অভ্যন্তরে হৃদয় অর্থাৎ হৃৎপদ্ম, ইহাই গায়ত্রী।



হৃদয়ই গায়ত্রী কিরূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যে প্রাণসমূহ এই হৃদয়েই অবস্থিত, অতএব শরীরের স্থায় হৃদয়ও গায়ত্রী। প্রাণ এই হৃদয়কে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“পিতা, প্রাণই মাতা” “কোন ভূতকেই হিংসা করিবে না” ইত্যাদি শ্রুতি ইহা জানা যায়, প্রাণসমূহই ভূতশব্দবাচ্য ॥ ৪ ॥

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী, তদেতদৃচাহভ্যনুক্তম্ ॥

অনুবাদ।—সেই এই গায়ত্রী চারিটি-পাদবিশিষ্ট ও ছয় প্রকার মন্ত্রেও ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্।—সৈষা চতুষ্পদা ষড়ক্ষরপাদা ছন্দোরূপা সতী গায়ত্রী ষড়্বিধা। বাগ্-ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়-প্রাণরূপা সতী ষড়্বিধা চতুষ্পদা বাগ্-প্রাণায়োরন্ত্যর্থনির্দিষ্টয়োরাপি গায়ত্রীপ্রকারত্বম্। অত্যাখ্য ষড়্বিধসংখ্যানুপপত্তেঃ। তদেতদ্ব্যন্বয়ে এতদগায়ত্র্যাখ্যং ব্রহ্ম গায়ত্র্যানুগতং গায়ত্রীমুখেনোচ্চাহপি মন্ত্রেণাভ্যনুক্তং প্রকাশিতম্ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—চারিটি পাদ-বিশিষ্ট ও প্রত্যেক পাদে ছয়টি অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোরূপিনী সেই এই গায়ত্রী ছয় প্রকার। ছয় প্রকার তাহাই বলিতেছেন—বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ। বাক্ ও ভূত অর্থাৎ সর্বভূত-স্বাক্ষর-সিদ্ধির নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইলেও উহার প্রকারভেদ, তাহা না হইলে ছয় প্রকার সংখ্যা পূরণ হয় না, চারিপ্রকার মাত্র এই অর্থে গায়ত্রীতে অনুগত গায়ত্রী নামক ব্রহ্মকে যে গায়ত্রী বলিয়া অভিহিত হইল, ঐ বাক্ অর্থাৎ মন্ত্রেও তাহা অভ্যনুক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

তাবানশ্চ মহিমা, ততো জ্যায়াৎশ্চ পুরুষঃ। পাদোহপি সর্বত্র ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—এই গায়ত্রী নামক ব্রহ্মের মহিমা তাবান্ অর্থাৎ পুরুষ সর্ববিকারস্বরূপ। পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা উক্তরূপ সর্ববিকার-স্বরূপ ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ভূত অর্থাৎ স্বাবরজস্রমাত্মক যাবতীয় পদার্থ ইহার অর্থাৎ পুরুষ পরমাত্মার এক পাদ বা অংশ, ইহার অমৃত অর্থাৎ নির্বিকার অপর তিনটি পাদ অংশ দিবি অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছে ॥ ৬ ॥

শাকরভাষ্যম্।—তাবানশ্চ গায়ত্র্যাখ্যাস্ত ব্রহ্মণঃ সমস্তস্য মহিমা বিদ্যা-বিস্তারঃ, বাবাৎশ্চতুষ্পাদাৎ ষড়্বিধশ্চ ব্রহ্মণো বিকারঃ পাদো গায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ। স্ত্রীস্বাদিকারলক্ষণাৎ গায়ত্র্যাখ্যাঘাচারন্তণমাত্রাৎ, ততো জ্যায়াৎশ্চ পুরুষঃ



রূপোহবিকারঃ পুরুষঃ পুরুষঃ সর্বপূরণাৎ পুৰি শয়নাচ্চ । তস্তাস্ত্র পাদঃ সৰ্কা সৰ্কানি  
ভূতানি তেজোহবানাদীনি সম্ভাবয়জ্জমানি । ত্রিপাৎ ত্রয়ঃ পাদা অস্ত্র সোহয়ঃ  
ত্রিপাৎ ; ত্রিপাদমূতং পুরুষাখ্যং সমস্তস্ত্র গায়ত্র্যাঅনো দিবি ত্রোতনবতি স্বাস্ত্রবস্থিত-  
মিত্যর্থঃ ইতি । ৬ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—ব্রহ্মের চতুস্পাদ ও ষড়্‌বিধ বিকার-  
অক যে পরিমাণ গায়ত্রীর একপাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই পরিমাণই  
এই গায়ত্রীসংজ্ঞক সমস্ত ব্রহ্মের মহিমা বা ঐশ্বর্যের বিস্তার বলিয়া জানিবে । এ জ্ঞাত  
তাহা অপেক্ষাও অর্থাৎ বিকারাঅক গায়ত্রীসংজ্ঞক বাচারম্ভনামাত্র অসত্য ব্রহ্ম  
অপেক্ষাও পরমার্থসত্য নির্বিবকার পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম অতি মহান্ । তিনি সমস্ত  
জগৎকে পরিপূরণ করিয়া অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন বলিয়া ও হৃদয়রূপ  
গুরে শয়ন বা অবস্থান করিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি পুরুষশব্দে অভিহিত হন ।  
তেজঃ, জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি স্বাবরজ্জমানাঅক সমস্ত ভূতই এই  
পুরুষের এক পাদ অর্থাৎ অংশমাত্র । আর এই গায়ত্রী-স্বরূপ সমস্ত ব্রহ্মের পুরুষ-  
সংজ্ঞক ত্রিপাদ-বিশিষ্ট যে অমৃত, তাহা দিবি অর্থাৎ প্রকাশাঅক নিজের আত্মাতেই  
অবস্থিত । ভাবার্থ এই যে, পূর্বে যে চতুস্পাদ ষড়্‌বিধ গায়ত্রীর ব্রহ্মত্ব উল্লিখিত  
হইয়াছে, তাহা কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ কার্য্যরূপে পরিবর্তিত ব্রহ্মবিষয়ে বুঝিতে হইবে । ঐ  
রূপটি ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপ নহে, পরন্তু বৈকারিক অতএব অসত্য ; ইহা পরব্রহ্মের  
একটি পাদ বা অংশমাত্র, অপর যে তিনটি পাদ, তাহা নির্বিকার, তাহাতে কোন-  
রূপ বিকারের সম্বন্ধ নাই ও তাহা স্বপ্রকাশ । বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম অখণ্ড, তাঁহার  
কোন অংশ নাই, তিনি কল্পনারও অতীত, তথাপি যে তাঁহার অংশ উল্লেখ করা  
হইয়াছে, তাহা কেবল শিষ্যদিগের সহজবোধ্য করার নিমিত্ত, বাস্তবিক তিনি অখণ্ড  
ও পরিপূর্ণ । “নিরংশেহপ্যাংশমারোপ্য কৃৎস্নেহংশে বেতি পৃচ্ছতঃ । তদ্ভাবয়ান্তরং  
ব্রতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিনী ॥” অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরংশ হইলেও তাঁহাতে অংশের  
আরোপ করিয়া শিষ্য নানাবিধ প্রশ্ন করেন, শ্রোতা অর্থাৎ শিষ্যের হিতকামী শ্রুতি  
সেই শিষ্যের ভাষাতেই অর্থাৎ অংশাংশভাবে কল্পনা করিয়াই তাহার উত্তর দিয়া  
পাকেন, পঞ্চদশীর এই উক্তিই তাহার প্রমাণ ॥ ৬ ॥

যদৈ তদব্রহ্মেতীদং বাব, তৎ যোহয়ং বহির্দ্বা পুরুষাদাকাশঃ,  
যো বৈ স বহির্দ্বা পুরুষাদাকাশঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহা সেই গায়ত্রীরূপ ব্রহ্ম, ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের  
অর্থাৎ দেহের বহির্দেশে অবস্থিত এই আকাশ । আবার পুরুষের বহির্দেশে  
অবস্থিত এই যে আকাশ—॥ ৭ ॥



**শাকরভাষ্যম্।**—যদৈ তন্নিপাদমুতং গায়ত্রীমুখেনোক্তং ব্রহ্মেতি, ইহা তৎ ইদমেব তৎ, যোহয়ং প্রসিদ্ধো বহির্দ্ধা বহিঃপুরুষাদাকাশো ভৌতিকঃ, নো বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশ উক্তঃ—। ৭।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—গায়ত্রীস্বরূপ সেই যে অমৃতাত্মক ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের অর্থাৎ জীবদেহের বহির্ভাগে প্রসিদ্ধ মহাভূতসমূহের মধ্যে পঞ্চম মহাভূত আকাশ। আর যাহাকে সেই পুরুষ বহির্ভাগস্থিত আকাশ বলা হইয়াছে—॥ ৭ ॥

অয়ং বাব সঃ, যোহয়মন্তঃপুরুষে আকাশঃ, যো বৈ সোহন্তঃপুরুষে আকাশঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত আকাশ আর পুরুষের দেহাভ্যন্তরস্থ সেই যে আকাশ—॥ ৮ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অয়ং বাব সঃ, যোহয়মন্তঃপুরুষে শরীরে আকাশঃ, যো বৈ সোহন্তঃপুরুষে আকাশঃ—। ৮।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইহাই তাহা, যাহা অন্তঃপুরুষের শরীরের অভ্যন্তরে স্থিত আকাশ। আর যাহা সেই শরীরভ্যন্তরস্থিত আকাশ—॥ ৮ ॥

অয়ং বাব সঃ, যোহয়মন্তঃপুরুষে আকাশঃ, তদেতৎ পূর্ণমপ্রবর্তি, পূর্ণমপ্রবর্তিনীং শ্রিয়ং লভতে, য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকশ্চ দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত আকাশ সেই এই হৃদয়াকাশ পরিপূর্ণ ও অপ্রবর্তি অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য বা নির্বিকার ও অবিনশ্বর। যিনি এই হৃদয়াকাশকে এইরূপ বলিয়া জানেন, তিনিও পূর্ণ ও অপ্রবর্তিনী অর্থাৎ নির্বিকার বা অক্ষয় সম্পন্ন লাভ করেন ॥ ৯ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—অয়ং বাব সঃ যোহয়মন্তঃপুরুষে হৃদয়পুণ্ডরীকে আকাশঃ কথমেকশ্চ সত আকাশশ্চ ত্রিধা ভেদঃ ? ইতি। উচ্যতে, বাহ্যেস্ত্রিবিধে ভাগবিত্ত্বেন নভসি হঃখবাহুলাং দৃশ্যতে। ততঃ অন্তঃশরীরে স্বপ্নস্থানভূতে মন্দতরং হঃখং ভবতি স্বপ্নানু পশ্যতো হৃদয়স্থে পুননভসি ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি অতঃ সর্বহঃখনিবৃত্তিরূপমাকাশং সুযুগ্মস্থানম্। অতো! যুক্তমেকশ্চাপি ত্রিধা ভেদো দ্রষ্টব্যম্। বহির্দ্ধা পুরুষাদাক্যাশশ্চ হৃদয়ে সঙ্কোচকরণং চেতঃসমাধানস্থানভূতম্।



যথা “ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে । অর্দ্ধতন্ত কুরুক্ষেত্রমর্দ্ধতন্ত পৃথুদকম্ ।” ইতি, তৎ । তদেতৎ হার্দীকাশাখ্যং ব্রহ্ম পূর্ণং সর্বগতং ন হৃদয়মাত্রপরিচ্ছিন্নমিতি সম্ভব্যং, যতপি হৃদয়াকাশে চেতঃ সমাধীয়তে । অপ্রবর্তি ন কুতश्চিৎ কচিৎ প্রবর্তিতুং শীলমন্তেতি অপ্রবর্তি, তদহুচ্ছিত্তিধর্মকম্ । যথা অত্মানি ভূতানি পরিচ্ছিন্নানি উচ্ছিত্তি-ধর্মকানি, ন তথা হার্দ্যং নভঃ । পূর্ণমপ্রবর্তিনীমহুচ্ছদাশ্বিকাং শ্রিয়ং বিভূতিং তপস্বিনং লভতে দৃষ্টম্ । য এবং যথোক্তং পূর্ণমপ্রবর্তিগুণং ব্রহ্ম বেদ জানাতি, ইহৈব জীবন্তস্তাবৎ প্রতিপত্ততে ইত্যর্থঃ । ৯ ।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ । ১২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**—ইহাই তাহা, যাহা অন্তর্হৃদয়ে অর্থাৎ হৃদয়পদ্মে অবস্থিত আকাশ । আচ্ছা, আকাশ এক হইলেও তাহার তিন প্রকার ভেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বাহ্যেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুঃ-কর্ণাদির বিষয়ীভূত জাগ্রদবস্থায় যে আকাশ অর্থাৎ ভৌতিক বহিরাকাশ, তাহাতে হৃৎখের বাহুল্যই উপলব্ধি হয় । আর শরীরাত্মান্তরে অবস্থিত স্বপ্নাবস্থায় যে আকাশ, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণ হৃৎখের উপলব্ধি হয় । আর স্বপ্ন-দর্শনকারীর হৃৎপদ্মে অবস্থিত আকাশে কোনরূপ কামনাই উদিত হয় না ও কোন-রূপ স্বপ্নদর্শনও হয় না, অতএব সুষুপ্তিস্থানস্বরূপ যে হৃৎপদ্মস্থিত আকাশ, তাহা সর্ব-হৃৎখনিবৃত্তিরূপ অর্থাৎ তাহাতে কোনরূপ হৃৎখেরই উপলব্ধি হয় না, অতএব একই আকাশের যে তিন প্রকার ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই হই-য়াছে । দেহের বহির্ভাগস্থিত ভূতাকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত আকাশ পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া ক্রমশঃ যে আকাশের সঙ্কোচসাধন করা হইয়াছে, তাহা চিন্তের একাগ্রতার প্রশংসার নিমিত্তই করা হইয়াছে । যেমন “ত্রিলোকের মধ্যে কুরুক্ষেত্রই উৎকৃষ্ট স্থান, তাহারও মধ্যে আবার অর্দ্ধেক মাত্র কুরুক্ষেত্র আর অর্দ্ধেক পৃথুদক অর্থাৎ কেবল জলভাগ, ইহাও সেইরূপ, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য খ্যাপনের নিমিত্ত যেমন ক্রমে তাহার স্থানসঙ্কোচ করা হইয়াছে, এ-স্থানেও তেমনই সর্বব্যাপী ভূতাকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ হৃদয়াকাশে আনিয়া ঐ আকাশের সঙ্কোচ-সাধন করা হইয়াছে । ( তাৎপর্য্য এই যে—জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান নামে তিনটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে ; তাহার মধ্যে চক্ষুঃ-কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়োপলব্ধির যে স্থান, তাহাকে জাগরিতস্থান বলে । ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব-স্ব-কার্য্য হইতে বিরত হইলে কেবল অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা যে বিষয়োপলব্ধির স্থান, তাহাকে স্বপ্নস্থান বলে । আর যখন সেই অন্তরিন্দ্রিয়েরও ক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন বিষয়নিরপেক্ষ যে আত্মানন্দ-সুখ, তাহাকে সুষুপ্তিস্থান বলা হয় । দেহের বহির্ভাগে



অবস্থিত পঞ্চভূতান্তর্গত পঞ্চম মহাভূত আকাশে ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানের ক্ষুদ্র বস্তু  
 বলিয়াই তাহাতে দুঃখের বাহ্য্যভাবে উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। স্বপ্নকালে কো  
 মানসিক সঙ্কল্পবশেই দেহাভ্যন্তরস্থিত আকাশে দুঃখের উপলব্ধি স্বভাবতঃ  
 অল্পপরিমিত হয়; আর সুষুপ্তিস্থানে বিষয়ের সহিত কোনরূপ সংস্পর্শ না হইলে  
 কোনরূপ দুঃখেরই উপলব্ধি হয় না, সুতরাং বিমল আনন্দের ক্ষুদ্র বস্তু  
 সেই এই হৃদয়াকাশনামক ব্রহ্ম পূর্ণ ও সর্বব্যাপী; যদিও হৃদয়াকাশে  
 চিন্তকে সমাহিত করা হয়, তাহা হইলেও সেই ব্রহ্ম যে কেবলমাত্র স্বভাবতঃ  
 পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঐ-টুকু স্থানেই অবস্থিত, তাহা মনে করা উচিত নহে। অপ্রবর্তি  
 শব্দের অর্থ—যাহা কোন কারণেই কোন স্থানেই প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন নহে, তাহা  
 অপ্রবর্তি অর্থাৎ উহা অলুচ্ছিত্তিধর্মী বা অবিনাশী। অগ্ৰাণু ভূতসমূহ তে  
 পরিচ্ছিন্ন ও উচ্ছিত্তিধর্মক বা বিনশ্বর, হৃদয়াকাশ সেক্ষেপ নহে। যে ব্যক্তি  
 যথোক্ত ব্রহ্মকে পূর্ণ ও অপ্রবর্তিগুণসম্পন্ন বলিয়া জানেন, তিনি নিজেও সম্পূর্ণ  
 অপ্রবর্তি অর্থাৎ অক্ষয় সম্পন্ন লাভ করেন। এই যে সম্প্রদায়, ইহা কেন  
 ইহলোকে ভোগ্য দৃষ্টফল গুণ মাত্র, বাস্তবিকপক্ষে সেই ব্যক্তি ইহ জীবনে  
 সেই ব্রহ্মের ভাব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশ-খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

তস্ম হ বা এতস্ম হৃদয়স্ম পঞ্চ দেবস্ময়ঃ, স যোহস্ম প্রাণ্-  
স্ময়িঃ, স প্রাণঃ, তচ্চক্ষুঃ, স আদিত্যঃ, তদেতন্ত্বেজোহন্নাভ্যমিত্যু-  
পাসীত, তেজস্যন্নাদো ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই হৃদয়ের দেবগণ-কর্তৃক অধিষ্ঠিত পাঁচটি ছিদ্র  
আছে। তাহার মধ্যে এই হৃদয়ের পূর্বদিকে যে ছিদ্র আছে, তাহাই প্রাণ, তাহাই  
চক্ষুঃ ও তাহাই আদিত্য-স্বরূপ। উপাসক সেই এই প্রাণকেই তেজঃ ও অন্নাভ্য  
মনে করিয়া উপাসনা করিবেন। যিনি প্রাণকে এইরূপ বলিয়া জানেন, তিনি  
তেজস্বী ও প্রচুর অন্নভোজী হন ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—তস্ম হ বা ইত্যাদিনা গায়ত্র্যাখ্যস্ত ব্রহ্মণ উপাসনাক্ষেপে  
দ্বারপালাদিগুণবিধানার্থমভতে। যথা লোকে দ্বারপালা রাজ উপাসনেন বশীকৃত্য  
রাজপ্রাপ্তার্থা ভবন্তি, তথেষাপীতি। তস্মেতি প্রকৃতস্ম হৃদয়স্মেত্যর্থঃ। এতস্মানন্তর-  
নির্দিষ্টস্ম পঞ্চ পঞ্চসম্ব্যক্তা দেবানাং পুত্রয়ো দেবস্ময়ঃ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিদ্বারচ্ছিত্রাণি, দেবৈঃ  
প্রাণাদিত্যাদিভিঃ বক্ষ্যমাণানীত্যতো দেবস্ময়ঃ, তস্ম স্বর্গলোকভবনস্ম হৃদয়স্মাস্ত  
যঃ প্রাণ্‌স্ময়িঃ পূর্বাভিমুখস্ম প্রাণ্‌গতঃ বচ্ছিজঃ দ্বারঃ, স প্রাণঃ, তৎস্বঃ তেন দ্বারেণ যঃ  
সংকরতি বায়ুবিশেষঃ স প্রাণনিভীতি প্রাণঃ। তেনৈব সম্বন্ধমব্যতিরিক্তং তচ্চক্ষুঃ  
তথৈব স আদিত্যঃ “আদিত্যো হ বৈ বাহুপ্রাণঃ” ইতি শ্রুতেঃ চক্ষুরূপপ্রতিষ্ঠাক্রমেণ  
হৃদিস্থিতঃ; “স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি? চক্ষুসি” ইত্যাদি বাজসনেয়কে।  
প্রাণবায়ুদেবত্বং হেতু। চক্ষুরাদিত্যস্চ সহাশ্রয়েণ বক্ষ্যতি চ—“প্রাণায় স্বাহেতি হৃতং  
হবিঃ সর্কমেতত্তপ্যতি” ইতি। তদেতৎ প্রাণাখ্যং স্বর্গলোকদ্বারপালদ্বাং ব্রহ্ম। স্বর্গলোকং  
প্রতিপিংস্বস্তেজস্বী এতচ্চক্ষুরাদিত্যস্বরূপেণ অন্নাভ্যচ্চ সবিতুস্তেজোহন্নাভ্যম্ ইত্যে-  
তাভ্যাং গুণাভ্যাম্ উপাসীত, ততস্তেজস্বী অন্নাভ্যস্চ আময়াবিভবরহিতো ভবতি, য এবং  
বেদ, তস্মেতৎ গুণকলম্। উপাসনেন বশীকৃত্যো দ্বারগঃ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুর্ভবতীতি  
মুখ্যং কলম্। ১।

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—“তস্ম হ বৈ” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা  
গায়ত্রী নামক ব্রহ্মের আরাধনার অঙ্গ-স্বরূপে দ্বারপালাদির গুণবিধানের জন্ত এই  
প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। ইহলোকে যেমন উপাসনা অর্থাৎ মিষ্ট ও চাটুবাঁক্য  
(খোসানোদ) দ্বারা রাজার দ্বারপালকে প্রথমে বশীভূত করিতে পারিলে তাহার  
যেমন রাজপ্রাপ্তির নিমিত্ত হয় অর্থাৎ কোন বাধা না দিয়া রাজসমীপে গমনের সহায়



হয়, এ স্থানেও সেইরূপই জানিবে অর্থাৎ ব্রহ্মলান্ধের নিমিত্ত হৃদয়স্থ পক্ষ-  
রক্ষকদিগের উপাসনা করা কর্তব্য। 'তত্ত্ব' এই শব্দের অর্থ একদিক  
হৃদয়ের। 'এতত্ত্ব' এই শব্দের অর্থ অব্যবহিত পূর্বে নির্দিষ্ট প্রকরণসমস্ত  
পাঁচটি দেবস্বষি অর্থাৎ দেবতাদিগের স্বষি বা স্বর্গলোকপ্রাপ্তির দ্বার-স্বরূপ  
সমূহ। দেব অর্থাৎ প্রাণ আদিত্য প্রভৃতি দেবগণ-কর্তৃক রক্ষিত হয় বলিয়া এই  
সমূহকে দেবস্বষি বলে। তাহার অর্থাৎ স্বর্গলোকে অবস্থিত গৃহস্বরূপ এই হৃদ-  
য়ে প্রাণস্বষি অর্থাৎ পূর্বাভিমুখ-হৃদয়ের যে পূর্বদিগ্গত দ্বারস্বরূপ ছিদ্র, তাহা  
প্রাণ অর্থাৎ সেই দ্বাররূপ ছিদ্র দ্বারা সেই স্থানে অবস্থিত যে বায়ু বিশেষ  
করে, তাহাই পূর্বে গমনশীল বলিয়া প্রাণ নামে অভিহিত হয়। আর প্রাণ  
চক্ষুও তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহা হইতে অব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক  
নহে, একই ; আর সেই আদিত্যও সেইরূপ, "আদিত্যই বাহু প্রাণ" এই  
হইতে জানা যায় যে, চক্ষুরূপ অধিষ্ঠানপরম্পরাক্রমে আদিত্যও হৃদয়ে অবস্থি-  
বাস্তবসনেয় সংহিতাও বলিয়াছেন—"সেই আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত  
উত্তরে বলা হইয়াছে "চক্ষুতে"। প্রাণবায়ু নামক একই দেবতা একই  
অবস্থিতিবশতঃ চক্ষুঃ ও আদিত্য নামে অভিহিত হন। পরেও বলিয়া  
"প্রাণায় স্বাহা এই মন্ত্রে যে, হবি আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা ইহাদের সকলকে  
তৃপ্ত করে"। অতএব স্বর্গলাভেচ্ছা তেজস্বী ব্যক্তি স্বর্গলোকের দ্বাররূপ  
এবং চক্ষুঃ ও আদিত্যস্বরূপে অনভোজিত হেতু এই প্রাণনামক ব্রহ্মকে আদি-  
তেজ ও অন্নান্ত এই দ্বিবিধ গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবেন। যে ব্যক্তি  
সমস্ত বিষয় জানেন, তিনি তেজস্বী, প্রচুর অনভোজনে সমর্থ ও নীরোগ হন।  
উপাসকের ইহাই গুণফল অর্থাৎ গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল ; বাস্তবিকপক্ষে ইহা  
মুখ্য বা প্রধান ফল হইতেছে—উপাসনা দ্বারা দ্বারপালকে প্রসন্ন করিয়া বসন্ত  
করিতে পারায় সেই দ্বারপাল স্বর্গলোকে গমনের হেতু অর্থাৎ সহায়স্বরূপ হন।

অথ যোহস্য দক্ষিণঃ স্বষিঃ স ব্যানঃ, তচ্ছ্রোত্রং, স চক্ষুঃ  
তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেতু্যপাসীত ; শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি, যঃ  
বেদ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—আর এই হৃদয়ের যে দক্ষিণভাগস্থ ছিদ্র, তাহা ব্যান নামক  
বায়ুবিশেষ, তাহাই শ্রোত্রস্বরূপ ও তাহাই চক্ষুস্বরূপ। সেই এই হৃদয়কে  
ও যশ বিবেচনায় উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এই হৃদয়কে এইরূপে  
তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন ॥ ২ ॥



**শাকরভাষ্য**।—অথ যোহস্ম দক্ষিণঃ সুরিঃ, তৎসো বায়ুবেশবঃ, স বীৰ্য্যবৎ কৰ্ম কুৰ্মন বিগৃহ্য বা প্রাণাপানৌ নানা বা অনিতীতি ব্যানঃ, তৎসম্বন্ধমেব চ তচ্ছ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্। তথা স চন্দ্রমাঃ—“শ্রোত্রেণ সৃষ্টা দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চ” ইতি শ্রুতেঃ। সহস্রায়ৌ পূৰ্ববৎ। তদেতচ্ছ্রীশ্চ বিভূতিঃ শ্রোত্রচন্দ্রমসোজ্ঞানান্নহেতুত্বমতস্তাত্য়াঃ শ্রীত্বম্। জ্ঞানান্নবতশ্চ যশঃ খ্যাতিৰ্ভবতীতি যশোহেতুত্বাদযশত্বম্; অতস্তাত্য়াঃ শুণাত্ম্যুপাসীতেত্যাদি সমানম্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—আর এই হৃদয়ের দক্ষিণে অবস্থিত যে ছিদ্র, অর্থাৎ সেই স্থানে অবস্থিত বায়ুবেশব, তাহা বীৰ্য্যবৎ কৰ্ম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ কৰ্ম অথবা বলসাধ্য কৰ্ম সম্পাদন করে বলিয়া অথবা প্রাণ ও অপানকে নিগৃহীত করে বলিয়া অথবা বিবিধভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহাকে ব্যান বলে। সেই শ্রোত্রেন্দ্রিয় তাহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং চন্দ্রও সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“শ্রোত্রেণ দ্বারাই দিক্‌সমূহ ও চন্দ্র সৃষ্ট হইয়াছিল।” পূর্বের স্থায় এই দুইটিও একাশ্রয়বিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যান বায়ুরূপ একই দেবতা একাশ্রয়ে অবস্থিত-বশতঃ শ্রোত্র ও চন্দ্র নামে অভিহিত হয়। সেই এই হৃদয়ের দক্ষিণভাগস্থ ছিদ্রস্বরূপ ব্যান নামক ব্রহ্মই শ্রী অর্থাৎ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য; কারণ, শ্রোত্র ও চন্দ্র উভয়েই জ্ঞান ও অন্নলাভের হেতুস্বরূপ, এই দ্বিবিধ গুণ থাকাতেই ইহার শ্রীত্ব সিদ্ধ হয়। জ্ঞানী ও অন্নসম্পন্ন ব্যক্তির আপনা হইতেই যশ বা খ্যাতি লাভ হয়, অতএব জ্ঞান ও অন্নই যশোলাভের হেতু বলিয়া উহারাই যশঃস্বরূপ। সুতরাং উক্ত উভয়বিধ গুণদ্বারাই ব্যানাত্ম্য ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ইত্যাদির অর্থ পূর্বশ্রুতির অনুরূপ অর্থাৎ আহারসময়ে “ব্যানায় স্বাহা” বলিয়া যে আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই আহুত বহিঃসকলের পোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যান স্বর্গধামের দ্বারস্বরূপ হেতু উহাই ব্রহ্ম। যাহারা স্বর্গলোকলাভে অভিলাষী, তাহারা শ্রোত্রে ও চন্দ্রমাতে ব্যানবায়ুর আরাধনা করিবে। তাহাতে তাহারা শ্রীসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই প্রকার অবগত হন, তিনিও যশ, শ্রী প্রভৃতির ভাগী হইতে পারেন। ইহা উক্ত আরাধনার প্রশংসামাত্র এবং আরাধনা দ্বারা উক্তরূপ দ্বারপালকে বশীভূত করিয়া স্বর্গধামলাভের হেতুভূত মুখ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

অথ যোহস্ম প্রত্যঙ্‌সুরিঃ সোহপানঃ, সা বাক্, সোহমিঃ, তদেতদ্‌ব্রহ্মবর্চসমন্নাগমিত্যুপাসীত, ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**।—আর এই হৃদয়ের পশ্চিমভাগে অবস্থিত যে ছিদ্র, তাহা



অপান নামক বায়ুবিশেষ । তাহাই বাক্ ও তাহাই অগ্নিস্বরূপ । সেই  
অপানাখ্য ব্রহ্মকে ব্রহ্মতেজ ও অন্নাত্ম মনে করিয়া উপাসনা করিবে । যে  
ইহাকে এইরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া জানেন, তিনি ও ব্রহ্মবর্চসী অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ  
ও প্রচুর অন্নভোজনে সমর্থ হন ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্** ।—অথ যোহশু প্রত্যঙ্গস্বিঃ পশ্চিমন্তঃস্থো বায়ুঃ  
স মূত্রপূরীবাণ্ডপনয়নধোহনিতীত্যপানঃ । সা তথা সা বাক্, তৎসম্বন্ধাৎ, তথা  
তদেতদব্রহ্মবর্চসং বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজো ব্রহ্মবর্চসম্, অগ্নিসম্বন্ধাৎ বৃত্তস্বাধ্যায়  
অন্নগ্রাসনহেতুত্বাদপানশ্রাণাত্ত্বম্ । সমানমন্তঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ** ।—আর এই হৃদয়ের পশ্চিমভাগে যি  
ছিদ্র অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত বায়ুবিশেষ, সেই বায়ু মল-মূত্র প্রভৃতিকে  
পূর্বক আধোদিকে গমন করে বলিয়া ইহার নাম অপান । পূর্বের ত্রাণ  
বাক্, কারণ, উহা বাক্যের সহিত সংশ্লিষ্ট । এবং উহাই অগ্নিস্বরূপ । সেই  
অপানাখ্য ব্রহ্মই ব্রহ্মতেজঃস্বরূপ । বৃত্ত অর্থাৎ সদাচার ও বেদাধ্যয়নজনিত  
তেজঃ, তাহাকেই ব্রহ্মবর্চস্ বলে ; কারণ, বৃত্ত ও স্বাধ্যায় উভরই অগ্নির  
সম্বন্ধবিশিষ্ট । অন্নগ্রাস করার হেতুভূত বলিয়া অপান বায়ুর অন্নাত্ম মনে  
অন্নাত্ম অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের শ্রায় অর্থাৎ আহারসময়ে “অপানায় স্বাহা”  
যে আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই আহুত হবিঃই সকলের পোষণ করিয়া থাকে । হৃদ  
অপান বায়ু স্বর্গধামের দ্বারস্বরূপ হেতু ইহাই ব্রহ্ম । বাহারা স্বর্গলাভে অজিত  
তাহারা বাক্য ও অগ্নিতে অপান বায়ুর আরাধনা করিবে, তাহাতে তাহারা  
তেজ লাভ করিতে পারে । যে ব্যক্তি এইরূপ অবগত হন, তিনিই ব্রহ্ম  
প্রভৃতি ফলভাগী হইতে পারেন এবং আরাধনা দ্বারা বশীভূত করিয়া স্বর্গলাভ  
হেতুভূত মুখ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

অথ যোহস্যোদঙ্গস্বিঃ স সমানঃ, তন্মনঃ, স পর্জন্তঃ, তৎ  
তৎ কীর্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেতু্যপাসীত ; কীর্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ ভবতি,  
এবং বেদ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—আর এই হৃদয়ের উত্তরদিকে অবস্থিত যে ছিদ্র, তাহাই  
সমান নামক বায়ুবিশেষ । তাহাই মন ও তাহাই পর্জন্ত । এই সমান বায়ু  
কীর্তি ও ব্যুষ্টি বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে । যে ব্যক্তি এই বিষয় জানে  
তিনি কীর্তিমান্ ও ব্যুষ্টিমান্ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাভাজন হন ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্** ।—অথ যোহশু উদঙ্গস্বিঃ উদগংগতঃ স্বিঃ তথা



বায়ুবিশেষঃ, সোহশিতপীতে সমং নয়তীতি সমানঃ। তৎসম্বন্ধা মনোহস্তঃকরণং, স পৰ্জ্জন্তো বৃষ্ট্যান্নকো দেবঃ, পৰ্জ্জন্তনিমিত্তাশ্চাপ ইতি। “মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ” ইতি শ্রুতেঃ। তদেতৎ কীর্তিষ্ণ, মনসো জ্ঞানশ্চ কীর্তিহেতুত্বাৎ। আত্মপরোক্ষং বিব্রতত্বং কীর্তিবিশঃ। স্বকরণসংবেগং বিব্রতত্বং ব্যাষ্টিঃ, কাস্তিদেহগতং লাবণ্যম্। ততশ্চ কীর্তিসম্ভবাং কীর্তিশ্চেতি। সমানমত্বাৎ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর এই হৃদয়ের উত্তরদিগ্গত যে ছিদ্র অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত বায়ুবিশেষ, সেই বায়ু ভুক্ত ও পীত দ্রব্যকে সমতা প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ সমভাবে পরিপাক করে বলিয়া সমান. নামে অভিহিত হয়। মন অর্থাৎ অহংকরণ ঐ সমান বায়ুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং তাহাই পৰ্জ্জন্ত অর্থাৎ বৃষ্টিরূপ দেবতা; বৃষ্টিরূপ দেবও সেই সমান বায়ুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত, পৰ্জ্জন্ত হইতেই জল সমুদ্ভূত হয়। শ্রুতিও আছে, “জল ও বরুণ উভয়েই মনের সহিত সৃষ্ট হইয়াছিল”। মন অর্থাৎ জ্ঞানই কীর্তির হেতুভূত বলিয়া সেই এই সমান বায়ু কীর্তিরূপ। নিজের পরোক্ষভাবে বা অজ্ঞাতভাবে যে প্রসিদ্ধিলাভ, তাহাই কীর্তি বা বশঃ, আর নিজের ইচ্ছায় দ্বারা অনুভূয়মান যে প্রসিদ্ধিলাভ, তাহাই ব্যাষ্টি অর্থাৎ কাস্তি বা দৈহিকলাবণ্য, সেই লাবণ্য হইতেই কীর্তি সম্ভূত হয় বলিয়া তাহাকে কীর্তি বলা যায়। অত্যাগ্র অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায় অর্থাৎ আহারসময়ে “সমানায় স্বাহা” বলিয়া যে আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই আহুত হবিঃই সকলের পোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং সমানবায়ু স্বর্গধামের দ্বারস্বরূপ হেতু ইহাই ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এই প্রকার অবগত হন, তিনিও কীর্তি প্রভৃতি ফলভাগী হইতে পারেন এবং আরাধনা দ্বারা উক্তরূপ দ্বারপালকে বশীভূত করিয়া স্বর্গলোকলাভের হেতুভূত মুখ্যফল প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

অথ যোহস্তোদ্ধিঃ সৃষিঃ, স উদানঃ, স বায়ুঃ, স আকাশঃ; তদেতদোজশ্চ মহশ্চেতু্যপাসীত, ওজস্বী মহস্থান্ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—আর এই হৃদয়ের যে উর্দ্ধদেশস্থ ছিদ্র, তাহা উদান নামক বায়ুবিশেষ। তাহাই বায়ু, তাহাই আকাশ। সেই এই উদান বায়ুকে ওজঃ অর্থাৎ বল ও মহঃ অর্থাৎ তেজ বা প্রকাশ বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও ওজস্বী অর্থাৎ বলবান্ ও মহস্থান্ অর্থাৎ তেজস্বী বা দীপ্তিমান্ হন ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যোহস্তোদ্ধিঃ সৃষিঃ, স উদানঃ, আ-পাদতলাৎ



আরভ্যোদ্ধি মুৎক্রমণাহুৎক্রমণার্থক কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নিত্যানানঃ, স বায়ুঃ, তদাধারশ্চাকাশঃ, তস্মৈ বাবৃকাকশয়োরোজোহেতুত্বাদোজো বলং, মহত্বাচ্চ মহ ইতি । সমানমত্ৱং ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর এই হৃদয়ের উর্দ্ধদেশস্থ যে উর্দ্ধ তাহাই উদান । পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধভাগে উৎক্রমণ অর্থাৎ উৎক্রমণ করে বলিয়া ও উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রয়োজন, ঐ কৰ্ম সম্পাদন করে বলিয়া উহাকে উদান নামে অভিহিত করা হইয়াছে । উহাই বায়ুস্বরূপ ও তাহার আধার আকাশস্বরূপ । বায়ু ও আকাশ ওজঃ ও অর্থাৎ তেজের হেতুস্বরূপ বলিয়া সেই এই সমান বায়ুই ওজঃ অর্থাৎ বল ও অর্থাৎ তেজঃ বা দীপ্তিস্বরূপ । অত্যাশ্রয় অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের ত্রায় অংশের আহারসময়ে “উদানায় স্বাহা” বলিয়া যে আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই আহুত হইয়া সকলের পোষণ করিয়া থাকে । সুতরাং উদানবায়ু স্বর্গধামের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে । যে ব্যক্তি এই প্রকার অবগত হন, তিনিও বল প্রভৃতি কষ্টকলভাগী হইতে পারেন এবং আরাধনা দ্বারা উক্তরূপ দ্বারপানকে বশীভূত করিয়া স্বর্গলোকলাভের হেতুভূত মুখ্যফল প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাণী, য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদে অশ্রু কুলে বীরো জায়তে, প্রতিপত্ততে স্বর্গং লোকং, য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই পাঁচটি প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষই স্বর্গলোকের দ্বাররক্ষকস্বরূপ । যে কোন ব্যক্তি এই পাঁচটি ব্রহ্ম পুরুষকে এইরূপ ভাবে স্বর্গলোকের দ্বাররক্ষক বলিয়া জানেন, ইহার বংশে বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করে । তিনি এই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষকে এইরূপ ভাবে স্বর্গলোকের দ্বাররক্ষক বলিয়া জানেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

**শাঙ্করভাষ্য।**—তে বৈ এতে যথোক্তাঃ পঞ্চসুবিদিত্বাৎ পঞ্চ ব্রহ্ম হৃদস্য পুরুষা রাজপুরুষা ইব দ্বারস্থাঃ স্বর্গস্য হৃদস্য লোকস্য দ্বারপাঃ দ্বারপালাঃ । এই চক্ষুঃশ্রোত্রবাণমনঃপ্রাণৈর্কর্ষিত্বাৎ প্রবৃত্তৈর্ব্রহ্মণো হৃদস্য প্রাপ্তিদ্বারানি নিরূপিতানি প্রত্যক্ষং হেতুং অজিতকরণতয়া বাহ্যবিষয়াসজ্ঞানুতপ্রকৃতদ্বার হৃদে ব্রহ্মণি মনস্তীর্ণিতান্যং সত্যযুক্তমেতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপা ইতি । অতঃ স য এতানেবং যথোক্তগুণবিশিষ্টান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ উপাস্তে উপাসনয়া বশীকরোতি । রাজপালানিবোপাসনেন বশীকৃত্য তৈরনিবারিতঃ প্রতিপত্ততে স্বর্গং লোকং স্বর্গলোকং



হর্দ্বা ব্রহ্ম। কিঞ্চান্ন বিদ্যঃ কুলে বীরঃ পুত্রো জায়তে, বীরপুরুষসেবনাৎ। তন্ত্ৰ  
চ ঋণাপাকরণেন ব্রহ্মোপাসনাং প্রবৃত্তিহেতুত্বম্। ততশ্চ স্বর্গলোকপ্রতিপত্তয়ে পারম্পর্য্যেণ  
ভবতীতি স্বর্গলোকপ্রতিপত্তিরেবৈকং ফলম্ ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বোক্ত হৃদয়স্থ পঞ্চ ছিডের সহিত  
সম্বন্ধযুক্ত সেই এই হৃদয়স্থ পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষ অর্থাৎ হৃদয়স্থ ব্রহ্মের অধীন পঞ্চ বায়ুই  
দ্বারস্থিত রাজপুরুষ অর্থাৎ রাজদ্বারে অবস্থিত দ্বারপালের আয় হৃদয়সম্বন্ধী স্বর্গ-  
লোকের দ্বারপালস্বরূপ। বহিন্মুখ প্রবৃত্ত অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে আসক্ত এই সমস্ত চক্ষুঃ,  
শ্রোত্র, বাক্, মন ও গ্রাণ দ্বারা হৃদয়স্থ ব্রহ্মের প্রাপ্তির দ্বার বা উপায়সমূহ অবরুদ্ধ  
হইয়া আছে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিতে না পারিলে রূপ-রসাদি বাহ্যবিষয়-  
সমূহে আসক্তিরূপ মিথ্যাবস্তুতে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় হৃদয়স্থ ব্রহ্মে যে মনঃসংযোগ  
করিতে পারা যায় না, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; অতএব এই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষ  
স্বর্গলোকের দ্বারপাল এই যে উক্তি, ইহা সত্যই। অতএব যে কোন ব্যক্তি  
পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন স্বর্গলোকের দ্বারপালস্বরূপ এই পাঁচটিকে জানেন অর্থাৎ  
উপাসনা করেন বা উপাসনা দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন, তিনি উপাসনা অর্থাৎ  
প্রিয়বাক্য দ্বারা রাজার দ্বারপালদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে যেমন তাহাদিগের  
দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইয়া অনায়াসেই রাজার দর্শন লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ  
এই পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারপালস্বরূপ এই পাঁচটি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত  
না হইয়া হৃদয়স্থ ব্রহ্মরূপ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। আরও এই বীরপুরুষগণের আরা-  
ধনার ফলে এই উপাসকের বংশে বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্র পিতৃলোকের  
ঋণ পরিশোধের ও ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ হয় অর্থাৎ পুত্র দ্বারা উপাসক  
পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করেন, সুতরাং ঐ পুত্র ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তির সহায়স্বরূপ  
হয়, এইরূপই ঐ পুত্র পরম্পরাসম্বন্ধে স্বর্গলোক-প্রাপ্তিরও সহায়স্বরূপ হয়,  
অতএব স্বর্গলোকপ্রাপ্তিই ইহার একমাত্র ফল ॥ ৬ ॥

অথ বদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু  
সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুভমেষু ভ্রমেষু লোকেষু, ইদং বাব তৎ,  
যদিদমস্মিনন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—আর এই দ্যলোক অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বর্গলোকেরও উপর,  
বিশ্বেরও উপর, সমস্ত জগতেরই উপর, এমন কি, বাহ্য অপেক্ষা আর উত্তম নাই,  
সেই অনুভূতম সত্যলোকাধিতে যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, ইহাই তাহা, বাহ্য এই  
পুরুষের অভ্যন্তরে স্থিত জ্যোতিঃ অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ ও সর্বলোকোপরি



সত্যাদি লোকে অবস্থিত জ্যোতিঃপদার্থ একই, উভয়ের কোন পার্থক্য নাই ॥ ৭ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—অথ যদসৌ বিদ্বান্ স্বর্গং লোকং বীরপুরুষস্য প্রতিপত্ততে, যচ্চোক্তং “ত্রিপাদশ্রুতং দিবি” ইতি, তদিদং লিঙ্গেন চক্ষুঃশ্রোত্রাদি গোচরমাপাদয়িতব্যম্; যথাগ্ন্যাদিধূমাদিলিঙ্গেন। তথা হেবমেবেদমিতি যথোক্তং দৃঢ় প্রতীতিঃ স্তাৎ, অনন্তত্বেন চ নিশ্চয় ইতি। অত আহ—যদতোহমুখ্যায়িত্বলোকাৎ পরঃ পরমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন, জ্যোতির্দীপ্যতে, স্বয়ংপ্রভঃ সদা প্রকাশ্য দীপ্যতে ইব দীপ্যতে ইত্যুচ্যতে। অগ্ন্যাদিবজ্জলনলক্ষণায় দীপ্তের সমত্বাৎ। নিম্ন পৃষ্ঠেষিত্যেতত্ত্ব ব্যাখ্যানং সর্বতঃ পৃষ্ঠেষিতি, সংসারাহুপনীত্যর্থঃ, সংসার এব হি সর্ব অসংসারিণ একত্বান্নির্ভেদত্বাচ্চ। অন্তস্তমেব—তৎপুরুষস্যমাসাশঙ্কানিবৃত্তয়ে আহ, উক্তং লোকেষিতি সত্যলোকাদিষু, হিরণ্যগর্ভাদিকার্য্যরূপস্ত পরস্তেশ্বরশ্রাসন্নত্বাহুচ্যতে উক্তং লোকেষিতি। ইদং বাব ইদমেব তৎ যদিদমগ্নিন্ পুরুষেহস্তম্মধ্যে জ্যোতিঃ চক্ষুঃশ্রোত্রাদি লিঙ্গেনোক্ষিত্বা শব্দেন চ অবগম্যতে বস্তুচা স্পর্শরূপেণ গৃহ্যতে, তচ্চক্ষুর্দেব। প্রতীতিকরত্বাচ্চোহবিনাভূতত্বাচ্চ রূপস্পর্শয়োঃ ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, গায়ত্রী ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে, তাহার জন্ত প্রাণাদি দ্বারপালের উপাসনা করিবে। দ্বারপালোপাসনার ফল পৃথক্ নহে, যে হেতু, অঙ্গকার্যের ফল প্রধান কার্যের ফল সহায়রূপে প্রবৃত্ত হয়। সম্প্রতি ব্রহ্মোপাসনার অত্র প্রকার বলিতেছেন। এই উপাসক পূর্বোক্ত প্রাণাদি পঞ্চ বীরপুরুষের আরাধনা দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত ও ছালোকে ইহার তিনটি পাদ অবস্থিত আছে, তাহাই অমৃত এই যে সমস্ত ব্রহ্ম হইয়াছে, সম্প্রতি সেই সমস্ত বিষয়কে, ধূম প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা যেমন অগ্নি প্রভৃতি প্রতীতি হয়, সেইরূপ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মেন্দ্রিয়ের গোচর করা কর্তব্য, কারণ, সেইরূপ করিতে পারিলেই, পূর্বোক্ত কথা ‘ইহা এইরূপই বটে,’ এইরূপ একটা দৃঢ় প্রতীতি হইতে পারে, অর্থাৎ এই দুইটি বিষয় যে পৃথক নহে, একই, এইরূপ একটা সুদৃঢ় ধারণা হইতে পারে। এই কথা বলিতেছেন—এই ছালোকেও পর অর্থাৎ স্বর্গেরও উপর যে জ্যোতিঃপদার্থ দীপ্ত পাইতেছে; এ স্থানে ‘পরঃ’ এই শব্দটি পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত ‘পরম্’ এইরূপে ক্লীবলিঙ্গে পরিবর্তিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, ‘এই দীপ্ত পাইতেছে’ এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু অগ্নি প্রভৃতি তৈজসিক পদার্থের দীপ্তি প্রজলিত হয়, এই দীপ্তির সেরূপ জলনাত্মিকা দীপ্তি সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া বলিতেছেন, দীপ্তির ত্রায় দীপ্তি পাইতেছে, কারণ, সেই যে জ্যোতিঃপদার্থ, তাহা



ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৩৩

স্বয়ংপ্রভ অর্থাৎ অস্ত্র কেহই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, নিজের প্রভাতেই সदा স্বপ্রকাশ, তাহা সর্বদাই প্রকাশমান, কোন সময়েই তাহার অন্তথা হয় না। মূলে যে “বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেবু সর্বতঃ পৃষ্ঠেবু” বলা হইয়াছে, “সর্বতঃ পৃষ্ঠেবু” এই বাক্যটি “বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেবু” ইহারই ব্যাখ্যা-স্বরূপ, বিশ্বের উপর অর্থাৎ সকলের উপর অর্থাৎ সমস্ত সংসারেরই উপরে, কারণ, সংসারই হইল সব অর্থাৎ সর্বশব্দের অভিধেয়। যাহারা অসংসারী, তাহারা এক, তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই, এই জ্ঞানই সংসারই সর্বপদের অভিধেয়। অন্তস্তমেষু এই পদটি তৎপুরুষনামাসে নিপাত্ত হয় নাই অর্থাৎ ন উত্তম অন্তস্তম, উত্তম নহে, অপকৃষ্ট; পাছে কেহ এইরূপ অর্থ করনা করেন, সেই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন, অন্তস্তম শব্দের অর্থ যাহা হইতে আর উত্তম লোক নাই, সেই সত্যলোকাদি উত্তম লোকসমূহ। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি দেবগণ কার্য্যস্বরূপ অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু হইলেও তাঁহারা পরমেশ্বরের অত্যন্ত সমীপবর্তী বলিয়া তাঁহাদের লোককেও উত্তম লোক বলা হইয়াছে। ইহাই তাহা, যাহা এই পুরুষে অর্থাৎ পুরুষসংজ্ঞক দেহের অভ্যন্তরে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ উষ্ণতা ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ শব্দরূপ লক্ষণের দ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ পদার্থরূপে অনুভূত হয়। এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, উষ্ণতা স্পর্শোপলভ্য, স্পর্শ ষগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ, কিন্তু এ স্থানে বলিতেছেন, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ উষ্ণতা, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহারই সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—ষগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শরূপে যাহা অনুভূত হয়, তাহাও সূদৃঢ় প্রতীতিজনক বলিয়া তাহা যেন চক্ষুঃ দ্বারাই অর্থাৎ চাক্ষুষত্বক্ দ্বারাই অনুভূত হয়, বিশেষতঃ রূপ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ অবিনাশ্রুত অর্থাৎ এককে পরিত্যাগ করিয়া অপরটি থাকিতে পারে না, এই জ্ঞানই উষ্ণস্পর্শকেও চক্ষুগ্রাহ বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তশ্চৈষা দৃষ্টিঃ, যত্রৈতদস্মিঞ্জুরীরে সৎস্পর্শেনোক্ষিমানং বিজান্নাতি, তশ্চৈষা শ্রুতিঃ—যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদধুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি, তদেতদৃক্ষ্য শ্রুতক্ষেতু্যপাসীত, চক্ষুশ্চ শ্রুতো ভবতি, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৮ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ ।—দেহান্তরস্থ সেই পরজ্যোতির ইহাই দৃষ্টি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-বর্ণনরূপ চিত্র, অর্থাৎ সেই জ্যোতির্ময় যে এই দেহান্তরস্থরই আছেন, তাহা দেখিবার অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে জানিবার ইহাই উপায় যে, যে সময়ে এই শরীরে এইরূপ ভাবে স্পর্শ দ্বারা দেহের উষ্ণতা উপলব্ধি হয়, (যতক্ষণ সেই পরজ্যোতিঃসম্পন্ন



পরমাশ্রা দেহমধ্যে থাকেন, ততক্ষণই জীবদেহে উন্মার উপলব্ধি হয়, দেহ পরিত্যাগ করিলেই দেহ তুবারশীতল হইয়া যায়) আর তাঁহার ইহাই অর্থাৎ শ্রবণাশ্রক চিহ্ন যে, যে সময় কর্ণদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া রক্তকে আবৃত করিলে প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের স্থায় একটা 'শোঁ শোঁ' শব্দ শব্দ অনুভূত হয়, এই শব্দ শ্রবণই সেই জ্যোতিঃপদার্থের দেহান্তরে লক্ষণ ( কর্ণরক্ত অঙ্গুলি দ্বারা আচ্ছন্ন করিলে প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের স্থায় শব্দ সকলেই অনুভব করিয়া থাকে ) সেই এই জ্যোতিঃপদার্থকে দৃষ্ট এক স্বরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এই উপাসনার বিষয় জানেন, নিজেও চক্ষুষ্য অর্থাৎ সূদর্শন ও শ্রুত অর্থাৎ বিখ্যাত হন ॥ ৮ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—কথং পুনস্তস্য জ্যোতিষো লিঙ্গং স্বপ্নদৃষ্টগোচরং পত্ততে? ইত্যাহ, বত্র যস্মিন্ কালে, এতদিত্তি ক্রিয়াবিশেষণম্, অস্মিন্ শরীরে হকো সম্পর্শেনোক্ষিমানং রূপসহভাবিনমুক্ষস্পর্শতাবং বিজানাতি, স হ্যক্ষিমা নাম-রূপেণায় দেহমন্তপ্রবিষ্টস্য চৈতন্যাজ্যোতিষো লিঙ্গমব্যভিচারাত্। ন হি জীবন্তমায়ান্দ্য ব্যভিচারতি। “উক এব জীবিত্যনু শীতো মরিত্যনু” ইতি হি বিজায়তে; যদ্যচ তেজঃ পরস্তাং দেবতায়ামিতি পরেণাবিভাগদ্বোপগমাৎ; অতোহসাধারণ ইমৌক্ষ্যমগ্নেরিব ধূমঃ। অতস্তস্য পরস্তেষা দৃষ্টিঃ সাক্ষাদিব দর্শনং, দর্শনোপায়ঃ ইত্যে তথা তস্য জ্যোতিষ এবা শ্রুতিঃ শ্রবণং, শ্রবণোপায়োহপ্যুচ্যমানঃ—বত্র বরাহ জ্যোতিষো লিঙ্গং শুক্রযতি শ্রোতুমিচ্ছতি, তদৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য এতচ্ছব বিশেষণম্। অপিগৃহ্য অপিধায়েত্যর্থঃ, অঙ্গুলিভ্যাং প্রোণুত্য নিনদমিব—রথসেনা নিনদঃ তমিব শৃণোতি, নদথুরিব স্বভবকুজিতমিব শব্দঃ, বধা চাগ্নেঋজির্জনত শব্দমন্তঃশরীরে উপশৃণোতি। তদেতজ্জ্যোতির্দৃষ্টশ্রুতলিঙ্গত্বাৎ দৃষ্টক শ্রুতকোভ্যুপাসন তথোপাসনাচক্ষুষ্যো দর্শনীয়ঃ, শ্রুতো বিশ্রুতশ্চ। যৎ স্পর্শশ্রুতগোপাসননিমিত্ত তৎ রূপে সম্পাদয়তি চক্ষুষ্য ইতি, রূপস্পর্শয়োঃ সহভাবিত্বাৎ, ইষ্টত্বাচ্চ দর্শনীয়ত্বাৎ এবঞ্চ বিজ্ঞায়াঃ ফলমুপপন্নং স্থান তু যুহুত্বাদিস্পর্শবস্ত্বে। য এবা বধোক্তো বেদ। স্বর্গলোকপ্রতিপত্তিস্ত উক্তমদৃষ্টং ফলম্। দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ। ৮।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৩।

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—সেই জ্যোতিঃপদার্থের যে লক্ষণ কী তিনি যে দেহান্তরে অবস্থিত, তাহা জানিবার যে উপায়, তাহা অগ্নিপ্রিয় ও কর্ণদ্বয়ের গোচরীভূত কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিতে ‘এতৎ’ এই শব্দটি ‘বিজানাতি’ এই ক্রিয়ার বিশেষণ, অর্থাৎ এই ভাবে জানিতে পারে; যে সময়ে এই শরীরে জীবিত ব্যক্তির দেহে হত



স্পর্শ করিলে উষ্ণিমা অর্থাৎ রূপসহভাবি অর্থাৎ রূপের সহিতই সম্ভা-  
তস্পর্শসহভাব অনুভূত হয়, সেই উষ্ণিমা বা উষ্ণতাই নাম-রূপ প্রকাশের নিমিত্ত  
দেহমধ্যে প্রবিষ্ট চৈতন্যরূপ আত্মজ্যোতির অর্থাৎ জ্যোতির্ময় পরমাআর লক্ষণ  
বলিয়া জানিবে, এই লক্ষণের কখনই অগ্রথাভাব হয় না। দেখ—উষ্ণতা জীবিত  
আত্মা অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠিত দেহকে কখনই পরিত্যাগ করে না; দেহের উষ্ণতাই  
জীবিতের এবং শৈত্যই মৃতের লক্ষণ, কারণ, মৃত্যুকালে “তেজোভূত অর্থাৎ  
দেহের তৈজসিক অংশ পরম দেবতায় বিলীন হয়” এই শ্রুতি হইতেও জানা যায়  
যে, মৃত্যুকালে দৈহিক তেজ পরম দেবতার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। অতএব  
যুম যেমন অগ্নির বিশিষ্ট লক্ষণ, সেইরূপ উষ্ণতাও জীবাধিষ্ঠিতের বিশিষ্ট লক্ষণ,  
সুতরাং এই উষ্ণতাই পরদেবতা যে দেহমধ্যে আছেন, তাহা দর্শনের অর্থাৎ জ্ঞানের  
প্রত্যক্ষ উপায়। সেইরূপ সেই জ্যোতিঃপদার্থের শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ বা শ্রবণের উপায়ও  
বলিতেছেন—লোকসমূহ যখন এই জ্যোতিঃপদার্থের লক্ষণকে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা  
করে, তখন কর্ণদ্বয়কে এইভাবে আবৃত করিয়া অর্থাৎ অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা দুইটি কর্ণরন্ধ্র  
আচ্ছাদন করিলে নিনদ অর্থাৎ রথ চলিবার সময় যে শব্দ হয়, সেই শব্দের ত্রায়  
শব্দ শ্রবণ করে, অথবা নদখু অর্থাৎ বুকের ধ্বনির ত্রায় শব্দ, অথবা বহির্দিশে  
প্রজলিত অগ্নির যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ শরীরান্তরেও শ্রবণ করিয়া  
থাকে। এই দর্শন ও শ্রবণরূপ লক্ষণ থাকায় সেই জ্যোতিঃপদার্থ এই দেহমধ্যে  
দৃষ্ট ও শ্রুত মনে করিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিতে ও শুনিতে  
পাইতেছি, এইরূপ ধারণা করিয়াই উপাসনা করিবে। এইরূপ উপাসনা করিলে  
সেই উপাসক দর্শনীয় অর্থাৎ মনোহর রূপসম্পন্ন ও শ্রুত অর্থাৎ বিশ্রুত বা সর্বত্র  
বিখ্যাত হন। স্পর্শশ্রবণের উপাসনা করার যে ফল, তাহা ‘চক্ষুষাঃ’ এই পদের দ্বারা  
রূপেও সম্পাদন বা বিধান করিতেছেন; অর্থাৎ স্পর্শশ্রবণের উপাসনা দ্বারা যে রূপ  
লাভ করা যায়, ‘চক্ষুষাঃ’ এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহাই জানাইতেছেন, কারণ, রূপ  
ও স্পর্শ পরস্পর সহভাবী অর্থাৎ এককে পরিত্যাগ করিয়া অপরটি থাকিতে পারে  
না, আর দর্শনীয়তা অর্থাৎ সূদর্শন হওয়াও সকলেরই অভিলষিত বিষয়। এইরূপ  
হইলেও বিভ্রা বা উপাসনার ফল উপপন্ন হয় অর্থাৎ উপযুক্ত ফললাভ হয়, কিন্তু  
কোমলতা দি স্পর্শবস্তুর লাভকে উপযুক্ত ফললাভ বলা যায় না। যে ব্যক্তি উক্ত  
শ্রবণকে এইরূপ ভাবে জানেন, তাঁহার সাক্ষাৎ ফল পূর্কৌতুরূপ, আর অদৃষ্ট অর্থাৎ  
পরোক্ষ ফল স্বর্গলাভ, ইহা পূর্কৌই বলা হইয়াছে। এই উপাসনাবিষয়ে আদরাধিক্য  
জ্ঞাপনের নিমিত্ত “য এবং বেদ” এই বাক্যটি দুইবার প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সর্গক্ষিপ্ত-ভাব্যমুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্দশঃ খণ্ডঃ

সর্বং খব্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত । অথ  
ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথা  
প্রৈত্য ভবতি ; স ক্রতুং কুব্বীত ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সমস্তই ব্রহ্ম হইতেই জাত, ব্রহ্মেই লীন ও ব্রহ্মের অধীন  
জীবন ধারণ করে বলিয়া দৃশ্যমান এই সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, আর  
শান্তভাবে অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া সংযতচিত্তে তাঁহার উপাসনা  
করিবে। যে হেতু, পুরুষ অর্থাৎ জীব ক্রতুময় অর্থাৎ সঙ্কল্পপ্রধান, ইহ জগতে পুরুষ  
স্বরূপ সঙ্কল্পবিশিষ্ট হয়, এই লোক হইতে পরলোকে গিয়াও সেইরূপই হয় ; আর  
পুরুষ ক্রতু অর্থাৎ সঙ্কল্প বা শুভ সঙ্কল্প করিবে ॥ ১ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—পুনস্তত্ত্বৈব ত্রিপাদমৃত্যু ব্রহ্মণোহনন্তগুণব্রহ্মণ  
শক্ত্যেনেকভেদোপাস্ত্য বিশিষ্টগুণশক্তিমত্ত্বেনোপাসনং বিধিসম্মাহ । সর্বং য  
খব্বিতি বাক্যালঙ্কারার্থে নিপাতঃ । ইদং জগন্মায়ারূপবিকৃতং প্রত্যক্ষাবিবক্ষ্য  
কারণং, বৃদ্ধতমত্বাদব্রহ্ম । কথং সর্বম্ ব্রহ্মত্বমিতি ? অতআহ, তজ্জলানিতি—  
ব্রহ্মণো জাতং তেজোহবমানাদিক্রমেণ সর্বম্, অতস্তজ্জম্ । তথা তেনৈব জননম  
প্রতিলোমতয়া তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি লীয়তে তদাত্মতয়া স্নিহ্যতে ইতি তদম্ ।  
তস্মিন্নেব স্থিতিকালেহনিতি প্রাপিতি চেষ্টতে ইতি তদনম্ । একং ব্রহ্ম  
তয়া ত্রিষু কালেষু বিশিষ্টং তদ্ব্যতিরেকেণাগ্রহণাৎ । অতস্তদেবেদং জগৎ । যথা  
তদেবৈকমধ্বিতীয়ং, তথা বস্তুে বিস্তরেণ বক্ষ্যামঃ । যস্মাচ্চ সর্বমিদং ব্রহ্ম, অজঃ স  
রাগদ্বেষাদিদোষরহিতঃ সংযতঃ সন্, যন্তং সর্বং ব্রহ্ম তদ্বক্ষ্যমাণৈগুণৈপৈক্যপাসীত । কথ  
সীত ? স ক্রতুং কুব্বীত ; ক্রতুর্নিশ্চয়োহধাবসায়ঃ, এবমেব নান্নথেনিতি অবিলম্বঃ প্রক  
তং ক্রতুং কুব্বীত উপাসীতেত্যনেন ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । কিং পুনঃ ক্রতুকরণেন কর্ব  
প্রয়োজনম্ ? কথং বা ক্রতুঃ কৰ্ত্তব্যঃ ? ক্রতুকরণং চাভিপ্রেতার্থসাধনং কথম্ ইত্যপ  
প্রতিপাদনার্থমধেত্যাদিগ্রহঃ । অথ খব্বিতি হেতুর্থঃ ; যস্মাৎ ক্রতুময়ঃ ক্রতুপ্রাণব  
বসায়াত্মকঃ পুরুষো জীবঃ, যথাক্রতুঃ বাদৃশঃ ক্রতুরস্ত সোহয়ং যথাক্রতুঃ যথায়ব  
বাদৃক্ নিশ্চয়োহস্মিন্ লোকে জীবগ্নিহ পুরুষো ভবতি, তথা ইতোহস্মাৎ দেহাৎ প্রৈত্য  
ভবতি, ক্রতুম্বরূপফলাত্মকো ভবতীত্যর্থঃ । এবং হেতুছাত্ততো দৃষ্টম্—  
বাহপি অরন্ ভাব্য ত্যজ্যতাস্তে কলেবরম্ ইত্যাদি । যত এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রদৃষ্টা, যত



এবং জ্ঞানন্ ক্রতুং কুর্কীত, বাদৃশং ক্রতুং বক্ষ্যামস্তম্ ; বত এবং শাস্ত্রপ্রামাণ্যাহপণ্যতে  
ক্রতুধরুপং ফলম্ অতঃ স কর্তব্যঃ ক্রতুঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ।**—পুনরায় সেই অনন্তগুণবিশিষ্ট, অনন্ত-  
শক্তিমান, নানাবিধভাবে উপাস্ত্র ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের বিশিষ্ট গুণ ও বিশিষ্ট  
শক্তি কল্পনা করিয়া উপাসনা বিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিতেছেন। সর্ব  
শব্দের অর্থ সমস্ত, খলু এই নিপাতন শব্দটি বাক্যের অলঙ্কার-স্বরূপ। নাম ও রূপ  
দ্বারা বিকৃত অর্থাৎ নাম-রূপে পরিণত, অতএব প্রত্যক্ষাদির বিষয়ীভূত এই জগৎই  
ব্রহ্ম অর্থাৎ কারণীভূত ব্রহ্মস্বরূপ। অতিশয় বৃদ্ধ অর্থাৎ প্রাচীন বলিয়াই ব্রহ্ম। এই  
সমস্তেরই ব্রহ্মত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তজ্জলা-  
নিতি—এই সমস্তই তেজ, জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী এই ক্রমানুসারে সেই ব্রহ্ম হইতেই  
জাত বলিয়া তজ্জ, সেইরূপ প্রতিলোম-ক্রমে অর্থাৎ অন্ন, জল ও তেজ, উৎপত্তি-  
ক্রমের এই বিপরীতক্রমকে অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মেই লীন হয় অর্থাৎ তাঁহার  
সহিত একত্ব বা অভিন্নভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় বলিয়া তজ্জ, এবং স্থিতিকালেও  
তাঁহাতেই অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণন অর্থাৎ চেষ্টা করে বলিয়া তদন্।  
এইরূপে উৎপত্তি, অবস্থিতি ও লয় এই তিনকালেই ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন অর্থাৎ  
একীভূত বা তুল্যভাবেই ব্রহ্মস্বরূপ, কারণ, তাহা হইতে পৃথগ্ভাবে এই জগতের  
সত্তা গৃহীত হয় নাই অর্থাৎ প্রতিগম্য হয় না, অতএব এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহাই  
অর্থাৎ ব্রহ্মই। যে প্রকারে এই জগৎই যে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, ইহা  
প্রতীত হইতে পারে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্থাৎ প্রপাঠকে তাহা বিস্তৃতভাবে বলা  
হইবে। যে হেতু পরিদৃশ্যমান এই সমস্তই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক, এ জন্ত  
শাস্ত্র অর্থাৎ রাগদ্বৈবাদি দোষসমূহকে পরিত্যাগ-পূর্বক বেশ সংযত হইয়া সেই  
এই সর্বাঙ্গক ব্রহ্মকে, পরে যে সমস্ত গুণ বলিবেন, সেই সমস্ত গুণ দ্বারা  
অর্থাৎ সেই সমস্ত গুণবিশেষকে চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে। কি ভাবে  
উপাসনা করিবে? সেই পুরুষ ক্রতু করিবে, ক্রতু শব্দের অর্থ নিশ্চয়  
বা অধ্যবসায়, অর্থাৎ “ইহা এইরূপই, অতঃপ্রকার নহে” এইরূপ অবিচল প্রত্যয়  
অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস। সেই পুরুষ ক্রতু করিবে, পূর্বোক্ত উপাসীত এই ব্যবহিত পদের  
সহিত ইহার সম্বন্ধ বা সম্বয় হইবে। ক্রতু করায় কি প্রয়োজনসিদ্ধি হয়? ও কি  
প্রকারেই বা ক্রতু করিতে হয়? আর সেই অনুষ্ঠিত ক্রতুই বা অভিলষিত বিষয়ের  
সাধক হয় কি প্রকারে? এই সমস্ত বিষয় প্রতিপাদনের নিমিত্তই ‘অথ খলু’  
ইত্যাদি প্রশ্ন বা বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিতেছেন। অথ খলু এই শব্দটি  
হেতুর্ধক, অর্থাৎ যে হেতু, পুরুষ অর্থাৎ জীব, ক্রতুময় অর্থাৎ ক্রতুবহন অর্থাৎ



অধ্যবসায়ীত্বক, “ইহা এইরূপই হইবে, ইহার অত্যাধিক হইতে পারে না” এই দৃঢ়প্রত্যয়ী, সেই নিগূঢ় এই লোকে অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় যথাক্রম অর্থাৎ যে অধ্যবসায়ী বা দৃঢ়বিশ্বাসী হন, এই দেহ হইতে পরলোকে গমন করিয়াও কৃত্যমৃত্যুর পরও সেইরূপই অর্থাৎ যে রূপ অধ্যবসায়ী ছিলেন, তদনুরূপ ফলভোগী হইয়া শাস্ত্র অর্থাৎ গীতাতেও এইরূপই দেখা যায়, যথা—“হে অর্জুন ! দেহান্তকালে যে বিষয় স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে, সর্বদা সেই সেই ভাবের দ্বারা ভাবিত হওয়ার অর্থাৎ সেই বিষয়েরই চিন্তায় তন্ময় থাকায় দেহত্যাগের পরও সেই বিষয়কেই প্রাপ্ত হয়” । শাস্ত্রে যখন এইরূপই ব্যবস্থা আছে, তখন সেইরূপ এই বিষয় স্মরণ করিয়া, যে রূপ ক্রতুর বিষয় পরে বলা হইবে, সেইরূপ ক্রতু করিয়া কারণ, শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে যখন জানা বাইতেছে যে, ক্রতুর অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তখন সেইরূপ ক্রতুই অর্থাৎ শুভফলপ্রদ ক্রতুই কর্তব্য ॥ ১ ॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্ববরসঃ সর্বমিদমভ্যাতোহবানাদরঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—মনোময় অর্থাৎ মনঃপ্রধান অর্থাৎ মননাত্মক, প্রাণশরীর অর্থাৎ লিঙ্গদেহ, ভারূপ অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপ অথবা জ্যোতির্ময়, সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা কখন ব্যাহত হয় না, আকাশাত্মা অর্থাৎ নির্মল ও নির্লিপ্ত, সর্বকর্ম অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার কর্ম অর্থাৎ সৃষ্ট, সর্বকাম অর্থাৎ লোকে যাহা কিছু কামনা করে, সমস্তই তাঁহার কামনা, সর্বগন্ধ অর্থাৎ গন্ধি বা কিছুর সবই তাঁহার, সর্ববরস অর্থাৎ সমস্ত রসই তাঁহার, সমস্ত জগদ্ব্যাপী, অর্থাৎ বাগাদি ইঞ্জিয়শূন্য ও অনাদর অর্থাৎ কোন বস্তুতেই তাঁহার আঘাত আগ্রহ নাই, অর্থাৎ অনাসক্ত, কেন না, তিনি পূর্বকাম ॥ ২ ॥

**শাঙ্করভাষ্য ।**—কথং ? মনোময়ো মনঃপ্রায়ঃ, মনুতেহনেতি মনঃ তৎ স্ববৃত্তা বিষয়েষু প্রবৃত্তং ভবতি, তেন মনসা তন্ময়ঃ । তথাপ্রবৃত্ত ইব তৎপ্রায়ঃ নিবৃত্ত ইব চ । অতএব প্রাণশরীরঃ, প্রাণো লিঙ্গাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিব্যসংযুক্তিঃ, সর্বকর্মৈব প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, বা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ” ইতি শ্রুতেঃ ; স শরীরঃ যন্ত স প্রাণশরীরঃ “মনোময়ঃ প্রাণশরীরেনেতা” ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ । ভারূপঃ ভা দীপ্তিচৈতন্যস্বরূপঃ যন্ত স ভারূপঃ । সত্যসঙ্কল্পঃ সত্য্য অবিতর্কঃ সঙ্কল্পা যন্ত সৌহৃদ্যং সত্যসঙ্কল্পঃ, ন বসংসারিণ ইবানৈকান্তিকফলঃ সঙ্কল্প জৈবরশ্মেত্যর্থঃ । সংসারিণঃ অনৃতেন মিথ্যাকলঙ্কিতঃ প্রত্যাচক্ষ্য সঙ্কল্পশ্চ, মিথ্যাকলঙ্কিতঃ বক্ষ্যতি “অনৃতেন হি প্রত্যাচক্ষ্যঃ” ইতি । আকাশাত্মা ইবাত্মা স্বরূপঃ যন্ত স আকাশাত্মা । সর্বগতং সৃষ্টকং রূপাদিহীনত্বকাকালত্যাগ



ঈশ্বরশ্চ। সর্বকৰ্মা সৰ্বং বিশ্বং তেনেশ্বরেণ ক্রিয়তে ইতি জগৎ সৰ্বং কৰ্ম বশ্চ সঃ সৰ্বকৰ্মা, “স হি সৰ্বশ্চ কৰ্ত্তা” ইতি ঋতেঃ। সৰ্বকামঃ সৰ্বে কামা দোষরহিতা অন্ত্ৰেতি স সৰ্বকামঃ “ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি” ইতি শ্বতেঃ। নহু কামোহস্মীতি বচনাদিহ বহুব্রীহিৰ্ণ সম্ভবতি “সৰ্বকামঃ” ইতি। ন, কামশ্চ কৰ্ত্তব্যত্বাচ্ছন্দাদিবৎ পারার্থ্যপ্রসঙ্গাচ্চ দেবশ্চ; তস্মাৎ যথেষ্ট সৰ্বকাম ইতি বহুব্রীহিস্থখা কামোহস্মীতি শ্বত্বার্থো বাচ্যঃ। সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বে গন্ধাঃ সুখকরা অশ্চ সোহয়ং সৰ্বগন্ধঃ, “পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ” ইতি শ্বতেঃ। তথা ব্রহ্মা অপি বিজ্ঞেয়াঃ; অপুণ্যগন্ধ-রসগ্রহণশ্চ পাপপুণ্যদ্বন্দ্বনিমিত্তবশ্রবণাৎ; “তস্মান্তেনোভয়ং জিহ্বতি সুরতি চ দুৰ্গন্ধি চ, পাপপুনা ছেষ বিদ্ধঃ” ইতি ঋতেঃ। ন চ পাপপুণ্যসংগং ঈশ্বরশ্চ, অবিজ্ঞাদিদোষশ্চাপ্যপত্তেঃ। সৰ্বমিদং জগদভ্যাত্তোহভিব্যাপ্তঃ। অততের্যাপ্ত্যর্থশ্চ কৰ্ত্তরি নির্ভা। তথা অবাকো উচ্যতে অনয়েতি বাক্ বাগেব বাকঃ; যদা বচেষ্যেত্যস্ত করণে বাকঃ, স বশ্চ বিজ্ঞতে স বাকী, ন বাকী অবাকী; বাক্প্রতিষেধশ্চাত্রোপলক্ষণার্থঃ; গন্ধরসাদিশ্রবণাৎ ঈশ্বরশ্চ প্রাপ্তানি জ্ঞানাদীনি করণানি গন্ধাদিগ্রহণায়, অতো বাক্-প্রতিষেধেন প্রতিবিধ্যন্তে তানি, “অপাণিপাদো অবনো গ্রহীতা পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শূণ্যাত্যকর্ণঃ” ইত্যাদিমদ্রবণাৎ। অনাদরোহসম্ভবঃ, অপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌ হি সম্ভবঃ শ্রাদনাপ্তকামশ্চ, ন দ্বাপ্তকামত্বান্নিত্যত্বশ্চৈশ্বরশ্চ সম্ভবমোহন্তি কচিৎ। ২।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই ক্রতু কিরূপে উপাসনা করিবে? মনোময় অর্থাৎ মনোবহুল, ইহা দ্বারা মনন অর্থাৎ চিন্তা করা যায় বলিয়া ইহার নাম মন; এই মন নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ব্যাপার দ্বারা বিষয়ে অর্থাৎ মননীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই মনের দ্বারাই পুরুষ তন্ময় অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হইতে পারে। প্রবৃত্তির ত্রায় নিবৃত্তও হয়, অর্থাৎ পুরুষের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়ই মনের অধীন, এবং এই জ্ঞাই পুরুষ তৎপ্রায় অর্থাৎ মনোবৃত্তিপ্রধান। (তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা স্বভাবতই উদাসীন, তাঁহার কোন বিষয়ে প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, মনের সাহায্যেই তাঁহার সর্বক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এজন্য মনের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিতেই তাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, স্বতন্ত্রভাবে আত্মার প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, বরঞ্চ মনের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-সহযোগেই আত্মার উপলব্ধি হয় বলিয়া জীবাত্মাকে এ স্থানে “মনোময়ঃ” বলা হইয়াছে) অতএব প্রাণশরীর অর্থাৎ প্রাণ অর্থাৎ বিজ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই দুইটি শক্তির সহিত সংযুক্ত লিঙ্গশরীর, শ্রুতি আছে “বাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, আর বাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ” সেই প্রাণই বাহার শরীর, তিনি প্রাণশরীর; শ্রুতিবিশেষে আছে “মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা অর্থাৎ পরিচালক।” ভারূপ, ভাশব্দের অর্থ চৈতন্যরূপ দীপ্তি, তাহাই বাহার রূপ, তিনিই ভারূপ অর্থাৎ জ্যোতির্ময়। সত্যসকল বাহার সকল অর্থাৎ অধ্যবসায় কখনই মিথ্যা



হয় না, তিনিই সত্যসঙ্কর অর্থাৎ দৃঢ় অধ্যবসায়সম্পন্ন, সংসারী ব্যক্তিরূপে  
 যেমন অনৈকান্তিক ফল অর্থাৎ নিশ্চিতফলদ নহে, ঈশ্বরের সঙ্কর সেরূপ  
 কারণ, সংসারীদিগের সঙ্কর মিথ্যাকলের অর্থাৎ বৈফল্যের হেতুরূপ মিথ্যা  
 সংসৃষ্ট থাকে, এই জন্তই তাহা বিফল হয় ; ইহা “মিথ্যার সহিত সংসৃষ্ট” এই  
 পরেও বলিবেন। আকাশা আ শব্দে আকাশের ত্রায় বাহার আ আ বা  
 তিনিই আকাশা আ অর্থাৎ আকাশ যেমন সর্বব্যাপী, সূক্ষ্ম ও রূপরসাদিকি  
 ঈশ্বরও সেইরূপ। সর্বকর্মা সমস্ত বিশ্ব এই ঈশ্বর-কর্তৃক নির্মিত, অতএব  
 সমস্ত জগৎই বাহার কর্ম, তিনিই সর্বকর্মা, শ্রুতিবাক্যও আছে, “তিনিই  
 বিশ্বের কর্তা।” সর্বকাম—বাহার সমস্ত কাম অর্থাৎ অভিলাষ নির্দোষ, তিনি  
 সর্বকাম, স্মৃতিও বলিয়াছেন—“ভূত-সমূহের মধ্যে আমি ধর্মের অবিকল্প  
 ধর্মসঙ্গত বা নির্দোষ কামরূপে অবস্থিত।” এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, ই  
 যখন “আমিই কামস্বরূপ” এইরূপ উক্তি আছে, তখন “সমস্ত কাম বাহার” এই  
 বহুব্রীহি সমাস এ স্থানে সম্ভব হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন  
 তাহা হইবে না, বহুব্রীহি সমাসই হইবে, কারণ, কাম যখন কর্তব্য অর্থাৎ  
 যন্ত্র-সহকারে তাহা পূরণ করিতে হয়, তখন সাধারণ শব্দের ত্রায় সেই যন্ত্র  
 কামস্বরূপ বলিলে তাঁহাতে পরার্থতাপ্রসক্তি অর্থাৎ পরাধীনতারূপ দোষ দৃষ্ট  
 হইতে পারে, অতএব এ স্থানে সর্বকাম শব্দটি যেমন বহুব্রীহি সমাস-নিষ্ক  
 হইয়াছে, গীতোক্ত “কানোহস্মি” শব্দটির অর্থও সেইরূপই হইবে। সর্বগন্ধ  
 কর বাহা কিছু গন্ধ, সে সমস্তই বাহার আছে, তিনিই সর্বগন্ধ, যে হেতু গীতা  
 বলা হইয়াছে “পৃথিবীতে আমিই পবিত্র গন্ধস্বরূপ।” সর্বরস শব্দের অর্থও  
 রূপই জানিবে, অর্থাৎ সুখকর সমস্ত রসই বাহাতে আছে, তিনিই সর্বরস, যেন  
 শাস্ত্রে দেখা যায় যে, পাপদম্বন্ধ-বশতই অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিই অপবিত্র গন্ধ ও  
 অর্থাৎ দুর্গন্ধ ও বিশ্বাদ্রব্য উপভোগ করে, শ্রুতি আছে—“যে হেতু এই  
 পাপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, এ জন্ত ত্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধি দুর্গন্ধি  
 গন্ধই আশ্রয় করে।” কিন্তু ঈশ্বরে কোন পাপ-সংস্পর্শ হইতে পারে না, বা  
 তাঁহাতে অবিচ্ছাদি দোষ থাকা সম্ভব হইতে পারে না। এই সমস্ত জগতে  
 অভ্যাস্ত অর্থাৎ অভিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ব্যাপ্তি-অর্থক ‘অত’ ধাতুর উ  
 কর্তৃবাচ্যে নিষ্ঠা। তিনি অবাকী, বাহা দ্বারা বলা যায়, তাহাই বাক, বাক  
 বাক, অথবা ‘বচ’ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয়ে বাক শব্দ  
 হইয়াছে। বাক বাহার আছে, তিনি বাকী, অবাকী অর্থাৎ যে বাকী নহে, বা  
 বাহার বাগিঞ্জিয় নাই, তিনিই অবাকী। এ স্থানে যে তাঁহার বাগিঞ্জিয়ের



করা হইয়াছে, তাহা অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয়নিষেধেরও উপলক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক। সর্বগন্ধ সর্বরস এই কথা বলায় ঈশ্বরেরও গন্ধ রস ইত্যাদি অনুভবের নিমিত্ত জ্ঞাণাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ আছে, এইরূপই বুঝায়, এ অশ্রু বাগিন্দ্রিয়ের প্রতিষেধের দ্বারা জ্ঞাণাদি ইন্দ্রিয়েরও প্রতিষেধ করা হইল। মন্ত্রবর্ণেও আছে “হস্তপদশূত্র হইলেও তিনি ক্ষতগামী ও গৃহীতা, চক্ষু না থাকিলেও দর্শন, কণ্ঠ না থাকিলেও শ্রবণ করেন” ইত্যাদি। অনাদর অর্থাৎ সম্মম বা ভ্রাবিবর্জিত। যে ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয় নাই, সেই ব্যক্তিরই অপ্রাপ্ত জব্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সম্মম অর্থাৎ ভ্রাবা বা আগ্রহ হয়, কিন্তু পূর্ণকাম অতএব সর্বদাই সন্তুষ্ট ঈশ্বরের কোন বিষয়েই সম্মম হইতে পারে না ॥ ২ ॥

এষ ম আত্মাহন্তুর্হৃদয়েহণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্রামাকাদ্বা শ্রামাকতণ্ডুলাদ্বা। এষ ম আত্মাহন্তুর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও, অথবা যব অপেক্ষাও, অথবা সর্ষপ অপেক্ষাও, অথবা শ্রামাক অপেক্ষাও, অথবা শ্রামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও অতিশয় ক্ষুদ্র। আমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত এই আত্মা পৃথিবী অপেক্ষাও অতিশয় মহান, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও অতিশয় মহান, দ্ব্যলোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান, অধিক কি বলিব, এই সমস্ত লোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান ॥৩॥

**শাক্তব্রাহ্মণ্যম্।**—এষ যথোক্তগুণো মে মমাত্মা অন্তহৃদয়ে স্বরসপুণ্ডরীকস্তান্তর্গথে অণীয়ানুতরঃ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বেত্যাदि। অত্যন্তহৃদয়প্রদর্শনার্থং শ্রামাকাদ্বা শ্রামাকতণ্ডুলাদ্বেতি। পরিচ্ছিন্নপরিমাণাদণীয়ানিত্যুক্তেহণুপরিমাণত্বং প্রাপ্তমাশঙ্ক্য তৎ-প্রতিষেধায়াভতে, এষ মে আত্মা অন্তহৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা ইত্যাদিনা। জ্যায়ঃ-পরিমাণাচ্চ জ্যায়ত্বং দর্শয়ন্নন্তপরিমাণত্বং দর্শয়তি “মনোময়ঃ” ইত্যাদিনা “জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ” ইত্যন্তেন ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হৃৎকমলের অভ্যন্তরস্থ পূর্বোক্ত গুণ-সম্পন্ন আমার এই আত্মা ব্রীহি যব শ্রামাক অর্থাৎ হৃদয় তৃণধাতুবিশেষ, শ্রামাকতণ্ডুল অর্থাৎ উক্ত ধাতুর তণ্ডুল অপেক্ষাও অতিশয় অণু অর্থাৎ হৃদয়। এই আত্মা অত্যন্ত হৃদয়, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত ব্রীহি-যবাদির দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। ব্রীহি প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ জব্য অপেক্ষাও অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই কথা বলায় আত্মা অণুপরিমিত এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত পুনরায় বলিতেছেন—আমার



হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত এই আত্মা পৃথিবী ইত্যাদি অপেক্ষাও জ্যায়মান অতিশয় মহান্। পৃথিবী প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুর পরিমাণ স্বভাবতই অসীমহং, তাহা অপেক্ষাও আত্মার মহত্ত্ব নির্দেশ করায় ‘মনোময়’ ইত্যাদি হৃদয় আরম্ভ করিয়া ‘এই সমস্ত লোক হইতেই মহান্’ এই পর্য্যন্ত বাক্যের আত্মার অনন্তপরিমাণত্বই দেখান হইতেছে ॥ ৩ ॥

সর্বকর্মা, সর্বকামঃ, সর্বগন্ধঃ, সর্বরসঃ, সর্ববিভ্যাসঃ, অবাকী, অনাদর এষ ম আত্মা অন্তর্হৃদয় এতদ্বৎ এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মাতি, যন্ত স্মাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়-প্রপাঠকে চতুর্দশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, এই সমস্ত হৃদয় অভিব্যাপ্ত, বাগাদি ইন্দ্রিয়রহিত ও অনাদর অর্থাৎ পূর্বকাম বা নিশ্চয় আত্মা আনার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন। ইনিই ব্রহ্ম। ইহলোক হৃদয় প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ পরলোকে গমন করিয়া ইহাকেই সমাগ্ভাবে প্রাপ্ত হইয়া যাহার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় আছে, এ বিষয়ে যাহার কোনরূপ সন্দেহই নাই শাণ্ডিল্য-ঋষি বলেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—যথোক্তগুণলক্ষণ ঈশ্বরো ধ্যেয়ঃ, ন তু তত্ত্বমসি এব, যথা “রাজপুরুষমানয় চিত্তগুণ বা” ইত্যুক্তে ন বিশেষণশ্রাপ্যানয়নে ব্যক্তিগতত্বমিহাপি প্রাপ্তম্, অতন্ত্বমিবৃত্যর্থং সর্বকর্মেত্যাদি পুনর্বচনম্। তস্মান্ননোবদ্যং গুণবিশিষ্ট এব ঈশ্বরো ধ্যেয়ঃ। অতএব বর্ষ-সপ্তময়োবিব “তত্ত্বমসি” “আত্মোহসি সর্বম্” ইতি নেহ স্বারাজ্যেহতিবিকৃতি, “এষ ম আত্মতত্ত্বব্রহ্ম এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি” ইতি লিঙ্গাৎ। ন স্বাত্মশব্দেন প্রত্যগাঠন্যবোচ্যতে, “মম” ইতি স্বার্থস্বত্বার্থপ্রত্যয়কত্বাৎ “এতমভিসম্ভবিতাস্মি” ইতি চ কর্মকর্তৃত্বনির্দেশাৎ। নমু যদ্যপি “অথ সম্পত্তে” ইতি সংসম্পত্তে: কালান্তরিতত্ত্বং দর্শয়তি; ন, আরবক্ষসংস্কারশব্দবিহীন পরত্বাৎ ন কালান্তরিতার্থতা; অত্থা “তত্ত্বমসি” ইত্যেতদ্ব্যর্থত্বাৎ বাধপ্রসঙ্গাৎ। বচনশব্দশ্চ প্রত্যগর্থকঃ “সর্বং বদ্বিদং ব্রহ্ম” ইতি চ প্রকৃতম্, “এষ ম আত্মতত্ত্বব্রহ্ম এতদ্ব্রহ্ম” ইত্যুচ্যতে, তথাহ্যপ্যন্তর্দানমীষদপরিত্যজ্যৈবতমাত্মানমিতোহস্মাদ্ভ্যাসীতি প্রেত্যাভিসম্ভবতাস্মিত্যুক্তম্। যথাক্তরূপশ্রাব্যনঃ প্রতিপত্তাহস্মীতি বর্ষত্বমসি স্মাদ্ভ্যাসীতি সত্যম্, এবং স্মাহং প্রেত্যাৎ ন স্মামিতি, ন চ বিচিকিৎসাস্তীতি



ইত্যোতশ্চিরার্থে ক্রতুফলসম্বন্ধে স তথৈবেশ্বরভাবঃ প্রতিপদ্যতে বিদ্বান্, ইত্যোতদাহ শ্রু  
উক্তবান্ কিল শান্তিল্যো নাম্যিঃ । দ্বিরভ্যাস আদ্যার্থঃ । ৪ ।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকঃ চতুর্দশখণ্ডভাষ্যম্ । ১৪ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বোক্ত গুণ-সমূহই বাহার লক্ষণ, সেই  
ঈশ্বরকেই কেবল ধ্যান করিবে, কিন্তু সেই সেই গুণ-বিশিষ্টরূপে অর্থাৎ সেই সেই  
গুণের সঙ্গে তাঁহাকে একীভূত করিয়া ধ্যান করিবে না। যেমন “রাজপুরুষকে  
অর্থাৎ রাজার কর্মচারীকে অথবা বাহার বিচিত্র বর্ণ-বিশিষ্ট গরু আছে, তাহাকে  
আনয়ন কর” এই কথা বলিলে বিশেষণ অর্থাৎ রাজা বা গরুকে আনয়ন করিতে  
কেহ ব্যাপৃত হয় না, কেবল সেই ব্যক্তিকেই আনয়নে প্রবৃত্ত হয়, এ স্থানেও সেইরূপ  
হওয়াই সম্ভাবনা ছিল, এ জন্ত তাহা নিষেধের নিমিত্তই এ স্থানে সর্বকর্মা ইত্যাদি  
বিশেষণগুলির পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে ; ইহা দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, ঈশ্বরকে  
মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই অর্থাৎ ঐ সমস্ত গুণের সহিত তাঁহাকে একীভূত  
করিয়াই ধ্যান করিবে। এই জন্তই অর্থাৎ উপাসনার সগুণত্ব-নিবন্ধনই এ স্থানে ষষ্ঠ  
ও সপ্তম অধ্যায়ে কথিত “তৎ ত্বমসি” “আত্মবেদং সর্বম্” ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত  
উপাসককে স্বরাজ্যে অর্থাৎ স্বরাড়-ভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে অভিষিদ্ধিত  
অর্থাৎ প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই ; কারণ, “ইহাই আমার আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম,  
এই লোক হইতে প্রস্থান করিয়া এই ব্রহ্ম বা আত্মাকে প্রাপ্ত হইব” এই সমস্ত শ্রুতি  
হইতেই উহা জানা যাইতেছে। এ স্থানে ‘আত্মা’ এই শব্দে প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ  
জীবাত্মাকে বলা হয় নাই, কারণ, “মম” অর্থাৎ আমার এই ষষ্ঠী বিভক্তি জীবের  
সহিত আত্মার সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে। তাৎপর্য এই যে, এই আত্মা  
জীবাত্মা হইলে ‘আমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত এই আত্মা’ এরূপ উক্তি  
সংলগ্ন হয় না, আমার অর্থই ত জীবের। কায়েই ‘মম’ ও ‘আত্মা’ এই দুইটি  
পদার্থ অভিন্ন হইতে পারে না। আরও দেখ, ‘এতন্ম অভিসমুদিতান্মি’ এই  
আত্মাকে প্রাপ্ত হইব, এ স্থানে জীবের কর্তৃত্ব ও আত্মার কর্মত্ব নির্দেশ করায়ও ‘মম’  
ও ‘আত্মা’ এক পদার্থ হইতে পারে না। আচ্ছা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত বলা হইয়াছে  
‘অথ সম্পৎস্ত্রে’ অর্থাৎ দেহত্যাগান্তে আমি সংস্কররূপে প্রাপ্ত হইব, ইহা দ্বারা ত  
কালান্তরেই সদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি দেখান হইয়াছে? এই আপত্তি  
উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসার নিমিত্ত বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না ;  
কারণ, ঐ বাক্যের অর্থ কালান্তরে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি নহে, উহার উদ্দেশ্য হইতেছে—  
আরও কর্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি প্রতিপাদন করা। তাহা না হইলে  
“তৎ ত্বমসি” অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম, এই বাক্যের যে অর্থ, তাহা বাধিত হয় অর্থাৎ



অসম্ভবত হয় না। যদিও 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই বাক্য  
 আশ্রমকে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে, এবং 'আমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত এই ব্রহ্ম  
 ইনিই ব্রহ্ম' এই বাক্য তাহার পোষণ করিতেছে, তথাপি অন্তর্ধান  
 আবরণকে কিঞ্চিন্মাত্রও পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ অত্যন্তকালেরও  
 স্বীকার না করিয়া 'এই শরীর হইতে প্রস্থান করিয়া এই আত্মাকে প্রাপ্ত  
 এইরূপ বলা হইয়াছে। ক্রতুর অনুরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইব, যে আত্মকি  
 এইরূপ সত্য জ্ঞান অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস থাকে 'আমি পরলোকে গমন করিয়া  
 হইব, এরূপ কখনই হইব না' এইরূপ স্থির বিশ্বাস ও তাহাতে অর্থাৎ ক্রতু-কর্ম  
 কোনরূপ সংশয় না থাকে, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ঈশ্বরভাব লাভ  
 অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন, শাণ্ডিল্য নামক ঋষি এই প্রকার বলিয়া  
 উপাসনা-বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শনের নিমিত্তই শাণ্ডিল্যের নাম দ্বিধার  
 হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধো ন জীৰ্যতি, দিশোহস্র  
স্রক্তয়ো গৌরশ্চোত্তরং বিলং, স এষ কোষো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্ব-  
মিদং শ্রিতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—এই যে কোশ অর্থাৎ ধনাদি রাশিবার আধারভূত কোশের  
জায় এই যে ভুবনকোশ, অন্তরিক্ষই ইহার উদর বা মধ্যবর্তী ছিদ্র, ভূমি অর্থাৎ  
পৃথিবী ইহার বহু অর্থাৎ গোলাকার নিম্নভাগ, ইহা কখনই বিনষ্ট হয় না। দিক্-  
সমূহ ইহার শক্তি অর্থাৎ কোণস্বরূপ, ছ্যালোক ইহার উর্দ্ধভাগস্থ রন্ধ্র। সেই এই  
কোশ বসুধান অর্থাৎ জীবের কর্মফলরূপ বসু বা ধন ইহাতেই নিহিত থাকে,  
ইহাতে সমস্ত বিশ্ব আশ্রিত অর্থাৎ ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত  
আছে ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—অশ্ব কুলে বীরো জায়তে ইত্যুক্তম্; ন বীরম্নয়মাত্রঃ  
পিতৃজ্ঞাণায় “তস্মাৎ পুত্রমমুশিষ্টং লোক্যমাহঃ” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অতস্তদীর্ঘায়ুঃ  
কথা ত্যাৎ? ইত্যেবমর্থং কোশবিজ্ঞানারম্ভঃ। অভ্যর্হিতবিজ্ঞানব্যাসঙ্গাদনস্তরমেব নোক্তং,  
তদিদানীমেবারভ্যতে। অন্তরিক্ষমুদরম্ অন্তঃসুবিং যশ্চ সোহয়মন্তরিক্ষোদরঃ, কোশঃ  
কোশ ইবানেকধর্মসাদৃশ্যাৎ কোশঃ; স চ ভূমিবুধঃ ভূমিবুধো মূলং যশ্চ স ভূমিবুধঃ,  
ন জীৰ্যতি ন বিনশতি, ত্রৈলোক্যাত্মকত্বাৎ। সহস্রযুগকালাবস্থায়ী হি সঃ। দিশো  
হস্র সর্বাঃ স্রক্তয়ঃ কোণাঃ, দ্যৌরশ্চ কোশশ্চোত্তরমূর্দ্ধং বিলং, স এষ যথোক্তগুণকোশঃ  
বসুধানঃ বসু ধীযতেহস্মিন্ প্রাণিনাং কর্মফলাখ্যমতো বসুধানঃ। তস্মিন্শ্রুতর্কিণং  
সমস্তং প্রাণিকর্মফলং সহ তৎসাধনৈরিদং বদগৃহ্যতে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ, শ্রিতমশ্রিতং,  
হিতমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইত্যগ্রে কথিত হইয়াছে যে, যিনি ব্রহ্ম-  
বিৎ হন, তাঁহার বংশে বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু কেবল বীর পুত্র জন্মগ্রহণ  
করিলেই পিতৃলোকের পরিভ্রাণ হয় না, শ্রুতিবিশেষ হইতে জানা যায় যে, “অতএব  
অমুশিষ্ট অর্থাৎ সহপদে প্রাপ্ত পুত্রকেই লোক্য অর্থাৎ লোকহিতকর বা স্বর্গাদি-  
লোকপ্রাপক বলিয়া থাকে। অতএব সেই বীর পুত্র কিরূপে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে  
পারেন, এই বিষয় আলোচনা করার নিমিত্তই এই কোশবিজ্ঞান আরম্ভ করিতেছেন।  
অভ্যর্হিত অর্থাৎ সর্বলোকসমাদৃত অতএব উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানের আলোচনায় আসক্ত



ধাকায় ঐ শ্রুতির অব্যবহিত পরেই কোশবিজ্ঞান বিষয়ে কিছুই বলা হয় ন। সম্ভ্রতি তাহাই পুনরায় আরম্ভ করিতেছেন—অন্তরিক্ষই হইয়াছে বাহার উদয় ও অভ্যন্তরস্থ ছিদ্র, তাহাই অন্তরিক্ষোদর, কোশ অর্থাৎ কোশের ত্রায়, কোশের অনেকগুলি ধর্ম্মে সাদৃশ্য থাকায় ইহা কোশ-সদৃশ, ঐ কোশ ভূমিবৃক্ষ অর্থাৎ ভূমি পৃথিবী হইতেছে ইহার বৃক্ষ বা মূল। ইহা ত্রৈলোক্যাত্মক অর্থাৎ জগন্ময় বলিয়া কখনই জীর্ণ অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না। ইহা সহস্রযুগপরিমিত কাল স্থায়ী, কোন কোন ভাবে ইহা চিরদিনই বিদ্যমান আছে। পূর্বাদি-দিক্-সমূহ ইহার সমস্ত বস্তু স্বরূপ। দ্ব্যলোক এই কোশের উত্তর অর্থাৎ উর্দ্ধভাগস্থ ছিদ্র বা মুখ-স্বরূপ। পূর্ব গুণসম্পন্ন সেই এই কোশই বসুধান অর্থাৎ প্রাণিসমূহের কর্ম্মফল-নামক বসু ধন ইহাতেই নিহিত থাকে, এই জন্তই ইহাকে ‘বসুধান’ বলে। প্রত্যক্ষাদি প্রাণী পরিগৃহীত প্রাণীদিগের কর্ম্মফল ও তাহার সাধন-সমূহের সহিত এই সমস্ত উক্ত কোশের অভ্যন্তরে আশ্রিত অর্থাৎ অবস্থিত আছে ॥ ১ ॥

তস্মা প্রাচী দিগ্জুহূর্নাম, সহমানা নাম দক্ষিণা, রাজ্ঞী প্রতীচী, স্তুভ্রতা নামোদীচী, তাসাং বায়ুর্বৎসং, স য এতমে বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ, ন পুত্ররোদৎ রোদিতি, সোহহমেতমে বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ, মা পুত্ররোদৎ রুদম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই কোশের পূর্বদিকের নাম জুহু অর্থাৎ পূর্ব পাত্রবিশেষ। দক্ষিণদিকের নাম সহমানা, পশ্চিমদিকের নাম রাজ্ঞী, উত্তরদিকের নাম স্তুভ্রতা। বায়ু সেই দিক্‌সমূহের বৎসস্বরূপ। যে কোন ব্যক্তি এই বায়ু এইরূপ ভাবে দিক্‌সমূহের বৎস বলিয়া জানেন, তিনি কখন পুত্রের জন্ম করেন না অর্থাৎ তাঁহাকে সম্ভাবনের মৃত্যুজনিত-শোকে রোদন করিতে হয় না। আমিও দিক্‌সমূহের বৎসস্বরূপ এই বায়ুকে পূর্বোক্তরূপে জানি, অতএব আমার যেন কখন পুত্রশোকে রোদন করিতে না হয় ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্।—তস্যাস্য প্রাচী দিক্ প্রাগ্গতো ভাগো জুহুর্নাম জুহুতস্যাস্য দিশি কশ্মিনঃ প্রাণুধাঃ সন্ত ইতি জুহূর্নাম। সহমানা নাম—সহজবসু পাপকর্ম্মফলানি বসুপুধ্যাঃ প্রাণিন ইতি সহমানা নাম দক্ষিণা দিক্। তথা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী পশ্চিমা দিক্, রাজ্ঞী—রাজ্ঞা বরুণেনাধিষ্ঠিতা, সন্ধ্যারাগযোগাধা। স্তুভ্রতা নাম ভূতিমন্তিরীশ্বরকুবেরাদিভিরধিষ্ঠিতাং স্তুভ্রতা নামোদীচী। তাসাং দিশাং বায়ুর্বৎসং দিগ্জাতত্বাঘায়াঃ, পুরোবাত ইত্যাদিদর্শনাৎ। স যঃ কচ্চিৎ পুত্রদীর্ঘজীবিতার্থং যথোক্তগুণং বায়ুং দিশাং বৎসমমৃতং বেদ, স ন পুত্ররোদৎ পুত্রনিমিত্তং রোদনং ন রোদতি



পুত্রো ন ত্রিষতে ইত্যর্থঃ । যত এবংবিশিষ্টং কোশদ্বিগ্ধংসবিসয়ং বিজ্ঞানম্, অতঃ সোহহং  
পুত্রজীবিতার্থী এবমেতৎ বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ জানে ; অতঃ পুত্ররোদং মা কৃদং পুত্র-  
মরণনিমিত্তং রোদো মম মা ভূদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বশ্রুতিতে দিক্‌সকলকে কোশের  
কোণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অধুনা তাহাদিগের অবাস্তরবিভাগ বিবৃত হই-  
তেছে।—সেই কোশের যে পূর্বদিক্‌স্থিত বিভাগ আছে, তাহার নাম “জুহু”,  
ঐ ভাগেই সাধক-সকল পূর্বাশ্রে বসিয়া হোম করিয়া থাকেন, এই জ্ঞত ইহা জুহু  
নামে অভিহিত । ঐ কোশের যে দক্ষিণদিক্‌স্থিত বিভাগ, তাহাকে সহমানা  
বলে । এই দিকে প্রাণীরা যমপুরে পাপকর্মের ফল সকল সহ করিয়া থাকে,  
এই জ্ঞত ইহাকে “সহমানা” বলে । ইহার যে পশ্চিমদিক্‌স্থিত বিভাগ আছে,  
তাহার নাম “রাজী”, রাজা বরণ-কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া অথবা সন্ধ্যারাগ  
অর্থাৎ সন্ধ্যাকালীন লোহিতবর্ণের সহিত সংযুক্ত বলিয়া ইহাকে রাজী বলে ।  
আর উক্ত কোশের যে উত্তরদিক্‌স্থিত বিভাগ আছে, তাহাকে “সুভূতা” বলে ।  
বিভূতিমান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঈশ্বর শিব ও কুবেরাদি-কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া  
ইহার নাম সুভূতা । বায়ু ঐ দিক্‌সমূহের বৎস-স্বরূপ, কেন না, দিক্‌সকল  
হইতেই বায়ু উৎপন্ন হয়, এবং বায়ুকে ‘পুরোবাত’ ইত্যাদি নামেও উল্লেখ  
করিতে দেখা যায় ; সুতরাং বায়ু দিক্‌সকলের বৎসরূপে বর্ণিত হইয়াছে । যে  
কোন ব্যক্তি পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া দিক্‌সমূহের বৎসস্বরূপ উক্তরূপ গুণ-  
সম্পন্ন বায়ুকে অমৃত বলিয়া জানেন, তিনি কখনও পুত্রের জ্ঞাত ক্রন্দন করেন না,  
অর্থাৎ কদাচ তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয় না । যে হেতু, কোশের এই দিক্‌বৎস-  
বিষয়ক বিজ্ঞানটি এইরূপ বিশিষ্ট-ফলপ্রদ, সেই জ্ঞাত পুত্রের দীর্ঘজীবন-কামনায়  
দিক্‌সমূহের বৎসস্বরূপ এই বায়ুকে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া আমি জানি, অতএব  
আমাকে যেন কখনও পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকে রোদন করিতে না হয় ॥ ২ ॥

অরিশ্ঠং কোশং প্রপতেহমুনাহমুনাহমুনা, প্রাণং প্রপতেহমুনা-  
হমুনাহমুনা, ভূঃ প্রপতেহমুনাহমুনাহমুনা, ভুবঃ প্রপতেহমুনা-  
হমুনাহমুনা, স্বঃ প্রপতেহমুনাহমুনাহমুনা ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত অবিদ্যময় পূর্বোক্ত কোশের  
শরণাপন্ন হইতেছি । পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি ।  
পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি । পুত্রের দীর্ঘায়ুর  
নিমিত্ত ভুবলোকের শরণাপন্ন হইতেছি । পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত স্বর্গলোকের



শরণাপন্ন হইতেছি। ‘অমুনা’ এই শব্দটি তিনবার বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাণের সমস্ত পুত্রের নামটি তিনবার উচ্চারণ করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—অরিষ্টমবিনাশিনং কোশং যথোক্তং প্রপত্তে প্রপত্তে পুত্রায়ুৰ্বে। অমুনাঃমুনাঃমুনেতি ত্রিনাম গৃহাতি পুত্রস্য। তথা প্রাণং প্রপত্তেহমুনাঃমুনাঃমুনাঃ, ভূঃ প্রপত্তেহমুনাঃমুনাঃমুনাঃ, ভুবঃ প্রপত্তেহমুনাঃমুনাঃমুনাঃ, স্বঃ প্রপত্তেহমুনাঃমুনাঃমুনাঃ, সৰ্ব্বত্র প্রপত্তে ইতি ত্রিনাম গৃহাতি পুনঃ পুনঃ। ৩।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আমি আমার পুত্রের আমার পুত্র আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু জন্ত যথোক্ত গুণসম্পন্ন অবিনাশি কোশের শরণাপন্ন হইতেছি। ‘অমুনা অমুনা অমুনা’ তিনবার বলার উদ্দেশ্য এই যে—পুত্রের তিনবার উচ্চারণ করিতে হইবে। সেইরূপ আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি। আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত ভূনোকের শরণাপন্ন হইতেছি। আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত ভুবনোকের শরণাপন্ন হইতেছি। আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু হইবার নিমিত্ত স্বৰ্গলোকের শরণাপন্ন হইতেছি। সৰ্ব্বস্থলেই ‘প্রপত্তে’ অর্থাৎ শরণাগত হইতেছি—এই কথা তিনবার করিয়া পুনঃ পুনঃ পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে হয় ॥ ৩ ॥

স যদবোচং প্রাণং প্রপত্তে ইতি, প্রাণো বা ইদং সৰ্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ, তমেব তৎ প্রাপৎসি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—সেই আমি যে বলিয়াছি “প্রাণের শরণাপন্ন হইয়াছি এই সংসারে বাহ্য কিছু দেখা যায়, সমস্তই প্রাণ, এই জন্তই সেই প্রাণের শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৪ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—স যদবোচং প্রাণং প্রপত্তে ইতি ব্যাখ্যানার্থমুপগম্য প্রাণো বা ইদং সৰ্বং ভূতং যদিদং জগৎ। “যথা বা অরা নাভো” ইতি বক্ষ্যতি; তমেব সৰ্বং তৎ, তেন প্রাণপ্রতিপাদনে প্রাপৎসি প্রপন্নোহভূবম্। ৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই যে আমি বলিয়াছি “প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি,” তাহারই ব্যাখ্যার নিমিত্ত ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। যে সমস্ত ভূত অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান এই যে জগৎ, এ সমস্তই প্রাণস্বরূপ। পরে বলিয়া—“নাভি অর্থাৎ রথচক্রের ছিদ্রে যেমন অন্ন অর্থাৎ শলাকা-সমূহ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ এই প্রাণের শরণাপন্ন হইয়াছি, তাহাতেই তদাত্মক সমস্ত জগতেরই শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৪ ॥



পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৪৯

অথ যদবোচং ভূঃ প্রপত্তে ইতি, পৃথিবীং প্রপত্তে, অন্তরিক্ষং  
প্রপত্তে, দিবং প্রপত্তে ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে বলিয়াছি ‘ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি’, ইহা দ্বারা  
পৃথিবীর শরণাপন্ন হইতেছি, অন্তরিক্ষের শরণাপন্ন হইতেছি ও ছালোকের শরণাপন্ন  
হইতেছি, ইহাই বলা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—তথা ভূঃ প্রপত্তে ইতি ত্রীন্ লোকান্ ভূরাদীন্ প্রপত্তে  
ইতি তদবোচম্ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেইরূপ ‘ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি’  
এই বাক্যের দ্বারা ভুলোক প্রভৃতি তিন লোকেরই শরণাপন্ন হইতেছি, ইহাই  
বলিয়াছি ॥ ৫ ॥

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপত্তে ইতি, অগ্নিং প্রপত্তে, বায়ুং  
প্রপত্তে, আদিত্যং প্রপত্তে ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে বলিয়াছি “ভুবলোকের শরণাপন্ন হইতেছি”, ইহা  
দ্বারা অগ্নির শরণাপন্ন হইতেছি, বায়ুর শরণাপন্ন হইতেছি ও আদিত্যের শরণাপন্ন  
হইতেছি, এইরূপই বলা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপত্তে ইতি, অগ্ন্যাদীন্ প্রপত্তে  
ইতি তদবোচম্ ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর যে বলিয়াছি “ভুবলোকের শরণা-  
পন্ন হইতেছি,” তাহা দ্বারা অগ্নি প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতেছি, এই কথাই বলা  
হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অথ যদবোচং স্বঃ প্রপত্তে ইতি, ঋগ্বেদং প্রপত্তে, যজুর্বেদং  
প্রপত্তে, সামবেদং প্রপত্তে ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্ ॥ ৭ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—আর যে বলিয়াছি “স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হইতেছি”, ইহা  
দ্বারা ঋগ্বেদের শরণাপন্ন হইতেছি, যজুর্বেদের শরণাপন্ন হইতেছি ও সামবেদের  
শরণাপন্ন হইতেছি, এই কথাই বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।



**শাকরভাষ্যম্।**—অথ তদবোচ স্বঃ প্রপতে ইতি, ঋগ্বেদাদীন  
ইত্যেব তদবোচমিতি। উপরিষ্টাশ্রম্ভান্ জপেৎ, ততঃ পূর্বোক্তমজরং কোশং নতি  
যথাবৎ ধ্যাত্বা। দ্বির্বচনমাদরার্থম্। ৭।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্ত পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৫।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর যে বলিয়াছি “স্বর্গলোকের দ্বার  
পন্ন হইতেছি”, তাহা দ্বারাও ঋগ্বেদ প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতেছি, এই বলি  
বলিয়াছি। দিক্‌সমূহের বৎসস্বরূপ বায়ুর সহিত পূর্বোক্ত অজর অর্থাৎ অক  
কোশকে ধ্যান করিয়া তদনন্তর ঐ সমস্ত মন্ত্র জপ করিবে। এই উপাস  
প্রতি আদর দেখাইবার জন্য “তদবোচং তদবোচম্” এই বাক্যটি হইবার  
হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে ষোড়শঃ খণ্ডঃ

পুরুষো বাব যজ্ঞঃ, তস্য যানি চতুর্বিংশতি বর্ষানি, তৎ  
প্রাতঃসবনং, চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, গায়ত্রং প্রাতঃসবনং,  
তদস্য বসবোহবায়তাঃ, প্রাণা বাব বসবঃ, এতে হীদং সর্বং  
বাসয়ন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—পুরুষ অর্থাৎ জীবনবিশিষ্ট এই দেহই যজ্ঞস্বরূপ। তাহার  
অর্থাৎ সেই পুরুষের যে চতুর্বিংশতি বৎসর, তাহাই প্রাতঃসবন-স্বরূপ, কারণ, গায়ত্রীর  
অক্ষর-সমূহ চতুর্বিংশতিটি মাত্র, আর এই প্রাতঃসবন গায়ত্র অর্থাৎ গায়ত্রীচ্ছন্দে  
নিবদ্ধ। বসুগণ পুরুষের সেই প্রাতঃসবনে অবায়ত্ত অর্থাৎ অধিষ্ঠিত আছেন; পূর্বেও  
রলা হইয়াছে, বসুগণই প্রাতঃসবনের অধিপতি। প্রাণসমূহই অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়-  
সমূহ ও পঞ্চপ্রাণই এ স্থানে বসুগণ অর্থাৎ বসু নামেই অভিহিত হয়; কারণ,  
ইহারাই এই পুরুষে অর্থাৎ জীবিত-দেহে এই সমস্তকে বাস করাইতেছে অর্থাৎ  
সকলকেই বাস করায় ও নিজেরাও বাস করে বলিয়া ইহার “বসু” এই নামে  
অভিহিত হয় ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্য।**—পুত্রাদিষু উপাসনমুক্তং ভগবৎ। অথেনানীমান্বনো দীর্ঘ-  
জীবনায়েদমুপাসনং ভগবৎ বিদধত্তদাহ। জীবন্ হি স্বয়ং পুত্রাদিকলেন যুজ্যতে, নাত্ত-  
থেতি; অত আত্মানং যজ্ঞং সম্পাদয়তি পুরুষঃ। পুরুষো জীবনবিশিষ্টঃ, কার্যকারণ-  
সম্বন্ধে বথা প্রসিদ্ধ এব। বাবশব্দোহবধারণার্থঃ, পুরুষ এব যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। তথা হি,  
সামান্ত্রঃ সম্পাদয়তি যজ্ঞত্বম্। কথম্? তস্য পুরুষস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণ্যায়ুঃ, তৎ  
প্রাতঃসবনং পুরুষাখ্যন্ত যজ্ঞন্ত। কেন সামান্ত্রেন? ইত্যাহ, চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী  
ছন্দঃ, গায়ত্রং গায়ত্রীছন্দঃ হি বিধিযজ্ঞস্ত প্রাতঃসবনম্; অতঃ প্রাতঃসবনসম্পন্নেন  
চতুর্বিংশতিবর্ষায়ুবা যুক্তঃ পুরুষঃ; অতো বিধিযজ্ঞসাদৃশ্যং যজ্ঞঃ। তথোক্তরয়োৰপ্যায়ুযোঃ  
সবনদ্বয়সম্পত্তিঃ দ্বিষ্টবৃজগত্যক্ষরসম্বন্ধ্যাসামান্ত্রতো বাচ্য। কিঞ্চ, তদস্য পুরুষযজ্ঞস্ত প্রাতঃ-  
সবনং বিধিযজ্ঞস্তেব বসবো দেবা অবায়ত্তা অন্তগতাঃ, সবনদেবতাত্বেন স্বামিন ইত্যর্থঃ।  
পুরুষযজ্ঞেহপি বিধিযজ্ঞ ইব অগ্ন্যাদয়ো বসবো দেবাঃ প্রাপ্তাঃ, ইত্যতো বিশিনষ্টি,



প্রাণা বাব বসবো বাগাদয়ো বায়বশ্চ, তে হি যস্মাদিদং পুরুষাদি প্রাণিজাত্য  
বাসয়ন্তি । প্রাণেষু হি দেহে বসৎস্ব সর্বমিদং বসতি, নাশ্রুথা ইতি ; অতো বসনাশ্রুত  
বসবঃ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—পূর্ব্বথওে পুস্ত্রের আবুর্কর্কনকান  
আরাধনা ও জপ নিরূপণ করিয়া অধুনা স্বীয় দীর্ঘজীবনের জন্য উপাসনা ও  
বিধি নির্দেশ করিতেছেন ।—আপনি জীবিত থাকিলেই পুত্রাদি ফলে যুক্ত হই  
পারে, জীবিত না থাকিলে তাহা হয় না, অতএব পুরুষ নিজেকেই যজ্ঞ  
সম্পাদিত করিবেন । পুরুষ বলিতে এ স্থানে জীবন-বিশিষ্ট দেহধারীকেই বুঝি  
হইবে, কারণ, জীবিত ব্যক্তিই কার্য্য-কারণ-সজ্জাত বলিয়াই প্রসিদ্ধ । যখন  
'বাব' এই শব্দটি অবধারণার্থক, ইহার অর্থ হইতেছে—পুরুষই যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞর  
সম্প্রতি পুরুষের সহিত যজ্ঞের সাদৃশ্য দেখাইয়া তাহার যজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করি  
ছেন । যজ্ঞের সহিত পুরুষের সাদৃশ্য কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে  
তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পুরুষের যে চতুর্কিংশতি বৎসর আয়ু, তাহাই পুস্ত্র  
যজ্ঞের প্রাতঃসবন তুল্য । কি সাদৃশ্য দেখিয়া তাহা স্থির করা যাইতে পারে । ইহা  
উত্তরে বলিতেছেন—গায়ত্রীচ্ছন্দ চতুর্কিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট, আর বিধিযজ্ঞ অর্থাৎ  
যথাবিধি অহুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রাতঃসবনও গায়ত্রী অর্থাৎ গায়ত্রীচ্ছন্দে নিবদ্ধ, অতএব  
চতুর্কিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক পুরুষ প্রাতঃসবনসম্পন্ন অর্থাৎ প্রাতঃসবনের যথা  
সমান, অতএব বিধিবিহিত যজ্ঞের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ পুরুষই যজ্ঞ বাচ্য  
স্বরূপ । এইরূপ পরবর্তী সবনদ্বয় অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সবন ও সায়ংকালীন সবন  
জিষ্টপু ও জগতী ছন্দের অক্ষরসংখ্যার সহিত সাদৃশ্য থাকায় পরবর্তী আবুর্কর্কন  
মাধ্যন্দিন সবন ও সায়ংকালীন সবনরূপে সম্পাদিত করিতে হইবে । অতএব  
দেখ, বিধিযজ্ঞের ত্রায় এই পুরুষযজ্ঞেরও প্রাতঃসবন বহুদেবগণের  
অর্থাৎ বহুগণ প্রাতঃসবনের দেবতা বলিয়া অধিপতি অর্থাৎ বহুদেবগণের  
বিধিযজ্ঞে প্রাতঃসবনের স্বামী, তদ্রূপ এই পুরুষযজ্ঞেও তাঁহার প্রাতঃসবন  
অধীশ্বর । কিন্তু বিধিযজ্ঞের ত্রায় পুরুষযজ্ঞে বহ্যাদি বহুদেবগণ দেবতা না  
প্রাণসকল অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মুখ্য প্রাণই বহুস্বরূপ, যে প্রাণ  
তাহারাই পুরুষাদি প্রাণীদিগকে এই দেহে বাস করাইতেছে । প্রাণ  
প্রাণাদি বাস করিলেই অর্থাৎ প্রাণের অবস্থিতিতেই এই সমস্ত  
করিতে অর্থাৎ অবস্থিতি করিতে পারে, ইহার অন্তথা হইলে পারে না । প্রাণ  
বাস করে ও অপর সকলকে বাস করায় বলিয়াই প্রাণাদি বহু  
অভিহিত হয় ॥ ১ ॥



ষোড়শঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৫৩

তক্ষেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ, স ক্রয়াৎ, প্রাণা  
বসবঃ ! ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সৱনমনুসন্তনুতেতি,  
মাহং প্রাণানাং বসনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপীয়েতি, উক্লেব  
তত এত্যাগদো হ ভবতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—এই বয়সে বর্তমান সেই যজ্ঞ-পুরুষকে কোন ব্যাধি  
প্রভৃতি যদি কোনরূপ উপতপ্ত অর্থাৎ গীড়াদান করে অর্থাৎ চতুর্কিংশতি বৎসর  
বয়সের মধ্যে তাঁহার যদি কোন সাম্বাতিক গীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে  
সেই যজ্ঞ-পুরুষ পরবর্তী এই মন্ত্র জপ করিবেন—“হে প্রাণস্বরূপ বসুগণ ! তোমরা  
আমার এই প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিনসবনকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দাও। যজ্ঞ-  
স্বরূপ আমি যেন প্রাণস্বরূপ বসুগণের মধ্যেই বিলুপ্ত না হই অর্থাৎ এই চতু-  
র্কিংশতি বৎসর বয়সের মধ্যেই যেন আমি বিনষ্ট না হই” এই মন্ত্র জপ করিলেই  
সেই ব্যক্তি সেই ব্যাধি হইতে উদ্ধৃত হয় অর্থাৎ মুক্তি পায় ও নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য-  
লাভ করে ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্য।**—তক্ষেৎ যজ্ঞসম্পাদিতমেতস্মিন্ প্রাতঃসবনসম্পন্নে বয়সি  
কিঞ্চিদ্ভাষ্যাদি মরণশঙ্কারণমুপতপেৎ হঃখমুৎপাদয়েৎ, স তদা যজ্ঞসম্পাদী পুরুষঃ আত্মানং  
যজ্ঞঃ মন্তমানো ক্রয়াজ্ঞপেদিত্যর্থঃ, ইমং মন্ত্রম্ : হে প্রাণাঃ ! বসবঃ ! ইদং মে প্রাতঃসবনং  
মম যজ্ঞস্ত বর্ততে, তৎ মাধ্যন্দিনং সৱনমনুসন্তনুতেতি মাধ্যন্দিনেন সৱনেনানুষ্টা সহিত-  
মেকীভূতং সম্ভতং কুরুতেত্যর্থঃ । মা অহং যজ্ঞো যুগ্মাকং প্রাণানাং বসনাং প্রাতঃসবন-  
শানাং মধ্যে বিলোপীয় বিলুপ্যেয়াং, বিচ্ছিন্নেয়মিত্যর্থঃ । ইতি শব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ,  
অনেন জপেন ধ্যানেন চ ততস্তস্মাদুপতাপাহুদেতু্যদগচ্ছতি, উদ্যম্য বিযুক্তঃ সন্নগদো  
হ অহুপতাপো ভবত্যেব ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই যজ্ঞসম্পাদিত অর্থাৎ নিজেকে  
যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া বিবেচনাকারী পুরুষকে এই প্রাতঃসবন-সম্পন্ন বয়সে অর্থাৎ  
চতুর্কিংশতি বৎসর বয়সেই মরণশঙ্কাজনক কোনরূপ ব্যাধি প্রভৃতি যদি উপতপ্ত  
অর্থাৎ ক্রেশ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই যজ্ঞ-সম্পাদী অর্থাৎ যজ্ঞ-স্বরূপ  
বিবেচনাকারী সেই পুরুষ নিজেকে যজ্ঞস্বরূপ মনে করিয়া বলিবেন অর্থাৎ অনন্ত-  
রোক্ত মন্ত্রজপ করিবেন—“হে প্রাণস্বরূপ বসুগণ ! যজ্ঞস্বরূপ আমার এই প্রাতঃ-  
সবন অর্থাৎ প্রাতঃসবনসংসৃষ্ট চতুর্কিংশতি বৎসর বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে  
মাধ্যন্দিন সবনকে লক্ষ্য করিয়া বিস্তৃত কর অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সবনস্বরূপ যে আয়ুঃ,  
সেই আয়ুঃ সহিত একীভূত কর । যজ্ঞস্বরূপ আমি যেন প্রাতঃসবনের অধিপতি



প্রাণস্বরূপ যে তোমরা বহুগণ, এই বহুগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই অর্থাৎ তোমরা  
সহিত যেন আমি বিচ্ছিন্ন না হই, অর্থাৎ এই প্রথম বয়সেই আমাকে যেন  
আসিয়া আক্রমণ না করে।” মূলের ইতি এই শব্দটি মন্ত্র-সমাপ্তিসূচক। এই  
ধ্যানের দ্বারা সেই যজ্ঞপুরুষ সেই উপতাপ অর্থাৎ ক্রোধপ্রদ পীড়া হইতেই  
অর্থাৎ বিমুক্ত হয় ও বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই অগদ অর্থাৎ উপতাপ-মুক্ত  
নীরোগ হয় ॥ ২ ॥

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষানি, তন্মাধ্যন্দিনং সবনং, চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্, ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং, তদন্তরায়তাঃ, প্রাণা বাব রুদ্রাঃ, এতে হীদং সর্বং রোদয়ন্তি।

অনুবাদ।—আর যে চতুশ্চত্বারিংশৎ অর্থাৎ চব্বিশ বৎসরের পরকাল  
( ৪৪ ) বৎসর, অর্থাৎ অষ্টষষ্টি ( ৬৮ ) বৎসর, তাহা মাধ্যন্দিন-সবনস্বরূপ। যে  
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরবিশিষ্ট আর মাধ্যন্দিন-সবনও সেই ত্রিষ্টুপ্  
বিরচিত-মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। রুদ্রগণ সেই এই মাধ্যন্দিন-সবনে  
অধিপতি, প্রাণ-সমূহই রুদ্র, কারণ, এই প্রাণসমূহই এই সমস্ত জগৎকে  
করাইতেছে ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্।—অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষানি সন্ধানম্। রোদয়ন্তীতি প্রাণা রুদ্রাঃ। ক্রূরা হি তে মধ্যমে বয়সি, অতো রুদ্রাঃ। ৩।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর যে চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষ  
চুয়াল্লিশ বৎসর ইত্যাদির অর্থ পূর্বের ত্রায়। “রুদয়ন্তি” অর্থাৎ রোদন  
বলিয়াই প্রাণসমূহ রুদ্র, যে হেতু, প্রাণসমূহ মধ্যবয়সেই অত্যন্ত ক্রূর  
নিষ্ঠুর বা উগ্র হইয়া থাকে, এই জন্যই তাহারা রুদ্র। ভাবার্থ এই যে—পূর্ব  
চতুর্বিংশতি বর্ষ আয়ুর পর যে চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষ আয়ুঃ, তাহাই মাধ্যন্দিন-সবন  
তুল্য। কেন না, চতুশ্চত্বারিংশদক্ষর ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ও চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষ  
সাদৃশ্য আছে। ষোড়শাধিক শতবর্ষ পুরুষায়ুকে তিন ভাগে বিভক্ত  
চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষেতে মাধ্যন্দিনসবন দৃষ্টি করিবে। যথাবিধি অল্পবয়স্ক  
মাধ্যন্দিন-কর্ম্মই মাধ্যন্দিনসবন। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষ  
বিধিযজ্ঞের মাধ্যন্দিনসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্, সুতরাং মাধ্যন্দিনসবন-বিধি  
শ্চত্বারিংশদ্বর্ষ আয়ুর সঙ্গে পুরুষ যুক্ত হয়, সুতরাং বিধিযজ্ঞের সাদৃশ্য-নিবন্ধন  
যজ্ঞস্বরূপ। যে রূপ বিধিযজ্ঞের মাধ্যন্দিন-সবনে রুদ্রগণ দেবতা বলিয়া  
আছেন, তদ্রূপ এই পুরুষযজ্ঞের মাধ্যন্দিন-সবনেও রুদ্রদিগকে অঙ্গগত



অর্থাৎ রুদ্রগণ যেরূপ বিধিযজ্ঞে মাধ্যন্দিনসবনের অধিপতি, তদ্রূপ তাঁহারা এই পুরুষযজ্ঞেও মাধ্যন্দিনসবনের অধিপতি। বিধিযজ্ঞের ছায় পুরুষযজ্ঞেও রুদ্র-দিগকে প্রাণরূপে দেবতা বলিয়া লাভ করা যায়। এই সবনের প্রাণসকলই পুরুষযজ্ঞের রুদ্রদেবগণ; কেন না, যাঁহারা রোদন করান, তাঁহারা ই রুদ্র। ইহারা ই পুরুষাদি প্রাণীদিগকে মধ্যম বয়সে রোদন করাইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

\* তথৈদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ, স -ক্রিয়াৎ, প্রাণা রুদ্রাঃ ! ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তুতুতেতি । মাহং প্রাণানাং রুদ্রানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপীয়েতি । উদ্ধেব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—এই মধ্যমবয়সে বর্তমান সেই যজ্ঞপুরুষকে কোন সামাজিক ব্যাধি যদি বিশেষরূপ ক্রেশ দান করে, তাহা হইলে সেই যজ্ঞপুরুষ বলিবে অর্থাৎ পরবর্তী মন্ত্র জপ করিবে—‘হে প্রাণস্বরূপ রুদ্রগণ ! আমার এই মাধ্যন্দিনসবনকে তৃতীয়সবন অর্থাৎ সাংস্কালীন সবনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দাও। যজ্ঞপুরুষ আমি যেন প্রাণস্বরূপ রুদ্রগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই অর্থাৎ আমার চতুঃস্ফারিংশৎ বৎসর বয়সের মধ্যেই যেন আমি বিনষ্ট না হই।’ এইরূপ জপ করিলেই সেই যজ্ঞ-পুরুষ সেই উপতাগ অর্থাৎ রোগ হইতে উদ্ধৃত হয় অর্থাৎ আরোগ্য লাভ করে ও নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যলাভ করে। তাহার্থ এই যে—‘হে প্রাণস্বরূপ রুদ্রগণ ! আমি যজ্ঞরূপী, আমার মাধ্যন্দিনসবন বিজ্ঞমান আছে, অধুনা তোমরা আমাকে সাংস্ক-সবনবিহিত আয়ুর সহিত যুক্ত কর, অর্থাৎ এই আমার মাধ্যন্দিনসবন, সুতরাং আমাকে তৃতীয়-সবন বাবৎ রক্ষা কর। আমি যেন যজ্ঞরূপী হইয়া মাধ্যন্দিনসবনের অধিপতি প্রাণরূপী রুদ্রগণের মধ্যে বিচ্ছিন্ন না হই।’ এই প্রকারে ধ্যান করিলে রোগজনিত উপতাগ হইতে মুক্ত হইয়া সাধক রোগশূন্য থাকিতে পারে ॥ ৪ ॥

অথ যান্ত্রষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষানি, তৎ তৃতীয়সবনম্, অষ্টা-চত্বারিংশদক্ষরা জগতী, জাগতং তৃতীয়সবনং, তদস্বাদিত্যা অস্বায়তাঃ, প্রাণা বাবাদিত্যাঃ, এতে হীদং সর্বমাদদতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—আর যে অষ্টাচত্বারিংশৎ অর্থাৎ অষ্টষষ্টি ( ৬৮ ) বৎসরের পর আটচল্লিশ বৎসর পরমায়ু, তাহাই তৃতীয় অর্থাৎ সাংস্কালীন সবন-স্বরূপ। জগতী

\* ইহার ভাষ্য দ্বিতীয় ঋকের অনুরূপ বলিয়া পৃথক ভাষ্য না থাকায় ভাষ্যানুবাদও নাই।



নামক ছন্দ অষ্টাচস্মারিংশৎ অক্ষরবিশিষ্ট, আর তৃতীয়সবনের মন্ত্রও জগতী  
নিবদ্ধ বলিয়া অষ্টাচস্মারিংশৎ অক্ষরবিশিষ্ট। আদিত্যগণ তাহার এই তৃতীয়  
অবায়ত্ত অর্থাৎ আদিত্যগণই তৃতীয়সবনের অধিপতি। প্রাণসমূহই আদিত্য  
কারণ, ইহারাই অর্থাৎ প্রাণাদিত্য-সমূহই এই সমস্ত শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্শ্ব-সমূহ  
আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—তথা আদিত্যাঃ প্রাণাঃ। তে হীদং শব্দাদিভাষ্যম্  
অত আদিত্যাঃ। ৫।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেইরূপ প্রাণ-সমূহই আদিত্যস্বরূপ, তাহারা  
তাহারাই এই শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়-সমূহকে আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিতে  
বলিয়াই আদিত্যনামে অভিহিত হয়। পুরুষের যে অবশিষ্ট অষ্টাচস্মারিংশৎ  
তাহাই তৃতীয়সবন-তুল্য। কেন না, অষ্টাচস্মারিংশদক্ষর জগতীচ্ছন্দঃ ও অষ্টা  
রিংশদ্বর্ষ আয়ুর তুল্যতা বিদ্যমান আছে। ষোড়শাধিকশত-বর্ষ পুরুষায়ুকে জিহ্বা  
বিভক্ত করিয়া তাহার অষ্টাচস্মারিংশৎবর্ষে তৃতীয়সবন দৃষ্টি করিবে। ষষ্টি  
অনুষ্ঠায়মান যজ্ঞের সন্ধ্যাকালীন কণ্ঠই তৃতীয়সবন। জগতীচ্ছন্দঃ অষ্টাচস্মারিংশৎ  
যুক্ত এবং বিধিযজ্ঞের তৃতীয়সবনের ছন্দও জগতী, সূত্রাৎ তৃতীয়সবনসম্পন্ন  
চস্মারিংশদ্বর্ষ আয়ুর সঙ্গে পুরুষ যুক্ত হয়, সূত্রাৎ বিধিযজ্ঞের তুল্যতাবি  
যজ্ঞ-স্বরূপ। যে রূপ বিধিযজ্ঞের তৃতীয়সবনে আদিত্যবৃন্দ অনুগত আছে, সেই  
এই পুরুষযজ্ঞের তৃতীয়সবনেও আদিত্যদিগকে অনুগত জানিবে, অর্থাৎ আদিত্য  
যে রূপ বিধিযজ্ঞে তৃতীয়সবনের অধিপতি, তদ্রূপ তাহারা এই পুরুষযজ্ঞ  
তৃতীয়সবনের অধিপতি, বিধিযজ্ঞের ত্রায় এই পুরুষযজ্ঞেও আদিত্যদিগকে প্রাণ  
দেবতা বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণ-সকলই পুরুষযজ্ঞের আদিত্য দেব  
যাহারা আদান করে, তাহাদিগকেই আদিত্য কহে। শব্দসমূহ গ্রহণ অর্থাৎ শব্দ  
প্রাণের বসতি থাকিলেই শব্দাদি গ্রহণ করিতে পারা যায় ॥ ৫ ॥

তথ্যদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ, স ক্রয়াৎ, প্রাণ  
আদিত্যা! ইদং যে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি; সাধি  
প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপসীয়েতি। উদ্বৈব জ  
এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—এই বয়সে অর্থাৎ আটষষ্ঠি বৎসর বয়সের পর যে বয়সে  
বয়সে বর্তমান এই যজ্ঞপুরুষকে কোন সাম্ভাবিতিক ব্যাধি যদি বিশেষরূপে উপস্থিত  
অর্থাৎ ক্লেশ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই যজ্ঞপুরুষ পরবর্তী মন্ত্র জপ করিয়া



ষোড়শঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৫৭

“হে প্রাণস্বরূপ আদিত্যগণ ! আমার এই তৃতীয়সবন আয়ু অর্থাৎ এক শত ষোড়শ বৎসর পরমায়ু সমাপ্ত কর অর্থাৎ পূর্ণ কর। যজ্ঞপুরুষ আমি যেন প্রাণ-স্বরূপ আদিত্যগণের মধ্যেই বিলুপ্ত না হই অর্থাৎ আমার এক শত ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পরমায়ু পূর্ণ হইবার পূর্বেই যেন আমি মৃত্যুমুখে পতিত না হই।” এই মন্ত্র জপ করিলে সেই উপতাপ হইতে উদ্ধৃত অর্থাৎ বিমুক্ত হয় ও বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করে ॥ ৬ ॥

**শাক্তব্রতাসম্ম**।—তৃতীয়সবনমায়ুঃ ষোড়শোত্তরবর্ষশতং সমাপয়ত, অমু-  
সমুত্তর যজ্ঞঃ সমাপয়তেত্যর্থঃ । সমানমন্ত্ৰঃ ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—তৃতীয়সবন আয়ু অর্থাৎ এক শত ষোড়শ বৎসর পরিমিত পরমায়ু সমাপ্ত কর অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপ্ত কর অর্থাৎ পূর্ণ হইতে দাও। অপরাপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্বেকৃত ব্যাখ্যার সমান। তাব এই যে—“হে প্রাণরূপী আদিত্যগণ ! আমি যজ্ঞরূপী, আমার তৃতীয়সবন বিত্তমান আছে, তোমরা আমাকে এই তৃতীয়সবনবিহিত আয়ুর সহিত যুক্ত কর, অর্থাৎ আমাকে পূর্ণায়ু করিয়া আমার যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে দাও। আমি যজ্ঞরূপী হইয়া যেন তৃতীয়সবনের অধিপতি প্রাণরূপী আদিত্যগণের মধ্যে বিচ্ছিন্ন না হই। এইরূপে ধ্যান করিলে সাধক রোগজনিত উপতাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে ॥ ৬ ॥

এতদ্ব স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহীদাস ঐতরেয়ঃ—স কিং মে  
এতদুপতপসি ? যোহহমেনে ন প্রেষ্যামীতি, স হ ষোড়শং বর্ষ-  
শতমজীবৎ প্রহ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি, য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্ত ষোড়শঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ**।—ইতরা নাম্নী জীৱ গর্ভজাত ঐতরেয় বিদ্বান্ মহীদাস নামক কোন ব্যক্তি পূর্বেকৃত এই যজ্ঞপুরুষ বিষয়ক দর্শন বলিয়াছিলেন। কি বলিয়া-ছিলেন ? তাহাই বলিতেছেন—“হে রোগ ! সেই তুমি কি নিমিত্ত আমাকে এরূপ ভাবে ক্লেশ দিতেছ ? যে আমি এই রোগের দ্বারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিব না, অর্থাৎ আমি এই রোগের আক্রমণে কখনই মরিব না, তবে কি নিমিত্ত তুমি আমাকে এত ক্লেশ দিতেছ ? তিনি এইরূপ স্থির করিয়া এক শত ষোড়শ বৎসর জীবিত ছিলেন। অত্ৰ যে কোন ব্যক্তি পূর্বেকৃত এই বিজ্ঞান জানেন, তিনিও এক শত ষোড়শ বৎসর জীবিত থাকেন ॥ ৭ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের অন্তিমাবাদ সমাপ্ত ।



**শাক্তব্রতাব্যাহারম্।**—নিশ্চিতা হি বিত্তা ফলায়েত্যেতদদর্শয়নুদাহরতি, যজ্ঞদর্শনং হ স্ম বৈ কিল তৎ বিধানাহ মহীদাসো নামতঃ, ইতরায়্য অপত্যমৈতদেহা কস্মায়ে মমৈতদুপতপনমুপতপসি? স হং হে রোগ! যোহহং যজ্ঞোহনেন তৎকৃতেন পেন ন প্রেষ্যামি ন মরিষ্যামি, অতো বৃথা তব শ্রম ইত্যর্থঃ। ইত্যেবমাহ মেতি দৃষ্ট সম্বন্ধঃ। স এবানিশ্চয়ঃ সন্ বোড়শবর্ষশতম্ অজীবৎ, অন্তোহপি এবং-নিশ্চয়ঃ যোঃ শতং প্রজীবতি য এবং যথোক্তঃ যজ্ঞসম্পাদনং বেদ জানাতি স ইত্যর্থঃ। ১।

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকশ্চ বোড়শখণ্ডভাব্যম্। ১৬।

**সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ।**—যে বিত্তা নিশ্চিত, তাহা নিশ্চয়ই প্রদ। ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ইতরা নারী স্ত্রীলোকের গর্ভজাত অতএব ঐতরেয় নামে বিখ্যাত বিদ্বান্ মহীদাস নামক ব্যক্তি যজ্ঞপুরুষ-বিষয়ক এই দর্শন প্রথমে বলিয়াছিলেন—“হে রোগ! যজ্ঞব্রত আমি যখন তোমা-কর্তৃক প্রদত্ত এই উপতাপ অর্থাৎ ক্লেশের দ্বারা মরিব না, ত কি জন্ত তুমি আমাকে এইরূপে উপতপ্ত অর্থাৎ ক্লিষ্ট করিতেছ? তোমার পরিশ্রম একেবারেই ব্যর্থ হইবে, আমি এই রোগে কখনই মরিব না। সেই বর্ষ এইরূপ দৃঢ়মতি হইয়া এক শত বোড়শ বৎসর জীবিত ছিলেন। অতঃপর মধ্যোও যিনি যথোক্ত-রূপ যজ্ঞসম্পাদন অর্থাৎ যজ্ঞসম্পাদনের বিধানাদি জানিতিনিও এইরূপ দৃঢ়মতি হইলে এক শত বোড়শ বৎসর জীবিত থাকেন। ১।

তৃতীয়প্রপাঠকে বোড়শ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

স যদশিশিষতি, যৎ পিপাসতি, যন্ন রমতে, তা অশ্র  
দীক্ষাঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সেই যজ্ঞপুরুষ যাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, যাহা পান করিতে ইচ্ছা করে এবং যাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, সেই সমস্তই ইহার দীক্ষা অর্থাৎ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে যেমন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, জীবন-যজ্ঞের আরম্ভ-কালেও ইহা সেইরূপ দীক্ষাস্বরূপ ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতান্যায়।**—স যদশিশিষতীত্যাদিযজ্ঞসামান্তনির্দেশঃ পুরুষশ পূর্বে-  
নৈব সম্বধ্যতে। যদশিশিষত্যশিতুমিচ্ছতি। তথা পিপাসতি পাতুমিচ্ছতি। যন্ন রমতে  
ইষ্টান্তপ্রাপ্তিনিমিত্তং, যদেবংজাতীয়কং দুঃখমভুভবতি তা অশ্র দীক্ষাঃ, দুঃখসামান্তাদি-  
যজ্ঞশ্চেব। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“স যদশিশিষতি” ইত্যাদিরূপে পুরুষের  
সম্বন্ধে যে যজ্ঞ-সাধন্য নির্দেশ করা হইয়াছে, পূর্বোক্ত যজ্ঞপুরুষের সহিতই তাহার  
অম্বয়। সেই পুরুষ যাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, এবং যাহা পান করিতে  
ইচ্ছা করে, অভিলষিত দ্রব্যাদি না পাইলে যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না,  
ইত্যাদি এই জাতীয় যে দুঃখ অনুভব করে, তাহা ইহার অর্থাৎ এই পুরুষের সম্বন্ধে  
দীক্ষাস্বরূপ অর্থাৎ বিধিবিহিত যজ্ঞে যে দুঃখানুভব করিতে হয়, সেই দুঃখের সহিত  
সাদৃশ্য থাকায় দীক্ষাস্বরূপ ॥ ১ ॥

অথ যদশ্রাতি, যৎ পিবতি, যদ্রমতে, তদুপসদৈরেতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আর সেই পুরুষ যাহা ভোজন করে, যাহা পান করে ও যে  
অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্ত আনন্দানুভব করে, তাহা উপসদগণের অর্থাৎ  
পয়োব্রতগণের সাদৃশ্যলাভ করে; উপসদগণ কেবলমাত্র পয় অর্থাৎ দুগ্ধ বা জলমাত্র  
পান করিয়া থাকেন এবং তাহাতেই তাঁহারা সুখানুভব করেন, এই পয়োব্রতে  
সুখলাভের সহিত সাদৃশ্য থাকায় উপসদগণের সহিত সাদৃশ্যলাভ করেন, এইরূপ  
কলা হইয়াছে ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতান্যায়।**—অথ যদশ্রাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে ব্রতিকাভুভবতি ইষ্টাদি-  
সংযোগাৎ, তদুপসদৈঃ সমানতামেতি। উপসদাঞ্চ পয়োব্রতত্বনিমিত্তং সুখমন্তি। অন্ন-  
ভোজনীয়ানি চাহান্নাসন্নানীতি প্রথাসাঃ, অতোহশ্রনাদীনামুপসদাঞ্চ সামান্যম্। ২।



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর সেই পুরুষ বাহ্য ভোজন  
বাহ্য পান করে ও অভিনয়িত বস্তুপ্রাপ্তিজন্তু যে রতি অর্থাৎ আনন্দানুভব  
তাহা উপসদৃশগণের সহিত সাম্য লাভ করে। উপসদৃশগণের পরোবৃত-গ্রহণ  
আছে, যে সমস্ত দিনে অন্ন অন্ন ভোজন বিহিত আছে, সেই সমস্ত দিন  
আসন্ন বা সমীপবর্তী বলিয়া উহা প্রাশ বা স্বাস্থ্যবিশেষ, অর্থাৎ ঐক্লপ ভোজ  
পানে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে ও চিত্তের প্রশান্ততা থাকে, এই জন্তই অশনাদির  
গণের সাম্য ॥ ২ ॥

অথ যদ্ধসতি, যজ্জক্ষতি, যন্মৈথুনং চরতি, স্তুত-শব্দে  
তদেতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে হাশ্র করে, যে ভক্ষণ করে, যে জীসঙ্গ  
তাহা স্তুত-শব্দ অর্থাৎ স্তুত ও শব্দ নামক সাম্যংশবিশেষের সহিতই সাম্য  
হয় ॥ ৩ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—অথ যদ্ধসতি, যজ্জক্ষতি ভক্ষয়তি, যন্মৈথুনং  
স্তুত-শব্দেব তৎ সাম্যম্ভেতি, শব্দবৎ-সাম্যম্ভাৎ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর ঐ পুরুষ যে হাশ্র করে,  
ভোজন করে ও যে জীসঙ্গ করে, তাহা স্তুত ও শব্দ নামক সাম্যবাদের  
বিশেষের সহিত সাম্যলাভ করে, কারণ, শব্দবভারূপ সাদৃশ্য উভয়  
একরূপ ॥ ৩ ॥

অথ যত্নপো দানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি, তা  
দক্ষিণাঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—আর সেই পুরুষের যে তপস্তা, দান, সরলতা, অহিংসা,  
বাক্য, তাহাই দক্ষিণাস্বরূপ ॥ ৪ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—অথ যত্নপো দানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি, তা  
দক্ষিণাঃ, ধর্মপুষ্টিকরত্বসাম্যম্ভাৎ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর যে তপস্তা, দান, সরলতা, অহিংসা  
ও সত্যবাক্য, তাহা এই যজ্ঞপুরুষের দক্ষিণাস্বরূপ, কারণ, ধর্ম ও পুষ্টিকারিত্ব  
উভয়েরই সাম্য আছে, অর্থাৎ যে রূপ বিষয়জ্ঞের দক্ষিণা দ্বারা পুষ্টি সাধিত  
তদ্রূপ তপস্তা প্রভৃতি দ্বারা ধর্মের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে; সুতরাং এই সরল  
দক্ষিণা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।



তস্মাদাহঃ সোম্যত্যসোষ্টেতি, পুনরুৎপাদনমেবাস্ত, তন্মরণ-  
মেবাস্তাবভূথঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—এই জগত্ই লোকে বলিয়া থাকে অর্থাৎ যজ্ঞরূপ পুরুষের  
মাতাকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে, “প্রসব করিবে,” “প্রসব করিয়াছে,”  
এই যজ্ঞপুরুষের তাহাই পুনরুৎপত্তি, আর ইহার যে মৃত্যু, সেই মৃত্যুই তাহার  
অবভূথ আর যজ্ঞসমাপ্তি-কালীন জ্ঞান-স্বরূপ ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রতান্ত্রম্।**—যস্মাচ্চ যজ্ঞঃ পুরুষঃ, তস্মাক্তং জনয়িষ্যতি মাতা যদা  
তদা আহরন্তে—সোম্যতীতি তস্ত মাতরং, যদা চ প্রসূতা ভবতি, তদা অসোষ্ট পূর্ণিকৈতি ;  
বিধিযজ্ঞ ইব, সোম্যতি সোমং দেবদত্তং, অসোষ্ট সোমং যজ্ঞদত্ত ইতি অন্তঃ শব্দসামান্যাদা  
পুরুষো যজ্ঞঃ । পুনরুৎপাদনমেবাস্ত তৎ পুরুষাখ্যস্ত যজ্ঞস্ত, যৎ সোম্যত্যসোষ্টেতি শব্দ-  
সদৃশিত্বং বিধিযজ্ঞশ্চেব । কিঞ্চ, তন্মরণমেবাস্ত পুরুষযজ্ঞস্তাবভূথঃ, সমাপ্তিসামান্যাত্ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে হেতু পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ, সেই হেতু  
মাতা যখন প্রসব করিবেন, তখন অত্র লোকে তাহার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া  
থাকে যে, “প্রসব করিবে” যদি প্রসব করিয়া থাকে, তখন বলে “প্রসব করিয়াছে”  
অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ হইয়াছে বা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে । বিধিযজ্ঞে অর্থাৎ শাস্ত্র-  
বিহিতযজ্ঞে যেমন বলা হয় “দেবদত্ত সোম প্রসব করিবে” অর্থাৎ গ্রহণ করিবে, “যজ্ঞ-  
দত্ত সোম প্রসব করিয়াছে”, অর্থাৎ গ্রহণ করিয়াছে, ইহাও সেইরূপ ; অতএব শব্দ-  
গত সাম্য হেতু পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ । বিধিবিহিত যজ্ঞের ত্রায় এই পুরুষসংজ্ঞক যজ্ঞেরও  
যে, ‘সোম্যতি অসোষ্ট’ এই শব্দের সহিত সম্বন্ধ, তাহাই ইহার পুনরুৎপাদন ।  
আর সমাপ্তিরূপ সাদৃশ্যবশতঃ মৃত্যুই সেই পুরুষসংজ্ঞক যজ্ঞের অবভূথ-স্বরূপ ।  
তাৎপর্য এই যে—শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞে সোমরস-নিঃসারণের ব্যবস্থা আছে, তাহাকে  
‘সোমাভিষব’ বলে, আর যজ্ঞসমাপ্তিকালে যে জ্ঞান, তাহাকে ‘অবভূথ’ জ্ঞান বলে ।  
এখানে পুরুষরূপ যজ্ঞের উৎপত্তিই ‘সোমাভিষব’ আর মৃত্যুই ‘অবভূথ’-স্বরূপ ॥ ৫ ॥

তদ্বৈতদ্ব্যোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্তোবাচ,  
অপিপাস এব স বভূব, সোহন্তবেলায়ামেতন্ময়ং প্রতিপদ্যেত,  
অক্ষিতমশ্রুচ্যুতমসি প্রাণসংশ্লিতমসীতি । তত্রৈতে দ্বৈ ঋচৌ  
ভবতঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—অঙ্গিরানন্দন ঘোর নামক ঋষি পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ এই যজ্ঞ-  
দর্শন নিজশিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন অর্থাৎ পরে উল্লিখিত



তিনটি মন্ত্রেরও উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণ ঐ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অপি  
অর্থাৎ অন্য বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ উক্ত  
বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুকালে এই তিনটি মন্ত্রকে প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ  
করিবেন, “অক্ষিতমসি” অক্ষত হও, “অচ্যুতমসি” নিজের প্রকৃতি হইতে বি  
হও নাই ও “প্রাণসংশিতমসি” প্রাণের অতিশয় সূক্ষ্মাবস্থা অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ  
হইতেছ। এ বিষয়ে পরবর্তী দুইটি মন্ত্র আছে ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তদ্বৈতং যজ্ঞদর্শনং ঘোরো নামত আঙ্গিরসো ঘো  
কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্ত। উবাচ, “তদেতৎ ত্রয়ম্” ইত্যাদি ব্যবহিতেন সম্বদ্য।  
চৈতদর্শনং শ্রদ্ধা অপিপাস এবাত্মাত্মো বিত্মাত্মো বভূব। ইত্থঞ্চ বিশিষ্টৈরু কিং  
কৃষ্ণস্ত দেবকীপুত্রস্তাত্মাং বিত্মাং প্রতি তৃড়্বিচ্ছেদকরীতি পুরুষযজ্ঞবিত্মাং জ্যোতি।  
আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায়োক্তে মাং বিত্মাং কিমূবাচেতি? তদাহ—স এবং যথোক্তযজ্ঞবি  
বেলায়াং মরণকালে এতৎসমস্তত্রয়ং প্রতিপত্তেত জপেদিত্যর্থঃ। কিং তৎ? অক্ষিতমসি  
মক্ষতং বা অসি ইত্যেকং যজুঃ; সামর্থ্যাদাদিত্যস্থং প্রাণং চৈকীকৃত্যাহ।  
তমেবাহ, অচ্যুতং স্বরূপাদপ্রচ্যুতমসীতি দ্বিতীয়ং যজুঃ। প্রাণসংশিতং প্রাণস্ত রুচি  
সম্যক্ তনুকৃতঞ্চ সূক্ষ্মং তদ্ব্যমসীতি তৃতীয়ং যজুঃ। তদ্বৈতত্বম্বিরোধে বিভ্রান্তি  
যে ঋচৌ মন্ত্রৌ ভবতো ন জপার্থে, “ত্রয়ং প্রতিপত্তেত” ইতি ত্রিষ্মসম্ব্যাবাদনাং, পঞ্চম  
হি তদা স্তাৎ। ৬।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরা নামক ঋষি  
বংশজাত ঘোর নামক ঋষি সেই এই যজ্ঞদর্শন বা যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞান নির্দেশ  
দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দিয়া বক্ষ্যমাণ তিনটি মন্ত্রও তাঁহাকে উপদেশ  
করিয়াছিলেন। পরে যে ‘তদেতৎ ত্রয়ম্’ এই বাক্যটি বলিবেন, তাহারই ঋষি  
‘উবাচ’ এই ক্রিয়ার অধ্বয় হইবে। সেই শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ঞদর্শন অবগত হইয়া  
অত্যাশ্রিত বিদ্যা বা জ্ঞানবিষয়ে অপিপাস অর্থাৎ নিস্পৃহ হইয়াছিলেন অর্থাৎ এই বিদ্যা  
সম্যক্ জ্ঞানলাভ করাতেই তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছিল, অন্য কি  
জ্ঞান আর আগ্রহ ছিল না। এই বিদ্যার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ  
অন্য বিদ্যার প্রতি যে আগ্রহ, তাহা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহা দ্বারা পুরুষ  
বিষয়ক জ্ঞানের প্রশংসাই সূচিত হইয়াছে। অঙ্গিরাবংশোৎপন্ন ঘোর ঋষি শ্রীকৃষ্ণ  
এই বিদ্যা উপদেশ দিয়া কি বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন, পূর্বোক্ত  
বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তি অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে এই তিনটি মন্ত্রকে প্রাপ্ত  
হইবেন অর্থাৎ জপ করিবেন। কি সে মন্ত্র? প্রথম মন্ত্র—‘অক্ষিতমসি’ অক্ষি  
অর্থাৎ অক্ষীণ বা অক্ষত আছ, অর্থাৎ তুমি হইতেছ অক্ষত বা পরিপূর্ণ, এই মন্ত্র



সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৬৩

সামর্থ্য বা যোগ্যতাহুসারে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আদিত্যস্থ অর্থাৎ আদিত্য কর্তৃক অধিষ্ঠিত পুরুষ ও প্রাণকে একীভূত করিয়াই এখানে ঐরূপ মন্ত্র বলিয়াছেন। সেই তাঁহাকেই পুনরায় বলিয়াছিলেন—‘অচ্যুতমসি’ অর্থাৎ তুমি হইতেছ অচ্যুত অর্থাৎ নিজের স্বরূপ হইতে অবিচ্যুত বা অস্থানিত, কখনই নিজের যথার্থ রূপ হইতে ভ্রষ্ট হও নাই, ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্র। আর তৃতীয় মন্ত্র হইতেছে—‘প্রাণসংশিতমসি’ অর্থাৎ তুমি হইতেছ প্রাণের সংশিত অর্থাৎ সম্যকরূপ তনুকৃত বা অতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব। অর্থাৎ আদিত্যস্থ তেজকে প্রাণ ভাবিয়া, হে প্রাণ! তুমি সূর্য্যস্থ হইয়া অক্ষত হও। ‘অচ্যুতমসি’ অর্থাৎ আপনার স্বরূপ হইতে কখনও স্থানিত হইও না, এবং ‘প্রাণসংশিতমসি’ অর্থাৎ তুমি প্রাণরূপে সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতেছ। সেই এই মন্ত্রবিষয়ে বিস্তার প্রশংসাজ্ঞাপক দুইটি মন্ত্র আছে, এই মন্ত্র দুইটি জপের নিমিত্ত নহে, কারণ, তাহা হইলে ‘তিনটি মন্ত্র প্রতিপন্ন হইবে অর্থাৎ জপ করিবে’ এই ত্রিষসংখ্যা বাধিত হইয়া মন্ত্রসংখ্যা পাঁচটি হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

আদিং প্রত্নশ্চ রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরং পরো  
যদিধ্যতে দিবা ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—প্রত্ন অর্থাৎ পুরাতন বা সনাতন জগতের রেতঃ অর্থাৎ বীজ বা কারণস্বরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ বা তেজকে দর্শন করিতেছেন, সেই জ্যোতিঃ বাসর অর্থাৎ দিবালোকের আয় সর্বত্র ব্যাপ্ত। দিবি অর্থাৎ দ্ব্যতিবিশিষ্ট পরব্রহ্মে বর্তমান যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে। সরলার্থ এই যে—দিবালোকের আয় সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত পরব্রহ্মে বর্তমান যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, জগতের কারণস্বরূপ সনাতন ব্রহ্মের সেই জ্যোতিকে জ্ঞানচক্ষুর্বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সর্বদা দর্শন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—‘আং’ ‘ইং’ ইত্যত্র আকারত্বাহবন্ধঃ তকারোহনর্থকঃ, ইং-শব্দশ্চ। প্রত্নশ্চ চিরন্তনশ্চ পুরাণশ্চেত্যর্থঃ। রেতসঃ কারণশ্চ বীজভূতশ্চ জগতঃ সদাধ্যাত জ্যোতিঃ প্রকাশঃ পশ্যন্তি। আ-শব্দ উৎসৃষ্টাহবন্ধঃ পশ্যন্তীত্যনেন সঘধ্যতে। কিং তং জ্যোতিঃ পশ্যন্তি? বাসরমহঃ, অহরিব তং সর্বতো ব্যাপ্তং ব্রহ্মণো জ্যোতিঃ। নিবৃত্তচক্ষুযো ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মচর্যাদিনিবৃত্তিসাধনেन শুদ্ধান্তঃকরণা আ সমস্ততো জ্যোতিঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। পরঃ পরমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন, জ্যোতিঃপরত্বাৎ। যদিধ্যতে দীপ্যতে দিবি জ্যোতনবতি পরমিন্ ব্রহ্মণি বর্তমানম্। যেন জ্যোতিবেদঃ সবিভা তপতি, চন্দ্রমা ভাতি, বিদ্যাং বিভ্রাজতে, গ্রহতারাগণা বিভাসতে ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—মূলে ‘আং’ ‘ইং’ এই দুইটি শব্দের মধ্যে



আকারের অনুবন্ধ ‘ৎ’ এই শব্দটি ও ‘ইৎ’ এই শব্দটি অনর্থক, ইত্যদের যে অর্থ নাই। প্রত্ন শব্দের অর্থ চিরন্তন বা পুরাতন। যেত অর্থাৎ কারণ বা জগতের বীজস্বরূপ ‘সৎ’ এই নামবিশিষ্ট পদার্থ। পুরাতন ও জগতের বীজস্বরূপ সংপদার্থের জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ বা প্রভাকে দর্শন করেন। অন্ধ রহিত অর্থাৎ ‘আৎ’ এই শব্দটির ‘ৎ’ কার শূন্য কেবল ‘আ’ এই শব্দটির পশ্চিম পশ্চিম এই ক্রিয়ার অবয়ব করিতে হইবে। যে জ্যোতিঃ দর্শন করেন, জ্যোতিঃ কিরূপ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বাসর শব্দের অর্থ অন্ধ দিবস, সেই সংসংজ্ঞক ব্রহ্মের জ্যোতিঃ দিবালোকের ত্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত। নিম্ন ব্রহ্মচর্যাতির অনুষ্ঠান দ্বারা জিতেদ্রিয়, বিষয়ভোগে নিম্পৃহ ও বিশুদ্ধাত্মক ব্রহ্মবিদগণই সেই জ্যোতিঃ সর্বত্র সমাগ্ভাবে দেখিতে পান। যদ্যৎ ‘পরঃ’ এই শব্দটি আছে, উহার লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া ‘পরং’ এইরূপ করি হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণ পরম-জ্যোতিকে সর্বত্র সমাগ্ভাবে দর্শন করেন। দিবি অর্থাৎ ত্রোতনবিশিষ্ট বা স্বয়ম্ভূত পরব্রহ্মে বর্তমান থাকিয়া বাহ্যে পাইতেছে, যে জ্যোতিঃ দ্বারা সমৃদ্ধ অর্থাৎ প্রভাবসম্পন্ন হইয়া স্বর্ঘ্য দর্শ দিতেছেন, চন্দ্র দীপ্তি পাইতেছেন, বিদ্যাৎ প্রস্ফুরিত হইতেছে ও গ্রহ-নক্ষত্র উজ্জলভাবে প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মবিদগণ সেই পরম-জ্যোতিকে সর্বত্র দর্শন করেন। স্থলার্থ এই যে—ব্রহ্মাণ্ডের হেতুভূত সেই পুরাতন পুরুষের জ্যোতিঃ দর্শন করিবে। অহরহঃ ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। বাহ্যদিগের নেত্র বাহ্যিক হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মচর্যাতি ব্রতচরণ পূর্বক অন্তঃকরণের বিদ্য হইয়াছে, সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদগণই সেই জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। জ্যোতিঃদ্বারা স্বর্ঘ্য ক্ষণে পরিতাপিত করেন, চন্দ্রমা প্রকাশিত করেন, দিবি প্রকাশ পায় এবং গ্রহনক্ষত্রাদি উদ্ভাসিত হয়, এই পরম জ্যোতিঃ সেই পর ব্রহ্মতেই অধিষ্ঠিত ॥ ৭ ॥

উদয়ন্তমসম্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবঃ দেবত্র। সূর্য্যমগম্য জ্যোতিরন্তমমিতি জ্যোতিরন্তমমিতি ॥ ৮ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্ত সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—জগতের কারণ সনাতন ব্রহ্মের অজ্ঞানাভীত ও উন্নত জ্যোতিঃ দর্শন করত ও নিজ হৃদয়স্থ সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দর্শন করত



দীপ্তিশালী ও দেবানুগত সূর্য্য অর্থাৎ রশ্মিমণ্ডল ও সর্ব্বজগতের উদ্ভাসক অত্যন্তম  
জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছি, অত্যন্তম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৮ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্ ।**—কিঞ্চ, অত্বে মন্ত্রদৃগাহ যথোক্তং জ্যোতিঃ পশুন্ ? উদয়ং  
তমসোহজ্ঞানলক্ষণাং পরি পরস্তাদিতি শেষঃ । তমসো বা অপনেতৃ যজ্ঞোতিরুক্তব-  
মাদিত্যস্বঃ পরিপশ্বস্তো বয়ম্, উদগম্যেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । তজ্যোতিঃ স্বঃ স্বম্ আত্মীয়-  
মন্ত্রকৃদি স্থিতম্ আদিত্যস্বঞ্চ তদেকং জ্যোতিঃ । যত্নতরমুৎকৃষ্টতরমুর্দ্ধতরং বা অপরাং  
জ্যোতিরপেক্ষা, পশুস্ত উদগম্য বয়ম্ । কথমুদগম্য ? ইত্যাহ, দেবং জ্ঞাতনবস্তং, দেবত্বা  
দেবেষু সর্ব্বেষু সূর্য্যং বহুনাং রশ্মীনাং প্রাণানাঞ্চ জগতঃ ঈরণাং সূর্য্যং, তমুদগম্য  
গতবস্তং, জ্যোতিরুক্তমং সর্ব্বজ্যোতির্ভ্য উৎকৃষ্টতমম্, অহো ! প্রাপ্তা বয়মিত্যর্থঃ ।  
ইদং তং জ্যোতিঃ, যং ঋগ্ ভ্যাং স্ততং, যং যজুস্ত্বয়েণ প্রকাশিতম্ । দিবভ্যাসো যজ্ঞকল্পনা-  
পরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ড ভাষ্যম্ ॥ ১৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—আর অপর একজন মন্ত্রদ্রষ্টা পূর্ব্বোক্ত  
জ্যোতিঃপদার্থ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন—অজ্ঞানরূপ তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারের পরবর্ত্তী  
অর্থাৎ অতীত অথবা অজ্ঞানান্ধকারের অপনেতা আদিত্যমণ্ডলস্থ যে অত্যন্তম  
জ্যোতিকে দর্শন করিতে করিতে আমরা উদগত হইয়াছি, (মূলের ‘উৎ’ আর ‘অগম্য’  
এই দুইটি ব্যবহিত পদ একত্র হইয়া ‘উদগম্য’ হইয়াছে, ব্যবহিত অর্থাৎ অনেক  
দূরে অবস্থিত ‘উদগম্য’ অর্থাৎ উদগত হইয়াছি এই ক্রিয়ার সহিত জ্যোতিঃ  
এই শব্দের অর্থ করা হইয়াছে) সেই জ্যোতিঃ আর স্বঃ অর্থাৎ আত্মীয় অর্থাৎ  
আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত জ্যোতিঃ ও আদিত্যস্থ জ্যোতিঃ উভয়ই এক বা অভিন্ন ।  
যে জ্যোতিঃ অত্যাশ্র জ্যোতিঃ অপেক্ষা অত্যাৎকৃষ্ট অথবা অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধে অবস্থিত,  
সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে আমরা উদগত হইয়াছি, কোথায় উদগত  
হইয়াছি ? অর্থাৎ উদগমন করিয়া কাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ? ইহার উত্তরে বলিতে-  
ছেন, বহুসমূহ, রশ্মিসমূহ ও জগতের প্রাণসমূহকে প্রেরণ করেন বলিয়া যিনি সূর্য্যপদ-  
বাটা, দেবত্বা অর্থাৎ সমস্ত দেবগণের মধ্যে দেব অর্থাৎ দীপ্তিবিশিষ্ট এবং সর্ব্ববিধ  
জ্যোতিঃপদার্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম জ্যোতিঃ সেই সূর্য্যদেবকে আমরা উদগত হইয়াছি  
অর্থাৎ গমন করিয়াছি অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় ।  
ইহাই সেই জ্যোতিঃ, যে জ্যোতিঃ দুইটি ঋক্ মন্ত্র দ্বারা প্রশংসিত ও তিনটি যজু-  
র্যন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত । ‘জ্যোতিরুক্তমমিতি’ এই বাক্যটি যে দুইবার বলা হইয়াছে,  
তাঁহা দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞকল্পনা সমাপ্ত হইল । এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ



অজ্ঞানতিমিরের উপরি বর্তমান আছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানরূপ ভিমিরে  
 তাহারা এই জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহে। অন্ধকারহারক যে  
 জ্যোতিঃ আছে, তাহা দেখিয়াই আমরা উদিত হইতেছি। এই স্বর্গের  
 জ্যোতিঃই আমাদের হৃৎপুণ্ডরীকে বিজ্ঞমান আছে। এই আদিত্য  
 অত্যন্ত ব্রহ্মজ্যোতির অপেক্ষা করে। সেই জ্যোতিঃই সর্ববিধ স্বরূপ  
 আদিত্যরূপে বিরাজমান আছে। ইহাতেই বসুগণ, রশ্মিসকল, জগৎ  
 প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং ব্রহ্মজ্যোতিঃই এই নিখিল জ্যোতিঃ  
 অত্যন্তম ॥ ৮ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

মনো ব্রহ্মেতু্যপাসীত, ইত্যধ্যাত্মম্ ; অথাধিদেবতম্,  
আকাশো ব্রহ্মেতি ; উভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদেবতং চ ॥১॥

**অনুবাদ।**—মনই ব্রহ্ম, এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবে। ইহাই  
অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উপাসনা। আকাশই ব্রহ্ম, এইরূপ মনে করিয়া  
উপাসনা করিবে, ইহা অধিদেবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা। অধ্যাত্ম ও  
অধিদেবত এই দ্বিবিধ উপাসনার বিষয় উপদিষ্ট হইতেছে ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—মনোময় ঈশ্বর উক্তঃ, আকাশাত্মেতি চ ব্রহ্মণো গুণৈক-  
দেশত্বেন। অথদানীং মন-আকাশয়োঃ সমস্তব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থ আরম্ভঃ,—মনো ব্রহ্মে-  
ত্যাতি। মনো মনুতে অনেনেত্যন্তঃকরণং, 'তদব্রহ্ম পরম্' ইত্যুপাসীতেতি, এতদাত্ম-  
বিষয়ং দর্শনমধ্যাত্মম্। অথাধিদেবতং দেবতাবিষয়মিদং বক্ষ্যামঃ,—আকাশো ব্রহ্মেতু্য-  
পাসীত ইতি। এবমুভয়মধ্যাত্মমধিদেবতকোভয়ং ব্রহ্মদৃষ্টিবিষয়মাদিষ্টমুপদিষ্টং ভবতি।  
আকাশ-মনসোঃ সূক্ষ্মত্বাৎ, মনসোপলভ্যত্বাচ্চ ব্রহ্মণো বোধ্যং মনো ব্রহ্মদৃষ্টেঃ, আকাশশ্চ  
সর্বগতত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাহুপাধিহীনত্বাচ্চ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ব্রহ্মের যত প্রকার গুণ আছে, তাহার  
মধ্যে একদেশ অর্থাৎ সূক্ষ্মতারূপ একাংশ মাত্র অবলম্বনে পূর্বে “ঈশ্বর মনোময়”  
এবং “আকাশাত্মা” এইরূপ বলা হইয়াছে। সম্প্রতি মন ও আকাশে সম্পূর্ণরূপে  
ব্রহ্মদৃষ্টি বিধানের নিমিত্ত ‘মনই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শ্রুতি আরম্ভ করিতেছেন। ইহার  
দ্বারা মনন অর্থাৎ চিন্তা করা যায় বলিয়া ইহা মন বা অন্তঃকরণ নামে অভিহিত  
হয়, ‘সেই মনই পরব্রহ্ম’ এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবে; ইহাই অধ্যাত্ম  
অর্থাৎ আত্মবিষয়ক দর্শন। অনন্তর অধিদেবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক এই দর্শন বা  
উপাসনা বলিব—‘আকাশই ব্রহ্ম’ এইরূপ মনে করিয়া উপাসনা করিবে।  
এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদেবত ব্রহ্মদৃষ্টিবিষয়ক দ্বিবিধ উপাসনার বিষয় উপদেশ  
করিতেছেন, কারণ, আকাশ ও মন উভয়ই অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া এবং মনের  
দ্বারা ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া মনই ব্রহ্মদৃষ্টির উপযুক্ত, আর আকাশ  
সর্বব্যাপী সূক্ষ্ম ও উপাধিশূন্য বলিয়া আকাশও ব্রহ্মদৃষ্টির উপযুক্ত, এই নিমিত্তই  
মন ও আকাশকে ব্রহ্ম বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। ভাব এই যে—  
আকাশ ও মন দুই-ই সূক্ষ্ম, অধিকন্তু সেই ব্রহ্ম কেবল মনেরই উপলভ্য, সুতরাং  
“মনোময় ব্রহ্ম” বলা যায়। আর যে হেতু আকাশ সর্বগত, সূক্ষ্ম ও উপাধিশূন্য,



সুতরাং ব্রহ্মকে আকাশাত্মা বলা যায়। যেৰূপ ব্রহ্ম সৰ্বব্যাপী, স্থল ও ই-  
বিহীন, তদ্রূপ আকাশও সৰ্বব্যাপিত্বাদি গুণবিশিষ্ট, এই জন্তই “আকাশ-  
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

তদেতচ্চতুষ্পাদব্রহ্ম—বাক্ পাদঃ, প্রাণঃ পাদঃ, চক্ষুঃ পাদঃ, শ্রোত্রঃ পাদ ইত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতম্—অগ্নিঃ পাদঃ, বায়ুঃ পাদঃ, আদিত্যঃ পাদঃ, দিশঃ পাদ ইতি, উভয়মেবাদিকং ভা-  
ধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই এই মনোময় ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, তাহার মধ্যে বাক্ একটি পাদ, প্রাণ একটি পাদ, চক্ষু একটি পাদ, ও শ্রোত্র একটি পাদ, ইত্যধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ক। অনন্তর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক চতুষ্টয় নির্দেশ করা হইতেছে—সেই এই আকাশাত্মক ব্রহ্মও চতুষ্পাদ, তন্মধ্যে একটি পাদ, বায়ু একটি পাদ, আদিত্য একটি পাদ ও দিক্‌সমূহ অপর একটি পাদ ইহা দ্বারা অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত এই দ্বিবিধ উপাসনাই উপদেশ করা হইল।

শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।—তদেতগ্নন-আধ্যাত্ম চতুষ্পাদব্রহ্ম চত্বারঃ পাদা ইত্য-  
কথং চতুষ্পাদঃ মনসো ব্রহ্মণঃ ? ইত্যাহ, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রগিত্যেতে পাদা ইত্য-  
অথাধিদৈবতম্—আকাশস্ত ব্রহ্মণোহগ্নির্কায়ুরাদিত্যো দিশ ইত্যেতে। এবমুভয়মেবাদিক-  
ব্রহ্মাদিষ্টং ভবতি অধ্যাত্মকৈবাধিদৈবতঞ্চ। তত্র মনসো বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদ ইত্য-  
ব্রহ্মাপেক্ষয়া। বাচা হি পাদেনেব গবাদিবদ্বক্তব্যবিষয়ং প্রতি তিষ্ঠতি, অত্রা-  
পাদ ইব বাক্। তথা প্রাণো দ্বাণঃ পাদঃ, তেনাপি গন্ধবিষয়ং প্রতি চ ক্রামতি।  
চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রঃ পাদ ইত্যেবমধ্যাত্মং চতুষ্পাদং মনসো ব্রহ্মণঃ। তথা অধিদৈবত-  
বায়ুাদিত্যাদিশ আকাশস্ত ব্রহ্মণ উদর ইব গোঃ পাদাবিব লগ্না উপলভ্যন্তে, মে-  
কাশস্তাশ্বাদয়ঃ পাদা উচ্যন্তে। এবমুভয়মধ্যাত্মকৈবাধিদৈবতং চ চতুষ্পাদাদিষ্টং ভবতি।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—চারিটি পাদ বা অংশ ইহার  
বলিয়া ইনি চতুষ্পাদ, সেই এই মনোময় ব্রহ্ম চতুষ্পাদবিশিষ্ট। মনোময় ব্রহ্ম  
চতুষ্পাদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এইরূপ সন্দেহ করিয়া তাহার  
বলিতেছেন—বাক্য, প্রাণ, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র এই চারিটিই ব্রহ্মের পাদ বা অংশ  
ইহাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ দৈহিক পদার্থ অবলম্বনে কথিত আত্মবিষয়ক দর্শন।  
অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক পাদচতুষ্টয় বলিতেছেন—অগ্নি, বায়ু,  
ও দিক্‌সমূহ, ইহারাই আকাশরূপ ব্রহ্মের চারিটি পাদ। এইরূপে অধ্যাত্ম ও  
দৈবত ভেদে দুইপ্রকারেরই চতুষ্পাদ ব্রহ্মের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইল।



অপর তিনটি পাদ অপেক্ষা বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই মনোরূপ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, কারণ, গো প্রভৃতি পশুসমূহ যেমন পদের সাহায্যে গন্তব্য বিষয় লক্ষ্য করিয়া গমন করে, তেমনই লোকে বাক্যের দ্বারাই বক্তব্য-বিষয়ের প্রতি অবস্থিত হয় অর্থাৎ প্রকাশ করে, এবং এই জন্তই বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ই মনের পাদত্ব। এইরূপ জ্ঞানাত্ম প্রাণ অপর একটি পাদ, কারণ, তদ্বারাও গন্ধবিষয়ের প্রতি লোকে পাদ সঞ্চালন করে অর্থাৎ জ্ঞানও গন্ধগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়; এবং চক্ষু: ও শ্রবণেন্দ্রিয়ও অপর দুইটি পদ। এইরূপ মনোরূপ ব্রহ্মের অধ্যাত্ম-বিষয়ক চতুষ্পাদত্ব বলা হইল। অগ্নিদৈবত অর্থাৎ দেববিষয়ক চতুষ্পাদত্বও এইরূপই। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিক্‌সমূহই আকাশরূপ ব্রহ্মের চতুষ্পাদ। গরুর উদরে যেমন পদদ্বয় লগ্ন হইয়া থাকিতে দেখা যায়, সেইরূপ আকাশ ব্রহ্মেরও জানিবে অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি চারিটি আকাশাত্মক ব্রহ্মের চারিটি পাদ বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় প্রকারেরই চতুষ্পাদবিষয়ে উপদেশ করা হইল। (তাৎপর্য এই যে— প্রাণ, নেত্র ও কর্ণ এই পাদত্রয় অপেক্ষায় বাক্যই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। গবাদি পশুরা যেরূপ পাদ দ্বারাই গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মানবেরাও ব্রহ্মের বাক্যরূপ পাদ দ্বারা বক্তব্য-বিষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মনোময় ব্রহ্মের বাক্য পাদ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। এইরূপ প্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পাদ দ্বারা গন্ধ, নেত্ররূপ পাদ দ্বারা রূপ এবং কর্ণরূপ পাদ দ্বারা শব্দ গ্রহণ করে, এই জন্ত প্রাণাদি ব্রহ্মের পাদ বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকারে মনোময় ব্রহ্মের অধ্যাত্ম চতুষ্পাদত্ব উপদিষ্ট হইল) ॥ ২ ॥

বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, সোহগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন, য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—বাক্ই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। ঐ চতুর্থ পাদ বাক্য অগ্নি-জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় ও সস্তাপ দান করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও সস্তাপ দান করেন ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্য।**—তত্র বাগেব মনসো ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ। সোহগ্নিনা অগ্নিদৈবতেন জ্যোতিষা ভাতি চ দীপ্যতে, তপতি চ সস্তাপকোক্ষ্যং কৰোতি। অথবা তৈলমুতাত্মাশ্বেয়াশনেনেছা বাগ্, ভাতি চ তপতি চ বদনায়োঃসাহবতী আদিত্যর্থঃ। বিদ্যংকলঃ, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন, য এবং যথোক্তং বেদ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তাহাদের মধ্যে বাগিন্দ্রিয়ই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই বাগিন্দ্রিয় নিজের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নির জ্যোতিঃ দ্বারা



দীপ্তি পায় ও সন্তাপ অর্থাৎ দৈহিক উষ্ণতা সম্পাদন করে। অথবা তৈল-মুগ্ধি  
আগ্নেয় দ্রব্য আহারের দ্বারা বাক্শক্তি উদ্দীপ্ত হওয়ায় বাক্যপ্রয়োগে উৎসাহিত  
হয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বক্তৃৎশক্তি লাভ করে। উক্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞতার ফল বর্ণিত  
ছেন, যিনি উক্ত বিষয়কে এইরূপ জানেন, তিনি স্বয়ংও কীর্তি অর্থাৎ গৌরব  
প্রতিষ্ঠা, যশ অর্থাৎ দানাদিজনিত প্রসিদ্ধি এবং তপস্তা ও অধ্যয়নাদিজনিত  
ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপ প্রদান করেন ॥ ৩ ॥

প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ  
তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন,  
এবং বেদ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—প্রাণ অর্থাৎ ব্রাণেন্দ্রিয়ই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই ব্রাণেন্দ্রি  
নিজের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় ও সন্তাপ দান করে।  
যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পায়  
ও তাপ দান করেন ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তথা প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ। স বায়ুনা গন্ধান  
ভাতি চ তপতি চ। ৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেইরূপ প্রাণই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ  
পাদ। সেই প্রাণ গন্ধান্ধা অর্থাৎ গন্ধবহ বায়ু দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দান করে।

চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি  
চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন,  
য এবং বেদ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—চক্ষুই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই চতুর্থ পাদস্বরূপ চক্  
নিজের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দান করে।  
যিনি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পায়  
তাপ দান করেন ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তথা চক্ষু আদিত্যেন রূপগ্রহণায়। ৫।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—চক্ষুঃ শুক্রকৃষ্ণাদি রূপ গ্রহণের অর্থ  
দর্শনের নিমিত্ত আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের তায়। অর্থ  
মনোময় ব্রহ্মের যে নেত্ররূপ চতুর্থ পাদ কথিত হইয়াছে, সেই পাদ স্বর্ধার  
জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ স্বর্ধের জ্যোতিতে ব্রহ্মাও আলোকিত হইবে।



নেত্র রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। গবাদি পশুগণ যেরূপ পাদ দ্বারা গন্তব্যস্থান লাভ করে, তদ্রূপ মানবেরা চক্ষুরূপ পাদ দ্বারা রূপ গ্রহণ করে। এই জন্ত চক্ষু পাদরূপে উক্ত হইয়াছে। যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মের নেত্ররূপ পাদ অবগত হন, তিনি কীৰ্ত্তিমান, যশস্বী ও ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইতে পারেন ॥ ৫ ॥

শ্রোত্রমেব ব্রহ্মগণ্ঠচতুর্থঃ পাদঃ, স দিগ্ভিত্তিজ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্য যশসা ব্রহ্মবর্চসেন, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকন্ত অষ্টাদশ: খণ্ড: ।

**অনুবাদ।**—শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ই মনোময় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সেই চতুর্থপাদস্বরূপ শ্রোত্র নিজের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দিক্‌সমূহরূপ জ্যোতিষা দীপ্তি পায় ও সম্ভাপ দান করে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি নিজেও কীৰ্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপ প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—শ্রোত্রঃ দিগ্ভিঃ শব্দগ্রহণায়। বিতাক্ষঃ সমানঃ সর্বত্র, ব্রহ্মসম্পত্তিরদৃষ্টঃ ফলঃ, য এবং বেদ। দিক্‌জির্দর্শনসমাপ্তার্থা ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকন্ত অষ্টাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৮ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ গ্রহণ অর্থাৎ শ্রবণ করার নিমিত্ত দিক্‌সমূহরূপ জ্যোতিষা দীপ্তি পায় ইত্যাদি। বিতাক্ষ অর্থাৎ এই জানের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ফল সর্বত্রই সমান, আর অদৃষ্ট অর্থাৎ পরোক্ষ বা পারলৌকিক ফল হইতেছে ব্রহ্মসম্পত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি। ‘য এবং বেদ’ এই বাক্যটির দুইবার উক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, এই দর্শন সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝান। অত্যান্ত অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের ত্রায় অর্থাৎ কর্ণরূপ যে মনোময় ব্রহ্মের পাদ কথিত হইয়াছে, উহা দিক্‌স্বরূপ জ্যোতিষা দীপ্তি প্রকাশ পায়, অর্থাৎ কর্ণ দিক্‌সকলের আশ্রয়েই শব্দ গ্রহণ করিতে পারে। গবাদি পশুরা যেরূপ পদ দ্বারা গন্তব্য স্থান পায়, তদ্রূপ মানবজাতি কর্ণ দ্বারা শব্দ সকল গ্রহণ করিতে পারে, এইজন্ত কর্ণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মের পাদস্বরূপ কর্ণকে বিদিত আছেন, তিনি কীৰ্ত্তি, যশঃ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা সমুদ্ভাসিত ও তেজস্বী হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## তৃতীয়প্রপাঠকে উনবিংশঃ খণ্ডঃ

আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ, তস্তোপব্যাখ্যানম্—অসদেব  
অগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীৎ, তৎ সমভবৎ, তদাণ্ড নিরবর্তত,  
সংবৎসরস্ত মাত্রামশয়ত, তন্নিরভিভূত, তে আণ্ডকপালে রজস  
সুবর্ণক্কাভবতাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—‘আদিত্য ব্রহ্ম’ পূর্বে এই যে উপদেশ দেওয়া হইয়া  
একপ্রে বিস্তৃতভাবে তাহারই ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এই জগৎ অগ্রে  
উৎপত্তির পূর্বে অসৎ অর্থাৎ নাম-রূপ দ্বারা অনভিব্যক্তই ছিল। তাহা অর্থাৎ  
রূপের দ্বারা অপ্রকাশিত সেই জগৎ সৎ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মভাবেই বিদ্যমান  
অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ নাম ও রূপের দ্বারা স্থূলভাবে প্রকাশিত  
থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে অতি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান ছিল। তাহা অর্থাৎ  
অবস্থিত সেই জগৎ ক্রমশঃ হইয়াছিল অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুরের দ্বারা ক্রমশঃ  
স্বল্পপরিমাণে প্রকটিত হইয়াছিল, পরে তাহা অণুরূপে পরিণত হইয়াছিল,  
একবৎসর পরিমিত কাল একই ভাবে অর্থাৎ যেমন অণুরূপে পরিণত হইয়া  
ঠিক সেই ভাবেই ছিল, অনন্তর তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, বিভক্ত  
দুইটি অণ্ডকপাল অর্থাৎ উপরিভাগ ও নিম্নভাগ রোপ্যময় ও স্বর্ণময় হইয়াছিল।

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—আদিত্যো ব্রহ্মণঃ পাদ উক্ত ইতি তস্মৈ সকলব্রহ্ম  
মিদমারভ্যতে। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ উপদেশঃ, তস্তোপব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ব্রহ্ম  
অসদব্যাকৃতনামরূপমিদং জগদশেষমগ্রে প্রাগবস্থায়ামুৎপত্তেরাসীৎ ন অসদেব, “কসম  
সজ্জায়েত” ইত্যসৎকার্যভূত প্রতিষেধাৎ। নহি অসদেবেতি বিধানাধিকরণঃ স্তাৎ  
ক্রিয়াস্বিব বস্তুনি বিকল্পানুপপত্তেঃ। কথং তহীদমসদেবেতি? নহবোচাম অব্যাকৃতনাম  
স্বাদসদিবাসদিতি। নহেবশব্দোহবধারণার্থঃ, সত্যমেবং, ন তু সম্ভাব্যমবধারণতি।  
তর্হি? নামরূপব্যাকৃতবিষয়ে সচ্ছন্দপ্রয়োগো দৃষ্টঃ। তচ্চ নামরূপব্যাকরণমাবিত্য  
প্রায়শো জগতঃ, তদভাবে হৃদং তম ইদং ন প্রজায়েত। কিঞ্চ নেত্যতত্ত্বং  
বাক্যে সদগৌদঃ প্রাণ্ডপত্তেজ্জগদসদেবেত্যাদিত্যং স্তোতি ব্রহ্মদৃষ্ট্যর্হদায়।  
নিমিত্তো হি লোকে সদিতি ব্যবহারঃ। যথা অসদেবেদং রাজঃ কুলং সর্বজন  
পূর্ববর্গপি রাজস্তসতীতি তদ্বৎ। ন চ সত্বমসদ্বকেহ জগতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতম্, আদি  
ব্রহ্মেত্যাদেশপরত্যাং উপসংহরিয়ান্তে চ “আদিত্যং ব্রহ্মেতুপান্তে” ইতি।



উনবিংশঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৭৩

তদসচ্ছবদাচ্যং প্রাপ্তংপত্তেঃ স্তিমিতমনিষ্পন্দম্ অসদিব সংকার্যাভিমুখম্ ঈবহুপদ্ধাত-  
প্রবৃন্তি সদাসীৎ, ততোহপি লরুপরিষ্পন্দং তৎ সমভবৎ অন্নতরনামরূপব্যাকরণেনান্দ্রী-  
ভূতমিব বীজম্। ততোহপি ক্রমেণ স্থলীভবৎ, তদা অন্ত্যোহিঃ সমবর্ত্তত সংবৃত্তম্।  
আগমিতি দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তদগুং সংবৎসরস্ত কালস্ত প্রসিদ্ধস্ত যাত্রাং পরিমাণমভিন্ন-  
স্বরূপমেবাশ্রয়ত স্থিতং বভূব, তন্ততঃ সংবৎসরপরিমাণাৎ কালাদুর্দ্ধং নিরভিগত নির্ভিন্নং  
বয়সামিবাগম্। তস্ত নির্ভিন্নস্তাণ্ডস্ত কপালে ঘে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাং সংবৃত্তে। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বে বলা হইয়াছে, আদিত্য ব্রহ্মের  
পাদ অর্থাৎ অংশমাত্র। সম্প্রতি সেই আদিত্যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মদৃষ্টির নিমিত্ত এই  
অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। আদিত্যই ব্রহ্ম এই যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে,  
তাহারই স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসার নিমিত্ত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই  
সমগ্র জগৎ অগ্রে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বাবস্থায় অসৎ অর্থাৎ নাম-রূপের দ্বারা  
অপ্রকাশিত ছিল অর্থাৎ বর্তমান সময়ে যেমন নাম আকৃতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে  
দেখা যায়, সেরূপ ছিল না, কিন্তু তাহাই বলিয়া যে একেবারেই ‘অসৎ’ অর্থাৎ  
অবিদ্যমান বা অস্তিত্ববিহীন ছিল, তাহাও নহে, কারণ, তাহা হইলে অসৎ  
হইতে সংপদার্থ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে? এইরূপে অসৎ-কার্য্যেরই  
প্রতিষেধ করা হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির অগ্রে অব্যক্ত  
নামরূপাদিসম্পন্ন ছিল, অর্থাৎ জগতের আকার ও নাম অবিকৃত অবস্থায় সুস্পষ্টভাবে  
ব্রহ্মে লীন ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ইহা অসৎ নহে, কেন না, অসৎ হইতে সং  
পদার্থের উদ্ভব অসম্ভব, এই প্রকারে অসৎ-কার্য্যের প্রতিষেধ হইয়াছে। এ স্থানে  
প্রশ্ন হইতে পারে যে, “অসদেব” অসৎই এইরূপ বিধান থাকায় বিকল্প হউক, অর্থাৎ  
অসৎও ছিল, সংও ছিল, এইরূপ দ্বিবিধ কল্পনা করা হউক। ইহার উত্তরে বলিতে-  
ছেন, না, তাহা হইতে পারে না, ক্রিয়া বিষয়ে বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু বস্তুবিষয়ে  
বিকল্প কল্পনা অসঙ্গত অর্থাৎ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, তুল্যাবলবিশিষ্ট  
দুইটি বিরুদ্ধ কল্পনাকে বিকল্প বলে, যেমন “উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি”  
অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইলে হোম করিবে অথবা সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই হোম করিবে,  
এ স্থলে দুইটি পক্ষই তুল্যাবল হওয়ায় বিকল্প বিধি হইয়াছে অর্থাৎ উদয়ের পরেও  
হোম করা যাইতে পারে আবার পূর্বেও হোম করা যাইতে পারে। এ স্থানে  
বিকল্প বিধি স্বীকার করিলে এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, পূর্বে এই জগৎ অসৎও  
ছিল, আবার সংও ছিল, কিন্তু সেরূপ বিকল্প এ স্থানে হইতে পারে না, কারণ, মানব  
ইচ্ছানুসারে সময় ও সুবিধা বুঝিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে বলিয়া ক্রিয়াতে  
বিকল্প সম্ভব হয়, কিন্তু বস্তু মানুষের ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হইতে পারে না, এজন্য



তাহাতে বিকল্প কল্পনাও হইতে পারে না। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে ‘অসৎই’ এই অবধারণার্থক ‘এব’ শব্দ প্রয়োগ ত সম্ভব হয় না? ইহার সম্বন্ধ বলিতেছেন—কেন? পূর্বেই ত বলিয়াছি, নাম-রূপের অভিব্যক্তি না থাকিলে অসতের ত্রায় অসৎ অর্থাৎ যেন অসৎই ছিল। আচ্ছা, এখানে প্রশ্ন হইতেছে ‘এব’ শব্দটি অবধারণার্থক, অতএব ‘অসদেব’ বলিতে বর্তমান ছিলই না, অর্থাৎ ত হইবে? তবে আবার “সৎ আনীৎ” এরূপ উক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ‘এব’ শব্দটির অর্থ যে অবধারণিত, ইহা নহে কিন্তু ঐ শব্দ সত্তার একেবারেই অভাব, এরূপ বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় নাই। কি জন্ম হইয়াছে? নাম ও রূপের দ্বারা প্রকাশিত ছিল না, ইহা বুঝিতে নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘সৎ’ এই শব্দটি নাম ও রূপ দ্বারা প্রকাশিত, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় ও যাহাদের কোন না কোন একটি নাম আছে, বিষয়েই ‘সৎ’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এ স্থানে তৎকালে নাম-রূপসম্পন্ন হইয়া বলিয়াই ‘অসদেব’ এইরূপ বলা হইয়াছে। সেই নাম-রূপের দ্বারা এই ব্রহ্মের প্রকাশপ্রাপ্তি, তাহা বিশেষরূপে আদিত্যের ইচ্ছাধীন, আদিত্যের অভাব হইলে জগৎ ষোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত ও ইহার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না আরও দেখ, আদিত্যের স্তুতিপূর্বক অর্থাৎ প্রশংসাসূচক এই বাক্যে আদিত্যের ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানের নিমিত্তই এই জগৎ ‘সৎ’ হইলেও উৎপত্তির পূর্বে ইহা যেন কখন ছিল, এই কথা বলিয়া আদিত্যকে স্তুত করা হইয়াছে; কারণ, এই ব্রহ্মের এই শব্দটির ব্যবহার আদিত্যনিমিত্তই হয়, আদিত্য না থাকিলে সবই অন্ধকার আবৃত থাকায় কেহই কিছু জানিতে পারিত না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যেমন সর্বগুণ-সম্পন্ন পূর্ববন্দী নামক রাজা না থাকিলে এই রাজবংশ ‘অন্ধ’ অর্থাৎ না থাকার মধ্যেই গণ্য, এ স্থানেও সেইরূপই জানিবে। জগতের সবই অসৎ অর্থাৎ জগৎ সৎ কি অসৎ ইহা প্রতিপাদনেচ্ছায় এ সমস্ত প্রশ্নের অবসান করা হয় নাই, আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে, ইহাই এ সমস্ত আলোচনার প্রধান উপায় পরে এই বাক্যের উপসংহারও করা হইবে, “আদিত্যই ব্রহ্ম ইহা মনে করি উপাসনা করিবে” এইরূপ বলিয়া। ‘তাহা সৎ ছিল’, ইহার অর্থ এই যে—উৎপত্তির পূর্বে ‘অসৎ’ শব্দবাচ্য স্তিমিত অর্থ নিস্পন্দ, অতএব অসতের অর্থাৎ অবিকল্পিত ত্রায় সেই জগৎ সংকার্যের অভিমুখ অর্থাৎ কার্যরূপে পরিণত হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ অল্পপরিমাণে স্পন্দনাদিযুক্ত হইয়া সংস্বরূপ হইয়াছিল, পরে তাহা অল্পপরিমাণে স্পন্দনাদিরূপে ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া অল্পরীভূত বীজের ত্রায় অল্পপরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে ক্রমশঃ তাহা অপেক্ষাও স্থূল অর্থাৎ পরিষ্কৃত হইয়া



হইতে অণ্ডাকারে পরিণত হইয়া অবস্থিত হইয়াছিল। অণ্ডশব্দের স্থানে মূল শ্রুতিতে যে ‘আণ্ড’ এইরূপ দীর্ঘ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহা ছন্দের অনুবোধে অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া জানিতে হইবে। সেই অণ্ড প্রসিদ্ধ এক বৎসর-পরিমিত কাল অভিন্ন অর্থাৎ অখণ্ডরূপে অর্থাৎ যে ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ভাবেই ছিল, এক বৎসর-পরিমিত কালের পর সেই অণ্ড পক্ষীর অণ্ডের ত্রায় নির্ভিন্ন অর্থাৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, দ্বিখণ্ডিত অণ্ডের সেই দুই খণ্ড কপাল অর্থাৎ অংশের মধ্যে একটি রৌপ্য ও একটি স্বর্ণ অর্থাৎ রৌপ্যময় ও স্বর্ণময় হইয়াছিল। ভাবার্থ এই যে—জগৎ অসৎ না হইলেও অব্যক্ত নামরূপাবস্থায় অসত্তের মত প্রতীয়মান, বস্তুতঃ স্বক্ষ্মরূপে থাকায় অসৎ নহে। যদি বল, ‘এব’ অর্থ অবধারণ অর্থাৎ ‘ইহাই’ ‘ইহার মত’ অর্থ ত নহে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য বটে, কিন্তু ‘অসদেব’ ইহার দ্বারা সৎ ছিল না, এ ত বুঝাইবে না, কারণ, পরেই কথিত হইয়াছে যে, ‘আসীৎ’ অর্থাৎ সম্ভাযুক্ত, যে সম্ভা, সে অসম্ভাযুক্ত এ কিরূপে হইবে? তবে কি হইবে? তাহা শুন। অনভিভাক্যাবস্থায়ই ছিল, অনভিভাক্তিরই অবধারণ বুঝিবে। তাহার উদ্দেশ্য আদিত্যের স্তুতি। সূর্য্যের অভাবে প্রায়ই এই বিশ্ব অন্ধীভূত থাকে, তখন নামরূপাদি কিছুই ব্যক্ত হইতে পারে না। সুতরাং আদিতাই ব্রহ্মাণ্ডের সদসত্তা-প্রতিপত্তির হেতু, অর্থাৎ আদিত্যের প্রকাশেই ব্রহ্মাণ্ডের নামরূপাদি পরিজ্ঞান হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে সৎ বলিয়া অনুমিত হয় এবং সেই সূর্য্যের অপ্রকাশ হইলেই নাম-রূপাদির বিজ্ঞান থাকে না; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড অসঙ্গ্রহে অনুমিত হইয়া থাকে। অতএব সূর্য্যো ব্রহ্মদৃষ্টিপ্রতিপাদনার্থ আদিত্যের স্তুত করিতেছেন। সূর্য্যনিমিত্তই লোকে সন্ধ্যাবহার হইতেছে, যেসকল সৰ্ব্বগুণযুক্ত পূর্ববন্দী নৃপতির অবিদ্যমানতাতে তাঁহার কুলও অসৎ হয়, তদ্রূপ সূর্য্যের অপ্রকাশেই ব্রহ্মাণ্ড অসৎ বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই শ্রুতিতে জগৎ সৎ কি অসৎ, তাহা প্রতিপাদন অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ‘আদিতাই ব্রহ্ম’, অতএব উপাস্ত, ইহাই বক্তব্য। উৎপত্তির অগ্রে অসৎ ঐ জগৎ স্তিমিত ও নিস্পন্দ হইয়া অসত্তের ত্রায় থাকে, পরে উহা সংকার্য্যভিমুখ হইয়া কিঞ্চিৎ প্রবৃদ্ধি জন্মিলেই সঙ্গ্রহে পরিণত হয়, তদনন্তর তাহার স্পন্দন হইতে থাকে, তখন অক্ষুরীভূত বীজের ত্রায় নামরূপাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পরে শনৈঃ শনৈঃ স্থূল হইয়া উঠে। তখন সলিল হইতে অণ্ড সঞ্জাত হয়, ঐ অণ্ড সংবৎসরকাল একভাবেই থাকে, সংবৎসরের পর পক্ষিভিষের ত্রায় ভগ্ন হইয়া যায়, তৎপরে সেই ভগ্নভিষ হইতে রৌপ্য ও স্বর্ণরূপ কপালদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ১ ॥



তদযদ্রজতৎ সেয়ং পৃথিবী, যৎ স্ববর্ণং সা জ্যোঃ, বজ্র-  
তে পৰ্বতাঃ, যদ্বজ্রং তৎ সমেঘো নীহারঃ, যা ধমনয়ন্তা  
যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই কপালঘয়ের মধ্যে যেটি রৌপ্য অর্থাৎ রৌপ্যময় কপাল, তাহাই এই পৃথিবী। যেটি স্ববর্ণ অর্থাৎ উর্দ্ধভাগস্থ স্বর্ণময় কপাল তাহাই দ্রালোক বা স্বর্গ। যাহা জরায়ু, তাহাই পর্বতসমূহ, আর যাহা উব অর্থাৎ পাতলা গর্ভাবরক দ্রব্যবিশেষ, তাহাই মেঘযুক্ত তুবার, আর যাহা ধমনী বা শিরাস তাহারাই নদীসমূহ; আর যাহা বাস্তেয় অর্থাৎ বস্ত্রিদেহস্থ জল, তাহাই সমুদ্র।

**শাকরভাষ্যম্।**—তত্ত্বয়োঃ কপালয়োর্ষদ্রজতং কপালমাসীৎ, সেয়ং পৃথিব্যুপলক্ষিতমধোহণ্ডকপালমিত্যর্থঃ। যৎ স্ববর্ণং কপালং সা জ্যোঃ দ্রালোকোপলক্ষিতমুর্দ্ধকপালমিত্যর্থঃ। বজ্ররায়ু গর্ভবেষ্টনং স্থলমণ্ডস্তা দ্বিশকলীভাবকালে যৎ পর্বতা বভূবুঃ। যদ্বজ্রং স্বল্পং গর্ভপরিবেষ্টনং, তৎ সহ মের্ঘৈঃ সমেঘো নীহারো বভূবেত্যর্থঃ। যা গর্ভস্ত জাতস্ত দেহে ধমনয়ঃ শিরাস্তা নজো বভূবুঃ। বহতঃ তবং বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ। ২।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই দুই খণ্ড কপালের মধ্যে যেটি রৌপ্য অর্থাৎ রৌপ্যময় কপাল ছিল, তাহাই এই পৃথিবী, এ স্থানে পৃথিবী শব্দটি উপলক্ষণমাত্র, উহার অর্থ হইতেছে অধঃস্থিত অণ্ডকপাল। যাহা স্ববর্ণময় কপাল, তাহাই দ্রালোক বা স্বর্গ, এ স্থানেও জ্যো শব্দটি উপলক্ষণমাত্র, উহার অর্থ উর্দ্ধভাগস্থ কপাল খণ্ড। যাহা জরায়ু অর্থাৎ অণ্ড যখন দ্বিখণ্ড হয়, সেই সময়ে গর্ভাবরক স্থলভাগে ত্রায় যে পদার্থ, তাহাই পর্বতসমূহরূপে পরিণত হইয়াছিল। যাহা উব অর্থাৎ পাতলা গর্ভবেষ্টক স্বল্প চর্মের ত্রায় পদার্থ ছিল, তাহাই হইয়াছিল মেঘসংযুক্ত নীহার বা তুবার আর সঞ্জাত গর্ভের শরীরে যে সমস্ত ধমনী অর্থাৎ শিরাসমূহ, তাহারাই নদী হইয়াছিল। আর তাহার বস্ত্রি অর্থাৎ মূত্রাশয়ে যে জল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সমুদ্র বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

অথ যত্তদজায়ত সোহসাবাদিত্যঃ, ত জায়মানং ঘোষা উল্লবোহনুদতিষ্ঠন্ত সর্বাণি চ ভূতানি সর্বৈ চ কামাঃ, তস্মাজ্জতং দয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উল্লবোহনুদতিষ্ঠন্ত সর্বাণি চ ভূতানি সর্বৈ চ কামাঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর সেই যাহা জন্মগ্রহণ করিল, তাহা পরিবৃত্তমান হইয়া আদিত্য। এই আদিত্য যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ভূতাবলি



উনবিংশঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৭৭

করিয়া আনন্দমূচক উচ্চরবসমূহ (উলু উলু) স্বাবরজঙ্গমাশ্রক সমস্ত ভূত ও তাহাদের কাম্যবস্ত্রসমূহ উখিত হইয়াছিল। এ নিমিত্ত ঐ আদিত্যের উদয় ও অন্তগমন লক্ষ্য করিয়া আনন্দমূচক উচ্চরব-সমূহ (উলু উলু ধ্বনি) স্বাবরজঙ্গমাশ্রক ভূতসমূহ ও তাহাদের ভোগ্য দ্রব্যসমূহ উখিত অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতাসম্মান্য।**—অথ যতদজায়ত গর্ভরূপঃ তন্নিরগ্ণে, সোহসাবাদিত্যঃ, তমাদিত্যঃ জায়মানঃ ঘোষাঃ শব্দা উল্লব উচ্চরবো বিস্তীর্ণব। উদতিষ্ঠন্ন প্তিবস্তঃ, ঈশ্বর-স্ত্রেবেহ প্রথমপুত্রজন্মনি, সর্বাণি চ স্বাবরজঙ্গমানি ভূতানি সর্কে চ তেবাঃ ভূতানাং কামাঃ কাম্যস্তে ইতি বিষয়াঃ স্ত্রীবজ্ঞানাদয়ঃ যশ্বাদাদিত্যজন্মনিমিত্তা ভূতকামোৎপত্তিস্বাদভ্যেহপি তস্মাদিত্যস্তোদয়ঃ প্রতি প্রত্যায়নং প্রত্যন্তগমনং চ প্রতি, অথবা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগমনং প্রত্যায়নং, তৎ প্রতি তন্নিমিত্তীকৃত্যেত্যর্থঃ, সর্বাণি চ ভূতানি সর্কে চ কামা ঘোষা উল্লবশচাত্তিষ্ঠন্তি প্রসিদ্ধং হি এতদুদয়াদৌ সবিভূঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর সেই অণ্ডে গর্ভরূপ অর্থাৎ শিশুরূপ বাহা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই পরিদৃশ্যমান এই আদিত্য। জন্মকালে সেই আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া—কোন ধনী ব্যক্তির প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যে রূপ আনন্দমূচক ও বহুক্ষণব্যাপী উচ্চধ্বনি (উলু উলু) উখিত হয়, সেইরূপ প্রবল আনন্দমূচক উলু উলু এই প্রকার উচ্চশব্দ, স্বাবর-জঙ্গমাশ্রক সমস্ত ভূত ও সেই ভূতসমূহের সমস্ত কাম অর্থাৎ প্রার্থনীয় স্ত্রী বস্ত্র অনাদি ভোগ্যবস্ত্রসমূহ উখিত হইয়াছিল। যে হেতু, সেই আদিত্যের জন্ম নিমিত্তই সমস্ত ভূত ও তাহাদের কাম্য বিষয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই নিমিত্তই এখন পর্য্যন্ত সেই আদিত্যের উদয় এবং অন্তগমন উপলক্ষে অথবা পুনঃ পুনঃ প্রত্যায়ন অর্থাৎ প্রত্যাগমন অর্থাৎ প্রত্যেক দিন উদয় উপলক্ষে ভূতসমূহ কাম্য বস্ত্রসমূহ আনন্দমূচক উচ্চধ্বনিসমূহ অর্থাৎ (উলু উলু ধ্বনি) উখিত হইয়া থাকে, সূর্য্যের উদয় ও অন্তগমনকালে একরূপ ধ্বনি যে করা হয়, ইহা সর্ব্বদেশেই প্রসিদ্ধ ॥ ৩ ॥

স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে, অভ্যাসো হ যদেনং সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরূপ চ নিব্রেড়েরনিব্রেড়ে-  
রন ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকস্তা উনবিংশঃ খণ্ডঃ

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়

প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই আদিত্যকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্ম মনে



করিয়া উপাসনা করেন, নিশ্চয়ই জানিবে, এই উপাসকের নিকট অতি নম্র  
সুচক শব্দসমূহ আগমন করে ও তাহা এই উপাসকের সুখপ্রদ হইয়া থাকে  
হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে উনবিংশ খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—স যঃ কচ্চিদেতমেবং যথোক্তমহিমানং বিদ্যাম্  
ব্রহ্মেভ্যাপাস্তে, স তস্তাবং প্রতিপত্ততে ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ, দৃষ্টং ফলমভ্যাসঃ কিঞ্চ  
যদিতি ক্রিয়াবিশেষণমেনমেবংবিদং সাধবঃ শোভনা ঘোষাঃ ; সাধুত্বং ঘোষাদীনং  
ভোগে পাপানুবন্ধাভাবঃ । আ চ গচ্ছেয়ুর্গাগচ্ছেয়ুশ্চ, উপ চ নিম্নেডেরনিয়েদেন  
কেবলমাগমনমাত্রং ঘোষাণামুপসুখয়েয়ুশ্চোপসুখঞ্চ কুৰ্য্যদিত্যর্থঃ । দিবভাসোহ  
সমাপ্ত্যর্থ আদরার্থশ্চ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়প্রপাঠকশ্চ উনবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্যোনিবিন্ধভগবৎপুঙ্খপাদশিষ্যশ্চ পরমহংসপরিব্রাজকচাৰ্য্যশ্চ

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে

তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই আদিত্যকে  
রূপ মহিমা সম্পন্ন জানিয়া, ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি  
অর্থাৎ সেই আদিত্যের ভাবকে প্রাপ্ত হয় । আরও দেখ, এই উপাসনার দ্বারা  
প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে সাধু অর্থাৎ মঙ্গলপ্রদ শব্দসমূহ অতি শীঘ্র এই উপাসকের  
নিকট আগমন করে । মূল শ্রুতিতে যে ‘যৎ’ এই শব্দটি আছে, উহা প্রকৃত  
ক্রিয়ার বিশেষণ । শব্দাদির সাধুত্ব বলিতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, উপাসকের  
কোনরূপ পাপানুবন্ধ অর্থাৎ অনিষ্টের বা প্রতিবন্ধকের উৎপাদক হয়  
সুখপ্রদ শব্দসমূহ যে কেবল আগমনই করে, তাহা নহে, তাহারা উপনিষোক্ত  
উপসুখ অর্থাৎ ভোগসুখও প্রদান করিয়া থাকে । অধ্যায়সমাপ্তি ও  
‘উপনিষেডেরন’ এই শব্দটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়প্রপাঠকে উনবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ।



## চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ ।

### প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ৩ ॥ জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য  
আস, স হ সর্বত আবসথান্ মাপয়াক্ষক্রে সর্বত এব মেহ্নমৎস্র-  
ন্তীতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—এইরূপ পুরাবৃত্ত আছে যে, শ্রদ্ধা পূর্বক দানশীল, ও বহুগরি-  
মাণে দাতা, বহুপাক্য অর্থাৎ অতিথিদিগের নিমিত্ত বহু অন্নপাককারক, জনশ্রুত  
নামক কোন রাজার পুত্রের পৌত্র জানশ্রুতি নামক রাজা ছিলেন। সকল লোক  
সকল দিক্ হইতে আসিয়া আমার অন্ন ভক্ষণ করিবে, এই উদ্দেশে তিনি বহুস্থানে  
আবসগৃহসমূহ অর্থাৎ বহু অতিথিশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—বায়ু-প্রাণয়োব্রক্ষণঃ পাদদৃষ্ট্যধ্যাসঃ পুরস্তাধর্গিতঃ ।  
অথদানীং তয়োঃ সাক্ষাদব্রক্ষণেনোপাত্তয়োত্তরমারভ্যতে । সুখাববোধার্থা আখ্যায়িকা  
বিজ্ঞানগ্রহণবিধিপ্রদর্শনার্থা চ । শ্রদ্ধান্নদানান্নুক্তত্বাদীনাঞ্চ বিজ্ঞাপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ  
প্রদর্শ্যতে আখ্যায়িকয়া । জানশ্রুতির্জনশ্রুতত্বাপত্যম্ । ত ঐতিহ্যার্থঃ । পুত্রশ্রু-  
পৌত্রঃ পৌত্রায়ণঃ, স এব শ্রদ্ধাদেয়ঃ শ্রদ্ধাপুরঃসরমেব ব্রাক্ষণাদিভ্যো দেয়মশ্রুতি  
শ্রদ্ধাদেয়ঃ । বহুদায়ী প্রভূতঃ দাতুঃ শীলমশ্রুতি বহুদায়ী । বহুপাক্যো বহু পক্তব্যমহ-  
ত্বহনি গৃহে বস্তাসৌ বহুপাক্যঃ, ভোজনার্থিভ্যো বহুস্ত গৃহেহ্নমঃ পচ্যতে ইত্যর্থঃ ।  
এক-গুণসম্পন্নোহসৌ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণো বিশিষ্টে দেশে কালে চ কস্মিংশিৎ আস  
বভূব । স হ সর্বতঃ সর্বান্ন দিক্ষু গ্রামেষু নগরেষু চাবসথান্—এতয় বসন্তি যেষিত্যা-  
বসথাঃ, তান্ মাপয়াক্ষক্রে কারিতবানিত্যর্থঃ । সর্বত এব মে মমান্ন তেষাবসথেষু  
বসন্তোহৎস্রন্তি ভোক্ষ্যন্তে ইত্যেবমভিপ্রায়ঃ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—পূর্বে বায়ু ও প্রাণে ব্রক্ষের পাদদৃষ্টির  
অধ্যাস অর্থাৎ বায়ু ও প্রাণ ব্রক্ষের অংশবিশেষ এইরূপ বিবেচনায় ব্রক্ষত্বের আরোপ  
বর্ণিত হইয়াছে । সম্প্রতি সেই বায়ু ও প্রাণ এই উভয়ের সাক্ষাৎ ব্রক্ষরূপে উপাত্তত্ব  
বর্ণনায় জ্ঞান পরবর্তী এই অধ্যায় আরম্ভ করা যাইতেছে । অন্যাসে বুঝিবার  
নিমিত্ত এবং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানগ্রহণের নিয়ম প্রদর্শনের নিমিত্ত এই আখ্যায়িকা  
আরম্ভ করা হইয়াছে । এই আখ্যায়িকা দ্বারা ইহাই দেখাইতেছেন যে, শ্রদ্ধা-  
পূর্বক অন্নদান ও অন্নুক্তত্বাদি অর্থাৎ বিনয়াদি ব্যবহারই বিজ্ঞানাভের উপায় ।  
জনশ্রুতের সন্তান জানশ্রুতি । হ শব্দের অর্থ ঐতিহ্য অর্থাৎ ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত ।



পুত্রের পৌত্রকে পৌত্রায়ণ বলে। এইরূপ ইতিহাস আছে যে, জনশ্রুত্রে পৌত্র জানশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাদেয়—অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে যিনি দান করেন, তিনিই শ্রদ্ধাদেয়, বহুদায়ী অর্থাৎ তিনি শ্রদ্ধাপূর্বকই দান করেন না, শ্রদ্ধাপূর্বক প্রভূত পরিমাণে দান করাই স্বভাব। বহুপাক্য অর্থাৎ বাঁহার গৃহে প্রতিদিন প্রভূত পরিমাণে বহুবিধ অন্ন হয়, ইঁহার গৃহে ভোজনের নিমিত্ত সনাগত অতিথিগণের উদ্দেশ্যে প্রভূত পরিমাণে বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জন নিত্য পাক হয়; এই রূপ গুণসম্পন্ন পৌত্রায়ণ এই শ্রুতি রাজা কোন সময়ে কোন বিশিষ্ট অর্থাৎ সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশে বিদ্যমান হইয়া আগমন করিয়া যে স্থানে বাস করে, তাহার নাম আবসথ অর্থাৎ ধর্মশালা অতিথিশালা, তিনি সর্বদিকেই অবস্থিত গ্রাম ও নগরসমূহে বহু পাণ্ডুশালা অতিথিশালা বা ধর্মশালা নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, সকলদিক হইতেই অতিথিসমূহ আগমন করিয়া এই সমস্ত গৃহে বাস করিবার অন্ন ভোজন করিবে ॥ ১ ॥

অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুঃ, তন্ধৈবৎ হংসো হংসঃ  
বাদ, হো হোহয়ি ভল্লাক্ষ ! ভল্লাক্ষ ! জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণ  
সমং দিবা জ্যোতিরাততং, তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীঃ, তন্মা সা প্রসাঙ্ক্ষী  
রিতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—কোনও সময়ে হংসগণ অর্থাৎ হংসরূপধারী কয়েকটি হংস দেবতা রাত্রিকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ জানশ্রুতির দৃষ্টিগোচর হইয়া ছিলেন। সেই সময়ে একটি হংস অপর একটি হংসকে বলিয়াছিলেন, ওহে ভল্লাক্ষ ! অর্থাৎ দৃষ্টিহীন ! পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির তেজ বা দৈহিক জ্যোতিঃ আকাশমার্গে সমভাবে অর্থাৎ অপ্রতিহতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ঐ জ্যোতিঃকে স্পর্শ করিও না, ঐ জ্যোতিঃ যেন তোমাকে দগ্ধ করিয়া না ফেলে ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্।—তন্ধৈবঃ সতি রাজনি তস্মিন্ বর্ষকালে ইতিহাস  
অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুঃ। স্বয়মো দেবতা বা রাজোহন্নানন্তরীত্যেতি  
সন্তো হংসরূপা ভূত্বা রাজো দর্শনগোচরেহতিপেতুঃ পতিতবস্তঃ। তস্মিন্  
ভেবাঃ পততাং হংসানামেকঃ পৃষ্ঠতঃ পতন্ অগ্রতঃ পতন্তং তং হংসমভ্যবাদ অল্পক  
হো হো অয়ীতি ভোঃ ! ভোঃ ! ইতি সন্দোধ্য “ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ” ইতি আদর্য দর্শন  
পশু পশুার্চ্যমিতি তৎ। ভল্লাক্ষ ইতি মন্দদৃষ্টিং সূচয়মাহ। অথবা, সম্যগ্ ব্রহ্মদর্শন  
মানবদ্ব্যন্ত্যাসকুহপালকঃ, তেন গীড়মানোহমর্ষিতয়া তং সূচয়তি ভল্লাক্ষ ইতি।



ঋতে: পৌল্লারণশ্চ সমঃ তুলাং দিবা হ্যালোকেন জ্যোতিঃ প্রভাস্বরম্ অন্নদানাদিভিনিত-  
প্রভাবজ্ঞাততং ব্যাপ্তং, হ্যালোকস্পৃগিত্যর্থঃ। দিবা অহা বা সমঃ জ্যোতিরিত্যেতৎ ;  
তস্মা প্রসাজ্জা: সজ্জনং সন্তিঃ তেন জ্যোতিবা স্বেদা মা কাৰ্য্যরিত্যর্থঃ। তৎপ্রসজ্জনে  
তজ্জ্যোতিহা বা মা প্রধাক্ষীর্মা দহত্বিত্যর্থঃ, পুরুষব্যত্যয়েন মা প্রধাক্ষীদিতি । ২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কোন এক সময় গ্রীষ্মকালে সেই রাজা  
রাজিতে প্রাসাদের উপরিভাগে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজার  
অন্নদানগুণে সন্তুষ্ট হইয়া কয়েক জন ঋষি অথবা দেবতা হংসরূপ ধারণপূর্বক তাঁহার  
দৃষ্টিগোচরে আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেই হংসগণের মধ্যে পশ্চাদ্দেশে  
আগমনশীল একটি হংস অগ্রবর্তী একটি হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—  
হো হো অয়ি! অর্থাৎ ভো! ভো! অর্থাৎ ওহে ভল্লাক্ষ! ভল্লাক্ষ! কোন  
একটি অপূর্বদৃষ্ট পদার্থ দেখিলে লোকে যেমন বিস্মিতভাবে বলে “দেখ দেখ, কি  
আশ্চর্য্য!!” এই ভল্লাক্ষ শব্দটিও সেইরূপ আদরসূচক সম্বোধন। অথবা ভল্লাক্ষ  
সম্বোধন দ্বারা মন্দদৃষ্টি অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা হুচনা করা হইয়াছে, (লোকে  
যেমন তিরস্কার করিয়া বলে, “দেখতে পাও না” “চোখের মাথা খেয়েছে” ইত্যাদি)  
অথবা অগ্রবর্তী ঋষি “আমার সম্যকরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে” এই অভিমানবশতঃ পশ্চা-  
দ্বর্তী ঋষিকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করায় পশ্চাদ্বর্তী ঋষি সেই তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া  
ও তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই অসহিষ্ণুতাকে হুচনা করিয়াই যেন ভল্লাক্ষ  
এই সম্বোধন করিয়াছিলেন। পৌল্লারণ জানশ্রুতির অন্নদানজনিত পুণ্যের প্রভাবে  
সমুৎপন্ন হ্যালোকতুলা অর্থাৎ স্বর্গলোকের ত্রায় অথবা দিবাভাগের ত্রায় অতি  
ভাস্বরজ্যোতিঃ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ স্বর্গলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে।  
তুমি যেন সেই জ্যোতিঃ দ্বারা স্পৃষ্ট অথবা সংযুক্ত হইও না, উহার সংস্পর্শে ঐ  
জ্যোতিঃ যেন তোমাকে দগ্ধ করিতে না পারে অর্থাৎ তুমি ঐ জ্যোতির নিকটবর্তী  
হইও না, ঐ জ্যোতিঃ তোমার দেহে লাগিলে তুমি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।  
শ্রুতিতে “প্রধাক্ষীঃ” এই ক্রিয়া পদটি মধ্যম পুরুষে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐ  
ক্রিয়াপদটিকে প্রথম পুরুষে পরিবর্তিত করিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ “প্রধাক্ষীঃ” এই  
পদটি পরিবর্তিত করিয়া “প্রধাক্ষীৎ” এইরূপ করিয়া লইতে হইবে ॥ ২ ॥

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচ, কং বরে ! এনমেতৎ সন্তৎ সমুখানম্  
ইব রৈকমাথেতি । যো নু কথং সমুখা রৈক ইতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—পর অর্থাৎ অগ্রগামী হংস পশ্চাদ্বর্তী হংসকে বলিয়াছিল,  
“বরে! এরূপ প্রকার অবস্থাপন্ন এ কাহাকে তুমি সমুখা অর্থাৎ ক্ষুদ্র শব্দটির দ্বারা



পরিচিত, (ভাব এই যে, একখানি ক্ষুদ্র শকটে চড়িয়া তিনি যাতায়াত করিতেন এ জন্ত তিনি জনসমাজে ‘সযুগ্ম রৈক’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন) রৈক বলিতেছ? এই কথা শুনিয়া পশ্চাতে অবস্থিত হংস জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যাহার কথা বলিতেছ, সেই সযুগ্ম রৈক কি প্রকার? ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রাহ্মণ্যম্।**—তমেবযুক্তবস্তুং পর ইতরোহগ্রগামী প্রত্যাচা—  
নিকৃষ্টোহস্য রাজা বরাকঃ তং কন্ম উ এনং সন্তং কেন মাহাত্ম্যেন যুক্তং সন্তমিতি ক্ৰুৎ  
এনমেবং সবহমানমেতদ্বচনমাখ। রৈকমিব সযুগ্মানং সহ যুগ্মনা গম্মা বর্ত্তত ই  
সযুগ্মা রৈকঃ, তমিবাঞ্ছনম্, অননুৰূপমগ্নিম্নযুক্তমীদৃশং বস্তুং রৈক ইবেত্যভিহ  
ইতরশ্চাহ—যো হু কথং ব্রয়োচ্যতে সযুগ্মা রৈকঃ? ইত্যুক্তবস্তুং ভল্লাক্ষ আহ, যু  
স রৈকঃ। ৩।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পর অর্থাৎ অগ্রগামী ইতর হংসটির  
রূপ উক্তিবিশিষ্ট পশ্চাদ্বর্তী হংসকে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, “অরে! এই তুচ্ছ  
অতি নিকৃষ্ট, ইহার এমন কি মাহাত্ম্য আছে, যাহার দ্বারা এই তুচ্ছ ব্যক্তির ক্ষ  
সেই প্রসিদ্ধ সযুগ্ম রৈকের ত্রায় একরূপ সম্মান পূর্বক কথা বলিতেছ? যুগ্ম  
গমনশীল ক্ষুদ্র শকটের সহিত বিদ্যমান থাকেন বলিয়া রৈক সযুগ্মা এই বিশেষ  
অভিহিত হন অর্থাৎ ‘সযুগ্ম রৈক’ বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। এই ব্যক্তি  
তাহার ত্রায় বলিতেছ? একরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে—রৈকের সহিত  
তুচ্ছ ব্যক্তির তুলনা করা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই অর্থাৎ এই ব্যক্তি ক্ষ  
একরূপ অর্থোক্তিক বাক্য-প্রয়োগ তোমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। এই  
শুনিয়া অত্র অর্থাৎ পশ্চাদ্বর্তী হংস বলিয়াছিল—তুমি যে সযুগ্মা রৈকের কথা বলি  
সে কিরূপ? পশ্চাদ্বর্তী হংস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভল্লাক্ষ অর্থাৎ অগ্রগামী  
হংস বলিয়াছিল, সেই রৈক যে রূপ তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

যথা কৃতায়-বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্তি, এবমেনং সর্বং তদ্বি  
সমেতি। যৎকিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি, যন্তদ্ববেদ যৎ স  
স ময়েতদুত্ত ইতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—কৃতায় অর্থাৎ চারিটি অক্ষবিশিষ্ট কৃতনামক পাশক ব্রহ্ম  
করিলে যেমন অধরেয় অর্থাৎ তদপেক্ষা অল্লাকবিশিষ্ট তিন হই ও এক অ  
ব্রোতা দ্বাপর ও কলি নামক পাশকত্রয় কৃতের অধীন হয়, সেইরূপ সেই স  
ইহার অর্থাৎ কৃতস্থানীয় রৈকের অধীন অর্থাৎ অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। কি  
অন্তর্ভূত হয়? এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন, লোকসমূহ



কিছু উৎকৃষ্ট কর্ম করে, সে সমস্তই রৈকের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। সেই রৈক যাহা জানে, অপর যে কোন ব্যক্তি যদি তাহা জানে, তাহা হইলে তাহারও সেইরূপই ফল হইয়া থাকে। আমি সেই রৈকের বিষয় তোমাকে বলিলাম ॥ ৪ ॥

**শাক্ত-ভাষ্য**।—বখা লোকে কৃত্যঃ কৃতো নাম অয়ো দ্যুতসময়ে প্রসিদ্ধচতুরক্ষঃ, স যদা জয়তি দ্যুতে প্রবৃত্তানাং, তন্মৈ বিজিতায় তদর্থমিতরে ত্রিষোকাক্ষা অধরেয়াঃ ত্রেতাধাপরকলিনামানঃ সংবন্তি সঙ্গচ্ছন্তে অন্তর্ভবন্তি, চতুরক্ষে কৃত্যে ত্রিষোকাক্ষানাং বিত্তমানাং তদন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। বখা অয়ঃ দৃষ্টান্তঃ, এবমেনং রৈকঃ কৃত্যস্থানীয়ং ত্রেতাধিস্থানীয়ং সর্বং তদভিসমেতি অন্তর্ভবতি রৈকে। কিন্তু? ৭ কঞ্চ লোকে সর্বাঃ প্রজাঃ সাধু শোভনং ধর্মজাতং কুর্সন্তি, তৎ সর্বং রৈকস্য ধর্মোন্তর্ভবতি, তস্ত চ ফলে সর্বপ্রাণিধর্মকসমন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। তথাহিত্যোহপি কচ্চিদ্ব-  
ন্তেতৎ বেদ। কিন্তু? ৭ যদেতৎ স রৈকো বেদ। তদেতমিত্যোহপি যো বেদ, তমপি সর্বপ্রাণিধর্মজাতং তৎফলঞ্চ রৈকমিবাভিসমেতীত্যম্বর্ততে। স এবমুতো রৈকোহপি ময়া বিদ্বানেতদ্বক্তঃ। এবমুক্তো রৈকব্যং স এব কৃত্যস্থানীয়ো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—অয়-শব্দে পাশকের কোন একটি ভাগ-বিশেষ। দ্যুতসময়ে অর্থাৎ পাশকজীড়াবিষয়ে চারিটি অঙ্কসংযুক্ত কৃতনামক অয় অর্থাৎ ভাগবিশেষ লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ আছে। পাশকজীড়ায় প্রবৃত্ত লোক-সমূহের মধ্যে সেই কৃতনামক অয় বা অংশটি যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে অপর তিন, দুই ও একাঙ্কবিশিষ্ট অধরের অর্থাৎ ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামক অষ্টাঙ্কবিশিষ্ট বিজিত তিনটি অয় বিজয়প্রাপ্ত সেই অয়ের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাহার সহিত সঙ্গত অর্থাৎ মিলিত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহারই অন্তর্ভূত হইয়া যায়; কারণ, চতুরক্ষবিশিষ্ট কৃত্যে তিন দুই ও এক অঙ্কটিও বিত্তমান থাকায় ঐ চতুরক্ষের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, সেইরূপ চতুরক্ষবিশিষ্ট কৃত্যস্থানীয় রৈকে ত্রেতা দ্বাপর ও কলিস্থানীয় সেই সমস্তই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। যাহা রৈকে অন্তর্ভূত হয়, তাহা কি? এই প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই জগতে জনসমূহ যাহা কিছু সাধু অর্থাৎ ধর্মকার্য্য করে, সেই সমস্তই রৈকের ধর্মো অন্তর্ভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ রৈকের ধর্মকার্য্যের ফলে সমস্ত প্রাণিগণের ধর্মকার্য্যের ফল অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সেই রৈক যে জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, অথবা যে কোন ব্যক্তি যদি সেই জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারে, তাহা হইলে সমস্ত প্রাণীর ধর্মকার্য্যসমূহ ও তাহার ফল রৈকের ত্রায় সেই প্রাণীতেও সঙ্গত হয় অর্থাৎ তাহার অন্তর্ভূত হইয়া যায়। পূর্বোক্ত ‘অভিসমেতি’ অর্থাৎ সঙ্গত বা অন্তর্ভূত এই ক্রিয়া পদটি এ স্থানেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই রৈক ও রৈকের ত্রায় অপর বিদ্বান্ ব্যক্তির বিষয়েও যাহা বক্তব্য,



তাহা আমি বলিলাম। এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, অপর বিদ্বান্ কহি  
রৈক্যের শ্রায় কৃত্যস্থানীয় হয় ॥ ৪ ॥

তত্ হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব, স হ সঞ্জিহান  
ক্ষতারমুবাচ, অঙ্গারে ! হ সযুধানমিব রৈকমাথেতি। বো  
কথং সযুখা রৈকঃ ? ইতি ॥ ৫ ॥

যথা কৃত্য বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্তি, এবমেনং স  
তদভিসমৈতি। যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি, যন্তদেবে  
বেদ, স মর্যৈতদুক্ত ইতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিল  
তিনি প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগ করিতে করিতেই সারথিকে বলিয়াছিলেন—  
হংস আমাকে সযুখা রৈক্যের শ্রায় বলিয়াছে। যে রৈক্যের কথা তাহার বসি  
সেই সযুখা রৈক্য কি প্রকার ? ॥ ৫-৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তত্ হ তদেতদীদৃশঃ হংসবাক্যম্ আশ্রয়ঃ সযুখা  
মন্তস্ত বিহুষো রৈক্যাদেঃ প্রশংসারূপমুপশুশ্রাব শ্রুতবান্ হস্ম্যতলহো রাজা  
পৌত্রায়ণঃ। তচ্চ হংসবাক্যং শ্রবণেন পৌনঃপুনেন রাজিশেষমতিবাহ্যমাস।  
স বসিভিঃ রাজা স্ততিযুক্তাভির্কাগুভিঃ প্রতিবোধ্যমান উবাচ ক্ষতারং সঞ্জিহান  
শয়নং নিদ্রাং বা পরিত্যজ্যেব, হে অঙ্গ ! বৎসারে ! হ সযুধানমিব রৈকমাথ কি  
স এব স্তত্যর্হো নাহমিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা, সযুধানং রৈকমাথ গতা সম ভদিক  
তদা ইবশব্দোইবধারণার্থোহনর্থকো বা বাচ্যঃ। স চ ক্ষতা প্রত্যুবাচ রৈকানবধন  
রাজোইতিপ্রায়জঃ, যো হু কথং সযুখা রৈক্য ইতি, রাজৈবকোক্ত আনেতু তদ্বিক  
মিচ্ছন্ যো হু কথং সযুখা রৈক্য ইত্যবোচৎ। স চ ভল্লাকবচনমেবাবোচ  
শ্রবন্ ॥ ৫-৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হস্ম্যোপরি অবস্থিত সেই পৌত্রায়ণ  
জানশ্রুতি নিজের নিদ্রাস্থচক ও অপরের অর্থাৎ জ্ঞানী রৈক্যের প্রশংসাস্থচক  
উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন ও পুনঃ পুনঃ সেই হংসবাক্যই শ্রবণ  
করিতে অবশিষ্ট রাজি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই রাজা  
পাঠকদিগের স্ততিবাক্য দ্বারা জাগরিত হইয়া শয্যা অথবা নিদ্রা পরিত্যাগ  
করিতেই নিকটস্থ ক্ষতা অর্থাৎ স্ততিকর্তা অথবা সারথিকে বলিয়াছিলেন—  
অঙ্গ ! অর্থাৎ হে বৎস ! আমাকে সযুখা রৈক্যের শ্রায় কেন বলিয়াছ ? (ক  
বলিয়াছে ? ) অভিপ্রায় এই যে, সেই রৈক্যই স্তবের অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য



নহি। অথবা ইহার অর্থ এইরূপ হইবে—সেই সমুখা রৈককে গিয়া বল, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। এ অর্থ করিলে মূলে যে ‘ইব’ শব্দটি আছে, তাহা অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অথবা উহার কোন অর্থই নাই। রাজার অভিপ্রায় অবগত ও রৈককে আনয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই ক্ষত্ৰা রাজাকে বলিয়াছিল, আপনি যে রৈকের বিষয় বলিলেন, সেই সমুখা রৈক কি প্রকার? অর্থাৎ রাজা ঐরূপ বলিলে তাহাকে আনয়ন করার নিমিত্ত তাহার চিহ্ন বা পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই সমুখা রৈক কি প্রকার? ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেই রাজাও ভল্লাক্ষ “বথা কৃত্য বিজিত্য” ইত্যাদি যে সমস্ত কথা বলিয়াছিল, তাহাই শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। “বথা কৃত্য বিজিত্য” ইত্যাদি বস্তু শ্রুতির অর্থ পূর্বেই করা হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥

স হ ক্ষত্ৰাহমিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেকায়, তৎ হোবাচ, যত্রারে ! ব্রাহ্মণস্তান্বেষণা, তদেনমর্ছেতি ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—সেই ক্ষত্ৰা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া “জানিতে পারিলাম না” এই কথা বলিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল। রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন—অহে ! যে স্থানে ব্রহ্মজ ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে হয় অর্থাৎ যে স্থানে গেলে ব্রহ্মজ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেই স্থানে গিয়া এই রৈককে অনুসন্ধান কর ॥ ৭ ॥

**শাক্তব্রাহ্মণ্যম্।**—স হ ক্ষত্ৰা নগরং গ্রামং বা গতা অমিষ্য রৈকং নাবিদং ন ব্যজাসিষ্যমিতি প্রত্যেকায় প্রত্যাগতবান্। তৎ হোবাচ ক্ষত্ৰাহম্, অরে ! বত্র ব্রাহ্মণস্ত ব্রহ্মবিদ একান্তেহরণ্যে নদীপুলিনাদৌ বিবিক্তে দেশেহবেষণা অনুমার্গণং ভবতি, তত্তত্বেনং রৈকম্ অচ্ছাচ্ছ গচ্ছ, তত্র মার্গণং কুর্কিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই ক্ষত্ৰা নগরে অথবা গ্রামে গমন করিয়া রৈকের অনুসন্ধান করিয়া সে স্থানে তাহার বিষয় জানিতে না পারিয়া প্রত্যাগমন করিয়া বলিয়াছিল, ‘রৈককে জানিতে পারিলাম না’ অর্থাৎ তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না। রাজা সেই ক্ষত্ৰাকে পুনরায় বলিয়াছিলেন—অহে ! যে স্থানে অর্থাৎ নির্জন অরণ্যে অথবা পবিত্র নদী-সৈকতাदि স্থানে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ ব্যক্তির অনুসন্ধান পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে স্থানে ব্রহ্মজ ব্যক্তিগণ অবস্থান করেন, সেইরূপ নির্জন ও পবিত্র স্থানে গমন কর, এবং সেই স্থানেই এই রৈককে গমন অর্থাৎ অনুসন্ধান কর ॥ ৭ ॥



সোহধস্তাচ্ছকটশ্চ পামানং কষমাণমুপোপবিশেৎ,  
হাভ্যবাদ, ত্বং নু ভগবঃ সযুখা রৈকঃ ? ইতি । অহং  
ইতি হ প্রতিজ্ঞে, স হ ক্ষতাহবিদমিতি প্রত্যোয়ায় ॥ ৮ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—সেই ক্ষত শকটের নিয়মদেশে পামা অর্থাৎ কণ্ডুয়মান (পাচড়া বা চুল্কানি) কণ্ডুয়মান অবস্থায় উপবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া  
নিকটে উপবেশন করিয়াছিল ও তাহাকে বলিয়াছিল অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল  
হে ভগবন্ ! আপনিই কি সেই সযুখা রৈক ? তিনি নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই  
দিয়াছিলেন, অরে ! আমিই সেই রৈক । সেই ক্ষত 'জানিতে পারি'  
এইরূপ মনে করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—ইত্যুক্তঃ ক্ষতাহবিদ্য তং বিজ্ঞে সোহধস্তান্  
গজ্ঞ্যাঃ পামানং খৰ্জুং কষমাণং কণ্ডুয়মানং দৃষ্ট্বা অয়ং নুনং সযুখা রৈক ইতি উপোপ-  
উপবিশে বিনয়েনোপবিষ্টবান্ । তঞ্চ রৈকং হাভ্যবাদোক্তবান্—ত্বমি হে ভ-  
ভগবন্ । সযুখা রৈক ইতি ? এবং পৃষ্টোহহমস্মি হি অরাত অরে ! ইতি হানান-  
প্রতিজ্ঞেহভ্যুপগতবান্ । স তং বিজ্ঞায় অবিদং বিজ্ঞাতবানস্মীতি প্রত্যোয়ায় প্রমা-  
ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—রাজা কর্তৃক ঐরূপে আদর্শ হইয়া  
ক্ষতাহ কোন নির্জন প্রদেশে পামা অর্থাৎ খৰ্জু (খাজ, চুল্কানি বা ধোঁসু) কণ্ডুয়-  
কষমাণ অর্থাৎ কণ্ডুয়মান অবস্থায় একখানি ক্ষুদ্র শকটের নিয়মভাগে অবস্থিত কোন  
ব্যক্তিকে দেখিয়া "নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিই সেই সযুখা রৈক" এই মনে করি-  
অতি বিনীতভাবে তাহার নিকটে উপবেশন করিয়াছিল ও সেই রৈক  
বলিয়াছিল অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হে ভগবন্ ! আপনিই কি  
সযুখা রৈক ? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি অতি অবজ্ঞা বা অনাদরের সহিত  
স্বীকার করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন—অরাত ! অর্থাৎ অরে !  
আমিই রৈক । ক্ষতাহ তাহাই শুনিয়া 'বিশেষরূপেই জানিতে পারিয়াছি' এই  
মনে করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তত্ব হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং নিক্শমশ্বতরী-  
রথং তদাদায় প্রতিচক্রমে, তৎ হাভ্যবাদ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ছয়শত গাভী, স্বর্ণনির্মিত কণ্ঠহার ও  
অশ্বতরীবাহিত রথ—এই সমস্ত গ্রহণ করিয়া রৈকের নিকট গমন করিয়াছিলেন ও  
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তত্ত্ব স্বযেগাঁইহ্ম্যং প্রত্যভিপ্রায়ঃ বুদ্ধা ধনার্থিতাক উ  
হ এব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং, নিক্শ কণ্ঠহারম্ অশ্বতরীরথম্, অশ্ব-  
তরীভ্যাং যুক্তং রথং, তদাদায় ধনং গৃহীত্বা প্রতিচক্রমে রৈকং প্রতি গতবান্। তৎ  
গদ্য অভ্যবাদ হ অভ্যক্তবান্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ক্ষত্র নিকট সমস্ত  
বিষয় শ্রবণ করিয়া ঋষি অর্থাৎ রৈকের গাঁইহ্ম্য ধর্ম ও ধনাভিলাষ স্থির করিয়া  
অর্থাৎ রৈক বিবাহ করিয়া সংসারী হইবেন ও তজ্জন্ত ধনপ্রার্থী, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া  
ছয়শত গাভী, স্বর্ণনির্মিত কণ্ঠহার ও দুইটি অশ্বতরী কর্তৃক বাহিত রথ, এই সমস্ত  
ধন গ্রহণ করিয়া রৈকের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন ও গমন করিয়া তাঁহাকে  
বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

রৈক ! ইমানি ষট্ শতানি গবাম্, অয়ং নিক্শঃ, অয়মশ্বতরী-  
রথঃ অনু ম এতাং ভগবঃ ! দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাসূসে  
ইতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হে রৈক ! এই ছয়শত গাভী, এই স্বর্ণনির্মিত কণ্ঠভরণ,  
এই অশ্বতরীরথবাহিত রথ, আপনার নিমিত্ত এই সমস্ত ধন আনয়ন করিয়াছি।  
হে ভগবন্ ! এই সমস্ত গ্রহণ করিয়া আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, সেই  
দেবতাকে অর্থাৎ সেই দেবতার উপাসনাবিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—হে রৈক ! গবাং ষট্ শতানি ইমানি তুভ্যং ময়া  
দানীতানি। অয়ং নিক্শোহশ্বতরীরথশ্চায়ম্, এতদ্ধনমাদৎস্ব। ভগবঃ ! অম্বশাধি চ  
যে মাম্ এতাং, যাক দেবতাং তমুপাসূসে তদেবতোপদেশেন মামম্বশাধীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হে রৈক ! এই ছয়শত গাভী, এই স্বর্ণ-  
নির্মিত কণ্ঠভরণ, অশ্বতরীবাহিত এই রথ আপনার নিমিত্ত আমি আনয়ন



তমু হ পরঃ প্রত্যাচাহ হারেহা শূদ্র ! তবৈ  
গোভিরস্থিতি । তছু হ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ  
গবাং নিকমশ্বতরীরথং ছুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ॥ ৩ ।

অনুবাদ।—পর অর্থাৎ অপর রৈক সেই জানশ্রুতিক প্রদত্ত  
বলিয়াছিলেন, হে শূদ্র ! তোমার প্রদত্ত হার-মুক্ত ইচ্ছা অর্থাৎ অশ্বতরীবাহিত  
গোসমূহের সহিত তোমারই থাকুক । পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি রৈকের অধিক  
অনুমান করিয়া পুনরায় সহস্র গো, স্বর্ণনির্মিত হার, অশ্বতরীবাহিত বর্ণ ও  
কণ্ঠকে গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

শাক্তভাষ্যম্।—তমেবমুক্তবস্তং রাজানং প্রত্যুবাচ পরো য়ে  
উহেত্যয়ং নিপাতো বিনিগ্রহার্থীয়োহুত্ব, ইহ স্বনর্থকঃ, এব-শব্দস্ত পৃথক্ প্রয়ো-  
হারেছা হারেণ যুক্তা ইছা গঙ্গী, সেয়ং হারেছা গোভিঃ সহ তৰ্বেবাস্ত তৰ্বেব জিহ-  
মম অপৰ্য্যাপ্তেন কর্ণার্থম্বনেন প্রয়োজনমিত্যভিপ্রায়ঃ । হে শূদ্র ইতি—নহ্ন রাজ-  
ক্ষত্ৰসম্বন্ধাৎ, “স হ ক্ষত্ৰারমুবাচ” ইত্যুক্তং, বিভাগগ্রহণায় চ ব্রাহ্মণসমীপোপগম্য-  
চানধিকারাৎ কথমিদমনন্বরূপং বৈকৈণোচ্যতে—হে শূদ্রেতি ? তত্রাহরাচাৰ্য্য-  
বচনশ্রবণাৎ শুগেনমাবিবেশ, তেনাসৌ শুচা ক্ষত্ৰা বৈরকস্ত মহিমানং বা আদিত-  
শ্চবিরাগ্ননঃ পরোক্কজতাং দর্শয়ন্ ‘শূদ্র !’ ইত্যাংহেতি । শূদ্রবচা ধনেনৈবৈক-  
গ্রহণায়োপজগাম, ন চ শুক্ষবয়। ন তু জাঠৈব্য শূদ্র ইতি । অপরে পুনরাহ-  
ধনমাত্তমমিতি কৰ্বেবৈনমুক্তবান্ শূদ্র ইতি । লিঙ্গক বহ্বাহরণে উপাদানং ধন-  
তত্ হ স্বৰ্বেশজ জ্ঞাত্বা পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণো গবাং সহশ্রমধিকং জায়-  
বভিমতাং হুহিতরমাত্মনস্তদাদায় প্রতিচক্রমে ক্রান্তবান্ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জানশ্রুতি ঐক্য বলিলে পর, পর  
রৈক প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হার অর্থাৎ হারক বা চালক অর্থাৎ  
তরীয়ুক্ত ইহা অর্থাৎ গম্বী বা ক্ষুদ্র শকট গোসমূহের সহিত তোমারই থাকুক।  
প্রায় এই যে—তোমার এই সামান্য কয়েকটি গো ও দুইটি খচ্চরযুক্ত ক্ষুদ্র এক  
শকট, এই সামান্য দ্রব্যে আমার কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না, ইহা নষ্ট  
কি করিব? তোমার দ্রব্য তোমারই থাকুক। মূল শ্রুতিতে যে  
নিপাতন শব্দটি আছে, ইহা স্থানান্তরে নিগ্রহার্থে প্রযুক্ত হইলেও এখানে  
কোন অর্থই নাই, একেবারে নিরর্থক প্রয়োগ, কারণ, পৃথক্ ভাবে 'এব' এই শব্দ



প্রয়োগ রহিয়াছে। হে শূদ্র!—পূর্বে বলা হইয়াছে, “সেই জ্ঞানশ্রুতি ক্রান্তা অর্থাৎ সারথিকে বলিয়াছিলেন” সারথি ক্রত্বিয় রাজাদিগেরই থাকে, বিশেষতঃ ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, অথচ শূদ্রের ব্রহ্মবিজ্ঞান অধিকার নাই, এই সমস্ত কারণে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই জ্ঞানশ্রুতি ক্রত্বিয় ছিলেন, তবে রৈক তঁাহাকে ‘হে শূদ্র’! এইরূপ অনুচিতভাবে সম্বোধন কেন করিলেন? আচার্য্যগণ ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিয়াছেন— হংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই রাজাকে শোক আশ্রয় করিয়াছিল অর্থাৎ রাজা শোকাক্ত অর্থাৎ দুঃখাক্ত হইয়াছিলেন, এই জন্তই হউক বা হংসের মুখে রৈকের মহিমা শ্রবণ করিয়াই হউক, শোকে দ্রবীভূত বা অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ঋষি রৈক নিজের পরোক্ষবিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্থাৎ যাহা নিজের সম্মুখে সজ্জ্বলিত হয় নাই বা যাহা কখনও শ্রবণও করেন নাই, তপোমাহাত্ম্যে সে সমস্তও তিনি জানিতে পারেন, এই অভিজ্ঞতা প্রকটনের নিমিত্তই জ্ঞানশ্রুতিকে ‘শূদ্র’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অথবা শূদ্রের ত্রায় ধনপ্রদান দ্বারা বিজ্ঞাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, গুরুর সেবা দ্বারা নহে, এ জন্তও তঁাহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানশ্রুতি জ্ঞাতিশূদ্র নহে। অতঃ কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, জ্ঞানশ্রুতি অন্নধন লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া রৈক ক্রোধবশতঃ শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ধন শব্দের উপাদান অর্থাৎ উল্লেখই বহু ধন আহরণ অর্থাৎ আনয়নের জ্ঞাপক অর্থাৎ বেশী ধন আনয়ন কর। পৌত্রায়ণ জ্ঞানশ্রুতি ঋষি রৈকের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক সহস্র সংখ্যক গাভী ও ঋষির অভিলষিত নিজের কন্তাকে ভার্য্যারূপে দান করিবার জন্ত পুনরায় গমন করিয়াছিলেন। সরলার্থ এই যে, এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, ক্রত্বিয়কে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করা কেন হইল? এখানে শূদ্র সম্বোধনের অভিপ্রায় এই যে, পূর্বে হংস-বচন শুনিয়া ইহার শোক হইয়াছিল এবং রৈকের নিকট দ্রুত গিয়াছিলেন, এইজন্য শোকে দ্রবকারী এই অর্থে শূদ্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা শূদ্রবৎ ধনদ্বারা বিজ্ঞালাভের জন্ত উপস্থিত হইয়াছে, এ কারণে শূদ্র সম্বোধন করা হইয়াছে। বুপতে। তুমি শূদ্রের ত্রায় ধনপ্রদান দ্বারা বিজ্ঞাগ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছ, ব্রাহ্মণসকলে গমন পূর্বক তঁাহার গুপ্তাবা দ্বারা বিজ্ঞা গ্রহণ করিবে, ইহাই ঋষিরা বলিয়া থাকেন, শূদ্রে তাহাতে অধিকারী নহে। যখন তুমি ধনপ্রলোভন দ্বারা বিজ্ঞাগ্রহণ করিতে উত্তত হইয়াছ, সুতরাং তখন তুমি শূদ্রবৎ হইতেছ। এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, “রাজা অতি অল্পমাত্র ধন দিয়াছেন, এই জন্ত ঋষি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।” তখন নরপতি সহস্র গো,



স্বর্ণনির্মিত কর্ণহার, অশ্বতরীযুগলবাহিত রথ এবং ঋষির পত্নী হওয়ার নিমিত্ত  
কত্না এই সকল লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৩ ॥

তৎ হাড়্যবাদ, রৈক ! ইদং সহস্রং গবাম্, অয়ং নিক্শ, মশ্বতরীরথঃ, ইয়ং জায়া, অয়ং গ্রামো যস্মিন্নাসুসে, অমো ভগবঃ ! শাধীতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—জানশ্রুতি রৈককে বলিয়াছিলেন—হে রৈক ! এই সংখ্যক গো, এই স্বর্ণহার, এই অশ্বতরীবাহিত রথ, এই ভাৰ্যা, আর ঋষি স্থানে বাস করিবেন, বাসের নিমিত্ত এই গ্রাম, এই সমস্ত আপনার নিমিত্তই কল্পনা করিয়া রাখিয়াছি। হে ভগবন্ ! ইহা গ্রহণ করিয়া আপনি আমাকে বিত্তার উপদেশ দান করুন ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—রৈক ! ইদং গবাং সহস্রময়ং নিকোহমশ্বতরীরথঃ জায়া জায়ার্থং মম হুহিতা আনীতা, অয়ঞ্চ গ্রামো যস্মিন্নাসুসে তিষ্ঠসি, স চ কল্পিতঃ, তদেতৎ সৰ্ব্বমাদারামুশাখ্যেব মা মাং হে ভগবঃ । ইত্যুক্তঃ,—” ৪ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তৎপরে জনশ্রুতপুত্রের পৌত্র লইয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “হে রৈক ! আমি সহস্র গো, এই স্বর্ণ-কর্ণহার, এই অশ্বতরীযুগলবাহিত রথ, এই জায়া অর্থাৎ পত্নী হওয়ার নিমিত্ত আনীত আমার এই কত্না এবং তোমার বাসোপযোগী গ্রাম অর্থাৎ তোমার নিমিত্ত আমি অমুক গ্রাম মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়া সেই গ্রাম প্রদান করিলাম। হে ভগবন্ ! আপনি এই সমস্ত ও মদীয় হুহিতা ভাৰ্য্যারূপে গ্রহণ পূর্বক এই গ্রামে অবস্থিতি করিয়া আমাকে অতি অবশ্য উপদেশ প্রদান করুন ।” জানশ্রুতি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া— ৪ ॥

তত্ৰা হ মুখমুপোদগৃহ্ননু বাচ, আজহারেমাঃ শূদ্র ! অনৈক মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি । তে হৈতে রৈকপর্ণা নাম মহাক্ষত্রিয়ত্রাস্তা উবাস, স তস্মৈ হোবাচ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্ত দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—সেই রাজকন্তার মুখকে বিত্তাগ্রহণের দ্বার বিবেচনা করিয়া অথবা রাজকন্তার মুখটিকে তুলিয়া ধরিয়া রৈক বলিয়াছিলেন হে শূদ্র ! এই সমস্ত গো প্রভৃতি তুমি আনয়ন করিয়াছ, ইহা দ্বারাই আমার কথা বলাইতেছে অর্থাৎ তোমার দত্ত দ্রব্যে আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব তোমাকে বিত্তা দান করিব। জানশ্রুতি রৈককে যে সমস্ত গ্রাম দান করিয়াছিলেন, তাহা



প্রদেশে সেই সমস্ত গ্রাম 'রৈকপর্ণ' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই সমস্ত গ্রামে রৈক বাস করিয়াছিলেন ও জ্ঞানশ্রুতিকে বিস্তার উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তভাষ্যম্।**—তত্ৱা জ্যার্যমানীতায় রাজো হুহিতুর্হি এব মুখং দ্বায় বিত্তাৱা দানে তীর্থমুপোদগৃহ্নন্ জ্ঞানমিত্যর্থঃ। "ব্রহ্মচারী ধনদায়ী মেধাবী শ্রোত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ। বিত্তয়া বা বিত্তাং প্রাহ তানি তীর্থানি যগ্মম।" ইতি বিত্তায়া বচনং বিজ্ঞায়তে হি। এবং জ্ঞানমুপোদগৃহ্নন্ বাচোক্তবান্, আজহার আহ্বতবান্, ভবান্ যদিমা গাঃ যচ্চাত্ত্বনং, তৎ সাধ্বিতি বাক্যশেষঃ। শূদ্রেতি পূর্বোক্তানুকৃতিমাত্রং, ন তু কারণান্তরা-পেক্ষয়া পূর্ববৎ। অনেনৈব মুখেন বিত্তাগ্রহণতীর্থেনালাপয়িত্বাথা আলাপয়সীতি মাং ভাবয়সীত্যর্থঃ। তে হৈতে গ্রামা রৈকপর্ণা নাম বিখ্যাতা মহাবুষেযু দেশেষু, যত্র যেষু গ্রামেষু উবাসোষিতবান্ রৈকঃ, তানসৌ গ্রামানদাৎ অন্মৈ রৈকায় রাজা। তন্মৈ রাজ্ঞে বনং দত্তবতে হ কিলোবাচ বিত্তাং স রৈকঃ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ভাৰ্য্যা হওয়ার নিমিত্ত আনীত সেই রাজকন্তার মুখকেই দ্বার অর্থাৎ বিত্তাদানের উপযুক্ত উপায় মনে করিয়া অর্থাৎ বিত্তার নিজের বাক্য হইতেই জানা যায় যে, ব্রহ্মচারী, ধনদাতা, মেধাবী, শ্রোত্রিয় ও প্রিয়ব্যক্তিকে অথবা বিত্তা দ্বারাও বিত্তার উপদেশ দেওয়া যায়। (বিত্তা দ্বারা বিত্তা অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নিকট একটি উৎকৃষ্ট বিত্তা শিক্ষা করিয়া সেই ব্যক্তিকে আমার জ্ঞাত উৎকৃষ্ট বিত্তা শিক্ষা দেওয়া) এই ছয়টিই আমার তীর্থ অর্থাৎ বিত্তা-দানের উপযুক্ত পাত্র। রৈক এই কথা মনে করিয়াই জ্ঞানশ্রুতিকে বলিয়াছিলেন, আপনি এই যে সমস্ত গো ও অস্ত্রাশ্রু দ্রব্য আমার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা ভালই করিয়াছেন, অথবা আনীত এই গো প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই উৎকৃষ্ট। ধন পাইয়াও যে রাজাকে পুনরায় শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বোক্ত বাক্যেরই অনুকরণ অথবা অনুবাদমাত্র, কিন্তু পূর্বের ত্রায় এখানে কোন কারণবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া শূদ্র বলা হয় নাই। এই মুখ অর্থাৎ বিত্তা-গ্রহণের উপযুক্ত তীর্থ বা উপায়ের দ্বারাই অর্থাৎ এই উপায়কেই অবলম্বন করিয়া তুমি আমাকে তোমার সহিত কথা বলাইবে। যে সমস্ত গ্রামে রৈক বাস করিয়া-ছিলেন, মহাবুষ দেশে সেই সমস্ত গ্রামই 'রৈকপর্ণ' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। রাজা জ্ঞানশ্রুতি সেই সমস্ত গ্রামই রৈককে দান করিয়াছিলেন। সেই গ্রামে বাস করিয়া রৈক ধনপ্রদ সেই রাজাকে বিত্তাসম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## চতুর্থপ্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

বায়ুর্বাৱ সংবর্গঃ, যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি  
যদা সূর্য্যোহস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি, যদা চন্দ্রোহস্তমেতি  
মেবাপ্যেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—বায়ু অর্থাৎ বাহুবায়ুই সংবর্গ অর্থাৎ সমস্ত পদ  
সংগ্রহ বা সমবেত করে অথবা বিনষ্ট করে। সে সময়ে অগ্নি নির্কাপিত হয়,  
সে বায়ুকেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বায়ুতেই লীন হয়। স্বর্ঘ্য যে সময় অন্তর্গত হন  
তখন তিনিও বায়ুতেই লীন হন, আবার চন্দ্র যখন অন্তর্গত হন, তখন  
বায়ুতেই লীন হন ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—বায়ুর্বাৱ সংবর্গঃ, বায়ুর্বাহঃ, বাবোভাবঃ  
সংবর্জনাং সংগ্রহণাং সংগ্রহসনাদ্বা সংবর্গঃ, বক্ষ্যমাণা অগ্ন্যাত্মা দেবতা আত্মভাবঃ  
তীত্যতঃ সংবর্গঃ সংবর্জনাথ্যো গুণো ধ্যেয়ো বায়োঃ, কৃত্যাস্তর্ভাবদৃষ্টান্তঃ। বা  
বর্গঃ বায়োঃ? ইত্যাহ, যদা বস্তু কালে বৈ অগ্নিরুদ্বায়ত্বাসনং প্রাপ্নোতি উপর  
তদাহসাবগ্নিরুদ্বায়মেবাপ্যেতি, বায়ুস্বাভাব্যমপিগচ্ছতি। তথা, যদা সূর্য্যোহস্ত  
বায়ুমেবাপ্যেতি। যদা চন্দ্রোহস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি। নহু কথং স্বর্ঘ্যোহস্ত  
স্বরূপাবস্থিতয়োর্কীয়াবপিগমনম্? নৈব দোষঃ, অন্তমানেহদর্শনপ্রাপ্তের্কীয়নির্গত  
বায়ুনা হস্তং নীয়তে স্বর্ঘ্যঃ, চলনশ্চ বায়ুকার্য্যত্বাৎ। অথবা, প্রলয়ে স্বর্ঘ্যোহস্ত  
স্বরূপভাংশে তেজোরূপয়োর্কীয়াবেবাপিগমনং শ্রুতং ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্ব্বখণ্ডে যে বিজ্ঞাপ্রদানের বিষয়  
হইয়াছে, সেই বিজ্ঞার উপদেশ কিরূপভাবে করা হইয়াছিল, এই খণ্ডে অগ্নি  
সেই বিজ্ঞার বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। বায়ুই অর্থাৎ বাহু বায়ুই সংবর্গ। এ  
'বাব' এই শব্দটি অবধারণার্থক অর্থাৎ বায়ুই সংবর্গ। সংবর্জনা অর্থাৎ সমস্ত  
একস্থানে সমবেত করে অথবা গ্রাস অর্থাৎ কবলিত করে বলিয়া বায়ুকে সংবর্গ  
হয়। বাহু বায়ুই জগতের সমুদয় পদার্থকেই একস্থানে সংগৃহীত করে অথবা কবলিত  
করে অর্থাৎ ইহার পরেই যে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ করা হইবে, সেই  
প্রভৃতি দেবতাকে আত্মভাব অর্থাৎ বায়ুভাব প্রাপ্ত করায়, এই জগতই বায়ু  
পদবাচ্য। পূর্ব্বক যে "কৃত্য বিজিত্য" বলা হইয়াছে, সে স্থানে যেমন কৃত্য  
সমস্ত অঙ্গগুলি অন্তর্ভূত হয়, এ স্থানেও সেই দৃষ্টান্তানুসারে বায়ুর এই সংবর্গ



সংবর্জন নামক গুণটিরই ধ্যান করিতে হইবে। এ স্থানে প্রশ্ন করিতেছেন, বায়ুকে যে সংবর্গরূপে ধ্যান করিতে হইবে, ঐ সংবর্গরূপ অর্থাৎ সংগ্রাহকত্ব অথবা সংহারকত্ব কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—দেখ, যে সময় অগ্নি উদ্ভাপিত অর্থাৎ উপশমিত বা নির্ঝাপিত হয়, তখন এই অগ্নি বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বায়ুর স্বভাবকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বায়ুতেই লীন হইয়া থাকে। যখন সূর্য্য অন্তর্গত হন, তখন ঐ সূর্য্যও বায়ুকেই প্রাপ্ত হন, আর যখন চন্দ্র অন্তর্গত হন, তখন সেই চন্দ্রও বায়ুকেই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বায়ুর স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন। আচ্ছা, অন্তর্গমনকালে সূর্য্য ও চন্দ্র ত স্বরূপেই অবস্থিতি করেন, দেখা যায়, তখন তাঁহারা যে বায়ুতেই বিলীন হন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ঐরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, কারণ, অন্তর্গমনসময়ে যে সূর্য্যের অদর্শন হয়, বায়ুই তাহার নিমিত্ত। যে হেতু, চলন বা গমনাগমন বায়ুরই কর্ম্ম, বায়ু দ্বারাই সূর্য্যের অন্তর্গমন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, কিংবা প্রলয়কালে তেজোময় চন্দ্র ও সূর্য্যের যখন স্বরূপ ধ্বংস হয়, তখন তেজের কারণস্বরূপ বায়ুতেই তাঁহারা বিলীন হন, ইহা সম্পূর্ণ বুদ্ধিসঙ্গত ॥ ১ ॥

যদাপ উচ্ছুয্যন্তি বায়ুমেবাগ্নিস্তি, বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙক্তে ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—যে সময়ে জলসমূহ শুকতা প্রাপ্ত হয়, সে সময়ে তাহারা বায়ুকেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বায়ুতেই লীন হইয়া যায়। কারণ, বায়ুই এই অগ্নি প্রভৃতি সকলকে সংহার করে। ইহা অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তথা যদা আপ উচ্ছুয্যন্ত্যচ্ছোষমাণু বন্তি, তদা বায়ুমেব অগ্নিস্তি। বায়ুর্হি ষম্মাদেব এতান্গ্যাভ্যগ্নহাবলান্ সংবৃঙক্তে, অতো বায়ুঃ সংবর্গগুণ উপাত্ত ইত্যর্থঃ। ইত্যধিদৈবতং দেবতান্সু সংবর্গদর্শনমুক্তম্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেইরূপ যে সময় জলসমূহ শুকতা প্রাপ্ত হয়, সে সময়ে তাহারা বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়; কারণ, বায়ুই অগ্নি প্রভৃতি মহাবলসম্পন্ন এই সমস্ত পদার্থকে সংবৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত অর্থাৎ সংহার করে, এই কারণেই বায়ুকে সংবর্গগুণসম্পন্ন মনে করিয়া উপাসনা করা কর্তব্য। ইহাই অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ে সংবর্গদৃষ্টিতে উপাসনা বলা হইল ॥ ২ ॥



অথাধ্যাত্মং—প্রাণো বাব সংবর্গঃ, স যদা স্বপিতি প্রাণো  
বাগপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ, প্রাণো  
হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙক্তে ইতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মবিষয়ে সংবর্গদর্শন বলা বাইরে  
—প্রাণই সংবর্গ। পুরুষ যে সময়ে নিদ্রিত হয়, বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় নেত্র  
প্রাণকেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রাণেই বিলীন হয়। চক্ষুঃ প্রাণকে প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্র  
প্রাণকে প্রাপ্ত হয়, মনও প্রাণকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চক্ষুঃ শ্রোত্র ও মন প্রাণে  
লীন হইয়া যায়। প্রাণই এই সকলকে সংবৃত্ত অর্থাৎ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ৩।

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।—অতানন্তরমধ্যাত্মমাত্মনি সংবর্গদর্শনমিদমুচ্যতে, ইতি  
মুখ্যো বাব সংবর্গঃ। স পুরুষো যদা স্বপ্নিন্ কালে স্বপিতি, তদা প্রাণমেব বাব সংবর্গঃ  
বায়ুনিবায়িঃ। প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ। প্রাণো হি বান্দো  
বাগাদীন সর্বান্ সংবৃঙক্তে ইতি ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পূর্বপ্রতিতে অধিদৈবতদর্শন করি  
হইয়াছে, তদনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মাতে এই সংবর্গদর্শন বলা বাইরে  
প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণই সংবর্গ। সেই পুরুষ অর্থাৎ জীব যে সময়ে নিদ্রিত  
সে সময়ে অগ্নি যেমন বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাগিন্দ্রিয়ও প্রাণকে প্রাপ্ত  
হয়। চক্ষুঃ প্রাণকে, শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাণকে এবং মনও প্রাণকে প্রাপ্ত  
হয় অর্থাৎ ইহারা সকলেই প্রাণেই লীন হইয়া থাকে, কারণ, প্রাণই এই  
বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংবৃত্ত অর্থাৎ আচ্ছন্ন অর্থাৎ সংহার করিয়া থাকে।  
সরলার্থ এই যে—যখন পুরুষের স্বপ্নাবস্থা ঘটে, তখন সেই পুরুষের বাক্য প্রাণকে  
আশ্রয় করে, যে রূপ অগ্নি নির্কাণসময়ে বায়ুতে লীন হয়, তদ্রূপ পুরুষের স্বপ্নসময়ে  
তাহার বাক্য প্রাণেতে লয় পায়। এই প্রকারে নেত্র, কর্ণ ও মন সকলই  
প্রাণকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সকলেই প্রাণেই লীন হইয়া থাকে। যে হেতু, প্রাণ বাক্য  
নেত্র, কর্ণ ও মনকে সংবরণ করিয়া রাখে, সুতরাং প্রাণকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত  
হইবে ॥ ৩ ॥

তো বা এতো দ্বৌ সংবর্গৌ, বায়ুরেব দেবেষু, প্রাণে  
প্রাণেষু ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—সেই এই দুইটি পদার্থই সংবর্গ অর্থাৎ সংবর্গভূতগণিত  
দেবতাদিগের মধ্যে বায়ু ও প্রাণ অর্থাৎ বাগাদিপ্রাণসমূহের মধ্যে প্রাণ অর্থাৎ  
প্রাণ ॥ ৪ ॥



**শাকরভাষ্যম্।**—তো বা এতো নো সংবর্গে সংবর্জনশূণ্যে, বায়ুবেব দেবেষু সংবর্গঃ, প্রাণঃ প্রাণেষু বাগাদিষু মুখ্যঃ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই এই দুইটি পদার্থই সংবর্গ অর্থাৎ সংবর্জনশূণ্যসম্পন্ন। সেই দুইটি কি? তাহাই বলিতেছেন—দেবগণের মধ্যে বায়ুই সংবর্গশূণ্যসম্পন্ন, আর প্রাণ অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণই সংবর্গশূণ্যসম্পন্ন। ভাবার্থ এই যে—বায়ুই অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল এই সকল দেবতার আশ্রয়; স্তবরাং বায়ুকে অধিদেবতরূপে এবং প্রাণই বাক্য, নেত্র, কণ ও মন এই সকলের আশ্রয়, অতএব প্রাণকে আধ্যাত্মিকরূপে আরাধনা করিবে ॥ ৪ ॥

অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্সসেনিং পরি-  
বিষ্যমাণো ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে, তস্মা উ হ ন দদতুঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—অপর একটি বিষয় বলা হইতেছে—কাপেয় অর্থাৎ কপিবংশে সজাত শুনকপুল শৌনক ও কক্ষসেনের পুল অভিপ্রতারী এই দুই জন আহারে প্রবৃত্ত হইলে যখন পাচক তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেছিল, সেই সময় কোন ব্রহ্মচারী তাহাদিগের নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল, ঐ দুই জন সেই ভিক্ষুক ব্রহ্মচারীকে কিছুই দেয় নাই ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথৈতরোঃ স্তব্যর্থমিয়মাখ্যায়িকা আরভ্যতে। হেতি ঐতিহ্যার্থঃ। শৌনকঞ্চ শুনকশ্রাপত্যং শৌনকং কাপেয়ং কপিগোত্রম্, অভিপ্রতারিণং চ নামতঃ কক্ষসেনশ্রাপত্যং কাক্সসেনিং ভোজনায়োপবিষ্টৌ পরিবিষ্যমাণৌ নৃপকারৈ-  
ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিহ্ষোণো বিভিক্ষে ভিক্ষিতবান্। ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মবিদ্যানিতাং ব্রহ্মা তং  
বিদ্বিজ্ঞাসমানো তস্মৈ উ ভিক্ষাং ন দদতুন' দত্তবন্তো হ কিময়ং বক্ষ্যতীতি ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর সংবর্গদৃষ্টিতে বায়ু ও প্রাণের উপাসনাধরের প্রশংসার নিমিত্ত এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন—আহারের নিমিত্ত উপবিষ্ট কপিগোত্রে সম্ভূত শুনকের পুল শৌনক ও কক্ষসেনের পুল অভিপ্রতারী নামক কাক্সসেনিকে যে সময় নৃপকার বা পাচক পরিবেশন করিতেছিল, সেই সময়ে ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কোন এক জন ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল। সেই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মবিদ্যানিতা অর্থাৎ আমি খুব ব্রহ্মজ্ঞ, এইরূপ অভিমান আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়াও “দেখি এই ব্রহ্মচারী কি বলেন” ইহা জানিবার ইচ্ছায় সেই ব্রহ্মচারীকে তাঁহার কক্ষিমাাত্র ভিক্ষাও দান করেন নাই। সরলার্থ—কোন সময়ে কপিগোত্রজাত শুনকনন্দন শৌনক এবং



কক্ষসেননন্দন কাক্ষসেনি অভিপ্রতরী ইহার। আহারার্থ উপবেশন করিয়াছিল। পাচক তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেছিল, ইত্যবসরে কোন ব্রহ্মজ্ঞ আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মজ্ঞানী বোধে ভিক্ষা প্রদান করেন নাই। তাঁহার সেই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মজ্ঞতার অভিমান বুঝিয়া তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞতা পরীক্ষার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

স হোবাচ, মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনং গোপান্তং কাপেয় ! নাভিপশ্যন্তি মর্ত্যা অভিপ্রতারিন্ ! কঃ বসন্তং যস্যৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—সেই ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন—হে কাপেয় ! যে অভিপ্রতারিন্ ! পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহের গোপা অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা সেই দেব একমাত্র দেবতা। ক অর্থাৎ প্রজাপতি চারিটি মহাত্মাকে অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি দেব করিয়াছেন। মর্ত্যা অর্থাৎ মরণধর্ম্মী মনুষ্যাগণ বিবিধরূপে অবস্থিত সেই দেবের দেহিতে পায় না অর্থাৎ জানে না। এই অন্ন যাহার উদ্দেশে সংগৃহীত অথবা পুষ্টি হয়, সেই তাঁহাকেই তোমরা এই অন্ন দিলে না ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—স হোবাচ ব্রহ্মচারী, মহাত্মনশ্চতুর ইতি বিচার্য বচনম্। দেব একোহগ্নাদীন্ বায়ুর্কো গাদীন্ প্রাণঃ, কঃ স প্রজাপতির্জগার এদিত্যেকঃ কঃ স জগারেতি প্রশ্নমেকো মন্তস্তে। ভুবনশ্চ ভবন্ত্যগ্নিন্ ভূতানীতি ভুবনং ভূমি সর্বকো লোকস্তশ্চ গোপা গোপায়িতা রক্ষিতা গোপেত্যর্থঃ। তঃ কঃ প্রজাপতিঃ কাপেয়। নাভিপশ্যন্তি ন জানন্তি মর্ত্যা মরণধর্ম্মাণোহবিবেকিনো বা, হে অভিপ্রতারিন্ বহুধা অধ্যাত্মাধিদৈবতাধিভূতপ্রকারৈরর্কসমুদয়ম্। যস্যৈ বৈ এতদহন্নহন্নম্ অন্নং ত্রিযতে সংক্ষিপ্তং চ, তস্যৈ প্রজাপত্যে এতদন্নং ন দত্তমিতি ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন—যে ‘মহাত্মনশ্চতুরঃ’ এই দুইটি পদ আছে, তাহা দ্বিতীয়ার বহুবচন, পক্ষমী বা একবচনের প্রয়োগ নহে। এক দেব অর্থাৎ বায়ু অগ্নি প্রভৃতিকে আর এক অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে ক অর্থাৎ প্রসিক প্রজাপতি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, সেই যিনি গ্রাস করিয়াছেন, তিনি এইরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইহাতে ভূত অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাশ্রক পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে ভুবন বলে, ভুবন অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহ



ভূতীয়ঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৯৭

সেই ভুবনের গোপা অর্থাৎ গোপায়িতা বা ব্রহ্মাকর্তা অর্থাৎ পালনকর্তা। তাৎ-  
পর্য্য এই যে—বহি, স্বর্ঘ্য, চন্দ্র ও জল এই চারি ; এবং বাক্য, নেত্র, কর্ণ ও মন  
এই চারি, ইহারাই মহাআ। বায়ু-রূপ একমাত্র দেবতা প্রজাপতি বহি, স্বর্ঘ্য, চন্দ্র  
ও জল এই চতুষ্টয়কে এবং প্রাণরূপ একমাত্র দেবতা বাক্য, নেত্র, কর্ণ ও মন এই  
চতুষ্টয়কে গ্রাস অর্থাৎ সংবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই ভূরাদি লোকসমূহের  
ব্রহ্মাকর্তা। হে কাপেয়! হে অভিপ্রতারিন্! এই মর্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মী  
অথবা বিবেকবুদ্ধিবিরহিত মানবগণ অধ্যাত্ম, অধিদেবত ও অধিভূতস্বরূপ বিবিধ  
প্রকারে অবস্থিত সেই প্রজাপতিকে দেখিতে পার না অর্থাৎ জানে না। আর যাহার  
আহারার্থ প্রতিদিন এই অন্ন সংগ্রহ ও পাক করিয়া থাক, সেই প্রজাপতিকেই এই  
অন্ন প্রদান করিলে না ॥ ৬ ॥

তত্ব হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রথমম্বানঃ প্রত্যেকায়, আত্মা  
দেবানাং জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোহনসূরিঃ  
মহাস্তমশ্চ মহিমানমাহরনশ্চমানো যদনন্মমভীতি, বৈ বয়ং  
ব্রহ্মচারিন্নেদমুপাস্মহে, দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কপীগোত্রসমুদ্ভূত শৌনক সেই কথা আলোচনা করিয়া  
ব্রহ্মচারীর সনীপে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, দেবগণের আত্মা ও প্রজাসমূহের  
জনক হিরণ্যদংষ্ট্র অর্থাৎ দৃঢ়দন্তবিশিষ্ট, বভস অর্থাৎ ভক্ষণশীল অর্থাৎ সর্বভূতের  
সংহারকর্তা ও মেধাবী। তিনি অশ্রু কাহার কর্তৃক ভক্ষিত হন না অথচ বাহা  
কিছু অনন্ন অর্থাৎ ভক্ষণযোগ্য নহে, এমন অগ্নি প্রভৃতিকে ভক্ষণ অর্থাৎ সংহার  
করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, তাঁহার মহিমা অর্থাৎ ঐশ্বর্য বা বিভূতি  
মহৎ অর্থাৎ অপরিমেয়। হে ব্রহ্মচারিন্! আমরা ইহারই উপাসনা করিয়া  
থাকি। এই কথা বলিয়া তাঁহার ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা  
দাও ॥ ৭ ॥

শাকরভাষ্য—তত্ব হ ব্রহ্মচারিণো বচনঃ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রথমম্বানো  
মনসা আলোচয়ন্ ব্রহ্মচারিণঃ প্রত্যেকায় আজগাম। গত্বা চাহ, যং স্বমবোচঃ “নাভি-  
পত্তি মর্ত্যাঃ” ইতি, তং বয়ং পশ্যামঃ ; কথং? আত্মা সর্বশ্চ স্বাবরজঙ্গমশ্চ। কিঞ্চ,  
দেবানামগ্ন্যাদীনামান্ননি সংহত্য ঐসিদ্ধা পুনর্জনিতোৎপাদয়িতা বায়ুরূপেণাধিদেবতমগ্ন্যা-  
দীনাম্। অধ্যাত্মক প্রাণরূপেণ বাগাদীনং প্রজানাঞ্চ জনিতা। অথবা, আত্মা দেবা-  
নামগ্নিবাগাদীনং, জনিতা প্রজানাং স্বাবরজঙ্গমাদীনাম্। হিরণ্যদংষ্ট্রোহমৃতদংষ্ট্রোহভয়দংষ্ট্রো



ইতি যাবৎ । বভসো ভক্ষণশীলঃ, অনস্বরীঃ সুরির্মেধাবী, ন সুরিবস্বরীভূতঃ প্রিয়তমঃ  
 সুরিঃ, সুরিরেবেত্যর্থঃ, মহাস্তমতিপ্রমাণমপ্রমেয়মস্ত প্রজাপতেঃ সুরিহিমানং বিদুঃ  
 বিদঃ । বস্মাৎ স্বয়মষ্টৈরনন্তমানোহভক্ষ্যমাণে । যদনন্তময়িবাগাদিবেদজ্ঞা  
 ভক্ষয়তীতি । বৈ ইতি নিরর্থকঃ । বয়ং হে ব্রহ্মচারিন্ । আ ইদমেব  
 লক্ষণং ব্রহ্ম বয়ম্ আ উপাস্মহে । বয়মিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । অত্রে, ন  
 যুপাস্মহে, কিস্তির্হি ? পরমেব ব্রহ্মোপাস্মহে ইতি বর্ণয়ন্তি । দত্ত অস্মৈ ভিক্ষাদিত্যে  
 ভূত্যান্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—কপিগোত্র-সমুৎপন্ন শৌনক  
 সেই বাক্য পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন ও বলি  
 মানবগণ ঐহাকে জানে না, এই যে আপনি বলিলেন, তাহা সত্য নহে, আমরা  
 তাঁহাকে জানি । তিনি অগ্নি ও বাক্ প্রভৃতি দেবগণের আত্মা ও স্থাবর-স্থাবর  
 প্রজাসমূহের উৎপাদক । অথবা তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত ভূতের আত্মা  
 ব্যতীতও তিনি অগ্নিপ্রভৃতির অধিদেবত অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, বায়ুর  
 প্রভৃতি দেবগণকে আত্মাতেই সংহত অর্থাৎ গ্রাস করিয়া পুনরায় তাঁহাদের  
 উৎপাদন করেন । তিনি অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাধিষ্ঠিত প্রাণরূপে বাগাদি  
 ও প্রজাসমূহেরও জনিতা অর্থাৎ উৎপাদক । তিনি হিরণ্যদেব অর্থাৎ ব্রহ্ম  
 তাঁহার দত্তসমূহ কখনই ভগ্ন হয় না । তিনি বভস অর্থাৎ ভক্ষণশীল অর্থাৎ  
 প্রজাকে ভক্ষণ বা গ্রাস করাই তাঁহার স্বভাব । তিনি অনস্বরী অর্থাৎ মেধাশূন্য  
 সুরি শব্দের অর্থ মেধাবী, যিনি সুরি নহেন, তিনি অনস্বরী অর্থাৎ মেধাশূন্য  
 অনস্বরী অর্থাৎ মেধাশূন্য নহেন, তিনিই অনস্বরী অর্থাৎ মেধাবী । ব্রহ্ম বলি  
 এই প্রজাপতির মহিমা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যকে মহৎ অর্থাৎ প্রমাণাতীত বা অপর  
 বলিয়া থাকেন, কারণ, তিনি স্বয়ং অত্র কর্তৃক ভক্ষ্য না হইয়াও যাহা কিছু  
 অর্থাৎ অন্ন বা ভক্ষণীয় নহে, সেইরূপ অগ্নি বাক্ ইত্যাদি দেবগণকে ভক্ষণ করি  
 থাকেন । মূলশ্রুতিতে লিখিত ‘বৈ’ এই শব্দটির কোন অর্থ নাই । ব্রহ্ম  
 চারিন্ ! আমরা সকলে যথোক্তলক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে এইরূপে উপাসনা করি  
 থাকি । মূলশ্রুতিতে যে ‘ব্রহ্মচারিণোদম্’ এই বাক্যটি আছে, উহাকে ব্রহ্ম  
 আ ইদম্ এইরূপ ভাবে পদবিভাগ করিয়া সন্ধি করা হইয়াছে ।  
 এই ক্রিয়াটির কিছু অগ্রবর্তী ‘বয়ম্’ এই কর্তৃপদের সহিত অবয়ব করিতে  
 কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, আমরা ইঁহার উপাসনা করি না, অত্রে  
 করি ? না পরব্রহ্মেরই উপাসনা করি । এই কথা বলিয়া তাঁহার ভূত  
 আদেশ করিয়াছিলেন, ইহাকে ভিক্ষা দাও ॥ ১ ॥



তৃতীয়: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২৯৯

তস্মা উ হ দহুঃ, তে বা এতে পঞ্চান্তে পঞ্চান্তে দশ সন্তস্তৎ-  
কৃতং, তস্মাৎ সৰ্ব্বাস্থ দিঙ্কুনমেব দশকৃতং, সৈষা বিরাড়ানাদী,  
তয়েদং সৰ্বং দৃষ্টং, সৰ্ব্বমশ্বেদং দৃষ্টং ভবতি, অনাদো ভবতি,  
য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৮ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য তৃতীয়: খণ্ড: ।

**অনুবাদ ।**—ভূতগণ সেই ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। সেই  
এই অশ্ব অর্থাৎ বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন হইতে ভিন্ন পাঁচটি অর্থাৎ অগ্নি,  
বায়ু, পৃথিবী, জল ও আকাশ এই অধিদৈবত পাঁচটি ও অশ্ব অর্থাৎ অধিদৈবত অগ্নি,  
বায়ু, পৃথিবী, জল ও আকাশ হইতে ভিন্ন পাঁচটি অর্থাৎ অধ্যাত্ম বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ,  
শ্রোত্র ও মন এই পাঁচটি, ইহারা পরস্পর মিলিতভাবে দশসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া সেই  
প্রসিদ্ধ ‘কৃত’ নামে অভিহিত হয়। সেই অশ্বই কৃত নামক সেই দশটিই সমস্ত  
দিকে অবস্থিত অশ্ব অর্থাৎ অশ্বস্বরূপ বলিয়া জানিবে। সেই এই দশটিই অনাদী  
অর্থাৎ অনন্তোক্তা বিরাট্ অর্থাৎ বিরাট্‌স্বরূপ। সেই বিরাট্ কর্তৃকই এই সমস্ত  
অর্থাৎ দশদিকে অবস্থিত অশ্বসমূহ দৃষ্ট অর্থাৎ উপলব্ধ হয়। যে ব্যক্তি এই প্রকার  
জানেন অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন, এই সমস্তই তাঁহার দৃষ্ট হয় অর্থাৎ  
সমস্ত দিকেই তিনি দেখিতে পান ও নিজেও সেই অনন্তোক্তা হন ॥ ৮ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—তস্মৈ উ হ দহুস্তে হি ভিক্ষাম্ । তে বৈ যে ঐশ্বস্তে-  
ইয়াদয়ঃ, যশ্চ তেষাং প্রসিতা বায়ুঃ, পঞ্চান্তে বাগাদিত্যঃ । তথা অন্তে তেভ্যঃ পঞ্চ,  
অধ্যাত্ম বাগাদয়ঃ প্রাণশ্চ, তে সৰ্ব্বৈ দশ ভবন্তি সঙ্খ্যয়া, দশ সন্তস্তৎ কৃতং ভবতি, তে  
চতুরক্ষ একায়াঃ । এবং চত্বারস্ত্র্যঙ্কায়ঃ, এবং ত্রয়োহপরে দ্ব্যঙ্কায়ঃ, এবং দ্বাবস্ত্র্যাবেকাঙ্কায়ঃ,  
এবমেকোহস্ত ইতি, এবং দশ সন্তস্তৎ কৃতং ভবতি । যত এবং, তস্মাৎ সৰ্ব্বাস্থ দিঙ্কু দশস্ব-  
পাণ্ড্যাত্মা বাগাত্মাশ্চ দশ সঙ্খ্যাসামান্যাদয়মেব । “দশাক্ষরা বিরাট্” “বিরাড়য়ম্” ইতি হি  
কৃতিঃ । অতোহয়মেব দশসঙ্খ্যাত্মাৎ । তত এব দশং কৃতং কৃতেহস্তর্ভাবাৎ চতুরঙ্কায়ত্বেনত্য-  
বোচাম । সৈষা বিরাড়্ দশসঙ্খ্যা সতী অশ্বক্ অনাদী অনাদীনী চ কৃতত্বেন । কৃতে হি দশসঙ্খ্যা  
অন্তর্ভূতা, অতঃ অশ্বম্ অনাদীনী চ সা । তথা বিদ্বান্ দশদেবতাস্ত্বভূতঃ সন্ বিরাট্‌ত্বেন  
দশসঙ্খ্যয়া অশ্ব কৃতসঙ্খ্যয়া অনাদী চ তস্মা অনাদানাদীশ্বেদং সৰ্বং জগৎ দশদিক্‌সংস্থং দৃষ্টং  
কৃতসঙ্খ্যাভূতয়োপলব্ধম্ । এবংবিদোহস্ত সৰ্বং কৃতসঙ্খ্যাভূততঃ দশদিক্‌সংস্থং দৃষ্টমুপলব্ধং  
ভবতি । কিঞ্চ, অনাদশ্চ ভবতি, য এবং বেদ যথোক্তদর্শী । দ্বিবিভ্যাস উপাসনসমাপ্ত্যর্থঃ । ৮।

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডভাষ্যম্ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—ভূতগণ সেই ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দান



করিয়াছিল। অগ্নি প্রভৃতি বাহারা গ্রন্থ হয় ও তাহাদের গ্রাসকর্তা যে  
 মিলিত পাঁচটি বাগাদি হইতে অত্র অর্থাৎ পৃথক্, আর ঐ অগ্নি প্রভৃতি  
 পৃথক্ অধ্যাত্ম বাগাদি ও প্রাণ এই পাঁচটি, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া  
 অর্থাৎ দশসংখ্যাবিশিষ্ট হয়, তাহারা দশসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া সেই গ্রন্থি  
 নামক হয়। তাহারাই চারিটি অঙ্কবিশিষ্ট একটি অয় অর্থাৎ লৌকিক  
 ক্রীড়ায় যেমন চারিটি অঙ্কবিশিষ্ট একটি অয় বা পাশা থাকে, সেইরূপ।  
 তিন অঙ্কবিশিষ্ট চারিটি ও দুই অঙ্কবিশিষ্ট তিনটি অয়, আর এক অঙ্ক  
 অত্র দুইটি অয় ও আর একটি, এইরূপে ইহারা দশসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া  
 ‘কৃত’ নামে অভিহিত হয়। যে হেতু, এই রূপ হয়, অর্থাৎ দশসংখ্যাবিশিষ্ট  
 বলিয়া অভিহিত হয়, সেই জন্তই সমস্ত অর্থাৎ দশদিকেই অগ্নি প্রভৃতি  
 বাগাদি পাঁচটি, ইহাদের দশসংখ্যার সহিত সাদৃশ্য থাকায় ইহারাও অন্নই,  
 নিশ্চয়ই অন্নস্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“বিরাট্ ছন্দটি দশ অঙ্কবিশিষ্ট ও  
 অন্নস্বরূপ” ; অতএব দশসংখ্যার সহিত সাদৃশ্য থাকায় উহারা অন্নই।  
 চারিটি অঙ্কবিশিষ্ট অয়ত্বহেতুক কৃতের অন্তর্ভূত বলিয়া উহারা অর্থাৎ অগ্নি  
 পাঁচটি ও বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি, মিলিত এই দশটি ‘কৃত’ বলিয়া অভিহিত হয়,  
 পূর্বেই বলিয়াছি। সেই এই বিরাট্ দশসংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া কৃতস্বরূপ  
 দশসংখ্যাজ্ঞ কৃতের সহিত সাম্যবশতঃ অন্ন ও অনাদী অর্থাৎ অন্নভোক্তা  
 দশসংখ্যা কৃতের অন্তর্ভূত, অতএব সেই দশসংখ্যাও অন্ন ও অন্নভোক্তা  
 বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দশবিধ দেবতাস্বক হইয়া দশসংখ্যার বিরাট্বেত্বক  
 স্বরূপ হইয়া অন্ন এবং কৃতসংখ্যাযোগে অন্নভোক্তা হন। অন্ন ও অন্নভোক্তা  
 সেই বিরাট্ দ্বারা দশদিকে অবস্থিত এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ কৃতসংখ্যা  
 ঐ দশটি দ্বারা অনুভূত হইতেছে। যিনি এই বিষয় জানেন, সেই যজ্ঞ  
 অর্থাৎ এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব কৃতসংখ্যাস্বরূপ সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি  
 অবস্থিত সমস্ত বস্তুই দর্শন অর্থাৎ অনুভব করেন এবং স্বয়ং অন্নভোক্তা  
 উপাসনার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার জন্ত ‘য এবং বেদ’ এই বাক্যটি  
 বলা হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে—যে অগ্ন্যাদিকে বায়ু গ্রাস করিয়া থাকে,  
 অগ্নি প্রভৃতি এবং গ্রাসকর্তা বায়ু এই পঞ্চ, আর যে বাক্য প্রভৃতিকে গ্রাস  
 করে, সেই বাক্য প্রভৃতি এবং গ্রাসকর্তা প্রাণ এই পঞ্চ, সমুদায়ে দশ, অর্থাৎ  
 অগ্নি, স্বর্ঘ্য, চন্দ্র ও জল এই অধির্দেবত পাঁচ এবং প্রাণ, বাক্য, নেত্র  
 মন এই আধ্যাত্মিক পাঁচ, এই সমুদায়ে দশসংখ্যক হয়। এই অগ্ন্যাদি  
 পূর্বকথিত কৃত, অর্থাৎ সত্যবৃগস্বরূপ, এই দশসংখ্যাই দ্বাতে চতুর্দশ



এই অগ্নি প্রভৃতি ও বাক্যাদি সকলেই গ্রন্থমান হয়। যেরূপ দ্ব্যুতে ত্রেতানামক অঙ্ক গৃহীত হয়, তদ্রূপ একের ন্যূন হইয়া অগ্ন্যাদি ও বাগাদি ত্র্যঙ্ক হইয়া থাকে। এইরূপ অগ্ন্যাদি ও বাগাদির দুই দুই পরিত্যাগ পূর্বক দ্বাপর নামক দ্ব্যঙ্কবৎ এবং তিন তিন হীন করিয়া কলিনামক একাঙ্কবৎ হইয়া থাকে। এই প্রকারে দশ-সংখ্যক বহ্যাদি দেবতাদিগকে ক্রুরূপে সম্পাদন দ্বারা তাহাদিগের ভ্রুককল্প নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই অগ্ন্যাদি ও বাগাদি দশসমষ্টিকেই বিরাট-পুরুষ এবং ইহাদিগকেই অন্তরূপ কহে। কেন না, শ্রুতিতে বিরাটই অন্ন বলিয়া বিবৃত আছে। অতএব উক্ত দশসংখ্যকই অন্ন। এই অল্পই উক্ত দশসংখ্যক অগ্ন্যাদিকে ক্রুরের অন্তর্ভাবহেতু চতুরঙ্ক বলা গিয়াছে। সেই এই বিরাট দশসংখ্যকরূপে অন্ন এবং অন্নাদ হইতেছেন। যিনি ঐরূপে এই জগৎকে অন্ন ও অন্নাদরূপে অবগত হন, তিনিও উক্ত প্রকার অন্ন এবং অন্নাদ হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। (এই বিষয়টি এতই দুর্বোধ্য যে, সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া ত দূরের কথা, মহাপণ্ডিতগণও সহজে ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারেন না, এ অল্প বথাসম্ভব ইহার মর্ম্মার্থ প্রদর্শন করা যাইতেছে। সাধারণতঃ লোকে যে পাশকক্ৰীড়া করে, সেই পাশকের (পাশটি) একটি নাম 'অয়'। ক্রীড়ার উপকরণস্বরূপ ঐ পাশকের মধ্যে একটি পাশকে বা অয়ে যেমন চারিটি অঙ্ক থাকে, এ স্থানেও তেমনই বাহারা গ্রন্থ হয়, তাহাদের মধ্যে অধিদৈবত অগ্নি প্রভৃতি চারিটি, আর অধ্যাত্ম বাক্ প্রভৃতি চারিটি, এই চতুরঙ্কবিশিষ্ট 'অয়' বা পাশককে 'ক্রুত' বলে। অল্প আর একটি অয়ে যেমন তিনটি অঙ্ক থাকে, এ স্থানেও তেমনই অগ্নি প্রভৃতি চারিটির ও বাক্ প্রভৃতি চারিটির মধ্যে একটি করিয়া পরিত্যাগ করিলে তিন তিনটি হয়, এই তিন অঙ্কবিশিষ্ট 'অয়' বা পাশককে 'ত্রেতা' বলে। অপর আর একটি অয়ে যেমন দুইটি অঙ্ক থাকে, এ স্থানেও তেমনই অগ্নি প্রভৃতি ও বাক্ প্রভৃতি চারিটি চারিটির দুইটি করিয়া পরিত্যাগ করিলে দুই দুইটি থাকে, এই দুই অঙ্কবিশিষ্ট 'অয়' বা পাশককে 'দ্বাপর' বলে। অবশিষ্ট আর একটি অয়ে যেমন একটিমাত্র অঙ্ক থাকে, এ স্থানেও তেমনই গ্রাসকর্তা অধিদৈবত একমাত্র বায়ু, আর অধ্যাত্ম একমাত্র প্রাণ এই এক একটি মাত্র বিদ্যমান থাকে, এই এক অঙ্কবিশিষ্ট 'অয়' বা পাশককে 'কলি' বলে। এইরূপে দশ সংখ্যার সহিত সাদৃশ্যবশতঃ অগ্নি প্রভৃতি পাঁচটি ও বাক্ প্রভৃতি পাঁচটিকে 'ক্রুত' বলা হইয়াছে। পাশকক্ৰীড়া যে সর্বসংহারক, অর্থাৎ সর্বস্ব অপহরণ করে, ইহা প্রসিদ্ধ। এই সাম্যবশতই দশসংখ্যাবিশিষ্ট উক্ত অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম দেবতাগণকে সর্বান্নভোক্তা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে) ॥৮॥

ইতি চতুর্থ প্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



চতুর্থপ্রপাঠকে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াধ্বক্রে  
ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি ! বিবৎস্তামি, কিং গোত্রো ব্রহ্মস্মীতি ? ১১

**অনুবাদ।**—জবালাপুত্র সত্যকাম জবালানামী মাতাকে সম্বোধন করি  
বলিয়াছিলেন—ভবতি ! অর্থাৎ পূজনীয়ে জননি ! আমি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করি  
গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আমি কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি !

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—সর্বং বাগাদ্যগ্ন্যাদি চান্নান্নাদত্বেন সংস্কৃতঃ স্বপ্নবৈদ্য  
বোদ্ধশখা প্রবিভজ্য তস্মিন্ ব্রহ্মদৃষ্টির্বিধাতব্য ইত্যারভ্যতে । শ্রদ্ধাতপসোর্ব্রহ্মোপ  
জ্জপ্রদর্শনায় আখ্যায়িকা । সত্যকামো হ নামতঃ, হ-শব্দ ঐতিহ্যার্থঃ, জবালান্নাং  
জাবালো জবালাং স্বাং মাতরমামন্ত্রয়াধ্বক্রে আমন্ত্রিতবান্—ব্রহ্মচর্য্যং স্বাধ্যায়  
হে ভবতি ! বিবৎস্তাম্যাচার্য্যকূলে । কিং গোত্রোহহং কিমস্ত মম গোত্রঃ সোহস্মী  
গোত্রঃ নু অহমস্মীতি । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্ব্বখণ্ডে অন ও অনাদ বলিয়া বর্ণিত  
প্রশংসা করা হইয়াছিল, সেই বাক্যপ্রভৃতি ও অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত জগৎকে এক  
করিয়া তাহাদিগকে আবার ষোলভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহাতেই ব্রহ্মদৃষ্টি  
করা কর্তব্য, এই বিবেচনায় এই প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে । শ্রদ্ধা ও তপ  
ব্রহ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ, ইহাই দেখাইবার জন্য এই আখ্যায়িকার অবলম্বন  
করা যাইতেছে । ‘হ’ এই শব্দটি ঐতিহ্য অর্থাৎ ইতিহাসার্থক । অর্থাৎ ঐ  
ইতিহাস আছে যে, জবালার পুত্র সত্যকাম নামক জাবাল নিজের মাতা ব্রহ্ম  
সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভবতি ! পূজনীয়ে ! আমি ব্রহ্মচর্য্য  
নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । আমি  
গোত্র কি ? অর্থাৎ আমি কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ? ১ ৥

স। হৈনমুবাচ, নাহমেতদ্বেদ তাত ! যদগোত্রস্তমসি  
বহুহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে স্বামলভে, সাহহমেতন্ন  
যদগোত্রস্তমসি, জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম  
স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—জবালা পুত্র সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, হে পুত্র !



চতুর্থঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩০৩

কোন্ গোত্রসমুদ্ভূত, তাহা আমি জানি না। আমি সর্বদা বিবিধ গৃহকার্য সম্পাদন পূর্বক সকলের পরিচর্যা করিয়া যৌবনকালে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, সে জন্ত তুমি কোন্ গোত্রসমুদ্ভূত, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, অতএব তুমি গুরুসমীপে এই কথাই বলিবে যে, আমি জবালানন্দন সত্যকাম ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্ ।**—এবং পৃষ্ঠা জবালা সা হৈনং পুত্রমুবাচ, নাহমেতন্তব গোত্রং বেদ, হে তাত ! যদগোত্রম্বমসি। কস্মিন্ বেৎসি ? ইত্যুক্তাঃ। আহ, বহু ভর্গুগৃহে পরিচর্য্যাদাতমতিথ্যাভ্যাগতাদি চরন্ত্যহং পরিচারিণী পরিচরন্তীতি পরিচরণশীলৈবাহং, পরিচরণচিন্তিতয়া গোত্রাদিস্মরণে মম মনো নাভূৎ। যৌবনে চ তৎকালে স্বামলভে লব্ধবত্স্মি, তদৈব তে পিতোপরতঃ, অতঃ অনাথাহং, সাহসমেতন্ম বেদ যদগোত্রম্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ষ্মসি, স ষং সত্যকাম এবাহং জবালোহস্মীত্যাচাৰ্য্য্য ব্রবীথাঃ, যদ্বাচাৰ্য্যেণ পৃষ্ঠ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদঃ ।**—পুত্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে জবালা পুত্রকে বলিয়াছিলেন—হে পুত্র ! তুমি যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে গোত্র আমি জানি না। কেন জান না ? পুত্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—স্বামিগৃহে অতিথি অভ্যাগতদিগের নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকায় সেই পরিচর্য্যাবিশয়েই আমার চিত্ত নিবিষ্ট ছিল, এ জন্ত গোত্রাদি চিন্তাবিশয়ে অর্থাৎ জানিবার দিকে আমার মন ছিল না, সেই সময়ে যৌবনকালে তোমাকে আমি লাভ করিয়াছিলাম, সেই সময়েই তোমার পিতা লোকান্তরিত হন ও আমি অনাথা হই, এই জন্তই তুমি কোন্ গোত্রসমুদ্ভূত, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম ; তুমি তোমার আচার্য্যকে বলিবে, আমি জবালার পুত্র সত্যকাম, অর্থাৎ যদি তোমার আচার্য্য জিজ্ঞাসা করেন, তবেই বলিবে। সরলার্থ এই যে—সত্যকাম মাতৃসকাশে আপন গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে জননী জবালা পুত্রকে বলিয়াছিলেন, বৎস ! আমি তোমার গোত্র অবগত নহি, নিয়ত পতিগৃহে থাকিয়া অতিথি ও অভ্যাগতগণের সেবা করিয়াছি, সেই অতিথি-অভ্যাগতগণের সেবাতেই আমার মন ব্যস্ত ছিল, সুতরাং গোত্রাদির কথা আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। নিরন্তর অতিথি প্রভৃতির সেবাতেই আমার চিত্ত অমুরক্ত ছিল, স্বামীর নিকট গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে কখনও আমার মন হয় নাই। যদি বল, বাল্যাবস্থায় লজ্জাবশতই স্বামিসকাশে গোত্র জিজ্ঞাসা না করিলেও কালান্তরে তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কেন না, যৌবনাবস্থাতেই আমি তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, তখনই তোমার পিতার লোকান্তর



লাভ ঘটে, স্নতরাং তদবধি আমি অনাথা ; এই জন্ত তুমি কোন্ গোত্রবাদ্য, আমি অবগত নহি। তবে এইমাত্র আমি জানি, আমার নাম জ্বালা এক নাম সত্যকাম। যদি আচার্য্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তুমি এইমাত্র বল, “আমি সত্যকাম জ্বাল” ॥ ২ ॥

স হ হারিদ্ৰমতং গোতমমেত্যোবাচ, ব্রহ্মচর্য্যং ভগবন্তমিতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই জ্বাল সত্যকাম হরিদ্ৰমানের পুত্র হারিদ্ৰমতং গোতম মুনির নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন, ভগবানের অর্থাৎ আপনার পুত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব, এ জন্ত ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছি আপনার সমীপে আসিয়াছি ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—স হ সত্যকামো হারিদ্ৰমতং হরিদ্ৰমতোহপদ্ম-  
দ্ৰমতং গোতমং গোত্রত এতং গম্বোবাচ, ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি পূজ্যবতি ষ্মি বৎসমি  
উপেয়ায়ুগচ্ছেয় শিষ্যতয়া ভগবন্তম্ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই সত্যকাম হরিদ্ৰমানের পুত্র হারিদ্ৰমতং  
বংশসমুৎ হারিদ্ৰমতনামক গোতম মুনির নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন  
পূজনীয় আপনার সমীপে আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব, এই  
শিষ্যভাবে পূজনীয় আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি ॥ ৩ ॥

তৎ হোবাচ, কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি ? স হোবাচ  
নাইমেতন্নেদ ভো যদগোত্রোহহমস্মি, অপৃচ্ছং মাতরং, মা  
প্রত্যব্রবীৎ, বহুহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্র্যমলতে, মা  
মেতন্ন বেদ, যদগোত্রস্ত্বমসি, জ্বালা তু নামাহহমস্মি, সত্যকাম  
নাম ত্বমসীতি, সোহহং সত্যকামো জ্বালোহস্মি ভো ইতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই সত্যকামকে গোতম বলিয়াছিলেন, হে সোম্য !  
কোন্ গোত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছ ? সত্যকাম বলিয়াছিলেন, হে মহাশয় !  
কোন্ গোত্রে সমুৎপন্ন, তাহা জানি না। আমার মাতাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া  
ছিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, আমি পরিচারিকারূপে নানাবিধ পরিচর্য্যা  
ধাকার সময়ে যৌবনকালে তোমাকে লাভ করিয়াছি, সে জন্ত তুমি কেন  
উৎপন্ন হইয়াছ, তাহা আমি জানি না। আমি হইতেছি জ্বালা নামে প্রসিদ্ধ,  
তোমার নাম সত্যকাম। হে মহাশয় ! আমি জ্বালার পুত্র সত্যকাম জ্বাল



চতুর্থঃ খণ্ডঃ

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৫৫

**শাকরভাষ্য**।—ইত্যুক্তবন্তঃ তম্বাচ গোতমঃ,—কিং গোত্রো হু সোম্যাসীতি ? বিজ্ঞাতকুলগোত্রঃ শিষ্য উপনেতব্যঃ । ইতি পৃষ্টঃ প্রত্যাহ সত্যকামঃ । স হোবাচ, নাহমেতদ্বৈ ভোঃ । যদগোত্রোহহমস্মি । কিন্তুপুঙ্খং পৃষ্টবানস্মি মাতং, সা ময়া পৃষ্টা মাং প্রত্যব্রবীৎ মাতা, বহুবং চরন্তীত্যাদি পূর্ববৎ । তস্তা অহং বচঃ স্মরামি, সোহহং সত্যকামো জাবালোহস্মি ভোঃ ! ইতি । ৪ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—সত্যকাম ঐক্লপ বলিলে গোতম তাহাকে বলিয়াছিলেন—যাহার কুল গোত্র জানা আছে, সেইরূপ ব্যক্তিকেই শিষ্যভাবে উপনীত করা উচিত, অর্থাৎ কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও কি গোত্র, ইহা জানিয়া তবে তাহাকে উপনয়ন দিয়া শিষ্য করিবে ও বেদ অধ্যয়ন করাইবে । অতএব হে সোম্য ! তুমি কোন্ গোত্রসমুদ্ভূত ? গোতম কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—হে মহাশয় ! আমি যে কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমি জানি না ; কিন্তু আমার জননীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সর্বদা বহু অতিথি অভ্যাগতদিগের পরিচারিকারূপে বহুলোকের পরিচর্যা করিতে করিতে যৌবনকালে তোমাকে পাইয়াছিলাম । আমি মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া বলিতেছি, সেই আমি জবালার পুত্র সত্যকাম জাবাল নামে প্রসিদ্ধ । সরলার্থ এই যে—সত্যকাম ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনার্থ গোতমসকাশে উপস্থিত হইলে গোতম সত্যকামকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস ! তুমি কোন্ গোত্রজাত ? সেই গোত্রের নাম মৎসকাশে প্রকাশ কর । শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, গুরুগণ শিষ্যের গোত্র ও বংশ জানিয়া উপনীত করিবেন ।” এই জ্ঞাত গোতম শিষ্যের কুল ও গোত্রের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন সত্যকাম বলিয়াছিলেন, “আমি গোত্রাদি কিছুই অবগত নহি ; সুতরাং আপনার জিজ্ঞাসিত গোত্রের নাম বলিতে আমার শক্তি নাই । ভগবন্ ! আপনি যাহা প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা আমি অগ্রৈই জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ‘মাতঃ ! আমি কোন্ গোত্র, তাহা তুমি আমার নিকট প্রকাশ কর । আমি গুরুকুলে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিব ।’ তখন মাতা কহিয়াছিলেন, ‘বৎস ! তুমি কোন্ গোত্র, তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই । কেন না, তোমার গোত্র আমি জানি না, যাবৎ পতিপরিচর্য্যায় ছিলাম, তাবৎ তাঁহার নিকট আমি গোত্র জিজ্ঞাসা করি নাই । প্রথমে অতিথি ও অভ্যাগত-গণের সেবা করিতাম, তাহাতে আমার মন আসক্ত থাকিত ; সুতরাং গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আমার স্মরণ হয় নাই । তৎপরে যৌবনসময়েই তোমাকে পাইয়াছিলাম, তৎকালেই তোমার জনকের পরলোকলাভ হয় ; সুতরাং তুমি কোন্ গোত্র,



তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই। তবে আমি এইমাত্র জানি, জ্বালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। যদি গুরু তোমাকে গোত্র বিজ্ঞান তখন তুমি বলিও যে, 'আমি জ্বাল সত্যকাম।' অতএব গুরো! এইমাত্র বলিতে পারি যে, 'আমি সত্যকাম জ্বাল' আর কিছুই অবগত নই।

তৎ হোবাচ, নৈতদব্রাহ্মণে বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্য উপ ত্বা নেষ্যে, ন সত্যাদগা, ইতি তমুপনীয় কুশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচ, ইমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি। তাত্ম প্রস্থাপয়ন্নুবাচ, নাসহস্রেশণাবর্তেয়েতি। স হ বর্ষগণং প্রোবাচ, যদা সহস্রং সম্পেদুঃ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্ত চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—গৌতম সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ একরূপ বলিবার যোগ্য হয় না অর্থাৎ বলিতে পারে না। হে সোম্য! প্রিয়দর্শন বালক! তুমি সমিধ আহরণ কর, তোমাকে আমি উপনীত করিয়া, তুমি সত্য হইতে বিদ্যুত হও নাই অর্থাৎ তুমি যখন অকপটে বলিয়াছ, তখন তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্যতীত একরূপ সত্য কেহ বলিতে পারে না, অতএব তোমার গোত্র জানিতে না পারিলেও সত্যবাদিতা জ্ঞান তোমার ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া আমি তোমার উপনয়ন দান করি। এই বলিয়া তাহাকে উপনীত করিয়া বাছিয়া বাছিয়া চারিশত দুর্লভ ও গোযুথ হইতে দান করিয়া বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তুমি এই সোম্য অনুগমন কর। সত্যকাম সেই গোসমূহকে লইয়া যাইবার সময় বসিষ্ঠ এই চারি শত ষত দিন সহস্রসংখ্যক না হয়, তত দিন আমি প্রত্যাবর্তন করিয়া সত্যকাম এইরূপ বলিয়া বহুবৎসর প্রবাসে বাস করিয়াছিলেন। যখন সহস্রসংখ্যক হইয়াছিল, অর্থাৎ সেই গোসমূহের সংখ্যা ষত দিন সহস্র হইয়াছিল, তত দিন সত্যকাম প্রবাসী হইয়াই ছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—তৎ হোবাচ গৌতমঃ, নৈতদব্রাহ্মণে বিবক্তুমর্হতি। বক্তুমর্হত্যব্রাহ্মণস্য যুক্তম্। স্বজবো হি ব্রাহ্মণাঃ, নেতরে স্বভাবজাঃ। সত্যাব্রাহ্মণজাতিধর্মাদগাঃ নাপেতবানসি, অতো ব্রাহ্মণঃ স্বামুপনেষ্যে; অতঃ সোম্য হোমায় সমিধং সোম্য। আহর, ইত্যুক্তম্। তমুপনীয় কুশানামবলানাং সোম্য



কৃত্যাপকৃত্য চতুঃশতা চত্বারি শতানি গবাম্বাচ, ইমা গাঃ সোম্য ! অমৃসংব্রহ্ম অমৃগচ্ছ ।  
ইত্যুক্তস্তা অরণ্যং প্রত্যভিপ্রস্থাপয়ন্নু বাচ, নাসহস্রোণাপূর্ণেন সহস্রোণ আবর্তেয় ন  
প্রত্যাগচ্ছেয়ম্ । স এবমুক্তা গা অরণ্যং তৃণোদকবহুলং বৃন্দরহিতং প্রবেশ্য স হ  
বর্ষগণং দীর্ঘং প্রোবাস প্রোষিতবান্ । তাঃ সম্যগ্গাবো ব্রহ্মিতা বদা যস্মিন্ কালে সহস্রং  
সম্পেদুঃ সম্পন্ন্য বভূবুঃ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডতাব্যম্ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ ।**—গৌতম সেই সত্যকামকে বলিয়াছিলেন,  
এইরূপ সরলার্থপূর্ণ বাক্য একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহই এরূপ বিশেষ অর্থাৎ  
অকুণ্ঠিতভাবে বলিতে পারে না, কারণ, ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃই সরল, অন্য জাতি  
এরূপ সরল নহে । তুমি যখন ব্রাহ্মণ জাতির স্বাভাবিক ধর্ম সত্য হইতে  
বিচ্যুত হও নাই, তখন তুমি ব্রাহ্মণই, অতএব আমি তোমাকে উপনীত  
করিব । অতএব হে সোম্য ! তুমি উপনয়ন সংস্কারের নিমিত্ত হোমোপযোগী  
সমিধ অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ কর । এইরূপ বলিয়া সত্যকামের উপনয়ন  
সংস্কার সম্পাদন করিয়া নিজের গোসমূহের মধ্য হইতে দুর্বল ও ক্লশ চারিশত  
গো পৃথক্ করিয়া লইয়া অর্থাৎ বাছিয়া বাছিয়া চারিশত দুর্বল ও ক্লশ গো লইয়া  
সত্যকামকে বলিয়াছিলেন—হে সোম্য ! অর্থাৎ প্রিয়দর্শন বালক ! তুমি  
এই গোসমূহের অনুগমন কর অর্থাৎ তুমি এই গোকুলি লইয়া গিয়া ইহাদের  
প্রতিপালন কর । গুরু কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সত্যকাম গোসমূহকে  
অরণ্যভিমুখে লইয়া যাইবার সময়ে গুরুকে বলিয়াছিলেন, এই চারিশত গো বৃদ্ধি  
প্রাপ্ত হইয়া বৎ দিন সহস্র পূর্ণ না হইবে, তত দিন আমি প্রত্যাগমন করিব না ।  
সত্যকাম এইরূপ বলিয়া সেই গোসমূহকে তৃণ ও জলবহুল ও বৃন্দরহিত অর্থাৎ  
ব্যাঘ্রাদিভয়-বিবর্জিত অরণ্যমধ্যে লইয়া গিয়া বহু বৎসর প্রবাসী হইয়াছিলেন ।  
বৎ দিন পর্য্যন্ত সেই গোসমূহের বংশবৃদ্ধি হইয়া সহস্রসংখ্যা পূর্ণ না হইয়াছিল,  
তত দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সম্যকরূপ যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনম্বষভোহভ্যুবাদ, সত্যকাম ! ৩ ইতি । ভগবান্ !  
হ প্রতিশ্রুতাব। প্রাপ্তাঃ সোম্য ! সহস্রং স্মঃ, প্রাপয় ন ভ্য  
কুলম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর সেই চারিশত গোমধ্যবর্তী কোন একটি  
কামকে বলিয়াছিল, হে সত্যকাম ! ৩ । সত্যকাম তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়া  
হে ভগবন্ ! সেই বৃষ পুনরায় বলিয়াছিল, হে সোম্য ! আমরা সহস্রং  
হইয়াছি, অতএব আমাদেরকে আচার্য্যগৃহে লইয়া চল ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তমেতৎ শ্রদ্ধাতপোভ্যাং সিদ্ধং বায়ুদেবতা দ্বিধা  
তুষ্ঠা সতী স্বভবমুপ্রবিষ্টা স্বভবভাবমাপন্যা অনুগ্রহায়াত হৈনম্বষভোহভ্যুবাদ  
সত্যকাম ! ৩ ইতি সম্বোধ্য । তমসৌ সত্যকামো ভগবঃ ! ইতি হ প্রতিশ্রুতাব  
দদৌ । প্রাপ্তাঃ সোম্য ! সহস্রং স্মঃ, পূর্ণা তব প্রতিজ্ঞা, অতঃ প্রাপয় নো  
কুলম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর অর্থাৎ গোসমূহের ন্যায়  
পূর্ণ হওয়ার পর দিকের অধিষ্ঠাত্রী বায়ুদেবতা শ্রদ্ধা ও তপস্তা দ্বারা দিত  
সত্যকামের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কোন একটি বৃষের দেহে প্রবেশপূর্বক  
প্রাপ্ত হইয়া সত্যকামের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহাকে সম্বোধন  
বলিয়াছিলেন, হে সত্যকাম ! ( সত্যকাম এই শব্দটির পর যে '৩' এই  
আছে, উহা প্লুতস্বরে সম্বোধনসূচক ) সত্যকামও সেই বৃষকে 'হে ভগবান্'  
এই বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন । বৃষ বলিয়াছিলেন, হে সোম্য !  
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে, আমরা সহস্রসংখ্যক হইয়াছি, অতএব আমাদের  
আচার্য্যের গৃহে লইয়া চল ॥ ১ ॥

ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি, উ  
হোবাচ, প্রাচী দিক্কা, প্রতীচী দিক্কা, দক্ষিণা দিক্কা, উ  
দিক্কা লৈষ বৈ সোম্য ! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নম ।

**অনুবাদ।**—তোমাকে ব্রহ্মের পাদ বা অংশবিষয়ে কিছু বলিতে  
ভগবান্ অর্থাৎ পূজনীয় আপনি আমাকে তাহা বলুন । অনন্তর সেই



সত্যকামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, পূর্বদিক্ একটি কলা বা অংশ, প্রতীচী দিক্ অর্থাৎ পশ্চিমদিক্ আর একটি কলা, দক্ষিণদিক্ আর একটি কলা ও উত্তরদিক্ আর একটি কলা। হে সোম্য! ব্রহ্মের প্রকাশবান্ নামক একটি পাদ এই চারিটি কলাবিশিষ্ট ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রহ্মবাদ্যম্।**—কিঞ্চ, অহং ব্রহ্মণঃ পরন্তু তে তুভ্যং পাদং ব্রবামি কথয়ামি, ইত্যুক্তঃ প্রত্যাচাচ, ব্রবীতু কথয়তু মে মহ্যং ভগবান্। ইত্যুক্তঃ স্বযভন্ত্যৈ সত্যকামার হোবাচ, প্রাচী দিক্‌লা ব্রহ্মণঃ পাদন্তু চতুর্থো ভাগঃ। তথা প্রতীচী দিক্‌লা, তথা দক্ষিণা দিক্‌লা, উদীচী দিক্‌লা, এষ বৈ সোম্য! ব্রহ্মণঃ পাদশ্চতুষ্কল-শততমঃ কলা অবয়বাব যন্তু সোহয়ং চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম প্রকাশবানিত্যেব নামাভিধানং যন্তু। তথোত্তরেহপি পাদাদ্বয়শ্চতুষ্কলা ব্রহ্মণঃ। ২।

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—আর দেখ, আমি তোমার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তোমাকে পরব্রহ্মের পাদ অর্থাৎ অংশবিষয়ে কিছু বলিতে চাই। স্বযভ এইরূপ বলিলে সত্যকাম তাহার প্রত্যাত্তরে বলিয়াছিলেন—ভগবান্ আপনি আমার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আমাকে তাহা বনুন। সত্যকাম এইরূপ বলিলে স্বযভ অর্থাৎ সেই বৃষ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পূর্বদিক্ কলা ব্রহ্মের পাদের চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ চতুঃপাদ ব্রহ্মের পূর্বদিক্‌রূপ একটি কলা বা অংশ, সেইটিই ব্রহ্মপাদের চতুর্থ ভাগ। এইরূপ পশ্চিমদিক্‌রূপ একটি কলাও ব্রহ্মপাদের অপর একটি ভাগ। এইরূপ দক্ষিণদিক্‌রূপ ও উত্তরদিক্‌রূপ একটি একটি কলাও ব্রহ্মপাদের অপরপর ভাগ। চারিটি কলা অর্থাৎ অবয়ব বা অংশ যাহার আছে, তিনিই চতুষ্কল। হে সোম্য! ব্রহ্মের এই যে চতুষ্কল পাদ, ইহার নাম প্রকাশবান্। ব্রহ্মের অপর তিনটি পাদও এইরূপ চতুষ্কল জানিবে ॥ ২ ॥

স য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যু-পাস্তে, প্রকাশবানস্মি'ল্লোকে ভবতি, প্রকাশবতো হ লোকান্ জয়তি, য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যু-পাস্তে ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি ইহাকে উক্তরূপে অবগত হইয়া ব্রহ্মের কলাচতুষ্কলবিশিষ্ট পাদকে 'প্রকাশবান্' মনে করিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই জগতে বিশেষরূপ খ্যাতিলাভ করেন ও পরলোকে গিয়াও দেবতাদিগের যে সমস্ত প্রকাশবান্ অর্থাৎ অত্যুজ্জল লোক, তাহাকে জয় করেন। যিনি ইহাকে উক্তরূপে



জানিয়া ব্রহ্মের কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট পাদকে 'প্রকাশবান্' মনে করিয়া উপাসনা করেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—স যঃ কশ্চিদেবং যথোক্তমেতং ব্রহ্মণ্যচতুষ্টয়ং বিদ্বান্ প্রকাশবানিত্যনেন গুণেন বিশিষ্টমুপাস্তে, তন্ত্বেদং ফলম্—প্রকাশবানিতি ভবতি প্রথাতো ভবতীত্যর্থঃ। তথা অদৃষ্টং ফলং—প্রকাশবতো ইলোকান্ নৈব সম্বন্ধিনো যুতঃ সন্ ভয়তি প্রাপ্নোতি। য এতমেবং বিদ্বান্ চতুষ্টয়ং পাদং ব্রহ্মণ্যং বানিত্যুপাস্তে ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত এই চতুষ্টয় পাদকে 'প্রকাশবান্' এই গুণবিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া উপাসনা করিলে তাহার ফল এই হয় যে, তিনি এই জগতে বিশেষরূপে বিখ্যাত হন। আর ফল অর্থাৎ পারলৌকিক ফল এই হয় যে, মৃত্যুর পর তিনি দেবাদিসম্বন্ধীয় যে প্রকাশবান্ অর্থাৎ অতিশয় উজ্জ্বল ও মনোহর লোক, তাহাকেও জয় করিয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। যিনি ইহাকে এইরূপে জানিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের চতুষ্টয় পাদকে 'প্রকাশবান্' এই গুণবিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## চতুর্থপ্রপাঠকে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি । স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থা-  
পয়াঞ্চকার, তা যত্রাভি সায়ং বভুবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য  
সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অগ্নিদেব তোমাকে দ্বিতীয় পাদ বিষয়ে কিছু উপদেশ  
করিবেন । সেই সত্যকাম পরদিন গোসমূহকে গুরুগৃহাভিমুখে পরিচালনা করিয়া-  
ছিলেন । সায়ংকালে সেই গোসমূহ যে স্থানে মিলিত হইত, সেই স্থানেই তাহাদিগকে  
আবদ্ধ করিয়া সমিধ স্থাপন পূর্বক অগ্নির পশ্চাদ্দেশে পূর্বাভিমুখ হইয়া উপবেশন  
করিতেন ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্ ।**—সোহগ্নিঃ তে পাদং বক্তেতু্যপরাম স্বযভঃ । স সত্যকামো  
হ শ্বোভূতে পরেহ্যর্নৈত্যিকং কৃত্বা গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার আচার্য্যকুলং প্রতি । তাঃ  
শনৈশ্চরন্ত্যঃ আচার্য্যকুলাভিমুখ্যঃ প্রস্থিতাঃ । যত্র যন্মিন্ কালে দেশেহভি সায়ং নিশায়া-  
মভিসংবভুবুরেকত্রাভিমুখ্যঃ সন্তুতাঃ, তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায়  
পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙমুখ উপবিবেশ স্বযভবচো ধ্যায়ন্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সেই অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নি তোমাকে  
অপর অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদ বিষয়ে বলিবেন । এইরূপ বলিয়া সেই বুধ বিব্রত হইয়া-  
ছিলেন । সেই সত্যকাম পরদিন প্রাতে নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গোসমূহকে  
আচার্য্যগৃহাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন । সেই গোসমূহও ধীরে ধীরে বিচরণ  
করিতে করিতে আচার্য্যের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল । সায়ংকালে অর্থাৎ  
নিশাগমনের পূর্বে সকলে যে স্থানে সম্মিলিত হইত, সেই স্থানেই গোসমূহকে আবদ্ধ  
করিয়া সমিধ অর্থাৎ কাষ্ঠ আহরণ ও প্রজ্বালিত করিয়া বুকের বাক্য চিন্তা করিতে  
করিতে অগ্নির পশ্চাদ্দেশে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তমগ্নিরভ্যবাদ সত্যকাম ! ৩ ইতি । ভগবঃ ! ইতি হ প্রতি-  
শুশ্রাব ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—অগ্নি সেই সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে  
সত্যকাম ! ৩ । ভগবন্ ! এই বলিয়া সত্যকাম তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া-  
ছিলেন ॥ ২ ॥



**শাকরভাষ্যম্।**—তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম ! ৩ ইতি সম্বোধ্য। সত্যকামো ভগবঃ। ইতি হ প্রতিশ্রাব প্রতিবচনং দর্দো ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অগ্নি সেই সত্যকামকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, হে সত্যকাম ! ৩। সত্যকামও তাঁহাকে হে ভগবন্ ! এই বলিয়া তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, অর্থাৎ সত্যকাম এই অগ্নির পশ্চাদ্দেশে বসিলে অগ্নি তাহাকে “হে সত্যকাম !” এই বলিয়া কহিয়াছিলেন। তখন সত্যকাম অগ্নির কথা শুনিয়া ‘হে ভগবন্ !’ এই প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

ব্রহ্মণঃ সোম্য ! তে পাদং ব্রবাণীতি । ব্রবীতু মে বানিতি । তস্মৈ হোবাচ, পৃথিবী কলা, অন্তরিক্ষং কলা, জ্যোতিঃ কলা, সমুদ্রঃ কলা, এষ বৈ সোম্য ! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্নাম ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের পাদবিষয়ে উপদেশ দিই। ভগবান্ আপনি তাহা আমাকে বলুন। অগ্নি সেই সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, পৃথিবী একটি কলা, অন্তরিক্ষ অপর একটি কলা, জ্যোতিঃ একটি কলা ও সমুদ্র একটি কলা। হে সোম্য ! কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট ব্রহ্মের এই পাদটিকে ‘অনন্তবান্’ ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—ব্রহ্মণঃ সোম্য ! তে পাদং ব্রবাণীতি । ব্রবীতু মে বানিতি । তস্মৈ হোবাচ, পৃথিবী কলা, অন্তরিক্ষং কলা, জ্যোতিঃ কলা, সমুদ্রঃ কলা, এষ বৈ সোম্য ! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্নাম ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অগ্নি সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, সোম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের পাদবিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিতেছি। সত্যকামও তাঁহাকে হে ভগবন্ ! এই বলিয়াছিলেন, পৃথিবী একটি কলা বা অংশ, অন্তরিক্ষ একটি কলা, জ্যোতিঃ একটি কলা, আর সমুদ্র একটি কলা বা অংশ। ইহা আত্মবিষয়ক অর্থাৎ আত্মদর্শন। হে সোম্য ! এই কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট ব্রহ্মের অপর একটি পাদ, ইহার নাম ‘অনন্তবান্’ ॥ ৩ ॥



ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩১৩

স য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যু-  
পাস্তে, অনন্তবানস্মি ল্লোকে ভবতি, অনন্তবতো হ লোকান্ জয়তি,  
য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যুপাস্তে ॥৪॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি ইহাকে উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট অবগত হইয়া  
ব্রহ্মের এই কলাচতুর্ভুজবিশিষ্ট দ্বিতীয় পাদকে ‘অনন্তবান্’ এইরূপ মনে করিয়া  
উপাসনা করেন, তিনি এই জগতে অনন্তবান্ হন, এবং পরলোকে গিয়াও অনন্ত-  
বান্ অর্থাৎ অক্ষয় লোকসমূহকে জয় করেন। যিনি ব্রহ্মের এই চতুক্ষলপাদকে  
‘অনন্তবান্’ গুণবিশিষ্ট মনে করিয়া উপাসনা করেন ॥ ৪ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—স যঃ কচ্চিদবধোক্তং পাদমনন্তবদ্বেন গুণেনোপাস্তে, স  
তথৈব তদগুণো ভবত্যস্মি ল্লোকে, মৃতশ্চানন্তবতো হ লোকান্ স জয়তি । য এতমেব-  
মিত্যাदि পূর্ববৎ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্ । ৬ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মের উক্তরূপ পাদকে  
অনন্তবৎগুণসম্পন্ন মনে করিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তিও সেইরূপই এই জগতে  
অনন্তগুণবিশিষ্ট হয় ও মরণানন্তর অনন্তবান্ অর্থাৎ যে লোকের কখন অন্ত বা নাশ  
নাই সেই অবিনশ্বর লোকসমূহকে জয় অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করে অর্থাৎ লাভ  
করে। ‘য এতমেবং’ ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায়। সরলার্থ—যে ব্যক্তি  
উক্ত প্রকারে ব্রহ্মের চতুক্ষল দ্বিতীয় পাদ অবগত হইয়া “অনন্তবান্” এইরূপ  
গুণশালিরূপে ব্রহ্মের সেই দ্বিতীয় পাদের আরাধনা করেন, তিনিও এই লোকে  
“অনন্তবান্” অর্থাৎ অক্ষয় কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মের দ্বিতীয়  
পাদারাধনার দৃষ্ট ফল, এবং এইরূপ ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদারাধনার অদৃষ্ট ফলও  
আছে, যিনি উক্ত প্রকারে চতুক্ষল ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ অবগত হইয়া যথোক্ত  
গুণশালিরূপে তাহার আরাধনা করেন, তিনি পরলোকে গমন পূর্বক অক্ষয়  
দেবলোক জয় করিতে সমর্থ হন এবং অনন্তকাল সুস্বধামে অবস্থিতি করিয়া  
থাকেন ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## চতুর্থপ্রপাঠকে

## সপ্তমঃ খণ্ডঃ

হংসস্তে পাদং বক্তেতি, স হ শ্বো ভূতে গা অভিপ্রক  
 ঞ্জকার, তা যত্রাভি সায়ং বভূবুঃ, তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপ  
 সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাণু পোপবিবেশ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হংস তোমাকে ব্রহ্মের অপর এক পাদবিষয়ে  
 দিবেন। সেই সত্যকাম পরদিন প্রভাতকালে গোসমূহকে আচার্য্য  
 পরিচালিত করিয়াছিলেন। সায়ংকালে যে স্থানে গোসমূহ সম্মিলিত  
 সেই স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলন পূর্বক গোসমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ  
 সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্দেশে পূর্বাভিমুখ হইয়া অগ্নির অতি নিকটে  
 করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—সোহগ্নিহংসস্তে পাদং বক্তেত্বাত্তোপনয়ন।  
 আদিত্যঃ, শৌক্যাহংপতনসামাজ্ঞাচ্চ। স হ শ্বোভূতে ইত্যাদি সমানম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হংস তোমাকে পাদ অর্থাৎ ব্রহ্মের  
 এক পাদ বিষয়ে বলিবেন, এই কথা বলিয়া অগ্নি নিবৃত্ত অর্থাৎ উপবেশন  
 বিয়ত হইয়াছিলেন। এ স্থানে ‘হংস’ শব্দের অর্থ আদিত্য, কারণ, উজ্জ্বল  
 ও উর্ধ্বে বিচরণশীল, এই দ্বিবিধ গুণের সাম্য থাকায় হংস বলিতে আর  
 বুঝিতে হইবে। ‘স হ শ্বোভূতে’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বের স্থান অর্থাৎ সত্যকাম  
 দিবসীয় প্রভাতে নিত্যক্রিয়া নিষ্পাদন পূর্বক গো সকলকে আচার্য্য-কুল  
 প্রেরণ করিলেন। তখন সেই সকল গো ক্রমে ক্রমে পরিভ্রমণ করিতে  
 আচার্য্যকুলাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। পরে যৎকালে সেই সকল গো ব্রহ্ম  
 পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র হইয়াছিল, তখন সত্যকাম অগ্নিহোমের  
 সকলকে অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ লইয়া অগ্নির বাক্য চিন্তা করত উপবিষ্ট  
 ছিলেন ॥ ১ ॥

\* তৎ হংস উপনিপত্যাভ্যুবাদ, সত্যকাম! ৩ ইতি  
 ভগবঃ! ইতি হ প্রতিশ্রুতাব ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হংস অর্থাৎ আদিত্য সত্যকামের সমীপে অবতীর্ণ হইয়া

\* ইহার ভাষ্য পূর্বেরই স্থান বলিয়া পৃথক্ ভাষ্য নাই।



সপ্তমঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩১৫

তাহাকে বলিয়াছিলেন—হে সত্যকাম ! সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্ ! ॥ ২ ॥

ব্রহ্মণঃ সোম্য ! তে পাদং ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মীতু মে ভগ-  
বানিতি । তস্মৈ হোবাচ, অগ্নিঃ কলা, সূর্য্যঃ কলা, চন্দ্রঃ কলা,  
বিদ্যুৎ কলা, এষ বৈ সোম্য ! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো  
জ্যোতিস্মান্নাম ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের পাদবিষয়ে আমি কিছু বলিতে  
ইচ্ছা করি । সত্যকাম বলিয়াছিলেন—ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ।  
হংস তাহাকে বলিয়াছিলেন—অগ্নি একটি অর্থাৎ প্রথম কলা, সূর্য্য দ্বিতীয় কলা,  
চন্দ্র তৃতীয় কলা ও বিদ্যুৎ চতুর্থ কলা । হে সোম্য ! কলাচতুষ্টয়বিশিষ্ট ব্রহ্মের  
এই তৃতীয় পাদের নাম ‘জ্যোতিস্মান্’ ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলা ; এষ বৈ  
সোম্যেতি জ্যোতির্বিষয়মেব চ দর্শনং প্রোবাচ, অতো হংসস্তাদিত্যং প্রতীযতে । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অগ্নি একটি কলা, সূর্য্য দ্বিতীয় কলা,  
চন্দ্র তৃতীয় কলা ও বিদ্যুৎ চতুর্থ কলা । ‘হে সোম্য ! ইহাই’ এইরূপ বলিয়া  
হংস সত্যকামকে জ্যোতির্বিষয়ক দর্শন অর্থাৎ জ্যোতির্বিষয়ক উপাসনার উপদেশ  
দিয়াছিলেন । এই নিমিত্তই অর্থাৎ জ্যোতিঃপদার্থবিষয়ে উপদেশ দেওয়াতেই  
হংসের আদিত্য প্রতীতি হইয়াছে অর্থাৎ হংস যে আদিত্যই, অত্র কেহ নহে,  
ইহা নিঃসন্দেহভাবে অনুমিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিস্মানি-  
তু্যপাস্তে, জ্যোতিস্মানস্মিংশ্লোকে ভবতি, জ্যোতিস্মতো হ  
লোকান্ জয়তি, য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো  
জ্যোতিস্মানিতু্যপাস্তে ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্ত সপ্তমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এই বিষয় অবগত হইয়া  
ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে জ্যোতিস্মবিশিষ্ট মনে করিয়া উপাসনা করেন, তিনি  
নিশ্চয় এই ভগতে অতু্যন্তম জ্যোতির্লাভ করেন এবং পরলোক গমন করিয়াও  
সে স্থানে যে সমস্ত জ্যোতির্শ্রয় লোক আছে, তাহাদিগকে জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত



হন । যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত এই বিষয় এইরূপ অবগত হইয়া ব্রহ্মের এই চতুর্থ  
জ্যোতিষ্বত্ত্বগুণবিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া উপাসনা করেন ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—বিৎকলং, জ্যোতিষ্মান দীপ্তিযুক্তোহস্মি লোকে  
চন্দ্রাদিত্যানাং জ্যোতিষ্মত এব মৃতা লোকান্ জয়তি । সমানমুত্তরম্ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ ।**—এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে  
করেন, তাহাই বলিতেছেন—সেই ব্যক্তি এই জগতে অর্থাৎ জীবিতাবস্থায়  
দ্বান্ অর্থাৎ দীপ্তিসম্পন্ন হন, আর মৃত্যুর পর চন্দ্র-সূর্য্যাদির যে সমস্ত  
লোক, সেই সমস্ত লোককে জয় করেন অর্থাৎ নিজের অনাগ্রাসনভ্য করেন  
অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায় ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## চতুর্থপ্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ

মদগুপ্তে পাদং বক্তেতি । স হ শোভতে গা অভি-  
প্রস্থাপয়াকার । তা যত্রাভি সায়ং বভুবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা  
উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাণুপোপবিবেশ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—মদগুপ্ত অর্থাৎ ‘পানকোড়ি’ নামক জলচর পক্ষিবিশেষ ব্রহ্মের  
অবশিষ্ট একটি পাদ বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিবে । সত্যকাম পরদিন প্রভাতে  
গোসমূহকে আচার্য্য-গৃহাভিমুখে পরিচালিত করিয়াছিলেন । চলিতে চলিতে সায়ং-  
কালে যে স্থানে গোসমূহ একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল, সত্যকাম সেই স্থানে  
অগ্নিস্থাপন পূর্বক গোসমূহকে আবদ্ধ করিয়া কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির  
পশ্চাতে অতি নিকটেই পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—হংসোহপি মদগুপ্তে পাদং বক্তেত্যুক্তোপররাম, মদগু-  
উদচরঃ পক্ষী, স চাপ্.সম্বন্ধাৎ প্রাণঃ । স হ শোভতে ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—মদগুপ্ত তোমাকে ব্রহ্মের অবশিষ্ট অর্থাৎ  
চতুর্থপাদবিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা বলিবেন, হংস এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইয়া-  
ছিলেন । মদগুপ্তকে জলচর পক্ষিবিশেষ, (‘পানকোড়ি’) জলের সহিত তাহার  
সম্বন্ধ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে প্রাণ, তদ্ব্যতীত অস্ত্র কিছুই নহে । ‘স  
হ শোভতে’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বের ত্রায় অর্থাৎ সত্যকাম পরদিবসীয় নিত্যক্রিয়া  
সমাপন পূর্বক গোসকলকে আচার্য্যকুলাভিমুখে প্রেরণ করিলেন । তখন সেই  
সকল গো ক্রমে ক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য্যকুলাভিমুখে গমন করিল ।  
পরে যখন সেই সকল গো রজনীযোগে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র হইল, তখন  
সত্যকাম অগ্নিসমাধানান্তে গো সকল অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ লইয়া অগ্নির পশ্চাত্তাগে  
অতি নিকটেই সমাসীন হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তং মদগুপ্তরুপনিপত্যভ্যুবাদ, সত্যকাম ! ৩ ইতি । ভগবঃ !  
ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—মদগুপ্ত সত্যকামের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়া-  
ছিলেন, হে সত্যকাম ! সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—স চ মদগুপ্তঃ প্রাণঃ স্ববিষয়মেব চ দর্শনমুবাচ ॥ ২ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই মদগু অর্থাৎ মদগুরুণী স্ববিষয়ক দর্শন অর্থাৎ প্রাণবিষয়ক জ্ঞানেরই উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

ব্রহ্মণঃ সোম্য! তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু যে জ্ঞানী নীতি। তস্মৈ হোবাচ, প্রাণঃ কলা, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রঃ কলা, মনঃ কলা, এষ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য! ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদবিষয়ে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি, মদগু এই কথা বলিলে সত্যকাম বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আমাকে তাহা বলুন। মদগু সত্যকামকে বলিয়াছিলেন, প্রাণ একটি কলা, দ্বিতীয় কলা, শ্রোত্র বা কর্ণ তৃতীয় কলা ও মন চতুর্থ কলা। হে সোম্য! ব্রহ্ম এই চতুষ্কল পাদ ‘আয়তনবান্’ এই নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ড-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রাণঃ কলেত্যায়ায়তনবানিত্যেব নাম। আয়তন নাম মনঃ, সর্বকরণোগ্রহতানাং ভোগানাং, তদ্বশ্বিন্ পাদে বিজ্ঞতে ইত্যায়তনবান্ পাদঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রাণই একটি কলা ইত্যাদি প্রমাণ আরম্ভ করিয়া ‘আয়তনবান্’ এই নামবিশিষ্ট পর্য্যন্ত মদগুরুণী প্রাণ নিরূপিত অর্থাৎ প্রাণবিষয়ক বিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন। মনই অস্ত্রান্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আয়তন ভোগ্যবস্তুর সমূহের আয়তন অর্থাৎ স্থান বা আধারস্বরূপ, মনের ক্রিয়া কোন ভোগই সম্পন্ন হয় না, যে পাদে সেই আয়তনস্বরূপ মন আছে, তাহারই নাম ‘আয়তনবান্’। ব্রহ্মের চতুর্থ পাদেই সেই সমস্ত বিষয় বিদ্যমান আছে বলিয়াই চতুর্থ পাদই ‘আয়তনবান্’ এই নামে অভিহিত হয় ॥ ৩ ॥

স য এতমেবং বিদ্বাৎচতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবান্নিহ পাস্তে, আয়তনবান্নিস্মিল্লোকে ভবতি, আয়তনবতো হ লোকো জয়তি, য এতমেবং বিদ্বাৎচতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবান্নিহ পাস্তে ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি ইহাকে এইরূপে অবগত হইয়া ব্রহ্মের অবশিষ্ট চতুষ্কল পাদটিকে “আয়তনবান্” এইরূপ বিবেচনা করিয়া উপাসনা করুক



অষ্টমঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩১৯

তিনি এই জগতে নিজেও আয়তনবান্ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হন, আর পর-  
লোকে গমন করিয়াও আয়তনবান্ লোকসমূহকে জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন।  
যে ব্যক্তি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদটিকে ‘আয়তনবান্’ এই  
মনে করিয়া উপাসনা করেন ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—তঃ পাদং তথৈবোপান্তে যঃ আয়তনবান্ আশ্রয়বান্  
অগ্নি-লোকে ভবতি। তথা আয়তনবত্বে এতৎ সাবকাশ্যলোকান্ যতো জয়তি, য  
এতমেবমিত্যাदि পূর্ববৎ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে ব্যক্তি সেই পাদটিকে পূর্বের স্থায়  
মনে করিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই জগতে ‘আয়তনবান্’ অর্থাৎ আশ্রয়বান্  
হন, অর্থাৎ বহুলোককে আশ্রয়দান করিতে সমর্থ হন, এবং মৃত্যুর পর আয়তন-  
বিশিষ্ট অর্থাৎ অবকাশযুক্ত লোকসমূহকে জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। “য এত-  
মেবং” ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ প্রকার ব্রহ্মের চতুষ্কল  
চতুর্থ পাদ অবগত হইয়া “আয়তনবান্” এই প্রকার গুণভাবনার ব্রহ্মের সেই চতু-  
স্কলের আরাধনা করেন, তিনি ইহধামে সর্বব্যাপী হইতে পারেন, ইহাই ব্রহ্মের  
চতুর্থ পাদ-আরাধনার দৃষ্ট ফল এবং ঐরূপ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদোপাসনার অদৃষ্ট ফলও  
আছে; যে ব্যক্তি উক্তপ্রকারে ব্রহ্মের চতুষ্কল চতুর্থ পাদ অবগত হইয়া যথোক্ত-  
গুণশালিরূপে তাঁহার আরাধনা করেন, তিনি পরলোকে গমন পূর্বক আয়তনবান্  
লোক সকল জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



চতুর্থপ্রপাঠকে  
নবমঃ খণ্ডঃ

প্রাপ হাচার্যকুলম্ । তমাচার্য্যাত্মবাদ, সত্যকাম । ৩  
ভগবঃ । ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—সত্যকাম আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।  
 তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, অহে সত্যকাম! সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল,  
 ভগবন! ॥ ১ ॥

শাক্তব্রতাসম্ম।—স এবং ব্রহ্মবিৎ সন্ প্রাপ হ প্রাপ্তবানচাক্ষ  
তমাচার্যোহভ্যুবাদ, সত্যকাম । ৩ ইতি । ভগবঃ ! ইতি হ প্রতিশ্রাব।।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই সত্যকাম এইরূপে ব্রহ্মসং  
কল্পিয়া আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন  
বলিয়াছিলেন, হে সত্যকাম ! ৩। সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,  
ভগবন্ । ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবিদ্বৈ বৈ সোম্য ! ভাসি, কো নু ব্রাহ্মশাস্ত্রে  
 অন্তে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজ্ঞে, ভগবাত্তেব মে ক  
 ক্র্যাৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—আচার্য বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তুমি ব্রহ্মজ্ঞান  
 গ্রাসই দীপ্তি পাইতেছ, কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা  
 ইচ্ছা করি। সত্যকাম প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন মনুষ্য  
 উপদেশ দেন নাই, অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্য হইতে অত্র অর্থাৎ  
 আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ আপনিই আমাকে আমার  
 উপদেশ দান করুন ॥ ২ ॥

শাক্তভাষ্যম্।—ব্রহ্মবিদ্যৈব বৈ সোম্য ! ভাসি । প্রসন্নো  
 বদনশ্চ নিশ্চিন্তঃ কুতার্থো ব্রহ্মবিস্তবতি ; অত আহ আচার্যো ব্রহ্মবিদ্যৈব ভাগতি ।  
 ইতি বিতর্কয়ম্ভাচ, কঙ্কামমুশশাসেতি ? স চাহ সত্যকামোহন্তে মনুষ্যোজ  
 মামমুশিষ্টবত্যঃ । কোহন্তো ভগবচ্ছিয়াং মাং মনুষ্যঃ সন্নমুশাসিতুযুৎসহতে ইজ  
 অতোহন্তে মনুষ্যোভ্য ইতি হ প্রতিজ্ঞন্তে প্রতিজ্ঞাতবান্ । ভগবান্বেব  
 মমেচ্ছার্যাং ক্রয়াৎ, কিমষ্টৈরুজ্ঞেন ? নাহং তদগণমানীত্যভিপ্রায়ঃ । ২।



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তদনন্তর আচার্য্য সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সোম্য ! ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেরূপ দীপ্তি পান, তুমিও সেইরূপই শোভা পাইতেছ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রসন্নেন্দ্রিয়, সহাস্তবদন, নিশ্চিন্ত ও কৃতার্থ হন, এই জন্তই আচার্য্য বলিয়াছিলেন, তোমারও ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রসন্ন হইয়াছে, মুখে অকুজিম হাস্ত নিবিষ্ট আছে, অথচ তোমার যেন সকল ভাবনা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং তুমি কৃতার্থ হইয়াছ। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে, তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছ। মূলের ‘তু’ এই শব্দটি বিতর্কবোধক, অর্থাৎ মনে মনে বিতর্ক করিয়া আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেহ কি তোমাকে উপদেশ দিয়াছে ? সত্যকাম বলিয়াছিলেন, মনুষ্য হইতে অস্ত্র প্রাণী অর্থাৎ দেবতাগণ আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্যমধ্যে এমন কে জানী আছে যে, ভগবান্ আপনার শিষ্য আমাকে উপদেশ দিতে সাহস করে ? এই জন্তই সত্যকাম মনুষ্য হইতে অস্ত্র প্রাণী এই কথা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ কোন মানুষেরই আমাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা নাই। ভগবান্ আপনিই আমার কাম অর্থাৎ ইচ্ছাবিশয়ে অর্থাৎ আমি বাহ্য জানিবার অভিলাষে আপনার নিকট আসিয়াছি, সেই বিষয়ে উপদেশ দান করুন। অভিপ্রায় এই যে—অপর কর্তৃক দত্ত উপদেশে আমার কি প্রয়োজন ? আমি অস্ত্রের উপদেশকে গ্রাহ্যই করি না ॥ ২ ॥

ঋতং হেব মে ভগবদৃশেভ্য আচার্য্যাক্ষৈব বিত্তা বিদিতা  
সাম্বিক্তং প্রাপয়তোতি । তস্মৈ হৈতদেবোবাচ, অত্র হ ন কিঞ্চন  
বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্ত নবমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—আমি আপনাদের স্থায় মহাত্মাদিগের নিকটেই শুনিয়াছি যে, আচার্য্যের নিকট হইতে শিক্ষিত বিত্তাই উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে, এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে। অনন্তর আচার্য্য সত্যকামকে সেই বিত্তাই অর্থাৎ ঋষভাদি যে বিত্তা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই বিত্তারই উপদেশ দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্রও পরিত্যাগ করেন নাই, পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ৩ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—কিঞ্চ, ঋতং হি যস্মান্মম বিত্ততে এবান্মিন্নর্থে ভগবদৃশেভ্যো ভগবৎসমেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ, আচার্য্যাক্ষৈব বিত্তা বিদিতা সাম্বিক্তং সাধুতমং প্রাপয়তি প্রাপ্নোতি; অতো ভগবানেব ব্রহ্মাদিত্যুক্ত আচার্য্যোহব্রবীত্তস্মৈ তামেব



দৈবতৈত্তরজ্ঞানং বিদ্যাম্। অত্র হ ন কিঞ্চন ষোড়শকলবিজ্ঞান্যঃ। কিঞ্চিনেবমসং  
ন বীয়ায় ন বিগতমিত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসো বিজ্ঞাপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ৩।

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে নবমখণ্ডভাষ্যম্। ৯।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আরও দেখুন, যে হেতু, যে  
বিষয়ে এইরূপই শোনা আছে যে, ভগবান্ অর্থাৎ পূজনীয় আপনাদিগ্ধ  
ঋষি আচার্যের নিকট হইতে যে বিজ্ঞা লাভ করা যায়, তাহাই  
অর্থাৎ অতিশয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাই পরম গুতবৎ  
অতএব পূজনীয় আপনিই আমাকে উপদেশ দান করুন।  
এইরূপ বলিলে আচার্য্য তাঁহাকে সেই ঋষভাদি দেবগণ যে শিক্ষা  
দিয়াছিলেন, সেই বিজ্ঞাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই শিক্ষাদান-বিষয়ে দৈব  
কলাবিশিষ্ট বিজ্ঞার কিছুমাত্রও অর্থাৎ এককলানাত্রও অপগত অর্থাৎ পরিহৃত  
নাই অর্থাৎ আচার্য্য সম্পূর্ণ ষোড়শকলারই উপদেশ দিয়াছিলেন, এককলার  
দেন নাই। এই বিজ্ঞার উপদেশ এই স্থানেই সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার  
'বীয়ায় বীয়ায়' এইরূপ দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## চতুর্থপ্রপাঠকে

## দশমঃ খণ্ডঃ

উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্ম-  
চর্য্যমুवास, तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन् परिचचार, स ह आन्यान्ते  
वासिनः समावर्तयन्तुं ह स्मैव न समावर्तयति ॥ १ ॥

**অনুবাদ ।**—কমলের পুত্র কামলায়ন উপকোসল নামে প্রসিদ্ধ কোন  
মুনিকুমার সত্যকাম জাবালের নিকটে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন ।  
সেই বালক দ্বাদশ বর্ষকাল সত্যকামের অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন অর্থাৎ  
হোমের দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও হোমকার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন । সত্যকাম তাঁহার  
অত্যন্ত শিষ্যগণের সমাবর্তন-সংস্কার করাইয়াছিলেন, কিন্তু উপকোসলের সমাবর্তন-  
ক্রিয়া করান নাই ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মবিজ্ঞান ।**—পুনরব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকারান্তরে বক্ষ্যামীত্যারভতে গতিঞ্চ  
তদ্বিহোহগ্নিবিজ্ঞানঞ্চ । আখ্যায়িকা পূর্ব্ববচ্ছদ্ম-তপসোব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনত্বপ্রদর্শনার্থা । উপ-  
কোসলো হ বৈ নামতঃ কমলশ্রাপত্যঃ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যমুवास ।  
তস্য হ ঐতিহ্যার্থঃ । তস্মাচ্চাচর্য্যশ্চ দ্বাদশবর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচারাগ্নীনাং পরিচরণং কৃতবান্ ।  
স হ আচার্য্যোহস্তান্ ব্রহ্মচারিণঃ স্বাধ্যায়ঃ গ্রাহয়িত্বা সমাবর্তয়ন্ তমেবোপকোসলমেকং ন  
সমাবর্তয়তি অ হ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—পুনরায় প্রকারান্তরে ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিব,  
এই মনে করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞা, অগ্নিবিজ্ঞা ও সেই বিষয়ে অভিজ্ঞগণের গতি বলিতে  
আরম্ভ করিতেছেন । পূর্ব্বখণ্ডে যেরূপ শ্রদ্ধা ও তপস্যা ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনার প্রধান  
উপায় বলিয়া বিবৃত হইয়াছে, তদ্রূপ এই খণ্ডেও শ্রদ্ধা ও তপস্যার ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনত্ব-  
প্রদর্শনার্থই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন—কমলের পুত্র অতএব কামলায়ন উপ-  
কোসল নামে প্রসিদ্ধ কোন বাক্তি জবালাপুত্র সত্যকামের নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন  
পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন ও দ্বাদশ বৎসর কাল তাঁহার অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়া-  
ছিলেন । মূলোক্ত ‘হ’ এই শব্দটি ঐতিহ্যশ্চক অর্থাৎ এইরূপ ইতিহাস আছে । সেই  
আচার্য্য অস্ত্র ব্রহ্মচারী শিষ্যগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া তাঁহাদিগের সমাবর্তন-সংস্কার  
সম্পাদন করাইবার সময় একমাত্র উপকোসলেরই সমাবর্তন করান নাই । অপরাপর  
শিষ্যেরা সকলেই বেদ পাঠ করিয়া গৃহধর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন, কেবল উপকোসলই  
আচার্য্যসকাশে রহিলেন ॥ ১ ॥



তং জায়োবাচ, তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলমগ্নীন্ পরিচর্য্য  
মা ত্বাহং যঃ পরিপ্রবোচন্, প্রজ্ঞহস্মৈ ইতি । তস্মৈ হোমো  
প্রবাসাঞ্চক্রে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—জয়া অর্থাৎ সত্যকামের স্ত্রী সত্যকামকে বলিত  
তপঃসম্পন্ন ব্রহ্মচারী অতি নিপুণভাবে অগ্নির পরিচর্যা করিয়াছে। অগ্নিসমূহ  
তোমাকে নিন্দা না করেন। ইহাকে অর্থাৎ উপকোসলকে বল অর্থাৎ এই  
উপদেশ দাও। সত্যকাম তাহাকে কিছু না বলিয়াই প্রবাসে গমন করিয়া  
ছিলেন ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—তমাচার্য্যং জায়োবাচ, তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলমগ্ন  
পরিচর্য্যৈঃ পরিচরিতবান্ । ভগবাৎশাস্ত্রিষু ভক্তং ন সমাবর্তয়তি ; অতোহহং  
সমাবর্তয়তীতি জ্ঞায়া স্বামগ্নয়ো মা পরিপ্রবোচন্ গর্হাং তব মা কুৰ্য্যঃ ; অহং  
বিজ্ঞামিষ্টামুকোসলায়েতি । তস্মৈ এবং জায়য়োক্তোহপি হ অপ্ৰোচ্যৈবাহুক্তো  
প্রবাসাঞ্চক্রে প্রবসিতবান্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সত্যকামের স্ত্রী সেই আচার্য্য  
কামকে বলিয়াছিলেন, তপঃসম্পন্ন এই ব্রহ্মচারী কুশল অর্থাৎ অতিশয়  
ভাবে অগ্নিসমূহের পরিচর্যা করিয়াছে, কিন্তু ভগবান্ আপনি অগ্নিতত্ত্ব  
এই শিষ্যের সমাবর্তন-সংস্কার সম্পাদন করাইলেন না, অতএব “আমাদের  
ইনি সমাবর্তন করাইতেছেন না” এইরূপ মনে করিয়া অগ্নিসমূহ বেন আশঙ্কিত  
নিন্দা না করেন। অভিপ্রায় এই যে—আপনি ইহার সমাবর্তন-সংস্কার  
করুন, তাহা না করিলে অগ্নিসমূহ আপনার উপরে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, তখন  
অসন্তোষের ভয়েই আমি আপনাকে এইরূপ অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি  
উপকোসলকে ইহার অভীষ্টবিজ্ঞাবিষয়ে উপদেশ দান করুন। স্ত্রী এইরূপ বলিয়া  
সত্যকাম উপকোসলকে কিছু না বলিয়াই প্রবাসে গমন করিয়াছিলেন।  
এই যে—‘দেবতাই ইহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন,’ এই অভিপ্রায়ে কিছু দিয়া  
দিয়াই প্রবাসে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

স হ ব্যাধিনাহনশিতুং দধে । তমাচার্য্যজায়োবাচ, ব্রহ্মচারী  
অশান, কিং নু নান্মাসীতি ? স হোবাচ, বহব ইমেহস্মিন্ পুরুষা  
কামা নানাত্যয়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোহস্মি, নাশিষ্যামীতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সেই উপকোসল ব্যাধি অর্থাৎ মনঃপীড়াবশতঃ



করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আচার্য্যপত্নী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে ব্রহ্মচারিন্! আহার কর, কেন তুমি আহার করিতেছ না? উপকোসল বলিয়াছিলেন—এই ব্যক্তিতে অর্থাৎ আমাতে বিবিধ প্রকার বিষ দ্বারা আক্রান্ত বহুবিধ কামনা বিদ্যমান, এ জন্ত বহুবিধ ব্যাধি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছি অর্থাৎ নানা রোগাক্রান্ত হইয়াছি, সে জন্ত আমি কিছু আহার করিব না ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—স হোপকোসলো ব্যাধিনা মানসেন হৃৎথেন অনশিত্বমনশনং কর্তুং দধে ধৃতবান্ মনঃ। তং তৃষ্ণীমগ্ন্যাগারেহবহিতমাচার্য্যজায়ে বাচ, হে ব্রহ্মচারিন্! অগান ভুঙ্ক্ষ, কিং হু কস্মান্ কারণান্নাসীতি? স হোবাচ, বহবোহনেকে-ইন্নি পুরুষেহকৃতার্থে প্রাকৃতে কামা ইচ্ছাঃ কর্তব্যং প্রতি নানা অন্তর্যোহতিগমনং বেবাং ব্যাধীনঃ কর্তব্যচিন্তানাং তে নানাতয়া ব্যাধয়ঃ কর্তব্যতাহপ্রাপ্তিনিমিত্তানি চিন্তহৃৎখানীভার্থঃ, তৈঃ প্রতিপূর্ণোহস্মি, অতো ন অশিব্যাসীতি ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই উপকোসল ব্যাধি অর্থাৎ আচার্য্য সমাবর্তন না করার মানসিক হৃৎথে উপবাস করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন। অগ্নিগৃহে অর্থাৎ যে গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি থাকে, সেই গৃহে উপকোসলকে মৌনাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে দেখিয়া আচার্য্যের জ্ঞী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে ব্রহ্মচারিন্! আহার কর, কি জন্ত তুমি আহার করিতেছ না? উপকোসল বলিয়াছিলেন—সিদ্ধিলাভে অকৃতকার্য্য অতি সামান্য এই ব্যক্তিতে অর্থাৎ আমাতে নানাবিধ কামনা ও কর্তব্য বিষয়ে বহুবিধ বিষ দ্বারা প্রতিহত ইচ্ছারূপ দাক্ষণ ব্যাধি-সমূহ অর্থাৎ নিজের কর্তব্য বা অভ্যষ্ট বিষয়ের অপ্রাপ্তিজন্ত দাক্ষণ মানসিক হৃৎথে আমি পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছি অর্থাৎ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, এ জন্ত আমি কিছুই আহার করিব না। ভাবার্থ এই যে—এখনও আমার ব্রহ্মবিজ্ঞান হইল না। এই হৃৎথেই অনাহারে কালযাপন করিতেছি ॥ ৩ ॥

অথ হায়াঃ সমুদরে, তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্য্যচারীং, হস্তাশ্বে প্রব্রবামেতি, তস্মৈ হোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মোতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর অগ্নিসমূহ সকলেই একসঙ্গে বলিয়াছিলেন, তপঃ-সম্পন্ন এই ব্রহ্মচারী অতি নিপুণভাবে আমাদের পরিচর্যা করিয়াছে, অতএব আমরা প্রসন্নচিত্তেই ইহাকে বিত্তা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি, এই বলিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন, প্রাণই ব্রহ্ম, 'ক' ব্রহ্ম, 'খ' ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—উক্ত, তৃষ্ণীভূতে ব্রহ্মচারিণ্যং হায়াঃ ওজস্বয়া



আবর্জিতাঃ কারুণ্যাবিষ্টাঃ সন্তুষ্টয়োহপি সমুদরে সন্তুষ্টোক্তবন্তঃ, ইত্য ইত্য  
ব্রহ্মচারিণেহ্মন্তকায় হুঃখিতায় তপস্বিনে শ্রদ্ধধানায় সর্বৈহ্মশাস্ত্রঃ  
ব্রহ্মবিদ্যাম্ ইত্যেবং সম্প্রদায় তস্মৈ হোচুঃকৃতবন্তঃ, প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম ইত্যে

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ব্রহ্মচারী উপকোসল আচার্য্য  
উক্তরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পর, উপকোসলের পরিচর্যাশ্রমে বসি  
করণার্দ্দচিত্ত হইয়া দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি এই অগ্নিভয়  
সমবেতভাবে বলিয়াছিলেন, দেখ, আমরা সম্প্রতি আমাদিগের ভক্ত, হুঃখিত  
শ্রদ্ধালু ও তপঃসম্পন্ন এই ব্রহ্মচারীকে অনুশাসিত করি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপ  
দিই। তাঁহারা সকলে এইরূপ স্থির করিয়া সেই উপকোসলকে বলিয়াছিলেন,  
ব্রহ্ম, ‘ক’ ব্রহ্ম, ‘খ’ ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

স হোবাচ, বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম, কঞ্চ তু খঞ্চ  
বিজানামীতি। তে হোচুঃ, যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব  
কমিতি, প্রাণঞ্চ হাষ্ট্ম তদাকাশঞ্চোচুঃ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকশ্চ দশমঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—উপকোসল বলিলেন, প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু  
‘ক’ ব্রহ্ম ও ‘খ’ ব্রহ্মের বিষয়ে কিছুই জানি না। সেই অগ্নিসমূহ বলিয়াছিল  
যাহা ক, তাহাই খ; আবার যাহা খ, তাহাই ক। এইরূপে তাঁহারা উপকোসলকে  
প্রাণ ও প্রসিদ্ধ আকাশ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—স হোবাচ ব্রহ্মচারী, বিজানাম্যহং যন্তবক্তৃক  
পদার্থকর্ত্ত্বাং প্রাণো ব্রহ্মেতি। স যন্মি সতি জীবনং, যদপগমে চ ন ভবতি, ই  
বায়ুবিশেষে লোকে রূঢ়, অতশ্চ যুক্তং ব্রহ্মত্বং তস্মৈ। তেন প্রসিদ্ধপদার্থকর্ত্ত্বাং বিজ  
ম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্মেতি। কঞ্চ তু খঞ্চ ন বিজানামীতি। নহু কঞ্চপদার্থকর্ত্ত্বাং  
সুখাকাশবিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধপদার্থকর্ত্ত্বমেব, কস্মাৎ ব্রহ্মচারিণোহজ্ঞানম্? নূনং যদপ  
শব্দবাচ্যস্ত কঞ্চপ্রদ্ব্যসিদ্ধাৎ খং-শব্দবাচ্যস্তাকাশশ্রাচেতনস্ত কঞ্চ ব্রহ্মত্বমিতি  
কঞ্চ ভগবতাং বাক্যমগ্রমাণং স্মাদিতি? অতো ন বিজানামীত্যাহ।  
ব্রহ্মচারিণঃ তে হাষ্ট্ম উচুঃ, যদ্বাব যদেব বয়ং কমবোচাম, তদেব খমাকাশম্, ইত্যে  
বিশেষ্যমাণং কং বিষয়েস্ত্রিয়সংযোগজ্ঞাৎ সুখান্নিবর্ত্তিতং ত্রাৎ, নীলেনেব বিশেষ্যমাণ  
রক্তাদিত্যঃ। যদেব খম্ ইত্যাকাশমবোচাম, তদেব চ কং সুখমিতি জানীহি।  
সুখেন বিশেষ্যমাণং খং ভৌতিকচেতনাৎ খান্নিবর্ত্তিতং ত্রাৎ নীলোৎপদবদেক।



আকাশঃ নেতরমৌকিকমাকাশঞ্চ সুখাশ্রয়ং নেতরং ভৌতিকমিত্যর্থঃ। নবাকানক্ষে  
 সুখেন বিশেষয়িতুমিষ্টম্, অন্ততরদেব বিশেষণম্; যদ্বাব কং তদেব খম্, অতিরিক্তমিতরং,  
 “যদেব খং তদেব কম্” ইতি পূর্ববিশেষণং বা। নহু সুখাকাশয়োক্তভয়োঃপি মৌকিক-  
 সুখাকাশাভ্যাং ব্যাবৃত্তিরিষ্টেত্যবোচাম। সুখেনাকাশে বিশেষিতে ব্যাবৃত্তিকভয়োঃ  
 প্রাপ্তেবেতি চেৎ, সত্যমেব; কিন্তু সুখেন বিশেষিতস্তৈবাকাশস্ত ধ্যেয়ত্বং বিহিতং, ন  
 স্বাকাশগুণস্ত বিশেষণস্ত সুখস্ত ধ্যেয়ত্বং বিহিতং ত্রাৎ, বিশেষণোপাদানস্ত বিশেষ্য-  
 নিরন্তরত্বেনৈবোপক্ষর্যং; অতঃ খেন সুখমপি বিশেষ্যতে ধ্যেয়ত্বায়। কুতঃশ্চৈতন্নি-  
 ক্ষীয়তে? কং-শব্দস্তাপি ব্রহ্মশব্দসম্বন্ধাৎ কং ব্রহ্মেতি। যদি হি সুখগুণবিশিষ্টস্ত খস্ত  
 ধ্যেয়ত্বং বিবক্ষিতং ত্রাৎ, কং খং ব্রহ্মেতি জয়ুয়য়ঃ প্রথমম্; ন চৈবমুক্তবস্তঃ। কিং  
 তর্হি? কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। অতো ব্রহ্মচারিণো মোহাপনয়নায় ক-খশব্দয়োঃরিতর-  
 বিশেষণে বিশেষ্যত্বনির্দেশো যুক্ত এব যদ্বাব কমিত্যাदिঃ। তদেতদগ্নিভিক্তং  
 বাক্যার্থমস্বদোদায় জ্জতিরাহ, প্রাণঞ্চ হার্ষ্য ব্রহ্মচারিণে। তস্ত আকাশঃ তদাকাশঃ,  
 প্রাণস্ত সম্বন্ধাশ্রয়ত্বেন হার্দ আকাশ ইত্যর্থঃ, সুখগুণবিশিষ্টত্বাৎ। তৎকাকাশং  
 সুখগুণবিশিষ্টং ব্রহ্ম তৎস্বক প্রাণং ব্রহ্মসম্পর্কাদেব ব্রহ্ম ইত্যুভয়ং প্রাণকাকাশঞ্চ সমুচ্চিত্য  
 ব্রহ্মণী উচুয়য় ইতি। ৫।

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে দশমখণ্ডভাষ্যম্। ১০।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ব্রহ্মচারী উপকোসল তাঁহাদিগকে  
 বলিয়াছিলেন, আপনারা যে প্রাণকে ব্রহ্ম বলিলেন, তাহা আমি জানি, কারণ, উহার  
 অর্থ প্রসিদ্ধ। যাহা বিদ্যমানে জীবন থাকে এবং যাহার অভাবে জীবন থাকে না,  
 লোক-ব্যবহারে সেই বায়ুবিশেষেই অর্থাৎ পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ আপন সমান উদান  
 ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ুবিশেষেই প্রাণশব্দটি প্রসিদ্ধ, এ জন্ত তাহার ব্রহ্মত্ব  
 যুক্তিযুক্ত; অতএব প্রাণই যে ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু  
 ক ও খ যে ব্রহ্ম, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, ক শব্দের অর্থ সুখ  
 ও খ শব্দের অর্থ আকাশ, ইহাও ত প্রসিদ্ধ, অতএব সুখ ও আকাশ অর্থে ক  
 ও খ শব্দ দুইটি যখন প্রসিদ্ধ, তখন ব্রহ্মচারী কেন ঐ দুইটির অর্থ বুঝিতে  
 পারিলেন না? তবে ব্রহ্মচারী নিশ্চয়ই ইহাই মনে করিতেছেন যে, ক শব্দের  
 অর্থ সুখ, ঐ সুখ ত ক্ষণবিক্ষণী, চিরস্থায়ী ত নহেই, দীর্ঘস্থায়ীও নহে, আর  
 খ শব্দের অর্থ যে আকাশ, ঐ আকাশও অচেতন জড় পদার্থ, যাহা ক্ষণস্থায়ী  
 ও অচেতন, সেই পদার্থ নিত্য ও চৈতন্ত্যস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে হইতে পারে? অথচ  
 ভগবান্ অর্থাৎ মহিমসম্পন্ন পূজনীয় অগ্নিসমূহের বাক্যও যে অপ্রমাণ অর্থাৎ  
 মিথ্যা, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ বিবেচনা করিয়াই



উপকোসল বলিয়াছিলেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। উপকোসল উক্তরূপ বাক্য বলিলে সেই অগ্নিত্রয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যাহাকেই আমরা ক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহাই ঋ অর্থাৎ আকাশ, এইরূপে সুখার্থক ক এই শব্দটি ঋ এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করায় বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজ্ঞাত যে সুখ, ক-শব্দবাক্য সুখকে সেই সুখ হইতে বাবৃত্ত অর্থাৎ নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ঋ এই বিশেষণ-বিশিষ্ট যে ক অর্থাৎ সুখ, তাহা বিষয়ভোগজ লৌকিক সুখ নহে, যেমন 'নীল' এই বিশেষণ পদের দ্বারা বিশেষিত পদ্ম বলিলে রক্তপদ্মাদি হইতে পৃথক্ করা হয় অর্থাৎ 'নীলপদ্ম' বলিলে নীলবর্ণবিশিষ্ট পদ্মকেই বুঝায়, রক্ত বা শ্বেত পদ্মকে বুঝায় না, সেইরূপ। আর যাহাকে 'খ' অর্থাৎ আকাশ বলিয়াছি, তাহাকেই 'ক' অর্থাৎ সুখ-স্বরূপ বলিয়া জানিবে। এইরূপে সুখার্থক 'ক' শব্দ দ্বারা বিশেষিত আকাশার্থক 'খ' শব্দটিও ভৌতিক অচেতন আকাশ হইতে নিবৃত্ত অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইতেছে, যেমন পূর্বে নীলোৎপলের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে এ স্থানেও তাহাই দৃষ্টান্ত। অতএব এই যে আকাশস্থ সুখ, ইহা বিষয়োপভোগ জ্ঞাত লৌকিক সুখ নহে, আবার এই যে সুখাশ্রয় আকাশ, ইহাও অপর ভৌতিক অচেতন আকাশ নহে। তাৎপৰ্য্য এই যে—উৎপল অর্থাৎ পদ্ম গুল্ল রক্ত নীল ইত্যাদি বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট আছে, আর বর্ণও নীলাদি অনেক প্রকার। 'নীল' উৎপল বলিলে যেমন 'নীল' শব্দ দ্বারা গুল্লাদি বর্ণকে পৃথক্ করা হয়, আর 'উৎপল' শব্দ দ্বারা ঘট-পটাদি পদার্থকে পৃথক্ করা হয়, তদ্রূপ 'ক' শব্দবিশেষিত 'খ' শব্দ দ্বারা ভূতাকাশের ও 'খ' শব্দবিশেষিত 'ক' শব্দ দ্বারা লৌকিক সুখের নিষেধ হওয়ায় 'বদেব কং তদেব খং' আর 'বদেব খং তদেব কং' এই বিশেষণ দুইটির প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে। এ স্থানে প্রশ্ন করিতেছেন, আচ্ছা, আকাশকেই যদি সুখের দ্বারা বিশেষিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে একটিমাত্রই বিশেষণ হউক, অর্থাৎ যাহা 'ক', তাহাই 'খ' এইমাত্রই হউক, অগ্নিটি অর্থাৎ যাহাই 'খ', তাহাই 'ক' এই অংশটি-ত একে-বারেই নিরর্থক অর্থাৎ নিস্প্রয়োজন। অথবা যাহাই 'খ' তাহাই 'ক' এইরূপই পূর্ববিশেষণবিশিষ্টই হউক, অগ্নিটি অর্থাৎ যাহাই 'ক' তাহাই 'খ' এইরূপ পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব কল্পনার কি প্রয়োজন? এ স্থানে আরও প্রশ্ন হইতে পারে—সুখ ও আকাশ এই দুইটি শব্দকেই লৌকিক সুখ ও ভৌতিক আকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্ধারণ করাই আমাদের অভিমত, ইহা-ত পূর্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং কেবল একটিরই উল্লেখে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি বল, সুখার্থক 'ক' শব্দ দ্বারা আকাশার্থক 'খ' শব্দটি বিশেষিত হওয়ায় উভয়েরই ব্যাখ্যিত আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে, তবে আবার এরূপভাবে দুইবার করিয়া উল্লেখ



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩২৯

দ্রঃ ৭৩:]

কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, সিদ্ধ হইতে পারে সত্য, কিন্তু সুখ এই  
 বিশেষ দ্বারা বিশেষিত আকাশেরই ধোয়ত্ব বিহিত হওয়ায় আকাশেরই বিশেষণ-  
 রূপ সুখের ধোয়ত্ব বিহিত হয় নাই, কারণ, বিশেষ্যাপদকে নিয়মিত করিয়াই  
 বিশেষণপদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিশেষ্যাপদের অর্থকে সহজগম্য করিয়াই বিশেষণ-  
 রূপ স্বার্থা হইতে অপসৃত হয়। অতএব ধোয়ত্ব জ্ঞান উৎপাদনের নিমিত্তই ‘খ’  
 শব্দ দ্বারা সুখকে বিশেষিত করা হইয়াছে। যদি বল, কিসে তুমি এরূপ নিশ্চয়  
 করিতে পারিলে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘কং ব্রহ্ম’ এ স্থানে ‘কং’ এই শব্দের  
 দ্বিত ব্রহ্মশব্দের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদি সুখগুণবিশিষ্ট ‘খ’ অর্থাৎ আকাশ ধোয়  
 এরূপ বলা অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে অগ্নিত্রয় প্রথমেরই ‘কং খং ব্রহ্ম’ অর্থাৎ  
 ‘ক’ বিশিষ্ট ‘খ’ই ব্রহ্ম এইরূপই বলিতেন, কিন্তু তাঁহারা এরূপ বলেন নাই। তবে  
 কি বলিয়াছেন? ‘ক’ই ব্রহ্ম ‘খ’ই ব্রহ্ম এইরূপই তাঁহারা বলিয়াছেন। অতএব  
 ব্রহ্মচারীর মোহ অপনয়নের নিমিত্ত ‘যং বাব কং’ ইত্যাদিরূপে ‘ক’ ও ‘খ’ শব্দকে  
 তে পরস্পরের বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই  
 হইয়াছে। অগ্নিত্রয়কর্তৃক কথিত সেই এই বাক্যের অর্থ বাহাতে আমরা অনায়াসে  
 বুঝিতে পারি, সে জন্ত স্মৃতিও সেই ব্রহ্মচারীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, প্রাণ  
 ও তাহার আকাশ অর্থাৎ প্রাণসম্বন্ধী হৃদয়াকাশ, আকাশের সুখগুণবত্তা নির্দেশ  
 দ্বারা প্রাণসম্বন্ধী আশ্রয় বলিয়া আকাশ শব্দে হৃদয়াকাশই বুঝাইতেছে, কারণ,  
 হৃদয়াকাশ ব্যতীত ভূতাকাশে কখন সুখসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেই সুখগুণ-  
 বিশিষ্ট আকাশ অর্থাৎ হৃদয়াকাশ ও তাহাতে অবস্থিত সুখগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম ও প্রাণ-  
 ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই প্রাণ ব্রহ্মস্বরূপ; অগ্নিত্রয় প্রাণ ও আকাশ এই দুই-  
 টির একত্র করিয়া ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভাবার্থ এই যে—তিন প্রকার  
 অগ্নি ব্রহ্মচারী উপকোসলকে বলিতে লাগিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম, “ক” অর্থাৎ সুখ ব্রহ্ম,  
 “খ” অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্ম। ব্রহ্মচারী বলিলেন, আপনারা যে বলিলেন, প্রাণ, ক, খ,  
 ইত্যাদি প্রার্থিত বস্তু সমুদায়ই ব্রহ্ম, তাহা আমি অবগত হইলাম। প্রাণের বিজ্ঞ-  
 য়নই লোক জীবিত থাকে এবং সেই প্রাণের অপগমে কেহ জীবিত থাকে না,  
 সেই বায়ুবিশেষরূপ প্রাণই লোকে প্রার্থিত বস্তু, ইহা জানিয়াই প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া  
 বলিতেছি। ক, খ-কে অবগত নই, বাস্তবিক প্রাণকেই ব্রহ্মস্বরূপ বোধ করি।  
 যি বল, ক ও খ এই শব্দ দুইটির মধ্যে ক-শব্দ সুখার্থক এবং খ-শব্দ আকাশ-  
 বোধক, এইরূপে ক, খ-শব্দের অর্থ প্রার্থিত আছে, সুতরাং কিরূপে ব্রহ্মচারীর উক্ত  
 ব্রহ্ম অর্থ অবিন্দিত হইতে পারে? এই প্রকার সন্দেহে ইহাই বক্তব্য যে,  
 ব্রহ্মস্বরূপ সুখ কণ্ঠধ্বনৌ, আর খ-শব্দবাচ্য আকাশ অচেতন; সুতরাং



তাহাদিগের ব্রহ্মত্ব অসম্ভব । বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী দেখিলেন, অগ্নিগণের কথাই বা  
কিরূপে অপ্রমাণ হইতে পারে, এই জন্তই ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, আমি ক, খ-কে  
জানি না । ব্রহ্মচারী এই কথা বলিলে অগ্নি-সকল ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন,  
আমরা যাহাকে ক বলি, তাহাই খ অর্থাৎ আকাশ । যেমন “নীল উৎপল” বলিলে  
নীল এই বিশেষণ শব্দ দ্বারা উৎপলকে রক্তাদি হইতে পৃথকরূপে বুঝা যায়, তদ্রূপ  
ক খ এই শব্দ দুইটি পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ-স্বরূপ ; বিশেষণস্বরূপ খ-শব্দ দ্বারা  
ক-ব্রহ্মকে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ জন্ত সুখাদি হইতে নিবর্তিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।  
আর যাহাকে খ অর্থাৎ আকাশ বলি, তাহাই ক অর্থাৎ সুখ বলিয়া জান । এই  
প্রকারে সুখ দ্বারা বিশেষ্যমাণ খ-কে ভৌতিক অচেতন গগন হইতে নিবর্তিত জান  
করিবে, অর্থাৎ লৌকিক গগনই সুখের আশ্রয়, ভৌতিক গগন সুখের স্থান নহে।  
অতএব সুখ দ্বারা বিশেষিত যে আকাশ, তাহারই চিন্তা করা কর্তব্য, কিং  
আকাশগুণস্বরূপ সুখের চিন্তা কর্তব্য নহে । এই প্রকারে অগ্নিসকল ব্রহ্মচারীকে  
প্রকারান্তরে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছিলেন । ব্রহ্মচারীর মোহবিদূরণার্থ ক খ শব্দ  
পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব নিরূপণ করিয়াছেন । এই প্রকার অগ্নিদিগের উক্ত  
বাক্যার্থ আমাদিগের বোধার্থ শ্রুতিও বলিতেছেন । যখন অগ্নিরা প্রাণই ব্রহ্ম, এই  
প্রকারে ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দিলেন, তখন গুণের নির্দেশ-নিবন্ধন সুখগুণবিধি  
আকাশ ব্রহ্ম, ব্রহ্মসম্পর্ক-হেতু তৎস্ব প্রাণ ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রাণ ও আকাশ এই ব্রহ্মতে  
সমুচ্চিত হয় ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যাহুবাদ সমাপ্ত ।



## চতুর্থপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনং গার্হপত্যোহনুশশাস, পৃথিব্যাগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি, য  
এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মি, স এবাহমস্মীতি ॥১॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি সেই উপকোসলকে পুনরায় উপদেশ  
দিয়াছিলেন—পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য। এই যে আদিত্যমণ্ডলে পুরুষ দৃষ্ট  
হইতেছেন, আমিই তাহা ও তাহাই আমি ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতাস্যম্।**—সম্ভাষায় যো ব্রহ্মচারিণে ব্রহ্ম উক্তবন্তঃ। অথানন্তরং  
প্রত্যেক ব্রহ্মবিষয় বিদ্যাং বক্তুমায়েভিরে। তত্রাদাবেনং ব্রহ্মচারিণং গার্হপত্যো-  
হনুশশাস, পৃথিব্যাগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি, মমৈতাস্ততশ্চতস্রস্তনবঃ। তত্র য আদিত্যে এষ  
পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মি গার্হপত্যোহগ্নিঃ, যচ্চ গার্হপত্যোহগ্নিঃ স এবাহমাদিত্যে পুরুষো-  
হস্মীতি পুনঃ পরাবৃত্ত্যা স এবাহমস্মীতি বচনম্। পৃথিব্যন্নয়োরিব ভোজ্যত্বলক্ষণয়োঃ সম্বন্ধো  
ন গার্হপত্যাদিত্যয়োঃ অত্ব-পত্ব-প্রকাশনধর্ম্যাবিশিষ্টাঃ, ইত্যত একত্বমেবানয়ো-  
বক্তব্যং, পৃথিব্যন্নয়োরিব ভোজ্যত্বেনাত্যাং সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অগ্নিত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া অর্থাৎ  
একত্বই ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর তাহার প্রত্যেকে  
পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ বিষয়ে বিদ্যার উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।  
ঐহিকজগতের মধ্যে গার্হপত্য নামক অগ্নি প্রথমেই এই ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দান  
করিয়াছিলেন, পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য এই চারিটিই আমার শরীর, তাহার  
মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই আমি অর্থাৎ গার্হপত্যনামক  
হই। আর আমি যে গার্হপত্য নামক অগ্নি, সেই আমিও আদিত্যমণ্ডলে দৃষ্ট এই  
পুরুষ। উভয়ের যে কোন ভেদ নাই, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ‘স এবাহমস্মি’ এই  
বাক্যটির পুনরুক্তি করা হইয়াছে। পৃথিবী ও অন্ন উভয়েরই যেরূপ জীবের ভোগ্যত্ব-  
সম্বন্ধ বিদ্যমান অর্থাৎ উভয়েই ভোগ্য বলিয়া যেমন সমান-সম্বন্ধবিশিষ্ট, গার্হপত্য  
ও আদিত্যে সেরূপ ভোগ্যত্বরূপ সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্নের দ্বারা অগ্নি  
ভোগ্যত্ব জীবের ভোগ্য নহে, কিন্তু ভোক্তৃত্ব পত্বত্ব ও প্রকাশনরূপ ধর্ম উভয়েরই  
সম্পূর্ণ অর্থাৎ সমান অর্থাৎ অগ্নি ও আদিত্য উভয়েই ভোগকর্তা, পাককর্তা ও  
জ্বলিত। পৃথিবী ও অন্ন ভোজ্য অর্থাৎ ভোগোপকরণ বলিয়া তাহাদের সহিত  
অগ্নি ও আদিত্যের সম্বন্ধ জানিবে ॥ ১ ॥



স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে, অপহতে পাপকৃত্যাং, লোকীভবতি, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোৎস্বীবতি, নাস্ত্রাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ং তং ভূঞ্জামোহস্মিৎশ্চ লোকেহমুস্মিৎশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তোঃ।

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য একাদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—যে কোন ব্যক্তি ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপকাৰ্য্যকে বিনষ্ট করে অর্থাৎ তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি লোকী হয় অর্থাৎ অগ্নিলোকে গমন করিয়া সেই লোকে বাস করে। সম্পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করে, অতি উজ্জ্বলভাবে অর্থাৎ যশস্বী হইয়া জীবিত থাকে। ইহার অধস্তন পুরুষসমূহ অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আমরা অর্থাৎ অগ্নিসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে সেই উপাসককে উপভোগ করি অর্থাৎ রক্ষা করি। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, তাহার উক্তরূপ ফললাভ হয়।

চতুর্থপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—স যঃ কশ্চিদেবং যথোক্তং গার্হপত্যমগ্নিমন্নাদদ্যেন চতুর্থা প্রবিভক্তমুপাস্তে, সোহপহতে বিনাশয়তি পাপকৃত্যাং পাপং কৰ্ম্ম । লোকী লোকবাসঃ অন্নদীয়েন লোকেনাগ্নেয়েন তদ্বান্ ভবতি, যথা বয়ম্ । ইহ চ লোকে সর্বং বর্ষশতমায়ুরেতি প্রাপ্নোতি । জ্যোৎস্বলং জীবতি, নাপ্রখ্যাত ইত্যেতৎ । ন চাস্ত্রাবরশ্চ তে পুরুষাশ্চাং বিহ্বাঃ সম্ভতিজা ইত্যর্থঃ, ন ক্ষীয়ন্তে সম্ভতুচ্ছেদো ন ভবতীত্যর্থঃ । কিঞ্চ, তৎ কস্মিন্ ভূঞ্জামঃ পালয়ামোহস্মিৎশ্চ পর লোকে জীবন্তমুস্মিৎশ্চ লোকে । য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে যথোক্তং, তস্মৈতৎ ফলমিত্যর্থঃ । ২ ।

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ । ১১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপভাবে গার্হপত্য অগ্নিকে অন্ন ও অন্নাদরূপে চারিভাগে বিভক্ত জানিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপকৰ্ম্মকে বিনষ্ট করে। লোকী অর্থাৎ আমাদের শ্রায় অগ্নিলোকে বাস করিয়া সেই লোকের অধিবাসী হয়। এই জগতে সম্পূর্ণ শতবৎসর আয়ুলাভ করে ও উজ্জ্বলভাবে অর্থাৎ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া জীবিত থাকে। এই জ্ঞানী উপাসকের সন্তানগণ কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তাহার বংশ লোপ হয় না। আরও দেখ, সেই উপাসকের জীবিতাবস্থায় ইহলোকে ও পরলোকেও আমরা তাহাকে উপভোগ অর্থাৎ পালন করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, তাহার উক্তরূপ ফললাভ হয় ॥ ২ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনমবাহার্যাপচনোহনুশশাস, আপো দিশো নক্ষত্রানি  
জ্ঞেয়া ইতি। য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মি, স  
এবাহমস্মীতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর অবাহার্য পচন নামক অগ্নি অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি উপ-  
কোসলকে উপদেশ দিয়াছিলেন—জলসমূহ, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র, এই চারিটি  
আমার শরীরবিশেষ। চন্দ্রলোকে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই আমি এবং  
আমিই তাহা অর্থাৎ আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই, উভয়েই এক ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—অথ হৈনমবাহার্যাপচনোহনুশশাস দক্ষিণাগ্নিঃ,—আপো  
দিশা নক্ষত্রানি চন্দ্রম। ইত্যেতা মম চতুস্তন্তনবঃ, চতুর্দ্বা অহমবাহার্যাপচনে আত্মনাং প্রবি-  
নোবিস্কৃতঃ। তত্র য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মি, স এবাহমস্মীতি পূর্ববৎ।  
অনবচ্ছ্যতিষ্ঠ, সাম্যাত্মা অহমবাহার্যাপচন-চন্দ্রমসোরেকং দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধাক। অপাং  
নক্ষত্রাণাং পূর্ববদনর্থে নৈব সম্বন্ধঃ, নক্ষত্রাণাং চন্দ্রমসো ভোগ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ; অপামনো-  
দগদগান্নব দক্ষিণাগ্নেঃ, পৃথিবীবদগাইপত্যন্ত। সমানমন্তঃ ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্ত দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—গাইপত্য অগ্নি উপদেশ দিলে তাহার পর  
অবাহার্য-পচন নামক অগ্নি অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি ব্রহ্মচারী উপকোসলকে উপদেশ দান  
করিয়াছিলেন। জলসমূহ, দশ দিক্‌, নক্ষত্রমণ্ডলী ও চন্দ্র এই চারিটি আমার তত্ত্ব  
বিশেষ। আমি নিজেকে এই চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়া অবাহার্য পচন-  
রূপে ব্যবহৃত করিতেছি। তাহার মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন,  
সেই আমিই এবং তাহাই হইতেছি আমিই। ইহার ভাবার্থ পূর্ব-খণ্ডোক্ত শ্রুতির  
অনুসারে। অন্নপাকরূপ সম্বন্ধ, জ্যোতির্ময়ত্ব ও দক্ষিণদিকের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ অব-  
হার্য-পচন অগ্নি ও চন্দ্রমণ্ডল উভয়েই অভিন্ন। (তাৎপর্য এই যে—অবাহার্যপচন নামক  
অগ্নি অন্নপাকার্থেই ব্যবহৃত হয়, আর চন্দ্রও তাহার অমৃতস্রাবী কিরণসমূহ দ্বারা  
অন্নপাক করা হইয়াছে ও এই কার্যগত সাদৃশ্যবশতঃ উভয়কেই এক বলা হইয়াছে)  
এই ভাবে জলসমূহ ও নক্ষত্রসমূহের অন্নত্ব হিসাবেই সম্বন্ধ, কারণ, নক্ষত্রসমূহ



যে চন্দের ভোগা, ইহা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ এবং সকলেই ইহা জানে। পৃথিবী বেষণ  
গার্হপত্য অগ্নির অন্ত, সেইরূপ জলসমূহ দক্ষিণাগ্নির অন্তঃস্থরূপ, কারণ, জলসমূহই  
অগ্নির উৎপাদক। অত্যাশ্চর্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের শ্রায় ॥ ১ ॥

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে, অপহতে পাপকৃত্যাং, লোকী  
ভবতি, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষায়ন্তে,  
উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিৎশচ লোকেহমুস্মিৎশচ, য এতমেবং  
বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই দক্ষিণাগ্নিকে এইরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া  
উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত পাপকর্ম্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন। তিনি লোকী  
হন অর্থাৎ উপাসনাপ্রভাবে অগ্নিলোকে গমন করিয়া অগ্নিসমূহের সহিত একত্র  
বাস করিতে সমর্থ হ'ন। পূর্ণ শতবৎসর আয়ুর্লাভ করেন ও অতিদীর্ঘায়ু ইহা  
লোকসমাজে খ্যাতি লাভ করেন। ইহার পরবর্ত্তী বংশীয় অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদি  
কেহ কখন বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে এবং পরলোকেও আমরা এই উপাসকের  
উপভোগ অর্থাৎ রক্ষা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই দক্ষিণাগ্নিকে উক্তরূপ গুণ-  
বিশিষ্ট জানিয়া উপাসনা করেন, তাহার এই সমস্ত ফল লাভ হয় ॥ ২ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বের শ্রায় বলিয়া ইহার কোন ভাষ্য  
নাই, কাষেই ভাষ্যানুবাদও নাই ॥ ২ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## চতুর্থপ্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

অথ হৈনমাহবনীয়োহনুশাস, প্রাণ আকাশো জ্যো-  
তির্বিদ্যুদিতি, য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মি, স  
এবাহমস্মীতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর আহবনীয় অগ্নি উপকোসলকে উপদেশ দিয়াছিলেন,  
প্রাণ, আকাশ, দ্যলোক ও বিদ্যুৎ এই চারিটি আমার অবয়ব। বিদ্যুতে এই যে  
পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা আমি এবং আমিই তাহা ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ হৈনমাহবনীয়োহনুশাস, প্রাণ আকাশো জ্যোতির্বিদ্যুৎ  
ইতি যোগ্যতাস্ততঃপ্রস্তুতবঃ। য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মীত্যাদি পূর্ববৎ  
যমাজঃ। দিবাকাশয়োঃ স্বাশ্রয়ত্বাৎবিদ্যুদাহবনীয়য়োর্ভোগ্যত্বেনৈব সম্বন্ধঃ। সমানমন্তঃ ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৩ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—অবহার্য্যাপচন অগ্নির উপদেশ প্রদান।  
নর আহবনীয় অগ্নি অর্থাৎ যে অগ্নিতে হোম করা যায়—সেই অগ্নি উপকোসলকে  
ঐরাপ উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রাণ, আকাশ, দ্যলোক ও বিদ্যুৎ এই চারিটি  
করার বৃত্তিবিশেষ। বিদ্যুতের মধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই আমি  
ইআদি অর্থ পূর্বের ত্রায়। দ্যলোক ও আকাশ বিদ্যুৎ ও আহবনীয় অগ্নির  
আশ্রয়স্থল, এ অস্ত্র ভোগ্যত্বহেতুকই উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ। অত্যাশ্রয় অংশের  
ব্যাপ্য পূর্বেরই তুল্য ॥ ১ ॥

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে, অপহতে পাপকৃত্যাং, লোকী  
কতি, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, নাস্ত্রাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে,  
উপবসং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশচ লোকেহমুস্মিংশচ, য এতমেবং  
বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি এই আহবনীয় অগ্নিকে উক্তরূপে অবগত  
হইয়া উপাসনা করে, সে সমস্ত পাপকর্ম্মকে বিনষ্ট করে অর্থাৎ তাহার সমস্ত  
পাপ নষ্ট হয়। অগ্নিলোক লাভ করে। সম্পূর্ণ আয়ু অর্থাৎ শত বৎসর আয়ু



নাভ করে। লোকসমাজে বিখ্যাত ও যশস্বী হয়। ইহার অধস্তনবংশীর কে  
অকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই আমরা সেই  
উপাসককে রক্ষা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এইরূপ গুণসম্পন্ন  
জানিয়া উপাসনা করে, তাহার এই সমস্ত ফল লাভ হয় ॥ ২ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইহার ভাষাও পূর্বানুরূপ বলিয়া আর  
পৃথক্ ভাষা বা ভাষ্যানুবাদ নাই ॥ ২ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## চতুর্থপ্রপাঠকে চতুর্দশঃ খণ্ডঃ

তে হোচুঃ, উপকোসলৈষা সোম্য ! তেহস্মদ্বিত্বাহস্মবিত্তা  
আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তেতি । আজগাম হাস্তাচার্য্যঃ,  
তম্ভাচার্য্যোহভ্যবাদোপকোসল ! ৩ ইতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সেই অগ্নিত্রয় বলিয়াছিলেন, হে সোম্য উপকোসল !  
তোমাকে বাহা বলা হইল, তাহা আমাদিগের বিত্তা অর্থাৎ অগ্নিবিত্তা ও আত্ম-  
বিত্তাও বটে। তোমার আচার্য্য তোমাকে গতি অর্থাৎ বিত্তার ফলপ্রাপ্তির উপায়  
বিস্তার দিবেন। পরে আচার্য্য প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ও উপকোসলকে বলিয়া-  
ছিলেন, হে উপকোসল ! ৩ ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—তে পুনঃ সম্ভ্রয়োচুর্হ, উপকোসল ! ৩ এষা সোম্য ! তে  
স দ্বয়বিত্তা অগ্নিবিত্তার্থঃ, আত্মবিত্তা পূর্ব্বোক্তা “প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম” ইতি চ ।  
ভাষ্যে তে গতিং বক্তা বিত্তাফলপ্রাপ্তয়ে, ইতি উক্ত্যু। উপরেমুন্নয়ঃ । আজগাম হাস্তাচার্য্যঃ  
যস্মৈ । তৎ শিষ্যমাচার্য্যোহভ্যবাদ—উপকোসল ! ৩ ইতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই অগ্নিত্রয় একসঙ্গেই পুনরায় বলিয়া-  
ছিলেন—হে প্রিয়দর্শন উপকোসল ! তোমাকে যে বিত্তার উপদেশ দেওয়া হইল,  
সেই আমাদিগের বিত্তা অর্থাৎ অগ্নিবিত্তা এবং আত্মবিত্তা অর্থাৎ পূর্ব্বের যে “প্রাণই  
ব্রহ্ম, খই ব্রহ্ম, ইত্যাদি বলা হইয়াছে, সেই আত্মবিত্তাও বটে। কিন্তু  
ভাষ্যেই বিত্তার ফলপ্রাপ্তির গতি অর্থাৎ ফললাভের উপায় তোমাকে বলিয়া  
ছিলেন, এই কথা বলিয়া অগ্নিত্রয় উপরত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিয়া-  
ছিলেন। অনন্তর বথাসময়ে উপকোসলের আচার্য্য প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যা-  
গমন করিয়াছিলেন এবং শিষ্য উপকোসলকে ‘উপকোসল !’ ৩ এই বলিয়া  
উক্তকথার আদান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**ভগবৎ।** ইতি হ প্রতিশ্রুতাব । ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য ! তে  
ইতি ভাষ্যে, কো নু হ্যাহনুশশাসেতি ? কো নু মাহনুশিষ্যাত্তোঃ !  
ইতি ভাষ্যেব নিহুতে, ইমে নুনমীদৃশা অন্যাৎদৃশা ইতি হাগ্নীনভ্যুদে,  
কিঞ্চ নু সোম্য ! কিঞ্চ তেহবোচন্ ? ইতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—উপকোসল ‘ভগবন্ !’ এই বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন ।



আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সোম্য ! ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মুখের দীপ্তি যেমন হয়, তোমার মুখ সেইরূপই দীপ্তি পাইতেছে, অতএব কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে ? উপকোসল বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্ ! কে আমাকে উপদেশ দিবে ? এই কথা বলিয়া যেন কিছু গোপন করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাৎপর্য্য এই যে—কথ্য না বলিয়া অঙ্গুলীনির্দেশে অগ্নিত্রয়কে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই এই অগ্নিত্রয় আমাকে কিছু উপদেশ দিয়াছেন, কারণ, ইহার পূর্বে অগ্নিরূপ ছিলেন, কিন্তু এখন যেন ভয়বশতঃ ইহাদিগকে অগ্নিরূপ অর্থাৎ মলিন দেখাইতেছে । আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে সোম্য ! এই অগ্নিত্রয় তোমাকে কি উপদেশ দিয়াছেন ? ১২।

**শাকরভাষ্যম্।**—ভগবঃ ! ইতি হ প্রতিশ্রুত্বাব । ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য ! তে মুখং প্রসন্নং ভাতি, কো হু স্বা অমুশশাস ? ইত্যুক্তঃ প্রত্যাহ, কো হু মা অমুশিষ্যাদমুশাসন কুর্য্যাৎ ? তো ভগবন্ ! স্বয়ি প্রোথিতে, ইতীহ অপ ইব নিহুতেহপনিহুতে ইকৈতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ; ন চ অপনিহুতে ন চ যথাবদগ্নিভিক্রুদ্ধং ব্রবীতীত্যভিপ্রায়ঃ । কথং ! ইমে অগ্নয়ো ময়া পরিচরিতা উক্তবস্তো নুনং, যতস্তাং দৃষ্ট্। বেগমানা ইবেদৃশা দৃষ্টব, পূর্বমদৃশাঃ সন্তঃ, ইতীহ অগ্নীনভ্যদেহভ্যক্তবান্ কাক্কা অগ্নীন দর্শয়ন্ । কিং হু সোম্য ! কিং তে তুভ্যমবোচন্নগ্নয়ঃ ইতি পৃষ্টঃ ইত্যেবম্— ১২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—‘ভগবন্ !’ এইরূপ বলিয়া উপকোসল প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন । ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের মুখ যেমন প্রসন্নভাবে দীপ্তি পায়, হে সোম্য ! তোমার মুখও সেইরূপই প্রসন্ন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, অতএব কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে ? গুরু কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া উপকোসল বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্ ! আপনি প্রবাসে গমন করার পর কে আমাকে উপদেশ দান করিবে ? এইরূপ বলিয়া তিনি এ বিষয়টি যেন গোপন করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন । বাস্তবিক পক্ষে তিনি কিছু গোপন করেন নাই, তবে অগ্নিত্রয় তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বিষয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই । ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় । কি ভাবে বলিয়াছিলেন ? তাহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—এই অগ্নিত্রয় আমার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়াই বলিয়া ছিলেন ; যে হেতু, ইহাদিগের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, ইহার যেন আপনাকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইতেছেন ; পূর্বে কিন্তু এরূপ ছিলেন না, অগ্নিরূপ অর্থাৎ বেশ প্রসন্নভাবেই ছিলেন, এইরূপে কাকু অর্থাৎ বিকৃতভাবে অগ্নিত্রয়কে দেখাইয়া পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন । আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে সোম্য ! অগ্নিত্রয় তোমাকে কোন্ বিষয়ে বলিয়াছেন ? উপকোসল গুরুকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া— ১২ ॥



চতুর্থঃ খণ্ডঃ]

ইদমিতি হ প্রতিজ্ঞে । লোকান্ বাব কিল সোম্য !  
 তেহবোচন্, অহন্ত তে তদ্বক্ষ্যামি, যথা পুঙ্করপলাশে আপো  
 ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি । ত্রবীতু  
 মে ভগবানিতি । তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য চতুর্দশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—উপকোসল অগ্নিত্রয়-প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশের উল্লেখ  
 করিয়া 'ইদম্' অর্থাৎ 'এই মাত্র' তাঁহারা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া  
 প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । আচার্য্য বলিয়াছিলেন—হে সোম্য ! তাঁহারা তোমাকে  
 নিশ্চয়ই লোক অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি লোক বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আমি  
 কিন্তু তোমাকে সেই ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব । পদ্মপত্রে যেমন জল সংশ্লিষ্ট হয়  
 না অর্থাৎ পদ্মপত্রের গায়ে যেমন লাগিয়া থাকে না, সেইরূপ এই ব্রহ্মবিষয়ে  
 বিভিন্ন ব্যক্তিতে পাপকৰ্ম্ম কখন সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি  
 কখন পাপকৰ্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত হন না অর্থাৎ তিনি পাপকার্য্য করিতেই পারেন  
 না । উপকোসল বলিয়াছিলেন—ভগবান্ আপনি আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ  
 দি । আচার্য্য তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—ইদমুক্তবস্তুঃ, ইত্যেবং হ প্রতিজ্ঞে প্রতিজ্ঞাতবান্  
 ইদমিতি কিঞ্চিৎ, ন সৰ্ব্বং যথোক্তমগ্নিভিক্তমবোচৎ । অত আহ আচার্য্যঃ,—লোকান্  
 বা পৃথিব্যানীন্ হে সোম্য ! কিল তেহবোচন্, ন ব্রহ্ম সাকল্যেন । অহন্ত তে তুভ্যং  
 ব্রহ্ম—বদিস্বিৎ ঞ্চ শ্রোতুং বক্ষ্যামি, শৃণু তন্ত ময়োচ্যমানস্ত ব্রহ্মণো জ্ঞানমাহাশ্রয়ং, যথা  
 পদ্মপলাশে পদ্মপত্রে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবং যথা বক্ষ্যামি ব্রহ্ম এবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন  
 শ্লিষ্যতে ন সন্ধ্যতে ইতি । এবমুক্তবত্যাচার্য্যে আহোপকোসলঃ,—ত্রবীতু মে ভগবানিতি ।  
 তস্মৈ হোবাচ আচার্য্যঃ । ৩ ।

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে চতুর্দশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অগ্নিত্রয় এইমাত্র বলিয়াছেন, এই বলিয়া  
 প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন অর্থাৎ অগ্নিত্রয় বাহা বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে উপকোসল  
 নিশ্চয় বলেন নাই, তাঁহাদের উপদেশের প্রতীক অর্থাৎ কিয়দংশমাত্রের উল্লেখ  
 করিয়াছিলেন, যথাবধভাবে সবটাই প্রকাশ করেন নাই । অগ্নিত্রয় সম্পূর্ণ উপদেশ  
 দেন নাই অতঃপর হইয়া আচার্য্য বলিয়াছিলেন—হে সোম্য ! তাঁহারা নিশ্চয়ই



তোমাকে পৃথিবী প্রভৃতি লোকবিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মবিষয়ে দেন নাই। তুমি যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমি তোমাকে সেই ব্রহ্মবিষয়েই উপদেশ দিব। সেই ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর, পদ্মপত্রে জল যেমন সম্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ আমি যে ভাবে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিব, সেই ভাবে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিতে পাপ কখন সংশ্লিষ্ট বা সম্বন্ধ হয় না অর্থাৎ পাপ তাহাকে কখন আক্রমণ করিতে পারে না। আচার্য্য এইরূপ বলিলে উপকোস বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন। আচার্য্য তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদ-  
মৃতম্, অভয়ম্, এতদব্রহ্মেতি । তদযতপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং  
বা সিঞ্চতি, বহ্নীনী এব গচ্ছতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা, ইনিই  
মৃত, ইনিই অভয় ও ইনিই ব্রহ্ম, আচার্য্য এইরূপ বলিয়াছিলেন। এই জন্তই  
যদি কেহ এই চক্ষুতে জল কিংবা স্রুত নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ জল বা স্রুত  
বর্ষা অর্থাৎ পল্ল বা নেত্রলোমে গমন করে অর্থাৎ চক্ষুর মধ্যে যাইতে পারে না, চক্ষুর  
রোমে (তৌয়ার) আটকাইয়া যায় ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মবাদ।**—য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে নিবৃত্তচক্ষুর্ভিব্রহ্মচর্য্যাদি-  
সাধনসম্পন্নঃ শাস্ত্রৈবিকিঞ্চিভিঃ, “দৃষ্টেদ্রষ্টা চক্ষুষশ্চক্ষুঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাং । নবশ্লি-  
লিকু বিতথঃ, যতঃ “আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তা” ইতি গতিমাত্রস্ত বক্তব্যবোচন, ভবিষ্য-  
দ্ব্যপরিজানকারীনাম্ । নৈষ দোষঃ, সুখাকাশৈস্ত্যাক্ষিণি ‘দৃশ্যতে’ ইতি দ্রষ্টু রম্ববাদাৎ ।  
এ আত্মা প্রাণিনামিতি হোবাচ এবমুক্তবান্ । এতৎ যদেবাত্মতত্ত্বমবোচাম, এতদমৃতমমরণ-  
ধর্ম্মিণি, অত এবাভয়ং, যন্ত হি বিনাশাশঙ্কা, তন্ত ভয়োপপত্তিঃ, তদভাবাদভয়ম্, অত  
এ এবমব্রহ্ম ব্রহ্মনস্তমিতি । কিঞ্চ, অস্ত ব্রহ্মণোহক্ষিপুরুষস্ত মাহাত্ম্যং, তত্তত্র পুরুষস্ত  
হ্যনোহক্ষিণি যতপি অস্মিন্ সর্পির্বা উদকং বা সিঞ্চতি, বহ্নীনী এব গচ্ছতি পক্ষ্মাবেব  
গচ্ছত, ন চক্ষুবা সমধ্যতে, পক্ষ্মপত্রেণেবোদকম্ । স্থানশ্রাপ্যেতন্মাহাত্ম্যং, কিং পুনঃ  
হানিনোহক্ষিপুরুষস্ত নিরঞ্জনত্বং বক্তব্যম্ ? ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—আচার্য্য বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধন-  
নিষ্ঠ, শাস্ত্রপ্রকৃতি এবং নিবৃত্তচক্ষুর অর্থাৎ যাহাদের দৃষ্টি বাহ্যিক বিষয়ে অনাসক্ত  
যতএব অন্তঃচক্ষুঃসম্পন্ন বিবেকিব্যক্তিগণ চক্ষুর্মধ্যে এই যে পুরুষকে দর্শন করেন,  
এই “চক্ষুঃ চক্ষুঃ” ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর হইতে যাহাকে “দৃষ্ট্রিও দ্রষ্টা” বলিয়া জানা  
যায়, ইনিই প্রাণিসমূহের আত্মা, আচার্য্য এইরূপ বলিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন, এই  
প্রাণীকে আত্মতত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিলাম, ইহাই অমৃত অর্থাৎ অমরণধর্ম্মিণি অর্থাৎ  
অনিশি, ইহার কখন মৃত্যু বা বিনাশ নাই, এই জন্তই ইহা অভয়, যাহার বিনাশ  
ইহার আশঙ্কা আছে, তাহারই ভয় হওয়ার সম্ভাবনা, যাহার সে ভয় নাই, তাহাই  
যে ব্রহ্ম তদমৃত, এবং এই জন্তই ইহা ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম বা অনন্ত । এ স্থানে প্রশ্ন



হইতে পারে, অগ্নিত্রয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা, কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আচার্য্যই তোমাকে গতি বিষয়ে উপদেশ দিবেন' এই কথা দ্বারা তাঁহারা আচার্য্যকে গতিমাত্রেরই অর্থাৎ গন্তব্যপথেরই বক্তা বা উপদেষ্টা এইরূপ বলিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বিষয়েও অজ্ঞতা প্রতিপন্ন হইতেছে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, কারণ, অগ্নিত্রয় যে সুখাকাশ অর্থাৎ সুখস্বরূপ আকাশের উপদেশ দিয়াছেন, এ স্থানে 'অক্ষিমধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন' এই উক্তি দ্বারা কেবল তাহারই দ্রষ্টার অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুক্তি করা হইয়াছে মাত্র। আরও, এই ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষিপুরুষের মাহাত্ম্য এই যে, পুরুষের অধিষ্ঠানস্বরূপ এই চক্ষুতে যদি কেহ দ্রুত বা জল সিঞ্চন করে, তাহা হইলে সেই দ্রুত অথবা জল চক্ষুর পক্ষ অর্থাৎ লোমেতেই (চোখের পাতায় যে ভৌয়া আছে, তাহাকে পক্ষ বলে) গমন করে, অর্থাৎ নেত্রলোম দ্বারাই তাহার বাধা প্রাপ্ত হয়, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব পদ্মপত্রে যেমন জল সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ঐ দ্রুত বা জল চক্ষুতে সঙ্গতবৃত্ত হয় না অর্থাৎ চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পীড়া দিতে পারে না। (কেহ কেহ পক্ষ শব্দে চক্ষুর কোণ বলিয়াছেন। কিন্তু পক্ষ শব্দে নেত্রলোম, ইহাই কোষকারদিগের অভিमत) উক্তরূপ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—অক্ষিপুরুষের অধিষ্ঠান স্থানেরই যখন এইরূপ মাহাত্ম্য, তখন স্থানী অর্থাৎ সেই স্থানের অধিষ্ঠাতা যে অক্ষিপুরুষ, তিনি যে নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্লিপ্ত, এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র ॥ ১ ॥

এতৎ সংযদ্ব্যম ইত্যচক্ষতে, এতৎ হি সর্ব্বাণি বামান্তি-  
সংযন্তি, সর্ব্বাণ্যেনং বামান্তিসংযন্তি, য এবং বেদ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—জ্ঞানিগণ এই অক্ষিপুরুষকে "সংযদ্ব্যম" এই নামে অভিহিত করেন, কারণ, সমস্ত বাম অর্থাৎ সুন্দর অর্থাৎ প্রশস্ত ও পবিত্র কৰ্ম্মসমূহ এই অক্ষিপুরুষকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করে। যে ব্যক্তি এই বিষয় জানেন, জগতের সমস্ত প্রশস্ত ও পবিত্র কৰ্ম্মসমূহ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্।—এতৎ যথোক্তং পুরুষং সংযদ্ব্যম ইত্যচক্ষতে। কস্মাৎ? যদ্বাদেতৎ সর্ব্বাণি বামানি বননীয়ানি সন্তজনীয়ানি শোভনানি অভিসংযন্তি অতি-  
সংগচ্ছন্তি, ইত্যতঃ সংযদ্ব্যমঃ। তর্থেৎসংবিদমেতৎ সর্ব্বাণি বামান্তিসংযন্তি, য এবং বেদ ॥১॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—জ্ঞানী ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত এই অক্ষিপুরুষকে "সংযদ্ব্যম" এই নামে অভিহিত করেন। কি জন্ত ঐ নামে অভিহিত করেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে হেতু, সমস্ত বাম অর্থাৎ সন্তজনীয় অর্থাৎ



দক্ষিণঃ পঙঃ ]

প্রাচীন শৌভন কর্মসমূহ এই অক্ষিপুরুষকে অভিগমন করে অর্থাৎ একান্তভাবে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে, এই জন্তই ইহাকে “সংযত্বাম” বলা হয়। যিনি ইহাকে এইরূপ ভাবে জানেন, এতদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তিকেও সমস্ত বাম অর্থাৎ শৌভন বা প্রশস্ত ও পবিত্র কর্মসমূহ আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

এষ উ এব বামনীঃ, এষ হি সর্বানি বামানি নয়তি, সর্বানি বামানি নয়তি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—এই অক্ষিপুরুষই আবার “বামনী” নামেও অভিহিত হন, কারণ, ইনিই সকলকে বাম অর্থাৎ সুন্দর বা পবিত্র কর্মে প্রাপ্ত করান অর্থাৎ প্রেরিত্ব দেন। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে জানেন, তিনিও সকলকে বাম অর্থাৎ প্রশস্ত ও পবিত্র কর্মে মতিদান করেন ॥ ৩ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—এষ উ এব বামনীঃ, যস্মাৎ এষ হি সর্বানি বামানি পুণ্য-কর্মকানি পুণ্যানুরূপং প্রাপিতো নয়তি প্রাপয়তি বহতি চাত্ত্বধর্ম্মত্বেন। বিদ্বঃ ফলং—সর্বানি বামানি নয়তি, য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই অক্ষিপুরুষই “বামনী” নামেও অভিহিত হন, যে হেতু, ইনিই সমস্ত ‘বাম’ অর্থাৎ পুণ্যকর্মের ফলসমূহ পুণ্যের অনুরূপ ভাবে প্রাপ্তিদিগকে প্রাপ্ত করান অর্থাৎ যে বৈরূপ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাকে সমুদায় ফল প্রদান করেন এবং আপনার ধর্ম্মরূপে বহনও করেন। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতার ফল বলিতেছেন—যিনি এই বিষয় জানেন, তিনিও সমস্ত বাম অর্থাৎ পুণ্যকর্মের ফল অপরকে প্রাপ্ত করান ॥ ৩ ॥

এষ উ এব ভামনীঃ, এষ হি সর্বেষু লোকেষু ভাতি, সর্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—এই অক্ষিপুরুষই “ভামনী” নামেও অভিহিত হন, কারণ, ইনিও সমস্ত লোকে দীপ্তি পাইতেছেন। যিনি এই বিষয় জানেন, তিনি স্বয়ংও সর্বলোকেই দীপ্তি লাভ করেন ॥ ৪ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—এষ উ এব ভামনীঃ, এষ হি যস্মাৎ সর্বেষু লোকেষাদিত্য-স্বাভাবিকপূর্ত্যভি দীপ্যতে, “তত্ত্ব ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” ইতি শ্রুতেঃ; অতো ভামানি নয়তি ভামনীঃ। য এবং বেদ, অসাবপি সর্বেষু লোকেষু ভাতি ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইনিই আবার “ভামনী” নামেও অভিহিত হন, কারণ, সমস্ত অর্থাৎ সূর্য্য-চন্দ্রাদি লোকে ইনিই সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতিরূপে



দীপ্তি পাইতেছেন, “তাহার প্রভাভেই এই সমস্ত দীপ্তি পাইতেছে” এই বড়ি তাহার প্রমাণ। অতএব ভাম অর্থাৎ দীপ্তিসমূহকে প্রাপ্ত করান বলিয়াই ইহার নাম “ভামনী”। যিনি এই বিষয় জানেন, তিনিও সমস্ত লোকেই দীপ্তি পান ॥ ৪ ॥

অথ যদু চৈবান্নিষ্কৃত্যং কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন, অর্চ্চিমোহহঃ, সন্তবন্তি, অর্চ্চিমোহহঃ, অহ আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাং যান্ ষড়্‌দুদুঙেতি মাসাংস্তান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদিত্যম্, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসৌ বিদ্যুতং, তৎপুরুষোহমানবঃ, স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ; এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপত্তমানঃ ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—সম্প্রতি এই বিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির ফল বলিতেছেন—এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার আত্মীয়গণ যদি শব্দ অর্থাৎ দাহাদি ক্রিয়া করেন অথবা না-ও করেন, তাহা হইলেও তাহার অর্চ্চিকে অর্থাৎ অর্চ্চিরতি মানিনী যে দেবতা—তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ অর্থাৎ পুরুষপক্ষ, সূর্য্য যে ছয়মাস উত্তরদিকে গমন করেন, আপূর্য্যমাণ পক্ষ হইতে সেই উত্তরায়ণ ছয় মাস, সেই উত্তরায়ণ ছয় মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর প্রসিদ্ধ অমানব অর্থাৎ দিব্য পুরুষ বিদ্যালোকে আসিয়া তত্রত্য সেই অন্ধ পুরুষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ, এই পথের দ্বারা বাহারা গমন করেন, তাঁহারাই এই মানব আবর্তে অর্থাৎ সংসারমাগরে পুনরায় আবর্তন করেন না অর্থাৎ ফিরিয়া আসেন না অর্থাৎ তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠককে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাকরভাষ্যম্।—অথোদানীঃ বথোক্তব্রহ্মবিদো গতিরুচ্যতে, যৎ যদি উ চ এব অগ্নিম্বেববিদি শব্দং শবকর্ষণং মূতে কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন কুর্ব্বন্তি ঋষিভঃ, সর্ব্বথাহপ্যেকবিং তেন শবকর্ষণা অকুতেনাপি প্রতিবদ্ধো ন ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ন, ন চ কুতেন শবকর্ষণা অকুতেনাভ্যধিকো লোকঃ, “ন কর্ষণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্” ইতি ঋত্যান্তরাং । শবকর্ষণাদনন্দ দর্শয়ন্ বিদ্যাং স্তোতি, ন পুনঃ শবকর্ষণ এবংবিদো ন কর্তব্যমিতি । অক্রিয়মাণে হি শবকর্ষণি কর্ষণাং ফলারম্ভে প্রতিবদ্ধঃ কশ্চিদনুমীয়তে অন্তঃ ; যত ইহ বিদ্যাফলারম্ভকালে শবকর্ষণ



পঞ্চদশঃ পঙঃ]

স্বা ন বেতি বিভাবতোহপ্রতিবন্ধেন ফলারম্ভঃ দর্শয়তি। যে অখাকাশমক্ষিৎস্ব  
 কথ্যমো বামনীভীমনীরিত্যেবগুণমুপাসতে প্রাণসহিতামগ্নিবিজ্ঞাং চ, তেবামগ্ন্যং কশ্ম ভবতু  
 ন বা হুং সর্বথাহপি তেহর্চিবমেবাতিসম্ভবন্তি অর্চিরভিমানিনীং দেবতামতিসম্ভবন্তি  
 প্রতিপত্তে ইত্যর্কঃ। অর্চিবোহর্চির্দেবতায়াঃ অহঃ অহরভিমানিনীং দেবতাম্,  
 বহু দাপূর্যমাণপক্ষ্য গুল্লপক্ষদেবতাম্, অপূর্যমাণপক্ষাং বানু বগ্নাসান্ উদঙ্ উত্তরাং  
 ক্রিমতি সবিভা, তান্নাসানুত্তরায়ণদেবতাং, তেভ্যো মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসর-  
 বৎসরাং, ততঃ সংবৎসরাদিত্যম্, আদিত্যাকল্পমসং, চন্দ্রমসো বিদ্যতম্। তত্তত্রাহান্ তান্  
 পূর্য কচ্চি ব্রহ্মলোকাদেত্যে অমানবো মানব্যাং স্থষ্টৌ ভবো মানবঃ, ন মানবঃ অমানবঃ,  
 বহুস্ব এতান্ ব্রহ্ম সত্যলোকস্থং গময়তি, গন্তু-গন্তব্য-গময়িতৃষ্যব্যাপদেশেভ্যঃ, সন্মাত্র-  
 ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ তদমুপপত্তেঃ; “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” ইতি হি তত্র বক্তুং শ্রীয়াং। সর্বভেদ-  
 বির্যসন সন্মাত্রপ্রতিপত্তিঃ বক্ষ্যতি। ন চাদৃষ্টৌ মার্গৌ গমনায়োপতিষ্ঠতে, “স এনম-  
 বিদিতো ন ভূনক্তি” ইতি শ্রুত্যস্তরাং। এষ দেবপথো দেবৈবরর্চিরাদিভির্গময়িতৃষ্মেনাধিকৃতৈ-  
 রমদিত্যৈ পন্থা দেবপথ উচ্যতে। ব্রহ্ম গন্তব্যং, তেন চোপলক্ষিত ইতি ব্রহ্মপথঃ। এতেন  
 প্রতিপত্তয়ানা গচ্ছন্তো ব্রহ্ম, ইমং মানবং মনুসম্বন্ধিনং মনোঃ স্থষ্টিলক্ষণমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে,  
 মর্ষেহেহর্চি জনন-মরণপ্রবন্ধচক্রাক্রান্তা ঘটীষস্রবং পুনঃ পুনরিত্যাবর্ত্তঃ, তং ন প্রতিপত্তন্তে।  
 মর্ষেই ইতি দ্বিক্রিঃ সফলায়া বিজ্ঞায়াঃ পরিসমাপ্তিপ্রদর্শনার্থা। ৫।

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডোভ্যাম্। ১৫।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি পূর্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির গতি  
 মর্ষা ইহলোক হইতে প্রস্থানের মার্গবিষয়ে বলিতেছেন—এই অক্ষিপুরুষবিষয়ক  
 জ্ঞানবিজ্ঞানসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পুরোহিতগণ যদি তাঁহার শব্য অর্থাৎ  
 ত্যাগনির্ণয় শবসম্বন্ধী যে সমস্ত অবশ্য কর্তব্য কৰ্ম্ম করা উচিত, তাহা যদি সম্পন্ন  
 করেন, অথবা নাও করেন, সর্বতোভাবেই অর্থাৎ শবকৰ্ম্ম করা হইলে-ত কথাই  
 নষ্ট, না করা হইলেও তজ্জন্ত প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তিনি যে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন না,  
 হয় নহে; হউক, না হউক, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেই, তাহাতে কোন বাধা  
 নাই না। এই শবকৰ্ম্ম যথাযথ সম্পন্ন হইলেই যে তাঁহার বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট  
 ফল লাভ হয়, তাহাও নহে, কারণ, অপর কোন শ্রুতিতে আছে, “কৰ্ম্ম দ্বারা  
 যিনি বৃত্তি প্রাপ্তও হন না অথবা হীনও হন না”। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির  
 সম্বন্ধে প্রতি অনাদর দেখাইয়া বিজ্ঞারই প্রশংসা করা হইতেছে, শবকৰ্ম্মের যে  
 ফলপ্রসূতা নাই, তাহা বলা অভিপ্রেত নহে। এই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের  
 কৰ্ম্ম ব্রহ্মবিজ্ঞার অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শবকৰ্ম্ম করা না হইলে, তাহাদিগের কৰ্ম্ম-  
 সম্বন্ধি-বিষয়ে কোন একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, ইহা অনুমান করা যায়,  
 হয়, এই বিজ্ঞার ফল বলিবার সময় প্রথমেই বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির



শব্দ-কর্ম করা হউক বা না হউক, তাঁহার ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক ঘটে না। এ স্থানে “ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির” উল্লেখ করাতেই বুঝাইতেছে যে, “অব্রহ্ম ব্যক্তির” তাহা হয় না অর্থাৎ প্রতিবন্ধক ঘটে। যাহারা “সংযমান” “বামনী” ও “ভামনী” গুণবিশিষ্টরূপে সূক্ষাকাশস্বরূপ অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের ও প্রাণবিচার সহিত অগ্নিবিচার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের অল্প কোন কর্ম করা হউক বা না হউক, তাঁহারা নিশ্চয়ই অর্চিকে অর্থাৎ অর্চিরতিমানিনী দেবতাকে অর্থাৎ জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর অর্চিঃ অর্থাৎ অর্চিরতিমানিনী দেবতা হইতে অহঃ অর্থাৎ দিবনাভিমানিনী দেবতা, অহরতিমানিনী দেবতা হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষ অর্থাৎ শুক্লপক্ষ-ভিমানিনী দেবতা, আপূর্য্যমাণ পক্ষ হইতে সূর্য্যদেব যে ছয় মাস উত্তরদিকে গমন করেন, সেই ছয় মাস অর্থাৎ উত্তরায়ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, সেই সমস্ত মাস হইতে সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে, অনন্তর সেই সংবৎসর হইতে আদিত্যকে, আদিত্য হইতে চন্দ্রকে, অনন্তর চন্দ্র হইতে বিদ্যাৎ অর্থাৎ বিদ্যালোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অনন্তর ব্রহ্মলোক হইতে কোন অমানব অর্থাৎ যাহারা মানবী সৃষ্টিতে উৎপন্ন, তাঁহারাই মানব, যাহারা তাহা নহেন, তাঁহারাই অমানব অর্থাৎ দিব্য পুরুষ বিদ্যালোকে আগমন করিয়া বিদ্যালোকে অবস্থিত সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সতালোকে অবস্থিত ব্রহ্মের নিকট লইয়া যান। (তাৎপর্য্য এই যে—এ স্থানে “অর্চিঃ” “অহঃ” প্রভৃতি শব্দে যে কেবল সেই সেই স্থানমাত্রকেই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, পরন্তু সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও বুঝাইবে, এই জ্ঞাই ভাষ্যকার অর্চিঃশব্দে “অর্চিরতিমানিনী দেবতা” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এরূপ অর্থ করার যুক্তি এই যে—“তৎপুরুষোহমানবঃ, স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি” এ স্থানে “অমানব পুরুষ” এই কথা স্পষ্টই উল্লেখ থাকায় পূর্ববর্তী অর্চিরাতিমানিনী স্থানেও তত্তলোকের পথপ্রদর্শিকা অর্চিরাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এইরূপই অর্থ হওয়া উচিত) সত্যালোকেস্থিত ব্রহ্মের নিকট লইয়া যান, এই কথায় গতা অর্থাৎ যিনি গমন করেন, গন্তব্য অর্থাৎ যে স্থানে যাইবেন ও গময়িতা অর্থাৎ যিনি লইয়া যাইবেন, এই সমস্তের উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঐ ব্রহ্ম কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মানামক সৃষ্ট পদার্থ, বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম নহে, সৎ মাত্র অর্থাৎ সংস্করণ-বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম হইলে গন্তা গন্তব্য গময়িতা ইহাদের উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ ঐ ব্রহ্ম বলিতে পরব্রহ্ম বুঝাইলে “ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন” অর্থাৎ “ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন”, এইরূপ বলাই উচিত হইত। সমস্তরূপ ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হইলেই যে সংস্করণ বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করা যায়, ইহা পরে বলিবেন। শ্রতান্তর



পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ]

আছে "সেই পরমাশ্রা অবিদিত থাকিয়া অর্থাৎ উপাসক যতক্ষণ তাঁহার স্বরূপ জানিতে না পারে, ততক্ষণ তিনি তাহাকে উপভোগ করেন না, অর্থাৎ প্রতিপালন করেন না" এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি অদৃষ্টমার্গ অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বিত একীভূত হইয়া যাওয়ার উপায়-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে কখনই গমনের নিমিত্ত উপযুক্ত হইতে পারে না অর্থাৎ গতিবিরহিত মুক্তিসাধনে সমর্থ হয় না। ইহাই দেবপথ অর্থাৎ গময়িতা বা ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার অধিকারে নিযুক্ত অর্চিরাদির ভূতানিনী দেবতাগণের দ্বারা উপলক্ষিত পথ, এই জগুই ইহাকে 'দেবপথ' বলে, এবং গময় 'ব্রহ্ম' দ্বারা উপলক্ষিত বা বিশেষিত বলিয়া ইহা 'ব্রহ্মপথ'ও বটে। এই পথের দ্বারা গমন করিয়া যাহারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তাঁহারা আর এই মানব অর্থাৎ ব্রহ্মবান্ধব বা মমুর সৃষ্টিকরূপ আবর্তে অর্থাৎ সংসাররূপ দারুণ ঘূর্ণাবর্তে পুনরায় ফিরিয়া আসেন না। জন্ম-মৃত্যুর অন্তর্যক-রূপ চক্রাকৃষ্ট ব্যক্তিগণ ঘটীষ্মের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আবর্তন করে বলিয়া ইহার নাম আবর্ত, সেই আবর্তকে প্রাপ্ত হন না। ফলের দ্বিত প্রাপ্তি বিচার প্রকরণ এই পর্য্যন্তই শেষ হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত "বর্তন্তে নাবর্তন্তে" এই পদটির দুইবার উক্তি হইয়াছে জানিতে হইবে।

সার্থ এই যে,—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মৃত্যুর পর যদি ঋত্বিক্গণ তাঁহার অস্ত্যষ্টিক্রিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন করেন অথবা না-ও করেন, তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর অস্ত্যষ্টিক্রিয়া না করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না এবং যথাবিধানে শবানুষ্ঠানাদি কার্য্য করিলেও তাঁহার কোন সদগতির আশা নাই। (শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে দেখা যায় যে, "ব্রহ্মজ্ঞানী কোন কৰ্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না, কিংবা কোন কৰ্ম্ম দ্বারা কোন ক্ষতি নানও থাকেন না।" ব্রহ্মবিজ্ঞাই ব্রহ্মজ্ঞানীর সর্বকৰ্ম্মসাধক, সুতরাং যাহার জ্ঞান অধিগত হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর পর শবানুষ্ঠানাদি কোন কার্য্য না করিলেও ক্ষতি হয় না। যাহাদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞান সজ্ঞাত হয় নাই, তাহাদিগেরই মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি না করিলে পুণ্যকৰ্ম্মাদির ফলভোগে অন্তরায় অনুমিত হয়। নিম্ন ব্রহ্মবিজ্ঞার ফলভোগসময়ে শবানুষ্ঠানাদি কৰ্ম্ম হউক, আর নাই হউক, ব্রহ্মজ্ঞ-বলেই নির্বিশেষে ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মবিজ্ঞার ফলভোগ হইতে পারে ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ সমাপ্ত।



## চতুর্থপ্রপাঠকে ষোড়শঃ খণ্ডঃ

এষ হ বৈ যজ্ঞো যোহয়ং পবতে, এষ হ যন্নিদং সৰ্বং  
পুনাতি, যদেষ যন্নিদং সৰ্বং পুনাতি, তস্মাদেষ এব যজ্ঞঃ, তস্ম  
বাক্ চ মনশ্চ বৰ্তনৌ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনুভূয়মান এই যে পদার্থ সমস্ত বস্তুকে পবিত্র অর্থাৎ  
বিশোধিত করিতেছে, এই পদার্থ অর্থাৎ বায়ুই যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ। এই বায়ু  
গমন করিতে করিতে এই সমস্ত পদার্থকেই পবিত্র করিতেছে। যে হেতু, এই  
বায়ু গমন করিতে করিতে এই সমস্তকেই পবিত্র করিতেছে, এই নিমিত্তই ইহা  
যজ্ঞ বা যজ্ঞস্বরূপ, বাক্য ও মন এই দুইটিই তাহার বর্ত অর্থাৎ পথ বা উপায় ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রাহ্মণ্য।**—রহস্যপ্রকরণে প্রসঙ্গাদারণ্যকত্বসামান্যতা যজ্ঞে ক্ষত  
উৎপাদে ব্যাহতয়ঃ প্রায়শ্চিত্তার্থা বিধাতব্যঃ। তদভিজ্ঞস্ত চ স্বত্বিজো ব্রহ্মণো মৌনমিত্য  
ইদমারভ্যতে। এষ হ বৈ এষ বায়ুর্যোহয়ং পবতে, অয়ং যজ্ঞঃ। হ বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থা-  
বত্তোক্তকৌ নিপাতৌ। বায়ুপ্রতিষ্ঠো হি যজ্ঞঃ প্রসিদ্ধঃ ঋতিম্ব, “স্বাহা বাতেনা”  
“অয়ং বৈ যজ্ঞো যোহয়ং পবতে” ইত্যাদিঋতিভ্যঃ। বাত এব হি চলনাস্বকথ্যং ক্রিয়া-  
সমবায়ী, “বাত এব যজ্ঞস্মারম্বকঃ, বাতঃ প্রতিষ্ঠা” ইতি চ শ্রবণাৎ। এষ হ যন্ গচ্ছন্ চলন্ত  
সৰ্বং জগৎ পুনাতি পাবয়তি শোধয়তি। ন হ্যচলতঃ শুদ্ধিরস্তি। দোষনিরসনং চলতো হি  
দৃষ্টং, ন স্থিরস্ত। যৎ যস্মাচ্চ যন্ এষ ইদং সৰ্বং পুনাতি, তস্মাদেষ এব যজ্ঞো যৎ পুনাতি।  
তস্মাৎশ্রবণবিশিষ্টস্ত যজ্ঞস্ত বাক্ চ মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপ্তা। মনশ্চ যথাভূতার্জ্ঞান  
ব্যাপ্তম্। তে এতে বাহ্মনসে বৰ্তনৌ মার্গৌ, যাত্যং যজ্ঞস্তায়মানঃ প্রবর্ততে, তে  
বৰ্তনৌ, “প্রাণাপানপরিচলনবত্যা হি বাচশ্চিত্তস্ত চোত্তরোত্তরক্রমো যৎ যজ্ঞঃ” ইতি  
হি ঋত্যস্তরম্। অতো বাহ্মনসাভ্যাং যজ্ঞো বৰ্ততে ইতি বাহ্মনসে বৰ্তনৌ উচ্যতে  
যজ্ঞস্ত। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—গ্রন্থকর্তৃদিগের সাধারণ নিয়ম এই যে,  
পূর্বোক্তর প্রসঙ্গের সহজি বজায় রাখিয়া গ্রন্থ রচনা করা বিধেয়, পূর্বপ্রকরণের  
সহিত সম্বন্ধবিহীন উত্তরপ্রকরণ আরম্ভ কর্তব্য নহে, করিলে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষে  
হুই হইয়া পড়ে। উপাসনাপ্রকরণে যজ্ঞের উল্লেখ আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক  
বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিকপক্ষে তাহা অপ্রাসঙ্গিক নহে, ইহা দেখাইবার জন্যই  
ভাষ্যকার প্রথমেই পূর্বোক্তর গ্রন্থের অসঙ্গতি আশঙ্কা করত প্রসঙ্গক্রমে সেই



বোধঃ খণ্ডঃ]

অসম্ভবতার পরিহার করিয়া গ্রন্থসঙ্গতি প্রদর্শন করিতেছেন—প্রথমতঃ রহস্যপ্রকরণে  
 প্রথমবধূতঃ অর্থাৎ উপাসনাপ্রকরণে বিদ্যার ফলপ্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করা  
 হইয়াছে, এ স্থানেও প্রসিদ্ধ যজ্ঞফলপ্রাপ্তির পথ নির্দেশ করা হইয়াছে, এই  
 পূর্ণনির্দেশবিষয়ে উভয়ের সামঞ্জস্য থাকায় সেই প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়তঃ আরণ্যকস্ত্রের  
 সহিত সামঞ্জস্য থাকায় অর্থাৎ পূর্বপ্রকরণোক্ত বিষয়ও যেমন অরণ্যে পাঠ্য, এই  
 প্রকরণোক্ত বিষয়ও তেমনই অরণ্যে পাঠ্য, উভয় প্রকরণের মধ্যে এই অরণ্যে  
 পাঠ্যরূপ সামঞ্জস্য থাকায়, তৃতীয়তঃ যজ্ঞে কোন প্রকার ক্ষত অর্থাৎ অঙ্গহানি  
 হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ব্যাহতি অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষ পাঠের বিধি আছে,  
 এখানেও কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটিলে প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অভিজ্ঞ ‘ব্রহ্মা’ নামক ঋষিক-  
 বিশেষের মৌনবলদ্বন করার বিধি আছে, অতএব উভয় স্থলেই প্রায়শ্চিত্তবিধিরূপ  
 সামঞ্জস্য থাকায় উপাসনা প্রকরণের মধ্যেই যজ্ঞবিধির উল্লেখ অপ্রাকরণিক ও  
 অসম্ভব বলা যায় না, এই জন্তই উপনিষৎকার এই বিষয় আরম্ভ করিতেছেন।  
 এ স্থানে ‘হ’ ও ‘বৈ’ এই দুইটি শব্দ নিপাত। এই বায়ু, যিনি সমস্ত বস্তুকেই পবিত্র  
 করিতেছেন, ইনিই যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ। কারণ, শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে, “যজ্ঞ  
 বায়ুতেই প্রতিষ্ঠিত, ‘স্বাহা’ এই মন্ত্রটি উচ্চারণ পূর্বক যজ্ঞ পদার্থটি বায়ুতেই নিহিত  
 হয়,” “এই যিনি সমস্ত পবিত্র করিতেছেন, অথবা এই যিনি সর্বত্রই প্রবাহিত  
 হইতেছেন, ইনিই যজ্ঞ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, যজ্ঞ বায়ুতেই প্রতিষ্ঠিত।  
 “বায়ুই যজ্ঞের আরম্ভক ও বায়ুই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়স্থান” এই শ্রুতি হইতেও  
 জানা যায় যে, চলনাত্মক অর্থাৎ ইতস্ততঃ গতিশীল বলিয়া এই বায়ুই ক্রিয়াসমবায়ী  
 অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এই বায়ুই ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়া এই  
 সমস্ত জগৎকে পবিত্র বা বিশুদ্ধ করিতেছে। যে বস্তু অচল, যাহার ইতস্ততঃ গমনা-  
 দন বা প্রবাহণ করার শক্তি নাই, তাহা হইতে কোনরূপ বিশুদ্ধিতা সম্পাদন  
 হইতে পারে না। দোষনিরাসন অর্থাৎ বিশুদ্ধিতাসম্পাদনশক্তি সচল অর্থাৎ সক্রিয়  
 পদার্থেরই দেখা যায়, স্থির বা অচল অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় পদার্থের সে শক্তি দেখিতে  
 পাওয়া যায় না। যে হেতু এই বায়ু ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়া এই সমস্তকেই পবিত্র  
 করিতেছে, এই পবিত্র করার জন্তই এই বায়ুই যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ। এই প্রকার  
 অনুবিশিষ্ট সেই এই যজ্ঞের—মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপৃত বাক্য ও মন্ত্রের যথাযথ অর্থ-  
 সম্পূর্ণ ব্যাপৃত মন—এই দুইটিই অর্থাৎ বাক্য ও মন এই দুইটিই বর্ত্ত অর্থাৎ  
 বর্ত্তমান, এই দুইটির দ্বারা এই যজ্ঞ বিস্তার লাভ করিয়া অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে প্রবর্ত্তিত  
 হয়, সেই দুইটিই “বর্ত্ত” নামে প্রসিদ্ধ। শ্রুত্যন্তর হইতেও জানা যায় যে—  
 “যজ্ঞে বায়ু” অভিহিত হয়, তাহা প্রাণ ও অপান বায়ুর পরিচালনবিশিষ্ট অর্থাৎ



উক্ত বায়ুদ্বয়ের স্পন্দন হইতে সমুৎপন্ন বাক্য ও মনের উত্তরোত্তর ক্রম অর্থাৎ পর পর প্রবর্তমান ক্রিয়াবিশেষমাত্র । (এ স্থানে বক্তব্য এই যে—প্রাণ ও অগ্নি বায়ুর ক্রিয়াস্বরূপ নিখাসোচ্ছ্বাসের সাহায্যেই বাক্য উচ্চারিত হয়, এই জন্তই বাক্যকে প্রাণাপানের পরিচলনবিশেষ বলা হইয়াছে । প্রথমেই মনে মনে কর্তব্য-নির্দ্ধারণ, পরে বাক্য দ্বারা তাহার প্রকাশ, সর্বশেষে ক্রিয়া অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় ; এইরূপ পারস্পর্য্যসম্বন্ধ থাকাতেই যজ্ঞকে ‘বাক্য ও মনের উত্তরোত্তর ক্রম’ বলা হইয়াছে) এই জন্তই অর্থাৎ বাক্য ও মনের দ্বারাই যজ্ঞ প্রবর্তিত হয় বলিয়া বাক্য ও মন এই দুইটিকে যজ্ঞের “বর্ত্ত” অর্থাৎ পথ বা উপায় বলা হয় ॥ ১ ॥

তয়োৱন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা, বাচা হোতা অধ্বর্য্যুরূদ্গাতাহন্যতরাং, স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যবদতি—॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—ব্রহ্মা অর্থাৎ যজ্ঞে ব্রতী পুরোহিতবিশেষ বিশুদ্ধ মনের দ্বারা যজ্ঞের পথস্বরূপ বাক্য ও মন এই দুইটির মধ্যে একটিকে অর্থাৎ বাক্যকে সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ করেন । আর যজ্ঞে ব্রতী হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা এই তিন জনও বিশুদ্ধ বাক্য দ্বারা একটিকে অর্থাৎ বাক্যকে সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ করেন । সেই ব্রহ্মা যদি প্রাতঃকালে পাঠ্য “অনুবাক” নামক শব্দপাঠ আরম্ভ হওয়ার পর ও “পরিধানীয়া” নামক ঋক পাঠের পূর্বে মৌন ভঙ্গ করেন অর্থাৎ কথা বলেন—” ॥ ২ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—তয়োৱকর্ত্ত্বোৱন্যতরাং বর্ত্তনৌ মনসা বিবেকজ্ঞানবতা সংস্করোতি ব্রহ্মা ঋত্বিক্, বাচা বর্ত্ততা হোতা অধ্বর্য্যুরূদ্গাতা, ইত্যেতে ত্রয়োহপি ঋত্বিত্বৈচ্ছতরাং বাগ্ লক্ষণাং বর্ত্তনৌ বাট্চৈব সংস্কুর্কন্তি । তত্রৈকং সতি তে বামনসে বর্ত্তনী সংস্করো যজ্ঞে । অথ স ব্রহ্মা যত্র যস্মিন্ কালে উপাকৃতে প্রারম্ভে প্রাতরনুবাকে শব্দে, পুরা পূর্ক পরিধানীয়ায়া ঋচো ব্রহ্মৈতস্মিন্ অন্তরে কালে ব্যবদতি মৌনং পরিত্যজতি যদি— ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ব্রহ্মা নামক ঋত্বিগবিশেষ সেই দুইটি বর্ত্তনীর মধ্যে একটি বর্ত্তনীকে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মনের দ্বারা সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ করেন । আর হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা এই তিনটি ঋত্বিক্ ও বাক্যরূপ বর্ত্তনী দ্বারা বাক্যরূপ একটি বর্ত্তনীকে সংস্কৃত করেন । এইরূপই যদি নিয়ম হয়, তাহা হইলে যজ্ঞক্রিয়ায় বাক্য ও মন দুইটি বর্ত্তনীরই বিশুদ্ধতা-সম্পাদন অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু “শব্দ” নামক প্রাতঃকালে পাঠ্য “অনুবাক” পাঠ আরম্ভ হওয়ার পর ও “পরিধানীয়া” নামক ঋকপাঠের পূর্বে অর্থাৎ এই উভয় প্রকার পাঠের মধ্যভাগে ব্রহ্মা যদি মৌনব্রত পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ কথা বলেন—” ॥ ২ ॥



যোড়শঃ খণ্ডঃ]

অন্তরামেব বর্তনীং সংস্করোতি হীয়তেহন্ততরা ; স যথৈক-  
পাদব্রজন্ রথো বৈকেন চক্রেণ বর্তমানো রিষ্যতি, এবম্ অন্ত  
যজ্ঞো রিষ্যতি, যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানোহনুরিষ্যতি, স ইষ্টা  
পাপীয়ান্ ভবতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—“তাহা হইলে যজ্ঞের একটিমাত্র বর্তনীরই অর্থাৎ বাক্যরূপ  
ইপারেরই সংস্কার সাধিত হয়, অপর আর একটি অর্থাৎ মনোরূপ বর্তনী হীন  
হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর কোনরূপ সংস্কার হয় না।  
একপদবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন গমন করিতে গিয়া পড়িয়া যায় অথবা একচক্রবিশিষ্ট  
রথ যেমন গমন করিতে গিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ এই যাজ্ঞিকের যজ্ঞও  
নিষ্ট হয়, যজ্ঞ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যাজ্ঞিকও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পরন্তু যাজ্ঞিক  
ঈশ্বর যজ্ঞস্থান করার অতিশয় পাপগ্রস্তও হয় ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ড-ভাষ্যম্।**—যদি তদা অন্তরামেব বাবর্তনীং সংস্করোতি। ব্রহ্মণা  
সংস্করণা মনো বর্তনী হীয়তে বিনশতি ছিদ্রীভবত্যন্ততরা। স যজ্ঞো বাবর্তনৈবান্ত-  
তরা বর্তিতুমশক্যং বন রিষ্যতি। কথমিব? ইত্যাহ—স যথৈকপাদং পুরুষো ব্রজন্ গচ্ছন্নক্ষানং  
রিষ্যতি, রথো বৈকেন চক্রেণ বর্তমানো গচ্ছন্ রিষ্যতি, এবমন্ত যজমানন্ত কুব্রহ্মণা যজ্ঞো  
নিষ্ট বিনশতি। যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানোহনুরিষ্যতি, যজ্ঞপ্রাণো হি যজমানঃ; অতো  
যজ্ঞো যজ্ঞেবে বেষন্ত্য। স তং যজ্ঞমিষ্ট। তাদৃশং পাপীয়ান্ পাপতরো ভবতি ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“তাহা হইলে কেবল একটিমাত্র  
অর্থাৎ বাক্যরূপ বর্তনীরই সংস্কার করা হয়, কিন্তু ব্রহ্মা কর্তৃক সংক্ষিপ্তমাণ অর্থাৎ  
কো যাহার সংস্কার করিতেছিলেন, সেই মনোরূপ বর্তনীটি হীন অর্থাৎ বিনষ্ট হয়  
অর্থাৎ তাহার কোনরূপ কার্য্যকারিতা থাকে না, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেই যজ্ঞ  
একপদ বাক্যরূপ বর্তনী দ্বারা অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। কিরূপে  
নিষ্ট হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, একপদবিশিষ্ট পুরুষ পথে চলিতে গেলে  
দেয় পড়িয়া গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অথবা একখানিমাত্র চক্রবিশিষ্ট রথ  
দেয় চলিতে গেলে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ নিন্দিত ও অনভিজ্ঞ ব্রহ্মার  
দ্বারা এই যজ্ঞমানের যজ্ঞ বিনষ্ট হয়। যজ্ঞ বিনষ্ট হইবার ফলে যজ্ঞমানও বিনাশ  
প্রাপ্ত হয়, কারণ, যজ্ঞই যজ্ঞমানের প্রাণ, অতএব যজ্ঞের বিনাশে যজ্ঞমানের  
কিন্তু বৃক্ষসদৃশ। সেই যজ্ঞমান তাদৃশ অজহীন যজ্ঞ করিয়া অতিশয় পাপভাগী  
হয়। ইহার অর্থ এই যে—যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইলে বাক্য ও মন এই দুই  
পদ সংস্কার করা প্রয়োজন। উভয় পথের সংস্কার না হইলে কেবল এক



পথের সংস্কার দ্বারা যজ্ঞসিদ্ধি হইতে পারে না। কেবল বাক্যরূপ পথের সংস্কার হইলে মনোরূপ পথ সংস্কারাভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং কেবল বাক্যরূপ পথ দ্বারা যজ্ঞ অবস্থিত হইতে না পারিয়া তাহাও বিনাশ পাইয়া থাকে। একপাদ মানব যেক্রপ কদাচ সেই এক পাদ দ্বারা বাঞ্ছিত মার্গে গমন করিতে না পারিয়া স্বয়ং বিনাশ পায় এবং একচক্র রথ যেক্রপ সেই এক চক্র দ্বারা গমনে অক্ষম হইয়া আপনি বিপর্যাস্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কেবল বাক্য সংস্কার করিয়া তদ্বারা যজ্ঞমান যজ্ঞসাধন করিতে সমর্থ হন না। পরন্তু সেই যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে সেই যজ্ঞমানও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে হেতু, যজ্ঞই যজ্ঞমানের প্রাণ, প্রাণের বিনাশে সেই ব্যক্তির অবস্থিতি অসম্ভব; এই জন্য যজ্ঞনাশে যজ্ঞমানের নাশ কথিত হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সেই যজ্ঞমানও পাপী হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যবদতি, উভে এব বর্তনী সংস্কুব্বন্তি, ন হীয়তেহন্যতরা ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে যজ্ঞে ব্রহ্মা প্রাতঃকালীন অনুবাক আরম্ভ করিবার পর পরিধানীয়া নামক ঋকপাঠের পূর্ব পর্য্যন্ত মোন ভঙ্গ না করেন অর্থাৎ কথা না বলেন, সেই যজ্ঞে মন ও বাক্যরূপ দুইটি বর্তনীরই সংস্কার সাধিত হয়, একটি বর্তনীও হীন অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ পুনর্বার ব্রহ্মা বিদ্বান্ মোনাঃ পরিগৃহ্য বাধিসর্গমকূর্বন বর্ততে, যাবৎপরিধানীয়ায়া ন ব্যবদতি, তথৈব সর্বৈ ঋত্বিজঃ, উভে এব বর্তনী সংস্কুব্বন্তি, ন হীয়তেহন্যতরাহপি ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর যে যজ্ঞে স্তুবিজ্ঞ ব্রহ্মা মোনাবলম্বন অর্থাৎ পরিধানীয়া ঋক-পাঠ যতক্ষণ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যোচ্চারণ না করিয়া থাকেন এবং অস্ত্রাশ্র ঋত্বিকগণও সেইরূপ করেন, সেই যজ্ঞে বাক্য ও মনোরূপ দুইটি বর্তনীরই যথাবিধি সংস্কার সাধিত হয়, একটিও হীন হয় না ॥ ৪ ॥

স যথোভয়পাদব্রজন্, রথো বোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি, এবমস্ম যজ্ঞঃ প্রাতিতিষ্ঠতি, যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠন্তঃ যজ্ঞমানোহনুপ্রতিতিষ্ঠতি, স ইক্ষু শ্রেয়ান্ ভবতি ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—দুইটি চরণসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা দুইটি চক্রবিশিষ্ট রথ গমন



বোদ্ধাঃ ৭৩ঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৫৩

করিতে গেলে যেমন তাহারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, টলিয়া পড়িয়া যায় না, এই যজ্ঞমানের যজ্ঞও সেইরূপ প্রতিষ্ঠানাভ করে, অঙ্গহীন হইয়া বিনষ্ট হয় না। যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হইলে যজ্ঞমানও প্রতিষ্ঠিত হন। সেই যজ্ঞমান তাদৃশ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে বোদ্ধাশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—কিমিব? ইত্যাহ পূর্বোক্তবিপরীতো দৃষ্টান্তো। এবমশ্রু যজ্ঞমান যজ্ঞঃ স্ববর্তনীভ্যাং বর্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি, শ্বেনাত্মনা অবিনশ্বান্ বর্ততে ইত্যর্থঃ। যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠন্ত যজ্ঞমানোহম্ প্রতিতিষ্ঠতি, স যজ্ঞমানঃ এবং মৌনবিজ্ঞানবদব্রহ্মোপেত্যং বর্ততে। শ্রেনান্ ভবতি শ্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে বোদ্ধাশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কাহার গ্রাম? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে পূর্বে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের বিপরীত দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, এইরূপ এই যজ্ঞমানের যজ্ঞও নিজের দুইটি বর্তনীতে অবস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ বিনষ্ট না হইয়া নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে। যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে যজ্ঞমানও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই যজ্ঞমান মৌনবিজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ মৌনবল্যবনের গুণবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শ্রেষ্ঠ ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হন ॥ ৫ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে বোদ্ধাশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

প্রজাপতিলোকানভ্যতপৎ, তেষাং তপ্যমানানাং রসান্  
প্রাবৃহৎ, অগ্নিং পৃথিব্যাঃ, বায়ুমন্তরিক্ষাং, আদিত্যং দিবঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—প্রজাপতি লোকসমূহের উদ্দেশ্যে তপস্তা করিয়াছিলেন, এবং তপ্যমান সেই লোকসমূহের রস অর্থাৎ সার উদ্ধার করিয়াছিলেন; পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু ও দ্যালোক হইতে আদিত্যকে অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যালোক এই তিন লোক হইতে অগ্নি, বায়ু ও স্বরূপ তিনটি সার পদার্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—অত্র ব্রহ্মণো মৌনং বিহিতম্; তজ্জবে ব্রহ্মকর্মণি চ অথাত্মশিষ্ট হোজাদিকর্মণ্যেবে ব্যাহতিহোমঃ প্রায়শ্চিত্তমিতি তদর্থং ব্যাহতয়ো বিদ্য-  
তব্যা ইত্যাহ, প্রজাপতিলোকানভ্যতপৎ—লোকানুদ্ভিষ্ট তত্র সারজিয়ুক্ষরা ধ্যানরূপ-  
তপশ্চারণ। তেষাং তপ্যমানানাং লোকানাং রসান্ সাররূপান্ প্রাবৃহৎতবান্, ব্রহ্ম-  
হেত্যর্থঃ। কান্? অগ্নিং রসং পৃথিব্যাঃ, বায়ুমন্তরিক্ষাং, আদিত্যং দিবঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যজ্ঞকার্যে ব্রহ্মার যে মৌনী হওয়া প্রয়োজন, ইহা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকর্মে যদি সেই মৌনভঙ্গ হয়, অথবা অল্প কোনকোঁ-  
কর্মেও যদি অন্তথাচরণ হয়, তাহা হইলে উক্ত দোষশাস্তির পক্ষে ব্যাহতিহোমই  
প্রায়শ্চিত্ত, এ জন্ত সেই ব্যাহতিসমূহের বিধান করা প্রয়োজন বলিয়াই বলিতেছেন  
—প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ পৃথিবী প্রভৃতি লোকত্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি  
লোকে অবস্থিত সারপদার্থ গ্রহণাভিলাষী হইয়া ধ্যানরূপ তপস্তা আচরণ করিয়া-  
ছিলেন ও তপ্যমান সেই লোকসমূহের রস অর্থাৎ সারপদার্থরূপ রস উদ্ধৃত করিয়া  
গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সার পদার্থসমূহ কি? পৃথিবী হইতে সারভূত অগ্নিবে,  
অন্তরিক্ষ হইতে বায়ুকে ও দ্যালোক হইতে আদিত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপৎ, তাসাং তপ্যমানানাং  
রসান্ প্রাবৃহৎ, অগ্নেঋচঃ, বায়োর্যজুঋষি, সামান্য়াদিত্যাং ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই প্রজাপতি এই তিন দেবতাকে অর্থাৎ তাঁহাদের  
উদ্দেশ্যে তপস্তা করিয়াছিলেন ও তপ্যমান সেই তিন দেবতার রস অর্থাৎ সার গ্রহণ  
করিয়াছিলেন, অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ ও আদিত্য হইতে  
সামবেদকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥



সংস্কৃতঃ ৭৩ঃ]

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—পুনরপ্যবমেব অগ্ন্যাভাঃ স এতাস্তিস্রো দেবতা উদ্দিষ্টা  
ব্রতপঃ। ততোহপি সারঃ রসঃ ত্রয়ীবিভাঃ জগ্ৰাহ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই প্রজাপতি পুনরায় পূর্বোক্ত  
এবারেই অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই তিন দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া তপস্তা করিয়া-  
ছিলেন ও তাহা হইতে ত্রয়ীবিভা অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ ও সামবেদরূপ সার বা রস গ্রহণ  
করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

স এতাং ত্রয়ীং বিভ্রামভ্যতপৎ, তস্ত্রাস্তপ্যমানায়া রসান্  
প্রাপ্তবৎ, ভুরিত্যগ্ভ্যঃ, ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ, স্বরিতি সামভ্যঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই প্রজাপতি এই ত্রয়ীবিভার উদ্দেশ্যে তপস্তা করিয়া-  
ছিলেন ও তপ্যমান সেই ত্রয়ীবিভা হইতে রস বা সার উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ঋগ্-  
বেদে হইতে ভূঃ, যজুর্বেদে হইতে ভুবঃ ও সামবেদ হইতে স্বঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—স এতাং পুনরভ্যতপৎ ত্রয়ীং বিভ্রাম্। তস্ত্রাস্তপ্যমানায়া  
সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রজাপতি পুনরায় এই ত্রয়ীবিভাকে  
লেন করিয়া তপস্তা করিয়াছিলেন। তপ্যমান সেই ত্রয়ীবিভার ঋগ্বেদ হইতে  
স অর্থাৎ সারভূত ‘ভূঃ’ এই ব্যাহতি; যজুর্বেদ হইতে সারভূত ‘ভুবঃ’ এই  
ব্যাহতি ও সামবেদ হইতে সারভূত ‘স্বঃ’ এই ব্যাহতিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।  
এই ত্রয়ী ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মহাব্যাহতি তিনটি পৃথিব্যাदि লোক, অগ্নি প্রভৃতি  
দেবতা ও ঋগাদি বেদত্রয়ের রস বা সারস্বরূপ ॥ ৩ ॥

তৎ যদি ঋক্তো। রিম্যেৎ, ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াৎ।  
চ্যামেব তদ্রসেনর্চাং বীর্ঘ্যেণর্চাং যজ্ঞস্তা বিরিষ্ঠং সন্দধাতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—সেই যজ্ঞে যদি ঋগ্বেদ হইতে অর্থাৎ ঋক্মন্ত্র-প্রয়োগদোষে  
গোনরূপ কৃত অর্থাৎ অজ্ঞহানি হয়, তাহা হইলে ‘ভূঃ স্বাহা’ এই মন্ত্র দ্বারা গার্হপত্য  
যজ্ঞে যোগ করিবে, তাহা হইলেই সেই ঋকের প্রভাবে ও ঋকের বীর্ঘ্য যজ্ঞের  
কিষ্ট দোষ অর্থাৎ অজ্ঞহীনতারূপ দোষ নষ্ট হইয়া ঐ যজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—অতস্তৎ তত্র যজ্ঞে যদি ঋক্তঃ ঋক্সম্বন্ধাৎ ঋগ্-নিমিত্ত  
কৃত যজ্ঞ কৃত প্রাপ্তবৎ, ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াৎ। সা তত্র প্রারম্ভিত্তিঃ। কথম্?  
তদা তদ্বিত্তি ক্রিয়াবিশেষণং, রসেন ঋচাং বীর্ঘ্যেণোজসা ঋচাং যজ্ঞস্তা ঋক্সম্বন্ধিনো  
অনির্দিষ্ট বিহীন কৃতরূপমুৎপন্ন সন্দধাতি প্রতিসন্ধিতে ॥ ৪ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অতঃপর সেই যজ্ঞে যদি ঋক্‌নির্মিত অর্থাৎ ঋকপাঠের দোষে যজ্ঞ বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে গার্হপত্য অগ্নিতে ‘ভূঃ স্বাহা’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে। ঐরূপ অঙ্গহানিতে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। যদি প্রশ্ন করা যায়, কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঋকপাঠের দোষ জন্ম যজ্ঞের যে বিরিষ্ট অর্থাৎ ক্ষতরূপ অঙ্গহানি ঘটয়াছিল, ঋকসমূহেরই রস ও ঋকসমূহেরই বীৰ্য্য অর্থাৎ শক্তি দ্বারা তাহা সম্বোধিত অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

অথ যদি যজুষ্ঠো রিষ্যেৎ, ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহ্বাৎ।  
যজুষামেব তদ্রসেন যজুষাং বীৰ্য্যেণ যজুষাং যজ্ঞশ্চ বিরিক্টং  
সন্দধাতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—আর যদি যজুঃ হইতে অর্থাৎ যজুর্মন্ত্র প্রয়োগের দোষে কোনরূপ ক্ষত বা অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে দক্ষিণাগ্নিতে ‘ভুবঃ স্বাহা’ এই মন্ত্র হোম করিবে। যজুঃপাঠের দোষে যজ্ঞের যে বিরিষ্ট অর্থাৎ ক্ষত, তাহা যজুরই রস ও যজুরই বীৰ্য্য বা শক্তি দ্বারা সমাহিত অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—অথ যদি যজুষ্ঠো যজুর্নির্মিতঃ রিষ্যেৎ, ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহ্বাৎ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর যদি যজুঃ হইতে অর্থাৎ যজুর প্রয়োগের দোষে কোনরূপ অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে ‘ভুবঃ স্বাহা’ এই মন্ত্র দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিবে ॥ ৫ ॥

অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ, স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহ্বাৎ।  
সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীৰ্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞশ্চ বিরিক্টং  
সন্দধাতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—আর যদি সাম হইতে অর্থাৎ সাম প্রয়োগের দোষে কোনরূপ ক্ষত হয়, তাহা হইলে ‘স্বঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিবে। সাম প্রয়োগের দোষে যজ্ঞের যে অঙ্গহানি ঘটে, সামেরই রস ও সামেরই বীৰ্য্য দ্বারা সেই অঙ্গহীনতা দোষ সমাহিত অর্থাৎ শোধিত হয় ॥ ৬ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—তথা সামনিমিত্তে রেবে স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহ্বাৎ।  
তথা পূর্ববদ্যজ্ঞঃ সন্দধাতি। ব্রহ্মনিমিত্তে তু রেবে ত্রিষগ্নিষু তিস্ততির্ক্যাহতিজিহ্বাৎ  
ত্রয়া হি বিজ্ঞায়াঃ স রেবঃ। “অথ কেন ব্রহ্মহমিতি? অনয়েব ত্রয়া বিজ্ঞা” ইতি শ্রুতং।  
আয়াস্তরং বা যুগ্যং ব্রহ্মনিমিত্তে রেবে ॥ ৬ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেইরূপ সামনিমিত্ত অর্থাৎ সামবেদোক্ত  
ব্রহ্মাণ্ডের দোষে যজ্ঞের অঙ্গহানি হইলে ‘স্বঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিতে  
বাহতি দিবে। এইরূপ করিলে পূর্বের ত্রায় যজ্ঞের অঙ্গহীনতা জ্ঞাত দোষের  
সম্পাদন হয়। কিন্তু ব্রহ্মার দোষে অর্থাৎ অনভিজ্ঞতা বা অনবধানতা-জনিত  
বর্তমানে বিঘ্নের ক্রটি হইলে যে ক্ষত বা অঙ্গহীনতা হয়, তাহাতে গার্হপত্য প্রভৃতি  
কিছু অগ্নিতেই তিনটি ব্যাহতি দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে; কারণ, ব্রহ্মার  
দোষে যে ক্ষত বা অঙ্গহানি হয়, তাহা ত্রয়ীবিচারই অর্থাৎ বেদত্রয়েরই দোষ, কারণ,  
ঋতি আছে, “কিসের দ্বারা ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব হয়?” উত্তরে বলিয়াছেন, “এই ত্রয়ী-  
বিচারই”। অথবা ব্রহ্মার নিমিত্ত যে ক্ষত উপস্থিত হয়, তাহা পূরণের নিমিত্ত  
বাহতি হোমের সদৃশ অল্প প্রকার যুক্তিরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন ॥ ৬ ॥

তদ্বৎ লবণেন স্তবর্ণং সন্দধ্যাৎ, স্তবর্ণেন রজতং, রজতেন  
ত্ৰপু, ত্ৰপুণা সীসং, সীসেন লোহং, লোহেন দারু, দারু  
চৰ্ম্মণা— ৭ ॥

**অনুবাদ।**—যেমন লবণ অর্থাৎ টঙ্গণক্ষার অর্থাৎ সোহাগা দ্বারা স্বর্ণকে  
সংযোজিত করা যায়, স্বর্ণ দ্বারা রৌপ্য, রৌপ্য দ্বারা ত্ৰপু অর্থাৎ রক্ত বা  
রাঙ, ত্ৰপু দ্বারা সীসা, সীসা দ্বারা লৌহ, লৌহ দ্বারা কাষ্ঠ, এবং চর্ম্ম দ্বারাও কাষ্ঠকে  
সংযোজিত করা যায়— ৭ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ড-ভাষ্যানুবাদ।**—তদ্বৎ লবণেন স্তবর্ণং সন্দধ্যাৎ, ক্ষারেণ টঙ্গণাদিনা,  
যে ইহকর হি তৎ। স্তবর্ণেন রজতমশক্যসন্ধানং সন্দধ্যাৎ। রজতেন তথা ত্ৰপু, ত্ৰপুণা  
ইদং, সীসেন লোহং, লোহেন দারু, দারু চৰ্ম্মণা চৰ্ম্মবন্ধনেন— ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যেমন লবণ অর্থাৎ টঙ্গণক্ষার অর্থাৎ  
সোহাগার সহযোগে স্বর্ণকে সন্ধিত অর্থাৎ যোড়া দেওয়া যায়, টঙ্গণ যে খর অর্থাৎ  
কর্কশ বস্তুর যুক্ততা সম্পাদন করে, ইহা সর্বলোকপ্রসিদ্ধ। সকলেই ইহা  
জানেন যে—স্বর্ণের সহিত কোন বস্তুকে মিশ্রিত করিতে হইলে অর্থাৎ খাদ  
মিশ্রিত হইলে সোহাগার সহযোগে স্বর্ণকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইয়া পরে  
ইহা সহিত যে কোন ধাতুকে দ্রবীভূত করিয়া মিশাইলে উহা এক হইয়া একটি  
বস্তু বস্তুরূপে পরিণত হইয়া যায়, এইরূপ প্রয়োগের ক্রটিতে কোনরূপ অঙ্গহানি  
হয়। যে রৌপ্যকে সহজে সংযোজিত করা যায় না অর্থাৎ যোড়া লাগান যায় না,  
তখন রৌপ্যও স্বর্ণসহযোগে সংযোজিত করা যায়। এইরূপ রৌপ্য দ্বারা ত্ৰপু বা রাঙ,



ত্ৰপু দ্বারা সীমা, সীমা দ্বারা লোহ, লোহ দ্বারা কাষ্ঠকে এবং চৰ্ম্মবন্ধনের দ্বারা কাষ্ঠকে সংযোজিত করা যায়— ৭ ॥

এবমেবাং লোকানাম্, আসাং দেবতানাম্, অস্ত্রাজ্ঞয়া বিভায়া বীৰ্য্যেণ যজ্ঞস্তা বিরিষ্টং সন্দধাতি, ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—এইরূপ অর্থাৎ লবণাদি দ্বারা স্বর্ণাদি সংযোজনের ত্রাধ পৃথিবী প্রভৃতি এই লোকসমূহের, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসমূহের ও ত্রয়ীবিভার বীৰ্য্য অর্থাৎ শক্তিস্বরূপ উক্ত ব্যাহতিত্রয় দ্বারা যজ্ঞের ক্ষত বা অঙ্গহানির সংশোধন হয়। যে যজ্ঞে ব্যাহতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মা হন, সে যজ্ঞ নিকটই সূচিকিংসকের দ্বারা চিকিৎসিত রোগী যেমন আশু প্রতীকার লাভ করে, সেইরূপ প্রতীকার লাভ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

**শাক্তব্রহ্মানুবাদ ।**—এবমেবাং লোকানাম্, আসাং দেবতানাম্, অস্ত্রাজ্ঞয়া বিভায়া বীৰ্য্যেণ রসাথ্যেনোজসা যজ্ঞস্তা বিরিষ্টং সন্দধাতি। ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞ। রোগার্ঘ ইব পুমাংসিকিংসকেন সুশিক্ষিতেনৈষ যজ্ঞো ভবতি। কোহসৌ? যত্র যস্মৈ যজ্ঞে এবাবিৎ যথোক্তব্যাহতিহোমপ্রায়শ্চিত্তবিদ্ ব্রহ্মা ঋত্বিগু ভবতি স যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ৮।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—এইরূপ অর্থাৎ লবণাদি দ্বারা স্বর্ণাদি-সংযোজনের ত্রাধ পৃথিবী প্রভৃতি লোকত্রয়ের, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাত্রয়ের ও এই ত্রয়ীবিভার অর্থাৎ বেদত্রয়ের বীৰ্য্য অর্থাৎ রস বা সারসংজ্ঞক ওজ বা শক্তি দ্বারা যজ্ঞের যে অঙ্গহীনতা, তাহার সমাধান হয় অর্থাৎ দোষের প্রতীকার সাধিত হয়। এই যজ্ঞও নিশ্চয়ই ভেষজকৃত অর্থাৎ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের চিকিৎসায় প্রতীকার প্রাপ্ত হয়, এই যজ্ঞও সেইরূপ প্রতীকার প্রাপ্ত হয়। এ স্থানে প্রশ্ন করিতেছেন, কোন্ যজ্ঞ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, যে যজ্ঞ পূর্বোক্ত ব্যাহতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মা ঋত্বিক্ অর্থাৎ পৌরোহিত্যে ব্রতী হন, সেই যজ্ঞ। ভাবার্থ এই যে—যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি রোগী, হোত্রাদি সুশিক্ষিত চিকিৎসক এবং “ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ” এই ত্রিবিধ ব্যাহতি ঔষধস্বরূপ। সূচিকিংসক যে রূপ ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা রোগ দূর করিয়া রোগীর আরোগ্য-বিধান করেন, তজ্জপ ঋত্বিক্ সকলও ব্যাহতি মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞদোষ দূর করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। যে যজ্ঞে যথোক্ত ব্যাহতিহোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত ঋত্বিক্ উপস্থিত থাকেন, সেই যজ্ঞই সম্যক পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥



এষ হ বা উদকপ্রবণো যজ্ঞঃ, যত্রৈবংবিদ ব্রহ্মা ভবতি ।  
এবংবিদ হ বা এষা ব্রহ্মাণমনুগাথা—যতো যত আবর্ততে  
তত্তদাচ্ছতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—এই যজ্ঞই উদকপ্রবণ অর্থাৎ উত্তরদিকে নিম্ন অর্থাৎ  
উত্তরায়ণমার্গে গতির হেতুস্বরূপ হয়,—যে যজ্ঞে উক্তরূপ অভিজ্ঞ ব্রহ্মা পৌরোহিত্যে  
ব্রতী হন। উক্ত প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মার  
সম্মুখে একটি গাথা অর্থাৎ প্রশংসাবাক্য আছে যে, যে যে স্থানে যজ্ঞের অঙ্গ-  
হীনতা ঘটে, সেই সেই স্থানেই তিনি গমন করেন অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত  
দ্বারা সেই অঙ্গহীনতাদোষের প্রতীকার করিয়া সেই যজ্ঞকে সম্পূর্ণ করেন ॥ ৯ ॥

শাক্তব্রহ্মানুবাদ।—কিঞ্চ, এষ হ বৈ উদকপ্রবণ উদঙ্ নিম্নো দক্ষিণোচ্ছ্রায়ো যজ্ঞো  
লভি, উত্তরমার্গপ্রতিপত্তিহেতুরিত্যর্থঃ । যত্রৈবংবিদ ব্রহ্মা ভবতি । এবংবিদ হ বৈ ব্রহ্মাণ-  
মুগাথা প্রভেদা অনুগাথা ব্রহ্মণঃ স্তুতিপরা, যতো যত আবর্ততে কস্মৈ প্রদেশাৎ ঋত্বিজাং যজ্ঞঃ  
যতীতবু, তত্তদাচ্ছতি ক্ষতরূপং প্রতিসন্দেহং প্রায়শ্চিত্তেন গচ্ছতি পরিপালয়তীত্যেতৎ ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—আর দেখ, যে যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত হোম-  
কিয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মা হন, সেই যজ্ঞই উদকপ্রবণ অর্থাৎ উত্তরদিকে নিম্ন ও  
দক্ষিণদিকে উন্নত হয় অর্থাৎ উত্তরায়ণমার্গে গমনের হেতুস্বরূপ হয়। তাৎপর্য্য  
এই যে—যে যজ্ঞে উক্তরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মাপদে বৃত্ত হন, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা  
কোনোভাবে যোগ্য বলিয়া অর্চিরাদিমার্গে গমন করিতে পারেন। এইরূপ অভিজ্ঞ  
ব্যক্তি ঋত্বিকে উপলক্ষ করিয়া অর্থাৎ ঋত্বিক্ সম্বন্ধে একটি গাথা অর্থাৎ প্রশংসা-  
স্বক বাক্য আছে, যে যে স্থানে কস্মিটি আবর্তিত হয় অর্থাৎ ঋত্বিক্গণের  
অসজ্জিততা বা অনবধানতা জন্ম যজ্ঞের যে যে স্থানে ক্ষত বা অঙ্গহানি হয়,  
সেই সেই স্থানেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যজ্ঞের অঙ্গহীনতা দোষের সমাধান করিয়া  
যজ্ঞকে ব্রহ্মা করেন অর্থাৎ নির্দোষভাবে যজ্ঞ কার্য্যটি সমাধা করিয়া দেন ॥ ৯ ॥

মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ কুরানশ্বাহভিরক্ষতি, এবংবিদ্ধ বৈ  
ব্রহ্মা যজ্ঞঃ যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোহভিরক্ষতি, তস্মাদেবং-  
মিসব ব্রহ্মাণং কুব্বীত, নানৈবংবিদং নানৈবংবিদম্ ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকস্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—মৌনাবলম্বী উক্তরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই একমাত্র অর্থাৎ



প্রধান ঋত্বিক্ । ঘোটকী যেমন কুরুদিগকে অর্থাৎ নিজের পৃষ্ঠে আরুঢ় যোদ্ধাবর্গের রক্ষা করে, উক্তরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাও তেমনই যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও অন্ত্র সমস্ত ঋত্বিকগণকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, অতএব উক্তবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই ব্রহ্মার পদে নিযুক্ত করিবে, উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নহে, উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নহে ॥ ১০ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্ষরভাষ্যম্**।—মানবো ব্রহ্মা, মৌনাচরণান্ননান্না জ্ঞানবৎ; অত্র ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ কুরুন্ কর্তৃনৃ। যোদ্ধূন্ আরুঢ়ান্ অশ্বা বড়বা যথাহভিরক্ষতি, একমি হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞঃ যজ্ঞমানঃ সর্বাংশ্চ ঋত্বিজোহভিরক্ষতি, তৎকৃতদোষাপনয়নাং। অত্র এবং-বিশিষ্টো ব্রহ্মা বিদ্বান্, তন্মাদেবাবিদমেব যথোক্তব্যাহৃত্যাদিবিদং ব্রহ্মাণং কুর্য্যতে। নান্দেবাবিদং কদাচনতি। দ্বিরভ্যাসোহধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদগোবিল্লভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতা ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—মৌনাবলম্বন করেন বলিয়া অর্থাৎ মননশীল অর্থাৎ ব্রহ্মে মনঃসমাধান করেন বলিয়া জ্ঞানাতিশয়া হেতু ব্রহ্মাকে মানব-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। মানব অর্থাৎ মৌনীয় অথবা মননশীল জ্ঞানী ব্রহ্মা, এজন্ত ব্রহ্মাই একমাত্র অর্থাৎ মুখ্য ঋত্বিক্। কুরু অর্থাৎ কর্তা অর্থাৎ কৃত-কর্তা। ঘোটকী যেমন নিজের পৃষ্ঠে আরুঢ় যোদ্ধাপুরুষগণকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করে, ঐরূপ প্রকার অভিজ্ঞ ব্রহ্মাও সেইরূপ যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও অপর সমস্ত ঋত্বিকগণকে তাঁহাদিগের দ্বারা কৃত যজ্ঞের দোষসমূহকে দূরীভূত করিয়া সর্বপ্রকারে রক্ষা করেন। যে হেতু ব্রহ্মার এইরূপ বিশিষ্ট অর্থাৎ অসাধারণ বিদ্বান্ হওয়া আবশ্যিক, সেই জন্তই যথোক্ত ব্যাহতিহোমাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই ব্রহ্মার পদে বরণ করিবে। উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনই ব্রহ্মার পদে নিযুক্ত করিবে না। “নান্দেবাবিদং নান্দেবাবিদম্” এই যে দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে, ইহা অধ্যায়-সমাপ্তির স্মৃতি করিতেছে ॥ ১০ ॥

চতুর্থপ্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

চতুর্থপ্রপাঠক সমাপ্ত ।



## পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ

### প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ৩ ॥ যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি । প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন । প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

শাক্তভাষ্যম্ ।— ৩ । সগুণব্রহ্মবিজ্ঞান উত্তর্য গতিরুক্ত । অথেনানীং পঞ্চমধ্যমে পঞ্চাশ্চবিদো গৃহস্থশ্চ, উর্দ্ধরেতসাঞ্চ, শ্রদ্ধালুনাং বিভাস্তরশীলিনাঃ তামেব দ্বিতীয়ভাজা দক্ষিণদিক্‌সংস্থানী কেবলকর্মিণাং ধূমাদিলক্ষণা পুনরাবৃত্তিরূপা, তৃতীয়া চ তদ্বৎ কঠোর্য সঙ্গারগতিরৈবৈরাগ্যহেতোর্বক্তব্যোত্তর্যভ্যভ্যতে । প্রাণঃ শ্রেষ্ঠো বাগাদিত্যঃ, প্রাণো বাব সংবর্গ ইত্যাদি চ বহুশোহতীতে গ্রন্থে প্রাণগ্রহণং কৃতম্ । স কথং শ্রেষ্ঠো বসন্তি সর্গঃ সংহতকারিত্বাবিশেষে ? কথঞ্চ তন্ত্রোপাসনম্ ? ইতি তন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণবিধিং-ন্যা ইদমন্তর্যভ্যভ্যতে । যো হ বৈ কশ্চিৎ জ্যেষ্ঠঞ্চ প্রথমং বয়সা, শ্রেষ্ঠঞ্চ গুণৈরভ্যধিকং বে, স জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি । ফলেন পুরুষঃ প্রলোভ্যভিমুখীকৃত্যাহ, প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ বয়সা বাগাদিত্যঃ ; গর্ভস্থে হি পুরুষে প্রাণশ্চ বৃত্তিকারিণাং পূর্বং ব্রহ্মবিদা ভবতি, বয়স গর্ভো বিবর্ধতে । চক্ষুরাদিস্থানাবয়বনিষ্পত্তৌ সত্যং পশ্চাদ্বাগা-নিনা বুদ্ধিলাভ ইতি প্রাণো জ্যেষ্ঠো বয়সা ভবতি । শ্রেষ্ঠত্বন্ত প্রতিপাদয়িত্বাতি “সুহয়ঃ” ইত্যদি নির্ধনেন ; অতঃ প্রাণ এব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চাস্মিন্ কার্য্যকরণসম্বন্ধাৎ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলস্বরূপ উত্তরায়ণ সর্গ গমনের বিষয় বলা হইয়াছে । সম্প্রতি এই পঞ্চম প্রপাঠকে পঞ্চাশ্চবিদার দ্বিতীয়, উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীদিগের, এবং শ্রদ্ধার সহিত বাহার্য পঞ্চাশ্চবিজ্ঞান কঠোর অত্র বিজ্ঞান আরাধনা করেন, তাঁহাদিগেরও অর্চিরাতিমার্গে গমনরূপ ইয়াগপতির বিষয় পুনরুল্লেখ করিয়া, বাহার্য জ্ঞানের অনুশীলন না করিয়া কেবল কর্মই অগ্রহণ করেন, সেই সকল কর্মাদিগের পুনরাবৃত্তিরূপ অর্থাৎ যে মার্গে চল করিলে সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়, সেই ধূমাদি মার্গে সত্যক দক্ষিণায়ন গতি এবং লোকের চিত্তে বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত তাহা অর্থাৎ ক্রেশকর তৃতীয়া অর্থাৎ উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন গতি অপেক্ষা তৃতীয়া অর্থাৎ ক্রেশকর তৃতীয়া প্রয়োজন, এ অত্র এই খণ্ডে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিতেছেন ।



ইত্যাদিরূপে অনেকবারই প্রাণশব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই প্রাণ বস্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াই কার্য্য করে, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠই বা কি করিয়া হইল? আর কেনই বা তাহার উপাসনা করা কর্তব্য? এই প্রশ্ন সমাধানের নিমিত্ত তাহার শ্রেষ্ঠত্বাদিশুণ বলায় অভিপ্রায়ের পরবর্তী এই অধ্যায় অর্থাৎ পঞ্চম প্রপাঠক আরম্ভ করিতেছেন। যে কোন ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ বয়সে প্রথম অর্থাৎ বড় ও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অত্মাপেক্ষা ঔপাসিক পদার্থকে জানেন, তিনি নিজেও নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। এইরূপে বয়স অর্থাৎ জ্যেষ্ঠজ্ঞানের ফলের উল্লেখ দ্বারা পুরুষকে প্রলুব্ধ অর্থাৎ জ্ঞানলাভের দিকে আকৃষ্ট করিয়া বলিতেছেন, বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা প্রাণই বয়সে জ্যেষ্ঠ, কারণ, পুরুষ যখন গর্ভে অবস্থান করে, তখন বাগিন্দ্রিয়াদির বৃত্তিলাভের পূর্বেই প্রাণের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপারই আশ্রয় লাভ করে অর্থাৎ ক্ষুধা প্রাপ্ত হয়, যে বৃত্তি দ্বারা গর্ভে শিশু প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ অবয়বসমূহ প্রকাশ হওয়ার পর বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি লাভ হয় অর্থাৎ তাহাদের কার্য্যকারিতা শক্তি ক্ষুধা পায়, এ জন্ত প্রাণই বয়োজ্যেষ্ঠ। পরে "সুহৃৎ" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদন করিবেন; অতএব এই কার্য্য-করণ সম্বন্ধের অর্থাৎ দেহে ইন্দ্রিয়সমষ্টির মধ্যে প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও প্রাণই শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

যো হ বৈ বসিষ্ঠঃ বেদ, বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি। বাখ্যং বসিষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি বসিষ্ঠ অর্থাৎ অস্ত্রের আশ্রয়দাতা অথবা ভূমির ধনবান ব্যক্তিকে জানেন অর্থাৎ তাঁহার সেবাদি করেন, তিনি নিজেও স্ব অর্থাৎ জাতিগণের বসিষ্ঠ অর্থাৎ ভরণপোষণকারী আশ্রয়স্বরূপ হন। বাক্যই বসিষ্ঠ অর্থাৎ বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—যো হ বৈ বসিষ্ঠঃ বসিষ্ঠতমম্ আচ্ছাদয়িত্বম বহুমত্তম বা যো বেদ, স তথৈব বসিষ্ঠো হ ভবতি স্বানাং জাতীনাম্। কন্তুর্হি বসিষ্ঠঃ? ইত্যাহ, বাখ্যং বসিষ্ঠঃ, বাগ্নিনো হি পুরুষা বসন্তি অভিভবন্ত্যাত্মান বহুমত্তমাংশ্চ, অতো বাগ বসিষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে ব্যক্তি বসিষ্ঠ অর্থাৎ অস্ত্রের আশ্রয়দাতা বা আশ্রয়স্থল, আচ্ছাদয়িতা অর্থাৎ বস্ত্রাদি আচ্ছাদনদাতা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়দাতা অথবা বসিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিকে জানেন অর্থাৎ তাঁহার আরাধনা করেন, তিনি নিজেও সেইরূপ স্ব অর্থাৎ জাতিসমূহের বসিষ্ঠ অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়দাতা হন। ঐ বসিষ্ঠ কে? উত্তরে বলিতেছেন, বাক্যই বসিষ্ঠ, কারণ,



প্রথম: ৭৩:]

বাগ্মী পুরুষগণই বাস করেন অর্থাৎ বাক্যপ্রভাবে অত্মকে অভিভূত করেন ও জ্ঞাপেক্ষা প্রভূত ধনশালী হন, এই জ্ঞত্বই বাকুই বসিষ্ঠ। ভাবার্থ এই যে— তিনি ঐশ্বর্যকে অবগত আছেন, জ্ঞাতিবৃন্দের মধ্যে তিনিই প্রধান হইয়া থাকেন এবং বাগ্মী দ্বারা সকলকে অভিভূত করিতে সমর্থ হন, যে হেতু, বাগ্মী ব্যক্তিরাই সকলের প্রধান হইয়া থাকেন, অত্মকে অভিভূত করিতে পারেন ও প্রধান ধনী হন ॥ ২ ॥

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ. প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকে-  
হ্মস্মিংশ্চ। চক্ষুর্বাণ প্রতিষ্ঠা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি নিজেও ইহলোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যশঃ, খ্যাতি ইত্যাদি লাভ করিতে পারেন। চক্ষুই সেই প্রতিষ্ঠা ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্।—যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ স চাস্মিন্ লোকেহ্মস্মিংশ্চ  
পূর্যতি প্রতিষ্ঠিত ইহ। কা তর্হি প্রতিষ্ঠা? ইত্যাহ, চক্ষুর্বাণ প্রতিষ্ঠা; চক্ষুর্বাণি পশুন্ সমে  
দৃষ্টং প্রতিষ্ঠিতং যস্মাৎ, ততঃ প্রতিষ্ঠা চক্ষুঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাকে জানেন,  
তিনি ইহলোকে ও পরলোকেও প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ অনপনয় যশঃ, খ্যাতি ইত্যাদি  
লাভ করেন। সেই প্রতিষ্ঠা বস্তুটি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, চক্ষুই সেই  
প্রতিষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারণ, লোকে চক্ষু দ্বারাই দর্শন করিয়া সমান ও দূর্গ  
কর্তব্য বিষয় স্থানে অথবা সহজসাধ্য ও কষ্টসাধ্য বিষয়ে অবস্থিত হয় অর্থাৎ যে  
স্থানে বা যে বিষয়ে বেক্রপভাবে অবস্থিত হইলে কোনরূপ অনিষ্ট-সম্ভাবনা না থাকে,  
সুদূর দর্শন করিয়াই সেইরূপভাবে প্রস্তুত হয়, এই জ্ঞত্বই চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ॥ ৩ ॥

যো হ বৈ সম্পদং বেদ, সৎহাস্মৈ কামাঃ পশ্যন্তে দৈবাশ্চ  
মান্বশ্চ। শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি সম্পৎকে জানেন, দৈব অর্থাৎ স্বর্গীয় ও মানুষ  
কর্তব্য বহুসংখ্যক পার্থিব সমস্ত কাম্য বস্তু তাঁহার উদ্দেশে অর্থাৎ তাঁহার নিকট  
উপস্থিত হয়। শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ই সেই সম্পৎ ॥ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্।—যো হ বৈ সম্পদং বেদ, তস্মৈ অস্মৈ দৈবাশ্চ মান্বশ্চ  
সম্পদন্তে ইহ। কা তর্হি সম্পৎ? ইত্যাহ—শ্রোত্রং বাব সম্পৎ; যস্মাচ্ছ্রোত্রেণ বেদা  
নাম উপধিক্তানক, ততঃ কর্তব্যানি ক্রিয়ন্তে, ততঃ কামসম্পদিত্যেব কামসম্পদেত্বাৎ  
সম্পৎ বাব সম্পৎ ॥ ৪ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে ব্যক্তি সম্পৎকে জানেন, সেই মানুষ অর্থাৎ স্বর্গীয় ও পার্থিব কামসমূহ অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুসমূহ সেই এই ব্যক্তি উদ্দেশে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ আপনা হইতেই তাঁহার নিকট আগমন করে। অতঃপর হইলে সেই সম্পৎ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, শ্রবণেন্দ্রিয় বা কণ্ঠ সেই সম্পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই বেদসমূহ গৃহীত অর্থাৎ শ্রুত হয় এবং ঐ বেদের অর্থবিজ্ঞানও শ্রবণেন্দ্রিয় সাহায্যেই সম্পন্ন হয়, তাহা হইতে কর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত কর্মসমূহ সম্পন্ন করা যায়, এবং তাহা হইতেই কামসম্পৎ হয় অর্থাৎ কাম্য বস্তুসমূহ লাভ হয়, এইরূপে কামসম্পৎ-প্রাপ্তির হেতু বলিয়া শ্রোত্রই “সম্পৎ” রূপে প্রসিদ্ধ ॥ ৪ ॥

যো হ বা আয়তনং বেদ, আয়তনং হ স্থানাং ভবতি । মনো হ বা আয়তনম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি আয়তনকে জানেন, তিনি নিজেও স্ব অর্থাৎ জ্ঞাতিবর্গের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়স্থল হন । মনই সেই প্রসিদ্ধ আয়তন ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—যো হ বৈ আয়তনং বেদ, আয়তনং হ স্থানাং ভবতি আশ্রয়ো ভবতীত্যর্থঃ । কিং তদায়তনম্? ইত্যাহ—মনো হ বা আয়তনম্; ইন্দ্রিয়োপস্থিতানাং বিষয়াণাং ভোক্তৃর্থানাং প্রত্যয়রূপাণাং মন আয়তনমাশ্রয়ঃ; অতো মনো হ বা আয়তনমিত্যুক্তম্ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ আয়তনকে জানে, তিনি নিজেও জ্ঞাতিগণের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ হন । সেই আয়তন কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মনই সেই প্রসিদ্ধ আয়তন; কারণ, ভোক্তা আহার্য ভোগের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ যে সমস্ত বিষয় অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুকে জ্ঞানকারে আহরণ করিয়া আনে, মনই তাহাদের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়, মনই যে সমস্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রবৃত্তি দেয় ও তাহাদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে বিচার করে, এ জন্ত মনই সেই প্রসিদ্ধ আয়তন বলিয়া অভিহিত হয়; অর্থাৎ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎ উপস্থিত দ্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু নেত্রাদির অসম্বন্ধিত দ্রব্য ধারণেও মনের সামর্থ্য আছে, এই জন্ত মনই সকলের আয়তন ॥ ৫ ॥

অথ হ প্রাণা অহং-শ্রেয়সি ব্যুদিরে, অহং শ্রেয়ানস্ম্যহং শ্রেয়ানস্মীতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—অনুবোধ আধ্যাত্মিক। আরম্ভ করিতেছেন—বাগাদি



প্রাণঃ ৭৩ঃ]

ইন্দ্রিয়সকল নিজেদের প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত “আমিই শ্রেষ্ঠ আমিই শ্রেষ্ঠ” বলিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিল ॥ ৬ ॥

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—অথ হ প্রাণা এবং যথোক্তগুণাঃ সন্তোহহং-শ্রেয়সি অহং  
প্রয়ানম্যহং শ্রেয়ানস্মীতি এতস্মিন্ প্রয়োজনে ব্যুদ্বিগ্নে নানা বিরুদ্ধাধোদিগে উক্তবস্ত্তঃ ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এ স্থানে ‘অথ’ শব্দটি আরম্ভার্থক অর্থাৎ  
পূর্বোক্ত বস্তুদিগে গুণ সকল মুখ্য-প্রাণগামী, বাক্, নেত্র, কণ ইত্যাদি প্রত্যেক  
প্রাণ বা ইন্দ্রিয়ে বর্তমান থাকে না, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়ে অত্র একটি আখ্যা-  
রিকা আরম্ভ করা হইতেছে। প্রসিদ্ধ প্রাণ অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ পূর্বোক্ত  
অর্থাৎ বস্তুদিগে গুণসম্পন্ন হইয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত “আমিই  
সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমিই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ” এইরূপ বলিয়া পরস্পর  
বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিল অর্থাৎ নানা প্রকার বিরুদ্ধ বাক্য বলিতে আরম্ভ  
করিয়াছিল ॥ ৬ ॥

তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ, ভগবন্! কো  
নঃ শ্রেষ্ঠঃ? ইতি। তান্ হোবাচ, যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং  
পাপিষ্ঠতরমিবা দৃশ্যেত, স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—উক্তরূপে বিবদমান প্রাণসকল পিতা প্রজাপতির নিকট  
আগমন করিয়া বলিয়াছিল, হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? প্রজাপতি  
তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া  
যেই এই দেহকে অতিশয় পাপিষ্ঠের আয় দেখাইবে অর্থাৎ একেবারেই অল্পশ্রু  
হইবে, সেই তোমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—তে হ তে হৈবং বিবদমানা আত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্ববিজ্ঞানায়  
প্রজাপতিং পিতরং জনয়িতারং কথিমেত্যোচুঃকৃতবস্ত্তঃ,—হে ভগবন্! কো নোহস্মাকং  
অঃ শ্রেষ্ঠত্বভাবিকো গুণৈরিত্যেবং পৃষ্ঠবস্ত্তঃ। তান্ পিতোবাচ হ—যস্মিন্ বো যুস্মাকং  
অঃ উৎক্রান্তে শরীরমিদং পাপিষ্ঠমিবাতিশয়েন জীবতোহপি সমুৎক্রান্তপ্রাণং ততোহপি  
পাপিষ্ঠতরমিবাতিশয়েন দৃশ্যেত কুণপমস্পৃশ্যমণ্ডলি দৃশ্যেত, স বো যুস্মাকং শ্রেষ্ঠ ইত্যবোচৎ  
তরা হত্বং পরিজিহীষুঃ ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উক্তরূপে পরস্পর বিবাদকারী প্রাণ-  
সকল নিজেদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবার নিমিত্ত পিতা প্রজাপতি অর্থাৎ  
ইন্দ্র অথবা কল্পপাদির মধ্যে কোনও এক জনকের সমীপে আগমন করিয়া  
বলিয়াছিল, হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অধিক গুণবান?



ইহাই প্রশ্ন করিয়াছিল। পিতা প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যে দেহ হইতে নির্গত হইয়া গেলে এই দেহ জীবদবস্থাতেও যেন অতিশয় পাপিষ্ঠের ত্রায়, আর প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পাপিষ্ঠ অর্থাৎ অন্তি অস্পৃশ্য শবের ত্রায় দৃষ্ট হয়, তোমাদিগের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। প্রবক্তা ঐ সকল প্রাণ যেন হুঃখিত না হয়, এই ভয়ে তাহাদের হুঃখ-পরিহারেজু হইয়া কাকু বাক্যের দ্বারা ঐ বাক্য বলিয়াছিলেন অর্থাৎ মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ, স্পষ্টভাবে এই সত্য কথা বলিলে অল্প প্রাণসমূহ পাছে মনে কষ্ট পায়, এই ভয়ে কাকু স্বয়ং অর্থাৎ কণ্ঠস্বরকে একরূপ বিকৃত করিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। কাকু শব্দে অর্থ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বনিকে একরূপ ভঙ্গীর সহিত বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা। প্রজাপতি সর্বজ্ঞ, উহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা তাঁহার অবিদিত নহে, এই জন্যই একরূপ বিকৃত টোনে তিনি ইহাই বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে প্রাণই অর্থাৎ মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ। ভাব এই যে—সর্বজ্ঞ প্রজাপতি প্রাণের প্রাধান্য অবগত থাকিয়াও সেরূপ বাক্য বলিলে বাগাদির ক্লেশ বোধ হইবে, এই জ্ঞানে স্পষ্ট না বলিয়া স্বরভঙ্গী প্রকাশ করত প্রকারান্তরে প্রাণেরই প্রাধান্য জানাইলেন ॥ ৭ ॥

সা হ বাণ্ডচ্চক্রাম, সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যোত্যোবাচ, কথমশকতর্থে মজ্জাবিতুমিতি? যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণুন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর প্রসিদ্ধ বাগিজিয় দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সে এক বৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? ইন্দ্রিয়সমূহ বলিয়াছিল, কলা অর্থাৎ মুক ব্যক্তি (বোবা) কথা না বলিয়াও প্রাণের সাহায্যে জীবিত থাকিয়া অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ও মনের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে যেমন জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপ ছিলাম। এই কথা শুনিয়া বাগিজিয় পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—তথোক্তে বাগিজি প্রাণেষু সা হ বাণ্ডচ্চক্রামোক্তবতী। সা চোক্তম্য সংবৎসরমাত্রং প্রোষ্য স্বব্যাপারান্নিবৃত্তা সত্যী পুনঃ পর্য্যোত্যেতরান্ প্রাণান্ বাচ—কথং কেন প্রকারেণ অশকত শক্তবন্তো যুয়ং মদৃতে মাং বিনা জীবিতুং ধারয়িতুমারম্—মিতি? তে হোচুঃ—যথা কলা ইত্যাদি। কলা মুকা যথা লোকেহবদন্তো বাচা জীবতি।



প্রথম: ৭৬:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৬৭

কথা? প্রাণেন, পশুস্তচ্ছুবা, শৃগন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তো মনসা, এবং  
কর্ষকশ্চোটা কুর্ষন্তঃ ইত্যর্থঃ, এবং বয়মজীবিত্বম্ভ্যর্থঃ। আত্মনোহিশ্রেষ্ঠতাং প্রাণেশু  
বুধ্য এবিবেশ হ বাক্, পুনঃ স্বব্যাপারে প্রবৃত্তা বভূবেত্যর্থঃ। ৮।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পিতা প্রজাপতি ঐক্লপ বলিলে পর  
প্রাণসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ সেই বাগিজিয় দেহ হইতে নির্গত হইয়া গিয়াছিল। সে  
নির্গত হইয়া এক বৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া অর্থাৎ নিজের কর্তব্য ব্যাপার—  
কথা বলা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া বৎসরান্তে পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া চক্ষুরাদি অস্ত্রা  
ইন্দ্রিয়সমূহকে বলিয়াছিল, আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে অর্থাৎ  
নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা সকলে বলিয়াছিল, কল  
কর্ষণ বাগিজিয়ের ব্যাপারশূন্য বা কথা বলিতে অসমর্থ মুক ব্যক্তিগণ (বোবা)  
কেন কথা না বলিয়াও জীবিত থাকে, কিরূপে জীবিত থাকে? না, প্রাণের দ্বারা  
নির্মিত-প্রাণাদি ব্যাপার সম্পাদন করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, কর্ণ দ্বারা  
শ্রবণ করিয়া ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া, এইরূপে বাগিজিয়ের কার্য্য ব্যতীতও  
অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপেই  
জীবিত ছিলাম। অনন্তর বাগিজিয় প্রাণসমূহের মধ্যে নিজের অশ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ  
দীনতা বা অকিঞ্চিংকারিতা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল  
অর্থাৎ নিজের কার্য্য বাক্যোচ্চারণবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সরলার্থ—অগ্রে বাক্য  
মন করিল, আমি শরীর বিসর্জন করিলেই দেহ মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য হইবে,  
কারণও কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এই ভাবিয়া বাক্য নিজ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত  
হইল, সর্ব্বসময় এই প্রকারে স্বব্যাপারে নিবৃত্ত থাকিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন  
সহ প্রাণাদিকে বলিয়াছিল, তোমরা আমার অবিদ্যমানে কি প্রকারে জীবিত  
ছিলে? তখন প্রাণাদিরা উত্তর দিল, তুমি না থাকিলেই যে দেহ মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য  
হইবে, তাহা বিবেচনা করিও না। তোমার অবিদ্যমানেও দেহ স্বচ্ছন্দরূপে  
জীবিত ছিল। মুক ব্যক্তি যেরূপ কথা কহিতে পারে না, কিন্তু তথাপি জীবিত  
জীবিত পারে, মুকের বাক্যশক্তির অভাব হইলেও প্রাণবায়ু বহিতে থাকে, নেত্র  
দর্শন করিতে পারে, শ্রোত্র দ্বারা শুনিতে পায়, মন দ্বারা চিন্তা করিতে পারে,  
মন বাক্য অবগত হইল, আমার অভাবেও দেহের কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহার  
কর্ম্ম কিয়দূর চলিতেছে, এই জ্ঞানে আপনি যে সকলের প্রধান নয়, তাহা  
বিস্ময় পাইল এবং দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনরায় স্বকর্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত  
হইল। ৮।



চক্ষুর্হৌচক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যোত্যোবাচ,  
কথমশকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি ? যথাহন্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ  
প্রাণেন, বদন্তো বাচা, শৃণুন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি।  
প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর প্রসিদ্ধ চক্ষুও বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। সে  
সংবৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া সংবৎসরান্তে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অত্র  
প্রাণসমূহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত  
থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে ? তাহারা উত্তর করিয়াছিল, যেমন অন্ধ ব্যক্তি  
কিছু দেখিতে না পাইলেও প্রাণের দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য্য, বাক্য দ্বারা  
উচ্চারণ, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ  
আমরাও জীবিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া চক্ষুঃ পুনরায় স্বস্থানে প্রবেশ  
করিয়াছিল ॥ ৯ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—সমানমন্তঃ। চক্ষুর্ই উচক্রাম ॥ ৯ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর চক্ষুও বহির্গত হইয়া গেল।  
অত্রাত্ম অংশের ব্যাখ্যা ৮ম শ্রুতির অনুরূপ, অর্থাৎ নেত্র ভাবিল, আমি শরীর  
বিসর্জন করিলেই দেহ যতবৎ অকর্শন্য হইয়া পড়িবে, কাহারও কোন ক্ষমতা  
থাকিবে না। ইহা ভাবিয়া নেত্র স্বীয় ব্যাপার দর্শনক্রিয়া হইতে ক্লান্ত হইল।  
সংবৎসর এই প্রকারে নিজ ব্যাপাররূপ দর্শনকার্য্য ত্যাগ করিল, কিন্তু তাহাতে  
কাহারও কিছু ক্ষতি না হওয়ায় নেত্র প্রত্যাগমন পূর্বক প্রাণাদিকে বলিল,  
তোমরা আমার অভাবে কি প্রকারে জীবিত রহিলে ? তখন প্রাণাদিরা  
উত্তর দিল, তুমি না থাকিলেও দেহ স্বচ্ছন্দরূপে বর্তমান আছে। অন্ধ ব্যক্তি  
যেদ্রুপ দর্শন করিতে সমর্থ নহে, তথাপি জীবিত থাকিতে পারে; অন্ধের  
দর্শনশক্তির অভাব হইলেও প্রাণবায়ু বহিতে থাকে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতে  
পায়, বাক্য দ্বারা কথা কহিতে পারে, মন দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকে,  
কিন্তু শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ আমরা সকলেই জীবিত আছি।  
তখন নেত্র বুঝিতে পারিল, আমার অভাবে দেহের কোন ক্ষতি ঘটে  
নাই, তাহার সর্বক্রিয়াই চলিতেছে। এই চিন্তা করিয়া আপনি যে সকলের  
প্রধান নয়, তাহা বুঝিতে পারিল এবং দেহে প্রবেশ পূর্বক স্বকর্তব্য কার্য্যে  
প্রবৃত্ত হইল ॥ ৯ ॥



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৬৯

প্রথমঃ পঞ্চঃ ]

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ,  
কথং শকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি ? যথা বধিরা অশৃণুন্তঃ প্রাণন্তঃ  
প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি ।  
প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।—অনন্তর শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় দেহ হইতে নির্গত হইয়া  
গেল। সেও সংবৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার অবর্তমানে কিরূপে তোমরা জীবিত থাকিতে সমর্থ  
হইয়াছিলে ? তাহারা বলিয়াছিল, বধির ব্যক্তিগণ শ্রবণ করিতে না পারিলেও  
প্রাণের সাহায্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি ব্যাপার, চক্ষু দ্বারা দর্শন ব্যাপার, বাক্য দ্বারা  
ব্যবহার্য্য ব্যাপার ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া যেমন জীবিত থাকে, আমরাও  
যেহেতু জীবিত ছিলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পুনরায় দেহমধ্যে  
প্রবেশ করিয়া নিজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

শাক্তব্রতাস্যাম্ ।—শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম ॥ ১০ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় বহির্গত হইয়া  
গেল। অত্রাত্মাংশের ব্যাখ্যা ৮ম শ্রুতির অনুরূপ, অর্থাৎ কর্ণ মনে করিল, আমি  
যে আশা করিলেই শরীর মৃতবৎ অকর্ষণ্য হইয়া পড়িবে, কাহারও কোন সামর্থ্য  
থাকিলে না। ইহা ভাবিয়া কর্ণ নিজ ব্যাপার শ্রবণক্রিয়া হইতে ক্ষান্ত হইল এবং  
কখনও এই প্রকার স্বীয় ব্যাপার বিসর্জন করিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও  
নিহু কতি হইল না, তদর্শনে কর্ণ প্রত্যাগমন করত প্রাণাদিকে বলিল,  
যেহেতু আমার অভাবে কি প্রকারে জীবিত ছিলে ? তখন প্রাণাদিরা উত্তর  
দি, যদি না থাকিলেই যে দেহ মৃতবৎ অকর্ষণ্য হইবে, তাহা বিবেচনা করিও  
না; তোমার অভাবেও দেহ স্বচ্ছন্দরূপে বর্তমান আছে। বধির ব্যক্তি যেরূপ  
জ্ঞান করিতে পারে না, তথাপি জীবিত থাকিতে পারে, বধিরের শ্রবণশক্তির  
অন্য হইলেও প্রাণবায়ু বহিতে থাকে, বাক্য দ্বারা কথা বলিতে পারে,  
সেই দ্বারা দেখিতে পায়, মন দ্বারা চিন্তা করিতে পারে, সুতরাং শরীরের  
নিহু কতি হইতে পারে না, আমরা সকলেই তদ্রূপ জীবিত আছি। তখন কর্ণ  
বিশেষ পারিল, আমার অভাবে শরীরের কোন ক্ষতি নাই, তাহার সর্ব্বক্রিয়াই  
সিদ্ধ হইবে; ইহা ভাবিয়া আপনি যে সকলের প্রধান নয়, তাহা বুঝিতে পারিল  
অতঃপর প্রবেশপূর্বক নিজ কর্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১০ ॥



মনো হোচ্চক্রাম । তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ,  
কথমশকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি ? যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ  
প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তুচ্চক্ষুষা, শৃণুন্তুঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি ।  
প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—প্রসিদ্ধ মন দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। যে  
এক বৎসরকাল প্রবাসে বাস করিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক অত্যন্ত ইচ্ছাপূর্ণ  
বলিয়াছিল, তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত ছিলে ? তাহারা সকলে  
বলিয়াছিল, বালকগণ যেমন অমনা অর্থাৎ মনোব্যাপাররহিত হইয়াও অর্থাৎ  
কোনরূপ চিন্তা না করিয়াও প্রাণের সাহায্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া সম্পন্ন  
করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়া, বাক্য দ্বারা কথা বলিয়া  
জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপেই জীবিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া মন  
পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ১১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—মনো হোচ্চক্রামেত্যাদি। যথা বালা অমনসঃ অপ্রকমন  
ইত্যর্থঃ । ১১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর মন বহির্গত হইয়া গিয়াছিল  
ইত্যাদি। ‘বালা অমনসঃ’ অর্থাৎ যে সময়ে মনোবৃত্তির স্ফূরণ হয় না, বিশেষ  
কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না, এরূপ শিশুগণ যেমন অপরিমুক্তমন  
হইয়াও। অত্যন্ত অংশের ব্যাধ্যাচম শ্রুতির অনুরূপ; অর্থাৎ মন ভাবিল, আমি  
শরীর বিসর্জন করিলেই দেহ মৃতবৎ অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে  
কাহারও কোন সামর্থ্য থাকিবে না। এই চিন্তা করিয়া মন স্বীয় সমস্ত কার্য  
হইতে ক্ষান্ত হইল এবং সংবৎসর এই প্রকার স্বব্যাপার পরিত্যাগ করিল, কিং  
তাহাতে কাহারও কিছু অনিষ্ট ঘটে নাই। তদর্শনে মন প্রত্যাগমন করিয়া  
প্রাণাদিকে বলিল, তোমরা আমার অবিদ্যমানে কি প্রকারে জীবিত ছিলে।  
তখন প্রাণাদিয়া উত্তর দিল, তুমি না থাকিলেই যে দেহ মৃতবৎ অকর্মণ্য হইয়া  
পড়িবে, তাহা বিবেচনা করিও না, তোমার অবিদ্যমানেও দেহ স্বচ্ছন্দরূপে বিদ্যমান  
আছে। অল্পবুদ্ধি বালক-সকল যেরূপ কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না,  
তথাপি জীবিত থাকিতে পারে, বালকের চিন্তাশক্তির অভাব ঘটিলেও প্রাণ বর্তমান  
থাকে, বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, নেত্র দ্বারা দেখিতে পায়, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ  
করিতে থাকে, সুতরাং শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ আমরা সকলেই  
জীবিত আছি। তখন মন বৃত্তিতে পারিল, আমার অভাবে শরীরের কোন অনিষ্ট



প্রশ্নঃ ৭৩ঃ]

কট নাই, তাহার সর্বকাৰ্য্যই চলিতেছে। এই চিন্তা করিয়া আপনি যে সকলের  
এখন নয়, তাহা বুঝিতে পারিল এবং দেহে প্রবেশ পূৰ্ব্বক স্বীয় কৰ্ত্তব্য কার্য্যে  
প্রবৃত্ত হইল। ১১ ॥

অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সূহয়ঃ পড়ীশ-শঙ্কনু  
সম্বিদেৎ, এবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ। তৎহাভিসমেত্যোচুঃ,  
ভগবন্! এধি, ত্বং নঃ শ্ৰেষ্ঠোহসি, মোৎক্রমীরিতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর প্রসিদ্ধ প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ বহির্গত হইয়া বাইবার  
ইচ্ছা করিলে পর, উৎকৃষ্ট অথ যেমন নিজের পাদবন্ধন কীলসমূহকে অর্থাৎ (যে  
পুঞ্জি সহিত ঘোটকের পা বাঁধা থাকে সেই খুঁটাকে) খিন্ন অর্থাৎ উৎপাটিত করে,  
দেয় প্রাণাদি অস্ত্রান্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহকে অতিশয় খিন্ন অর্থাৎ উৎপাটিত  
করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তখন অস্ত্রান্ত প্রাণসমূহ মুখ্য প্রাণের নিকটে  
অধীন করিয়া বলিয়াছিল—হে ভগবন্! তুমিই আমাদের প্রভু হও,  
আমাদের মধ্যে তুমিই হইতেছ শ্রেষ্ঠ, বহির্গমন করিও না ॥ ১২ ॥

শাক্তভাষ্যম্।—এবং পরীক্ষিতেষু বাগাদিষ্থানন্তরং হ স মুখ্যঃ প্রাণঃ  
ইন্দ্রিয়বিন্ উৎক্রমিতুমিচ্ছন্ কিমকরোৎ? ইত্যুচ্যতে—যথা লোকে সূহয়ঃ শোভনোহথঃ  
পাদবন্ধন কীলান্ পরীক্ষণ্যারুঢ়েন কশয়া হতঃ সন্ সম্বিদেৎ সমুৎখনেৎ  
এবমিতরান্ বাগাদীন্ সমখিদৎ সমুদ্বৃত্তবান্। তে প্রাণাঃ সঞ্চালিতাঃ  
স্ববদনে হাতুমন্তঃসহমানা অভিসমেত্য মুখ্যং প্রাণং তমুচুঃ,—হে ভগবন্! এধি ভব, নঃ  
শ্ৰেষ্ঠোহসি, মোৎক্রমীরিতি ॥ ১২ ॥

সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।—এইরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ পরীক্ষিত  
করিলে পর অর্থাৎ অস্ত্রান্ত ইন্দ্রিয়ের অপ্রাধাত্ত স্থিরীকৃত হওয়ার পর সেই  
ইন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চবৃত্ত্যায়ক প্রাণ উৎক্রান্ত অর্থাৎ নির্গত হইয়া বাইবার  
ইচ্ছা করিয়া কি করিয়াছিল? তাহাই বলিতেছেন, এই লোক-সমাজে উৎকৃষ্ট  
অথ তেজস্বী অথ যেমন পরীক্ষা অর্থাৎ ঐ অথ পরীক্ষার্থ আরুঢ় ব্যক্তি কর্ত্তব্য  
কর বা চাকুর দ্বারা আঘাতিত হইয়া পড়ীশ-শঙ্ক অর্থাৎ যে শঙ্ক অর্থাৎ  
পদ বা খুঁটাকে রজ্জু দ্বারা অশ্বের পদ আবদ্ধ থাকে, বন্ধন-রজ্জুসহ সেই  
অশ্বের পদ উৎখাত অর্থাৎ উৎপাটিত করে, সেইরূপ বাগাদি অস্ত্রান্ত  
ইন্দ্রিয়সমূহকে উৎখাত অর্থাৎ সমুদ্বৃত্ত বা আলোড়িত করিয়া-  
ছিল। সেই বাগাদি প্রাণসমূহ মুখ্য প্রাণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে  
বলিল, হে ভগবন্! তুমি আমাদের স্বামী অর্থাৎ প্রভু, কারণ, তুমিই



আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান, অতএব এই দেহ হইতে তুমি উত্তর  
অর্থাৎ বহির্গত হইও না। ভাবার্থ—প্রাণ কর্তৃক চালিত হইয়া বাগাদি সকলের  
স্থানে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল এবং বুঝিতে পারিল, প্রাণই সকলের শ্রেষ্ঠ।  
পরে সকলে মিলিত হইয়া মুখ্য প্রাণকে বলিল, ভগবন্! আপনিই আমাদিগের  
সকলের অধীশ্বর এবং আপনিই আমাদিগের সকলের মধ্যে প্রধান, আপনার উ-  
ক্রমণের উপক্রমণেই আমরা অবসর হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আপনি এই শরীর  
ত্যাগ করিবেন না। আমরা স্বীকার করিলাম, আপনিই সকলের শ্রেষ্ঠ ও  
প্রধান ॥ ১২ ॥

অথ হৈনং বাণ্ডবাচ, যদহং বসিষ্ঠোহস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠো-  
হসীতি। অথ হৈনং চক্ষুরবাচ, যদহং প্রতিষ্ঠাহস্মি, ত্বং তৎ-  
প্রতিষ্ঠাহসীতি ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর বাগিদ্রিয় এই মুখ্য প্রাণকে বলিয়াছিল, আমি যে  
বসিষ্ঠ হই অর্থাৎ আমাতে যে বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তুমিই হইতেছ সেই বসিষ্ঠ অর্থাৎ  
ঐ বসিষ্ঠত্বগুণ তোমাতেই আছে। ভাবার্থ এই যে, তোমারই গুণে আমি গুণবান।  
অনন্তর চক্ষু এই প্রাণকে বলিয়াছিল, আমি যে প্রতিষ্ঠা হই অর্থাৎ আমাতে  
প্রতিষ্ঠাগুণ আছে, বাস্তবিকপক্ষে তুমিই সেই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাগুণবিশিষ্ট,  
তোমারই গুণে আমি গুণবান ॥ ১৩ ॥

অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ, যদহং সম্পদস্মি, ত্বং তৎসম্পদ-  
সীতি। অথ হৈনং মন উবাচ, যদহমায়তনমস্মি, ত্বং তদায়তন-  
মসীতি ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় এই মুখ্য প্রাণকে বলিয়াছিল, আমি যে  
সম্পদ হই, অর্থাৎ আমাতে যে সম্পৎ-গুণবত্তা আছে, তুমিই হইতেছ সেই সম্পৎ-  
গুণবিশিষ্ট; অর্থাৎ তোমার গুণেই আমি ঐ গুণের অধিকারী। অনন্তর মন  
এই মুখ্য প্রাণকে বলিয়াছিল, আমি যে আয়তন হই অর্থাৎ আমাতে  
আয়তনগুণবত্তা আছে, তুমিই হইতেছ সেই আয়তন, অর্থাৎ ঐ গুণ তোমাতেই  
বিস্তারিত; আমি কেবল তোমার গুণেই ঐ গুণের অধিকারী ॥ ১৪ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—অথ হৈনং বাগাদয়ঃ প্রাণস্ত শ্রেষ্ঠকং কার্ধেণাপানব-  
আহর্কলিমিব হরন্তো রাক্তে বিশঃ। কথম্? বাক্ তাবদুবাচ, যদহং বসিষ্ঠোহস্মি, বসিষ্ঠ-  
ক্রিয়াবিশেষণম্; যদ্বসিষ্ঠত্বগুণাহসীত্যর্থঃ, ত্বং তদ্বসিষ্ঠঃ, তেন বসিষ্ঠত্বগুণেন ক্ব তদ্বসিষ্ঠোহস্মি



প্রথমঃ খণ্ডঃ]

অতঃপরমিত্যর্থঃ। অথবা তচ্ছব্দোহপি ক্রিয়াবিশেষণমেব। অংকুতদস্বদীয়োহসৌ  
কসিৎকণোহজানান্মমতি ময়াভিমত ইত্যেতৎ। তথোত্তরেষু যোজ্যং চক্ষুঃশ্রোত্র-  
বদ্যং। ১৩-১৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর বৈশ্বগণ অথবা প্রজাগণ রাজার  
নিদিষ্ট যেমন বিবিধ উপহার প্রদান করে, সেইরূপ প্রসিদ্ধ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ  
দ্বারা মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্বক তাহাকে বলিয়াছিল। কি  
বলিয়াছিল? বাগিন্দ্রিয়ই প্রথমে বলিয়াছিল, আমি যে বসিষ্ঠ হই, এ স্থানে মূলের  
'স্ব' এই সর্বনামশব্দটি 'অস্মি' এই ক্রিয়ার বিশেষণ, অর্থাৎ আমি যে বসিষ্ঠত্বগুণ-  
বশত হই, তুমিই সেই বসিষ্ঠ অর্থাৎ সেই বসিষ্ঠত্বগুণ দ্বারা তুমিই হইতেছ সেই  
বসিষ্ঠ অর্থাৎ বসিষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট। অথবা মূল শ্রুতির 'তৎ' এই সর্বনাম শব্দটিও ক্রিয়ার  
বিশেষণ, ভাবার্থ এই যে—তোমারই দ্বারা কৃত এই যে বসিষ্ঠত্বগুণ, ইহা তোমারই,  
আমি অজ্ঞানতা বশতঃ ইহাকে 'আমার' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি মাত্র।  
যেমন বাগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইল, পরবর্তী চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনের  
বিষয়েও এইরূপই ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ১৩-১৪ ॥

ন বৈ বাচো ন চক্ষুঃখি ন শ্রোত্রানি ন মনাসীতি আচক্ষতে,  
প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে, প্রাণো হেবৈতানি সর্বানি ভবতি ॥ ১৫ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—পণ্ডিতগণ বাগিন্দ্রিয়াদিকে বাক্যও বলেন না, চক্ষুও বলেন  
না, শ্রোত্রও বলেন না, মনও বলেন না, তাঁহারা সকলকেই প্রাণ বলিয়াই অভিহিত  
করেন, কারণ, প্রাণই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—ঋতেরিদং বচঃ,—যুক্তমিদং বাগাদিভিমুখ্যং প্রাণং  
বসতিহিতং, যস্য বৈ লোকে বাচো ন চক্ষুঃখি ন শ্রোত্রানি ন মনাসীতি বাগাদীনি  
সম্যাজ্জ্ঞেয়ং লৌকিকা আগমজ্ঞা বা; কিন্তুহি? প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে কথয়ন্তি, যস্য  
প্রাণো হেবৈতানি সর্বানি বাগাদীনি করণজাতানি ভবতি; অতো মুখ্যং প্রাণং প্রত্যহু-  
তমেন বাগাদিভিন্নকৃতমিতি একরণার্থমুপসঞ্জিহীৰ্বতি। নহু কথমিদং যুক্তং, চেতনাবস্ত-  
বৈ পূৰ্ব্বং অহং-শ্রেষ্ঠত্বমৈব বিবদন্তোহন্তোজ্ঞঃ স্পর্ধেয়ন? ইতি। ন হি চক্ষুরাদীনাম্ বাচ-  
নাম্যায়ং প্রত্যেকং বদনং সম্ভবতি, তথা অপগমো দেহাৎ পুনঃ প্রবেশো ব্রহ্মগমনং  
প্রত্যেকমপ্যপূৰ্ণমভবতি। তত্রাণ্যাদিচেতনাবদেবতাহিষ্ঠিতত্বাবগাদীনাম্ চেতনাবস্ত্বং তাবৎ  
সিদ্ধমভবতঃ। তাকিকসময়বিরোধ ইতি চেৎ? দেহে একস্মিননেকচেতনাবস্ত্বেন, ঈশ্বরস্য



নিমিত্তকারণত্বাভ্যুপগমাৎ । যে তাবদীশ্বরমভ্যুপগচ্ছন্তি তর্কিকাঃ, তে মন-আনিকার্য-  
করণানামাধ্যাত্মিকানাং বাহ্যানাঞ্চ পৃথিব্যাদীনাং ঈশ্বরাসিদ্ধিতানামেব নিয়মেন প্রকৃতি-  
মিচ্ছন্তি রথাদিবৎ । ন চাস্মাভিরগ্ন্যাভ্যাশ্চেতনাবতোহপি দেবতা অধ্যাত্ম্য কর্তৃ-ভোক্তৃবাচ্য-  
অভ্যুপগম্যন্তে ; কিং তর্হি ? কার্যকরণবতীনাং হি তাসাং প্রাণৈকদেবতাভেদানাম্ অধ্য-  
াত্মমিচ্ছতাবিধৈবভেদকোটিবিকল্পানাম্ অধ্যাক্ষতামাত্রেন নিয়ন্তেশ্বরোহভ্যুপগম্যতে, য-  
জ্ঞকরণঃ, “অপাণিপাদৌ জ্ববনৌ গ্রহীত পশুভ্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ” ইত্যাদিমন্তব্যম্ ।  
“হিরণ্যগর্ভঃ পশুত জায়মানম্” “হিরণ্যগর্ভঃ জনরামাস পূর্বম্”-ইত্যাদি চ শ্বেতাশ্বতরীয়া  
পঠন্তি । ভোক্তা কর্মফলসম্বন্ধী দেহে তদ্বিলক্ষণো জীব ইতি বক্ষ্যামঃ । বাগাদীনামেব  
সংবাদঃ কল্পিতো বিদ্বদ্ব্যবহায়-ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রেষ্ঠতানির্দ্ধারণার্থম্ ; যথা গোব-  
পুরুষা অন্তোহন্তমাস্বনঃ শ্রেষ্ঠতায়ৈ বিবদমানাঃ কক্ষিঃ গুণবিশেষাভিজ্ঞা পৃচ্ছন্তি, কো ন  
শ্রেষ্ঠো গুণৈরিতি । তেনোক্তাঃ “একৈকশ্চেন অদঃ কার্যং সাধয়িতুমদ্বন্দ্বত বেনাদঃ কার্য-  
সাধ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ” ইত্যুক্তান্তথা এবোদ্বন্দ্বস্ত আত্মনোহন্তস্ত বা শ্রেষ্ঠতাং নির্দ্ধারয়তি,  
তথেষং সংব্যবহারঃ বাগাদিষু কল্পিতবতী ঞ্জতিঃ, কথং নাম বিদ্বান্ বাগাদীনামেকৈকশ-  
তাবেহপি জীবনঃ দৃষ্টঃ, ন তু প্রাণশ্চেতি প্রাণশ্রেষ্ঠতাং প্রতিপত্তেত ? ইতি । তথা চ ক্তিঃ  
কৌষীতকিনাং—“জীবতি বাগপেতো য়কান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি চক্ষুঃপেতোহয়ান্  
হি পশ্যামঃ, জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি মনোহপেতো বালান্ হি  
পশ্যামঃ, জীবতি বাহুচ্ছিন্নৌ জীবতাকৃচ্ছিন্নঃ” ইত্যাজ্ঞাঃ ১১৫।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথমখণ্ডোধ্যম্ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদঃ** ।—ঋতি এইরূপ বলেন যে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ  
মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বটে, কারণ, এই সঙ্গতে  
সাধারণ ব্যক্তিগণই হউন, অথবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণই হউন, কেহই বাগাদি ইন্দ্রি-  
য়সমূহকে বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন এইরূপ বলেন না । তবে কাহাকে বলেন ?  
না, ‘প্রাণ’ এইরূপই বলিয়া থাকেন, যে হেতু, প্রাণই ঐ সমস্ত বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রি-  
য়সমূহস্বরূপ, অতএব বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মুখ্য প্রাণকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা বলিয়াছে,  
তাহা সঙ্গতই হইয়াছে । ঋতিও এই কথাই বলিয়া এই প্রকরণার্থের উপসংহার  
করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । আচ্ছা, চেতনাবিশিষ্ট পুরুষের দ্বারা অচেতন ইন্দ্রি-  
য়সমূহ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে  
স্পর্ধা প্রকাশ করিবে, ইহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে ? কারণ, একমাত্র  
বাগিন্দ্রিয় ব্যতীত চক্ষুঃ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়েরই কথা বলা সম্ভব হইতে পারে না,  
এবং দেহ হইতে বহির্গমন, পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ, ব্রহ্মের নিকট গমন অথবা  
প্রাণের স্তব করা ইহাও ত চক্ষুঃপ্রভৃতির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না ।  
ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং অচেতন হইলেও



চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া শাস্ত্রানুসারে তাহাদেরও চেতনাবিশিষ্টতা প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব তাহাদের ঐরূপ বিবাদ করা ইত্যাদি বিষয় অসম্ভব নহে। শাস্ত্রমতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, সেই দেবতা দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণ পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে। (তাহার মধ্যে শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্, স্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য, দ্বিহ্মার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমার, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্ৰ, পাদের বিষ্ণু, পায়ু অর্থাৎ গুহ্যদ্বারের মিত্র ও উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গের ব্রহ্মা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) যদি বল, একই শরীরে অনেক চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হয় না, কারণ, তর্কিকরাও ঈশ্বরকেই নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। যে সমস্ত তর্কিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহারা সকলেই নিয়মিতভাবে ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়সমূহের ও পৃথিবী প্রভৃতি বাহ্যিক পদার্থসমূহের প্রবৃত্তি স্বীকার করেন, অর্থাৎ মন প্রভৃতি অচেতন হইলেও ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বশতই তাহারা সক্রিয় হয়, যেমন অচেতন রথাদি চালক-কর্তৃক চালিত হয়, ইহারাও সেইরূপ ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত হইয়া স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করে। চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে আমরাও দেহের ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করি না, তবে কি করি? না, অধ্যাত্ম, অধিদেবত ও অধিভূত-ভেদে নানাবিধ বিকল্পরূপ একমাত্র প্রাণদেবতার রূপ-ভেদমাত্র কার্য্যকরণবিশিষ্ট অর্থাৎ স্বতন্ত্র যোক্ত্রিাদিবিশিষ্ট সেই সমস্ত অগ্নি প্রভৃতি দেবতার কেবলমাত্র অধ্যক্ষতা অর্থাৎ অধিষ্ঠান বা সহায়তা দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরকেই আমরা নিয়ন্তা অর্থাৎ কর্তা বা পরিচালক বলিয়া স্বীকার করি, কারণ, “তিনি হস্তপদশূন্য, অথচ বেগগামী ও গ্রহীতা, চক্ষুঃশূন্য অথচ দর্শন করেন, কর্ণবিরহিত অথচ শ্রবণ করেন” ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণন হইতে জানা যায় যে, তিনি অকরণ অর্থাৎ সর্বেশ্বরিশূন্য, জ্ঞানেশ্বর বা কর্মেশ্বর বলিয়া কিছুই গ্রহণ করেন না। যেতাৎপর্য-শাখাধ্যায়ীরাও পাঠ করিয়া থাকেন, “জায়মান অর্থাৎ উপস্থিতবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভকে যিনি দর্শন করেন” “যিনি পূর্বে অর্থাৎ প্রথমেই হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন” ইত্যাদি। কর্মফলসম্বন্ধী অর্থাৎ কর্ম-কর্মব্যয়ী ভোগকর্তা জীব যে তাহা হইতে অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃবর্গ হইতে পৃথক্, তাহা হয় বলা বাইবে। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অম্বয় ও ব্যতিরেক নিয়ম দ্বারা বাহাতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা নির্ধারণ করিতে পারেন, এই উদ্দেশে এ স্থানে বাগাদির দ্বারা অর্থাৎ প্রাণসম্বন্ধীয় আখ্যায়িকাটি কল্পিত হইয়াছে; অর্থাৎ এই আখ্যায়িকাটি কেবল প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র,



বাস্তবিক ঘটনা নহে। এই জগতে যেমন অনেকগুলি লোক নিজের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে গুণবিষয়ে অভিজ্ঞ কোন প্রবীণ ব্যক্তির নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, “আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অধিক গুণবান্?” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলেন, “তোমরা প্রত্যেকে এই কার্য সম্পন্ন করিবার নিদিষ্ট উদ্যোগী হও, যাহা দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে, তোমাদিগের মধ্যে সেই-ই শ্রেষ্ঠ।” সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বলিলে পর তাহার সকলেই সেই কার্য করিতে উদ্যত হইয়া নিজের বা অপরের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করে। ঐতিও সেইরূপভাবে বাগাদির সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকার কল্পনা করিয়াছেন। কি অভিজ্ঞ প্রাণে ঐ আখ্যায়িকার কল্পনা করিয়াছেন? না, বাগাদির মধ্যে যে কোন একটি বা দুইটি বা প্রত্যেকটির অভাব হইলেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়, কি প্রাণের অভাবে জীবিত থাকিতে পারে না, বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহাই জানিয়া প্রাণেই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিবেন অর্থাৎ বুঝিতে পারিবেন। কোষীতকীদিগের ঐজিতও আছে, “বাক্যহীন লোকও জীবিত থাকে, যে হেতু, মূক অর্থাৎ বোবা লোক দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুহীন ব্যক্তিও জীবিত থাকে, কারণ, বহু অন্ধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়বিহীন ব্যক্তিও জীবিত থাকে, যে হেতু, অনেক বধির অর্থাৎ কালা লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের মন নাই, এমন লোকও জীবিত থাকে, যে হেতু, মনোবৃত্তিবিহীন বহু বালককে দেখিতে পাওয়া যায়। ছিন্নহস্ত ব্যক্তিও জীবিত থাকে, ছিন্নোক্ত অর্থাৎ ছিন্নপদ ব্যক্তিও জীবিত থাকে” ইত্যাদি। অতএব পূর্বোক্ত আখ্যায়িকাসম্বন্ধে যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহার কোন সার্থকতা নাই অর্থাৎ ঐরূপ আপত্তি হইতেই পারে না ॥ ১৫ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স হোবাচ, কিং মেহন্নং ভবিষ্যতীতি ? যৎকিঞ্চিদিদমা-  
শুকুনিভ্য ইতি হোচুঃ । তদ্বা এতদনস্তান্নম্, অনো হ  
বৈ নাম প্রত্যক্ষং, ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সেই প্রাণ বলিয়াছিল, আমার অন্ন অর্থাৎ খাদ্য কি হইবে ?  
কুসুম প্রাণসমূহ বলিয়াছিল, কুকুর ও শকুনি হইতে আরম্ভ করিয়া এই জগতে  
যে কোন প্রাণী দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত প্রাণীর যাহা অন্ন, তাহাই তোমার অন্ন হইবে ।  
পৃথিবীতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমস্তই অন্ন অর্থাৎ প্রাণের অন্ন, ‘অন’ এই শব্দটি  
সর্ব প্রাণবাচক নাম । প্রাণের এই অন্নবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও  
কোন বস্তুই অন্ন অর্থাৎ অখাদ্য হয় না অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর খাদ্য অন্নই তাহার  
অন্বরণ হয় ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—স হোবাচ মুখ্যঃ প্রাণঃ, কিং মেহন্নং ভবিষ্যতীতি ?  
মুখ্যঃ প্রাণঃ প্রাণমিব কল্পয়িত্বা বাগাদীন্ প্রতিবক্তৃনিব কল্পয়ন্তী ঋতিরাহ—যদিৎ  
প্রাণেহহমহত্যং প্রসিদ্ধম্ আ-শ্বভ্যঃ স্বভিঃ সহ আ-শুকুনিভ্যঃ শকুনিভিঃ সহ সর্বপ্রাণিনাং  
কন্ম, তদ্বান্নমিতি হোচুর্বাগাদয় ইতি । প্রাণস্ত সর্বমন্নং, প্রাণোহস্তা সর্বশ্রান্নস্তোব্যং  
ইতি প্রাণে কল্পিতাখ্যায়িকারূপাদ্যাবৃত্য স্বেন ঋতিরূপেণাহ—তদৈ এতদযৎকিঞ্চিন্নোকে  
প্রতিবক্তৃত্বা, অনন্ত প্রাণস্ত তদন্নং, প্রাণেনৈব তদভ্যতে ইত্যর্থঃ । সর্বপ্রকারচেষ্টাব্যাপ্তি-  
সম্পন্নান্নম্ ইতি প্রাণস্ত প্রত্যক্ষং নাম । প্রাণ্যপসর্গপূর্ব্বে হি বিশেষগতিরিব  
সম্ । তথাচ, সর্বান্নানামন্তূর্ণমগ্রহণমিতীদং প্রত্যক্ষং নাম অন ইতি সর্বান্নানামন্তুঃ  
সম্পন্নান্নম্ । ন হ বৈ এবংবিদি যথোক্তপ্রাণবিদি—প্রাণোহহমস্মি সর্বভূতস্থঃ সর্বান্না-  
ন্থমভি তস্মিন্নেববিদি হ বৈ কিঞ্চন কিঞ্চিদপি প্রাণিভিরাভ্য সর্বৈরনন্নমনাভ্য ন ভবতি,  
সর্বৈবিদি অন্ন ভবতীত্যর্থঃ, প্রাণভূতত্বাচ্ছিত্বঃ, “প্রাণায়া এষ উদেতি প্রাণেহস্ত-  
স্ব” ইত্যুপক্য “এবংবিদো হ বা উদেতি সূর্য্য এবং বিতস্তমেতি” ইতি ঋতাস্তরাং ॥ ১ ॥

**শাক্তিভাষ্যানুবাদ।**—সেই মুখ্য প্রাণ বলিয়াছিল, আমার  
অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য কি হইবে ? অর্থাৎ কি আহার করিয়া আমি জীবন ধারণ  
করি। প্রতি মুখ্য প্রাণকে যেন প্রমুখকর্তা ও বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে যেন উত্তর-  
প্রমুখকর্তা কল্পনা করিয়া প্রাণের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, জগতে এই যে কিছু  
প্রাণের বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কুকুর ও শকুনি অর্থাৎ পক্ষিসমূহের সহিত সমস্ত



প্রাণীরই যাহা কিছু ভক্ষ্য, তাহাই তোমার অন্ন, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ এইরূপ বলিয়া ছিল। সমস্তই প্রাণের অন্ন, প্রাণই সমস্ত অন্নের ভোক্তা, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া নিমিত্ত বলিত এই আধ্যাত্মিক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি নিজরূপেই বলিতেছেন, এই জগতে প্রাণিসমূহ যে কিছু অন্ন আহার করে, সেই সমস্তই অন অর্থাৎ প্রাণেরই অন্ন অর্থাৎ প্রাণই তাহা ভক্ষণ করে। যাবতীয় চেষ্টার ব্যাপ্তিরূপ গুণ অর্থাৎ লোকে যাহা কিছু চেষ্টা করে, যে সমস্তই যে প্রাণের অধীন, প্রাণ না থাকিলে যে কোন চেষ্টাই করা যায় না, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত প্রাণের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যৌগিক বা সার্থক নাম হইতেছে ‘অন’; ‘অন’ না বলিয়া যদি ‘প্র’ প্রভৃতি উপসর্গ সংযোগ করিয়া নির্দেশ করিলে অর্থাৎ ‘প্রাণ’ এইরূপ বলিলে একটা বিশেষ কিছু অর্থই বুঝাইত অর্থাৎ তাহাতে কোন লক্ষণস্বরূপ নিখাস-প্রখাসরূপ ব্যাপারবিশেষকেই বুঝাইত, প্রাণের অন্ন সমস্ত ব্যাপারসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান হইত না। এইরূপ বলায় সর্বান্নের ভোক্তার নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, এই জন্তই ‘অন’ এই নামটি প্রাণের প্রত্যক্ষ বা অর্থক। এই ‘অন’ শব্দ দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়াই সর্বান্নভোক্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বোক্তরূপে প্রাণবিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ ‘আমি প্রাণই হইতেছি সর্বভূতেই অবস্থিত এবং সর্বান্নভোক্তা’; এইরূপ প্রাণের মাহাত্ম্য বিবেচনা যিনি অভিজ্ঞ, তাহার পক্ষে সর্বপ্রাণীর ভক্ষ্যস্বরূপ কোন বস্তুই অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য হয় না অর্থাৎ উক্ত প্রাণাভিজ্ঞ ব্যক্তির কোন বস্তুই নিবিদ্ধ ভক্ষ্য নহে, সমস্ত তাহার ভক্ষ্য অর্থাৎ তিনি বিধি-নিষেধের অতীত, কারণ, সেই বিধান ব্যক্তি স্বয়ং প্রাণস্বরূপ হন। শ্রুতিবিশেষও “এই সূর্য্য প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হন ও প্রাণেই অন্তর্ভুক্ত হন” এইরূপে আরম্ভ করিয়া পরে বলিয়াছেন, “এই প্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি হইতেই সূর্য্যদেব উদ্ভূত হন ও এই প্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিতেই অন্তর্ভুক্ত হন”। ১।

স হোবাচ, কিং মে বাসো ভবিষ্যতীতি? আপ ইতি হোচুঃ; তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তুঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্ছান্তিঃ পরিদধতি, লম্বুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই মুখ্য প্রাণ পুনরায় বলিয়াছিল, আমার বাস অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্র কি হইবে? বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বলিয়াছিল, জলই তোমার বস্ত্রবরণ হইবে। সেই জন্তই লোকসমূহ ভোজনের পূর্বে ও ভোজনের অন্তে জল দ্বারা প্রাণের পরিধেয় অর্থাৎ আচ্ছাদন বস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাতেই প্রাণ পরিধেয় লাভ করে এবং অনগ্ন অর্থাৎ বস্ত্রাচ্ছাদিত হয় ॥ ২ ॥







বা আচমন করেন, তাহা হয় উত্তরীয় বস্ত্র । ভোজনে প্রবৃত্ত ও ভুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ আহার করিবার পূর্বে ও আহারশেষে মুখশুদ্ধির নিমিত্ত যে আচমন বিহিত আছে, সেই আচমনেই ‘অস্তিঃ পরিদধতি’ এই বাক্য দ্বারা প্রাণের বা অর্থাৎ পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র কল্পনা করা হইয়াছে, অথচ আচমনে কল্পনা করা হয় নাই । যেমন জাগতিক প্রাণিমাত্রেরই ভক্ষণীয় অন্ন প্রাণের অন্নদৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে, এ স্থানেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে ; কারণ, “আমার অন্ন কি ? আমার বস্ত্র কি ?” ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর উভয়ই তুল্য । ( তাৎপর্য্য এই যে, “আমার অন্ন কি ?” এই প্রশ্নে ও তাহার উত্তরে প্রাণীর সমস্ত আহাৰ্য্য অন্নই যেমন প্রাণের অন্নদৃষ্টিমাত্র বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ববিধ অন্নের ভক্ষণ বিহিত হয় নাই, তেমন-ই শাস্ত্রে আহারে বসিবার পূর্বে ও আহারশেষে যে জনগণ্ডূষ পানের বিধি আছে, সেই গণ্ডূষপরিমিত আচমনীয় জলেই কেবল এখানে প্রাণের পরিধেয় বা আচ্ছাদন বস্ত্র জ্ঞান করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র, পৃথক্ করিয়া আচমনের বিধান করা হয় নাই ) আর যদি নূতন করিয়াই অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে প্রাণের জন্ত আচমন করিতে হয়, তাহা হইলে ক্রিমি-কীটাদির অন্নও প্রাণের ভক্ষ্যরূপে বিহিত হইতে পারে, অর্থাৎ ক্রিমি প্রভৃতিও যখন প্রাণী, তখন তাহাদের অন্নও প্রাণের অন্ন, এবং সেই অন্নও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ভক্ষণীয়রূপে গণ্য হইতে পারে ; কারণ, বিজ্ঞানার্থক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর উভয়ই যখন তুল্য অর্থাৎ অন্ন ও বস্ত্রদৃষ্টির জন্ত কল্পিত, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই প্রকরণটিই বিজ্ঞানার্থ, অতএব এখানে “অর্দ্ধজ্বরতীয়” ত্রায় কল্পনা করা সঙ্গত নহে । ( ভাবার্থ এই যে—একই ব্যক্তির অর্দ্ধাবয়ব জরাক্রান্ত, আর অর্দ্ধাবয়ব বেশ শক্ত-সমর্থ যৌবন-সম্পন্ন, এরূপ কখন হইতে পারে না, ইহারই নাম অর্দ্ধজ্বরতীয় ত্রায় । এখানে “আমার কি অন্ন ?” এই প্রশ্ন দ্বারা সমস্ত প্রাণীরই অন্নমাত্র প্রাণের দৃষ্টি বীকার করিয়া “কি আমার বস্ত্র ?” এই প্রশ্ন দ্বারা আবার বাসঃ অর্থাৎ বস্ত্রজ্ঞানের জন্ত নূতন আচমনের বিধান করিলে ঠিক “অর্দ্ধজ্বরতীয়” ত্রায়ই উপস্থিত হয় ) আর, শুদ্ধিনিমিত্ত প্রসিদ্ধ যে আচমন, তাহাই আবার প্রাণের অনন্যতাসম্পাদনের নিমিত্ত হইতে পারে না, এইরূপ কেহ কেহ বলেন, কিন্তু আমরা আচমনকে সেরূপ উভয়ার্থক অর্থাৎ শুদ্ধি ও অনন্যতা উভয়ই সম্পাদন করে, এরূপ বলি না ; তবে কি বলি ? না, শুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত আচমনের উপযোগী জলেই প্রাণের ‘বাসঃ’ দৃষ্টির বিহিত হইয়াছে, এইরূপই আমরা বলি । অতএব সেরূপ স্থলে আচমনের উভয়ার্থতা প্রসঙ্গরূপ দোষ কল্পনা করা সঙ্গত হয় না । ( ভাবার্থ এই যে—একই আচমনের শুদ্ধি ও প্রাণের অনন্যতাসম্পাদন, এই উভয়ার্থতা শাস্ত্রানুসারে



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৮১

দ্বিতীয় খণ্ডঃ]

দোষজনক। ইহার সমাধানের জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন, আমরা আচমনকেই উত্তরার্থক বলি না, তবে শুদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে যে আচমনের বিধান আছে, সেই আচমনেই প্রাণের বাসস্থ-দৃষ্টিবিধান করিতে বলা হইয়াছে মাত্র, কাজেই উহা উত্তরার্থক নহে) যদি বল, প্রাণের বস্ত্রসম্পাদনের নিমিত্তই আচমনে বাসঃ অর্থাৎ আচ্ছাদন বস্ত্র-দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ আচমনীয়োদককে যে প্রাণের বস্ত্ররূপে জ্ঞান করার বিধান আছে, তাহার উদ্দেশ্যই হইতেছে, প্রাণের বস্ত্রসংবিধান করা? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, বস্ত্ররূপে জ্ঞান করিবার নিমিত্ত যে বাক্য বলা হইয়াছে, তাহাতেই যদি স্বতন্ত্রভাবে আচমনের বিধান ও প্রাণের অনগ্নতাসম্পাদনের নিমিত্ত দৃষ্টিবিধান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বাক্যভেদরূপ দোষ উপস্থিত হয়, কারণ, একই আচমন যে আচ্ছাদন বস্ত্র ও অনগ্নতাসম্পাদনার্থ বিহিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ—“আপো বাসঃ” এই বাক্যে জলকে বস্ত্রস্বরূপ কল্পনার্থ আচমন করিবে, এই এক বাক্য, ও ঐ জলকে প্রাণের অনগ্নতাসম্পাদক কল্পনা করিয়া আচমন করিবে, এইরূপ অত্র বাক্য, এক বিধিতে এই দ্বিবিধ বাক্যভেদ হয়। বিপর্যয়ঃ আচমন উভয়প্রয়োজনসিদ্ধিকারক, এ বিষয়ে প্রমাণও নাই ॥ ২ ॥

তদ্বৈতং সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াজ্রপত্ন্যোক্তোবাচ, যত্থপেনচ্ছুক্ষায় স্থাণবে ক্রয়াৎ, জায়েরনৈ-  
বাস্তিষ্টাখাঃ, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—জাবালগুহ্র সত্যকাম বৈয়াজ্রপত্ন্য অর্থাৎ ব্যাজ্রপদনামক  
কির পুত্র গোশ্রুতি নামক ঋষিকে প্রসিদ্ধ এই প্রাণদর্শনবিদ্যার উপদেশ দিয়া  
বর্ণনাছিলেন, এই প্রাণদর্শন যদি স্থাণু অর্থাৎ শাখাপ্রশাখাবিহীন শুকবৃক্ষসমীপেও  
(বৃক্ষগাছ) কেহ বলে, তাহা হইলে এই বৃক্ষে শাখা নির্গত হয় ও নূতন পত্রসমূহ  
বর্ধিত হয় ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রতান্যম্।—তদেতৎ প্রাণদর্শনং সূত্রে। কথম্? তদ্বৈতং প্রাণদর্শনং  
সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে নান্য বৈয়াজ্রপত্ন্য ব্যাজ্রপদোহপত্যং বৈয়াজ্রপত্ন্যস্তম্  
সম্ভবত্যাখ্যায় উক্ত। উবাচাত্তদপি বক্ষ্যমাণং বচঃ। কিন্তুহুবাচ? ইত্যাহ—যত্থপি শুক্ষায়  
স্থাপনং প্রাণদর্শনং ক্রয়াৎ প্রাণবিৎ, জায়েরন্ উৎপত্তেরনৈব অস্মিন্ স্থাণৌ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুশ্চ  
পলাশানীতি পত্রাণি; কিমু জীবতে পুরুষায় ক্রয়াদিতি ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অপ্রসিদ্ধ এই প্রাণদর্শনের প্রশংসা  
করিয়াছেন, কিরূপভাবে করিতেছেন? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে, জাবাল



সত্যকাম ব্যাভ্রপদের পুত্র বৈয়াভ্রপত্ত গোশ্ৰুতিনামক কোন ঋষিকে সেই এই প্রাণদর্শনবিষয়ে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন ; কি বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন, প্রাণদর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি শুষ্ক স্থানকেও অর্থাৎ শাখাপল্লবাদি-বিরহিত বৃক্ষ কাণ্ডকেও অর্থাৎ ঐরূপ বৃক্ষের সমীপে বসিয়া এই প্রাণদর্শন পাঠ করেন বা ঐ বৃক্ষে শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন, তাহা হইলে এই বৃক্ষেও নূতন শাখা উৎপন্ন হয় ও নূতন পত্রসমূহও প্রকট অর্থাৎ নির্গত হয় । শুষ্ক বৃক্ষে যখন এইরূপ শাখাপত্রাদি নির্গত হয়, তখন জীবিত ব্যক্তিকে ইহার উপদেশ দিলে যে কি সুন্দর ফল হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র ॥ ৩ ॥

অথ যদি মহজ্জিগমিষেৎ, অমাবাস্ত্রায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্ত্রাৎ রাত্রৌ সর্কৌষধস্ত মহঃ দধিমধুনোরুপমথ্য “জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা” ইত্যমাবাস্ত্রায়াং হুত্বা মস্ত্রে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—আর যদি সেই প্রাণদর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তি মহত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অমাবস্ত্রা তিথিতে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক অর্থাৎ দীক্ষাপনোপী ভূমিতে শয়নাদিরূপ ব্রত গ্রহণ পূর্বক পূর্ণিমাের দিন রাত্রিকালে সর্কৌষধি অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও আরণ্য লতা-গুল্মপ্রভৃতি অথবা মুরা মাংসী বচ কুড় ইত্যাদিরূপ সর্কৌষধি দ্রব্যসমূহ যতদূর সম্ভব কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পেষণপূর্বক দধি ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া “জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপস্থানে আহুতি দান করিবে অর্থাৎ ঘৃত দ্বারা আহুতি দিবার পরিবর্তে ঐ দধিমধুমিশ্রিত সর্কৌষধি দ্বারা হোমক্রিয়া করিবে ; আর সম্পাত অর্থাৎ ক্ষব-সংলগ্ন অংশ (যে পাত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করা যায়, চমসাকার সেই পাত্রকে ক্ষব বলে, আহুতি দানের পর যে অংশটুকু ক্ষবের গায়ে লাগিয়া থাকে) মস্থপাত্রে নীচে নিক্ষেপ করিবে ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্য ।**—যথোক্তপ্রাণদর্শনবিদ ইদং মহাখ্যং কৰ্ম্মারভ্যতে । অণ অনন্তরঃ যদি মহম্বহঃ জিগমিষেৎ গন্তুমিচ্ছেৎ, মহত্বং প্রাপ্তুং যদি কাময়েদিত্যর্থঃ, ততঃ কৰ্ম্ম বিধীয়তে । মহত্বং হি সতি ক্রীকপনমতে, ক্রীমতো হৃথপ্রাপ্তং ধনং, ততঃ কৰ্ম্মাচ্ছানতঃ ততঃ দেববানঃ পিতৃবানঃ বা পুত্ৰবানঃ প্রতিপত্ত্বতে, ইত্যেতৎ প্রয়োজনমবরীকৃত্য মহত্বপ্রেমসোরিদ্ভঃ কৰ্ম্ম, ন বিষয়োপভোগকামস্ত । তস্তায় কালাদিবিধিকৃত্যভেদ-অবশ্যায়ঃ দীক্ষিত্বা দীক্ষিত ইব ভূমিশয়নাদিনিয়মং কৃত্বা, তপোরূপং সত্যবচনং ব্রহ্মচর্যমিত্যাদি ধৰ্ম্মবান্ ভূত্বা ইত্যর্থঃ, ন পুনর্দৈক্ষ্যমেব কৰ্ম্মজাতং সৰ্ব্বমুপাদত্তে, অতদ্বিকারত্বং মহাত্বং কৰ্ম্মণঃ । “উপসদ্ব্রতী” ইতি শ্রুত্যান্তরাৎ । পয়োমাত্রভক্ষণঞ্চ শুদ্ধিকারণং তপ উপাদত্তে । পৌর্ণ-



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৮৩

দ্বিতীয় খণ্ডঃ]

মাসং যজ্ঞো কৰ্ম্মারভতে—সৰ্বৌষধস্ত গ্রাম্যারণ্যানামৌষধীনাং যাবচ্ছক্তি অন্নমন্নমুপাদায়  
 ত্বিহুহীতামসেব পিষ্টং দধিমধুনা 'ওঁহুস্বরে কংসাকারে চমসাকারে বা পাত্রে' শ্রুত্যন্তরাং  
 প্রক্ষিপ্যামধ্য অত্রতঃ স্থাপয়িত্বা "জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা" ইত্যগ্নাবাস্থ্য আজ্যস্ত  
 যাবৎস্থানে হুতা ক্ষবসংলগ্নং মস্তু সম্পাতমবনয়ন্ত সংশ্রবমধঃ পাতয়েৎ ৷৪৷

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূৰ্বোক্ত প্রাণদর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য

'ম' নামক কৰ্ম্মবিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। অনন্তর সেই প্রাণদর্শনাভিজ্ঞ  
 ব্যক্তি যদি মহত্ব অর্থাৎ নিজের শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে  
 তাঁহার পক্ষে বক্ষ্যমাণ কৰ্ম্মের বিধান বলা যাইতেছে। মহত্বলাভ হইলে শ্রী অর্থাৎ  
 দ্বী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, শ্রীমান্ ব্যক্তির ধনলাভ স্বতঃসিদ্ধ, ধন হইলেই  
 বিবিধ সংকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সমস্ত সংকৰ্ম্মের ফলে দেবযান অথবা পিতৃযান  
 কাঁও উত্তরাণ বা দক্ষিণায়ন মার্গ প্রাপ্ত হয়; এই সমস্ত প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য  
 করিয়াই অর্থাৎ এই সমস্ত প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই মহত্বলাভেচ্ছু ব্যক্তির জন্ত  
 এই কৰ্ম্ম বিহিত হইয়াছে; যাহারা বিষয়-ভোগাভিলাষী, তাহাদের জন্ত এ কৰ্ম্ম  
 বিহিত হয় নাই। সেই মহত্বকৰ্ম্মের কাল প্রভৃতির বিধি অর্থাৎ কোন্ তিথিতে কিরূপ  
 স্নেহ কি কি করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন, অমাবস্তা তিথিতে দীক্ষিত  
 হইয়া অর্থাৎ দীক্ষিত বা ত্রতাবলম্বীরা ত্রায় ভূমিশয্যাতিরূপ নিয়ম করিয়া অর্থাৎ  
 তপস্কারপ সত্যভাষণ ব্রহ্মচর্য্যপালন ইত্যাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া, কিন্তু দীক্ষা-  
 ব্রহ্মচর্য্য সমস্ত কৰ্ম্মই যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নহে, কারণ, এই মন্থনামক  
 কষ্টী দীক্ষার বিকার অর্থাৎ দীক্ষার প্রকারভেদ নহে; শ্রুতিবিশেষে "উপসদ-  
 র্গ" এই কথাটি থাকায় আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কেবলমাত্র ছন্দোপানরূপ তপস্কাই  
 গ্রহণ অবলম্বনীয়, অন্ত কোনরূপ নহে। পূর্ণিমাং দিন রাত্রিতে এই কৰ্ম্ম আরম্ভ  
 করিতে হয়। গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি অর্থাৎ তৃণশুল্কাদিসমূহের মধ্যে যতদূর সম্ভব  
 সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন অন্ন সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে তুষরহিত অর্থাৎ স্বক-বিরহিত  
 (যদি ছাড়িয়া) করিয়া কাঁচা অবস্থাতেই উহাদিগকে পেষণ করিতে হইবে,  
 পেষণ তন্ননির্মিত কংসাকার অথবা চমসাকার পাত্রে ঐ পিষ্ট দ্রব্য স্থাপিত করিয়া  
 পি ও মধু দ্বারা মন্থন অর্থাৎ আলোড়িত করিয়া সম্মুখে স্থাপিত করিবে।  
 পেষণ আকর্ষণ অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নিতে আজ্যস্থানে অর্থাৎ স্নাত দ্বারা  
 অগ্নিতে দিব্য পরিবর্তে ঐ মন্থ দ্রব্য দ্বারা "জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা" এই মন্ত্র  
 উচ্চারণপূর্বক হোম করিবে, পরে ক্ষবসংলগ্ন অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা আহুতি  
 দেওয়া হয়, সেই পাত্রে যাহা লাগিয়া থাকে, তাহা মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ  
 করিবে ৷৪৷



“বসিষ্ঠায় স্বাহা” ইত্যগ্নাবাজ্যস্ত হুত্বা মন্ত্রে সম্পাতমবনয়েৎ ।  
 “প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা” ইত্যগ্নাবাজ্যস্ত হুত্বা মন্ত্রে সম্পাতমবনয়েৎ ।  
 “সম্পাদে স্বাহা” ইত্যগ্নাবাজ্যস্ত হুত্বা মন্ত্রে সম্পাতমবনয়েৎ ।  
 “আয়তনায় স্বাহা” ইত্যগ্নাবাজ্যস্ত হুত্বা মন্ত্রে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—“বসিষ্ঠায় স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপস্থানে আহুতি দান করিয়া ঋবসংলগ্ন অংশ মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে । “প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপস্থানে আহুতি দান করিয়া ঋব-সংলগ্ন অংশ মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে । “সম্পাদে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপস্থানে আহুতি দান করিয়া ঋবসংলগ্ন অংশ মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে । “আয়তনায় স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপস্থানে আহুতিদান করিয়া ঋবসংলগ্ন অংশ মন্থপাত্রের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—সমানমন্ত্ৰঃ । বসিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠায়ৈ সম্পাদে আয়তনায় স্বাহেতি প্রত্যেক তথৈব সম্পাতমবনয়েৎ হুত্বা ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—অত্ৰাণ্ড অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের ভাষ্য । “বসিষ্ঠায়” “প্রতিষ্ঠায়” “সম্পাদে” ও “আয়তনায়” এই কয়েকটি শব্দের প্রত্যেকের শেষে “স্বাহা” এই শব্দ উচ্চারণ পূর্বক পূর্বের ত্রায় আহুতি দিয়া ঋবসংলগ্ন সম্পাত অর্থাৎ অবশিষ্টাংশ অধোনিক্ষেপ করিবে ॥ ৫ ॥

অথ প্রতিস্থপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপতি, “অমো নামাপি, অমা হি তে সর্ববিদং, স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ, স মা জ্যেষ্ঠ্যং শ্রেষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়তু, অহমেবেদং সর্বমসানি” ইতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—অনন্তর মন্থকর্ম্মকর্ত্তা অগ্নির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ঘৃত অপসৃত হইয়া অবশিষ্ট মন্থভাগ অঞ্জলিতে গ্রহণ পূর্বক এই মন্ত্র জপ করিবে, “হে মন্থ ! তুমি হইতেছ অম-নামক অর্থাৎ তোমার নাম অম, কারণ, এই মন্ত্র জগৎই তোমার সহিত অর্থাৎ তোমাতেই অবস্থিত । সেই মন্থরূপী প্রাণই জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা ও অধিপতি । সেই মন্থরূপী প্রাণ আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজা ও অধিপত্য প্রাপ্ত করান অর্থাৎ দান করুন । আমিই যেন এই সমস্ত জগৎস্বরূপ হইতে পারি” ॥ ৬ ॥



দ্বিতীয়ঃ ৭৩ঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৮৫

**শাক্তব্রতাস্থ্যম্**।—অথ প্রতিস্থপ্য অগ্নেরীষদপশত্য় অঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপ-  
কেন যজ্ঞ—অমো নামাসি অমা হি তে, অম ইতি প্রাণস্ত নাম; অগ্নেন হি প্রাণঃ  
প্রাণিতি দেহে ইত্যতো মন্থদ্রব্যং প্রাণস্থান্নত্বাৎ প্রাণত্বেন স্তূয়তে অমো নামাসীতি।  
কুঃ? বক্তা অমা সহ হি বস্মান্তে তব প্রাণভূতস্ত সর্বং সমস্তং জগদিদম্, অতোহমো  
নামাসীত্যর্থঃ। স হি প্রাণভূতো মন্থো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ। অতএব চ রাজা দীপ্তিমান্,  
অগ্নিতিকথিতায় পালয়িতা সর্বস্ত। স মা মামপি মন্থঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠাদিগুণপূর্ণমাত্মনো  
বহকু, অহমবেকং সর্বং জগদসানি ভবানি, প্রাণবৎ। ইতি-শব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ। ৬।

**সংক্ষিপ্ত-ভাস্যানুবাদ**।—অনন্তর অগ্নির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ  
হুয় অংশত হইয়া ও অবশিষ্ট মন্থভাগ অঞ্জলিতে স্থাপিত করিয়া পরে উল্লিখিত  
রূপে জপ করিবে, “তুমি হইতেছ ‘অম’ নামক। ‘অম’ এইটি প্রাণের নাম,  
অগ্নির দ্বারা প্রাণ এই দেহে প্রাণিত হয় অর্থাৎ অবস্থান করিবার উপযোগী শক্তি  
প্রাপ্ত করে, এই জন্যই মন্থদ্রব্যটি প্রাণের অন্তরূপ বলিয়া ‘অমো নামাসি’ বলিয়া  
নয়ক প্রাণস্বরূপজ্ঞানে স্তব করিতেছেন। কেন স্তব করিতেছেন? না, যে হেতুক,  
প্রাণস্বরূপ তোমার সহিতই এই সমস্ত জগৎ অবস্থিত, অর্থাৎ তোমাতেই অবস্থিত,  
এই জন্যই ‘অম’ তোমার নামান্তর। প্রাণস্বরূপ সেই মন্থ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, এবং  
জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই সে রাজা অর্থাৎ দীপ্তিমান্ ও অধিপতি অর্থাৎ সকলেতেই  
অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের পালন করিতেছে। প্রাণস্বরূপ সেই মন্থ নিজের জ্যেষ্ঠত্ব-  
শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণসমূহ আমাকেও প্রাপ্ত করান অর্থাৎ দান করুন; আমিই যেন  
প্রাণে দ্বায় এই সমস্ত জগৎস্বরূপ হই”। মূলে যে “ইতি” শব্দটি আছে, উহা  
বসনান্তি হইল ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অথ খল্বৈতয়র্চা পছ আচামতি, “তৎ সবিতুর্বৃণীমহে”  
ইত্যাচামতি। “বয়ং দেবস্ত ভোজনম্” ইত্যাচামতি। “শ্রেষ্ঠত্ব-  
সর্বধাতমম্” ইত্যাচামতি। “ভূরং ভগস্ত ধীমহি” ইতি সর্বং  
পিবতি নির্গজ্য কৎসং চমসং বা। পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি  
চক্ষুণি বা সৃঙিলে বা বাচংযমোহপ্রসাহঃ, স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ,  
কুঃ? কশ্মেতি বিদ্যাৎ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পাদক্রমে  
পাঠ এক এক পাদ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এক একবার ভোজন করিবে—  
“বয়ং দেবস্ত ভোজনম্” ইত্যাদি পাদ্যমান সবিতা দেবতার নিখিল বিশ্বের পোষক সর্বশ্রেষ্ঠ আহাৰ  
দান করিতেছি এবং অতি সম্বর সেই সূর্য্যের স্বরূপ ধ্যান করিতেছি”।



এক এক পাদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে এক এক গ্রাস ভোজন করিবে, এইরূপ বলা হইয়াছে, সম্প্রতি তাহাই দেখান যাইতেছে। তন্মধ্যে “তৎ সবিভুঃ বৃণীমহে” এই প্রথম পাদ উচ্চারণ করিয়া এক গ্রাস ভক্ষণ করিবে। “বয়ং দেবশ্চ ভোজনম্” এই মন্ত্রে দ্বিতীয় গ্রাস আহার করিবে, “শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমম্” এই মন্ত্রে তৃতীয় গ্রাস ভোজন করিয়া “তুরং ভগন্ত ধীমহি” এই মন্ত্রে কংস অথবা চমস (উভয়ই তাম্রনির্মিত মন্ত্ররক্ষার্থ পাত্রবিশেষ) প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে স্নান করিবে। তদনন্তর বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্দেশে চর্ম্মাসনেই হউক অথবা পরিষ্কৃত ভূমিতেই হউক শয়ন করিবে। সেই ব্যক্তি যদি স্বপ্নে কোনও জীমূর্ত্তি দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার সেই কৰ্ম সমৃদ্ধ অর্থাৎ সুসম্পন্ন, অতএব সফল হইয়াছে জানিবে ॥ ৭ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অখানন্তরং খণ্ডেতয়া বক্ষ্যমাণয়া ঋচা পছঃ পানঃ আচামতি ভক্ষয়তি, মন্ত্রৈশ্চৈকেকেন পাদেনৈকৈকং গ্রাসং ভক্ষয়তি। ভোজ্যং সবিভুঃ সর্বং প্রসবিভুঃ, প্রাণমাদিত্যৈককীকৃত্যোচ্যতে, আদিত্যস্ত বৃণীমহে প্রার্থয়েমহি মন্ত্রং, যেনায়েন সাবিত্রেণ ভোজনেনোপভুক্তেন বয়ং সবিভুঃ স্বরূপাপন্ন। ভবেমেতাভিপ্রায়ঃ। দেবশ্চ সবিভুরিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ, শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমং সর্বান্নেভ্যঃ, সর্বধাতমং সর্বং জগতো ধারয়িত্বতমম্ অতিশয়েন বিধাতৃতমমিতি বা; সর্বধা ভোজনবিশেষণম্; তুরং তুরং শীঘ্রমিত্যেতৎ, ভগন্ত দেবশ্চ সবিভুঃ, স্বরূপমিতি শেষঃ, ধীমহি চিন্তয়েমহি, বিস্তৃত ভোজনেন সংস্কৃতাঃ শুদ্ধাত্মানঃ সন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা ভগন্ত শ্রিয়ঃ কাৰণং মন্ত্রং প্রাপ্তুং কৰ্ম কৃতবন্তো বয়ং তৎ ধীমহি চিন্তয়েমহি, ইতি সর্বঞ্চ মন্ত্রলপঃ পিবেতি নির্ণয়ঃ প্রক্ষাল্য কংসং কংসাকারং চমসং চমসাকারং বা উদ্ভূতং পাত্রম্। পানং আচম্য পশ্চাদগ্নেঃ প্রাক্শিরাঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বাহজিনে, স্থণ্ডিলে কেবলায়ং বা ভূমৌ বাচধমো বাগ্ধতঃ সন্নিত্যর্থঃ, অপ্রসাহো ন প্রসহতে নাভিভূয়তে জ্যোতির্নিষ্টম্বপদর্শনং যথা, তথা সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। স এবভূতো যদি শ্রিয়া পশ্চৎ স্বপ্নে, তদা বিজ্ঞঃ সমৃদ্ধং মমেদং কৰ্ম্মেতি ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর অর্থাৎ পূর্বোক্ত মন্ত্রজন্য সমাধি হইবার পর পাদবিভাগক্রমে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অর্থাৎ চতুঃপাদবিশিষ্ট মন্ত্রের এক এক পাদ বা চরণ উচ্চারণ করিয়া আচমন অর্থাৎ এক এক গ্রাস ভোজন করিবে। মন্ত্রের “তৎ” শব্দের অর্থ ভোজন, আর “সবিভুঃ” শব্দের অর্থ সকলের প্রসবকর্তার। এখানে প্রাণ ও আদিত্যকে একত্র করিয়া ‘সবিভুঃ’ এইরূপ বলা হইয়াছে। আদিত্যের অর্থাৎ সর্বপ্রসবিতা আদিত্যের মন্ত্ররূপ অনেকে বরণ অর্থাৎ প্রার্থনা করিতেছি। অভিপ্রায় এই যে—সবিভুঃস্বকীয় যে অন্ন ভোজন দায়



দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ]

আমরা সবিতার স্বরূপকে প্রাপ্ত হইতে পারি, সেই অন্তকে প্রার্থনা করিতেছি।  
 'সবিতা' এই বাক্যটির পূর্ববর্তী 'সবিতুঃ' এই পদের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ দৌশ্ঠিশালী  
 সবিতার। 'শ্রেষ্ঠ' অর্থাৎ সমস্ত অন্ত হইতে অতিশয় উৎকৃষ্ট অন্ত। 'সর্বধাতম'  
 অর্থাৎ সমস্ত জগতের অত্যাৎকৃষ্ট ধারণকর্তা অথবা অতিশয়রূপে বিধানকর্তা বা  
 ধারণের হেতুস্বরূপ; এই হইল অর্থের মধ্যে যে অর্থই কেন হউক না, এই পদটি  
 সর্বপ্রকারেই ভোক্তার বিশেষণ। 'তুর' অর্থাৎ ত্বরায় বা শীঘ্র। 'ভগন্তু' অর্থাৎ  
 সবিতা দেবের স্বরূপ, ধীমহি অর্থাৎ চিন্তা করিতেছি। অভিপ্রায় এই যে—উক্তরূপ  
 নির্দিষ্ট ভোক্তা দ্বারা সংস্কৃত ও বিশুদ্ধায়া হইয়া আমরা অতি সমস্ত সবিতা দেবের  
 রূপ চিন্তা করিতেছি। অথবা ভগ অর্থাৎ সম্পদের কারণস্বরূপ মহত্ত্ব প্রাপ্তির  
 নির্দিষ্ট যে আমরা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, সেই আমরা তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি,  
 এই স্বপাঠ করিয়া তান্মনির্নিমিত্ত অথবা উদ্ভূতকারণনির্নিমিত্ত কংসাকার বা চমসা-  
 কার স্বপাঠ প্রক্ষালন করিয়া সমস্ত মন্থলেপ অর্থাৎ পাত্র-সংলগ্ন অবশিষ্ট সমস্ত  
 মুহূর্ত্ত পান করিবে। ঐ মন্থপানের পর আচমন অর্থাৎ মুখ প্রক্ষালন করিয়া  
 রক্ষণ অর্থাৎ সংযতবাক্ অর্থাৎ মৌন্য ও অগ্রসহ অর্থাৎ নিজাববাহ স্বপ্নযোগে  
 জীলোক প্রভৃতি অনিষ্টবস্তুরদর্শনে যাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, এরূপ ভাবে সংযত-  
 চিত্ত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্দেশে পূর্বদিকে মন্তক রাখিয়া মৃগচক্ষুসনে অথবা স্থণ্ডিলে  
 অর্থাৎ কেবল পরিকৃত ভূমিতেই শয়ন করিবে। এইরূপ অবস্থায় সেই কৰ্ম্মকর্তা  
 যি স্বপ্নযোগে জীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাহা হইলে জানিবেন যে, আমার কৰ্ম্ম সমুদ্র  
 অর্থাৎ মনুষ্য, অতএব সফল হইয়াছে ॥ ৭ ॥

অথ গ্লোকঃ,—

বা কৰ্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশুতি ।

সমুদ্রিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥ ৮ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—এ বিষয়ে একটি গ্লোক আছে, যথা, কোন কাম্যকৰ্ম্মবিষয়ে  
 যদ্যপি জীলোক দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে সেই স্বপ্ন-  
 কৰ্ম্ম কল তাহার কৰ্ম্মটি সমুদ্র অর্থাৎ সৰ্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অতএব সফল হইয়াছে,  
 পশুত্ব ব্যাঘাত ঘটে নাই, ইহাই জানিবে ॥ ৮ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাকলভাষ্যম্।—তদেতস্মিন্নর্থং এষ গ্লোকো মন্ত্রোহপি ভবতি—যদ্য-  
 পি কাম্যে কাম্যার্থে স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু স্বপ্নদর্শনে স্বপ্নকালে বা পশুতি, সমুদ্রিং তত্র



জানীয়াৎ কর্মণাং ফলনিষ্পত্তির্ভবিষ্যতীতি জানীয়াদিত্যর্থঃ । তস্মিন্ জ্ঞাদিপ্রাপ্তবৎ  
দর্শনে সতি ইত্যভিপ্রায়ঃ । বিরুক্তিঃ কর্মসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ** ।—এই বিষয়ে অর্থাৎ স্বপ্নে জীমূষ্টি দর্শন  
বিষয়ে এই একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রও আছে, যখন কাম্য কর্মে অর্থাৎ ফলকাম  
করিয়া অহুষ্ঠিত কর্মে—স্বপ্নে অর্থাৎ নিদ্রাবস্থাতেই হউক অথবা নিদ্রাবস্থায় বহু  
দর্শনেই হউক যদি কোন জীলোককে দর্শন করে, তাহা হইলে কর্মের সমুদ্বি অর্থাৎ  
ফলপ্রাপ্তি হইবে, ইহাই জানিবে । অভিপ্রায় এই যে—সেই জীমূষ্টির সৌন্দর্য্যাদি  
উৎকর্ষদর্শনেই কর্মেরও উৎকর্ষ জানিবে । কর্মকাণ্ডবিষয়ক আখ্যান সমাপ্ত হইয়া,  
ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত “তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে” এই বাক্যটির বিরুক্তি করা  
হইয়াছে ॥ ৮ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় । তৎ হ  
প্রবাহণে জৈবলিরুবাচ, কুমার ! অনু ত্বাহশিষ্যং পিতা ? ইতি ।  
অনু হি ভগবঃ ! ইতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—অরুণির পুত্র শ্বেতকেতু নামক আরুণেয় পঞ্চালদেশস্থ সভায়  
গমন করিয়াছিলেন । জীবলপুত্র জৈবলি প্রবাহণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে  
কুমার ! তোমার পিতা কি তোমাকে উপদেশ অর্থাৎ কিছু শিক্ষা দিয়াছেন ?  
যেমনকু উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! অনু অর্থাৎ হাঁ, তিনি অবশ্যই আমাকে  
শিক্ষা দিয়াছেন ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—ব্রহ্মাদিস্তম্পপর্যন্তাঃ সংসারগতয়ে । বক্তব্য বৈরাগ্য-  
মোক্ষমুখ্যমিত্যত আখ্যায়িকা আরভ্যতে । শ্বেতকেতুর্নামতো হ ইত্যৈতিহ্যার্থঃ ।  
কল্যাণভ্যমারুণিঃ তত্তাপত্যমারুণেয়ঃ, পঞ্চালানাং জনপদানাং সমিতিং সভামেয়ায়  
যাসাম্ । ত্যাগতবস্তু হ প্রবাহণো নামতো জীবলস্যাপত্যং জৈবলিরুবাচোক্তবান্—হে  
কুমার ! অনু ত্বাহশিষ্যং অশিষ্যং পিতা ? কিমনুশিষ্টং পিতা ? ইত্যর্থঃ । ইত্যুক্তঃ স  
ম—অনু হি অনুশিষ্টোহস্মি ভগবঃ ! ইতি স্মরয়ামাহ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ ।**—সম্প্রতি মুক্তিনাভেচ্ছ ব্যক্তিদিগের  
যোগ্য উপাদানের নিমিত্ত ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণশুল্কাদি পর্যন্ত সমস্ত  
পদার্থের অবস্থা বলা প্রয়োজন বিবেচনায় এবং পূর্ব্বথণ্ডে প্রাণবিজ্ঞা ও তাহার  
সকলবিষয়ে বাহ্য কিছু বক্তব্য বলা হইয়াছে ; সম্প্রতি অগ্নিবিজ্ঞা বলিবার  
কালে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন । ‘হ’ শব্দটির অর্থ ঐতিহ্য অর্থাৎ  
ঐতিহ্য ইতিহাস আছে যে, আরুণের পুত্র আরুণি, এই আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু-  
নামক আরুণেয় কোন সময়ে পঞ্চালদেশস্থ সমিতি অর্থাৎ সভায় আগমন করিয়া-  
ছিলেন । জীবলের পুত্র প্রবাহণ নামক জৈবলি সমাগত সেই শ্বেতকেতুকে  
বলি দিয়াছিলেন, হে কুমার ! পিতা কি তোমাকে অনুশাসন করিয়াছেন ? অর্থাৎ  
কি তোমার পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে ? প্রবাহণকর্তৃক  
অনু প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! অনু হি অর্থাৎ  
হ্যাঁ, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহা কর্তৃক অনুশিষ্ট অর্থাৎ উপদীষ্ট হইয়াছি ॥ ১ ॥



“বেথ যদিতোহধি প্রজাঃ প্রযন্তি ?” ইতি । “ন ভগবঃ !” ইতি । “বেথ যথা পুনরাবর্তন্তে ?” ৩ ইতি । “ন ভগবঃ !” ইতি । “বেথ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যাবর্তনা ?” ৩ ইতি । “ন ভগবঃ !” ইতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—প্রজা অর্থাৎ প্রাণিসমূহ এই সংসার হইতে উর্দ্ধদেশে স্থানে গমন করে, তাহা তুমি জান কি ? ঋতকেতু উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! না, অর্থাৎ আমি তাহা জানি না । প্রাণিসমূহ যেরূপভাবে ইহলোকে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্ত হয়, তাহা তুমি জান কি ? হে ভগবন্ ! না, তাহা আমি জানি না । দেবযান ও পিতৃযান এই দুইটি পথের ব্যাবর্ত্তনা অর্থাৎ পরস্পর বিয়োগস্থান অর্থাৎ যে স্থান হইতে দুইটি পথ স্বতন্ত্র হইয়া দুই দিকে গিয়াছে, তুমি জান কি ? হে ভগবন্ ! না, তাহা আমি জানি না ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্য।**—তং হোবাচ—যত্ত্বশিষ্টোহসি, বেথ যদিতোহযানোকা অধি উর্দ্ধঃ যৎ প্রজাঃ প্রযন্তি যৎ গচ্ছন্তি, তৎ কিং জানীষে ইত্যর্থঃ ? “ন ভগবঃ !” ইত্যাহ ইতরঃ, ন জানেহং তৎ যৎ পৃচ্ছসি । এবং তর্হি “বেথ জানীষে, যথা যেন প্রবাসে পুনরাবর্ত্তন্তে ?” ইতি । “ন ভগবঃ !” ইতি প্রত্যাহ । “বেথ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ব্যাবর্ত্তনম্, ইতরেতরবিয়োগস্থানং সহ গচ্ছতাম্ ? ইত্যর্থঃ । “ন ভগবঃ !” ইতি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রবাহণ ঋতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, যদি তুমি তোমার পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কি জান যে, প্রজা অর্থাৎ জনসমূহ ইহলোক হইতে অধি অর্থাৎ উর্দ্ধদেশে যে স্থানে গমন করে, সেই স্থানকে কি তুমি জান ? ইতর অর্থাৎ ঋতকেতু উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! না, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমি জানি না । আচ্ছা, তবে কি, তাহারা যেরূপভাবে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে অর্থাৎ এই জগতে পুনরায় ফিরিয়া আসে, তাহা জান ? হে ভগবন্ ! না, তাহাও আমি না, ঋতকেতু এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন । একত্রে গমনশীল দেবযান ও পিতৃযান এই দুইটি পথের ব্যাবর্ত্তনা অর্থাৎ পরস্পর বিয়োগস্থান কি জান ? জ্ঞানী ও কর্মী উভয়েই তুল্যমার্গে গমন করে, পরে কি প্রকারে তাহাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়া, জ্ঞানীরা স্বরধামে ও কর্মীরা পিতৃধামে গমন করিয়া থাকে, ইহা তুমি জান কি ? ঋতকেতু বলিলেন, ভগবন্ ! তাহা আমি অবগত নহি ! ভাবার্থ এই যে—দেবযান ও পিতৃযান এই দুইটি পথ বিভিন্ন হইলেও পাশাপাশি ভাবেই দুইটি



কৃতীঃ ৭৩ঃ]

একদে বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, পরে স্থানবিশেষে গিয়া দুইটি দুই দিকে দিক্খি হইয়া গিয়াছে। এ জন্ত এই দুই পথে গমনশীল ব্যক্তিগণও বহুদূর পর্য্যন্ত একদিকে গমন করিয়া পরে দুই বিভিন্ন পথে চলিয়া যায়। যেতকেতু উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্! না, তাহাও আমি জানি না ॥ ২ ॥

“বেথ যথাহসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে ?” ৩ ইতি। “ন ভগবঃ!” ইতি। “বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি ?” ইতি। “নৈব ভগবঃ!” ইতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—তুমি কি জান, যে কারণে এই লোক অর্থাৎ চন্দ্রলোক পূর্ণ প্রাপ্ত হয় না? অর্থাৎ পিতৃগণমার্গে গমনশীল জীবগণের দ্বারা এই চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না কেন, তাহা কি তুমি জান? হে ভগবন্! না, তাহা আমি জানি না। তুমি কি জান, পঞ্চমী আহুতিতে আহুত আপ অর্থাৎ সোম যত প্রকৃতি ব্রহ্মব্যাসমূহ যে প্রকারে পুরুষপদবাচ্য হয় অর্থাৎ জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়? হে ভগবন্! না, তাহাও আমি জানি না ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ড।—“বেথ যথা অসৌ লোকঃ পিতৃসদ্বক্ষী, যঃ প্রাপ্য পুনরা-  
বর্ত্তে, বহিঃ প্রযন্তিরপি যেন কারণেন ন সম্পূর্য্যতে ?” ৩ ইতি। “ন ভগবঃ!” ইতি  
ইত্যহ। “বেথ যথা যেন ক্রমেণ পঞ্চম্যাং পঞ্চসম্ব্যাকায়াম্ আহুতৌ হতায়ামাহুতিনিবৃত্তা  
মহীতসাদনাস্তাপঃ পুরুষবচসঃ পুরুষ ইত্যেবং বচোহভিধানং যাসাং হুয়মানানাং ক্রমেণ  
মহীতবৃত্তানাং তাঃ পুরুষবচসঃ পুরুষশব্দবাচ্যা ভবন্তি ? পুরুষাখ্যাং লভন্তে ?” ইত্যর্থঃ।  
ইত্যহে “নৈব ভগবঃ!” ইত্যাহ, নৈবাহমত্র কিঞ্চন জানামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—যে লোককে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায়  
ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, পিতৃগণের সম্বন্ধীয় সেই লোক পরলোকে  
প্রতি বহুবীবেয় দ্বারাও কেন পূর্ণ হয় না, তাহা কি তুমি জান? যেতকেতু  
প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! না, তাহা আমি জানি না। পঞ্চমী  
মহীতি অর্থাৎ চতুর্থ আহুতির পর পঞ্চমসংখ্যক আহুতি অর্পিত হইবার পর  
সেই আহুতি হইতে সজ্জাত ও আহুতির সাধনস্বরূপ আপ অর্থাৎ সোমরস স্বত  
প্রকৃতি ব্রহ্মব্যাসমূহ বৈরূপ ক্রমাহুতসারে পুরুষ এই নাম বাহাদিগের অর্থাৎ আহুতি-  
রূপ বৈরূপ ও ক্রমাহুতসারে ষষ্ঠ আহুতিস্বরূপ আপ পুরুষপদবাচ্য হয়, অর্থাৎ পুরুষ  
রূপ বৈরূপ এই নাম লাভ করে, তাহা কি তুমি জান? প্রবাহণ কর্তৃক এইরূপে  
নির্ম্মিত হইয়া যেতকেতু তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! না, এ  
কি আমি কিছুমাত্রই জানি না ॥ ৩ ॥



অথানু কিমনুশিষ্টোহবোচথাঃ, যো হীমানি ন বিত্তাৎ, কথং  
সোহনুশিষ্টো ব্রবীত ? ইতি । স হায়ন্তঃ পিতুরর্দ্ধমেষায়,  
তৎ হোবাচ, অননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু স্বাশিষ্য-  
মিতি ? ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—অনন্তর প্রবাহণ বলিয়াছিলেন, তুমি এ সমস্ত বিষয়ে ভয়  
হইয়াও, “পিতা কর্তৃক আমি উপদিষ্ট হইয়াছি,” এরূপ বাক্য কেন বলিলে।  
যে ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয় জানে না, “আমি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি” এরূপ বাক্য  
সে কিরূপে বলে ? সেই স্বৈতকেতু এইরূপ ক্লিষ্ট অর্থাৎ পরাভূত ও তচ্ছ  
অবমানিত হইয়া পিতার নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে ভগবৎ!  
আপনি আমাকে সম্যকরূপ উপদেশ না দিয়াই “তোমাকে সমস্ত উপদেশ দিলাম”  
এরূপ কথা কেন বলিয়াছিলেন ? ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—অর্থৈবমজ্ঞঃ সন্ কিমনু কস্মাৎ ত্বম্ অনুশিষ্টোহবীত-  
বোচথাঃ উক্তবানসি ? যো হীমানি ময়া পৃষ্ঠাত্ত্বজাতানি ন বিত্তান বিদ্বানীম,  
কথং স বিষংস্বনুশিষ্টোহব্রবীত ? ইতি । এবং স স্বৈতকেতুঃ রাজা আয়তঃ  
আয়াসিতঃ সন্ পিতুরর্দ্ধং স্থানমেষায়, গতবান্, তঞ্চ পিতরমুবাচ অননুশিষ্যাহ্মশানমর্দ্ধমৈ  
মা মাং কিল ভগবান্ সমাবর্তনকালেহব্রবীদুক্তবান্, অনু স্বা অশিষ্যম্ অশিষ্যং স্বামিতি । ৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—অনন্তর প্রবাহণ বলিয়াছিলেন, তুমি  
এ সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ হইয়াও কেন বলিলে যে ‘আমি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি’  
যে ব্যক্তি আমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত এই সমস্ত বিষয় জানে না, সে ব্যক্তি কিরূপ  
বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের নিকটে “আমি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি” এরূপ বাক্য বলিতে  
পারে ? সেই স্বৈতকেতু রাজা প্রবাহণ কর্তৃক এইরূপে আয়াসিত অর্থাৎ ক্লিষ্ট  
অর্থাৎ তিরস্কৃত হওয়ায় মনঃপীড়িত হইয়া পিতার অর্দ্ধ অর্থাৎ নিকটে গমন করিয়া  
তাহাকে বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে সম্যকরূপ অনুশাসন না করিয়াই  
অর্থাৎ শিক্ষাদান না করিয়াই সমাবর্তনকালে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে নিবৃত্ত  
হইবার সময় বলিয়াছিলেন, “তোমাকে অনুশিষ্ট করিয়াছি” অর্থাৎ সম্যকরূপ  
শিক্ষা দিয়াছি ॥ ৪ ॥

পঞ্চ মা রাজন্যবক্ষুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীৎ, তেষাং নৈকঞ্চনাশকং  
বিবক্তুমিতি । স হোবাচ, যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহমেষাং  
নৈকঞ্চন বেদ ; যত্ত্বহমিমানবেদিষ্যৎ, কথং তে নাবক্ষ্যমিতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—রাজন্যবক্ষু অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৯৩

কৃত্যঃ ৭৩ঃ]

করিয়াছিল, আমি তাহাদের একটিরও উত্তর দিতে সমর্থ হই নাই। পিতা গৌতম উত্তর করিয়াছিলেন, সেই সময় অর্থাৎ তুমি আসিয়াই আমাকে যেমন এই সকল প্রশ্নের বিষয় বলিলে 'আমি ইহার একটিরও উত্তর জানি না', তুমি জানিও, আমিও ইহার একটিমাত্রও জানি না, যদি এই সমস্ত বিষয় আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে কেন তোমাকে তাহা বলিতাম না? অর্থাৎ আমার জানা থাকিলে অবশ্যই তোমাকে বলিতাম ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রতাস্যম্।**—যতঃ পঞ্চ পঞ্চসম্ব্যাকান্ প্রশ্নান্ রাজশ্রবক্ষুঃ রাজ্ঞাঃ বন্ধ-  
বোহতি রাজশ্রবক্ষুঃ, স্বয়ং হ্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ, অপ্রাক্ষীৎ পৃষ্টবান্, তেবাং প্রশ্নানাম্ একঞ্চন এক-  
মি নবস! ন শক্তবানহং বিবক্ষুং বিশেষণার্থতো নির্ণেতুমিত্যর্থঃ। স হোবাচ পিতা, যথা মা  
বৎস! স্ব তদা আগতমাত্রমেব এতান্ প্রশ্নানবদঃ উক্তবানসি, তেবাং নৈকঞ্চন অশক্য  
বিত্কুমিতি; তথা মাং জানীহি, স্বদীয়াজ্ঞানেন লিঙ্গেন মম তদ্বিষয়মজ্ঞানং জানীহীত্যর্থঃ।  
বৎস! স্বাহমেবাং প্রশ্নানামেকঞ্চন একমপি ন বেদ ন জানে ইতি। যথা স্বমেবাজ্ঞ এতান্  
প্রশ্নান জানীষে, তথা অহমপ্যেতান্ জানে ইত্যর্থঃ। অতো ময্যত্রথাভাবো ন কর্তব্যঃ।  
কুঃ প্রশ্ননবৎস? যতো ন জানে, যত্রহমিমান্ প্রশ্নানবেদিষ্যং বিদিতবানস্মি, কথং তে  
ইদং প্রশ্নায় পুত্রায় সমাবর্তনকালে পুরা নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি? ইতি উক্তা— ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—রাজশ্রবক্ষু অর্থাৎ রাজশ্র বা ক্ষত্রিয়সমূহ  
ইহার বন্ধ, কিন্তু নিজে অত্যন্ত হ্রবৃত্ত; যে হেতু সে রাজশ্রবক্ষু, এই জন্তই আমাকে  
পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু সেই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে আমি একটিরও  
বিশেষরূপে অর্থনির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। পিতা গৌতম তাহাকে বলিয়া-  
ছিলেন—হে বৎস! তুমি আসিবামাত্রই যেরূপ ভাবে আমাকে এই প্রশ্নটি বলিয়াছ,  
অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে একটিও আমি বুঝিতে পারি নাই, আমাকেও সেইরূপই  
বলিবে অর্থাৎ তোমার অজ্ঞানতারূপ লক্ষণ দ্বারাই আমারও ঐ বিষয়ে অজ্ঞতাই  
হইবে। কিরূপ? যেমন তুমি এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু জান না, আমিও তেমনই  
জানি না, অর্থাৎ হে বৎস! এই প্রশ্ন বিষয়ে তুমিও যেমন কিছুই  
জান না, আমিও তেমনই এ বিষয়ে কিছুই জানি না, অতএব তুমি আমার সম্বন্ধে  
যেরূপ বিবৃতি ভাব মনে পোষণ করিও না যে, আমি জানিয়াও তোমাকে শিক্ষা  
দেই নাই, গোপন করিয়াছি। পুত্র বলিয়াছিলেন, কেন এরূপ হইল, যে জ্ঞাত  
ব্যক্তি জানেন না বলিতেছেন? অর্থাৎ আপনার না জানার কারণ কি? পিতা  
উত্তর দিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের বিষয় যদি আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে  
সমাবর্তনকালে, প্রিয়পুত্র! তোমাকে কেন এ বিষয়ে উপদেশ দিব না? অর্থাৎ  
আমার জানা থাকিলে সমাবর্তন-সময়েই আমি তোমাকে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে উপদেশ  
দিব। এই কথা বলিয়া— ॥ ৫ ॥



স হ গৌতমো রাজ্যোহর্দ্ধমেয়ায় । তস্মৈ হ প্রাপ্ত্যর্থাৎ  
 কারঃ । স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায় । তৎ হোবাচ, মানুস  
 ভগবন্ । গৌতম ! বিত্তস্ত বরং ব্রণীথা ইতি । স হোবাচ,  
 তবৈব রাজন্ ! মানুষ্যং বিত্তং, যামেব কুমারস্তান্তে বাচমভাব্য  
 স্তামেব মে জ্রহীতি । স হ কৃচ্ছ্রীবভূব ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—সেই গৌতম রাজ্যের সমীপে গমন করিয়াছিলেন । সমীপে  
 সেই গৌতমকে রাজা পূজা করিয়াছিলেন । রাজা প্রাতঃকালে সভায় গমন করিয়া  
 গৌতমও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন । রাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে  
 ভগবন্ ! গৌতম ! মনুষ্যসম্বন্ধীয় অর্থাৎ মানুষ্যের কাম্য ধনের বর প্রার্থনা  
 করুন অর্থাৎ আপনি কোন পার্থিব সম্পৎ প্রার্থনা করুন । গৌতম বলিয়াছিলেন,  
 হে রাজন্ ! মনুষ্যসম্বন্ধি ধন অর্থাৎ স্বর্গরোপ্যাদি পার্থিব সম্পৎসমূহ তোমারই  
 থাকুক, উহাতে আমার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার পুত্রের সমীপে যে বাবা  
 বলিয়াছ, অর্থাৎ তাহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছ, সেই কথাই আমাকে বল । এই কথা  
 শুনিয়া রাজা কৃচ্ছ্রীভূত অর্থাৎ দুঃখিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—স হ গৌতমো গোত্রতো রাজ্যে জৈবলৈরর্দ্ধং স্থানমেয়া  
 গতবান্ । তস্মৈ হ গৌতমায় প্রাপ্ত্যর্ অর্হামর্হণং চকার কৃতবান্ । স চ গৌতম  
 কৃতাতিথ্য উষিষ্য পরেহ্যঃ প্রাতঃকালে সভাগে সভাগে গতে রাজ্ঞি উদেয়ায় । ভব  
 ভাগঃ পূজা সেবা, স হ ভাগেন বর্তমানো বা সভাগঃ পূজ্যমানোহষ্টৈঃ স্বয়ং গৌত  
 উদেয়ায় রাজানমুদগতবান্ । তৎ হোবাচ গৌতমং রাজা, ভগবন্ । গৌতম ! মানুস  
 মনুষ্যসম্বন্ধিনো বিত্তস্ত প্রামাদের্করং বরণীয়ং কাম্য ব্রণীথাঃ প্রার্থয়েথাঃ । স হোবাচ  
 গৌতমঃ, তবৈব তিষ্ঠতু রাজন্ । মানুষ্যং বিত্তম্ ; যামেব কুমারস্ত মম পুত্রস্তান্তে সমীপ  
 বাচ পঞ্চপ্রশ্নলক্ষণাম্ অভাবথাঃ উক্তবানসি, তামেব বাচ মে মনুঃ জ্রহি কথম্, ইত্যুক্তো  
 গৌতমেন রাজা স হ কৃচ্ছ্রী দুঃখী বভূব—কথঞ্চিদমিতি ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—গৌতমবংশীয় সেই ঋষি জীবলকুমার  
 রাজ্য প্রবাহণের অর্দ্ধ অর্থাৎ স্থানে বা রাজ্যে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ।  
 নিজের সমীপে সমাগত সেই গৌতমকে রাজা পাণ্ড অর্থাদি দ্বারা পূজা করিয়া  
 ছিলেন । সেই গৌতম রাজ্যের নিকট অতিথিসৎকার লাভ করিয়া ও সেই স্থানেই  
 রাজ্যবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সভায় আগমন করিলে পর রাজ্যসমীপে  
 উপস্থিত হইয়াছিলেন । অথবা সভাগ—ভাগশব্দের অর্থ ভজনা অর্থাৎ পূজা  
 সেবা, ভাগের সহিত বর্তমান সভাগ অর্থাৎ গৌতম ভাগের সহিত বর্তমান হইয়া



তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

অর্থঃ সভাস্থ অস্ত্রাণ জনসমূহকর্তৃক পূজিত হইয়া উদ্গত হইয়াছিলেন অর্থাৎ রাজা  
বর উপস্থিত হইলে গৌতম সভাস্থ অপর সকলের সহিত গাত্রোথান করিয়া  
রাজার প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । রাজা সেই গৌতমকে বলিয়াছিলেন, হে  
রাজন গৌতম ! আপনি মনুষ্যসম্বন্ধি বিস্ত অর্থাৎ মানবের প্রয়োজনীয় প্রার্থনার  
যোগ্য গ্রামাদি সম্পৎলাভের বর অর্থাৎ প্রার্থনীয় বস্তু প্রার্থনা করুন । সেই  
কোন বলিয়াছিলেন, হে রাজন ! মনুষ্যের কাম্য ধন তোমারই থাকুক, উহাতে  
আবার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি আমার কুমার অর্থাৎ পুত্রের নিকটে যে পাঁচটি  
এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলে, আমাকেও তুমি সেই সেই বাক্যই বল । গৌতম  
এইরূপ বলিলে সেই রাজা প্রবাহণ কৃচ্ছ্রীভূত অর্থাৎ “ইহা কিরূপে বলা যাইতে  
পারে।” এই মনে করিয়া অত্যন্ত হঃখিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

তৎ হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার । তৎ হোবাচ, যথা মা  
মঃ গৌতম । অবদঃ, যথেষৎ ন প্রাক্ ত্বতঃ পুরা বিত্তা ব্রাহ্মণান্  
গচ্ছতি, তস্মাদ্ধ সর্বেষু লোকেষু ক্ষত্র্যশ্চৈব প্রশাসনমভূদिति,  
তমে হোবাচ ॥ ৭ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ ।—রাজা ‘দীর্ঘকাল বাস কর’ গৌতমকে এইরূপ আজ্ঞা  
করিয়াছিলেন । পরে পুনরায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে গৌতম ! তুমি আমাকে  
কোন বলিবাছ, অর্থাৎ উক্ত বিত্তাগ্রহণের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইয়াছ, সে সম্বন্ধে  
আমর বক্তব্য এই যে, তোমার পূর্বে এই বিত্তা কোন ব্রাহ্মণকে গমন করে নাই  
কিন্তু কোন ব্রাহ্মণই প্রাপ্ত হয় নাই, এ জন্ত সমস্ত লোকেতেই এই বিত্তাসম্বন্ধে  
কেন্দ্রীকৃত কল্পিয়াগিরই উপদেশকর্তৃক ছিল, এই কথা বলিয়া রাজা তাঁহাকে  
ইঙ্গিত দান করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাকরভাষ্যম্ ।—স হ কৃচ্ছ্রীভূতোহপ্রত্যাখ্যেয়ং ব্রাহ্মণং মন্থানো ভায়েন  
বলবতি যথা তৎ হ গৌতমঃ চিরং দীর্ঘকালং বস, ইত্যেবমাজ্ঞাপয়াঞ্চকার  
রাজান্ । বঃ পূর্বে প্রত্যাখ্যাতবান্ রাজা বিত্তাং, যচ্চ পশ্চাচ্চিরং বসেত্যাজ্ঞাপ্তবান্,  
নিত্যং বাসকং কাম্যপতি হেতুবচনোক্ত্য । তৎ হোবাচ রাজা, সর্ববিত্তো ব্রাহ্মণোহপি  
ন মা নেন প্রকারেণ মা মাং হে গৌতম ! অবদন্তঃ, তামেব বিত্তালক্ষণং বাচ  
ন কীদৃশানাং, তেন হ জানীহি । তদ্রাস্তি বক্তব্যং, যথা যেন প্রকারেণেয়  
ন বদন্তে ন ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি ন গতবতী, ন চ ব্রাহ্মণা অনয়া বিত্তয়া



অমুশাসিতবস্ত্রঃ, তথৈতৎ প্রসিদ্ধং লোকে যতঃ, তস্মাদ্ধ পুরা পূৰ্ব্বং সৰ্ব্বেষু লোকে  
ক্ষত্ৰৈশ্চৈব ক্ষত্ৰজাতৈরেবানয়া বিদ্যায়া প্রশাসনং প্রশাস্ত্বং শিষ্যাণামভূষভূব, ক্রি-  
পরম্পরায়ৈবেয়ং বিজ্ঞেতাবস্তং কালমাগতা, তথাহিপ্যাহমেতাং ভুভ্যাং বক্ষ্যামি, স্বংসম্ভবান-  
দুৰ্দ্ধ্বং ব্রাহ্মণান্ গমিষ্যতি, অতো ময়া যদুক্তং, তৎ ক্ষত্ৰমহঁসি, ইত্যুক্তা। তস্মৈ হোবাচ বিজ-  
রাজা । ৭ ।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই রাজা দুঃখিত হইলেও ব্রাহ্মণকে  
প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি বিদ্যা দান কর  
উচিত এইরূপ স্থির করিয়া গৌতমকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, “তুমি দীর্ঘকাল এই  
স্থানে অবস্থান কর ।” রাজা প্রথমতঃ বিদ্যাদান সম্বন্ধে যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন  
ও পরে যে আবার দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে ক্ষত্ৰ কায়  
প্রদর্শন করিয়া অর্থাৎ প্রথমতঃ কেনই বা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ও পরে কেনই  
বা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহার কারণ দেখাইয়া  
ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন । রাজা গৌতমকে বলিয়াছিলেন, যে  
গৌতম ! তুমি সর্ববিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ হইয়াও যে প্রকারে আমাকে বলিয়াছ  
অর্থাৎ তোমার এই বিদ্যা জানা না থাকায় সেই বিদ্যারূপ বাক্যই আমাকে বন্ধ  
বলিয়া তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছ, সেই জন্তই তোমাকে বলিতেছি, তুমি ইহা অবগত  
হও, অর্থাৎ তোমাকে বিদ্যার উপদেশ দিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । কিন্তু এ বিদ্যা  
আমার একটি বক্তব্য আছে, যে প্রকারে এই বিদ্যা তোমার পূর্বে অস্ত্র যোদ  
ব্রাহ্মণকে গমন করে নাই অর্থাৎ ইহার পূর্বে এই বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণই প্রাপ্ত হয়  
নাই, এবং ব্রাহ্মণগণও এই বিদ্যা দ্বারা কাহাকেও উপদেশ প্রদান করেন নাই  
যে হেতু লোকে এ বিষয়ে এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে, সেই হেতু পূর্বে সমস্ত লোকমধ্যে  
কেবল ক্ষত্রিয়জাতিরই এই বিদ্যা দ্বারা উপদেশদাতৃত্ব ছিল অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণই কেবল  
শিষ্যাগণকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, এতকাল যাবৎ এই বিদ্যা কেবল ক্ষত্রি-  
পরম্পরাক্রমেই চলিয়া আসিতেছে । বাহা হউক, তথাপি আমি তোমাকে বলি।  
তোমাকে দান করার পর ইহা ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিবে অর্থাৎ তোমার  
নিকট হইতে অস্ত্রাত্ম ব্রাহ্মণেরাও শিক্ষা করিবে, অতএব আমি তোমাকে বাহা  
বলিয়াছি, তাহার জন্ত আমাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত, এই কথা বলিয়া রাজা  
তাঁহাকে বিদ্যাবিশয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থঃ খণ্ডঃ

অসৌ বাব লোকো গোঁতম ! অগ্নিঃ, তন্ত্ৰাদিত্য এব সমিৎ,  
বৃক্ষয়ো ধূমঃ, অহরর্চিঃ, চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, নক্ষত্রাণি বিষ্ফু-  
লিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে গোঁতম ! সুপ্রসিদ্ধ এই ছালোকই অগ্নি, আদিত্যই  
অহর সমিৎ বা কাষ্ঠ, বৃক্ষসমূহই ধূম, দিবসই অর্চিঃ বা শিখাস্বরূপ, চন্দ্রই অঙ্গার-  
মুহূ, আর নক্ষত্রসমূহই ফুলিঙ্গসমূহ ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতাসম্বাদ।**—“পঞ্চম্যাহতাবাপঃ” ইত্যয়ং প্রশ্নঃ প্রাথম্যেনাপাক্রিয়তে,  
যশাকরণমহু ইতরেবামপাকরণমহুকুলং ভবেদিতি । অগ্নিহোত্রাহত্যোঃ কার্য্যারম্ভো যঃ স  
ইকো বাক্সনয়কে—“তং প্রতি প্রশ্নাঃ । উৎক্রান্তিরাহত্যোর্গতিঃ প্রতিষ্ঠা তৃপ্তিঃ পুনরাবৃতি-  
র্নাম প্রত্যাখ্যায়ী” ইতি ; তেবাক্ষাপাকরণমুক্তং তত্রৈব—“তে বা এতে আহতী হতে  
ইকোবতঃ, তেহস্তরিক্সমাশিতঃ, তেহস্তরিক্সমেবাহবনীয়ং কুর্বাতে, বায়ুঃ সমিৎ মরীচিরেব  
অঙ্গারাজ্জি, তেহস্তরিক্সং তর্পয়তঃ, তে তত উৎক্রামতঃ” ইত্যাদি । “এবমেব  
পূর্বদিবঃ তর্পয়তস্তে তত আবর্তন্তে । ইমামাবিশ্ব তর্পয়িত্বা পুরুষমাবিশতঃ । ততঃ  
রিমাবিত্ত লোক প্রত্যাখ্যায়ী ভবতি” ইতি । তত্রাগ্নিহোত্রাহত্যোঃ কার্য্যারম্ভ-  
নামসেবপ্রকার ভবতীত্যুক্তম্, ইহ তু তং কার্য্যারম্ভমগ্নিহোত্রাপূর্ববিপরিণামলক্ষণং  
পশ্য এবিভজ্যাগ্নিহোত্রোপাসনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিধিৎসন্ অহি—অসৌ বাব  
লোকো গোঁতম ! অগ্নিরিত্যাদি । ইহ সায়ম্প্রাতরগ্নিহোত্রাহতী হতে পশু-আদিসাধনে  
ব্রতপুরুষের আহবনীয়াগ্নিসমিদ্ধুমার্চিরঙ্গারবিষ্ফুলিঙ্গভাবে কত্রাদিকারকভাবে  
অগ্নিরিক্সমেবোৎক্রম্য ছালোকঃ প্রবিশন্ত্যো নৃক্ষভূতেহপ্সম্বারিত্বাদপশদ্ববাচ্যে  
ব্রতপুরুষাচ্চ প্রশংসকবাচ্যে, তয়োৱধিকরণমগ্নিঃ, অজ্ঞাত তৎসদৃশ্যং সমিদাদীতুচ্যতে ।  
ব্রতপুরুষাদিভাবনা আহত্যোঃ সাহপি তথৈব নির্দিষ্টতে । অসৌ বাব লোকোহগ্নির্হে  
গোঁতম ! যথা অগ্নিহোত্রাধিকরণং আহবনীয় ইহ । তন্ত্ৰাগ্নেহু্যলোকাখ্যাতাদিত্য  
এব সমিৎ, তদ্বখানাং, সমিধো হি ধূম উত্তিষ্ঠতি । অহরর্চিঃ, প্রকাশসামান্যং, আদিত্য-  
সম্যক। চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, অহঃ প্রশমেহভিব্যক্তেঃ ; অর্চিবো হি প্রশমেহঙ্গারা  
সম্যক। নক্ষত্রাণি বিষ্ফুলিঙ্গাঃ, চন্দ্রমসোহবয়বা ইব, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যং ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইত্যগ্রে যে পাঁচটি প্রশ্ন কথিত হইয়াছে,



তন্মধ্যে প্রথমেই “পঞ্চম্যাম্ আহুতাবাপঃ” এই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন, কারণ, পঞ্চম প্রশ্নের সমাধান হইলেই অপরাপর প্রশ্ন সকলের সমাধান সম্ভব হইবে, এই জন্যই ক্রমবিপর্যায় স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ অর্থক্রম অনুসরণ পূর্বক পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রে সায়াংপ্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ের দ্বারা কার্য্যারম্ভ বা পরিণাম, তাহা বাজসনেয়কে অর্থাৎ যজুর্বেদীয় উপনিষদে এইরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছে, বাজসনেয়কের অগ্নিহোত্রপ্রকরণে অগ্নিহোত্রের বিচিত্র পরিণামস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ অর্থবিবক্ষা করিলে পিষ্টপেবণের দ্বারা পুনরুৎপাদন ঘটে, এ জন্য তাহা না করিয়া অর্থভেদ বলিবার নিমিত্ত অগ্নিহোত্র প্রকরণস্থিত অর্থ বলিতেছেন, বাজসনেয়কে যেমন কার্য্যারম্ভ কথিত আছে, তাহার প্রতি যে সকল প্রশ্ন হইয়াছে, তাহাই বিবৃত হইতেছে। প্রথম—“উৎক্রান্তি অর্থাৎ মরণান্তে দেহ হইতে বহির্নিষ্ক্রমণ, দ্বিতীয়—আহুতিদ্বয় অর্থাৎ সায়াংকালীন ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ের গতি, তৃতীয়—প্রতিষ্ঠা, চতুর্থ—তৃপ্তি ও পঞ্চম—পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ কৰ্ম্মফলাভ্যায়ী লোকের উদ্দেশ্যে প্রত্যাখান বা পুনরাগমন।” বাজসনেয় জনকরাজার প্রতি এই পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহাদের উত্তরও সেই স্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে, প্রথম “সুপ্রসিক্ত এই চুইটি আহুতি অগ্নিতে প্রদত্ত হইয়া উৎক্রান্তি অর্থাৎ উর্দ্ধদেশে গমন করে,” দ্বিতীয়—“তাহারা অন্তরিক্ষে প্রবেশ করে অর্থাৎ আকাশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে,” তৃতীয়—“তাহারা অন্তরিক্ষকেই আহবনীয় অর্থাৎ আহুতিদানের স্থান আহবনীয়নামক অগ্নিস্বরূপ করিয়া বারুক গমিষ ও স্বর্ধাকিরণকেই গুরু অর্থাৎ পবিত্র আহুতি করে,” চতুর্থ—“তাহারা অন্তরিক্ষকে তৃপ্ত করে ও তথা হইতে আরও উর্দ্ধে উথিত হয়” ইত্যাদি, পঞ্চম—“ঠিক এইরূপেই তাহারা ছালোককে তর্পিত করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তদনন্তর এই পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া ও তাহাকে তৃপ্ত করিয়া পুরুষদেহে প্রবেশ করে, তদনন্তর সেই পুরুষদেহ হইতে জ্বীলোকে আবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ জ্বীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া এই জ্বীলোকের প্রতি উত্থানশীল হয়, অর্থাৎ পুনরায় কার্য্যাসম্পাদনোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় এই সংজ্ঞা লাভ করে”। সে স্থানে অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিদ্বয়ের কার্য্যারম্ভ স্বরূপ ভাবে হয়, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে, এ স্থানে সেই অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিদ্বয়ের অপূর্ব পরিণামস্বরূপ কার্য্যারম্ভকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাকেই আবার উত্তর মার্গ অর্থাৎ উত্তরায়ণ মার্গে গমনের সাধন বা উপায়স্বরূপ উপাসনা বিধানের নিমিত্ত অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া বলিতেছেন, হে গৌতম! এই ছালোকই অগ্নি ইত্যাদি। কৰ্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ এই মর্ত্যলোকে শ্রদ্ধাপূর্বক জল প্রভৃতি সাধন দ্বারা নিষ্পাদনীয়, আহবনীয় অগ্নি অর্থাৎ যে অগ্নিতে হোম করা যায়, সেই অগ্নি,



চতুর্থঃ পঞ্চঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৯৯

স্নিগ্ধ, ধূম, অর্চ্চিঃ, অঙ্গার ও ফুলিঙ্গরূপে চিস্তিত, কৰ্ত্তা প্রভৃতি কারক দ্বারা সম্পাদনীয় সাংখ্য ও প্রাতকালে আহুত অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিদ্বয় অন্তরিকাদিক্রমে উৎপত্তি হইয়া অতিশুদ্ধরূপে ছালোকে প্রবেশ পূর্বক অপসমবাসিহেতুক অর্থাৎ ক্রমাদি দ্বারা সাধ্য বলিয়া জলসম্বন্ধবশতঃ ‘অপ্’ শব্দবাচ্য ও শ্রদ্ধাহেতুক অর্থাৎ ব্রহ্মপূর্বক সম্পাদিত হয় বলিয়া শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যও হয়। সেই আহুতিদ্বয়ের অধিকরণ বা আধারস্বরূপ অগ্নি ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্ত্যান্ত সমিৎ প্রভৃতি বিষয়ে বলা হইতেছে। আর এই আহুতিদ্বয়ে যে অগ্নিপ্রভৃতিরূপে ভাবনা বা কল্পনা, তাহাও পূর্বাদ্বয়সারেই অর্থাৎ অগ্নি, সমিৎ, ধূম, অর্চ্চিঃ, অঙ্গার, ফুলিঙ্গ এই ক্রমেই নির্দিষ্ট হইতেছে। হে গৌতম! ইহলোকে আহবনীয় অগ্নি যেমন অগ্নিহোত্র-সম্বন্ধীয় আহুতিদ্বয়ের অধিকরণ, সেইরূপ এই ছালোকই অধিকরণভূত অগ্নিস্বরূপ, অগ্নিতাই এই ছালোকনামক অগ্নির সমিধ্ বা কাষ্ঠস্বরূপ, কারণ, এই আদিত্য দ্বারা এই ছালোক উদ্ভাসিত হইয়া দীপ্তি পায়, অতএব সম্যকরূপে ইহা অর্থাৎ উদ্ভাসিত করেন বলিয়াই আদিত্য সমিৎস্বরূপ। আদিত্যের রশ্মি বা কিরণসমূহই ধূমরূপ, কারণ, অগ্নিতে প্রদত্ত কাষ্ঠ হইতে যেমন ধূম উৎপত্তি হয়, সমিৎরূপ বলা হইতেও তেমনই রশ্মি নির্গত হয়। অহঃ অর্থাৎ দিবস অর্চ্চিঃ বা শিখারূপ; বায়ু, অগ্নির শিখা ও দিবস উভয়ই প্রকাশক অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, এই যথাকথ্যধর্ম উভয়েরই সাদৃশ্য বিদ্যমান, এবং দিবস আদিত্যেরই কার্য্য অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে দিবসের উৎপত্তি। চন্দ্র অঙ্গারস্বরূপ, কারণ, দিবসরূপ শিখার অবসানেই চন্দ্রের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হয়, আর অগ্নিশিখারও উপশম হইলেই অর্থাৎ অগ্নি-নিবৃতি হইলেই অঙ্গারের অভিব্যক্তি হয়। নক্ষত্রসমূহ ঐ অগ্নির ফুলিঙ্গস্বরূপ; চন্দ্রের চক্ষুকেই নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে থাকায় উহার। যেন চন্দ্রের অংশস্বরূপই, আর ফুলিঙ্গও অগ্নির অংশ। তাৎপর্য্য এই যে—ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয় আজীবন অগ্নিহোত্রের চর্য্যান করিবেন, ইহাই শাস্ত্রীয়বিধি। ঐ অগ্নিহোত্রে প্রধানতঃ সাংখ্যকালে ও প্রত্যহকালে হোম করাই নিয়ম, মধ্যাহ্নকালীন হোম কৰ্ত্তার ইচ্ছামত করিতেও পারেন, না করিলেও কোন দোষ হয় না, এই জন্তই দুইটি আহুতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্র-যাগকারী যত্নের পর অহুষ্ঠিত আহুতিদ্বয়ের সহিত অগ্নিকান্দি লোকপরম্পরানুসারে পিতৃস্থান চন্দ্রলোকে গমন করেন, কৰ্ম্মক্ষয়ান্তে যজ্ঞার্ত্তনকালে আবার ছালোক, পর্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচটির মধ্য দিয়া ক্রীড়ন লভ করেন। কিন্তু অগ্নিহোত্র যাগ করুন, আর নাই করুন, উক্ত পট্টকে যদি অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে পারেন, তাহা হইলে পট্টক আর পিতৃযাগমার্গ দক্ষিণায়নে গমন করিতে হয় না, দেবযানমার্গ



উত্তরায়ণেই তিনি গমন করিতে অধিকারী হন। এই প্রকার উপাসনাকে কৰ্ম্ম উপাসনা বলে। ইহার মৰ্ম্মার্থ এই প্রকার বুঝিতে হইবে যে, অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্বয় প্রথমে অন্তরীক্ষস্থ যজমানকে ফলদানে সুখী করে। আরও পুণ্যকর হইলে স্বৰ্গলোক হইতে যখন যাগকারীর আত্মা মর্ত্যলোকে আগমন করে, তখন ঐ আহুতিদ্বয় জলরূপে আত্মার সহিত পৃথিবীতে আসে, ক্রমশঃ ব্রীহি প্রকৃতি শস্তরূপে পুরুষ জীবকে আশ্রয় করে, পরে জীগৰ্ভে রেতোরূপে গমন করিয়া আত্মীভূত জীবকে দেহভাগী করে। ক্রমশঃ পারলৌকিক গতির প্রতি অনুকূল হয়। এই প্রকারে অগ্নিহোত্রাহুতির কার্য্যারম্ভ হয়। এ স্থলে কার্য্যারম্ভকে পঞ্চা বিভক্ত করত তাহাকে অগ্নিরূপে আরাধনা এবং উত্তরমার্গপ্রাপ্তিসাধন বিধান করিতেছেন। সন্ধ্যার সময়ে ও প্রভাতে যে আহুতি প্রদান করিতে হয়, অগ্নি পয়ঃ প্রভৃতির সাধনভূত হইয়া আহবনীয় বহি, সমিধ্, ধূম, অগ্নিশিখা, অঙ্গার ও বিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা সাধিত হইয়া শূন্তমার্গে গমন পূৰ্ব্বক ক্রমশঃ সুরলোকে গমন করে। অতএব হে গোতম! এই ছালোকই বহি। যেমন অধিকরণ অগ্নি অগ্নিহোত্রাদির আহবনীয়, তদ্রূপ এই লোকই উক্ত যজ্ঞের অধিকরণ। স্বৰ্ঘ্য এই স্বৰ্গলোকাধ্য বহির সমিধ্। কাঠ দ্বারা যে রূপ বহি প্রজ্জ্বলিত হয়, আদিত্য দ্বারা তদ্রূপ সকল সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের রশ্মিসকল ধূম। রশ্মি সকল উৎপন্ন হয় বলিয়াই উহার ধূমস্থানীয়। স্বৰ্ঘ্য হইতে যে রূপ রশ্মির উত্থান হয়, তদ্রূপ ঘনি হইতে ধূমের উত্থান হইয়া থাকে। দিবস সেই বহির শিখা। অগ্নির শিখা বেগে প্রকাশ করে, তদ্রূপ দিবসেরও প্রকাশকতা শক্তি আছে। চন্দ্র অঙ্গার, বেদে দিবসের শেষে চন্দ্রের প্রকাশ হয়, তদ্রূপ বহি প্রশান্ত হইলেই অঙ্গার হইয়া থাকে এবং নক্ষত্রসমূহ সেই বহির বিস্ফুলিঙ্গ, অগ্নি হইতে যে রূপ বিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইতেও তদ্রূপ নক্ষত্রগণ বিকীর্ণ হয়। এই জন্ত নক্ষত্র সকল বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয়। ১।

তস্মিন্নৈতস্মিন্নম্নো দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্মা আহুজ্ঞে সোমো রাজা সম্ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—সেই এই ছালোকরূপ অগ্নিতে দেবগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণস্বরূপ দেবগণ শ্রদ্ধাকে অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত জলকে আহুতিরূপে সমর্পণ করে, সেই আহুতি হইতেই রাজা অর্থাৎ প্রভাসম্পন্ন সোম উদ্ভূত হন অর্থাৎ চন্দ্রলোক তাহার উপভোগযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।



চতুর্থঃ ৭৩ঃ]

**শাক্তব্রতভাষ্যম্**।—তন্নিগ্নেতন্নিং যথোক্তলক্ষণেহর্গো দেবাঃ যজমানপ্রাণাঃ  
 জ্যোতিষাঃ অধিদেবতঃ, শক্ভাম্ অগ্নিহোত্রাহতিপরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা আপঃ শক্ভা-  
 ত্বিগ্নাঃ শক্ভা উচ্যন্তে । “পঞ্চম্যামাহতাবাণঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইত্যপাং হোম্যতয়া প্রপ্নে  
 বচসঃ, “শক্ভা বা আপঃ শক্ভামেবারভ্য প্রণীয় প্রচরন্তি” ইতি চ বিজায়তে । তাং  
 বচসঃপূর্ণাঃ কুর্ষ্বতি, তন্ত্রা আহতে: সোমো রাজা—অপাং শক্ভাশক্ভবাচ্যানাং দ্যালোকাকর্ণো  
 বচসঃ পরিণামঃ সোমো রাজা সম্ভবতি । যথা স্বর্গেদাদিপুষ্পরসা স্বর্গাদিমধুকরোপ-  
 নীতস্তে আদিত্যে বশ-আদি কার্য্যং রোহিতাদিরূপলক্ষণমারম্ভস্তে ইত্যুক্তং, তথেষা  
 মগ্নিহোত্রাহতিসমবায়িতঃ সূক্ষ্মাঃ শক্ভাশক্ভবাচ্যা আপো দ্যালোকমমুপ্রবিষ্টা চান্দ্রঃ  
 কৰ্ম্মমবস্তে ফলরূপমগ্নিহোত্রাহত্যোঃ । যজমানাশ্চ তৎকর্ত্তারঃ আহতিময়া আহতি-  
 হোত্রাহতি আহতিরূপেণ কৰ্ম্মণা আকৃষ্টাঃ শক্ভাহপ্সমবায়িনো দ্যালোকমমুপ্রবিষ্টা  
 পান্দ্রা ভবন্তি । তদর্থং হি তৈরগ্নিহোত্রং হতম্ । অত্র তু আহতিপরিণাম এব পঞ্চাগ্নি-  
 মন্ত্রমেষ প্রাধাতেন বিবক্ষিত উপাসনামর্থম্; ন যজমানানাং গতিঃ । তাং অবিত্রবাং  
 দেবিরূপগোত্রম্ বক্ষ্যতি, বিত্রবাণোত্তরাং বিভাকৃতাম্ । ২ ।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ । ৪ ।

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ**।—পূর্বোক্তলক্ষণসম্পন্ন সেই এই অগ্নিতে  
 অর্থাৎ দ্যালোকরূপ অগ্নিতে দেবগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণসমূহ অধিদেবতপক্ষে  
 অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসমূহ শক্ভাকে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রে দত্ত আহতির পরিণামাবস্থা-  
 রূপ যন্ত্র জনভাগই শক্ভাবিত অর্থাৎ শক্ভা পূর্বক প্রদত্ত হয় বলিয়া উহাকে  
 “শক্ভা” বলা হয়, কারণ, “পঞ্চমী আহতিতে প্রদত্ত জলসমূহই পুরুষপদবাচ্য হয়”  
 এই প্রণে জনই যে হোমসাধন দ্রব্য অর্থাৎ জল দ্বারাই যে আহতি প্রদান করা হয়,  
 অতএব “অপ্”ই শক্ভাপদবাচ্য, এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় । আরও “শক্ভাই অপ্ সমূহ,  
 এই অপ্ সমূহ শক্ভাকে অবলম্বন করিয়া ও সংস্কারবিশেষসম্পন্ন হইয়া গমন করে”  
 ইতি যোগে অপ্ শব্দের শক্ভাশক্ভবাচ্যতা জানা যায় । দেবগণ জলরূপ সেই শক্ভার  
 গমন করেন । সেই আহতি হইতে রাজা অর্থাৎ অত্যাচ্ছল প্রভাসম্পন্ন সোম অর্থাৎ  
 দ্যালোকরূপ অগ্নিতে আহত শক্ভাশক্ভবাচ্য জলের পরিণামস্বরূপ রাজা সোম সমুদ্ভূত  
 হয় । পূর্বে উক্ত হইয়াছে, স্বক্ প্রভৃতি মধুকর কর্ত্ত্বক সংগৃহীত স্বগ্বেদাদিরূপ  
 মধুসমূহ অর্থাৎ মধুসমূহ যেমন আদিত্যমণ্ডলে রক্তবর্ণাদিরূপ বশঃপ্রভৃতি কার্য্য  
 করতঃ, সেইরূপ এই অগ্নিহোত্রসম্বন্ধি আহতিসংসৃষ্ট শক্ভাশক্ভবাচ্য সূক্ষ্ম অপ্-  
 সমূহ যোগকে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নিহোত্রে প্রদত্ত আহতিদ্বয়ের ফলস্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলস্থ  
 পান্দ্রা হইয়া থাকেন । যাগকর্ত্তা যজমানগণও আহতিময় অর্থাৎ আহতিভাবনায়  
 অর্থাৎ আহতিরূপে কল্পিত হইয়া ও আহতিরূপ কৰ্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট



এবং শ্রদ্ধাশ্রবণব্যক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া ত্রালোকে প্রবেশ পূর্বক সৌন্দর্য  
অর্থাৎ চন্দ্রস্বরূপ হইয়া যান, কারণ, তাঁহারা সেইরূপ হওয়ার নিমিত্তই অধিব্যোম  
অনুষ্ঠান করেন। এ স্থানে উপাসনার নিমিত্ত পঞ্চায়নিসম্বন্ধক্ৰমে বিশেষভাবে  
আহুতির পরিণাম নির্দেশ করাই শাস্ত্রকর্তার অভিপ্রায়, যজমানের গতি নির্দেশ  
করা অভিপ্রেত নহে। অবিদ্বান্ অর্থাৎ এই বিদ্বান্ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধ্বনি-  
ক্ৰমে গতি ও বিদ্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিদ্বান্ ফলস্বরূপ উত্তরাগ্ন্যগ্ন্যমার্গে গতির বিদ্যা  
পন্ন বলা হইবে ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

পৰ্জন্তো বাব গোতম ! অগ্নিঃ, তস্ত বায়ুরেব সমিৎ, অব্ভ্রঃ  
ধূমঃ, বিদ্যাদৰ্শিঃ, অশনিরঙ্গারঃ, হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে গোতম ! প্রসিদ্ধ পৰ্জন্ত অর্থাৎ মেঘই অগ্নি, বায়ুই ঐ  
অগ্নির সমিৎ, অব্ভ্র অর্থাৎ সজল মেঘই ধূম, বিদ্যাই ঐ অগ্নির শিখা, অশনি অর্থাৎ  
বজ্রই অঙ্গারস্বরূপ ও হ্রাদনি অর্থাৎ গৰ্জ্জনসমূহই বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—দ্বিতীয়হোমপর্যায়ার্থমাহ—পৰ্জন্তো বাব পৰ্জন্ত এব  
গোতম। অগ্নিঃ, পৰ্জন্তো নাম বৃষ্ট্যপকরণাভিমাত্রী দেবতাবিশেষঃ। তস্ত বায়ুরেব সমিৎ,  
বাবা হি পৰ্জন্তোহগ্নিঃ সমিধ্যতে, পুরোবাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাৎ। অব্ভ্রঃ ধূমঃ,  
বিস্ফুলিঙ্গাঃ লক্ষ্যমাণদ্বাং। বিদ্যাদৰ্শিঃ, প্রকাশসামাত্রাৎ। অশনিরঙ্গারঃ,  
বজ্রঃ বিদ্যৎসম্বন্ধাৎ। হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ; হ্রাদনয়ঃ গৰ্জ্জিতশব্দাঃ মেঘানাং,  
বিকীরণসামাত্রাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি দ্বিতীয় হোমের ক্রম নির্দেশ  
করিবার নিমিত্ত এই খণ্ড আরম্ভ করিতেছেন। পৰ্জন্ত অর্থাৎ যে সমস্ত  
উপকরণসহযোগে বৃষ্টি হয়, তদভিমাত্রী দেবতাবিশেষ। হে গোতম ! পৰ্জন্তই  
অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপ, বায়ুই সেই অগ্নির সমিৎ অর্থাৎ দাহ কার্ত্তবিশেষ, কারণ,  
বায়ুই পৰ্জন্তরূপ অগ্নি সন্মুক্ত হয়, আর ইহাও দেখা যায় যে, পূর্বাঙ্ক  
বৃষ্টিতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার প্রাবল্য ঘটিলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। অব্ভ্র  
অর্থাৎ আগরবর্ণ বা বর্ণপোখ মেঘই ধূম অর্থাৎ ধূমস্বরূপ; কারণ, ঐ অব্ভ্র  
সমূহই কার্য অর্থাৎ ধূম হইতেই উৎপন্ন ও দেখিতেও ঠিক ধূমের স্তায়ই। বিদ্যাই  
অগ্নির শিখাস্বরূপ; কারণ, প্রকাশ অর্থাৎ আলোকিত করা বিদ্যা  
অর্থাৎ উভয়ের সমান ধর্ম। অশনি অর্থাৎ বজ্রই অঙ্গারস্বরূপ, কারণ, অঙ্গারও  
বজ্র ও কঠিন, এই কাঠি-ধর্ম উভয়ের সাম্যবশতঃ অথবা বিদ্যাতের সহিত  
সাম্যতঃ বজ্রই অঙ্গার। আর হ্রাদনিসমূহই অর্থাৎ মেঘের গৰ্জ্জনসমূহই বিস্ফুলিঙ্গ-  
স্বরূপ; কারণ, বিস্ফুলিঙ্গসমূহও বিপ্রকীর্ত্ত অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা ব্যাপ্ত হয়,  
আর মেঘের গৰ্জ্জনও বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এই সাদৃশ্যবশতই গৰ্জ্জনসমূহই  
বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ ॥ ১ ॥



তস্মিন্নৈতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং ভূষতি, তজ্জ  
আহুতের্ব্বং সম্ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—দেবগণ সেই এই অগ্নিতে প্রভাসম্পন্ন সোমকে হোম করে  
অর্থাৎ উক্তরূপ সোমের আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতেই বৃষ্টি সম্ভব  
হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্ ।**—তস্মিন্নৈতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ পূর্ব্বং সোমং রাজানং ভূষতি  
তজ্জ আহুতের্ব্বং সম্ভবতি । শ্রদ্ধাখ্যা আপঃ সোমাকারপরিণতাঃ দ্বিতীয়ে পর্যায়ে  
পৰ্জ্জন্তুগ্নি প্রাপ্য বৃষ্টিহেন পরিণমন্তে ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—দেবগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণরূপ  
দেবগণ সেই এই পৰ্জ্জন্তুরূপী অগ্নিতে পূর্ব্বের ত্রায় রাজা সোমকে অর্থাৎ সমুদ্র  
প্রভাসম্পন্ন সোমকে আহুতিরূপে প্রদান করেন, সেই এই আহুতি হইতেই বৃষ্টি  
সম্ভব হয় অর্থাৎ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য জলসমূহই সোমাকারে পরিণ  
ও পৰ্জ্জন্তুরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে

### ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

পৃথিবী বাব গৌতম! অগ্নিঃ, তন্ত্রাঃ সংবৎসরঃ এব সমিৎ,  
আকাশো ধূমঃ, রাত্রিরর্চিঃ, দিশোহঙ্গারঃ, অবাস্তরদিশো  
বিস্কুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে গৌতম! পৃথিবীই অগ্নিস্বরূপ; সংবৎসর তাহার সমিৎ  
বা বার্ষিকদৃশ, আকাশ তাহার ধূমস্বরূপ, রাত্রি তাহার অর্চিঃ বা শিখাস্বরূপ,  
দিক্‌সমূহ অঙ্গারস্বরূপ ও অবাস্তরদিক্‌সমূহ অর্থাৎ কোণসমূহই বিস্কুলিঙ্গসদৃশ ॥১॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ড-ভাষ্যানুবাদ।**—পৃথিবী বাব গৌতম! অগ্নিরিত্যাदि পূর্ববৎ। তন্ত্রাঃ  
দুর্বিদ্যাভাষ্যেঃ সংবৎসর এব সমিৎ; সংবৎসরেণ হি কালেন সমিদ্ধা পৃথিবী ব্রীহাদি-  
নিশ্চয় ভবতি। আকাশো ধূমঃ; পৃথিব্যা ইবোখিত আকাশো দৃশ্যতে, যথা অগ্নেধূমঃ।  
রাত্রির্চিঃ, পৃথিব্যা হ্রৎপ্রকাশাত্মিকায়্য অম্লরূপা রাত্রিঃ, তমোরূপত্বাৎ, অগ্নেরিবাম্লরূপমর্চিঃ।  
দিশোহঙ্গারঃ, উপশান্ত্ত্বসামান্ত্রাৎ। অবাস্তরদিশো বিস্কুলিঙ্গাঃ, ক্ষুদ্রত্বসামান্ত্রাৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি তৃতীয় হোমের বর্ণনা করিতে-  
ছেন। হে গৌতম! পৃথিবীই অগ্নি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বেরই ত্রায়। সেই  
পৃথিবী নামক অগ্নির সংবৎসরই সমিৎ অর্থাৎ দাহ্য কাঠ, কারণ, পৃথিবী এক বৎসর-  
কালের মধ্যে সমিদ্ধ অর্থাৎ বীৰ্য্যবতী হইয়া ধাত্ত্ব-যবাদি শস্ত সমুৎপাদনে সমর্থ হয়।  
আকাশই ধূমস্বরূপ, কারণ, অগ্নি হইতে যেমন ধূম উৎখিত হয়, তেমনই আকাশও  
যে পৃথিবী হইতেই উৎখিত হইয়াছে, এইরূপই মনে হয়। রাত্রিই ঐ অগ্নির অর্চিঃ  
অর্থাৎ শিখাস্বরূপ, কারণ, অগ্নির শিখা যেমন কৃষ্ণবর্ণ, তদ্রূপ তমোরূপিনী রাত্রিও  
যত্রাপিকাঙ্কিকা অর্থাৎ মলিনাঙ্কিকা বা কৃষ্ণবর্ণা পৃথিবীরই অম্লরূপা; ভাব এই  
যে—স্বাদিকারণ মুক্তিকাকে কৃষ্ণবর্ণ বলেন, পৃথিবী তমোশুণ্ডাঙ্কিকা, তমোশুণ্ডা-  
বৎ পদার্থ মলিন, রাত্রিও তমোশুণ্ডবৎ অন্ধকার, অগ্নি হইতে যে শিখা উদ্গত  
হয়, তাহাতেও কৃষ্ণবর্ণ আভা দেখা যায়, এই জন্তই রাত্রিকে পৃথিবীরূপ অগ্নির  
শিখা বলা হইয়াছে। দিক্‌সমূহই অঙ্গারসদৃশ, কারণ, উপশমের সহিত সাদৃশ্য  
দিক্‌মান আছে, অর্থাৎ অগ্নি নির্দীপিত হইলে যেমন অঙ্গাররূপে পরিণত হয়,  
তদ্রূপ অগ্নির শেষ যেমন অঙ্গার, সেইরূপ দিক্‌সমূহও যেন পৃথিবীর শেষভাগেই  
বসিত বলিয়া অনুভূত হয়। আর অবাস্তর দিক্‌সমূহ অর্থাৎ অগ্নিকোণাদি



কোণসমূহই পৃথিবীরূপ অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ ফুলকিস্বরূপ, কারণ, কোণসমূহ  
ক্ষুদ্র, ফুলিঙ্গও ক্ষুদ্র ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি, তস্মা আহুতেরদ্য  
সম্ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—দেবগণ সেই এই অগ্নিতে বর্ষকে আহুতি প্রদান করেন,  
অর্থাৎ বর্ষণ করেন, এবং সেই আহুতি হইতে অন্ন অর্থাৎ ধাত্বাদি খাদ্য শস্যসমূহ  
সমুদ্ভূত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—তস্মিন্ণিত্যাदि সমানম্ । তস্মা আহুতে: অন্নং জীহ্মবতি  
সম্ভবতি । ২ ।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্ । ৬ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—‘সেই এই’ ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা  
পূর্বেরই হয় । সেই বৃষ্টিরূপ আহুতি হইতেই অন্ন অর্থাৎ ধাত্ব-ষবাদি খাদ্য শস্য-  
সমূহ সমুদ্ভূত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমঃ খণ্ডঃ

পুরুষো বাব গৌতম ! অগ্নিঃ, তস্ম বাগেব সমিৎ, প্রাণো  
ধুমঃ, জিহ্বা অর্চিঃ, চক্ষুরঙ্গারঃ, শ্রোত্রং বিষ্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—হে গৌতম ! পুরুষই অগ্নি, বাক্যই তাহার সমিৎ, প্রাণই ধুম,  
জিহ্বাই তাহার অর্চিঃ অর্থাৎ শিখা, চক্ষুই অঙ্গার ও শ্রোত্র বা কর্ণই বিষ্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—পুরুষো বাব গৌতম ! অগ্নিঃ, তস্ম বাগেব সমিৎ, বাচ  
সি মূখেন সমিধ্যতে পুরুষঃ, ন মুকঃ । প্রাণো ধুমঃ, ধুমঃ ইব মুখান্নির্গমনাৎ । জিহ্বা অর্চিঃ,  
লোহিতবাৎ । চক্ষুরঙ্গারঃ, ভাস আশ্রয়ত্বাৎ । শ্রোত্রং বিষ্ফুলিঙ্গাঃ, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাত্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—সম্প্রতি চতুর্থ হোম কথিত হইতেছে—  
হে গৌতম ! পুরুষই এই চতুর্থ হোমের বহিস্বরূপ । বাক্যই এই বহির সমিৎ,  
বায়ু, বাত্ দ্বারা যেরূপ বহি প্রজ্জলিত হয়, বাক্য অর্থাৎ মুখ দ্বারাই তজ্জপ পুরুষ  
বহি অর্থাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করে, মুক পুরুষ কখনও জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে  
পারে না, এই জন্তই বাক্য পুরুষরূপ বহির কাষ্ঠস্থানীয় । প্রাণ উক্ত বহির  
ধুম, ধূমকণ যেরূপ বহি হইতে নির্গত হয়, তজ্জপ প্রাণবায়ুও পুরুষের মুখ হইতেই  
নির্গত হইয়া থাকে ; সুতরাং প্রাণ পুরুষাগ্নির ধূমস্থানীয় । রসনা এই পুরুষাগ্নির  
শিখা, কারণ, পুরুষের রসনা ও বহির শিখা উভয়ই ব্রহ্মবর্ণ, অতএব রসনাতে  
অগ্নিশিখার আরোপ করা যায় । নেত্র উক্ত বহির অঙ্গারসমূহ, যে হেতু, নেত্র ও  
দ্বার উভয়ই প্রভা অর্থাৎ জ্যোতির আশ্রয় ; সুতরাং নেত্র অঙ্গারস্থানীয়,  
অর্থাৎ কর্ণই এই পুরুষাগ্নির বিষ্ফুলিঙ্গ, কারণ, বিষ্ফুলিঙ্গের ত্বায় কর্ণও ইতস্ততঃ  
বিপ্রকীর্ণ অর্থাৎ প্রসৃত ; তাব এই যে—অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে,  
কর্ণও নানা দিগদেশের সংবাদ শ্রবণ করে, এ জন্ত কর্ণও বহুদেশপ্রসারী, এবং এই  
জন্ম কর্ণকে বিষ্ফুলিঙ্গ বলে ॥ ১ ॥

তন্নিম্নেতন্নিম্নর্মো দেবা অন্নং জুহ্বতি ; তস্মা আহুতে রেতঃ  
সমুৎপত্তি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ ।—দেবগণ সেই এই পুরুষাগ্নিতে অন্নাহুতি প্রদান করেন, সেই  
অহুতি হইতেই রেতঃ অর্থাৎ শুক্র সমুৎপত্ত হয় ॥ ১ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।



শাক্তব্রতভাষ্যম্।—সমানমত্তং। অন্নং ভুংসতি ব্রীহাদি সংস্কৃতম্। অন্ন  
আহতেঃ দেভঃ সম্ভবতি। ২।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্। ১।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অত্যাশ্রয় অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের জ্ঞান।  
অন্ন অর্থাৎ পাকক্রিয়াদি দ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ রূপান্তরে পরিণত খাদ্য বস্তু প্রভৃতি  
আহতি প্রদান করেন ও সেই আহত অন্ন হইতে শুক্র সমুদ্ভূত হয় অর্থাৎ ব্রীহি  
প্রভৃতি অন্নসকল পুরুষে প্রবেশ পূর্বক রেতোরূপে পরিণত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ

যোবা বাব গোতম ! অগ্নিঃ, তস্যা উপস্থ এব সমিৎ, যদুপ-  
স্থয়তে স ধূমঃ, যোনিরর্চিঃ, যদন্তঃ করোতি তেহঙ্গারাঃ, অভি-  
ননা বিস্কুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে গোতম ! যোবাঈ অর্থাৎ জীলোকই অগ্নি, উপস্থ  
অর্থাৎ পুন্ডই তাহার সমিৎ, আর যে উপমজ্জন অর্থাৎ সঙ্কেতাঙ্গি দ্বারা আহ্বান  
কর, তাহাই ধূমস্বরূপ, তাহার যোনিই হইতেছে অর্চিঃ অর্থাৎ শিখা, আর যে  
রক্তবর্ণ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া বা ব্যাপার, তাহাই অঙ্গারসমূহ ও বাহা  
অভিন অর্থাৎ আনন্দসন্তোষ, তাহাই বিস্কুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

শাক্তভাষ্যম্।—যোবা বাব গোতম ! অগ্নিঃ । তস্যা উপস্থ এব সমিৎ, তেন  
ই বা পুন্ডাংগাদিনা সমিধ্যতে । যদুপস্থয়তে, স ধূমঃ ; জীসম্ভবোপমজ্জনস্ত ।  
যোনিরর্চিঃ, লোহিতভাং । যদন্তঃ করোতি, তেহঙ্গারাঃ ; অগ্নিসম্বন্ধাৎ । অভিননাঃ সুখলবাঃ  
নিষ্কলিঙ্গাঃ, কুস্তভাং । ১ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে গোতম ! যোবা অর্থাৎ জীলোকই  
ধূমস্বরূপ । উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গই সেই জীলোক অগ্নির সমিৎস্বরূপ, কারণ, সেই উপস্থের  
জীলোক পুন্ডাদি উৎপাদনের নিমিত্ত অর্থাৎ গর্ভধারণে সমুত্তেজিত হয় । আর  
এ উপস্থের অর্থাৎ হাব-ভাবাদি দ্বারা পুরুষকে আহ্বান করে, তাহাই ধূমস্বরূপ,  
সহ, ঐ উপস্থের কার্য্যটি জীলোক হইতেই সমুদ্ভূত হয় । যোনিই তাহার শিখা,  
সহ, ঐ যোনিও রক্তবর্ণ, শিখাও রক্তবর্ণ । আর যে অন্তঃকরণ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ  
ক্রিয়া, তাহাই অঙ্গারসমূহস্বরূপ, কারণ, উহাতেও অগ্নির সহিত সম্বন্ধ আছে । আর  
এ অভিন অর্থাৎ সুখলেশ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী সুখানুভব, তাহাই বিস্কুলিঙ্গস্বরূপ,  
সহ, কুলিঙ্গও কুস্ত কুস্ত আকারবিশিষ্ট, ঐ সুখও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অতি কুস্ত বা  
হু। ১ ।

অগ্নিরেতস্মিন্নর্ঘ্যো দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতেগর্ভঃ  
সৃজতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—সেই এই জীলোকরূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ অর্থাৎ



সূত্রকে আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতেই গর্ভ সমুদ্ভূত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—তন্মিন্নেতন্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতো জুহতি । তত্র আহুতিঃ গর্ভঃ সম্ভবতীতি । এবং শ্রদ্ধা-সোম-বর্ষান্ন-রেতো-হবনপর্যায়ক্রমেণাপ এব গর্ভাভূতঃ । তত্র আপামাহুতিসমবায়িৎ প্রাধান্তবিবক্ষা, আপঃ পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষবচসো ভবতীতি; ন তু আপ এব কেবলাঃ সোমাদিকার্য্যমারভন্তে ; ন চাপোহত্রিৎকৃতাঃ সন্তীতি । ত্রিৎকৃতত্বেহপি বিশেষসংজ্ঞালাভে দৃষ্টঃ, পৃথিবীয়ম্, ইমা আপঃ, অয়মগ্নিরিত্যন্তমবাহন-নিমিত্তঃ ; তন্মাৎ সমুদ্ভিতাশ্চৈব ভূতানি অববাহল্যাৎ কর্ম্মসমবায়ীনি সোমাদিকার্য্যাক-কাণ্যাপ ইত্যাচ্যন্তে ; দৃষ্টতে চ দ্রববাহল্যাৎ সোম-বৃষ্ট্যন্ন-রেতোদেহেবু ; বহুদ্রবঞ্চ শরী-রত্বেহপি পার্থিবম্ । তত্র পঞ্চম্যামাহুতৌ হতারাং রেতোরূপাঃ আপো গর্ভাভূতঃ ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সেই এই অগ্নিতে দেবগণ সূত্রক আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতেই গর্ভ সমুদ্ভূত হয় । এইরূপে যোমের সহিত সংশ্লিষ্ট সেই আপ্, অর্থাৎ জলই পর্যায়ক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বর্ষ, অন্ন ও রেতোরূপে আহুত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয় । তাহাদের মধ্যে আহুতি সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধহেতুক জলেরই প্রাধান্ত কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ জনসমূহ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ এই পদবাচ্য হয়, ইহা বলা হইয়াছে । এ স্থানে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল জনই যে সোমাদি কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা নহে, আর জনও কখন অত্রিৎকৃত অর্থাৎ অপকীকৃত হয়, তাহা নহে ; প্রত্যেক ভূতই ত্রিৎকৃত হইলেও পঞ্চভূতের মধ্যে এক একটি ভূতের আধিক্যানুসারে ইহা ক্ষিতি, ইহা অপ্, ইহা তেজ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইতে দেখা যায় ; অতএব কর্ম্মসমবায়ী অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, সোমাদি কার্য্যের আরম্ভক পরস্পর সম্মিলিত পঞ্চ মহাভূতই জনভাগের আধিক্যহেতুক ‘আপঃ’ এই নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেকটির সহিতই প্রত্যেকটি মিলিত আছে তন্মধ্যে এক একটি ভূতে এক একটি ভূতের আধিক্য থাকে, সেই আধিক্যানুসারে তাহার এইটি ক্ষিতি, এইটি জল, এইটি অগ্নি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয় । আর সোম বৃষ্টি অন্ন রেতঃ ও দেহে দ্রবভাগেরই বাহুল্য দেখা যায় । এই দেহ পার্থিব অর্থাৎ ক্ষিতিভূতের আধিক্যবিশিষ্ট হইলেও ইহাতে দ্রবভাগেরও বাহুল্য দেখা যায়, তাহার মধ্যে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত রেতোরূপ জলই গর্ভরূপে পরিণত হয় । ভাবার্থ এই যে—উক্তপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট বহিতে সুরগণ রেতঃসেকরণ



অষ্টম খণ্ডঃ]

আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়। এইরূপে  
 ব্রহ্ম, সোম, বর্ষ, অন্ন ও রেতঃস্বরূপ দ্রব্যসকল ছালোকপ্রভৃতি অগ্নিতে হবনীয় বলায়  
 প্রকৃত বিবৃত হইল, তাহাতে সলিলই গর্ভভূত হইয়া থাকে জানা যায়, সুতরাং  
 সলিলই আহুতির কারণ। যদি বল, পাঞ্চভৌতিক শরীরে অল্প ভূতেরও ত  
 কর্তব্য আছে? এতদ্বত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, উক্ত আহুতি কার্যে জল সমবাযি  
 কারণ; সুতরাং প্রাধান্তবিবক্ষানিবন্ধন পঞ্চম আহুতিতে জলই পুরুষপদবাচ্য হয়।  
 কিন্তু কেবল জল হইতেই যে সোমাদি ক্রিয়ার আরম্ভ হইতে পারে, তাহাও  
 সম্ভব, উক্তরূপে পঞ্চভূত হইতেই কার্য্যারম্ভ হয়। ভূতাস্তরের সাহায্য  
 লি কেবল জলের কার্য্যারম্ভকতা স্বীকার করিলে সেই কার্য্য জলবিশেষে ত্রায়  
 ন্তি অকিঞ্চিংকর হয়। ক্ষিতি, জল ও অগ্নি এই ভূতত্রয় সমবেত হইলেই বিশেষ  
 সজ্জালাভ দৃষ্ট হয়। উক্ত ভূতত্রয়সমবেত বস্তুতে পৃথিব্যাদিত্রয়ের মধ্যে যাহার  
 বহুলা থাকে, তাহারই প্রাধান্ত ব্যবহার হয়। সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতির বাহুল্য-  
 ঙ্গক কার্য্যের আরম্ভক সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেতোময় শরীরে জলবাহুল্য দেখা  
 যায়, এই জন্ত দেহকে দ্রববহন কহে, অর্থাৎ দেহে জলীয় ভাগের বাহুল্য বর্তমান,  
 ইহাই উপলব্ধি হয়, যে হেতু, পার্থিব বস্তুর আধিক্য থাকিলেও সলিলই রেতোরূপে  
 গর্ভভূত হয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে

## নবমঃ খণ্ডঃ

ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি, স  
উদ্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বা অথ  
জায়তে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে অর্থাৎ পঞ্চম আহুতি এবং  
হইবার পর সেই আপ্ অর্থাৎ জল পুরুষপদবাচ্য হয়। সেই গর্ভ জরায়ুগরিবের  
অবস্থায় দশ মাস অথবা নয় মাস অথবা সম্ভবমত কাল জঠরাভ্যন্তরে শয়ন করিয়া  
থাকিয়া জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হয় ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—ইতি তু এবম্ পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি  
ব্যাখ্যাত একঃ প্রশ্নঃ। যন্তু হ্যালোকাদিমাং প্রতি আবৃত্তয়োরাহত্যোঃ পৃথিবী পূম্  
স্ত্রিয় ক্রমেণাবিশ্ত লোক প্রত্যাখ্যায়ী ভবন্তীতি বাজসনেয়কে উক্তং, তৎ প্রাসঙ্গিকমিহ  
চ্যতে। ইহ চ প্রথমে প্রশ্নে উক্তং—“বেথ যদিতোহধিপ্রজাঃ প্রশস্তি” ইতি; তৎ  
চায়মুপক্রমঃ,—স গর্ভোহপাং পঞ্চমঃ পরিণামবিশেষঃ আহুতিকর্ম্মসমবায়িনীনাং প্রদ্বন্দ্ব-  
বাচ্যানাম্ উদ্বাবৃতঃ উদ্বেন জরায়ুণা আবৃতো বেষ্টিতো দশ বা নব বা মাস  
অন্তর্গতঃ কুর্কো শয়িত্বা যাবদ্বা যাবতা কালেন ন্যূনেনাতিরিক্তেন বা অথ অনন্ত  
জায়তে। উদ্বাবৃত ইত্যাদি বৈরাগ্যহেতোরিদমুচ্যতে। কষ্টং হি মাতুঃ কুর্কো  
মূত্র-পুৰীষ-বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদিপূর্ণে তদমূলিপ্তস্ত গর্ভস্তোষাণ্ডচিপটাবৃতস্ত লৌহিক-  
রেতোহতচিবিজস্ত, মাতুরশিতপীতরসানুপ্রবেশেন বিবর্দ্ধমানস্ত, নিরুদ্ধশক্তিবলবীৰ্য্যতোক-  
প্রজাচ্চেষ্টস্ত শয়নম্। ততো যোনিদ্বারেণ পীড়্যমানস্ত কষ্টতরা নিঃসৃতির্জন্মেতি বৈরাগ্য-  
প্রাহরতি; যুহুর্ভমপ্যসহং দশ বা নব বা মাসানতিদীর্ঘকালমন্তঃ শয়িষ্যতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই ভাবে পঞ্চমী আহুতি আপ্ অর্থাৎ  
জল পুরুষ এই পদ দ্বারা অভিহিত হয়। ইহা দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা  
করা হইল। আর বাজসনেয় ঋতিতে হ্যালোক হইতে এই পৃথিবী অভিমুখে  
প্রত্যাবর্তনশীল আহুতিদ্বয়ের সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে, হ্যালোক হইতে ক্রমান্বয়ে  
প্রথমে পৃথিবী, তাহার পর পুরুষ ও তদনন্তর স্ত্রীতে প্রবিষ্ট হইয়া এই লোকের  
প্রতি উত্থানশীল হয় অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এখানেও প্রসঙ্গক্রমে তাহাই  
বলা হইতেছে। এখানেও প্রথম প্রশ্নে উক্ত হইয়াছে, “তুমি কি জান, প্রজাণ  
ইহলোক হইতে উর্দ্ধে যে স্থানে গমন করে?” তাহারই উত্তর দিবার জন্য এইরূপে



নবমঃ খণ্ডঃ]

যাচন কর। হইতেছে—আহুতি ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য সেই জলেরই  
পঞ্চ পরিণামবিশেষ সেই গর্ভ উৎপত্তি অর্থাৎ জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় দশ মাস  
অবধি নয় মাস অথবা ঐ কালের কিছু ন্যূনই হউক বা অতিরিক্তই হউক, আবশ্যক-  
হস্ত সময় পর্যন্ত মাতার জঠরাভ্যন্তরে শায়িত অবস্থায় থাকিয়া তদনন্তর জন্মগ্রহণ  
করে অর্থাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ঐশ্বর্যে যে ‘উদ্বাবৃতঃ’ ইত্যাদি বাক্য  
প্রয়োগ করা হইয়াছে, জীবের সংসারে বৈরাগ্যোৎপাদনই তাহার উদ্দেশ্য। মল,  
মূত্র, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদি দ্বারা লিপ্তাঙ্গ, অপবিত্র জরায়ুরূপ বস্ত্র দ্বারা আবৃতদেহ,  
অপবিত্র জর-শোণিতরূপ বীজ হইতে সমুৎপন্ন, মাতা কর্তৃক ভুক্ত অন্ন-পানাদির  
রসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, শক্তি বল বীৰ্য্য তেজ প্রজ্ঞা ও চেষ্টাবিহীন গর্ভের অর্থাৎ গর্ভস্থ  
শিশুর অতিদীর্ঘ নয় বা দশ মাস কাল পর্যন্ত মল মূত্র বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাদি পত্রি-  
পূর্ণমাতার উদরে শয়ন করিয়া থাকা অতীব ক্লেশকর। তাহার পর যোনি দ্বারা  
পীড়িত হইয়া অতি ক্লেশে নিঃসরণরূপ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই সমস্ত বিষয়  
কর্মা দ্বারা জীবের সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদনই ঐশ্বর্যের উদ্দেশ্য। যে যজ্ঞণা মুহূর্ত্ত-  
ব্যতীত অদ্বৈত, তাহা এই দীর্ঘ নয় বা দশ মাস কাল সহ্য করার দ্বারা ক্লেশকর বিষয়  
যদি হইতে পারে ? ॥ ১ ॥

ন জাতো যাবদায়ুষং জীবতি, তং প্রেতং দিষ্টমিতোহগ্নয় এব  
হসতি, এবেতো যতঃ সমুত্তো ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে নবমঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই শিশু তাহার নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্যন্ত  
জীবিত থাকে। অনন্তর দিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা লোকাভিমুখে প্রেত অর্থাৎ  
প্রতি অর্থাৎ মৃত সেই ব্যক্তিকে তাহার পুত্রগণ অথবা ঋত্বিকগণ বাসস্থান হইতে  
কর্তব্য বাহ্য হইতে সে আসিয়াছে অর্থাৎ যে শ্রদ্ধাদি আহুতি পরম্পরাক্রমে আসিয়াছে  
কর্তব্য বাহ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অগ্নির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অগ্নিসাৎ বা  
অগ্নিক্রিয়ার নিমিত্ত লইয়া যায় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাকন্যভাষ্যম্ ।—স এবে জাতো যাবদায়ুষং পুনঃ পুনর্ঘটীয়ন্তব্যং গমনাগমনায়  
পুনর্ঘটন কালক্রমবৎ তিষ্ঠ্যগ্ভ্রমণায় যাবৎ কর্ম্মণোপান্তমায়ুঃ তাবৎ জীবতি। তমেব  
সমুৎপন্ন প্রেত মৃত্যু দিষ্টং কর্ম্মণা নির্দিষ্টং পরলোকং প্রাপ্তি, যদি চেজ্জীবন্ বৈদিকে  
যদি জানে বা অধিকৃতঃ তমেনং মৃত্যুসমিতোহগ্ন্যাং প্রায়াং অগ্নয়ে অগ্ন্যর্থমুদ্ভিজো হসতি  
যদি বা মৃত্যুকর্ম্মণে। মৃত এব ইত আগতোহগ্নেঃ সবালাং শ্রদ্ধাতাহুতিক্রমেণ, যতঃ



পঞ্চভোহগ্নিভ্যঃ সত্ত্বত উৎপন্নো ভবতি, তস্মৈঃ এবাগ্নয়ে হবন্তি স্বামেব যোনিম্ অগ্নি-  
পাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে নবমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এইরূপ ভাবে উৎপন্ন সেই ব্যক্তি জীবন  
নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, অর্থাৎ ঘটীষত্বের ত্রায় উর্দ্ধাধোভাবে গুণ-পুণ-  
গমনাগমনের জ্ঞাত কৰ্ম্ম করিতে করিতে, অথবা কুস্তকারচক্রের ত্রায় বক্তব্যে  
ভ্রমণের নিমিত্ত যেরূপ কৰ্ম্ম করে, সেই কৰ্ম্মানুযায়ী আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।  
অনন্তর আয়ুষ্কাল শেষ হইলে, দিষ্ট অর্থাৎ কৰ্ম্মনির্দিষ্ট অর্থাৎ কৰ্ম্মানুসারে পরলোকে  
প্রতি প্রস্থানোন্মুখ সেই প্রেত অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে—সে ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায়  
বৈদিক কৰ্ম্মে ও জ্ঞানে অধিকারী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মৃতের পুরোহিত-  
গণ অথবা পুত্রগণ অগ্নির নিমিত্ত অর্থাৎ অগ্নিসংকাররূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত গ্রাম  
হইতে অর্থাৎ বাসস্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়। যে স্থান অর্থাৎ যে  
অগ্নির নিকট হইতে শ্রদ্ধাদি আহুতি পরম্পরানুসারে এ স্থানে আগমন করিয়াছিল,  
এবং যে পঞ্চাগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অগ্নির উদ্দেশেই লইয়া যায় অর্থাৎ  
নিজের উৎপত্তিস্থান অথবা উপাদানস্বরূপ অগ্নিকেই প্রাপ্ত করায় বা অগ্নিকে  
লীন করিয়া দেয় ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে দশমঃ খণ্ডঃ

তৎ যে ইথং বিহুঃ, যে চেমহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে,  
তেন্দিষ্যমতিসম্ভবন্তি, অর্চিষোহহঃ, অহ আপূর্য্যমাণপক্ষম,  
আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়্ দণ্ডেতি মাসাংস্তান্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যাহারা এইরূপভাবে সেই পঞ্চাশ্বিবিজ্ঞাকে জানেন, এবং যে  
মন্ত বানপ্রস্থশ্রমী ও সন্ন্যাসাশ্রমিগণ অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্তা জ্ঞানে উপাসনা  
করেন, তাঁহারা অর্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ  
পক্ষ অর্থাৎ শুক্লপক্ষ, আপূর্য্যমাণ পক্ষ হইতে যে ছয় মাস সূর্য্য উত্তরাভিমুখে গমন  
করেন, সেই উত্তরাংশ ছয় মাসকে প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—“বেথ যদিতোহধিপ্রজাঃ প্রয়ন্তি ইত্যয়ং প্রশ্নঃ প্রতাপ-  
নিত্যং গাণ্ডব্যতয়া। তৎ তত্র লোকং প্রতি উখিতানামধিকৃতানাং গৃহমেধিনাং যে ইথ-  
ং মেধাঙ্ক পঞ্চাশ্বির্দর্শনং ত্র্যলোকাভ্যুগ্ৰীভ্যো বয়ং ক্রমেণ জাতা অগ্নিস্বরূপাঃ পঞ্চাশ্বাত্মান  
ইমেব, বিহুর্জানীয়ুঃ। কথমবগম্যতে? “ইথং বিহুঃ” ইতি গৃহস্থা এব ঐচ্ছন্তে, নাশ্তে  
ইতি। গৃহস্থানাং যে তু অনিথংবিদঃ, কেবলেষ্টাপূর্ভদত্তপরাঃ, তে ধূমাদিনা চন্দ্রং গচ্ছন্তীতি  
ব্রূহি; যে চারণ্যোপলক্ষিতা বৈখানসাঃ পরিব্রাজকাশ্চ শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেবাঞ্চেথং-  
বিহুঃ অর্চিষাদিনা গমনং বক্ষ্যতি; পারিশেয্যাং অগ্নিহোত্রাহতিসম্বন্ধাচ্চ গৃহস্থা এব গৃহস্থে  
ইথং “বিহুঃ” ইতি। নহু ব্রহ্মচারিণোহপ্যগৃহীতাঃ, গ্রামশ্রুত্যা অরণ্যশ্রুত্যা চাল্লপলক্ষিতাঃ  
বিহুঃ, কথং পারিশেয্যসিদ্ধিঃ? নৈব দোষঃ, পুরাণ-স্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ। উর্দ্ধরেতসাং নৈষ্ঠিকব্রহ্ম-  
চরীন্দ্রবর্ণাধ্যক্ষঃ পস্থাঃ প্রসিদ্ধাঃ; অতস্তেহপ্যরণ্যবাসিভিঃ সহ গমিষ্যন্তি, উপকূর্ব্বাণ-  
স্বাং স্বাধ্যায়গ্রন্থার্থা ইতি ন বিশেষনির্দেশার্থাঃ। নহু উর্দ্ধরেতস্বং চেহুত্তরমার্গপ্রতিপত্তি-  
করং পুরাণ-স্মৃতিপ্রামাণ্যাদিত্যে, ইথং-বিহুঃমনর্থকং প্রাপ্তম্? ন গৃহস্থান্ প্রত্যর্থবদ্বাৎ।  
এতদ্ব্য অনিথং-বিদঃ তেবাং স্বভাবতো দক্ষিণো ধূমাদিঃ পস্থাঃ প্রসিদ্ধাঃ, তেবাং যে ইথং বিহুঃ  
স্বাং বা অত্র ব্রহ্ম বিহুঃ, “অথ বহু চৈবান্নিন্ শব্যং কূর্ব্বন্তি, যদি চ ন, অর্চিষমেব” ইতি  
ব্রহ্মবর্ণেণ তে গচ্ছন্তি। নহু উর্দ্ধরেতসাং গৃহস্থানাঞ্চ সমানে আশ্রমিভ্যে উর্দ্ধরেতসামেবো-  
পাস্তব্যম্। অপূতা হি তে, শক্র-মিত্রসংযোগনিমিত্তো হি তেবাং রাগদ্বৈর্যো; তথা ধর্মাধর্মো  
হি তেবাং নিমিত্তো, হিংসাহনৃত-মায়াব্রহ্মচর্য্যাди চ বহুবক্তিকারণমপ্যপরিহার্য্যং তেবাম্,  
অপূতদ্বাং ন উত্তরেণ পথা গমনম্। হিংসাহনৃত-মায়াব্রহ্মচর্য্যাदिপরিহারাজ



শুদ্বাঙ্গনো হি ইতরে, শত্রু-মিত্ররাগ-দেবাদিপরিস্ফীরাচ্চ বিরজসঃ, তেবাং যুক্ত উভয়ঃ পানঃ।  
তথা চ পৌরাণিকাঃ, “যে প্রজামীষিরেহধীরাস্তে অশানানি ভেজিরে। যে প্রজাং দেবী  
ধীরাস্তেহমৃতং হি ভেজিরে” ইত্যাহঃ। ইথংবিদাং গৃহস্থানামবগ্যবাসিনাঞ্চ সমানমার্গা  
অমৃতত্বে ফলে চ সতি অবগ্যবাসিনাং বিজ্ঞানর্থক্যং প্রাপ্তম্। তথাচ ঋতিবিরোধঃ,—“ন হ  
দক্ষিণা যন্তি নাবিহাংসন্তপশ্বিনঃ” ইতি। “স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি” ইতি চ বিহবঃ।  
ন আভূতসংপ্রবস্থানশ্রামতত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। তত্রৈবোক্তং পৌরাণিকৈঃ,—“আভূতসং  
স্থানমমৃতত্বং হি ভাব্যতে” ইতি। যচ্চাত্যস্তিকমমৃতত্বং, তদপেক্ষয়া “ন তত্র দক্ষিণা যন্তি  
“স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি” ইত্যাত্মাঃ ঋতয়ঃ, ইত্যতো ন বিরোধঃ। “ন চ পুনরাবর্তনং  
“ইতি ইমং মানবমাবর্তনং নাবর্তন্তে” ইত্যাদিঋতিবিরোধ ইতি চেৎ ? ন, “ইমং মানবং” ইতি  
বিশেষণাৎ “তেবামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তি” ইতি চ। যদি হি একান্তেনৈব নাবর্ত্তেব ইমং  
মানবম্ “ইহ” ইতি চ বিশেষণমনর্থকং শ্রাৎ। “ইমম্” “ইহ” ইত্যাকৃতিমাত্রমুচ্যতে ইতি  
চেৎ ? ন, অনাবৃত্তিশব্দেনৈব নিত্যানাবৃত্ত্যর্থশ্চ প্রতীতত্বাদাবৃত্তিকল্পনা অনর্থিকা। অত্র  
“ইমম্” “ইহ” ইতি চ বিশেষণার্থবদ্বায় অত্রাবৃত্তিঃ কল্পনীয়। ন চ “সদেকমেবাদিত্যৈ”  
ইত্যেব প্রত্যয়বতাং মূর্ধন্তা নাড্যা অর্চিরাদিমার্গেণ গমনম্; “অত্রৈব সন্ ব্রহ্মণ্যতি”।  
“তস্মাস্তৎ সর্বমভবৎ” “ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে” ইত্যাদিঋতি  
শতেভ্যঃ। নহু তস্মাজ্জীবাচ্চিক্রমিবোঃ প্রাণা নোৎক্রামন্তি, সর্ত্বেব গচ্ছন্তীত্যরমর্থঃ কথ্যে  
ইতি চেৎ ? ন, “অত্রৈব সমবলীয়ন্তে” ইতি বিশেষণানর্থক্যাৎ, “সর্বৈ প্রাণা অনুক্রামন্তি  
ইতি চ প্রাণৈর্গমনশ্চ প্রাপ্তত্বাৎ। তস্মাহুৎক্রামন্তীত্যনাশব্দৈবৈবা। যতপি মোক্ষস্তস্যাব  
গতিবৈলক্ষণ্যাং প্রাণানাং জীবেন সহাগমনমাশঙ্ক্য তস্মান্নোৎক্রামন্তীত্যুচ্যতে, তদর্থপি  
“অত্রৈব সমবলীয়ন্তে” ইতি বিশেষণমনর্থকং শ্রাৎ ? ন চ প্রাণৈর্বিযুক্তস্ত গতিরপ  
পত্ততে, জীবত্বং বা; সর্বগতত্বাৎ সদাঙ্গনো নিরবয়বত্বাৎ প্রাণসম্বন্ধমাত্রমেব হি অগ্নিবিন্দু-  
লিঙ্গবজ্জীবত্বং ভেদকারণমিতি; অতস্তদ্বিয়োগে জীবত্বং গতিরী ন শক্যা পরিকল্পিতম্।  
ঋতয়শ্চেৎ প্রমাণম্। ন চ সতোহগ্নুরবয়বঃ স্ফুটিতো জীবাখ্যঃ সজ্জপঃ হিহীকূর্দ  
গচ্ছতীতি শক্যং কল্পয়িতুম্। তস্মাৎ “তয়োর্দ্ধিমায়ন্নমৃতত্বমেতি” ইতি সত্ত্বব্রহ্মোপাসক  
প্রাণৈঃ সহ নাড্যা গমনং সাপেক্ষমেব চামৃতত্বং ন সাক্ষাৎপ্রোক্ত ইতি গম্যতে। “তদপরাভি  
পূঃ, তদৈব মদীয় সরঃ” ইত্যাহুত্বং। “তেবামেবৈব ব্রহ্মলোকঃ” ইতি বিশেষণাৎ। অত্র  
পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থা যে চেমেহরণ্যে বানপ্রস্থাঃ পরিব্রাজকাশ্চ সহ নৈষ্টিকব্রহ্মচারিভিঃ ব্রহ্ম  
তপ ইত্যেবমাত্ম্যুপাসতে, শ্রদ্ধধানাঃ তপশ্বিনশ্চেত্যর্থঃ। উপাসন-শব্দত্যাগপার্থ্যর্থঃ, “ইষ্টাপূর্ত্ত  
দত্তমিত্যুপাসতে” ইতি যত্বং। ঋত্যস্তুরাৎ যে চ সত্যং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যমুপাসতে, তে  
সর্বৈহর্চ্চিবম্ অর্চিরভিমানিনীং দেবতামতিসংবিশন্তি প্রতিপত্তন্তে। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি “তুমি কি জান, প্রাণাধিক  
এস্থান হইতে উর্দ্ধে কোথায় গমন করে?” এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময়



[১মঃ ৬ঃ]

উপস্থিত হওয়ায় তাহাই বলিতেছেন। তন্মধ্যে এই পৃথিবী অভিমুখে সমাগত  
 কর্য্য সমাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এমন কন্ম্মাধিকারী গৃহস্থগণের মধ্যে যাহারা  
 পুণ্যকর "আমরা ক্রমশঃ ছালোকাদিরূপ অগ্নি হইতে অগ্নিস্বরূপ অর্থাৎ পঞ্চাগ্নি-  
 রূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি" এইরূপ পঞ্চাগ্নিদর্শন জানেন। ভাল, এ স্থানে একটি  
 প্রশ্ন হইতে পারে, "ইৎং বিহঃ" ঋতু্যুক্ত এই বাক্যে যে গৃহস্থগণকেই বুঝাইবে,  
 কখন তাহাকেও নহে, ইহা কিরূপে জানা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতে-  
 দেন, গৃহস্থগণের মধ্যে যাহারা এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু কেবল ইষ্টাপূর্ত্তদত্তপর  
 কর্য্য ইষ্ট-যাগযজ্ঞ, পূর্ত্ত-পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ও দত্ত-দানপরায়ণ, তাহারা  
 দুর্মানির্ধারী চক্ষুলোকে গমন করেন, এ কথা পরে বলা হইবে, আর যে সমস্ত  
 অধ্যয়নবাসী বৈধানস অর্থাৎ বানপ্রস্থ্যশ্রমী ও পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমিগণ  
 যাকেই ভগবন্ত জ্ঞান করিয়া আরাধনা করেন, উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের  
 সহিত তাহাদিগেরও অর্চিরাতিমার্গে গমনের বিষয় পরে বলিবেন। এক্ষণে  
 পরিণয়বশতঃ অর্থাৎ ইষ্টাপূর্ত্তাদিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের, বৈধানস ও পরিব্রাজক-  
 সিম্বর বিষয় পরে বলা হইবে ইহা বলা হওয়ায় অবশিষ্ট থাকিলেন পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞায়  
 যুক্ত ব্যক্তিগণ, এবং অগ্নিহোত্রে আত্মতিসম্বন্ধেরও উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝিতে  
 যেন যে, "ইৎং বিহঃ" এই বাক্য গৃহস্থগণকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।  
 যাক, তাহা যেন হইল, কিন্তু ব্রহ্মচারীদিগের বিষয় ত উল্লেখ করা হয় নাই,  
 এবং ঐশ ও অরণ্য শব্দ দ্বারাও ত তাহাদিগকে লক্ষ্য করা হয় নাই, সুতরাং  
 পরিণেয়া শব্দে গৃহস্থগণকেই বা কিরূপে বুঝাইতে পারে? ইহার উত্তরে  
 বিবেচন, না, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না, কারণ, পুরাণ ও স্মৃতি-  
 রূপ হইতে জানা যায় যে, উর্দ্ধরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের সম্বন্ধে অর্থ্যমা  
 কর্য্য স্বর্বাদেবগম্যকী উত্তরায়ণ মার্গই প্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাহারাও অর্থাৎ ব্রহ্ম-  
 চারীও যে অরণ্যবাসী অর্থাৎ বানপ্রস্থ্যী ও সন্ন্যাসীদিগের সহিতই গমন করিবেন,  
 ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। উপকুর্কাণ ব্রহ্মচারিগণ যে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন, তাহা কেবল  
 যোগ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের জন্তই, এই জন্তই তাহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু  
 নির্দেশ করা আবশ্যিক। ভাব এই যে—গৃহস্থের উল্লেখই তাহাদেরও উল্লেখ  
 করা হইয়াছে। উপকুর্কাণ ব্রহ্মচারী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীর এই দুই  
 কাল ভেদ, তন্মধ্যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ আজীবন গুরুগৃহে বাস করিয়া সংযম  
 দ্বারা পূর্বক বেদাধ্যয়ন করেন, তাহারা কখনই শুক্রপাত করেন না, এই জন্তই  
 ইহা নির্দেশক উর্দ্ধরেতা বলা হয়। আর যাহারা উপকুর্কাণ ব্রহ্মচারী, তাহারা দ্বাদশ  
 কাল অর্থাৎ বতদিন অধ্যয়ন শেষ না হয়, ততদিন গুরুগৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন



করেন, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গুরুর আদেশে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের উদ্‌ঘাপন করিয়া নব-বর্ত্তনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হন। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা অধ্যাত্মজীবনের ও ভবিষ্যৎ গৃহস্থাশ্রমের উপকার করেন অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপযোগিতা লাভ করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে ‘উপকুর্বাণ’ বলা হয়।

আচ্ছা, যদি পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণানুসারেই উর্দ্ধরেতোভাবে অবস্থান করাকেই উত্তরায়ণমার্গে গমন করার কারণ বলিতে চাও, তাহা হইলেও “ইহা বিজ্ঞঃ” এই বাক্যটির কোন সার্থকতাই থাকে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, গৃহস্থগণের পক্ষেই ঐ বাক্যটি সার্থক। যে সমস্ত গৃহস্থ “ইথংবিৎ” অর্থাৎ পঞ্চাঘিবিজ্ঞায় অভিজ্ঞ নন, তাঁহাদের পক্ষে সাধারণতঃ দক্ষিণায়ন অর্থাৎ ধ্রুৱাধিবর্ত্তন গমনই প্রসিদ্ধ, তবে তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ উক্ত প্রকার জ্ঞান লাভ করে, অর্থাৎ সপ্তম হউক অথবা নিম্নগণই হউক ব্রহ্মকে জানেন, “আত্মীয়গণ ইহা ইহার শব্দকর্ম্ম করেন, অথবা না-ও করেন, তাহা হইলেও নিশ্চয়ই অর্চির্ম্মার্গ অর্থাৎ উত্তরায়ণমার্গকে প্রাপ্ত হন” এই শ্রুতিবাক্যানুসারে জানা যায় যে, তাঁহারা উত্তরায়ণমার্গেই গমন করেন। ভাল, এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে এই যে—উর্দ্ধরেতোরাও আশ্রমধর্ম্মী, গৃহস্থেরাও আশ্রমধর্ম্মী, অতএব আশ্রমবিশেষে ও অধী-হোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের বাহুল্যেও যখন উভয়েই সমান, তখন কেহ উর্দ্ধরেতোরাই উত্তরায়ণমার্গে গমন করিতে পারিবে, গৃহস্থেরা পারিবে না, ইহাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষাবহ নয়, কারণ, গৃহস্থগণ লোকের প্রতি শত্রুতাবশতঃ ঘ্বেষ ও মিত্রতাবশতঃ অমুরাগসম্পন্ন হয়, হিংসা ও অমুরাগহিনিমিত্ত অধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, এতদ্ব্যতীতও হিংসা, অসত্য, কপটতা ও অব্রহ্মচর্য্যতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দোষ তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য, এই সমস্ত কারণে তাহারা অপূত অর্থাৎ অপক্লিষ্ট, এই অপবিত্রতাবশতই তাহারা উত্তরায়ণমার্গে গমন করিতে সমর্থ হয় না। আর ইতর অর্থাৎ উর্দ্ধরেতাগণ হিংসা, অসত্য, কপটতা ও অব্রহ্মচর্য্যতা পরিহার করা বিশুদ্ধচিত্ত, শত্রুর প্রতি ঘ্বেষ বা মিত্রের প্রতিও তাঁহাদের আসক্তি না থাকায় তাঁহারা বিরজস্ব অর্থাৎ রজোগুণশূন্য, কাজেই উত্তরায়ণমার্গে গমন তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গতই। পৌরাণিকগণও বলিয়া থাকেন, “যে সমস্ত অধীর অর্থাৎ অস্থিরিত্ব বা নির্বোধ ব্যক্তিগণ সন্তান কামনা করে, তাহারা শ্মশানকে ভজনা করে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য্য, আর ধীরচিত্ত, সন্তানাদির কামনা করেন না, উর্দ্ধরেতা, তাঁহারা ইমৃত্যু অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন”। আচ্ছা, যদি উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থ ও অরণ্যনিবাসী



[অধ্যায় ৭ঃ]

উত্তরভাগের গতিপথ ও অমৃতত্ব ফল সমানই হয়, তাহা হইলে ত অন্ন্যাবাসিগণের  
 বিচার কোন সার্থকতাই থাকে না? এবং “দক্ষিণ অর্থাৎ কশ্মিগণ ও অবিদ্বান্  
 তপস্বিগণও সে স্থানে গমন করেন না” “অবিদিত সেই পরমাত্মা ইহাকে অর্থাৎ  
 বীকে ভোগ করেন না” এই সমস্ত শ্রুতির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়? ইহার  
 উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না, কারণ, সে স্থানে ‘অমৃতত্ব লাভ করে’ এই  
 ‘মৃত’ শব্দটি—মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, এই অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত  
 হইয়াছে। পৌরানিকগণও সেই স্থানেই বলিয়াছেন, “আভূতসংলব্ধ অর্থাৎ মহাপ্রলয়  
 পর্য্যন্ত অবস্থিতি অর্থেই ‘অমৃতত্ব’ শব্দ প্রযুক্ত হয়”। আর আত্যন্তিক ‘অমৃতত্ব অর্থাৎ  
 নিশ্চয়রূপে দুঃখনিবৃত্তি বা চরম মোক্ষ, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই “কশ্মিগণ ও  
 অবিদ্বান্ তপস্বিগণও সে স্থানে গমন করেন না,” “অবিদিত সেই পরমাত্মা এই  
 বীকে ভোগ করেন না” এই সমস্ত শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এ স্থানে  
 কোনরূপ বিরোধ হয় না।

আচ্ছ, যদি বল, “তাহারা এই সংসারে আর প্রত্যাবর্তন করে না” “এই মনুষ্য-  
 ক্ষরীর আবর্তে অর্থাৎ সংসারাবর্তে পুনরাগমন করে না” ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ  
 হ, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হয় না, কারণ, ঐ শ্রুতিতে “ইমং মানবম্”  
 অর্থাৎ বর্তমান এই মানবসম্বন্ধীয় বিশেষণটি থাকায় ও “এই সংসারে তাহাদের  
 আর পুনরাগমন হয় না” এই উক্তি থাকায় এই সৃষ্টিতে অর্থাৎ এই বর্তমান  
 বর্ত্তই আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না, এইরূপই বুঝায়। যদি আর কখনই প্রত্যাবর্তন  
 না করিত, তাহা হইলে “ইমং মানবম্” “ইহ” এই বিশেষণ দুইটির কোন  
 সার্থকতাই থাকে না। যদি বল, “ইমং” “ইহ” এই শব্দ দুইটি কেবল  
 স্মৃতিমাত্রেরই অর্থাৎ সাধারণভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কোন বিশেষ স্থান বা  
 ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা নহে,  
 আত্মবিশেষ দ্বারাই যখন নিত্য অনাবৃত্তি অর্থাৎ কখনই প্রত্যাবর্তন করে না,  
 ঐ অর্থ বুঝাইতে পারে, তখন আকৃতিকল্পনার কোন সার্থকতাই থাকে না;  
 তখন “ইমম্” ও “ইহ” এই দুইটি বিশেষণের সার্থকতা ব্রহ্মার জ্ঞানই অমৃত অর্থাৎ  
 ব্রহ্মের আগমন করে না বটে, কিন্তু কল্পাস্তরে আগমন করে, এই অর্থ কল্পনা  
 নাই সম্ভব। (ভাবার্থ এই যে—যাহারা উত্তরায়ণমার্গে গমন করেন, তাহারা  
 আর কখনও এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না, চিরকালের জ্ঞানই তাহাদের  
 সারবস্তু হইয়া যায়, ইহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই ‘ইমম্’ ও ‘ইহ’ এই দুইটি  
 শব্দ দ্বারা আগমনযোগ্য স্থান মাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে, কেবল বর্ত্তমান এই  
 বর্ত্তই প্রত্যাশে নহে। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—না, এরূপ



বাক্য সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ইহা 'ইহ' এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া কেবল 'নাবর্তন্তে' বলিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উত্তরায়ণমার্গে যাহারা গমন করেন, তাঁহারাও পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন, কিন্তু এ কল্পে নহে, কল্পান্তরে। আর ইহাও বলা যায় না যে, "সেই সং অর্থাৎ ব্রহ্ম একই ও অদ্বিতীয়" যাহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন, কেবল তাঁহারা ই মুক্ত নাড়ী দ্বারা অর্চিরাগ্নি মার্গে গমন করেন, অন্ত্রে করেন না, কারণ, "ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" "সেই হেতু সর্বদা হইয়াছিলেন" "তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাক্তির প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ উৎক্রমণ করে না, এই স্থানেই অর্থাৎ নিজ নিজ উপাদান কারণেই বিলীন হইয়া যায়" ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতেই উক্ত বাক্য যে সত্য, তাহা প্রমাণিত হয়। যদি বল, উৎক্রমণে সেই জীবের প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না অর্থাৎ পূর্বেই পৃথকভাবে চলিয়া গিয়া না, জীবের সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে, এইরূপ অর্থও ত কল্পনা করা বাইতে পারে। তাহার উত্তর, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে "এই স্থানেই অর্থাৎ নিজ নিজ উপাদানেই বিলীন হয়" এই শ্রুতিবাক্যের কোন সার্থকতাই থাকে না, বিশেষতঃ "সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহই অন্তঃগমন করে" এই শ্রুতিতে প্রাণের সহিত একত্রেই গমন করে, এইরূপই বুঝা যায়, অতএব "উৎক্রমন্তি" এই বাক্যে আশঙ্কার কোন কারণই নাই। আর যদি বল, সংসারগতি অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইতে মোক্ষ সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ বলিয়া জীবের সহিতই প্রাণসমূহের আগমন আগম করিয়া তাহার প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে "তাহা হইতে উৎক্রমণ করে না" এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও "এই স্থানেই সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়" এই উক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে। প্রাণের সহিত বিযুক্ত আত্মার স্থানান্তরে গমন অথবা জীব কখনও উপগম হইতে পারে না, কারণ, সং আত্মা স্বভাবতই সর্বগত ও অবয়বহীন, অগ্নিফুলিঙ্গের ত্রায় প্রাণের সহিত সম্বন্ধই তাঁহার জীবৎরূপ ভেদের কারণ, অতএব শ্রুতিকে যদি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাণ-বিরহিত আত্মার জীবৎ অথবা স্থানান্তরে গতি কল্পনা করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, আর এরূপ কল্পনা করাও সম্ভব হইতে পারে না যে, সংস্বরূপ ব্রহ্মেরই জীবনামক অতি ক্ষুদ্র অংশ ক্ষুটিত হইয়া সেই সংস্বরূপ পদার্থের ছিদ্র উপাদান করিয়া গমন করে। অতএব ইহাই বুঝা বাইতেছে যে, "সেই মুক্ত নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধে আগমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে" এই শ্রুতি দ্বারা সঙ্গুল ব্রহ্মোপাসকেরই নাড়ী দ্বারা প্রাণসমূহের সহিত উৎক্রমণ ও আপেক্ষিক অমৃতত্বলাভ অর্থাৎ আকল্প পর্যন্ত মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয় বলা হইয়াছে, সাক্ষাৎ অর্থাৎ আত্যন্তিক মুক্তি বলা হয় নাই, কেন



दशमः पत्रः ]

ন, সেই স্থানেই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, “তাহাই অপরাজিতা অর্থাৎ  
কোনরূপ দোষ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পুরী, তাহাই আমার রসসরোবর” ইত্যাদি বলিয়া  
“তাহাধর্মেরই এই ব্রহ্মলোক” ইত্যাদি। এখানে বক্তব্য এই যে, সপ্তম ব্রহ্মো-  
পাসনায় যে মুক্তি হয়, তাহা নির্বাণমুক্তি নহে, কার্য্যব্রহ্মলোকে গমনই সেই মুক্তির  
অর্থ। সে স্থানে যাইয়াও তাঁহার পরব্রহ্মেরই চিন্তায় নিরত থাকেন এবং সেই  
কার্য্যব্রহ্মের কার্য্যকাল সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁহারই সঙ্গে একত্রে মুক্তিলাভ করেন,  
এ কথা “ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বৈ সম্প্রাপ্তে প্রতिसঞ্চরে। পরশ্রান্তে কৃতাত্মানঃ  
প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥” এই স্থানেই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। অতএব  
ইহার অর্থ এইরূপ যে, পঞ্চাশিবেন্তা গৃহস্থগণ, যে সমস্ত বানপ্রস্থ, পরিত্রাজক ও  
চৈতন্য ব্রহ্মচারিগণ অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধাকে তপ এইরূপ মনে করিয়া অর্থাৎ  
ব্রহ্মহবাবে তপস্বী হইয়া উপাসনা করেন ; এখানে উপাসনাশব্দের অর্থ তৎপরতা,  
অর্থাৎ উপাস্তবিষয়ে একাগ্রতা, “ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞ ও বাপীকূপাদি দান এবং  
যৈবানের বাহারা উপাসনা করেন অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয় একাগ্রচিত্তে সম্পন্ন  
করিতে তৎপর হন” সেখানে উপাসনা অর্থে যেরূপ তৎপরতা, এখানেও সেইরূপই  
হানিবে। অতীত শ্রুতি হইতেও বুঝিতে হইবে যে, বাহারা হিরণ্যগর্ভনামক সত্য  
ব্রহ্মর উপাসনা করেন, তাঁহার সাক্ষ্যই অর্চিঃ অর্থাৎ অর্চিরভিমানিনী দেব-  
তাকেই সম্পূর্ণভাবে প্রবিশ্ত হন অর্থাৎ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদিত্যম্, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং,  
 ত্রয়মসৌ বিদ্যুতং, তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি,  
 ঐ দেবযানঃ পশ্বা ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—উক্ত ছয় মাসের পর সংবৎসর, সংবৎসরের পর আদিত্য, আদিত্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর বিহ্বাৎ, অনন্তর অমানব পুরুষ সে স্থানে আসিয়া এই বলিদিগকে একলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযানমার্গ ॥ ২ ॥

শাক্তভাষ্যম্।—সমানমন্ত্ৰ চতুৰ্থগতিব্যাখ্যানেন। এষ দেবধানঃ  
সত্যলোকাবসানো নাণ্ডাবহিঃ, “বদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ” ইতি মন্ত্ৰ-

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অতীত অংশের ব্যাখ্যা চতুর্থ গতি  
 দেবদানমার্গের এই যে ব্যাখ্যা করা হইল, সত্যলোকেই ইহার  
 পর্য্যন্ত সত্যলোক পর্য্যন্ত গিয়াই এই পথ শেষ হইয়াছে, কিন্তু এই মার্গ



ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত নহে, কারণ, “বাহার মধ্যে পিতা ও মাতাকে অর্থাৎ দুইজন  
ও ভুলোককে দর্শন করেন” এই মন্ত্রবর্ণ হইতেই জানা যায় যে, এই মার্গ ব্রহ্মাণ্ডের  
অন্তর্ভূত, বহির্ভূত নহে ॥ ২ ॥

অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমন্তি-  
সম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাক্ষিঃ, রাত্রেঃপরপক্ষম্, অপরপক্ষাৎ যান্ নক্-  
দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্ ; নৈতে সংবৎসরমতিপ্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—আর যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে ইষ্টাপূর্ত অর্থাৎ যজ্ঞক্ৰিয়া, কুপ-  
তড়াগাদি ধনন ও দত্ত অর্থাৎ দান ইত্যাদি কর্মের উপাসনা অর্থাৎ সম্পাদন করে,  
তাহারা দেহান্তে ধূম অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। ধূমের পর রাত্রি  
রাত্রির পর অপরপক্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ, অপরপক্ষের পর যে ছয় মাস স্বর্গমুখে  
দক্ষিণদিকে গমন করেন, সেই দক্ষিণায়ন ছয় মাসকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ রাত্রি  
অভিমানিনী দেবতা, অপরপক্ষের অভিমানিনী দেবতা ও দক্ষিণায়ন ছয় মাসের  
অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন ; কিন্তু ইহার সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—অথৈত্যাশ্রয়প্রস্তাবনর্থঃ । যে ইমে গৃহস্থাঃ গ্রামে গ্রামে  
ইতি গৃহস্থানামসাধারণং বিশেষণমরণ্যবাসিত্যো বাবৃত্ত্যর্থম্ ; যথা বানপ্রস্থপরিব্রাজক-  
মরণ্যং বিশেষণং গৃহস্থেভ্যো বাবৃত্ত্যর্থং, তদ্বৎ । ইষ্টাপূর্তে ইষ্টমগ্নিহোতাদি বৈদিক ধর্ম-  
পূর্ত্ত বাগী-কুপ-তড়াগারামাদিকরণম্ ; দত্তং চ বহির্বেদি যথাশ্রুত্যর্হেভ্যো দ্রব্যবিলোপ-  
দত্তম্, ইত্যেবাবিধঃ পরিচরণ-পরিজাণাহ্যুপাসতে, ইতি-শব্দস্ত প্রকারদর্শনার্থং । তে  
দর্শনবর্জিতত্বাৎ ধূমঃ ধূমাভিমানিনীং দেবতামাভিমুখেন সম্ভবন্তি প্রতিপত্তস্তে । তত্র যতি-  
বাহিতা ধূমাদ্রাক্ষিঃ রাত্রিদেবতাং, রাত্রেঃপরপক্ষদেবতাম্, এবমেব কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনীং,  
অপরপক্ষাৎ যান্ যথাসান্ দক্ষিণা দক্ষিণাং দিশমেতি সবিতা তান্ মাসান্ দক্ষিণ-  
যথাসাভিমানিনীর্দেবতাঃ প্রতিপত্তস্তে ইত্যর্থঃ । সম্ভচারিণ্যো হি যথাসদেবতা ইতি  
মাসানিতি বহুবচনপ্রয়োগস্তাস্মৈ । নৈতে কক্ষিণঃ প্রকৃতাঃ সংবৎসরং সংবৎসরমতিপ্রাপ্ন-  
দেবতামতিপ্রাপ্নুবন্তি ; কুতঃ পুনঃ সংবৎসরপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ ? যতঃ প্রতিবিধ্যতে ? অতি দি-  
প্রসঙ্গঃ সংবৎসরস্ত হেতুত্বাবয়বভূতে দক্ষিণোত্তরায়েণ ; তজ্জাচ্ছিন্নাদিমার্গপ্রবৃত্তানামুপস-  
মাসেভ্যোহবয়বিনঃ সংবৎসরস্ত প্রাপ্তিকৃত্তা ; অত ইহাপি তদবয়বভূতানাং দক্ষিণ-  
মাসানাং প্রাপ্তিং শ্রুত্বা তদবয়বিনঃ সংবৎসরস্তাপি পূর্ববৎ প্রাপ্তিরাপন্নোতি অন্তঃপ্রাপ্ত-  
প্রতিবিধ্যতে, নৈতে সংবৎসরমতিপ্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—এ স্থানে ‘অথ’ এই শব্দটি বিষয়ান্তরের  
উল্লেখসূচক অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে ধূমাদিমার্গে গমনের বিষয়ও বর্ণিত হইতেছে । যেমন



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৪২৩

পৃষ্ঠা ৭৬:]

গৃহ হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত ‘অরণ্য’ এই শব্দটি বানপ্রস্থ ও পরিত্রাজকদিগের অসাধারণ বিশেষণ, এ স্থানেও তেমনই ‘গ্রামে’ এই শব্দটি অরণ্যবাসিগণ হইতে গ্রামবাসী গৃহস্থকে পৃথক্ৰূপে বুঝাইবার নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ গৃহস্থরাই গ্রামে বাস করেন, এজন্ত গ্রামশব্দটি গৃহস্থের অসাধারণ বিশেষণ। “তুমি কি জান, কি প্রকারে প্রজাসকল সজ্জাত হইয়া পরলোকে গমন করে?” বেনোপদেশপ্রসঙ্গে ইত্যথ্যে এই প্রশ্নের মীমাংসা বিবৃত হইয়াছে, অধুনা পিতৃ-বানোপদেশ দ্বারা সেই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্ত গ্রামবাসী ও বনবাসীর ধর্মের আশঙ্কা করিয়া বলা যাইতেছে।—গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ইহাদিগের মধ্যে যেমন এই যে, গৃহস্থেরা সপত্নীক অবস্থায় বাস করে, আর বানপ্রস্থেরা তাহা নহে, বানপ্রস্থ ও পরিত্রাজক ইহারা কাননবাসী; সুতরাং অরণ্যবাসই গৃহস্থ হইতে বানপ্রস্থ ও পরিত্রাজকগণের বিশেষ ধর্ম বলিয়া অবগত হওয়া যায়। গৃহস্থগণই নারীক হইয়া গ্রামে অবস্থিতি করে, উর্দ্ধরেতা বানপ্রস্থ প্রভৃতির পত্নীসহ অবস্থিতি স্তত নহে। গৃহস্থদিগেরই উক্তরূপে গ্রামে অবস্থিতি অসাধারণ ধর্ম, উহা উর্দ্ধরেতা-গণের ধর্ম নহে। গৃহস্থগণের গ্রামে সপত্নীক অবস্থিতি যেক্রপ স্বধর্ম এবং উহা দ্বারাই বানপ্রস্থ পরিত্রাজকগণেরও বনবাসই স্বধর্ম এবং উহা দ্বারাই তাহাদিগকে গৃহ হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যে সমস্ত গৃহস্থ ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম, পূর্ত অর্থাৎ জনসাধারণের উপকারার্থ বাপী, কুপ, তড়াগ ও উপবন ইত্যাদি নির্মাণ, দত্ত অর্থাৎ যজ্ঞবেদীর বহির্দেশে উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথাশক্তি নানাদান, লোকের পরিচর্যা ও পরিত্রাণাদির নিমিত্ত এই সমস্ত ক্রিয়ার উপাসনা করেন; এ স্থানে ‘ইতি’ এই শব্দটি প্রকারদর্শনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ‘এইরূপ প্রকার’ বা ‘এই জাতীয়’। তাঁহারা জ্ঞানের অনুশীলন না করায় দেহান্তে তাহা অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তদনন্তর সেই ধূমাভিমানিনী দেবতার দ্বারা অভিহিত অর্থাৎ কিছুদূর নীত হইয়া ধূমের পর রাত্রি অর্থাৎ রাত্রির অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তদনন্তর রাত্রির অভিমানিনী দেবতার দ্বারা কিছুদূর নীত হইয়া অপরপক্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণগন্ধের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন; তদনন্তর অপরপক্ষাভিমানিনী দেবতা দ্বারা কিছুদূর নীত হইয়া সূর্য্যদেব যে দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন, সেই ছয়মাসকে অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ছয়মাসের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন; দক্ষিণায়ন ছয়মাসের দেবতাগণ সম্বচারী রূপে একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে ‘মাসান্’ এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত বা উল্লিখিত এই গণিত সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন না। এ স্থানে



প্রশ্ন হইতে পারে, এই সংবৎসরকে প্রাপ্ত হয় না বলিয়া যে সংবৎসরের নিষেধ করা হইয়াছে, সংবৎসরপ্রাপ্তির প্রশ্ন কোথা হইতে আসিল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, প্রশ্ন আছে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন একই সংবৎসরের অবয়বস্বরূপ অর্থাৎ দুইটি অংশ, তাহার মধ্যে যাহারা অর্চিরাদিমার্গে গমনশীল, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে উত্তরায়ণ ছয়মাস হইতে অবয়বী অর্থাৎ দুই অন্ননের সমষ্টিরূপ সংবৎসরপ্রাপ্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে ; অতএব এখানেও সংবৎসরের অবয়বস্বরূপ দক্ষিণায়ন ছয়মাসের প্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হওয়ার পূর্বের ত্রায় উক্ত ছয়মাসের অবয়বী সংবৎসরেরও প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, এই জন্তই তাহার প্রাপ্তি নিষেধ করা হইয়াছে যে “তাঁহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না” ॥ ৩ ॥

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকাদাকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্রমসম্ ; এষ সোমো রাজা, তদেবানামন্নং, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥৪॥

**অনুবাদ।**—দক্ষিণায়ন ছয়মাসের পর পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করেন, এই চন্দ্রই রাজা অর্থাৎ দীপ্তিমান সোম, তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ, দেবগণ তাহাকেই ভক্ষণ অর্থাৎ উপভোগ করেন ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকাদাকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্রমসম্ । কোহসৌ, যন্তঃ প্রাপ্যতে চন্দ্রমাঃ ? য এষ দৃশ্যতেহস্তরিক্ষে সোমো রাজা বাক্যানাং তদন্নং দেবানাং, তং চন্দ্রমসমন্নং দেবা ইন্দ্রাদয়ো ভক্ষয়ন্তি ; অতস্তে ধূমাদিনা গতা চন্দ্রভূতা কশ্মিণো দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে । নমু অনর্থায় ইষ্টাদিকরণং যত্নমভূতা দেবৈর্ভক্ষ্যন্ত ? নৈব দোষঃ অন্নমিত্যুপকরণমাত্রাৎ বিবক্ষিতত্বাৎ ; ন হি তে কবলোৎক্ষেপেণ দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে ; কি তর্হি ? উপকরণমাত্রাৎ দেবানাং ভবন্তি তে, স্ত্রী-পুং-ভৃত্যাদিবৎ ; দৃষ্টচান্নশব্দ উপকরণম্, স্ত্রিয়োহন্নং, পশবোহন্নং, বিশোহন্নং রাজামিত্যাदि । ন চ তেবাং স্ত্র্যাदीনাং পুরুষোপভোগাৎ স্বেহপুপভোগো নান্তি ; তস্মাৎ কশ্মিণো দেবানামুপভোগ্যা অপি সন্তঃ স্ত্রিণো দৈবৈ ক্রীড়ন্তি । শরীরঞ্চ তেবাং স্ত্রুথোপভোগযোগ্যাং চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যমারভ্যতে । তৎকালং পুরুষাং, শব্দা-শব্দা আপো হ্যলোকাগ্নৌ হতাঃ সোমো রাজা সম্ভবতীতি । তা আপঃ কশ্মিন বায়িত্ত ইতরৈশ্চ ভূতৈরন্নগতাঃ হ্যলোকং প্রাপ্য চন্দ্রত্বমাপন্যঃ শরীরাত্মারক্তিকা ইষ্টাহুপাশিকানাং ভবন্তি । অন্ত্যায়াক্ষ শরীরাহুতাবর্ণৌ হতায়ামগ্নিনা দহ্যমানে শরীরে তদ্বৎ আপো ধূমেন সহোহ্নি যজমানমাবেষ্টা চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য কুশমৃত্তিকাহানীয়া বাহুশরীরাত্মিকা ভবন্তি, তদারক্কেন চ শরীরেণেষ্টাদিকলমুপভুজানা আসতে যাবত্তদুপভোগনিমিত্তং কর্যম্ ॥ ৪ ॥



সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই দক্ষিণায়ন ছয়মাস হইতে গিত্তলোক, গিত্তলোক হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। সেই গৃহস্থগণ যে চন্দ্রলোকে প্রাপ্ত হন, এই চন্দ্র কে? অন্তরীক্ষে এই যে ব্রাহ্মণদিগের রাজা সোম হইল, ইনিই সেই চন্দ্র; তাহাই দেবগণের অন্ন অর্থাৎ অন্নস্বরূপ, ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই অন্নস্বরূপ চন্দ্রকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ উপভোগ করেন; অতএব সেই কশ্মির ধূমাদিমার্গ অবলম্বনে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিয়া চন্দ্রস্বরূপ হইয়া দেবগণ কর্তৃক ভক্ষিত হন অর্থাৎ দেবগণের উপভোগ্য হন। আচ্ছা, ইষ্টাপূর্তাদির অল্পষ্ঠাতা গৃহস্থগণ যদি অন্নস্বরূপ হইয়া দেবগণের ভক্ষ্যমধ্যেই পরিগণিত হন, তাহা হইলে তৎকর্ত্তব্য কৰ্ম্মের অল্পষ্ঠান তাঁহাদের অনর্থের নিমিত্তই হয়? তাহার উত্তরে বলিতে-হে, না, ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, এ স্থানে ‘অন্ন’ এই শব্দটি কেবল উপকরণ অর্থাৎ ভোগের উপকরণার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহারা যে কবলিত হইয়া অর্থাৎ মূর্খের মধ্যে নিষ্কিপ্ত হইয়া দেবগণ কর্তৃক ভক্ষিত হন, ইহা বলা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। শ্রুতির অভিপ্রায় তবে কি? না, জী, পশু ও ভূত্য প্রভৃতি যেমন লোকের ভোগের উপকরণ, তাঁহারাও সেইরূপ দেবগণের ভোগের উপকরণমাত্র হন। “রাজ্যাসিনের জীসমূহ অন্ন, পশুসমূহ অন্ন, প্রজাসমূহ অন্ন” ইত্যাদি স্থানে উপকরণ অর্থে ব্যবহারের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। সেই জী, পশু, ভূত্য প্রভৃতি সকলে পুরুষের উপভোগ্য হইলেও তাহাদের নিজেদেরও যে উপভোগ হয় না, এমন নহে, বাস্তবিক-পক্ষে তাহারাও উপভোগ করিতে পায়; অতএব কশ্মিগণ দেবগণের উপভোগ্য হইলেও তাঁহারা নিজেরাও সুখী হইয়া দেবগণের সহিত বিবিধ প্রকার জৌড়া অর্থাৎ আশোষ-প্রমোদ উপভোগ করেন। তাঁহাদের সুখভোগের উপযোগী জলময় দেহ প্রবলভাবে আকর্ষ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, “শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য জলসমূহ দ্রালোকরূপে পরিণত হইয়া রাজা সোমরূপে পরিণত হয়”। কশ্মিসম্বন্ধী সেই জল ক্ষিতি প্রকৃতি অত্যন্ত ভূতগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্রালোকে আগমন পূর্বক চন্দ্রস্বরূপ হইয়া ইষ্টাপূর্তাদির অল্পষ্ঠাতা কশ্মিগণের শরীরাদির আকর্ষক হইয়া থাকে। পরিণত অস্তিম আহুতি অগ্নিতে আহুত হওয়ার পর অগ্নি দ্বারা শরীর প্রকট দৃষ্ট হয়, সেই সময়ে শরীর হইতে যে জল নির্গত হয়, কুণমৃত্তিকাস্থানীয় সেই জল বজ্রশানের অর্থাৎ মৃতের শরীরকে বেষ্টন পূর্বক উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডলে সমাগত হইয়া বাহু অর্থাৎ স্থল শরীরের উৎপাদক হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা সমুৎপন্ন সেই শরীরের দ্বারা যজ্ঞাদির ফলকে উপভোগ করিতে করিতে—যত দিন পর্য্যন্ত উপভোগের দ্বারা সেই কশ্মির অর্থাৎ চন্দ্রলোকে অবস্থানের নিমিত্তস্বরূপ কশ্মির মন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করেন ॥ ৪ ॥



তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে  
যথৈতম্, আকাশম্, আকাশাদ্বায়ুং, বায়ুভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো  
ভূত্বা অভ্রং ভবতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—ভোগোপযোগী কর্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত সেই চন্দ্রলোকে  
বাস করিয়া যে পথে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই পুনরায় প্রত্যাগমন করেন।  
চন্দ্রলোক হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ু অর্থাৎ  
বায়ুস্বরূপ হইয়া ধূম অর্থাৎ ধূমাকার হন, ধূমাকার হইয়া অব্ভ্র অর্থাৎ নভস  
মেঘাকার হন ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রতাসম্বন্ধম্।**—সম্পত্তিস্তি যেনেতি সম্পাতঃ কর্মণঃ ক্ষয়ঃ, যাবৎ সম্পাত  
যাবৎ কর্মণঃ ক্ষয় ইত্যর্থঃ, তাবত্তস্মিন্চন্দ্রমণ্ডলে উষিত্বা অথ অনন্তরমেতমেব বহ্মাধ্বা-  
নম্ভান্যং মার্গং পুনর্নিবর্তন্তে। ‘পুনর্নিবর্তন্তে’ ইতি প্রয়োগাৎ পূর্বমপি অসকৃচ্চন্দ্রমণ্ডলং গত-  
নিবৃত্তাশ্চাসন্নিত্যি গম্যতে। তস্মাদিহলোকে ইষ্টাদিকর্মোপচিৎ চন্দ্রং গচ্ছন্তি, তস্য  
চাবর্তন্তে, ক্ষণমাত্রমপি তত্র স্থাতুং ন লভ্যতে, স্থিতিনিমিত্তকর্মক্ষয়াৎ, স্নেহময়ানি  
প্রদীপস্ত। তত্র কিং যেন কর্মণা চন্দ্রমণ্ডলমাক্রুতঃ, তস্ত সর্বশ্চ ক্ষয়ে তস্মাদবরোধম্? কিং  
সাবশেষে ইতি? কিং ততঃ? যদি সর্বশ্চৈব ক্ষয়ঃ কর্মণঃ, চন্দ্রমণ্ডলস্থৈব মোক্ষঃ প্রাপ্ত-  
ভীতি। তিষ্ঠতু তাবত্তত্রৈব, মোক্ষঃ স্তাৎ, ন বেতি; তত আগত্যস্তেহ শরীরোপভোগনি-  
সম্ভবতি, “ততঃ শেষেণ” ইত্যাদিস্বত্বিরোধশ্চ স্তাৎ। নহু ইষ্টাপূর্ত্তদন্ত্যভিরেক্যপি  
মনুষ্যালোকে শরীরোপভোগনিমিত্তানি কর্ম্মাণ্যনেকানি সম্ভবন্তি, ন চ তেষাং চন্দ্রমণ্ডলে উপ-  
ভোগঃ; অতঃ অক্ষীণানি তানি। যন্নিমিত্তং চন্দ্রমণ্ডলমাক্রুতস্তাত্তেব ক্ষীণানীত্যিহোক্তঃ।  
শেষ-শব্দশ্চ সর্বেষাং কর্ম্মসামান্যাদবিরুদ্ধঃ; অতএব চ তত্রৈব মোক্ষঃ শ্রাদ্ধিত্যি দোষাতঃ;  
বিরুদ্ধানেকমোহ্যুপভোগফলানাঞ্চ কর্ম্মণামেকৈকশ্চ জন্তোরারম্ভকক্ষমত্বাৎ। ন  
চৈকস্মিন্ জন্মনি সর্বকর্ম্মণাং ক্ষয় উপপত্ততে, ব্রহ্মহত্যাদেচৈকৈকশ্চ কর্ম্মণোহনেকজন্মাব-  
কক্ষমরণাং; স্বাবরাদিপ্রাপ্তানাঞ্চাত্মমূঢ়ানাম্ উৎকর্ষহেতোঃ কর্ম্মণ আরম্ভকক্ষমত্বাৎ।  
গর্ভভূতানাঞ্চ অসমানানাং কর্ম্মাসম্ভবে সংসারানুপপত্তিঃ, তস্মান্নৈকস্মিন্ জন্মনি সর্বক-  
র্ম্মাণামুপভোগঃ। বস্তু কৈচ্চিচ্চ্যতে, সর্বকর্ম্মাশ্রয়োপমর্দেণ প্রায়েণ কর্ম্মণাং জন্ম-  
কক্ষম, তত্র কানিচিৎ কর্ম্মাণ্যনারম্ভকক্ষে নৈব তিষ্ঠন্তি, কানিচিৎজন্মান্তরমাবলম্বে ইতি  
নোপপত্ততে, মরণশ্চ সর্বকর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ, স্বগোচরাভিব্যঞ্জকপ্রদীপবদিত্যি। তদন-  
সর্বশ্চ সর্বান্নকক্ষাত্ম্যুপগমাৎ। ন হি সর্বশ্চ সর্বান্নকক্ষে দেশকালনিমিত্তাবকক্ষম-  
সর্বান্ননোপমর্দঃ কশ্চিৎ কচিদিভিব্যক্তিকর্বা সর্বান্ননোপপত্ততে, তথা কর্ম্মাণ্যপি  
সাশ্রয়াণামুপমর্দো ভবেৎ। যথা চ পূর্বান্নভূতমনুষ্যমমুরমর্কটাদিজন্যভিসংস্কৃতাবিরুদ্ধানেক-  
বাসনা মর্কটপ্রাপকেণ কর্ম্মণা মর্কটজন্ম আভ্যুপগমেণ নোপপত্ততে, তথা কর্ম্মাণ্যুপভোগ-



বসঃ ষণ্ডঃ]

জাতিনিবর্তনানি নোপসৃজন্তে ইতি যুক্তম্ । যদি হি সর্বাঃ পূর্বজন্মান্নভববাসনা উপসৃজেরন,  
 বর্তমাননিবর্তন কৰ্মণা মৰ্কটজন্মভাৱকে মৰ্কটশ্চ জাতমাত্রশ্চ মাতুঃ শাখায়াঃ শাখান্তর-  
 যমন মাতৃকদৰপংলয়বাদিকৌশলং ন প্রাপ্নোতি, ইহ জন্মগ্নভ্যস্তত্বাৎ । ন চাতী-  
 যনত্বকৰ্ম্মনি মৰ্কটজন্মেবাসীতন্ত্ৰেতি শক্যং বক্তুম্ ; “তং বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণী সমদ্বারভেতে  
 পূৰ্ণজ্ঞা চ” ইতি শ্রুতে: । তস্মাদ্বাসনাবৎ ন অশেষকৰ্ম্মোপমর্দ ইতি শেষকৰ্ম্মসম্ভবঃ । যত  
 ইহ, তস্মাদ্ভেদোপযুক্তাৎ কৰ্ম্মণঃ সংসারঃ উপপত্ততে ইতি ন কশ্চিদিরোধঃ । কোহসাবধা  
 ন প্রতি নিবৰ্ত্তন্তে ইতি ? উচ্যতে, যথেষৎ যথাহংগতং নিবৰ্ত্তন্তে । নহু মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং,  
 পিতৃলোকাধিকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্রমসমিতি গমনক্রম উক্তঃ, ন তথা নিবৃতিঃ, কিন্তু ইহ ? আকা-  
 শাধিমিত্যাদি, কথং যথেষতমিত্যুচ্যতে ? নৈব দোষঃ ; আকাশপ্রাপ্তেস্তল্যত্বাৎ পৃথিবী-  
 ংশস্ত্ । ন চাত্র যথেষতমেবেতি নিয়মঃ, অর্নৈবংবিধমপি নিবৰ্ত্তন্তে ; পুনর্নিবৰ্ত্তন্তে ইতি তু  
 নিন্দঃ, অত উপলক্ষণার্থমেতৎ যথেষতমিতি । অতো ভৌতিকমাকাশং তাবৎ  
 প্রতিলম্ব্যে । যান্তেবাং চন্দ্রমণ্ডলে শরীরারম্ভিকা আপ আসন, তাস্তেবাং তত্রোপভোগনিমি-  
 ত্তম্ কৰ্ম্মণাং ক্ষয়ে বিলীয়ন্তে, যুতসংস্থানমিবাগ্নিসংযোগে ; তা বিলীনা অন্তরিক্ষহা  
 যখনত্বা ইব সূক্ষ্মা ভবন্তি । তা অন্তরিক্ষাদায়ুর্ভবন্তি, বায়ুপ্রতিষ্ঠা বায়ুভূতা ইতচ্চা-  
 যুগলহানান্তাভিঃ সহ ক্ষীণকৰ্ম্মা বায়ুভূতো ভবতি । বায়ুভূত্বা তাভিঃ সর্হেব ধূমো  
 নতি । ধূমো ভূত্বা অব্ভ্রম্ অব্ভরণমাত্ররূপো ভবতি ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি সেই কৰ্ম্মিগণের চন্দ্রমণ্ডল  
 হইতে অবরোহণক্রম বলা যাইতেছে—যে কৰ্ম্ম দ্বারা সম্যকরূপে পতিত হয়, তাহাই  
 দশাৎ অর্থাৎ অমুষ্টিত কৰ্ম্মের ক্ষয় । যত দিন পর্য্যন্ত কৰ্ম্মক্ষয় না হয়, ততদিন  
 পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া তদনন্তর এই বক্ষ্যমাণ মার্গকে অবলম্বন করিয়া  
 দ্বার প্রত্যাবর্তন করেন । শ্রুতিতে “পুনর্নিবৰ্ত্তন্তে” এই পদটি প্রযুক্ত হওয়ার  
 ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্বেও অনেকবার এইরূপে চন্দ্রমণ্ডলে গমন ও তথা হইতে  
 প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । অতএব যাহারা এই মর্ত্যালোকে ইষ্টাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানের  
 জন্য চন্দ্রলোকে গমন করেন, কৰ্ম্মক্ষয় হইলেই তাঁহারা পুনরায় ইহলোকে  
 প্রত্যাবর্তন করেন, যেহেতু অর্থাৎ তৈল নিঃশেষ হইলে যেমন প্রদীপ ক্ষণকালও  
 থাকিতে পারে না, অর্থাৎ নির্দীপিত হইয়া যায়, সেইরূপ চন্দ্রলোকে অবস্থানের  
 নিবন্ধকৰ্ম্ম ক্ষয় হওয়ার পর ক্ষণকালও তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হন না ।  
 ইহা মধ্যে একটি প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, সেই কৰ্ম্মী যে কৰ্ম্ম দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলে  
 প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই কৰ্ম্ম নিঃশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পর চন্দ্রমণ্ডল  
 হইতে অবরোহণ করেন ? অথবা কিছু অবশেষ থাকিতেই অবরোহণ করেন ?  
 তাহাতেই বা কি ? যদি সমস্ত কৰ্ম্মই নিঃশেষরূপে ক্ষয় হয়, তাহা হইলে-ত  
 হইতে অবরোহণ থাকিতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে ? আচ্ছা, চন্দ্রমণ্ডলে



ধাকিতে থাকিতেই মোক্ষ হয়, কি হয় না, এ প্রশ্ন এক্ষণে থাকুক, সেজন্য হইতে প্রভাগত হওয়ার পর এই লোকে শরীর বা উপভোগ প্রভৃতি ত কিছুই সম্ভব হইতে পারে না ; আর বিশেষ করিয়া “কৰ্ম্মশেষের অন্তিমফলক ভুলানিধি কৰ্ম্মানুসারে জন্ম হয়” এই স্মৃতিবাক্যেরও বিরোধ উপস্থিত হয়। আত্মা, এই মনুষ্যালোকে শরীরোপভোগনিমিত্ত ইষ্টাপূর্ত ও দত্ত ভিন্নও অনেক প্রকার কৰ্ম্ম আছে, অথচ চন্দ্রমণ্ডলে যে তাহাদের উপভোগ হয়, তাহাও নহে ; অতএব সে সমস্ত কৰ্ম্ম কোন কালেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু যে কৰ্ম্মের ফলে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই কৰ্ম্মেরই মাত্র ক্ষয় হয়, সুতরাং এ স্থানে কোন বিরোধই হইতে পারে না ; আর কৰ্ম্মব্ধরূপ ধর্ম্মটি যখন মনস কৰ্ম্মসম্বন্ধেই সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, তখন ‘শেষ’ এই শব্দটির প্রয়োণে কোন বিরোধ ঘটিতে পারে না, অতএব সেই স্থানেই মোক্ষ হইতে পারে বলিয়া যে দোষ সম্ভাবনা করা গিয়াছিল, তাহারও পরিহার হইল, কারণ, পরস্পর বিকল অনেক যোনিতে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহে উপভোগোপযোগী কৰ্ম্মসমূহেরও পর পর এক একটি প্রাণীর দেহ উৎপাদন করাও সম্ভব হয়। আরও দেখ, এক জন্মেই সমস্ত কৰ্ম্মেরই নিঃশেষরূপে ক্ষয় হওয়াও উপপন্ন বলিয়া মনে হয় না, কারণ, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি এক একটি কৰ্ম্মের ফলেও অনেক প্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এরূপ উক্তি আছে। স্বাবরাদি-দেহপ্রাপ্ত অতএব অত্যন্ত মূঢ় জীবগণের পক্ষেও উৎকর্ষের হেতুভূত কৰ্ম্মের আরম্ভ করা সম্ভব হয় না, (উৎকর্ষের হেতুরূপ যে সমস্ত কৰ্ম্ম, তাহাদেরও স্বাবরাদি দেহপ্রাপ্ত অত্যন্ত মূঢ় জীবগণের জন্মারম্ভ করা সম্ভব হয় না, এরূপ অর্থও কেহ কেহ করেন) আর গর্ভাবস্থাতেই যাহারা প্রসূত হইয়া যায়, অর্থাৎ গর্ভপ্রাব হইয়া যাহারা অকালে মারা যায়, তাহাদের কোনরূপ কৰ্ম্ম করাই যখন সম্ভব নহে, তখন তাহাদের সংসার অর্থাৎ পুনর্জন্মগ্রহণও উপপন্ন হয় না ; অতএব একই জন্মে সমস্ত কৰ্ম্মেরই ফলভোগ হয় না। কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, সমস্ত কৰ্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ পদার্থের বিদ্যমান পূর্বক কৰ্ম্মসমূহ প্রায়ই জন্মের আরম্ভক হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কতকগুলি কৰ্ম্ম তাহার ফলের অনারম্ভক ভাবেই অবস্থান করে, আর কতকগুলি কৰ্ম্ম জন্মস্তরের আরম্ভক হয় ; তাহাদিগের এই মতও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ, প্রদোপ যেমন স্বগোচর অর্থাৎ নিজের নিকটস্থ বস্তুসমূহের সমানভাবেই প্রকাশক হয়, সেইরূপ মরণও সমস্ত কৰ্ম্মেরই তুল্যভাবে প্রকাশক হয়। এ উত্তরও সমীচীন নহে, কারণ, সমস্ত বস্তুকেই সর্বস্বাত্মক বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, (অর্থাৎ জগতে যে কোন পদার্থ দৃষ্ট হয়, সমস্ত পদার্থেই সমস্ত পদার্থের মূল



[অধ্যায়ঃ ৭ঃ]

কর্মাক পরিমাণ বিজ্ঞান থাকে ; পদার্থমাত্রেরই অভিব্যক্তি ও বিনাশের কারণ  
 পূর্ব পূর্ব, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুবিশেষ কর্মবিশেষের অভিব্যক্তক হইলেও  
 সমস্ত কর্মেরই অভিব্যক্তক হইতে পারে না, তখন পর্য্যন্ত কতকগুলি কর্ম কোনরূপ  
 ফলপ্রসূ না করিয়াই নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, তাহারাই আবার সময়বিশেষে  
 অভিব্যক্তক কোন কারণ লাভ করিলেই নিজ নিজ ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হয়) সকল  
 পার্থক্যই যখন সর্বাঙ্গক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তখন বিশেষ বিশেষ দেশ-  
 বাদিরূপ হেতু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় কোন বস্তুই সর্বতোভাবে বিনাশ অথবা  
 সর্বতোভাবে অভিব্যক্তি সম্ভব হইতে পারে না, সেইরূপ কর্ম ও তাহার আশ্রয়-  
 ক্ষেত্রও উপর্য্যুক্ত অর্থাৎ বিনাশ হয় না ; যেমন মনুষ্য, ময়ূর, বানর প্রভৃতি। জন্মে  
 অভিসংকৃত ঐ সমস্ত পূর্ব পূর্ব জন্মে অমুভূত বিবিধপ্রকার বিরুদ্ধ বাসনা বা সংস্কার  
 —বানরপ্রাপক কর্ম দ্বারা বানরজন্ম আরম্ভকালেও অর্থাৎ বানর হইয়া জন্মগ্রহণ  
 করিলেও বিনষ্ট হয় না, তেমনই জন্মান্তরপ্রাপ্তির নিমিত্তস্বরূপ কর্মসমূহও প্রারম্ভ  
 কর্তৃ দ্বারা বিনষ্ট হয় না, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। ভাবার্থ এই যে —কেহ কেহ  
 বলেন, প্রায়শই সর্বকর্মাশ্রয়ের ধ্বংস ঘটিলেই কর্মের জন্মারম্ভক হইতে পারে,  
 অর্থাৎ বুঝা যায় যে, কোন কোন কর্ম জন্মারম্ভক, আর কোন কোন কর্ম জন্মা-  
 রম্ভের আরম্ভক হয় না। ইহা উপপন্ন হইতেছে না, যে হেতু, মৃত্যু সর্বকর্মের  
 অভিব্যক্তক। যেরূপ প্রদীপ স্বগোচর সকল বস্তুই প্রকাশ করে, তদ্রূপ মৃত্যুসময়ে  
 বস্তুসমূহের প্রবৃত্তিরূপ প্রতিবন্ধকাভাবনিবন্ধন সর্বকর্মের আশ্রয়ীভূত দেহের বিনাশ-  
 ক্ষণ্ত এককালে সমস্ত কর্মের উত্তরশরীরারম্ভক হইবে অবিরুদ্ধ। কোন কর্মই  
 বিনষ্ট থাকে না, ইহা সংকল্প নহে, কেন না, মৃত্যুকালে যে সমস্ত কর্ম প্রকাশ  
 পায়, তাহারাই উত্তর-দেহের আরম্ভক হইয়া থাকে। “সকলই সকলের কারণ  
 ও কারণী হয়,” এই শ্রাব্যহেতু সকলের সর্বাঙ্গকত্বনিবন্ধন কোন বস্তুই সাকল্যরূপে  
 জন্মস্থাবনা এবং আশ্রয়যুক্ত সকল কর্মের বিনাশ হইতে পারে না, কেন না,  
 যে ও কাল দ্বারা সকল বস্তুই নিয়ন্ত্রিত। যেরূপ পূর্বামুভূত মানব-মর্কটাদি-  
 বস্তুসমূহাবিষ্ট অবিরুদ্ধ যে অনেক বাসনা হয়, তাহা মর্কটাদিপ্রাপক কর্ম দ্বারা  
 জন্ম হয় না, তদ্রূপ অন্ত-জন্মপ্রাপ্তিজন্ম কর্মসকলও নিবারণিত হয় না, ইহাই যুক্তি-  
 সমত। যদি পূর্বজন্মামুভূত সর্ববাসনারই ধ্বংস ঘটত, তাহা হইলে মর্কটাদি জন্মের  
 সময়মুভূত কর্ম দ্বারা মর্কটজন্মের আরম্ভ হইলে মর্কটের জন্মমাত্রই অতীত মর্কট-  
 কর্মসংস্কার বশতঃ—তাহার জননীর শ্রায় শাখা হইতে শাখান্তর গমনে  
 মর্কটের জন্মসংস্কারাদি বিষয়ে কৌশল জানিতে পারিত না, কারণ, তাহা-  
 র মনঃকৌশল ইহকালে অভ্যস্ত নাই। আর তাহার যে অব্যবহিত পূর্বজন্মে



মর্কটই ছিল, তাহাও বলা অসম্ভব, কেন না, শ্রুতিপ্রমাণে দেখা যায় যে, বিজ্ঞ কৰ্ম ও প্রজ্ঞা ইহার কৰ্ত্তার সঙ্গে আরম্ভক হয়। সুতরাং জানা যায় যে, বানর নিবন্ধনই অশেষ কৰ্মের বিনাশ হয় না; সুতরাং কৰ্মশেষ সম্ভব আছে। যেহেতু এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল, অতএব ভোগাবশিষ্ট কৰ্ম হইতেই সংসার সম্ভাবিত হয়, এ ক্রমে শ্রোত, স্মার্ত, যৌক্তিক বা লৌকিক কোনরূপ বিরোধ নাই। পূৰ্বজন্মাবস্থায় সমস্ত বাসনাই যদি বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে বানরজন্মপ্রাপ্তির হেতুভূত কৰ্ম দ্বারা বানরজন্ম প্রাপ্ত হওয়ার পর ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মাতার এক শাখা হইতে অন্তর্দ্বারা গমনকালে মাতার উদরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাক। ইত্যাদির কোশল দ্বারা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ঐ কোশল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার অবসর সে পায় নাই। এই জন্মের অব্যবহিত পূৰ্বজন্মেও যে সে বানর হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ইহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না; কারণ, শ্রুতি আছে—“বিজ্ঞা, কৰ্ম ও পূৰ্বজন্মের প্রজ্ঞা অর্থাৎ সংস্কারাশ্রয় জ্ঞান তাহার অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অন্তঃগমন করে,” অতএব বানর অর্থাৎ সংস্কার যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ কৰ্ম ও সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, এ জন্ম কৰ্মের শেষ থাকাই সম্ভব। যে হেতু, ইহাই সিদ্ধান্ত, তখন উপভুক্ত কৰ্মের শেষের দ্বারা অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্মের ফলে সংসার অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। যে পথকে লক্ষ্য করিয়া কৰ্মিগণ পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন, এই পথটি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ‘যথেষ্টম্’ অর্থাৎ যে ভাবে গমন করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই প্রত্যাবৃত্ত হন। আত্মা গমনের ক্রম ত বলা হইয়াছে—মাসসমূহের পর পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর আকাশ, আকাশের পর চন্দ্রলোক; কিন্তু প্রত্যাবর্তন-ত ঠিক সে ভাবে হয় না? তবে কি ভাবে প্রত্যাবর্তন হয়? না, আকাশের পর বায়ু ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যাবর্তন হয়; প্রত্যাবর্তনের ক্রম যখন গমনের ক্রম হইতে ভিন্ন প্রকার, তখন ‘যে ভাবে গমন করিয়াছিলেন’ এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না; কারণ, আকাশপ্রাপ্তি ও পৃথিবীপ্রাপ্তি এই দুইটি বিষয় গমন ও প্রত্যাবর্তন উভয়স্থলেই সমান অর্থাৎ গমনকালে পৃথিবী হইতেই আরম্ভ করিয়া ক্রমে আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার পর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, প্রত্যাবর্তনকালেও চন্দ্রলোকের পর প্রথমেই আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া সর্বশেষে পৃথিবীকেই প্রাপ্ত হয়। এস্থানে, যে ভাবে গমন হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই যে প্রত্যাবর্তন হয়, এরূপ কোন অব্যভিচারিত নিয়ম নাই, অতএব ক্রমেও প্রত্যাবর্তন হইতে পারে, তবে পুনরায় যে প্রত্যাবৃত্ত হয়, এইটুকু স্মরণ



[অঃ ৭৩:]

নিম্ন; অতএব 'বধেতম্' এই বাক্যটি উপলক্ষণমাত্র অর্থাৎ যে কোনরূপেই  
ইহা প্রত্যাবর্তন হয়, ইহাই উহার অর্থ। চন্দ্রমণ্ডলে কন্নিগণের শরীরারম্ভক  
বৈদ্য ছিল, সেই জল, তাহাদের ভোগসম্পাদক কন্নিগণের ক্ষয়ে—অগ্নিসংযোগে  
হুতসংস্থানের জ্বায় (অর্থাৎ জমাট-বাঁধা যি যেমন আগুনের উত্তাপে) বিলীন  
হইয়া চন্দ্রমণ্ডল হইতে ভৌতিক আকাশকে প্রাপ্ত হয়; আকাশে অবস্থিত সেই  
বিলীন জলসমূহ আবার আকাশভূতের জ্বায়ই সূক্ষ্ম হইয়া থাকে; সেই সূক্ষ্ম জল-  
সমূহ আবার আকাশ হইতে বায়ুরূপ হয়; বায়ুতে অবস্থিত অতএব বায়ুভূত  
জ্বায় আকাশেই যখন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে, সেই সময়ে ক্ষীণকক্ষ্মা  
অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা যাহার কন্নিগণ হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিও বায়ুভূত ঐ  
জলসমূহের সহিত বায়ুরূপ হয়, বায়ুরূপ হওয়ার পর সেই জলসমূহের সহিতই  
আবার ধূমরূপ হয়, ধূম হইয়া পরে অন্ত্র অর্থাৎ জলধারণযোগ্য অর্থাৎ মেঘের  
সূর্যবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

অত্র ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, তে  
ই ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পত্যস্তিল-মাষা ইতি জায়ন্তে; অতো  
বৈ ধলু হুর্নিম্প্রপতরং, যো যো হুন্নমতি, যো রেতঃ সিক্তি,  
তদ্ব্য এব ভবতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অত্র হইয়া মেঘ হয়; মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়, অর্থাৎ জলরূপে  
পৃথিবীতে পতিত হয়; অনন্তর তাহারাই এই পৃথিবীতে ধান্ত-যবাদি, ওষধি-বন-  
শদি, তিল-মাষকলায় ইত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। 'এই ধান্ত-যবাদি অবস্থা  
হইতে নিরুত্তীর্ণ অতিশয় ক্লেশকর। যে যে প্রাণী অন্নাহার করে, যে প্রাণী  
অন্ননিষেক করে অর্থাৎ জীসঙ্গ করে, প্রায়ই তৎস্বরূপ হয় অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা  
বর্ষিত হইয়া সেই ভক্ষিত দ্রব্যের পরিণামে শুক্ররূপে পরিণত ও জীগর্ভে প্রবিষ্ট  
হইয়া ভক্ষক প্রাণীর অনুরূপ দেহ ধারণ করে ॥ ৬ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্যম্।—অত্র ভূত্বা ততঃ সেচনসমর্থো মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা  
ইহু প্রদেশেদথ প্রবর্ষতি, বর্ষধারারূপেণ শেষকক্ষ্মা পততীত্যর্থঃ। তে ইহ ব্রীহি-যবা  
ওষধি-বনস্পত্যস্তিল-মাষা ইত্যেবম্প্রকারাঃ ক্ষীণকক্ষ্মাণো জায়ন্তে। ক্ষীণকক্ষ্মণামনেকদ্বাধ-  
ভুক্তিরূপঃ। মেঘাদিষু পূর্বেদ্বৈকরূপত্বাদেকবচননির্দেশঃ। যস্মাৎ গিরিতটহুর্গনদীসমুদ্রারণ্য-  
ভুক্তিঃ। যতো গিরিতটাহুদকস্ত্রোতসোহুমানা নদীঃ প্রাপ্লু বন্তি, ততঃ সমুদ্রা,  
সমুদ্রা হুর্নিম্প্রপতরং। যতো গিরিতটাহুদকস্ত্রোতসোহুমানা নদীঃ প্রাপ্লু বন্তি, ততঃ সমুদ্রা,  
সমুদ্রা হুর্নিম্প্রপতরং, তেহপ্যন্তেন, তত্রৈব চ সহ মকরেণ সমুদ্রে বিলীনাঃ সমুদ্রাভ্যোভি-



জ্ঞানধর্মেরাকৃষ্টা: পুনর্বিধারাবিশিষ্টরূপে শিলাতটে বা অগম্যে পতিতাস্থিতি, কদাচিৎ  
মৃগাদিপীতা ভক্ষিতাচাষ্ট্রা, তেহপ্যষ্ট্রিত্যেবপ্রকারা: পরিবর্তেরন, কদাচিৎ  
স্বাবরেষু জাতান্ত্রৈব শুষ্যেরন, ভক্ষ্যেষপি স্বাবরেষু জাতানাং রেতঃসিদ্ধেহসম  
দ্রব্ভ এব, বহুত্বাৎ স্বাবরাণামিতি, অতো হ্নিঞ্জমগম্যম্; অথবা অতোহস্মাৎ বৈহিমা  
ভাবাদ্ধুনিপ্রপতরং হ্নির্গমনতরম্। হ্নিপ্রপতরমিতি তকার একো লুপ্তো ঙ্ঠব্যঃ; বৈ  
যবাদিভাবো হ্নিপ্রপতঃ তস্মাদপি হ্নিপ্রপতাৎ রেতঃসিদ্ধেহসম্বন্ধো হ্নিপ্রপততর ইত্যং;  
যস্মাদ্ধুনিপ্রপতঃ পুংস্তরহিতৈ: স্ববিরৈক্যা ভক্ষিতা অন্তরালে শীর্ষ্যন্তে, অনেকসংখ্য  
নাম্। কদাচিৎ কাকতালীয়ন্তায়ৈন রেতঃসিগ্ভির্ভক্ষ্যন্তে বদা, তদা রেতঃসিগ্ভাব গভন  
কর্মণো বৃত্তিলাভঃ। কথম্? যো যো হ্নমমন্তি অনুশয়িভি: সংলিষ্টং রেতঃসি, বচ রে  
সিদ্ধতি ঋতুকালে যোষিতি, তদ্ভুয় এব তদাকৃতিরেব ভবতি। তদবয়বাকৃতিভুয়  
ইত্যুচ্যতে, যেতোরূপেণ যোষিতি গর্ভাশয়েহস্ত: প্রবিষ্টোহনুশয়ী, রেতসো রেতঃসিগ্ভি  
ভবিতত্বাৎ; “সর্বৈভ্যোহস্তুভ্যন্তেজ: সম্ভূতম্” ইতি হি ঋত্যন্তরাৎ, অতো রেতঃসিগ্ভি  
রেব ভবতীত্যর্থঃ। তথা হি, পুরুষাৎ পুরুষো জায়তে, গোর্গবাকৃতিরেব, ন জাতস্তরান্,  
তস্মাদ্ধুজং তদ্ভুয় এব ভবতীতি। যে ত্বগ্বেহনুশয়িত্যশ্চন্দ্রমণ্ডলমনাক্ষং পাপকর্  
মোবৈবীহিযবাদিভাব: প্রতিপত্তন্তে, পুনর্নুশয়াদিভাব: গতঃ, তেবাং নামুশয়িনা  
হ্নিপ্রপতরম্। কস্মাৎ? কর্মণা হি তৈবীহিযবাদিদেহ উপাত্ত ইতি। তদুপভোগনিমিত্তক  
ব্রীহাদেস্তুদেহবিনাশে যথাকর্মান্বজ্জিতং দেহান্তরং নবং নবং জলুকাৎ চন্দ্রমন্তে সবিজ্ঞা  
এব, “সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি” ইতি ঋত্যন্তরাৎ। বহুগুণসম্বন্ধত্ব  
সন্তো দেহান্তরং গচ্ছন্তি, তথাহপি স্বপ্নবদেহান্তরপ্রাপ্তিনিমিত্তকশ্রোত্বাবিতবাসনাজ্ঞান  
সবিজ্ঞানা এব দেহান্তরং গচ্ছন্তি, ঋতিপ্রামাণ্যং। তথা অচ্চিরাদিনা ধূমাদিনা চ গম  
স্বপ্ন ইবোদ্রুতবিজ্ঞানেন, লব্ধবৃত্তিকর্মনিমিত্তত্বাকামনশ্চ। ন তথা অনুশয়িনাং ব্রীহাদিতরে  
জাতানাং সবিজ্ঞানমেব রেতঃসিগ্ভ্যোষিদ্ধেহসম্বন্ধ উপপত্ততে; ন হি ব্রীহাদিলবনকণ  
পেযণাদৌ চ সবিজ্ঞানানাং স্থিতিরস্তি। নহু চন্দ্রমণ্ডলাদপ্যবরোহতাং দেহান্তরগম  
তুল্যত্বাজলুকাৎ সবিজ্ঞানতৈব যুক্তা; তথা সতি ঘোরো নরকানুভব: ইষ্টাপূর্ত্তাবিকার  
চন্দ্রমণ্ডলাদারভ্য প্রাপ্তো যাবৎ ব্রাহ্মণাদিজন; তথা চ সত্যনর্থায়ৈবোষ্ট্যপূর্ত্তাপার  
বিহিতং ত্রাৎ, ঋতেশ্চাপ্রামাণ্যং প্রাপ্তং, বৈদিকানাং কর্মণামনর্থানুবন্ধিত্বাৎ? ন, ব  
রোহণপতনবৎ বিশেষসম্ভবাৎ, দেহাদেহান্তরং প্রতিপিংসো: কর্মণো লব্ধবৃত্তি  
কর্মণোস্তাবিতেন বিজ্ঞানেন সবিজ্ঞানজং যুক্তং, বুদ্ধাপ্রমারোহত ইব ফলং জিহ্বকঃ।  
তথা অচ্চিরাদিনা গচ্ছতাং সবিজ্ঞানজং ভবেৎ, ধূমাদিনা চ চন্দ্রমণ্ডলমাক্রম্যতাম্। ত  
চন্দ্রমণ্ডলাদবক্রকক্ষতাং বুদ্ধাপ্রাদিব পততাং সচেতনত্বম্; যথা চ মুদগরভিভূতানা  
তদভিযাতবেদনানিমিত্তসংচ্ছিতপ্রতিবন্ধকরণানাং স্বদেহেইনং দেশাদেশান্তরং নীরয়ানা  
বিজ্ঞানশূন্যতা দৃষ্টা, তথা চন্দ্রমণ্ডলাদানুযাদিদেহান্তরং প্রতি অবক্রকক্ষতাং স্বর্গভোগনিমিত্ত



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৪৩৩

[অঃ ৭ঃ]

বৃদ্ধিতাৎ দেহানাং প্রতিবন্ধকরণানাম্ ; অতস্তেহপরিত্যক্তদেহবীজভূতাভিরন্তি-  
 বৃদ্ধিতা ইব আকাশাদিক্রমেণেমামবরুজ কৰ্মনিমিত্তজাতিস্বাবরদেহৈঃ সংশ্লিষ্যন্তে, প্রতিবন্ধ-  
 করণে অল্পভূতবিজ্ঞানা এব ; তথা লবন-কণ্ডন-পেষণ-সংস্কার-ভক্ষণ-রসাদিপরিণাম-রতঃ-  
 সেককলমু যুক্তিতবদেব দেহান্তরারম্ভকন্তু কৰ্মণোহলকবৃত্তিহাৎ । দেহবীজভূতাসম্বন্ধা-  
 বৃত্তিগোচরেন সর্কাস্ববদ্বাস্ত বর্তন্তে ইতি জলুকাবচেতনাবদ্ব্য ন বিরুদ্ধ্যতে । অন্তরালে  
 বিজ্ঞান যুক্তিবদেবেত্যদোষঃ । ন চ বৈদিকানাং কৰ্মণাং হিংসায়ুক্তত্বেনোভয়হেতুত্বং  
 বক্তব্যম্, হিংসারঃ শাস্ত্রচোদিতত্বাৎ ; “অহিংসন্ সর্বভূতাশ্রিত্ত্ব তীর্থভ্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ ।  
 শাস্ত্রানিত্যায় হিংসারঃ নাধৰ্ম্মহেতুত্বমভ্যুপগম্যতে, অভ্যুপগতেহপ্যধৰ্ম্মহেতুত্বে মন্ত্ৰে-  
 ন্যাসিতব্রহ্মণরোপপত্তেন’ হুঃখকাৰ্য্যারম্ভকত্বোপপত্তির্বৈদিকানাং কৰ্মণাং, মন্ত্ৰেণেব বিব-  
 ক্তমুচ্যতে । ৬ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—অত্র অর্থাৎ জলধারণযোগ্য মেঘ হইয়া  
 পরে মেঘনযোগ্য অর্থাৎ বর্ষণযোগ্য মেঘ হয়, মেঘ হওয়ার পর উন্নত প্রদেশে অর্থাৎ  
 ৪৪ বৃক্ষমিতে অথবা পার্শ্বত্যাভূমি প্রভৃতিতে বর্ষিত হয়, অর্থাৎ ক্ষীণকর্মা সেই  
 বর্ষিত বৃষ্টিধারারূপে ভূমিতে পতিত হয় । বৃষ্টিধারারূপে পতিত সেই ক্ষীণকর্মা জীব-  
 সমূহইহালোকে ধাত্ত, যব প্রভৃতি ওষধি ও বনস্পতিসমূহ, তিল ও মাষকলায় ইত্যাদি  
 রূপে লবণগ্রহণ করে । কৰ্ম ক্ষয় হওয়ার বাহারা প্রত্যাবর্তন করে, তাহারা অনেকেই  
 কেনে আসে বলিয়া ‘তে’ এই বহুবচনান্ত পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে, আর  
 সূর্য্যক মেঘাদি পদার্থসমূহ একই প্রকার বলিয়া তাহাতে একবচনান্ত পদ প্রয়োগ  
 করা হইয়াছে । বৃষ্টিধারার সহিত অথবা বৃষ্টিধারারূপে পতিত জীবসমূহ যে হেতু  
 পরের উপর, হুর্গমস্থান, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি প্রভৃতি বহুবিধ স্থানে  
 পতিত হয় অর্থাৎ পতিত হইয়া অবস্থিত হয়, এই জন্তই ঐ সমস্ত স্থান হইতে  
 খনি ক্রেশেই নিষ্কাশিত বা নিঃসৃত হইতে সমর্থ হয়, কেন না, পরকালের তটদেশ  
 হইতে কল্যাণোত্তের দ্বারা প্রবাহিত হইতে হইতে নদীতে পতিত হয়, নদী  
 হইতে আবার সমুদ্রে পতিত হয়, তদনন্তর সেই সমুদ্রেই আবার মকর-কুন্তীরাতি  
 কলস দ্বারা উদ্ধৃত হয়, সেই মকরাদি আবার অগ্ন প্রাণিকর্তৃক ভক্ষিত হয় ;  
 অথবা সেই সমুদ্রেই মকরের সহিত বিলীনভাবে থাকা অবস্থায় মেঘকর্তৃক সমুদ্রের  
 উপর বহিত আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় বৃষ্টিধারার সহিত কোন মরুভূমিতে, অথবা  
 সাগরে অথবা অগ্ন কোন হুর্গমস্থানে পতিত হইয়া অবস্থান করে । কখনও  
 কোন মরু বা যুগাদিকর্তৃক পীত হইয়া তাহাদের সহিতই আবার অগ্নকর্তৃক  
 উদ্ধৃত হয়, তাহারা আবার অগ্ন প্রাণিকর্তৃক ভক্ষিত হয়, এইভাবে তাহারা  
 ইহাঙ্গ পর্য্যন্ত নানাবিধ অবস্থায় পরিবর্তিত হইতে থাকে, কখনও বা কোন অভক্ষ্য



স্বাবরূপে অথবা অভক্ষ্য স্বাবরমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই শুভ হইয়া যায় ; অথবা ভক্ষ্য স্বাবরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও বাহারা শুক্রনিষেক দ্বারা একরূপ প্রাণীর দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়া অনেক সময় দুর্লভ হইয়া পড়ে, কাহা স্বাবর পদার্থের সংখ্যা অনেক বেশী, কোন স্বাবর কাহা কর্তৃক ভক্ষিত হইবে, তাহা নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং সেই স্বাবরের মধ্য হইতে নিষ্কাশ্য হওয়া অতিশয় ক্লেশকর, অথবা এই ব্রীহি-যবাদিরূপ অবস্থা হইতে নির্গত হওয়া অতিশয় ক্লেশকর ব্যাপার। মূলে যে “হ্রনিশ্রপতরম্” এই শব্দটি আছে, ঐ পদে একটি ‘ত’কার লুপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ একটি ‘ত’ উচ্চারিত হয় নাই, “হ্রনিশ্রপততরম্” এইরূপ প্রয়োগ হইবে, কারণ, ব্রীহি-যবাদি অবস্থাই হ্রনিশ্রপত, অর্থাৎ ছঃখের সহিত নিষ্ক্রমণীয়, শুক্রনিষেক সমর্থ দেহের সহিত সম্বন্ধঘটনা আবার তাহা হইতেও হ্রনিশ্রপততর অর্থাৎ অল্প হ্রস্বট, কারণ, অন্নভোক্তা জীবের সংখ্যা অনেক ; কে কখন কি খাইবে, তাহা কোন নিশ্চয়তা নাই ; যদি তাহারা কোন উর্দ্ধেরেতা সন্মাসী বা বন্ধচারী, অথবা বালক, অথবা পুরুষত্বরহিত ক্লীব অথবা অতিবৃদ্ধ কর্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহা হইলে অন্তরালে অর্থাৎ তাহাদের উদরের মধ্যেই ক্ষয় হইয়া যায়। কাকতালীয় ভাবে কি কখনও শুক্রনিষেকসমর্থ প্রাণিকর্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই শুক্রনিষেকসমর্থ প্রাণিসমূহের মধ্যে বাহারা যে কৰ্ম্ম, সেই কৰ্ম্মসমূহ নিজ নিজ বৃত্তিলাভ করে, অর্থাৎ পরিপুষ্ট হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। সেই বৃত্তিলাভ কিরূপ ? তাহা উত্তরে বলিতেছেন, শুক্রনিষেকসমর্থ যে যে প্রাণী অনুশয়ী অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম অবশেষ থাকিতে থাকিতেই ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত জীবসংযুক্ত অন্নভক্ষণ করে, যে যে প্রাণী ঋতুকালে জ্বীতে শুক্রনিষেক করে, ভক্ষিত জীব তদ্বয় অর্থাৎ ভক্ষণ প্রাণীর আকৃতিবিশিষ্টই হয়। অনুশয়ী জীব শুক্ররূপে পরিণত ও জীলোৎসে গর্ভাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহুলাংশেই ভোক্তা প্রাণীরই অবয়ব ও আকৃতির অনুসরণ করে বলিয়া ‘ভূয়ঃ’ অর্থাৎ বেশীর ভাগ বা অনেকাংশে এই শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। “সমস্ত অঙ্গ হইতেই তেজ অর্থাৎ শুক্র সম্ভূত অর্থাৎ নিষ্কৃত হয়” এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, শুক্রপদার্থটি শুক্রনিষেককারীর আকৃতি দ্বারা ভাবিত অর্থাৎ তদাকারসম্পন্ন হয়, এই জন্তই বলা হইয়াছে, শুক্রনিষেককারীর আকৃতিবিশিষ্টই হয়, এবং সেইরূপই দেখিতেও পাওয়া যায়, যথা পুরুষ অর্থাৎ নরক হইতে মানুষাকৃতি, গো হইতে গোর আকৃতিবিশিষ্টই জন্মগ্রহণ করে, অন্তর্ভুক্ত আকৃতি প্রাপ্ত হয় না, অতএব মূলে যে বলা হইয়াছে, “তদ্বয় এব ভবতি” তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অনুশয়ী ব্যতীত অন্ত যে সমস্ত প্রাণী চক্ষুগুণে আরোহণ করিয়াই দারুণ পাপকর্ম্মের ফলে ইহলোকেই ধাত্ত-যবাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অনুশয়ী



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৪৩৫

অধ্যায়ঃ ৭তমঃ]

নিদের ভায় তাহাদিগের নির্গমন তাদৃশ কষ্টকর নহে। কেন কষ্টকর নহে? তাহার উত্তর বলিতেছেন, কৰ্মফলে তাহারা ধাত্ত-যবাদি দেহ প্রাপ্ত হয়, উপভোগের দ্বারা সেই সেই দেহপ্রাপ্তির কারণ ক্ষয় হইলে ধাত্ত-যবাদি দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তদনন্তর কৰ্মদ্বারা জলোকা অর্থাৎ জ্যোত্বকের ভায় এক দেহ হইতে অত্র দেহ, তাহা হইতে আবার অত্র দেহ, এইরূপে নূতন নূতন দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু সে কালে তাহাদের জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বজন্মের ব্যাপারসমূহের অনুভবশক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে। (ভাবার্থ এই যে—প্রাণিমাাত্রেরই দেহ দুইটি;—স্থূল ও সূক্ষ্ম, তাহার মধ্যে দেহটী পাঞ্চভৌতিক; আর পঞ্চ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এই সপ্তকণ অবয়ববিশিষ্ট দেহটীই সূক্ষ্ম দেহ। স্থূল দেহই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও বিনষ্ট হয়; কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ হয় না, মুক্তি পর্য্যন্ত স্থিরভাবেই থাকে, কোন এই সূক্ষ্মদেহ লইয়াই লোকান্তরে গমন ও তথা হইতে আগমন করে, কিন্তু যৌক যেমন একটি তৃণকে অবলম্বন না করিয়া পূর্বাবলম্বিত তৃণকে পরিত্যাগ করে না, জীবও তেমনই অপর একটি স্থূল দেহকে অবলম্বন না করিয়া বর্তমান স্থূল দেহত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে না, এ জন্ত বর্তমান দেহত্যাগের পূর্বে যে জ্যোত্বকের ভায়—কর্মানুসারে অবলম্বনীয় ভাবো দেহটিকে মনের দ্বারা আশ্রয় করিয়া বর্তমান দেহটিকে পরিত্যাগ করে) কারণ, ঋতি বলিয়াছেন, “দেহান্তর-পরিগ্রহণে জীব সবিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্নই থাকে, সজ্ঞানেই জীব এক দেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রমিত হয়”। যদিও দেহান্তর-পরিগ্রহকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ উপভোগ অর্থাৎ সমুচিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও স্বপ্নাবস্থার ভায় দেহান্তরপ্রাপ্তির প্রকরণ নিম্ন কৰ্ম দ্বারা উদ্ভাবিত বাসনাঅথক বা সংস্কারাঅথক জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞান অবস্থাতেই দেহান্তরে গমন করে, এ উক্তির সমর্থনে ঋতিই প্রমাণ। ইহা আচর্য্যাদিমার্গে ও ধূমাদিমার্গে যে গমন হয়, তাহাও স্বপ্নের ভায় উষ্মক দ্বারা সাহায্যেই সম্পন্ন হয়, কারণ, ফলপ্রদানোন্মুখ কৰ্ম দ্বারাই ঐ গমনক্রিয়া সম্পন্ন হয়; কিন্তু ধাত্ত-যবাদিভাবে সজ্ঞাত অনুশয়ীদিগের শুক্রনিষেকসমর্থ পুরুষ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ ঐরূপ সজ্ঞানে সম্বটন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না, ধাত্ত, যাত্তাদি ছেদন, কণ্ডন (কাঁড়ান) ও পেষণাদিকালে কখনই জ্ঞানসম্পন্ন ইহা তাহাতে অবস্থিতি হইতে পারে না।

কখন প্রাপ্ত হইতে পারে যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণ বা অবতরণকারী কপটী জীবগণেরও যখন জলোকায় ভায় দেহান্তরে গমন তুল্যই, তখন তাহাদেরও জ্ঞান অবস্থাই ত যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু তাহা হইলে ইষ্টাপূর্ত্তাদি কৰ্মানুষ্ঠাত্ববর্গের সম্বন্ধবল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণাদি জন্ম পর্য্যন্ত বোরতর নরকযন্ত্রণাই



অনুভব করিতে হয়, আর তাহা হইলে ঐ সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কেবল অন্য উৎপাদন করে এবং শ্রুতিরও অপ্রামাণ্যদোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে, কেন না বৈদিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কেবল পরিণামে বিপত্তিজনক, এই ধারণাই লোক মনে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়ায়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, সেরূপ কোন দোষ হয় না, কারণ, বৃক্ষে আরোহণ ও তাহা হইতে পতনের ভয় এ স্থানে কিঞ্চিৎ বিশেষ সম্ভাবনা আছে, ফলগ্রহণেচ্ছায় বৃক্ষাগ্রে আরোহণকারী ব্যক্তির ভয় এক দেহ হইতে অল্প দেহে গমনেচ্ছু ব্যক্তির ভাবী দেহে ভোগ্য কৰ্ম্মসমূহ লব্ধবৃত্তি হওয়ায় সেই কৰ্ম্ম দ্বারা উদ্ভাবিত পূর্ববিজ্ঞান দ্বারা ইহার সবিস্তার ভাব যুক্তিসঙ্গতই হইতেছে, এবং অর্চিরাদিমার্গে গমনশীল ও ধূমাদিদিগে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তিগণেরও সবিস্তারভাব সম্ভব হইতে পারে; বৃক্ষ হইতে পতনশীল ব্যক্তির যেমন চৈতন্য থাকে না, তেমনই চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণশীল ব্যক্তিগণেরও আরোহণকালের ভয় চৈতন্য থাকে না, পতনকারী চৈতন্য লুপ্ত হইয়া যায়; অথবা মুদগরাদি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সেই আঘাতে বেদনায় মূর্ছিত ও নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া পড়ায় তাহাদের সেই মূর্ছিত দেহকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সময় যেমন অনুভবশক্তি দেখা যায় না, তেমন স্বর্গভোগের হেতুভূত কৰ্ম্ম ক্ষয় হওয়ায় চন্দ্রমণ্ডল হইতে মনুষ্যাদি দেহান্তরকে দয়া করিয়া অবরোহণেচ্ছু জীবগণেরও জলময় দেহ বিলীন ও ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ায় কোনরূপ অনুভবশক্তি থাকিতে দেখা যায় না; অতএব তাহারা দেহের বীক স্বরূপ অর্থাৎ দেহোৎপাদক জলের দ্বারা অপব্রিত্যুক্ত হইয়াই অর্থাৎ তাহার সহিত এবং ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি প্রতিকল্প হওয়ায় অজ্ঞান অবস্থাতেই মূর্ছিতের ভয় আকাশাদি ক্রমে এই পৃথিবীতে অবরোহণ করিয়া কৰ্ম্মফলে যে সমস্ত স্বাবর যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, এবং ছেদন, কণ্ডন, পেষণ, নসার অর্থাৎ পাক, ভক্ষণ, রসরক্তাদিরূপে পরিণতি ও শুক্রনিষেকাদি কাল পর্য্যন্ত মূর্ছিতের ভয়ই থাকে, কারণ, তাহাদের দেহান্তরজনক কৰ্ম্মসমূহ তখনও কার্যকরী হয় নাই, বিশেষতঃ কোন অবস্থাতেই দেহের বীজস্বরূপ জলের সহিত সংস্পর্শ হইয়া অবস্থান করে না, এ নিমিত্ত জলোকার ভয় চেতনাবস্তা বিরুদ্ধ হয় না। (ভাবার্থ এই যে—ধাতু যব ইত্যাদিরূপে বাহারা জন্মগ্রহণ করে, আর বাহারা মনুষ্যাদিরূপে জন্মপরিগ্রহণের নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে ধূমাদিক্রমে অবরোহণ করিয়া ধাতু-স্বাদি দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে বাহারা কৰ্ম্মফলে ধাতু-স্বাদি দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সেই সমস্ত দেহে সুখস্বাদিদিগে অনুভূতি স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান থাকে, ও সেই দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই দেহাকার



[অঃ ৪ঃ]

প্রতি হইতে হয়, কিন্তু চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত অনুশরী জীবগণের অবস্থা  
 সেরূপ নহে, চন্দ্রমণ্ডলে ভোগোপযোগী কৰ্ম্ম কৰ্ম্ম-প্রাপ্ত হইলেই তাহাদিগের চিত্তে  
 একটা ক্রেশের সঞ্চার হয়, সেই ক্রেশাধিক্যনিবন্ধন দেহে একরূপ একটা উদ্বার  
 সঞ্চার হয় যে, তাহাতেই তাহাদের দেহ দ্রবীভূত হইয়া যায়, ও সেই সঙ্গে চৈতন্ত্যও  
 লুপ্ত হইয়া যায়, সেই অচেতন অবস্থাতেই তাহারা কৰ্ম্মফলে ধূমাদিক্রমে অবতীর্ণ  
 হইয়া ধাত্ত-ষবাদিদেহে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু সে দেহে তাহাদের কোনরূপ অনুভব-  
 ন্তি থাকে না, কারণ, ঐ সমস্ত দ্রব্য তাহাদের ভোগদেহ নহে এবং তাহাদের  
 কৰ্ম্মও তখন পর্য্যন্ত ফলপ্রদানোন্মুখ হয় না। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার মুদগরের  
 দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত অচেতন ব্যক্তির সেই অবস্থাতেই শ্রমশানে লইয়া যাওয়া ও  
 বৃক্ষ হইতে পতনাবস্থার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দেখা যায় যে, বৃক্ষে আরোহণ  
 পূর্বক ফল ফুল ইত্যাদি সংগ্রহকালে লোকসমূহ বেশ আনন্দ উপভোগই করে,  
 কিন্তু হঠাৎ যদি তাহা হইতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে পতনের সঙ্গে সঙ্গেই  
 অচেতন হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় ঐ ব্যক্তির যেমন কিছুমাত্র বোধশক্তি  
 থাকে না, সেইরূপ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধাত্ত-ষবাদি-দেহে প্রবিষ্ট  
 অনুশরীদিগেরও ধাত্তাদি দেহের ছেদন, কণ্ডন ও পেষণাদিকালে সুখ-দুঃখাদির  
 কিছুমাত্র বোধশক্তি থাকে না, সুতরাং যাগাদির অনুষ্ঠাতৃগণের পক্ষে চন্দ্রলোকে  
 গমন যে দুঃখপ্রদ ও অনুষ্ঠিত যাগাদি যে অনিষ্টপ্রদ, একরূপ শঙ্কা বিচারসহ নহে।  
 ইহার মধ্যে আরও একটি বক্তব্য এই যে, কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রলোক হইতে  
 প্রত্যাবৃত্ত অনুশরী জীব যখন অচেতন অবস্থাতে ধাত্তাদি দেহে প্রবিষ্ট হন  
 ও সেই অবস্থাতেই দেহান্তর পরিগ্রহ করেন, তখন এ স্থানে জলোকার দৃষ্টান্ত  
 সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, জলোকা চেতন পদার্থ, সে চেতন অবস্থাতেই এক  
 রূপ হইতে অল্প ভূগে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর অনুশয়িগণ অচেতন অবস্থাতেই  
 পর্যায়াবস্থা দেহবিশেষে প্রবিষ্ট হয়, এ অবস্থায় জলোকার দৃষ্টান্ত বেশ সুসঙ্গত  
 হইতে পারে না। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, অসঙ্গত হয় না,  
 সঙ্গত হয়, কারণ, জলোকা যেমন অপর একটি ভূগকে অবলম্বন না করিয়া পূর্বা-  
 লম্বিত ভূগটিকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপই অনুশরী জীবও নূতন ভোগদেহ  
 অলম্বন না করা পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকস্থ জলময় দেহের জলভাগকে পরিত্যাগ করে না,  
 হইয়া জলোকার দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হয় না, অধিকন্তু ইহা চেতনের উপবৃত্তই ব্যবহার,  
 অচেতন অনুশরীদিগকে সচেতনভাবে কল্পনা করিলেও অসঙ্গত হয় না)। আর  
 ইহাও অর্থাৎ মধ্যবর্তী অবস্থায় যে জ্ঞানের অভাব হয়, তাহাও সূক্ষ্মিতেরই  
 রূপ, সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তে কোন দোষ ঘটে না।



বেদবিহিত কৰ্মসমূহ হিংসাত্মক বলিয়া তাহারা যে পাপ পুণ্য উভয়েরই হেতু, ইহা অনুমান করা উচিত নহে, কারণ, উক্ত প্রকার হিংসা শাস্ত্রানুমোদিত। “ন ব্যক্তি তীর্থ ব্যতীত অস্ত্রত্ব কোন প্রাণীর হিংসা করে না” এই শ্রুতি হইতে জান যায় যে, শাস্ত্রানুমোদিত হিংসা কোনরূপে অধর্শ্বজনক হইতে পারে না; আর যদি ঐরূপ হিংসা অধর্শ্বজনক বলিয়া স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও, মন্ত্রপ্রভাবে যেমন বিষের মারকতাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ শাস্ত্রসম্মত হিংসার অধর্শ্বজনকত্বও যজ্ঞাদিক্রিয়ার ফলে বিনষ্ট হইয়া যায়, অতএব মন্ত্রপ্রভাবে বিষভক্ষণের দ্বারা বেদবিহিত হিংসাদি কৰ্মের ফলে যে দুঃখাদি আরম্ভ হয়, ইহা মনে করা সম্ভব হয় না ॥ ৬ ॥

তৎ যে ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে রমণীয়াং যোনি-  
মাপত্তেরন্ ব্রাহ্মণ্যোনিং বা ক্ষত্রিয়্যোনিং বা বৈশ্য্যোনিং বা।  
অথ যে ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং যোনিমা-  
পত্তেরন্ শ্ব্যোনিং বা শূকর্যোনিং বা চণ্ডাল্যোনিং বা ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—তাহাদিগের অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত জীবগণের মধ্যে যাহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ অর্থাৎ বিবিধ সংকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই অভ্যাশ অর্থাৎ সম্বরণই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য-  
যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। আর যাহারা ইহলোকে কেবল কপূর অর্থাৎ কুংসিত বা অসংকর্ষের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারাও নিশ্চয়ই শীঘ্রই অপকৃষ্ট কুকুর, শূকর অথবা চণ্ডাল্যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে ॥ ৭ ॥

**শাস্ত্রব্রতাসম্বন্ধঃ।**—তত্ত্ব তেষামুশয়িনাং যে ইহ লোকে রমণীয় শোভন চরণা শীলং যেষাং তে রমণীয়চরণাঃ, রমণীয়চরণেনোপলক্ষিতঃ শোভনোহুশয়ঃ পুণ্যং কৰ্ম যেষাং তে রমণীয়চরণা উচ্যন্তে। কৌর্ধ্যানুতমার্যাবজ্জিতানাং হি শক্য উপলব্ধিহিতু শুভানুশয়সম্ভাবঃ। তেনানুশয়েন পুণ্যেন কৰ্ম্মণা চন্দ্রমণ্ডলে ভুক্তশেষেণ অভ্যাশো হ দ্বিপ্রযেব যদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। তে রমণীয়াঃ কৌর্ধ্যাদিবজ্জিতাঃ যোনিমাপত্তেরন্ প্রাপ্নুয়ুঃ ব্রাহ্মণ্যোনিং বা, ক্ষত্রিয়্যোনিং বা, বৈশ্য্যোনিং বা স্বস্বকৰ্ম্মানুরূপেণ। অথ পূৰ্ব তদ্বিপরীতাঃ কপূয়চরণোপলক্ষিতকৰ্ম্মাণোহশুভানুশয়াঃ, অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং স্বস্বকৰ্ম্ম : যোনিমাপত্তেরন্ কপূয়ামেব ধৰ্ম্মসম্বন্ধবজ্জিতাঃ জুগুপ্সিতাঃ যোনিমাপত্তেরন্, যোনি বা, শূকর্যোনিং বা, চণ্ডাল্যোনিং বা স্বকৰ্ম্মানুরূপেণৈব। যে তু রমণীয়চরণা বিজাতরতে স্বকৰ্ম্মহাশ্চেষ্টাপূর্ত্তাদিকারিণঃ ধূমাদিনা গচ্ছন্ত্যাগচ্ছন্তি চ পুনঃ পুনর্ঘটায়ম্ভবৎ। বিভ্রাৎ প্রাপ্নুয়ুঃ, তদা অর্চিরাদিনা গচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—চন্দ্রলোক হইতে ব্রহ্ম সেই অল্পশরী



[৭মঃ খণ্ডঃ]

জীবগণের মধ্যে বাহারা ইহলোকে রমণীয় অর্থাৎ শোভন কর্মের অনুষ্ঠানশীল, সেই রমণীয়াচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি-অনুশয় অর্থাৎ পুণ্য বা পবিত্র কর্ম বাহাদিগের শোভন অর্থাৎ উত্তম, তাহারাই শাস্ত্রে 'রমণীয়াচরণ' বলিয়া অভিহিত হন ; কারণ, বাহারা ক্রুরতা, নিধা ও কপটতাবর্জিত, তাহাদিগের সম্বন্ধেই শুভানুশয় অর্থাৎ শুভকর্মা-রূপের সম্ভাব উপলক্ষিত করা যাইতে পারে, সেই অনুশয় অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলে তুলাবশেষ পুণ্যকর্মের প্রভাবে তাহার "অভ্যাশো হ" অর্থাৎ অতিসম্বরণই নিজ নিজ কর্মানুযায়ী রমণীয় অর্থাৎ ক্রুরতাদিদোষ-বিবর্জিত ব্রাহ্মণ্যোনি, ক্ষত্রিয়্যোনি অথবা বৈশ্যোনি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ঐ ঐ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন । আর পক্ষান্তরে যাহারা উহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ কপূর বা নিন্দনীয় আচরণের দ্বারা উপলক্ষিত অর্থাৎ অন্ততানুশয়বৃত্ত বা নিন্দনীয়-কর্ম্যাচরণশীল, তাহারাত অতি সম্বরণই নিজ নিজ কর্মানুসারে কপূর অর্থাৎ ধর্মসম্বন্ধবিবর্জিত অতিষণ্ডিত কুকুর্যোনি অথবা শূকর-্যোনি অথবা চণ্ডাল্যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই সেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । যুক্ত "ৎ" এই দুইটি-পদ ক্রিয়ার বিশেষণ । যে সমস্ত বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সৎকর্ম্যানুষ্ঠানপরায়ণ, তাহার। যদি স্ব-স্বকর্মে অবস্থিত হইয়া ইষ্টা-পূর্ণার্থি কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাহার। ষটীষত্বের দ্বারা (ষটীষত্ব কুপাদি হইতে জল তুলিবার নিমিত্ত যন্ত্রবিশেষ, কুপ হইতে জল তুলিবার সময় উহা বারংবার একবার উপরে একবার নীচে উঠিতে পড়িতে থাকে) ধূমাদিমার্গে পুনঃ পুনঃ গমনগমন করিতে থাকেন । আর তাহার। যদি বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অর্চিরাদিমার্গে গমন করেন ॥ ৭ ॥

অথৈতয়োঃ পথোৰ্ণ কতরেণ চ ন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদা-  
বর্গানি ভূতানি ভবন্তি, জায়স্ব ত্রিয়স্বৈতেত্যততৃতীয়ং স্থানং,  
তোসো লোকো ন সম্পূর্য্যতে, তস্মাজ্জুগুপ্সেত । তদেষঃ  
শ্লোকঃ,— ৮ ॥

অনুবাদ ।—আর বাহারা এই অর্চিরাদি ও ধূমাদিমার্গরূপ কোন উপায় গমন করিতে পারে না, তাহার। অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলন ও কর্ম্যানুষ্ঠানবিবর্জিত ত্রিকণ অসকৃৎ আবর্তনশীল অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আগমনকারী 'জায়স্ব ত্রিয়স্ব' নামক দুই বৃহৎপ্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহাই হইতেছে তৃতীয় স্থান । এই কারণেই ঐ লোক অর্থাৎ চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হইতে পায় না ; এ জন্ত ঐরূপ সংসারগতি-বিষয় হুৎপা অর্থাৎ ঘৃণা করিবে । এ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে— ৮ ॥

শাক্তব্রতান্যম্ ।—যদা তু ন বিদ্যাসেবিনো নাপীষ্টাপূর্তাদিকর্ম সেবন্তে,



তদা অর্থতয়োঃ পথোর্বথোক্তয়োৰ্চিধু'মাদিলক্ষণমোন' কতরেণাত্ততরেণ চ নাপি যতি।  
তানীমানি ভূতানি ক্ষুদ্রাণি দংশ-মশক-কীটাদীন্তসকৃদাবর্ত্তানি ভবন্তি, অত উভয়মার্গপরিহী  
হসকৃজ্জায়ন্তে ত্রিয়ন্তে চেত্যর্থঃ। তেষাং জনন-মরণসম্বতেরমুহুরণমিদমুচ্যতে; জ্ঞান  
ত্রিয়ন্তেতি ঈশ্বরনিমিত্তচেষ্টোচ্যতে, জনন-মরণলক্ষণেনৈব কালযাপনং ভবতি, ন হু  
ক্রিয়ান্ত শোভনেষু ভোগেষু বা কালোহন্তীত্যর্থঃ। এতৎ ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণং, তৃতীয়ং পূর্বোক্ত  
পস্থানাবপেক্ষ্য স্থানং সংসরতাম্। যেনৈবঃ দক্ষিণমার্গগা অপি পুনরাগন্তু  
অনধিকৃতানাং জ্ঞান-কর্মণোরগমনমেব দক্ষিণেন পথেনিতি। তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে।  
পঞ্চমস্ত প্রশ্নঃ পঞ্চাশিবিভায়াং ব্যাখ্যাতঃ। প্রথমো দক্ষিণেতরমার্গাভ্যামপাকৃতঃ। দক্ষিণ-  
তরয়োঃ পথোর্ব্যাবর্ত্তনাহপিমৃতানাময়ো প্রক্ষেপঃ সমানঃ, ততো ব্যাবর্ত্ত্য অস্ত্রে অর্চিরাখি  
যান্তি, অস্ত্রে ধূমাদিনা। পুনরুত্তর-দক্ষিণায়নে যথাসান্ প্রাপ্ত্ব বন্তঃ সংযুজ্য পুনর্ব্যাবর্ত্তয়।  
অস্ত্রে সংবৎসরম্, অস্ত্রে মাসেভ্যঃ পিতৃলোকমিতি ব্যাখ্যাতা। পুনরাবৃত্তিরপি কীণাহরণনাং  
চন্দ্রমণ্ডলাদাকাশাদিক্রমেণোক্তা। অমৃতা লোকশ্রাপুরণং স্বশব্দেনৈবোক্তং—“তেনাসৌ  
লোকো ন সম্পূর্যতে” ইতি। যস্মাদেবং কষ্টা সংসারগতিস্তস্মাজ্জুগপ্তেত। ইত্য  
জন্ম-মরণজনিতবেদনানুভবকৃতক্ষণাঃ ক্ষুদ্রজন্তুবো ধ্বাস্তে ঘোরে হস্তরে প্রবেশিতাঃ—মাপরে  
ইবাগাধে অগ্নবে নিরাশাশ্চোত্তরণং প্রতি, তস্মাচ্চবংবিধাং সংসারগতিং জুগপ্ত  
বীভৎসেত, হৃণীভবৎ, মা ভূদেবংবিধে সংসারমহোদধৌ ঘোরে পাত ইতি। তদে-  
তন্নিমিত্তে এষ শ্লোকঃ পঞ্চাশিবিভায়াস্ততয়ে—। ৮ ।

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—আর যদি বিভা ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ষ  
এই দুইটির একটিরও উপাসনা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা এই  
অর্চিরাখি বা ধূমাদিমার্গের মধ্যে কোন একটি পথেও গমন করিতে পারে না,  
তাহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন অর্থাৎ আগমনশীল দংশ-মশক-কীটাদিরূপ অতি  
ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব উক্ত দ্বিবিধমার্গ-পরিভ্রষ্ট হই  
ক্ষুদ্র জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের  
জন্ম-মৃত্যুসম্বন্ধি অর্থাৎ নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহের অমুহুরণনিমিত্ত অর্থাৎ নৈরন্তর্য্য  
জ্ঞাপনের নিমিত্তই এই কথা বলা হইয়াছে। ‘জায়ন্ত ত্রিয়ন্ত’ এই দুইটি বাক্য  
দ্বারা ঈশ্বরাদীন চেষ্টাই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ একবার জন্ম ও ক্রিয়ংক্ষণ পরেই  
মৃত্যু এই করিতে করিতেই যেন তাহাদিগের কাল অতিবাহিত হয়, একবার  
ইহাই ব্যতীত তাহাদিগের আর কোন ভাল ক্রিয়া বা উৎকৃষ্ট বিষয়ভোগ  
করিবার অবসরই ঘটে না। সংসরণশীল অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণশীল বা  
জন্মমরণস্বভাবসম্পন্ন বা গমনাগমনকারী এই-যে ক্ষুদ্র জন্তুপ্রাপ্তি, ইহাই পূর্বোক্ত  
উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথদ্বয় অপেক্ষা তৃতীয়স্থান। যে হেতু দক্ষিণায়নমার্গে



[পদ্য: ৭৩:]

যাহারা গমন করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, আর যাহারা  
জানবার ও কর্মমার্গ উভয় মার্গেই অনধিকারী অর্থাৎ কোন মার্গেরই অনুষ্ঠান  
করেন না, তাঁহারা দক্ষিণায়নমার্গে গমন করিতেই পান না, এই জন্তই এই  
চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হইতে পারি না। (ভাবার্থ এই যে—“জায়ন্ত” অর্থাৎ জন্মগ্রহণ  
কর, “ম্রিয়ন্ত” অর্থাৎ মরিয়া যাও, এই দুইটি শব্দ হইতে ইহাই বোধ হয় যে,  
কিঁয় যেন আজ্ঞা করিতেছেন, তুমি জন্মগ্রহণ কর, আবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন  
আজ্ঞা করিতেছেন, মরিয়া যাও। ফল কথা এই যে, কীট-পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবগণ  
এত অল্প সময় বাঁচিয়া থাকে যে, দেখিয়া যেন মনে হয় যে, ভগবান্ যেন উহাদিগকে  
কেবল জন্ম ও মৃত্যু, মৃত্যু ও জন্ম, নিরন্তর এই ভাবে যাতনা ভোগ করিবার জন্তই  
কসারে প্রেরণ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে উহারা নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই  
এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া যজ্ঞণা ভোগ করে) রাজা যে পঞ্চম  
একটি করিয়াছিলেন, পঞ্চাশিবিম্বার উত্তর দিবার সময়েই তাহার উত্তর করা  
হইয়াছে। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণমার্গ দ্বারা প্রথম প্রস্রাটরও উত্তর দেওয়া  
হইয়াছে। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণমার্গের ব্যবর্তন অর্থাৎ বিয়োগস্থানবিষয়ক  
এইও জানাহীনকারী ও কর্ম্মানুশীলনকারীর মৃত্যু হইলে অগ্নিতে তাহাদিগের  
সে নিকপ উভয়ের পক্ষেই সমান, তাহার পর সে স্থান হইতে উভয়ে পরস্পর  
বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তি অর্চিাদি অর্থাৎ উত্তরায়ণ মার্গে আর কর্ম্মী ধূমাদি  
অর্থাৎ দক্ষিণায়নমার্গে গমন করেন। তাহার পর উভয়েই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন  
মার্গ বন্ধাশ্রয়িত্বের সময়ে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যান।  
তাহার পর জ্ঞানিগণ সংবৎসরান্তে ও কর্ম্মিগণ মাসান্তে পিতৃলোক প্রাপ্ত হন,  
এইও পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহারা অনুশয়ী, তাহাদিগের কর্ম্মক্ষয় হইয়া  
সেই তাহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশাদি ক্রমে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয়,  
এইও পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আর চন্দ্রলোক কেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না,  
এই প্রশ্নের উত্তর “তেনানৌ লোকো ন সম্পূর্যতে” এইরূপ সাক্ষ্যসম্বন্ধেই  
দ্রষ্ট হইয়াছে। এ সমস্ত বলিবার তাৎপর্য এই যে—যে হেতু এই সংসারে আগমন  
করিলে ক্রমশঃ, অতএব তাহাকে সর্ব্বথা ঘৃণা করিবে, কখন এই সংসারে আসক্ত  
করেন না। অগাধ ও অগ্নব অর্থাৎ পারসাধনোপযোগী ভেলা বা নৌকাদি-  
রূপ অর্থাৎ দুষ্কৃত্তরণীয় সাগরের ত্রায় দুস্তর সংসাররূপ ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন  
হইয়া কুজজন্তুসমূহ নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুজনিত যজ্ঞণা অনুভব করিতে করিতে  
কিঁয় প্রাণ নিরাশ হইয়া সময়াতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়, এই জন্তই এইরূপ  
সংসারমুক্তি সর্ব্বথা জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা করিবে, অর্থাৎ বেরূপ কর্ম্ম দ্বারা এই



ঘোর সংসারসাগরে পতিত হইতে হয়, সেই কার্যের প্রতি স্থাপনরূপ হইতে  
বিশেষভাবেই তাহাকে ত্যাগ করিবে। এই বিষয়ে পঞ্চাশিবিজ্ঞান প্রণেতৃ  
একটি শ্লোক আছে—৮ ॥

স্তেনো হিরণ্যস্ত সুরাং পিবৎশ্চ গুরোস্তল্লামাবসন্ ব্রহ্ম  
চৈতে পতন্তি চত্বারঃ, পঞ্চমশ্চাচরৎস্তৈরিতি ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—স্বর্ণচোর, সুরাপায়ী, গুরুপত্নীগামী, ব্রহ্মহত্যাকারী এই চারি  
ব্যক্তি ও তাহাদের সহিত আহার-ব্যবহারকারী এই পাঁচ জনই পতিত হয়। ৯।

**শাকরভাষ্যম্।**—স্তেনো হিরণ্যস্ত ব্রাহ্মণস্বর্ণস্ত হর্তা, সুরাং পি-  
ব্যাধাঃ সন্, গুরোশ্চ তল্লাং দারান্ আবসন্, ব্রহ্মহা ব্রাহ্মণস্ত হস্তা চেত্যেতে গুরা  
চত্বারঃ, পঞ্চমশ্চ তৈঃ সহচরম্বিতি । ৯ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হিরণ্যের স্তেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ  
স্বর্ণ অপহরণ করে, ব্রাহ্মণ হইয়া যে সুরা পান করে, যে ব্যক্তি গুরুর পত্নীর সহিত  
একশয্যায় শয়ন করে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, এই চারি ব্যক্তিই পতিত  
হয়, আর যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত আচরণ অর্থাৎ আহার-ব্যবহারাদি করে,  
সেই পঞ্চম ব্যক্তিও পতিত হয় ॥ ৯ ॥

অথ হ য এতানেবং পঞ্চাশীন্ বেদ, ন সহ তৈরপ্যাচরন্  
পাপুনা লিপ্যতে, শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যালোকো ভবতি, য এবং বেদ  
য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্ত দশমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যে উপাসক এই পঞ্চবিধ অগ্নিকে এইভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত  
প্রকারে জানেন, তিনি উক্ত পঞ্চ মহাপাতকীর সহিত ব্যবহার করিলেও পাপের  
দ্বারা লিপ্ত হন না অর্থাৎ পতিত হন না। যিনি ইহাকে এইরূপ ভাবে জানেন  
তিনি বিশুদ্ধ, পবিত্র ও প্রাজ্ঞপত্যাদি পুণ্যালোকসমূহ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সেই স্থানে  
গমন করিতে সমর্থ হন ॥ ১০ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ হ পুনর্বো যথোক্তান্ পঞ্চাশীন্ বেদ, ন তৈরপা-  
চরন্ মহাপাতকিভিঃ সহ ন পাপুনা লিপ্যতে, শুদ্ধ এব । তেন পঞ্চাশির্দর্শনেন পারিত  
যম্মাং পূতঃ, পুণ্যঃ লোকঃ প্রাজ্ঞপত্যাদির্দেব সোহয়ং পুণ্যালোকো ভবতি; য এবং



দশমঃ খণ্ডঃ]

যে রথাত্মক সমস্ত পঞ্চভিঃ প্রাশ্নৈঃ পৃষ্টমর্থজ্ঞাতং বেদ । স্বিকৃতিঃ সমস্তপ্রশ্ননির্ণয়-  
প্রদর্শনাধী । ১০ ।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে দশমখণ্ডভাব্যম্ । ১০ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—যিনি উল্লিখিত পঞ্চ অগ্নিকে জানেন,  
যিনি উক্ত পঞ্চ মহাপাতকীর সহিত আচরণ অর্থাৎ একত্রে বাস আহার-বিহারাদি  
করিলেও পাপসম্পূর্ণ অথবা পাপলিপ্ত হন না, বরঞ্চ শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পাপই থাকেন ।  
যিনি স্বাক্ষর কর্তৃক পৃষ্ট উক্ত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর জানেন, তিনি উক্ত পঞ্চাগ্নি-দর্শন  
দ্বারা গবিত্র ও পুণ্যালোক অর্থাৎ প্রাজাপত্যলোকাদি পবিত্র লোকে গমন করিতে  
ক্ষম হন । সমস্ত প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দেওয়া হইয়াছে ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত  
‘এক বেদ’ এই বাক্যটি দুইবার প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ১০ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ

প্রাচীনশাল উপমন্তব্যঃ, সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিঃ, ইন্দ্রহাসো  
ভাল্লবেয়ঃ, জনঃ শার্করাক্ষ্যঃ, বুড়িল অশ্বতরাশ্বিঃ, তে হৈতে  
মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মামাংসাধিক্যঃ, কো ব  
আত্মা, কিং ব্রহ্মেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—উপমন্তব্যর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষির পুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবি  
পুত্র ইন্দ্রহাস, শার্করাক্ষের পুত্র জন ও অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল, ইহার সকলই  
মহাশাল অর্থাৎ সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয় অর্থাৎ সদাচার-পরায়ণ ও  
বেদাদিশাস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন। কোন সময়ে ইহার একত্র সমবেত হইয়া আশাধি  
আত্মা কি ? ও ব্রহ্মই বা কি ? আলোচনা দ্বারা এই বিষয় গীমাংসা করিতে  
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

**শার্করভাষ্যম্ ।**—দক্ষিণেন পথা গচ্ছতামন্নভাব উক্তঃ “তদেবানামন্নম্” “ত  
দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইতি ; ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণা চ কষ্টা সংসারগতিরুক্তা। তদুভয়দোষপরিহীনার্থ  
বৈশ্বানরাত্তাবপ্রতিপত্ত্যর্থমুক্তয়ো গ্রন্থ আরভ্যতে, “অংশুন্নং, পশুসি প্রিয়ম্” ইত্যাদিলিঙ্গা।  
আখ্যায়িকা তু স্থাববোধার্থা বিভাসস্প্রদানত্ব্যপ্রদর্শনার্থা চ। প্রাচীনশাল ইতি নামক,  
উপমন্তোরপত্যমোপমন্তব্যঃ। সত্যযজ্ঞো নামতঃ, পুলুষ্যাপত্যঃ পৌলুষিঃ। তথা ইন্দ্রহাসো  
নামতঃ, ভাল্লবেরপত্যঃ ভাল্লবিঃ, তস্তাপত্যঃ ভাল্লবেয়ঃ। জন ইতি নামতঃ, শার্করাক্ষাপত্যঃ  
শার্করাক্ষ্যঃ। বুড়িলো নামতঃ, অশ্বতরাশ্ব্যাপত্যমশ্বতরাশ্বিঃ। পঞ্চাপি তে হৈতে মহাশাল  
মহাগৃহস্থাঃ, বিস্তীর্ণাভিঃ শালাভিযুক্তাঃ সম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ। মহাশ্রোত্রিয়াঃ শ্রুতধারনবৃত্তসম্পন্ন  
ইত্যর্থঃ। তে এবভূতাঃ সন্তঃ সমেত্য সমুদ্র কচিগ্নীমাংসাং বিচারণাং চকুঃ কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ।  
কথম্ ? কো নোহম্মাকমাত্মা ? কিং ব্রহ্ম ? ইতি। আত্ম-ব্রহ্মশব্দয়োঃ রিতবৈতবিশেষ-  
বিশেষ্যভ্যম্। ব্রহ্মেতি অধ্যাত্মপরিচ্ছিন্নমাত্মানং নিবর্তয়তি। আত্মেতি চ আত্মব্যক্তি-  
রিক্তাদিত্যাদিব্রহ্মণ উপাত্তং নিবর্তয়তি। অভেদেনাত্মৈব ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈবাশ্বা, ইত্যেব  
সর্বান্না বৈশ্বানরো ব্রহ্ম, স আত্মেত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি, “মৃদ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ” “জ্ঞাত-  
হভবিষ্যৎ” ইত্যাদিলিঙ্গাং ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—ঐহার দক্ষিণায়ন মার্গ দ্বারা চক্রেণোকে  
গমন করেন—“তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ” “দেবগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ  
অর্থাৎ উপভোগ করেন” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐহারাই



বেদব্রহ্মের অন্তরূপ। কীট-পতঙ্গাদিরূপ অতিক্ষুদ্রজন্তুদিগের অতিক্রমকর পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমনের বিষয়ও বলা হইয়াছে, উক্ত দ্বিবিধ দোষ পরিহারের ইচ্ছা বৈশ্বানর অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপ অত্মা অর্থাৎ ভোক্তৃভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরবর্তী গ্রন্থ অর্থাৎ প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইতেছে, “অন্ন ভোজন করিতেছ” প্রব্রজনকে দর্শন করিতে পারিতেছ” ইত্যাদি বাক্যই উহার লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক চিহ্নস্বরূপ। অনায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত ও বিত্বাদানের যে রীতি আছে সেই রীতি প্রদর্শনের নিমিত্ত আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে। উপমহ্যায় পুত্র প্রাচীনশালনায়া ঔপমন্তব্য, পুলুষের পুত্র সত্যযজ্ঞনামক গৌলুষি, ভল্লবির পুত্র তাল্লবি, তাঁহার পুত্র ইন্দ্রহ্যম্ননামক ভাল্লবেয়, শার্করাক্ষের পুত্র জননামক শার্করাক্ষ ও অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলনামক আশ্বতরাশ্বি, এই পাঁচ জনই মহাশাল অর্থাৎ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহবিশিষ্ট সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মহাগৃহস্থ ও মহাপ্রোক্ত্রিয় অর্থাৎ যোগ্যর ও সদাচারসম্পন্ন। এইরূপ অবস্থাপন্ন তাঁহারা পাঁচজন কোন এক মনে একত্র মিলিত হইয়া মীমাংসা অর্থাৎ বিচার বা আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন? না, আমাদের আত্মা কে? আর ব্রহ্মই কি? এ স্থলে আত্মা ও ব্রহ্ম এই দুইটি শব্দ পরস্পর বিশেষ্য ও বিশেষণভাবাপন্ন অর্থাৎ আমাদের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মটি কে? এ স্থানে ‘ব্রহ্ম’ এই শব্দটি অধ্যাত্ম-পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে নিষেধ করিতেছে, আর আত্মা এই শব্দটিও আত্মা ব্যতীত আদিত্যাদিরূপ ব্রহ্মের উপাস্ত্রভূকে নিবৃত্ত করাইতেছে। আত্মা ও ব্রহ্ম এই দুইটিই অভিন্ন পদার্থ, আত্মাই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মই আত্মা, ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, সকলের আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরই ব্রহ্ম এবং তিনিই ব্রহ্ম, “তোমার মস্তক পতিত হইত” “তুমি অন্ধ হইতে” ইত্যাদি বাক্যসমূহই এই-রূপ অর্থের বোধক। সরলার্থ এই যে—যাহারা দক্ষিণমার্গে গমন করে, তাহাদিগের উপাস্ত্রভূপে পরিণাম কথিত হইয়াছে, সেই অন্ন সুরগণ ভোজন করেন, এবং ক্ষুদ্র বৈশ্বানরের সংসারগতি যে অতি কষ্টকর, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে, এই উভয় দোষ বিমূর্ণকায় বৈশ্বানরই যে ঐ অন্ন ভক্ষণ করেন, ইহা প্রতিপাদনার্থ পরবর্তী গ্রন্থে আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন।—এই আখ্যায়িকায় “অন্ন ভোজন কর এবং মিলন কর” প্রভৃতি শব্দ থাকায় উহার প্রতিপাত্ত বিষয় সুবোধ এবং বিত্বানের পাত্রের বিনয়াদি নীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। উপমহ্যায়নন্দন প্রাচীনশাল, পুলুষের সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিস্তৃত ইন্দ্রহ্যম্ন, শার্করাক্ষনন্দন জন এবং অশ্বতরাশ্বতনয় ইহা, এই পঞ্চজনের মধ্যে সকলেই মহাগৃহস্থ। ইহারা সকলে একত্র হইয়া কোন ক্রমে বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিচার্য বিষয় এই ছিল যে, “কে



আমাদিগের আত্মা ?” ও “ব্রহ্ম কি ?” যদি বল, ব্রহ্মই আত্মা, তাহাতেও কিছু সিদ্ধান্ত হইতেছে না, কেন না, তাহাতে আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দ ইহাদিগের পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাব লক্ষিত হয়। কোন সময়ে আত্মশব্দের বিশেষণরূপে ব্রহ্মশব্দ, কোন সময়ে বা ব্রহ্মশব্দের বিশেষণরূপে আত্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কেন না, ব্রহ্মশব্দ শরীরাদিপরচ্ছিন্ন আত্মাকে অপার হইতে ব্যবৃত্ত করিতেছে। আর আত্মশব্দ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র আদিত্যব্রহ্মের উপাস্ততা নিরাকরণ করিতেছে। আত্মাই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা, এই প্রকার অভেদনিবন্ধন পরিশেষে সৰ্ব্বাঙ্গা বৈশ্বানরই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা নির্ণীত হইতেছেন। এই প্রকারে প্রাচীনশাল, সভাস্থ, ইন্দ্রহাস, জন ও বুড়িল, ইহারা আত্মতত্ত্বনির্ণয়ার্থ বিচার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্লুঃ, উদ্ধালকো বৈ ভগবন্তুঃ ! অয়মাক্ষণিঃ  
সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তৎ হস্তাভ্যাগচ্ছাম, ইতি  
তৎ হাত্যাজগ্মুঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—তঁহার সকলে স্থির করিয়াছিলেন যে, হে মহাশয়গণ! অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বর্তমান সময়ে অরুণের পুত্র উদ্ধালক নামক আক্ষণি আমাদের আলোচ্য এই বৈশ্বানরস্বরূপ আত্মাকে বিশেষরূপে অবগত আছেন। অতএব চলুন, আমরা সকলে তঁহার নিকট গমন করি। এইরূপ স্থির করিয়া তঁহার সেই উদ্ধালকের সমীপে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্।—তে হ মীমাংসস্তোহপি নিশ্চয়মলভমানাঃ সম্পাদয়াঞ্চক্লুঃ  
সম্পাদিতবস্ত আত্মন উপদেষ্টারম্। উদ্ধালকো বৈ প্রসিদ্ধো নামতঃ; হে ভগবন্তুঃ!  
পূজাবন্তুঃ! অয়মাক্ষণিঃ অরুণশ্রাপত্যং সম্প্রতি সমাগিমমাত্মানং বৈশ্বানরমদভিপ্রোতমধেতি  
স্মরতি। তৎ হস্ত ইদানীমভ্যাগচ্ছামঃ; ইত্যেবং নিশ্চিত্য তৎ হাত্যাজগ্মুঃ গতবন্তুঃ  
তম্ আক্ষণিম্ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—তঁহার সকলে পরস্পর আলোচনা করিয়াও কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া কাহার নিকটে গেলে বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া নিজেদের উপদেষ্টা স্থির করিয়াছিলেন ও সকলেই সকলকে বলিয়াছিলেন, হে পূজনীয় মহোদয়গণ! অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বর্তমান সময়ে উদ্ধালক নামে প্রসিদ্ধ অরুণকুমার আক্ষণি আমাদের আলোচিত এই বৈশ্বানর আত্মাকে সম্যকরূপে বিদিত আছেন; অতএব চলুন, আমরা সম্প্রতি তঁহারই সমীপে গমন করি। এইরূপ স্থির করিয়া তঁহার সকলে উদ্ধালকের নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥



স হ সম্পাদয়াক্ষকার, প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা  
মহাপ্রোক্ত্রিয়াঃ, তেভ্যো ন সর্বমিব প্রতিপৎশ্চে, হস্ত ! অহমন্ত-  
মভক্ষুশাসানীতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই উদালক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে,  
যদি গৃহস্থ ও মহাপ্রোক্ত্রিয় ইহারা সকলে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন,  
এইরূপ মনে হইতেছে ; কিন্তু হৃৎথের বিষয়, আমি হয় ত ইহাদিগের সমস্ত প্রশ্নের  
উত্তর দিতে সমর্থ হইব না, অতএব ইহাদিগকে অথ কোন উপদেষ্টার বিষয়  
বলিয়া দিই ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—স হ তান্ দৃষ্ট্বৈব তেবামাগমনপ্রয়োজনং বুদ্ধা সম্পাদ-  
য়াক্ষকার। কথং? প্রক্ষ্যন্তি মাং বৈশ্বানরম্ ইমে মহাশালা মহাপ্রোক্ত্রিয়াঃ; তেভ্যোহহং  
ন সর্বমিব পৃষ্টং প্রতিপৎশ্চে বক্তুং নোৎসাহে। অতো হস্ত ! অহমিদানীমন্তমেবামভক্ষুশাসানি  
বদ্যুপদেষ্টারম্। ইতি ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই উদালক তাঁহাদিগকে দেখিয়াই  
ঐশ্বরিগের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কি  
কি করিয়াছিলেন? না, এই মহাশাল ও মহাপ্রোক্ত্রিয়গণ আমাকে বৈশ্বানর  
ব্যথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। আমি ইহাদিগের সমস্ত জিজ্ঞাসিত বিষয়ে ভালরূপ  
উত্তর দিতে সমর্থ হইব না, অতএব অতি হৃৎথের সহিত আমি ইহাদিগকে অথ  
কোন উপদেষ্টার বিষয়ে অভ্যুশাসন করি অর্থাৎ উপদেশ দিই। এইরূপ স্থির করিয়া  
তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তান্ হোবাচ, অশ্বপতির্কৈ ভগবন্তঃ! অয়ং কৈকেয়ঃ  
সম্প্রতীমমাত্মনাং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তৎ হস্তাভ্যাগচ্ছাম, ইতি  
ত্বহাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—উদালক তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—হে পূজনীয় মহোদয়-  
গ! কেকয় দেশের অধিপতি অশ্বপতি নামক রাজা সম্প্রতি এই বৈশ্বানর  
ব্যথাকে বিশেষরূপে অবগত আছেন। চলুন, আমরা সকলে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার  
সমীপ গমন করি। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে অশ্বপতির সমীপে গমন  
করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—এবং সম্প্রাত্ত তান্ হোবাচ—অশ্বপতির্কৈ নামতঃ,



ভগবন্তঃ ! অয়ং কেকয়শ্চাপত্যং কৈকেয়ঃ সম্প্রতি সমাগিমমাত্মন্যং বৈশ্বানরমযোতীহতি  
সমানম্ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—উদালক এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহা-  
দিগকে বলিয়াছিলেন—হে মহোদয়গণ ! কেকয় রাজার পুত্র এই অশ্বপতি-নামক  
রাজা বর্তমান কালে এই বৈশ্বানর আত্মাকে সম্যক্রূপে অবগত আছেন। অতঃপর  
অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের ত্রায় ॥ ৪ ॥

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার । স হ প্রাজঃ  
সঞ্জিহান উবাচ, ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্থ্যো ন মত্তপাঃ ।  
নানাহিতাঘ্নিনাবিধান্ন সৈরী সৈরিণী কুতঃ ? । যক্ষ্যমাণো বৈ ভগ-  
বন্তঃ ! অহমস্মি, যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজো ধনং দাস্তামি, তাবদ্ব-  
বন্ত্যো দাস্তামি ; বসন্তু ভগবন্তু ইতি-॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—সেই রাজা সমাগত সেই মহাশাল ও মহাপ্রোক্ত্রিয়দিগকে  
পুরোহিতাদির দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে পূজা করাইয়াছিলেন। সেই রাজা  
প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগ করিতে করিতেই বলিয়াছিলেন, আগার এই রাজা  
চোর নাই, কুস্মিকারী নাই, মত্তপায়ী নাই, অনাহিতাঘ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্র করে  
না, এরূপ ব্যক্তি নাই, অবিধান্ন অর্থাৎ মূর্খ নাই, সৈরী অর্থাৎ পরদারপায়ী নাই,  
অতএব সৈরিণী অর্থাৎ কুলটা কোথা হইতে আসিবে ? কুলটাও নাই। যে  
ভগবৎগণ ! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রত্যেক ঋত্বিক্কে যে পরিমাণ ধন  
আমি দান করিব, আপনাদিগকেও সেই পরিমাণই দিব। আপনারা সকলে  
এ স্থানে অবস্থান করুন ॥ ৫ ॥

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—তেভ্যো হ রাজা প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথক পৃথক অর্হাণি অর্হাণি  
পুরোহিতৈর্ভূতৈশ্চ কারয়াঞ্চকার কারিতবান্ । স হ অত্রেভ্যঃ রাজা প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ,  
বিনয়েনোপগম্য—এতদ্ধনং মত্ত উপাদধ্বমিতি । তৈঃ প্রত্যাখ্যাতো-মস্মি দোষঃ পশুন্তি নন্য-  
যতো ন প্রতিগৃহ্ণন্তি মত্তো ধনমিতি মন্বানঃ আত্মনঃ সদ্বৃত্ততাং প্রতিগিপাদয়িস্বাহ—ন মে  
মম জনপদে স্তেনঃ পরস্বাপহর্তা, ন কদর্থ্যঃ অদাতা সতি বিভবে, ন মত্তপো দ্বিবাক্য-  
সন্, ন অনাহিতাঘ্নিঃ শতভুঃ । ন অবিধান্ন অধিকারাহ্নরূপং, ন সৈরী পরদার-  
গস্তা, অতএব সৈরিণী কুতঃ ? হৃষ্টচারিণী ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । তৈশ্চ “ন বয়ং ধনেনাধিক”  
ইত্যুক্ত আহ—অল্পং মত্বৈতে ধনং ন গৃহ্ণন্তীতি । যক্ষ্যমাণো বৈ কতিভিরহোভিরহে  
ভগবন্তঃ ! অস্মি, তদর্থং কঃপুং ধনং ময়া যাবদেকৈকস্মৈ যথোক্তমৃত্বিজে ধনং দাস্তামি  
তাবৎ প্রত্যেকং ভগবন্ত্যোহপি দাস্তামি । বসন্তু ভগবন্তুঃ পশুন্তু চ মম বাগম্ ॥ ৫ ॥



একাদশঃ পঙঃ]

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কেকয়রাজ সমাগত সেই প্রাচীনশাল প্রভৃতি প্রত্যেককে পুরোহিত ও ভূত্যবর্গ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্চনা করাইয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতেই সেই রাজা শয্যাভ্যাগ করিয়াই অতি নিমিত্তভাবে তাঁহাদিগের সমীপে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনারা আমার নিকট ইহাতে এই ধন গ্রহণ করুন। রাজা তাঁহাদিগের কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া মন করিলেন, ইহারা নিশ্চয়ই আমার কোন দোষ দেখিয়াছেন, যে দোষের জন্য আমার নিকট ইহাতে ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেছেন না; এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নিজের সদাচারিতা প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছায় বলিয়াছিলেন—আমার এই জনপদ অর্থাৎ দেশে বা রাজ্যে পরধনাপহারী কোন চোর নাই, কদর্য্য কর্মাধন থাকিতেও অদাতা অর্থাৎ রূপণ কেহ নাই; দ্বিজোত্তম হইয়াও মত্তপান করে, এমন কোন মত্তপানী নাই; শতগুণ অর্থাৎ একশতটি গরুর অধিকারী অথচ দ্রুহিতাধি অর্থাৎ অগ্নিহোত্র করে না, এমন কোন দ্বিজাতি নাই; নিজ নিজ অধিকারমুদ্রক অবদান কেহ নাই, অর্থাৎ যে যে বিত্তগ্রহণের অধিকারী, তাহাদের দ্বারা সেই সেই বিত্তায় অনভিজ্ঞ বা মূর্থ কেহ নাই। পরদারগামী, এমন কোন ক্ষোভার নাই, অতএব স্বৈরিণী অর্থাৎ কুলটা কোথা হইতে আসিবে? কুচরিত্রা ইত্যাদি আমার এ রাজ্যে একেবারেই নাই। ‘আমরা ধনের প্রার্থী নহি’ তাঁহারা এই কথা বলিলে রাজা বিবেচনা করিয়াছিলেন—হয় ত আমি সামান্য কিছু দান করিব, এইরূপ মনে করিয়াই ইহারা ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেছেন না, এইরূপ মন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ অর্থাৎ মহাঅগণ! আমি অন্তর্যমিত্রের মধ্যেই যজ্ঞ প্রস্তুত হইব, সেই যজ্ঞের জন্য আমি যে ধন ব্যয় করিব কল্পনা করিয়াছি, তাহা স্নেহ প্রত্যেক ঋত্বিক্কে আমি যে পরিমাণ ধন দান করিব, আপনাদিগের প্রত্যেককেও সেই পরিমাণ ধন দান করিব; আপনারা তত দিন পর্য্যন্ত এই পুণ্যে অবস্থান করুন এবং আমার যজ্ঞ দর্শন করুন ॥ ৫ ॥

তে হোচুঃ, যেন হৈবার্থেন পুরুষশচরেৎ, তৎ হৈব বদেৎ, ঋত্বানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যোষি, তমেব নো জ্রহীতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—সেই প্রাচীনশাল প্রভৃতি সকলে বলিয়াছিলেন, মনুষ্য যে যজ্ঞে যজ্ঞ বিচরণ অর্থাৎ আগমন করে, তাহা বলা কর্তব্য। বর্তমান কালে একমাত্র ঋত্বিকই এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন, আমাদেরকে তাহাই বলুন ॥ ৬ ॥

**শাকল্যভাষ্য।**—ইত্যুক্তান্তে হোচুঃ, যেন হৈবার্থেন প্রয়োজনে যঃ প্রতি যজ্ঞে যজ্ঞ পুরুষঃ হৈবার্থঃ বদেৎ। ইদমেব প্রয়োজনমাগমনশ্চেত্যম্। ত্রায়ঃ সত্যঃ,



বয়স্ক বৈশ্বানরজ্ঞানার্থিনঃ। আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রতি অধ্যোষি সম্যক্জানত্ব  
অতন্তমেব নোহন্যভ্যং ব্রহ্ম ইত্যুক্তঃ— ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—রাজা কর্তৃক এইরূপ অনুরোধ হই  
তাঁহার। বলিয়াছিলেন—মহুয্য যে অর্থ অর্থ্যং প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট  
গমন করে, তাঁহার নিকট সেই অর্থ অর্থ্যং প্রয়োজনটিই বলিবে। অন্যদিকে  
আগমনের ইহাই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, ইহা প্রকাশ করাই সাধুগণের ভাব কর্তৃ  
রীতি। আমরা বৈশ্বানরবিষয়ে জ্ঞানার্থী। সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্ম  
আপনিই সম্যকরূপে জানেন, অতএব আপনি তাহাই আমাদিগকে বলুন ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচ, প্রাতর্ক্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি। তে হ সমিৎ  
পাণয়ঃ পূর্বাঙ্কে প্রতিচক্রমিরে। তান্ হানুপনীয়েবৈতদ্বাচ ॥ ৭ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্ত একাদশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—রাজা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—প্রাতঃকালে আপন  
দিগকে ইহার প্রত্যুত্তর দিব। তাঁহার। সকলে পরদিন প্রভাতে সমিৎপাণি  
অর্থ্যং যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হস্তে করিয়া রাজার নিকট গমন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহ  
দিগকে উপনীত না করিয়াই জিজ্ঞাসিত বিষয়ে উত্তর দিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—তান্ হোবাচ, প্রাতর্ক্বঃ যুগ্মভ্যং প্রতিবক্তাস্মি প্রতিবক্ত  
দাতাস্মি, ইত্যুক্তান্তে হ রাজোহভিপ্রায়জ্ঞাঃ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ধারহস্তা অপরেহুঃ পূর্বে  
রাজানং প্রতিচক্রমিরে গতবন্তঃ। যত এবং মহাশালা মহাশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণাঃ স  
মহাশালদ্বাত্তভিমানং হিহা সমিদ্ধারহস্তা জাতিতো হীনং রাজানং বিভাজিতো  
বিনয়েনোপজগ্মুঃ, তথা অষ্টৈর্কিচ্ছোপাদিৎসুভির্ভবিতব্যম্। তেভ্যশ্চ অদ্বাদিত্বান্ হ  
পনীয়েব উপনয়নমকুর্ষেব তান্। যথা যোগ্যোভ্যো বিভাজ্যদাৎ, তথা অজ্ঞানো বি  
দাতব্যো ইত্যধ্যায়িকার্থঃ। এতদ্বৈশ্বানরবিজ্ঞানমুবাচেতি বক্ষ্যমাণেন সধকঃ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে একাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—রাজা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—  
প্রাতঃকালে আপনাদিগের জিজ্ঞাস্ত বিষয়ের প্রত্যুত্তর দিব। রাজা এইরূপ  
বলিলে তাঁহার। রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পরদিন পূর্বাঙ্ককালে সমিৎপাণি  
অর্থ্যং হোমোপযোগী কাষ্ঠভার হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজার নিকট গমন করি  
ছিলেন। যে হেতু, তাঁহার। মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ইহাও বিভাজ্যের  
নিমিত্ত তাঁহাদের মহাশালদ্বাদি অভিমান বিসর্জন দিয়া হোমোপযোগী কাষ্ঠভার



একাদশঃ খণ্ডঃ ]

বন্দপূর্বক অতি বিনীতভাবে নিজেদের অপেক্ষা হীনজাতি রাজার নিকট গমন  
করিয়াছিলেন, ইহা বারী ইহাই বলা হইল যে, অত্ৰ কোন ব্যক্তিও যদি বিজ্ঞানাভ  
করিত ইচ্ছা করে, তাহাদেরও এইরূপ হওয়া উচিত। (ভাবার্থ এই যে—  
যার উপদেশ আছে, যাহার নিকট হইতে বিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে, তিনি যে  
কতি বা বর্ষই হউন না কেন, গুরু বা আচার্য্যাপদবাচ্য ; ব্রিত্ত হস্তে আচার্য্যের  
নিকট যমন অবিশেষ, বচন আছে—“ব্রিত্তপানির্ন পশ্বেত্তু রাজানং দেবতাং গুরুম্ ।  
নৈবিত্তিকঞ্চ বৈদ্বঞ্চ ফলেন ফলমাদিশেৎ ॥” অর্থাৎ রাজা, দেবতা, গুরু, জ্যোতিষী  
ত্রিকিৎসক, কিছু উপহার না লইয়া শূন্য হস্তে ইহাদিগের নিকট যাইবে না।  
উপনিষদে আছে “তন্মুপস্থত্যানুসরতি সসিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্” । এ  
দানও উপদেশটা ক্ষত্রিয় হইলেও বাস্তবিক পক্ষে গুরুস্থানীয়, এ জন্ত তাঁহারা  
ব্রহ্ম হইলেও শিষ্যের কর্তব্য হোমীয় কাষ্ঠ উপহার লইয়া রাজার সমীপে গমন  
করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদিগের উপনয়ন না দিয়াই বিজ্ঞা দান করিয়াছিলেন।  
(অর্থার্থ এই যে—অনুপনীত ব্যক্তির ব্রহ্মবিজ্ঞা শিক্ষার অধিকার নাই, এ জন্ত  
ব্যোধ্যাপনার পূর্বে শিষ্যকে উপনীত করিয়া লইতে হয় ; কিন্তু যাহাদের উপনয়ন  
ইহা দিয়াছে, তাঁহাদিগের আর উপনয়ন দানের প্রয়োজন হয় না। এই জন্তই  
রাজা ঐতীনশাল প্রভৃতির উপনয়ন না দিয়াই বিজ্ঞা দান করিয়াছিলেন) এই  
ব্যাবহিক বলায় উদ্দেশ্য এই যে—রাজা যেমন যোগ্যপাত্রের বিজ্ঞাদান করিয়া-  
ছিলেন, অত্ৰ সকলেরও এইরূপ যোগ্যপাত্রের বিজ্ঞা দান করা কর্তব্য, অযোগ্য  
পাত্রের বিজ্ঞা দান করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। পরে বলিবেন—“এই বৈদ্বানর  
বিজ্ঞান বলিয়াছিলেন” এই বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ ॥ ৭ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

ঔপমত্তব ! কং ত্বমাত্মানমুপাসসে ইতি ? দিবমেব ভগবো  
রাজন্ ! ইতি হোবাচ । এষ বৈ স্মতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ  
ত্বমাত্মানমুপাসসে, তস্মান্নব স্মতং প্রস্মতমাস্মতং কুলে দৃশ্যতে ॥

**অনুবাদ ।**—হে ঔপমত্তব ! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা  
করিয়া থাক ? ঔপমত্তব উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্ ! দিবসের  
হ্যালোককেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি  
হ্যালোককে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইনিই মহাতেজোময় বৈশ্বানর আত্মা  
অর্থাৎ আত্মার অংশস্বরূপ । ইহার উপাসনার ফলেই তোমার বংশে স্মৃত স্বর্গ  
নিপীড়িত সোমরস প্রস্মৃত অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপে উৎপাদিত ও আহৃত অর্থাৎ  
অহর্গণাদি বস্ত্রে সম্যকভাবে স্মৃত হইতে দেখা যায় ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—স কথমুবাচ ? ইত্যাহ—হে ঔপমত্তব ! কমাত্মান বৈ-  
শ্বানরঃ ত্বমুপাসসে ? ইতি প্রশ্নচ্ছ । নমস্ময়মাত্মায়ঃ, আচার্য্যঃ সন্ শিষ্যং পৃচ্ছতীতি । নৈব মে  
“বদেথ তেন যোগসীদ, ততস্তে উর্দ্ধং বক্ষ্যামি” ইতি শ্রায়দর্শনাৎ । অজ্ঞাপি অপ্রতিভনয়  
শিষ্যে প্রতিভোৎপাদনার্থঃ প্রশ্নো দৃষ্টোহজাতশত্রোঃ—“কৈব তদাহভূৎ ? কুত এতদাশং ?  
ইতি । দিবমেব হ্যালোকমেব বৈশ্বানরমুপাসে ভগবো রাজন্ ! ইতি হোবাচ । এষ বৈ স্মতেজা  
শোভনঃ তেজো যন্ত সোহয়ং স্মতেজা ইতি প্রসিদ্ধো বৈশ্বানর আত্মা, আত্মনোহ-  
স্ববভূতত্বাৎ, যং ত্বমাত্মানমাত্মৈকদেশমুপাসসে, তস্মাৎ স্মতেজসো বৈশ্বানরভোগাদিনা  
স্মতমভিভূতং সোমরূপং কৰ্ম্মাণি প্রস্মতং প্রকর্ষণে চ স্মতমাস্মতঞ্চ অহর্গণাদিবু ভব কুলে  
দৃশ্যতে অতীব কর্ণিগন্তকুলীনা ইত্যর্থঃ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সেই রাজা কিরূপ বলিয়াছিলেন, সত্যি  
তাহাই বলিতেছেন । রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ঔপমত্তব ! অর্থাৎ হে  
প্রাচীনশাল ! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক  
আচ্ছা, রাজা আচার্য্য হইয়া যে শিষ্যকে প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা ত ভায়সক  
নহে ; কারণ, শিষ্য শিক্ষার্থী, সে যদি উত্তর দিবে, তবে উপদেশ লইতে আসিয়াছে  
কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ প্রশ্ন দোষাবহ নহে, কারণ, এইরূপ  
নিয়ম আছে যে, “বাহা জান, তাহার জ্ঞান আগমন করিও না অর্থাৎ সে বিষয়  
আর প্রশ্ন করিও না, তাহার পরবর্তী বিষয়ই অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ই বলিবে” ।



কৃষ্ণজরও দেখা যায় যে, প্রতিভাবিহীন শিষ্যের প্রতিভা উৎপাদনের নিমিত্ত  
অর্থ্য নিদা যখন বুঝিতে পারিতেছে না, তখন তাহার বুদ্ধির ক্ষুণ্ণের নিমিত্ত  
রাজা অজ্ঞাতশত্রু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “সেই সময়ে অর্থ্যঃ স্মৃষ্টিকালে এই আত্মা  
কোথায় ছিল? কোথা হইতে ইহা আগমন করিয়াছে?” ইত্যাদি। ঔপমন্তব্য উত্তর  
দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্! আমি ছালোককেই বৈশ্বানর বিবেচনা করিয়া  
উপাসনা করিয়া থাকি। রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি যে আত্মাকে অর্থ্যঃ আত্মার  
একদিকে উপাসনা করিয়া থাক, ইনি বাস্তবিক আত্মা না হইলেও আত্মার  
দ্বন্দ্ব অর্থ্যঃ অংশস্বরূপ বলিয়া স্মৃতেজ্ঞ অর্থ্যঃ শৌভন তেজোবিশিষ্ট অর্থ্যঃ  
মহাতেজস্বী বৈশ্বানর আত্মা বলিয়াই প্রসিদ্ধ; সেই হেতুক অর্থ্যঃ মহাতেজস্বী  
বৈশ্বানর-উপাসনা প্রভাবেই তোমার বংশে স্মৃত অর্থ্যঃ নিদ্রীড়িত অথবা স্রপিত  
দৈবদ্য বজ্রকর্মে প্রস্মৃত অর্থ্যঃ উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত এবং আস্মৃত অর্থ্যঃ অহর্গণাদি  
রূপে উৎকৃষ্টরূপ আস্মৃত হইতে দেখা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, তোমার বংশে উৎপন্ন  
বলিগণ অত্যন্ত সংক্রিয়ান্বিত ॥ ১ ॥

অংশুন্নং পশুসি প্রিয়ম্, অভ্যন্নং পশুতি প্রিয়ং, ভবত্যশ্ন  
ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। মূর্খা  
মে আত্মনঃ ইতি হোবাচ, মূর্খা তে ব্যপতিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্য  
ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—এই জন্তই তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, অর্থ্যঃ দীপ্তাগ্নি  
ইহাও প্রিয় অর্থ্যঃ পুত্রাদির মুখ দেখিতে পাইতেছ। যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর  
আত্মাকে উত্তরূপে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন ও  
প্রিয়পুত্রাদিকে দেখিতে পান। ইহার বংশে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন সন্তান জন্মগ্রহণ  
কর। ইহা অর্থ্যঃ এই ছালোক বৈশ্বানর আত্মার মস্তকস্বরূপ। যদি তুমি  
অন্ন নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত ॥২॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাক্তব্রাহ্মণ্যম্।—অংশুন্নং দীপ্তাগ্নিঃ সন্। পশুসি চ পুত্রপৌত্রাদিপ্রিয়মিষ্টম্।  
অভ্যন্নং পশুতি চ প্রিয়ং, ভবত্যশ্ন স্মৃতং প্রস্তুতমাস্মৃতমিত্যাदि कश्चिद्वं ब्रह्मवर्चसं  
কুলে च कश्चिदेव यथोज्জ্বেयং ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसं  
সমুদ্র বৈশ্বানরঃ। অতঃ সমস্তবুদ্ধ্য বৈশ্বানরস্তোপাসনাং শিরো মূর্খা তে বিপরীতপ্রাহিণো



ব্যপতিব্যৎ বিপতিতমভবিষ্যৎ, যং যদি মাং নাগমিষ্যঃ নাগতোহভবিষ্যঃ, সান্নকায়ঃ  
যন্মামাগতোহসীত্যভিপ্রায়ঃ । ২ ।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডভাব্যম্ । ১২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তুমি দীপ্তাগ্নি হইয়া অন্ন ভোজন  
করিতেছ ও প্রিয় অর্থাৎ অভীষ্ট পুত্র-পৌত্রাদি দর্শন করিতে পারিতেছ। যে  
কোন ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন  
ভোজন করিতে পারেন ও প্রিয় পুত্র-পৌত্রাদি দর্শন করিতে পান। ইহার  
বংশেও স্মৃত প্রস্মৃত ও আস্মৃত অর্থাৎ কন্মিত্ত ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া থাকে।  
ভাবার্থ এই যে—হে প্রাচীনশাল ! তুমি পূর্বোক্ত বৈশ্বানরের উপাসনায় দীর্ঘ  
জঠরাগ্নিসম্পন্ন হইয়া অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, চক্ষুর্জ্যোতিঃ লাভ করিয়া প্রিয় ব  
দর্শন করিতেছ, অন্ত্রেও ঐ উপাসনায় দীপ্তাগ্নি লাভ করিয়া অন্ন ভক্ষণ করে।  
উহারও বংশে পূর্বোক্ত স্মৃত, প্রস্মৃত ও আস্মৃত ইত্যাদি সোমাভিষবকর্ষিৎ ও  
ব্রহ্মতেজ হয়। এই ছালোক বৈশ্বানর আত্মার মস্তক অর্থাৎ শিরোদেশ মাত্র,  
কিন্তু সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে। অতএব এই ছালোককে তুমি যদি সমস্ত বৈশ্বানর  
বিবেচনা করিতে, তাহা হইলে বিপরীতগ্রাহী অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা স্বরূপ নহে,  
তাহাকে সেইরূপ বিবেচনাকারী অর্থাৎ ভ্রান্ত তোমার মস্তকটি পড়িয়া বাইবে,  
যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে আমার  
নিকট আসিয়াছ, ইহা খুবই ভাল কার্য্য করিয়াছ, কারণ, আমার নিকট না  
আসিলে তুমি এই বৈশ্বানরের অংশমাত্র ছালোককে সম্পূর্ণ বৈশ্বানর বিবেচনায়  
উপাসনা করিতে, আর তাহার ফলে তোমার মাথাটি খসিয়া পড়িত। ২ ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে

## ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং, প্রাচীনযোগ্য! কং ত্বমাত্মান-  
মুপাস্মে ইতি? আদিত্যমেব ভগবো রাজন্! ইতি হোবাচ।  
এষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাস্মে, তস্মান্ভব  
বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর রাজা পুলুষনন্দন সত্যযজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,  
হে প্রাচীনযোগ্য! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক?   
প্রাচীনযোগ্য উত্তর দিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্! আমি আদিত্যকেই উপাসনা  
করিয়া থাকি। রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি বাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর,  
ইনি বিশ্বরূপ নামক বৈশ্বানর আত্মা; ইহার উপাসনা করাতেই তোমার বংশে  
অনেক বিশ্বরূপ অর্থাৎ নানাবিধ উপকারসমর্থ বহু বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং, হে প্রাচীনযোগ্য! কং  
মাত্মানমুপাস্মে? ইতি। আদিত্যমেব ভগবো রাজন্! ইতি হোবাচ। শুক্লনীলাদিক্রপদ্বাং  
বিশ্বরূপমাদিত্য, সর্বরূপদ্বাং, সর্বাণি রূপাণি হি দ্বাষ্ট্রাণি বতঃ, অতো বা বিশ্বরূপ  
মাদিত্য, তদুপাসনাত্তব বহু বিশ্বরূপম্ ইহামুক্তার্থমুপকরণং দৃশ্যতে কুলে ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—জ্ঞানেচ্ছু প্রাচীনশাল তুষীভূত হইলে রাজা  
বর্ণনায় পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞকে বলিলেন, হে প্রাচীনযোগ্য! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর  
আত্মা বিবেচনায় উপাসনা করিয়া থাক? তিনি বলিলেন, হে ভগবন্ রাজন্!  
আমি আদিত্যকেই বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। রাজা বলিলেন, আদিত্য  
সূর্য, নীল প্রভৃতি বহু রূপবিশিষ্ট বলিয়া অথবা সর্বস্বরূপ বলিয়া এই আদিত্য  
বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হন। অথবা যে হেতু, সমস্ত রূপই দ্বাষ্ট্র, অর্থাৎ সূর্য্য হইতে  
সূর্য্য, এ কারণেও তিনি বিশ্বরূপ। তাঁহার উপাসনানিবন্ধন তোমার বংশে বহু বিশ্ব-  
রূপ অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগোপকরণ বস্তুসমূহ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১ ॥

প্রবৃত্তোহশ্বতরীরথঃ, দাসীনিষ্কঃ, অশ্বশৃঙ্গঃ, পশ্যসি প্রিয়ম্,  
যত্নাং, পশ্যতি প্রিয়ং, ভবত্যশ্ব ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেব-  
ময়ানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। চক্ষুর্দেহতদাত্মন ইতি হোবাচ, অন্ধো-  
বসবীঃ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকশ্চ ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—অশ্বতরীরথ রথ, দাসীরথ নিষ্ক অর্থাৎ কণ্ঠহার অর্থাৎ



হারপরিহিতা দাসী দৃষ্ট হইতেছে। তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ ও প্রিয় ব্যক্তির দেখিতে পাইতেছ। যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে যথাযথভাবে উপাসন করে, সেও অন্ন ভোজন করিতে পায় ও প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পায়। তাহার বংশে ব্রহ্মবর্চস অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ অব্যাহতভাবে বিস্তারিত থাকে, অশ্ব চরিত্র ও অধ্যয়নাদিজনিত খ্যাতি লাভ করে। এই আদিত্য বৈশ্বানর আত্মা চক্ষুঃস্বরূপ। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে কেবলমাত্র চক্ষুঃস্থানীয় এই আদিত্যকে সম্পূর্ণ বৈশ্বানর মনে করিয়া অন্ধ হইয়া বাইতে। ২।

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—কিঞ্চ, স্বামন্ত্রপ্রবৃত্তঃ অশ্বতরীভ্যাং যুক্তো রথোহ-  
তরীরথো দাসীনিষ্ঠো দাসীভিযুক্তো নিষ্ঠো হারো দাসীনিষ্ঠঃ। অংশুমিত্যাদি সনান-  
চক্ষুঃবৈশ্বানরশ্চ তু সবিতা। তশ্চ সমস্তবুদ্ধ্যোপাসনাদক্ষঃ অভবিষ্যঃ চক্ষুর্হীনঃ অভবি-  
ষ্মাং নাগমিষ্য ইতি পূর্ববৎ ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর দেখ, দুইটি অশ্বতরীকর্তৃক বাহির  
রথ, আর দাসীর সহিত যুক্ত হার অর্থাৎ হারপরিহিতা কতকগুলি দাসী, এই  
সমস্ত তোমার অনুগমন করিতেছে। অন্ন ভোজন করিতেছ ইত্যাদির অর্থ পূর্বের  
প্রায়। অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্যে দুইটি অশ্বতরীযুক্ত রথ ও বহু দাসীর স্বর্ণ-  
আছে। তুমি যেরূপ অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, প্রিয় বস্তু দর্শন করিতে পাইবে,  
এইরূপ অশ্ব ও উপাসনা করিলে অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় বস্তু দর্শন করে,  
তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ উৎপন্ন হয়। এই সবিতা বা আদিত্য বৈশ্বানর আত্মা  
চক্ষুঃস্বরূপ। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে কেবলমাত্র  
চক্ষুঃস্বরূপ আদিত্যকে সম্পূর্ণ বৈশ্বানরজ্ঞানে উপাসনা করায় তোমার চক্ষু দূর  
হইয়া বাইত। অর্থাৎ সূর্য্য বৈশ্বানরের চক্ষুঃস্বরূপমাত্র, সমস্ত অংশ নষ্ট  
তুমি চক্ষুকে সমস্ত শরীর মনে করিয়া উপাসনা করিলে অন্ধ হইতে, যদি আমার  
নিকট না আসিতে। তুমি ভালই করিয়াছ যে, আমার নিকট আসিয়াছ ॥ ২।

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্দশঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচেদ্রহ্মঃ ভাল্লবেয়ং, বৈয়াজ্রপত্ত ! কং ত্বমাত্মান-  
মুপাসসে ইতি ? বায়ুমেব ভগবো রাজন্ ! ইতি হোবাচ ।  
এবৈ পৃথগ্বত্মা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাসসে, তস্মাত্ত্বাং  
পৃথক্ বলয় আয়ন্তি, পৃথক্ রথশ্রেণয়োহনুযন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—অনন্তর রাজা ভাল্লবিপুল ইন্দ্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,  
হে বৈয়াজ্রপত্ত ! তুমি কাহাকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাক ?  
ইন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন—হে ভগবন্ রাজন্ ! বায়ুকেই আত্মা মনে করিয়া  
উপাসনা করিয়া থাকি । রাজা বলিয়াছিলেন—তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা  
করিয়া থাক, ইনি হইতেছেন পৃথক্-বত্মা বৈশ্বানর আত্মা । সেই জন্তই নানা স্থান  
হইতে নানাবিধ উপহার আসিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছে, এবং পৃথক্ পৃথক্  
রথসমূহ তোমারই অনুসরণ করিতেছে ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্ ।**—অথ হোবাচ ইন্দ্রহ্মঃ ভাল্লবেয়ং, বৈয়াজ্রপত্ত ! কং  
ত্বমাত্মানমুপাসসে ? ইত্যাদি সমানম্ । পৃথগ্বত্মা—নানা বত্মানি বস্ত বায়ো আবহো-  
মুদিত্তির্ভেদকর্তমানস্ত সোহয়ং পৃথগ্বত্মা বায়ুঃ । তস্মাৎ পৃথগ্বত্মানো বৈশ্বানরস্ত  
উপাসনাং পৃথক্ নানাদিক্কাং প্রতি বলয়ো বস্ত্রাদিদিক্কাং বলয় আয়ন্তি আগচ্ছন্তি ;  
পৃথক্ রথশ্রেণয়ো রথপঙক্তয়োহপি দ্বামনুযন্তি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—অনন্তর রাজা ভাল্লবিপুল ইন্দ্রহ্মকে  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে বৈয়াজ্রপত্ত ! তুমি কাহাকে আত্মা বিবেচনা করিয়া  
উপাসনা করিয়া থাক ? ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের ত্রায় । পৃথক্-বত্মা অর্থাৎ  
যদক মার্গ বাহ্য, তিনি পৃথগ্বত্মা । আবহ, সংবহ, প্রবহ, উদ্বহ ইত্যাদি বায়ুর  
নানাবিভেদ আছে, এবং ঐ বায়ুসমূহের সঞ্চারমার্গও বিবিধ, এই জন্তই এই  
বায়ু পৃথক্-বত্মা নামে অভিহিত করা হইয়াছে । পৃথক্-বত্মা নামক বৈশ্বানর  
রথ উপাসনা কর বলিয়া নানাদিকে অবস্থিত অন্ন-বস্ত্রাদিরূপ উপহার দ্রব্যসমূহ  
সেই নিকট উপস্থিত হইতেছে, আর পৃথক্ পৃথক্ রথসমূহও আসিয়া  
সেই নিকট প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ নানাপ্রকার বহু রথ তোমার বিদ্যমান  
হইয়াছে ॥ ১ ॥



অংশুন্নং, পশুসি প্রিয়ম্, অভ্যন্নং, পশুতি প্রিয়ং, ভবন্ত  
ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, প্রাণস্তু  
আত্মন ইতি হোবাচ ; প্রাণস্তে উদক্রমিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্য  
ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকশ্চ চতুর্দশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ ।—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, প্রিয় বস্তুসমূহ দর্শন করিছ  
অথ যে কোন ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তস্বরূপ জানিয়া উপাসনা করে,  
সেই ব্যক্তিও অন্ন ভোজন করিতে পান ও প্রিয় দর্শন করিতে পান। ইহার সম  
ব্রহ্মবর্চস হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথক্-বস্তু। নামক এই বায়ু বৈশ্বানর আত্মা  
প্রাণস্বরূপ, রাজা এইরূপ বলিয়াছিলেন। তুমি যদি আমার নিকট আগম  
না করিতে, তোমার প্রাণটি বহির্গত হইয়া যাইত ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—অংশুন্নমিত্যাदि समानम् । प्राणश्चैव आत्मन इति  
होवाच, प्राणस्ते तव उदक्रमिष्यत् उक्तास्तो ह भविष्यत्, यं मां नागमिष्य इति । २ ।

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে চতুর্দশখণ্ডভাষ্যম্ । ১৪ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—‘অন্ন ভোজন করিতেছ’ ইত্যাদির অর্থ  
পূর্বের স্থায়। রাজা বলিয়াছিলেন, কিন্তু এই বায়ু বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ।  
যদি তুমি আমার নিকট আগমন না করিতে, তোমার প্রাণটি উৎক্রান্ত হইয়া  
যাইত অর্থাৎ বায়ু বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ, সর্বত্র নহে। তুমি সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ  
বায়ুকে উপাসনা করিয়াছ, এই কারণে তুমি প্রাণহীন হইতে—যদি আমার নিকট  
না আসিতে। তুমি ভুলই করিয়াছ যে, আমার নিকট আসিয়াছ ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচ জনঃ, শার্করাক্ষ্য ! কং ত্বমাত্মানমুপাস্মে  
ইতি ? আকাশমেব ভগবো রাজন্ ! ইতি হোবাচ । এষ  
বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাস্মে, তস্মাত্ত্বং  
বহ্নোল্লসি প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—অনন্তর রাজা জননামক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,  
শার্করাক্ষ্য ! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক ?  
কন বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্ ! আমি আকাশকেই আত্মা বলিয়া উপাসনা  
করি। রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইহা  
যেহেতু বহুল বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মার বহু অংশভাগী। ইহার  
উপাসনার ফলেই তুমি সমৃদ্ধি ও ধনসম্পদে বহু হইয়াছ অর্থাৎ বহু সম্ভান লাভ  
করিয়াছ ও মহাধনবান হইয়াছ ॥ ১ ॥

শার্করভাষ্য ।—অথ হোবাচ জনমিত্যাদি সমানম্ । এষ বৈ বহুল  
আত্মা বৈশ্বানরঃ, বহুলত্বমাকাশস্ত সর্বগতত্বাৎ, বহুলগুণোপাসনাচ্চ । ত্বং বহ্নোল্লসি  
প্রজয়া চ পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণয়া, ধনেন চ হিরণ্যাদিনা ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—অনন্তর রাজা জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলেন ইত্যাদির অর্থ পূর্বের ত্রায় । এই আকাশ হইতেছে ‘বহুল’ নামা বৈশ্বানর  
আত্মা, সর্বগত অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া ও বহুগুণের উপাসনা হেতুক এই  
আত্মার বহুলত্ব । পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজা দ্বারা ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধনসম্পদের  
দ্বারা তুমি বহুল অর্থাৎ উন্নত বা মহান হইয়াছ ॥ ১ ॥

অংশুন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্, অত্যন্নং, পশ্যতি প্রিয়ং, ভবত্যশ্ব-  
বরবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে । সন্দেহ-  
য়ে আত্মন ইতি হোবাচ । সন্দেহস্তে ব্যশীর্ষ্যৎ যন্মাং নাগমিষ্য  
ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্ত পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ ।—রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ ও প্রিয়-  
বরবর্চস দর্শন করিতে পাইতেছ । যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে



উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করিতে পারেন অর্থাৎ দীপ্তাধি হইতে  
প্রিয়বস্ত্রসমূহ দর্শন করিতে পান। ইহার বংশে ব্রহ্মবর্চঃ অর্থাৎ ব্রহ্মের  
পরিষ্করিত হয়। তবে ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার সংদেহ অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ  
তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমারও শরীরের মধ্যভাগ  
বিশীর্ণ অর্থাৎ বিশেষরূপ ক্ষীণ হইয়া যাইত ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—সন্দেহস্তেষাং সন্দেহো মধ্যমং শরীরং বৈশ্বানরম্।  
দিহতেশীতোরূপচর্যার্থত্বাৎ মাংসরুধিরাস্ত্রাদিভিষ্চ বহুলং শরীরম্। তৎসন্দেহস্তস্য  
শরীরং ব্যনীধ্যৎ শীর্ণমভবিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইহা সংদেহ অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মার  
মধ্যম শরীর বা দেহের মধ্যভাগ। ‘দিহ’ধাতুর অর্থ উপচয় বা পুষ্টি; মাংস, রক্ত  
ও অস্থি প্রভৃতি দ্বারা এই শরীর বহুল অর্থাৎ পরিপূর্ণ। তুমি যদি আমার নিকট  
না আসিতে, তাহা হইলে তোমার সংদেহ অর্থাৎ মধ্যাবয়ব বিশীর্ণ হইয়া যাইত।  
ভাবার্থ এই—হে জন! তুমি যেমন অন্ন ভোজন কর ‘ও পুত্র-পৌত্রাদি প্রিয়  
দর্শন কর, এইরূপ অন্ন যে কেহ আকাশকে বৈশ্বানর আত্মা মনে করিয়া উপাসনা  
করেন, তিনিও অন্ন ভোজন ও প্রিয় দর্শন করেন; উহারও বংশে ব্রহ্মের  
উদ্ভূত হয়; কিন্তু গগন বৈশ্বানর আত্মার মধ্যম শরীর, সমগ্র অবয়ব নহে।  
যদি বল, আকাশ সর্বগতত্বনিবন্ধন বিশ্বব্যাপক, শরীর একদেশস্থিতিরূপ  
সীমাবদ্ধ, সুতরাং বিশ্বব্যাপক আকাশ বৈশ্বানরের শরীর কিরূপে সম্ভব হইবে।  
এতদ্বত্তরে এই বলা যায় যে, দিহ্ ধাতুর অর্থ উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি, মাংস, রক্ত,  
অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শরীর পরিপুষ্ট, তাদৃশ শরীর এখানে বিবক্ষিত, অর্থাৎ যেরূপ  
আকাশ পরিপুষ্টিবহুল, সেইরূপ শরীরও বহুল, এ কারণ উভয়ের একা হইতে  
পারে। ঐ আকাশকে বৈশ্বানর-আত্মা ভাবিয়া উপাসনা করায় তোমার শরীর  
শীর্ণ হইত, যদি তুমি এখানে না আসিতে। আসিয়া ভালই করিয়াছ ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে ষোড়শঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচ বুড়িলমাস্তরাশ্বিং, বৈয়াত্ৰপত্ন ! কং ত্বমাত্মান-  
মুপাস্মে ? ইতি । অপ এব ভগবো রাজন্ ! ইতি হোবাচ ।  
এব বৈ রয়িরাভ্যা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাস্মে, তস্মাত্ত্বৎ  
রয়িমান্ পুষ্টিমানসি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর রাজা অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলেন, হে বৈয়াত্ৰপত্ন ! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা কর ?  
বুড়িল বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ রাজন্ ! আমি অপকেই আত্মা বলিয়া উপাসনা  
করি। রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তাহা  
সেইজন্মে রয়ি নামক বৈশ্বানর আত্মা । ইহার উপাসনা করায় তুমি রয়িমান্ অর্থাৎ  
সেবান্ ও পুষ্টিমান্ অর্থাৎ পুষ্টদেহ (মোট মোটা) হইয়াছ ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ হোবাচ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিমিত্যাदि समानम् ।  
यं वै रयिराभ्या बৈश्वानरो धनरूपः । अष्टोद्भूतः, ततो धनमिति । तस्मात् रयिमान्  
सेवान् पুষ्টিमान् शरीरेण, पुष्टैश्चान्ननिमित्तत्वात् ॥ १ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে  
বলিয়াছিলেন ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের প্রায় । এই বৈশ্বানর আত্মা রয়ি অর্থাৎ  
সেবরূপ ; কারণ, জল হইতেই অন্ন হয় ও অন্ন হইতেই ধন হয় । সেই জন্তই  
তুমি রয়িমান্ অর্থাৎ ধনবান্ ও পুষ্টিমান্ অর্থাৎ পুষ্টদেহ হইয়াছ, কারণ, অন্ন  
সেইরূপেই ঘেঘের পুষ্টিসাধন হয় । জল হইতে শস্তাদিরূপ খাদ্য উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে  
সে হয়, কাজেই ধনরূপে বৈশ্বানরকে উপাসনা করায় তুমি ধনবান্ হইয়াছ, এবং  
সে যার শরীরের পুষ্টি হয় বলিয়া শরীরের পুষ্টিলাভও করিয়াছ ॥ ১ ॥

অংশুন্নং, পশ্চসি প্রিয়ম্, অভ্যন্নং, পশ্চতি প্রিয়ং, ভবত্যশ্ব  
ভববর্কসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে । বস্তিস্তেষ  
দান্ন ইতি হোবাচ । বস্তিস্তে ব্যভেৎসৄৎ, যন্মাং নাগমিষ্য  
ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্ত ষোড়শঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, প্রিয়পাত্রদিগকে দর্শন



করিতেছ। যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে যথোক্তভাবে উপাসনা করেন, তিনিও  
অন্ন ভোজন করিতে পান ও প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পান। ইহার অর্থ  
ব্রহ্মবর্চন অক্ষুণ্ণ থাকে। বাস্তবিকপক্ষে ইহা বৈশ্বানর আত্মার বস্তিস্বরূপ অর্থঃ  
মূত্রাশয়। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার বস্তি  
বিদৌর্ণ হইয়া যাইত ॥ ২ ॥

পঞ্চম প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তরভাষ্যম্।**—বস্তিস্তেষ আত্মনো বৈশ্বানরন্ত। বস্তিমূত্রাশয়ঃ।  
বস্তিস্তে ব্যাভেৎশ্চ ভিন্নোহভবিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কিন্তু এই অপ্ অর্থাৎ জন বৈশ্বানর  
আত্মার বস্তিস্বরূপ। বস্তি মূত্রধারণের স্থান অর্থাৎ মূত্রাশয়। অর্থাৎ জন  
বৈশ্বানর-আত্মার সর্বাঙ্গ নহে, উহা মূত্রাশয়মাত্র। যদি তুমি আমার সমীপে আস  
না করিতে, তোমার বস্তি ভিন্ন অর্থাৎ বিদৌর্ণ হইয়া ( ফাটিয়া বা ফুটা হইয়া )  
যাইত। আসিয়া ভালই করিয়াছ ॥ ২ ॥

পঞ্চম প্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

অথ হোবাচোদালকমারুণিং, গৌতম ! কং ত্বমাত্মান-  
মুপাস্মে ইতি ? পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্ ! ইতি হোবাচ ।  
এব বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরঃ, যং ত্বমাত্মানমুপাস্মে ; তস্মাদ্ভ্যং  
প্রতিষ্ঠিতোহসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর রাজা অরুণের পুত্র উদালককে জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলেন—হে গৌতম ! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা কর ?  
উদালক বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্ ! রাজন্ ! আমি পৃথিবীকে বৈশ্বানর আত্মা  
বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । রাজা বলিয়াছিলেন—তুমি ঐহাকে আত্মা বলিয়া  
উপাসনা কর, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠানামক বৈশ্বানর আত্মা । তাঁহার উপাসনার  
ফলে তুমি প্রজা অর্থাৎ সন্তান ও পশুসমূহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ হোবাচ উদালকমিত্যাদি সমানম্ । পৃথিবীমেব  
ভগবো রাজন্ ! ইতি হোবাচ । এব বৈ প্রতিষ্ঠা পাদৌ বৈশ্বানরশ্চ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর রাজা উদালককে জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিলেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের ত্রায় । তিনি বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্ !  
রাজন্ । পৃথিবীকেই । ইহা হইতেছে, বৈশ্বানরের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পাদদ্বয় ॥ ১ ॥

অংস্রম্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্, অভ্যন্নং, পশ্যতি প্রিয়ং, ভবত্যশ্চ  
ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে । পাদৌ  
মোহাবান ইতি হোবাচ । পাদৌ তে ব্যান্নাস্তেতাং, যন্মাং  
নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—রাজা আরও বলিয়াছিলেন—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ,  
প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছ । অত্র যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে  
উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করিতে পারেন ও প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন



করিতে পারেন। ইহার বংশে ব্রহ্মতেজ পরিস্ফুরিত হয়। কিন্তু ইহা বৈদ্যন  
আত্মার পাদদ্বয়মাত্র। তুমি যদি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে  
তোমার পদদ্বয় বিশেষরূপে স্নান হইয়া বাইত ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তভাষ্য**—পাদে তে ব্যান্নাত্তোতাঃ বিস্মানাবভবিত্যোতাঃ শিখিনীহর্য  
যস্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—যদি তুমি আমার নিকট আগমন না  
করিতে, তাহা হইলে তোমার পাদদ্বয় বিশেষরূপে স্নান অর্থাৎ অত্যন্ত শিখিন হইয়া  
বাইত, তুমি স্বচ্ছন্দভাবে ভ্রমণ করিতে পারিতে না ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

তান্ হোবাচ, এতে বৈ খলু যুয়ং পৃথগিবৈমমাত্মানং বৈশ্বানরং  
বিদ্যাসোহনমথ, যন্তেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং  
বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্ম-  
নমমতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—রাজা সেই সমস্ত সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়াছিলেন—  
এই ভোমর সকলেই এই বৈশ্বানর আত্মাকে পৃথক পৃথক অর্থাৎ খণ্ডে খণ্ডে ভাগ  
করিয়াই যেন জানিয়াছ, এবং তাহার ফলেই কেবল অন্নমাত্রই আহার অর্থাৎ  
জ্ঞেয় করিতেছ। কিন্তু যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মাকে প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ  
ব্যাপক সত্ত্বাদি বিশিষ্ট আত্মারূপে জানিয়া উপাসনা করেন, সেই ব্যক্তি সমস্ত  
দেব, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

শাক্তভাষ্য।—তান্ যথোক্তবৈশ্বানরদর্শনবতো হ উবাচ। এতে যুয়ং, বৈ  
বিশ্ববর্তকো; যুয়ং পৃথগিব অপৃথক্ সন্তমিমমেকং বৈশ্বানরং বিদ্যাসোহনমথ, পরি-  
জ্ঞেয়বদ্য ইত্যেতৎ হস্তিদর্শনে ইব জাত্যন্ধাঃ। যন্তেতমেবং যথোক্তাবয়বৈর্হু-  
র্নির্দিষ্ট পৃথিবীপাদ্যন্তৈঃ বিশিষ্টমেকং, প্রাদেশমাত্রং প্রাদেশৈর্হুর্মুখাদিভিঃ পৃথিবী-  
পাদ্যন্তৈঃ যীয়তে জায়তে ইতি প্রাদেশমাত্রম্; মুখাদিষু বা করণেষু অভূৎসেন  
ইতি প্রাদেশমাত্রঃ। হ্যলোকাদিপৃথিব্যন্তপ্রদেশপরিমাণো বা প্রাদেশমাত্রঃ।  
কর্ণাশ্রয়াদিশ্রুত্ব ইতি প্রাদেশাঃ হ্যলোকাদয় এব, তাবৎপরিমাণঃ প্রাদেশমাত্রঃ।  
মুখাদিষু বা করণেষু মুখাদিশ্চিবুকপ্রতিষ্ঠ ইতি প্রাদেশমাত্রং কল্পয়ন্তি, ইহ তু ন তথা  
প্রতিষ্ঠা, তত্ হ বা এতস্মাত্মন ইত্যাহ্যপসংহারাৎ। প্রত্যগাত্মতয়া অভিব্যীয়তে  
ইতি জায়তে ইত্যভিবিমানঃ, তমেতমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বান্ নরান্ নয়তি  
পূর্ণশব্দগুণা গতি, সর্বাত্মৈব ঈশ্বরো বৈশ্বানরঃ বিদ্বো নয় এব বা সর্বাত্মত্বাৎ,  
সর্বো নরৈঃ প্রত্যগাত্মতয়া প্রবিভজ্য নীয়তে ইতি বৈশ্বানরঃ। তমেবমুপাস্তে যঃ,  
সদ্যঃ পরাদী, সর্বেষু লোকেষু হ্যলোকাদিষু, সর্বেষু ভূতেষু চরাচরেষু, সর্বেষ্বাত্মনু  
পাস্তেবৈমমাত্মানমুচ্চি, তেষু হাত্মকল্পনাব্যপদেশঃ; প্রাণিনামন্নমতি, বৈশ্বানরবিৎ সর্কাত্মা  
নয়তি, ন বখা অজঃ পিণ্ডমাত্রাভিমানঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।—রাজা অশ্বপতি পূর্বোক্তভাবে বৈশ্বানর-  
দর্শনকারী প্রাচীনশাল প্রভৃতিকে প্রকৃতসর্কাত্মরূপে বৈশ্বানরবিদ্যা উপদেশ



করিবার জন্ত প্রথমতঃ তাহাদিগের মিথ্যাজ্ঞান বুঝাইতেছেন। যুলে যে 'বৈ' 'ধনু' এই দুইটি শব্দ আছে, উহাদের কোন অর্থ নাই। রাজা পূর্বোক্ত বৈদ্যব্রাহ্মণের বৈদ্যব্রাহ্মণদর্শনকারী সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়াছিলেন—এই বৈদ্যব্রাহ্মণ অগৃহ্যক হইলেও অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে পৃথক না হইলেও তোমরা একদিকে এই আত্মাকে পৃথক পদার্থের দ্বারা জানিয়া উপাসনা করায় কেবল অন্তর্ভোগ করিয়া পাইতেছ। অর্থাৎ জন্মান্ন ব্যক্তির হস্তিদর্শনের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বর্ণনায় আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করাতেই এইরূপ ফলভোগ করিতেছ; অর্থাৎ যেমন জন্মান্ন ব্যক্তিগণ হস্তিদর্শনে ভিন্নদৃষ্টি হয়, সেইরূপ তোমরাও সর্বস্বরূপ এক বৈদ্যব্রাহ্মণের আত্মাকে নানারূপে দর্শন করিতেছ, অর্থাৎ অথও আত্মাকে সীমাবদ্ধ ভোক্তৃদ্বাদিরূপে নির্দেশ করিতেছ। (ভাবার্থ এই যে—‘অন্ধের হস্তিদর্শন’ নামে একটি দ্বারা আছে, উহার অর্থ এই যে—যে ব্যক্তি জন্মান্ন, তাহাকে হস্তীর নিকট লইয়া গিয়া বলা যায়, ইহার গাত্রস্পর্শ করিয়া দেহের পরিমাণ নির্ণয় কর, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি হস্তীর শুণ্ডা, পদ প্রভৃতি এক একটি অংশ পৃথক পৃথক স্পর্শ করিয়া সেই পৃথক পৃথক অংশকেই সম্পূর্ণ হস্তী বলিয়া মনে করে, এখানেও সেইরূপ প্রাচীনশাল প্রভৃতি গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যব্রাহ্মণের আকাশকে এক একটি অংশকেই সম্পূর্ণ বৈদ্যব্রাহ্মণের বিবেচনায় উপাসনা করায় উপাসনার আশ্রয় ফলই পাইয়াছেন, সম্পূর্ণ ফল পান নাই। এই জন্তই রাজা সম্পূর্ণ উপাসনা বিধি উপদেশ দিতেছেন) কিন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ অর্থাৎ আকাশ মন্তক হইতে আশ্রয় করিয়া পৃথিবী তাঁহার পাদ, এইরূপ অবয়ববিশিষ্ট প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ আকাশ মন্তক ইত্যাদি হইতে পৃথিবী পাদপর্য্যন্ত অধ্যাত্ম প্রদেশসমূহ (অবয়বসমূহ) তাহা তাঁহাকে এক অথও অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাত হন, অথবা প্রাদেশমাত্র—এই প্রভৃতি করণ বা ভোগসাধনবিষয়ে ভোক্তরূপে জ্ঞাত হন, অথবা—দ্রালোকাদি পৃথিবীপর্য্যন্ত প্রদেশরূপ পরিমাণবিশিষ্ট প্রাদেশমাত্র, অথবা শাস্ত্রে বিশেষভাবে আদিষ্ট হয় বলিয়া প্রাদেশ শব্দে (প্র + আদেশ) দ্রালোকাদি স্থানসমূহ, তদন্তরূপ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া প্রাদেশমাত্র। বেদের কোন কোন শাখায় মন্তক হইতে চিত্র (যুগের নিম্নভাগ বা খুঁতনি) পর্য্যন্ত স্থানকে প্রাদেশমাত্র বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু এখানে সেক্ষেপ অর্থ উপনিষৎকারের অভিপ্রেত নহে, কারণ, পরে ‘তস্ত হ বা এতস্ত আত্মনঃ’ অর্থাৎ “সেই এই আত্মার” ইত্যাদিরূপে উপসংহার করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ‘প্রাদেশমাত্র’ শব্দে দ্রালোকরূপ মন্তকাদিবিশিষ্ট আত্মা অভিপ্রেত না হইলে কখনই উপসংহারে ‘আত্মা’ এই শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। যাহা প্রত্যগাত্মারূপে বিশেষভাবে মিত হয় অর্থাৎ ‘অহং’ বা ‘আমি’



[অষ্টাদশঃ পঃ]

বিশ্ব বিজ্ঞাত হয়, তাহাই অভিবিমান। সেই এই বৈশ্বানর আত্মাকে—সমস্ত  
 নরকে পুণ্য ও পাপাহুযায়ী গতি প্রাপ্ত করান বলিয়া তাঁহাকে বৈশ্বানর বলা হয়,  
 নরক ইনি সকলের আত্মা জৈশ্বর বলিয়া বৈশ্বানর, অথবা তিনি সকলের আত্মা  
 বলিয়া বিশ্বনর অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্য বা প্রাণিস্বরূপ, অথবা সমস্ত প্রাণিকর্তৃক  
 প্রসন্ন্যাত্মা বা জীবাশ্মরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করিয়া নীত হন বলিয়াও বৈশ্বানর  
 নামে অভিহিত হন। যে ব্যক্তি সেই এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে উপাসনা  
 করে, পূর্বোক্ত স্বর্গরূপ মন্তকাদি প্রদেশে বা স্বর্গলোকরূপ মন্তক হইতে পৃথিবী-  
 রূপ পর্যন্ত অবয়বসম্পন্ন এক ব্রহ্মকে প্রাদেশমাত্র ও অভিবিমান বৈশ্বানর মনে  
 করিয়া উপাসনা করেন, তিনি ছালোকাদি সর্বলোকে, চরাচরাশ্রয় সমস্ত ভূতে,  
 এবং শরীর ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ সমস্ত আত্মাতে অবস্থিত হইয়া প্রাণিদন্মূহের  
 সমস্ত ভক্ষণ করেন এবং এ জন্ত ‘অন্নাদী’ অর্থাৎ ‘ভোক্তা’ বলিয়া কথিত হন।  
 শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বাস্তবিকপক্ষে আত্মা না হইলেও আত্মসংস্পৃষ্ট বলিয়া  
 অবধারণ করনা করা হইয়াছে। এই বৈশ্বানরতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সকলের  
 অবধারণ হইয়া সমস্ত প্রাণীর অন্ন ভোজন করেন; কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন  
 শিশুপ্রাণীভিন্নাণী অর্থাৎ জড়পিণ্ড এই দেহকেই আত্মা মনে করিয়া ভোজন করে,  
 ভক্ষণ করেন না। সরলার্থ এই যে—প্রাদেশমাত্র অর্থে পূর্বোক্ত আধিদৈবিক  
 নরক দ্বারা জীবাশ্ম যিনি পরমাত্মা হইতে অভেদরূপে অনুমিত হন, অথবা  
 পৃথিবী ইন্দ্রিয়ে যিনি ভোগকর্তৃ-সাক্ষিরূপে জ্ঞাত হন বা পূর্বোক্ত স্বর্গলোক হইতে  
 পৃথিবী পর্যন্ত স্থানের দ্বারা যিনি পরিমিত, কিংবা প্রকৃষ্টরূপে শাস্ত্র দ্বারা অভিহিত,  
 পূর্বলোকাদি বাহ্য স্বরূপনির্দেশক, তিনিই প্রাদেশমাত্র নামে অভিহিত।  
 প্রাদেশের আবলশ্রুতি অনুসারে মন্তক হইতে অধরতলদেশ পর্যন্ত প্রাদেশপ্রমাণ  
 পুণ্যভিহিত বৈশ্বানর প্রাদেশমাত্রবাচ্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছেন, কিন্তু তাহা সজ্ঞত  
 নয়, যেহেতু, ইহার পরবর্ত্তী শ্রুতিতে সর্বশরীরকেই বিশ্বরূপের আধার বলা  
 হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার বিরোধ হইবে। অভিবিমান অর্থে জীবাশ্মরূপে  
 বিশ্বরূপপ্রত্যয়ের গোচর। বৈশ্বানর অর্থে যিনি সমস্ত জীবকে পুণ্য ও পাপাহু-  
 য়ী গতি লাভ করান, সেই সর্বাশ্মরূপ জৈশ্বর বৈশ্বানরপদবাচ্য। অথবা বিশ্বনর  
 অর্থে যিনি সমস্ত আত্মাস্বরূপ কিংবা সমস্ত প্রাণী বাহ্যকে জীবাশ্মরূপে পৃথক্ পৃথক্  
 করিয়া নইয়াছে, তিনিই বৈশ্বানর। অজ্ঞ ব্যক্তির যেমন কেবল শরীরভিন্নাণী  
 পৃথিবী সেই শরীরেই অন্ন ভোগ করে, পূর্বোক্ত বৈশ্বানরবিৎ পণ্ডিতগণ সেরূপ  
 নয়, তাঁহারা সর্বাশ্ম, সর্বধামে, সর্ববিশ্বে ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া  
 যেন। ১।



তত্ত্ব হ বা। এতস্তাত্মনো বৈশ্বানরস্ত মুর্দ্ধৈব স্ততেজাঃ, চক্ষুর্বিষ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মীত্মা, সন্দেহো বহুলঃ, বস্তিরেব রয়ি, পৃথিব্যেব পাদৌ, উর এব বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ, মনোহবাহার্যাপচনঃ, আশ্বমাহবনীয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্ত অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তকই স্ততেজা, চক্ষুই বিষ্ণু আদিত্য, প্রাণই পৃথগ্বর্ত্মীত্মা, সন্দেহ অর্থাৎ দেহমধ্যভাগই বহুল অর্থাৎ আকাশ, বস্তিই রয়ি অর্থাৎ জল, পৃথিবীই পাদদ্বয়, বক্ষঃস্থলই বেদি, লোমসমূহই বর্হি অর্থাৎ কুশ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি, মনই অমাহার্যাপচন অগ্নি অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি, আর মুখ আহবনীয় অগ্নি ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—কস্মাদেবম্ ? যস্মাৎ তত্ত্ব হ বৈ প্রকৃতশ্রুতবৈশ্বানর বৈশ্বানরস্ত মুর্দ্ধৈব স্ততেজাঃ, চক্ষুর্বিষ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মীত্মা, সন্দেহো বহুলঃ, বস্তিরেব রয়ি, পৃথিব্যেব পাদৌ । অথ বা বিধ্যর্থমেতদ্বচনম্, এবম্ উপাস্ত ইতি । অথেষাং বৈশ্বানরবিদো ভোজনেহগ্নিহোজ্ঞং সম্পিপাদয়িষ্মাহ, এতস্ত বৈশ্বানরস্ত ভোক্তৃণ এ বেদিরাকারসামান্যত্বাৎ । লোমানি বর্হির্কৈত্মামিবোরসি লোমাত্মান্তীর্ণানি দৃশ্যন্তে । হৃদয়ং গার্হপত্য ইব হৃদয়াদ্ধি মনঃ প্রণীতমিবানন্তরীভবতি ; অতোহবাহার্যাপচনোহগ্নির্হি । আশ্বং মুখমাহবনীয়ঃ, আহবনীয়ঃ হুয়তেহগ্নিন্ অন্নমিতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টাদশখণ্ডভাষ্যম্ । ১৮ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কি প্রকারে এরূপ হইতে পারে ! অর্থাৎ কিরূপে পূর্বোক্ত বৈশ্বানর-উপাসক এক ব্যক্তি সর্বাঙ্গের সর্বদেশে ভোক্তা বস্ত্র ভোগ করিবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যে হেতু প্রস্তাবিত এই বৈশ্বানর আত্মার স্ততেজা মস্তক-স্বরূপই, বিষ্ণুরূপ অর্থাৎ আদিত্য চক্ষুঃস্বরূপ, পৃথগ্বর্ত্মীত্মা অর্থাৎ বায়ু প্রাণস্বরূপ, বহুল অর্থাৎ আকাশ সন্দেহ অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগস্বরূপ, রয়ি অর্থাৎ জল বস্তিস্বরূপই, পৃথিবীই পাদদ্বয়স্বরূপ । অথবা এই বাক্যটি বিচার্যক, অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে, এইরূপ বিধান করিতেছেন । সম্ভ্রুতি বৈশ্বানর আত্মাবিশয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ভোজনকালে অগ্নিহোজ্ঞ যাগ সম্পাদনের ইচ্ছায় বলিতেছেন, এই বৈশ্বানররূপ ভোক্তার বক্ষঃস্থলই বেদিস্বরূপ, কারণ, উভয়েরই আকারগত সাদৃশ্য আছে । লোমসমূহই বর্হিঃ অর্থাৎ



কুশসমূহরূপ, কারণ, বেদোতে যেমন কুশসমূহ আভূত থাকে, সেইরূপ বক্ষঃস্থলেও লোমসমূহ আভূত আছে দেখা যায়। হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ, কারণ, যখন হৃদয় হইতে প্রণীত অর্থাৎ উদ্ভূত হইয়া তাহার কার্যস্বরূপে প্রকাশিত হইতেছে, আর এই জগুই মনই অম্বাহার্য্যপচন অগ্নিস্বরূপ। আর মুখই আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ, কারণ, আহবনীয় অর্থাৎ ইহাতে অন্ন আহৃত হয়, এই জগুই মুখই আহবনীয় অগ্নিসদৃশ। ভাবার্থ এই যে—বৈশ্বানরাআকে এই ভাবে উপাসনা করিবে যে, তাঁহার মস্তক স্বর্গলোক, চক্ষু: আদিত্য, প্রাণ বিশ্বের বায়ু, আত্মা (শরীর) বিশ্বব্যাপী আকাশ, মূত্রাশয় জল, চরণ ভূতল, স্তন্যত্রাণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী এই চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে। এই প্রধান বিদ্যার উপদেশ দিয়া এক্ষণে তাহার উপায় দেখাইবার জন্ত ভোগে অগ্নিহোত্র হোম সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় শরীরে তাহার অঙ্গ বেদি প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছেন। তেজস্কর্ত্তা এই বৈশ্বানর-আত্মরূপ অগ্নির বেদি বক্ষঃস্থল; যে হেতু, অগ্নি বেদিতে স্থিষ্টান করেন, এবং জীবাআ বক্ষোদেশে অধিষ্ঠান করিয়া ভোগ করেন; অতএব উভয়ের সাম্য আছে। যেমন বেদিতে কুশ আস্তীর্ণ হয়, ঐরূপ বক্ষঃস্থলেও বহির্ভাগে লোম আস্তীর্ণ দেখা যায়; অতএব লোমই কুশ। হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি, মন: অম্বাহার্য্য-পচন নামক অগ্নি, যে হেতু, গার্হপত্য অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া তাহা সংস্কৃত করত স্থাপন করা হয়। এইরূপ হৃদয় হইতে মন সংস্কার করা হয়, অতএব হৃদয় গার্হপত্য্যগ্নি, মন অম্বাহার্য্যপচনাগ্নি, মুখ আহবনীয় অগ্নি, যে হেতু, বাহাতে দেবোদ্দেশে হবি আহৃত হয়, উহাই আহবনীয় অগ্নি, এইরূপ মুখে অন্নাদি প্রক্ষিপ্ত হয়, উহা আত্মা ভোগ করে ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে অষ্টাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে একোনবিংশঃ খণ্ডঃ

তৎ যন্তুক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ, তদ্ধোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতি  
জুহুয়াং, তাং জুহুয়াং “প্রাণায় স্বাহা” ইতি, প্রাণন্তৃপ্যতি । ১।

**অনুবাদ।**—এইরূপ নিশ্চিত হওয়ার পর অর্থাৎ নিজের বক্ষঃস্থলকে বো  
ইত্যাদিরূপে করণা করিবে ইত্যাদি স্থির হওয়ার পর আহারকালে যে অন্ন প্রথ  
আগমন করে, অর্থাৎ অন্নের যে প্রথম গ্রাস, তাহাই হোমীয় অর্থাৎ হোমের উপ-  
যোগী। সেই ভোক্তা যে প্রথম আহুতির দ্বারা হোম করিবে, তাহা ‘প্রাণায়  
স্বাহা’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে, তাহাতে প্রাণ তৃপ্তিলাভ করে। ১।

**শাক্তভাষ্যম্।**—তত্রৈব সতি যন্তুক্তং প্রথমং ভোজনকালে আক্ষে  
ভোজনার্থ, তৎ হোমীয়ং তদ্ধোতব্যম্, অগ্নিহোত্রসম্পাদনস্ত বিবক্ষিতব্যং, নারিহোত্রাদি  
কর্তব্যতাপ্রাপ্তিঃ ইহ, স ভোক্তা যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াং, তাং কথং জুহুয়াতি—  
প্রাণায় স্বাহেত্যনেন মন্ত্রেণ, আহুতিশব্দাদবদানপ্রমাণমন্ময় প্রকির্পেদিত্যর্থ, তে  
প্রাণন্তৃপ্যতি । ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সে বিষয়ে এইরূপ স্থিরই যখন হইল,  
অর্থাৎ বৈখানরাভিজ্ঞের বক্ষঃস্থলই যখন অগ্নিহোত্রের বেদী প্রভৃতি রূপে করিত  
হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভোজনের সময়ে যে অন্ন প্রথমেই ভোজনের নিদিষ্ট  
আগত হয়, (অর্থাৎ অন্নের প্রথম গ্রাস) সেই অন্নই হোমীয় অর্থাৎ হোমের উপযোগী  
অর্থাৎ তাহা দ্বারাই প্রথম আহুতি প্রদান করিবে। এখানে অগ্নিহোত্রের  
সম্পাদনমাত্রই অথবা তাদৃশ চিন্তা করাই একমাত্র অভিপ্রায়, এ দ্রব্য বাস্তবিক  
অগ্নিহোত্রের অঙ্গস্বরূপ যে সমস্ত ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ অনুষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট আছে  
তাহা এখানে অনাবশ্যক। বৈখানর আশ্রয়বিষয়ে অভিজ্ঞ ভোক্তা প্রথমে যে আহুতি  
প্রদান করিবেন, তাহা কিরূপ ভাবে করিবেন? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতে  
ছেন, ‘প্রাণায় স্বাহা’ এই মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবেন। এখানে আহুতি  
শব্দের উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যে পরিমাণ অন্ন আহুতি দিবার  
বিধি আছে, সেই পরিমাণ অন্নই আহুতি দিবে। তাহাতে প্রাণ তৃপ্তিলাভ করে।  
(এখানে জ্ঞাতব্য এই যে—পূর্বে বৈখানরবিজ্ঞাভিজ্ঞের বক্ষঃস্থলকে বেদিরূপে  
করণা করিয়া অগ্নিহোত্র সম্পাদনের বিষয় বলা হইয়াছে, সম্প্রতি কিরূপে  
অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিবে, তাহা বলা আবশ্যক বিবেচনার তাহারই



ব্রহ্মা করা হইয়াছে। ঐ উপাসকের দৈনিক আহাৰ্য্য অন্নকেই আহুতি-  
রূপ করিয়া ক্রতি ঐরূপ উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক অগ্নিহোত্রে  
আরও অনেকরূপ অঙ্গের ব্যবস্থা আছে, এখানে সে সমস্ত নিম্নয়োজন বলিয়া  
পরিভুক্ত হইয়াছে। আরও একটি জ্ঞাতব্য এই যে, ভাষ্যের মধ্যে যে ‘কথম্?’  
এই শব্দটি আছে, ইহার দ্বারা তিনটি বিষয় জিজ্ঞাস্য হইয়াছিল, প্রথম হোমের  
কি? হোমের দ্রব্য কি? ও হোমের ফল কি? তাহার উত্তর যথাক্রমেই  
দেওয়া হইয়াছে। যন্ত্র—প্রাণায় স্বাহা, হোমের দ্রব্য—আহাৰ্য্য অন্ন, ফল—প্রাণের  
তৃপ্তি। দেবতাদিগের উদ্দেশে যে ‘স্বাহা’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদত্ত  
হয়, ঐ স্বাহা শব্দের সাধারণ অর্থ তৃপ্তি) ॥ ১ ॥

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি, চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যতি,  
আদিত্যে তৃপ্যতি ত্র্যোস্তৃপ্যতি, দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ ত্র্যোশ্চ  
আদিত্যশ্চাধিতীৰ্ত্ততস্তৎ তৃপ্যতি, তস্মানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া  
পশুভিরম্মাণেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য একোনবিংশঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ।—প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্তি লাভ করে, চক্ষু তৃপ্তি লাভ  
করিলে আদিত্য অর্থাৎ চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তৃপ্তি লাভ করেন। আদিত্য তৃপ্তি  
লাভ করিলে দ্ব্যলোক তৃপ্তি লাভ করে। দ্ব্যলোক তৃপ্তি লাভ করিলে আদিত্য ও  
দ্ব্যলোক যে কিছু পদার্থের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ যাহাদের পরিচালক, তাহারা তৃপ্তি লাভ  
করেন। তাহার তৃপ্তি অনুসারে ভোক্তা স্বয়ংও প্রজা অর্থাৎ সন্তান, পশু, অন্নাত্ত,  
বৈদিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চস অর্থাৎ স্বাধ্যায়জনিত মানসিক তেজের দ্বারা তৃপ্তি লাভ  
করেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে একোনবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

শাকরভাষ্যম্।—প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি, চক্ষুষি আদিত্যো  
সৌর্য্যোহ্যদি তৃপ্যতি, যচ্চাত্র্যোশ্চাদিত্যশ্চ স্বামিহোনাধিতীৰ্ত্ততঃ, তচ্চ তৃপ্যতি, তস্মাৎ  
তৃপ্তিঃ ব্রহ্ম তৃপ্তানুতৃপ্যতি, এবং প্রত্যক্ষম্। কিঞ্চ প্রজাদিভিঃ। তেজঃ শরীরহা  
পশুভিরম্মাণেন প্রাগলভ্যং বা, ব্রহ্মবর্চসং বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজঃ ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে একোনবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষুঃ তৃপ্তি লাভ করে।



চক্ষুঃ তৃপ্ত হইলে আদিত্য ও আদিত্য তৃপ্ত হইলে দ্যলোক তৃপ্তি লাভ করে। আদিত্য ও আদিত্য অতঃ পরে যে সমস্ত পদার্থে স্বামিরূপে অর্থাৎ তাহাদের প্রভু বা পরিচালকরূপে অধিষ্ঠান করেন, তাহারাও তৃপ্তিলাভ করে। তাহাদের তৃপ্তি অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং ভোক্তাও তৃপ্তি লাভ করেন, ইহা প্রত্যক্ষ। কেবল স্বয়ংই যে তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা নহে, প্রজা, পুত্র, অনাত্ম, তেজ অর্থাৎ শারীরিক দীপ্তি বা উজ্জলতা অথবা প্রগল্ভতা অর্থাৎ বাগ্মিতা ও ব্রহ্মবর্চস অর্থাৎ সদাচার এবং স্বাধ্যায়জনিত তেজের দ্বারাও তৃপ্তি লাভ করেন অর্থাৎ সম্ভান, পশু, অন্ন, শারীরিক তেজ অথবা বাগ্মিতা ও সদাচার এবং বেদাধ্যয়ন-জনিত তেজ ইহারা সকলেই পুষ্টিলাভ করে ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে একোনবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে বিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ “ব্যানায় স্বাহা”  
ইতি, ব্যানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করিবে, অর্থাৎ ভোক্তা  
দ্বিতীয় গ্রাস ভোজন করে, তাহাতে ‘ব্যানায় স্বাহা’ এই বলিয়া  
ব্রতী দিবে। ইহার দ্বারা ব্যান বায়ু তৃপ্তি লাভ করে ॥ ১ ॥

বানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি, শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমা-  
স্তৃপ্যতি, চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি, দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎকিঞ্চ  
নিশ্চ চন্দ্রমাস্চাধিতিষ্ঠন্তি তত্তৃপ্যতি, তস্মানুতৃপ্তিঃ তৃপ্যতি  
প্রজা পশুভিরম্মাৎনে তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য বিংশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—ব্যান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিলে শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। শ্রবণে-  
ন্দ্ৰিয় তৃপ্তি লাভ করিলে চন্দ্র তৃপ্তি লাভ করেন। চন্দ্র তৃপ্তি লাভ করিলে দিক্‌সমূহ  
তৃপ্ত হয়। দিক্‌সমূহ তৃপ্তি লাভ করিলে—দিক্‌সমূহ ও চন্দ্র যে সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত  
হইলেন অর্থাৎ অধিপতিরূপে তাহাদিগকে পরিচালিত করেন, তাহারাও তৃপ্তি লাভ  
করে। তাহারা তৃপ্তি লাভ করিলে সেই সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং ভোক্তাও প্রজা, পশু,  
স্বায়ং অর্থ প্রচুর অন্ন, দৈহিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চস অর্থাৎ সদাচার ও বেদাধ্যয়ন জন্ত  
করিত তেজের দ্বারা তৃপ্ত হন অর্থাৎ পুষ্টি লাভ করেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাঙ্করভাষ্যম্।—অথ যাং দ্বিতীয়াং । ১-২ ।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে বিংশখণ্ডভাষ্যম্ । ২০ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যে দ্বিতীয় আহুতি ইত্যাদির  
পূর্বের ভাষ্য ॥ ১-২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে বিংশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে একবিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াং, তাং জুহুয়াং “অপানায় স্বাহা”  
ইতি, অপানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর যে তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে অর্থাৎ জেত  
তৃতীয় গ্রাস মুখে প্রদান করিবে, তাহা “অপানায় স্বাহা” এই মন্ত্রে আহুতি দিবে।  
তাহাতে অপান বায়ু তৃপ্তিলাভ করে ॥ ১ ॥

অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিতৃপ্যতি,  
অগ্নৌ তৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি, পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাম যৎকিঞ্চ  
পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতঃ, ততৃপ্যতি, তস্মানুতৃপ্তিঃ তৃপ্যতি  
প্রজয়া পশুভিরন্নাচেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য একবিংশঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—অপান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিলে বাক্ অর্থাৎ বাগিল্লিয় তৃপ্তি  
লাভ করে। বাগিল্লিয় তৃপ্তি লাভ করিলে তাহার অধিষ্ঠাতা অগ্নি তৃপ্তি লাভ করে।  
অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্তি লাভ করে। পৃথিবী তৃপ্তি লাভ করিলে পৃথিবী ও  
অগ্নি যে সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত আছেন অর্থাৎ অধিপতিরূপে বাহাদিগকে পরিচালিত  
করেন, তাহারাও তৃপ্তি লাভ করে। তাহারা তৃপ্তি লাভ করিলে সেই সমস্ত ক্ষয়  
ভোক্তা নিজেও প্রজা, পশু, অন্নাত অর্থাৎ প্রভূত অন্ন, দৈহিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চ  
সারা তৃপ্ত হন অর্থাৎ তাহারাও পুষ্ট হওয়ায় নিজেও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। ২।

পঞ্চমপ্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যাং তৃতীয়াং । ১-২ ।

ইতি পঞ্চম প্রপাঠকে একবিংশখণ্ডভাষ্যম্ । ২১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর যে তৃতীয় আহুতি ইত্যাদি  
ব্যাখ্যা পূর্বের শ্রায় ॥ ১-২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ “সমানায় স্বাহা”  
ইতি; সমানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে চতুর্থ আহুতি দান করিবে, অর্থাৎ ভোক্তা যে  
প্রদান গ্রহণ করিবে, তাহাতে “সমানায় স্বাহা” এই মন্ত্রে আহুতি দান করিবে।  
গ্রহণ করিলে সমান বায়ু তৃপ্ত হয় ॥ ১ ॥

সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পর্জন্ত্যস্তৃপ্যতি,  
পর্জন্তে তৃপ্যতি বিদ্যাতৃপ্যতি, বিদ্যাতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ  
বিদ্বাৎ পর্জন্ত্যশ্চাধিষ্ঠিতস্ততৃপ্যতি, তন্ত্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি  
প্রজা পশুভিরম্মাতেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—সমান বায়ু তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্তি লাভ করে। মন তৃপ্তি লাভ  
করিলে পর্জন্ত অর্থাৎ মেঘ বা মেঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তৃপ্তি লাভ করেন। পর্জন্ত  
তৃপ্তি লাভ করিলে বিদ্যা তৃপ্তি লাভ করে। বিদ্যা তৃপ্ত হইলে বিদ্যা ও পর্জন্ত  
রম্য পদার্থে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহারা তৃপ্তি লাভ করে। তাহারা তৃপ্তি লাভ  
করিলে সেই সঙ্গে সঙ্গেই স্বরং ভোক্তাও প্রজা, পশু, প্রচুর অন্ন, দৈহিক তেজ  
ব্রহ্মবর্চস লাভ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাকরভাষ্যম্।—অথ যাং চতুর্থীমিতি সমানম্ । ১-২ ।

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশখণ্ডভাষ্যম্ । ২২ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর যে চতুর্থ আহুতি ইত্যাদির  
পূর্বের ভাষ্য ॥ ১-২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



পঞ্চমপ্রপাঠকে  
ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ “উদানায় বায়ু”  
ইতি ; উদানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর যে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিবে অর্থাৎ পঞ্চম প্রা-  
গ্রহণ করিবে, সেই সময়ে “উদানায় বায়ু” এই বলিয়া আহুতি দান করিয়া  
তাহাতে উদান বায়ু তৃপ্তি লাভ করে ॥ ১ ॥

উদানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি, ত্বচি তৃপ্যন্তাং বায়ুস্তৃপ্যতি,  
বায়ৌ তৃপ্যত্যাঁকাশস্তৃপ্যতি, আকাশে তৃপ্যতি যৎকিঞ্চ বায়ু-  
শ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৃপ্যতি, তস্মানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজা-  
পশুভিরন্মান্তেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—উদান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিলে ত্বক্ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ  
করে। ত্বগিন্দ্রিয় তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্তি লাভ করে। বায়ু তৃপ্ত হইলে বায়ু  
তৃপ্তি লাভ করে। আকাশ তৃপ্ত হইলে বায়ু ও আকাশ যে সমস্ত পদার্থে অধি-  
ষ্ঠিত আছে, তাহার তৃপ্তি লাভ করে। তাহার তৃপ্তি লাভ করিলে পর সেই সমস্ত  
বায়ু, ভোক্তাও প্রজা, পশু, প্রচুর অন্ন, দৈহিক তেজ ও ব্রহ্মবর্চস লাভ করি-  
তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রাহ্মণ্যম্।**—অথ যাং পঞ্চমীমিতি সমানম্ ॥ ১-২ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অনন্তর যে পঞ্চম আহুতি প্রদান  
করিবে ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায় ॥ ১-২ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্বিংশতঃ খণ্ডঃ

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথাহঙ্গারানপোহ ভস্মনি  
ব্রূহ্মাৎ, তাদৃক্ তৎ স্তাৎ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর বিজ্ঞান না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম  
করে, প্রজলিত অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি দিলে যেরূপ হয়, সেই  
ব্যক্তির অগ্নিহোত্রও সেইরূপ হয় জানিবে ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—স যঃ কশ্চিদিদং বৈশ্বানরদর্শনং যথোক্তমবিদ্বান  
অগ্নিহোত্রং প্রসিদ্ধ জুহোতি, যথা অঙ্গারান্ আহুতিযোগ্যান্ অপোহ অনাহুতিস্থানে ভস্মনি  
ব্রূহ্মাৎ, তাদৃক্ তত্তুল্যং তস্ত তদগ্নিহোত্রহবনং স্তাৎ, বৈশ্বানরবিদঃ অগ্নিহোত্রমপেক্ষ্য,  
ইতি প্রসিদ্ধাগ্নিহোত্রনিদ্রয়া বৈশ্বানরবিদোহগ্নিহোত্রং স্তুয়তে ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত এই বৈশ্বানর  
বিজ্ঞানকে না জানিয়া প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্র হোম করে, আহুতি দানের যোগ্য  
প্রজলিত অঙ্গার অর্থাৎ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া আহুতির অযোগ্য ভস্মে হোম  
করিলে যেরূপ হয়, তাহার সেই অগ্নিহোত্র হোমও ঠিক সেইরূপই হয়। বৈশ্বানর  
বিজ্ঞায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অগ্নিহোত্র অপেক্ষা প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রের নিন্দা দ্বারা  
বৈশ্বানরবিজ্ঞায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অগ্নিহোত্রের প্রশংসা করা হইতেছে অর্থাৎ  
বৈশ্বানরবিজ্ঞের অগ্নিহোত্রই সফল হয় ॥ ১ ॥

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য সর্বেষু  
লোকেষু, সর্বেষু ভূতেষু, সর্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানরবিজ্ঞানকে উক্তরূপে জানিয়া  
অগ্নিহোত্র হোম করে, সমস্ত লোকে সমস্ত প্রাণীতে ও সমস্ত আত্মাতেই তাহার  
হোম করা হয় ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অতশ্চ এতৎ বিশিষ্টমগ্নিহোত্রং, কথম্? অথ য এতদেবং  
বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য যথোক্তবৈশ্বানরবিজ্ঞানবতঃ সর্বেষু লোকেষু চাত্মসু হুতং  
ভবতি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এ কারণেও এই অগ্নিহোত্রের বৈশিষ্ট্য  
কহে। কি কারণে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পক্ষান্তরে অর্থাৎ আরও



দেখ, যে ব্যক্তি এই বৈখানর বিজ্ঞানকে উক্তরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, পূর্বোক্ত বৈখানর বিজ্ঞায় অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত লোকে, সমস্ত প্রাণিতে ও সমস্ত আত্মাতেই হোম করা হয় অর্থাৎ 'হুত' ও 'অন্নভোজন করে' এই দুইটি শব্দের অর্থ একই, অর্থাৎ পূর্বে বলা হইয়াছে—সমস্ত প্রাণীরই অন্ন ভোজন করে, এ স্থানেও সমস্ত লোকাদিতে হোম করে বলায় উভয়েরই অর্থ একইরূপ জানিবে, অর্থাৎ সে সর্বধামে ও সর্ববিশ্বে সকল ইন্দ্রিয়াদি অভিমानी আত্মাতে আত্মা ভোগ করে ॥ ২ ॥

তদযথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতঃ প্রদূয়েত, এবৎ হান্ত সর্কে  
পাপান্নাঃ প্রদূয়ন্তে, য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি এই বৈখানর বিজ্ঞানকে উক্তরূপে অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, ইষীকা অর্থাৎ শরের ছায় একপ্রকার ভূগবিশেষ, তাহার তুলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়, ঐ হোমকারী ব্যক্তিরও সমস্ত পাপই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—কিঞ্চ, তৎ যথা ইষীকাস্তূলমগ্নৌ প্রোতঃ প্রদূয়েত প্রদহেত ক্ষিপ্তম্, এবং হ হান্ত বিদ্বঃ সর্কান্নভূতস্ত সর্কান্নানামন্তুঃ সর্কে নিব-  
শিষ্টাঃ পাপান্নাঃ ধর্মাধর্মাখ্যা অনেকজন্মসঞ্চিতা ইহ চ প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেজ্ঞানসহতাবিনশ  
প্রদূয়ন্তে প্রদহেরন, বর্তমানশরীরারম্ভকপাপাবর্জা, লক্ষ্য্য প্রতি মুক্তেযুৎ প্রবৃত্তকল্যাত্ত  
ন দাহঃ। য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ভুঙক্তে । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আরও দেখ, ইষীকার তুলা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন অতি শীঘ্র ভস্ম হইয়া যায়, সকলের আশ্চর্য্য ও সর্কান্নভোক্তা এই বৈখানর বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও বহুজন্মসঞ্চিত এবং বর্তমান জন্মেও জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে ও জ্ঞানোৎপত্তির সমকালে সঞ্জাত ধর্মাধর্ম্মনামক সমস্ত পাপই নিঃশেষরূপে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু যে পাপের ফলে বর্তমান শরীর ধারণ করিতে হইয়াছে, সেই পাপমাত্রই ভস্ম হয় না, কারণ, কোন একটি বস্তুকে লক্ষ্য্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে যেমন আর ফিরান যায় না, সে সেই লক্ষ্য্যকে বিদ্ধ করে, সেইরূপ যে পাপের ফলে এই দেহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হওয়ায় তাহা আর বিনষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি এই বৈখানর বিজ্ঞানকে উক্তরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন অর্থাৎ ভোজন করেন, তাহার পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়। (ভাব এই যে—ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক,



চতুর্বিংশঃ খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৪৭৯

ভাষ্যের তিনটি বিভাগ আছে ;—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ । তাহাদের মধ্যে জন্মান্তরে যে সমস্ত ধর্ম বা অধর্ম আচরণ করে, তাহারা ফলদানের দ্বারা উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, যথাসময়ে তাহার ফলভোগ করিতেই হয়, ইহাই সঞ্চিত । আর জন্মান্তরে অশুদ্ধিত যে সমস্ত কর্মের ফল বর্তমান দেহে উপলব্ধ হইয়া পৌরীপরিচালনার ফল ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার নাম প্রারব্ধ । আর বর্তমান দেহে যে সমস্ত ধর্ম বা অধর্ম আচরণ করা যায়, তাহাদিগকেই ক্রিয়মাণ বলে । ইহাদের মধ্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মসমূহ জ্ঞানোদয়ের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম বিনষ্ট হয় না, যত দিন তাহার ফলভোগ শেষ না হয়, তত দিন তাহা বিদ্যমান থাকে, ভোগশেষ হইলে তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; যেমন কোন একটি দ্রব্য বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলে সেই শরের বেগ যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে, ততক্ষণ তাহা লক্ষ্যোদ্দেশ্যে চলিতেই থাকে, নিবৃত্ত হয় না, প্রারব্ধ কর্মের ভোগও তেমনই ভোগকাল নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না) ১৩।

তস্মাত্ত্ব হৈবংবিৎ যত্বেপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেৎ, আত্মনি হৈবাত্ত তদ্বৈশ্বানরে হতং স্মাদিতি । তদেষ শ্লোকঃ—॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—এ নিমিত্ত এই বৈশ্বানর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট দান করেন, তাহাও তাঁহার আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরেই আহুতি দেওয়া হয় । এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—॥ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—সঃ যত্বেপি চণ্ডালয় উচ্ছিষ্টানহায় উচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেৎ উচ্ছিষ্টং তৎ, প্রতিবিদ্যুচ্ছিষ্টদানং যত্বেপি কুর্য্যাৎ, আত্মনি হৈবাত্ত চণ্ডালদেহস্থে বৈশ্বানরে হতং স্মাদি, ন অধর্মনিমিত্তমিতি বিভ্রামেব স্তোতি । তদেতন্নি স্তত্যর্থো নোকো ন্যায়োপপত্ততি । ৪ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—সেই ব্যক্তি যদি উচ্ছিষ্ট দানেরও অগাধ চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট দান করেন, অর্থাৎ নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্টও যদি দান করা হয়, তাহা হইলেও তাহা তাঁহার চণ্ডালদেহে অবস্থিত বৈশ্বানর আত্মাতেই আহুত হয়, অতএব উক্ত নিষিদ্ধ আচরণেও পাপোৎপত্তি হয় না । এই কথা দ্বারা বিভ্রান্ত দৃষ্টান্ত করাই হইয়াছে বুঝিতে হইবে । সেই এই স্ততিবিষয়ে একটি শ্লোক প্রদত্ত আছে—॥ ৪ ॥



যথেষ্ট ক্ষুধিতা বালা মাতরং পশুপাসতে, এবং সর্বাণি  
ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসতে ইতি ॥ ৫ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকস্য চতুর্বিংশঃ খণ্ডঃ ।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমপ্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—এই সংসারে ক্ষুধার্ত্ত বালকগণ যেমন মাতার উপাসনা করে,  
সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে—অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাক্তব্রতভাষ্যম্ ।—যথেষ্ট লোকে ক্ষুধিতা বুদ্ধিক্রিতা বালা মাতরং পশুপাসতে  
—কদা নো মাতা অন্নং প্রযচ্ছতীতি, এবং সর্বাণি ভূতানি অন্নাদানি এবং বিদ্যেহগ্নিহোত্র  
ভোজনমুপাসতে, কদা স্বসৌ ভোজ্যতে ইতি ; জগৎ সর্বং বিদ্বভোজনেন তৃপ্তং ভবতীত্যর্থাৎ ।  
দ্বিকৃত্তিরথ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্বিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাত্ম্যস্য

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিধিবরণে

পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ ।—এই জগতে ক্ষুধিত বালকগণ যে  
মাতার আরাধনা করে অর্থাৎ কখন জননী আমাদিগকে অন্ন প্রদান করিলে,  
এই আশায় তাঁহার সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ অন্নভোক্তা সমস্ত প্রাণীই এই  
বৈশ্বানর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অগ্নিহোত্ররূপ ভোজনকে উপাসনা করে যে,  
কখন ইনি ভোজন করিবেন ? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ বিদ্বান্ ব্যক্তি  
ভোজনেই সমস্ত জগৎ অর্থাৎ জগদ্বাসি-প্রাণিমাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকে । অর্থাৎ  
সমাপ্ত হইল বলিয়া “অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে” এই বাক্যটি দুইবার উক্ত  
হইয়াছে ॥ ৫ ॥

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্বিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চম প্রপাঠক সমাপ্ত ।



## ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ

### প্রথমঃ খণ্ডঃ

ও শ্বেতকেতুর্হীরুণেয় আস। তৎ হ পিতোবাচ, শ্বেত-  
কেতো! বস ব্রহ্মচর্য্যং, ন বৈ সৌম্য! অশ্মৎকুলীনোহননূচ্য  
ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—শ্বেতকেতু নামে আরুণির পুত্র ও অরুণের পৌত্র কোন  
রকি ছিলেন। পিতা আরুণি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে শ্বেতকেতো! ব্রহ্মচর্য্য  
দলন কর। হে সৌম্য! অর্থাৎ প্রিয়দর্শন! আমাদের বংশে সমুদ্ভূত কোন  
রকিই বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর আয় হয় নাই ॥ ১ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ড-ভাষ্য।—ও শ্বেতকেতুঃ হ আরুণেয় আস ইত্যাদ্যাধ্যায়সম্বন্ধঃ। “সর্ব্ব-  
মিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্” ইত্যুক্তং, কথং তস্মাজ্জগদিদং জায়তে, তস্মিন্নেব চ লীয়তে, অনিতি চ  
যেনৈব ইত্যেতদ্ব্যবস্থাম্। অনন্তরকৈকস্মিন্ ভুক্তে বিদ্বিষি সর্ব্বং জগদ্বৃণ্ডং ভবতীত্যুক্তং,  
সর্ব্বকথং সতি আত্মনঃ সর্ব্বভূতস্থাপনপদ্ধতে, ন আত্মভেদে, কথঞ্চ তদেকত্বম্? ইতি  
সর্ব্ববিধং ব্রহ্মোপাখ্যায় আরভ্যতে। পিতাপুত্রাখ্যায়িকা বিভায়াঃ সারিষ্টত্বপ্রদর্শনার্থা। শ্বেত-  
কেতুরিতি নামতো হ ইত্যেতিহাস্যম্। আরুণেয়ঃ অরুণস্ত পৌত্র আস বভূব। তং পুত্রং হ  
যস্মিঃ পিতা যোগ্য বিভাভাজনং মহানন্তশ্রোপনয়নকালাত্যয়ঞ্চ পশুন্নুবাচ—হে শ্বেত-  
কেতো! অমরুণং গুরু কুলস্ত নো গচ্ছা বস ব্রহ্মচর্য্যম্; ন চৈতদ্যুক্তং যৎ, অশ্মৎকুলীনো হে  
সৌম্য। অননূচ্য অনধীত্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি, ব্রাহ্মণান্ বন্ধুন্ ব্যপদিশতি, ন স্বয়ং  
ব্রহ্মবন্ধু ইতি। তস্মাতঃ প্রবাসোহল্পমীয়তে পিতুঃ, যেন স্বয়ং গুণবান্ সন্  
মুখ নোপন্যেতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—‘শ্বেতকেতু নামক আরুণেয় ছিলেন’ এই  
বাক্যের সহিত পূর্ব্ব অধ্যায়ের সম্বন্ধ দেখান যাইতেছে। পূর্ব্ব বলা হইয়াছে—‘এই  
সমস্ত ব্রহ্মবন্ধুগণ, সমস্তই ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেই লীন হয় ও ব্রহ্মেই অবস্থিত’।  
সেই ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? কিরূপেই বা তাঁহাতেই  
লীন হয়? এবং কিরূপেই বা তাঁহা দ্বারাই জীবিত থাকে? ইহা বলা প্রয়োজন।  
যদি ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, “এক জন বৈদ্যনরাভিজ্ঞ ব্যক্তির  
তোমানেই সমস্ত জগৎই তৃপ্ত হয়” কিন্তু সর্ব্বপ্রাণীতেই অবস্থিত আত্মার একত্ব  
সি প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলেই একের ভোজনে সমস্ত জগতের তৃপ্তি হওয়া সম্ভব  
হইতে পারে, কিন্তু আত্মার ভেদ স্বীকার করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে না,



এরূপ ক্ষেত্রে সেই একত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? এই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে। অর্থাৎ ‘সর্বং যদিন ব্রহ্ম তজ্জলান্’ এই শ্রুতিতে যে ব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মই অবিদ্য ও ব্রহ্মই লীন হয় বলা হইয়াছে, তাহার উপপাদন ও আশ্রয় একত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তই এই ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।

ব্রহ্মবিজ্ঞার সারবত্তা প্রতিপাদনের নিমিত্ত পিতা ও পুত্রের পরস্পর আধারিত্ব অর্থাৎ গল্পবিশেষ কথিত হইতেছে—মূলের ‘হ’ এই শব্দটি ঐতিহ্য অর্থাৎ পুরাতন বা ইতিহাসার্থক, অর্থাৎ এইরূপ ইতিহাস আছে যে, আকর্ণের অর্থাৎ অকর্ণের পৌত্র ষ্ঠেতকেতু নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতা আকর্ণি পুত্র ষ্ঠেতকেতুকে বিজ্ঞাগ্রহণের উপযুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া এবং তাঁহার উপনয়নের কাল অতীত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হে ষ্ঠেতকেতু! তুমি আমাদের উপযুক্ত গুরুগৃহে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস কর। হে প্রিয়দর্শন! আমাদের বংশে উৎপন্ন কোন ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর শ্রায় হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্রহ্মবন্ধু শব্দের অর্থ—ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্ম অর্থাৎ নিজের আত্মীয় বলিয়াই পরিচয় দেয়, কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণের কোন আশ্রয় প্রতিপালন করে না। ইহা দ্বারা এইরূপ অনুমান হয় যে, ষ্ঠেতকেতুর পিতা নিজে প্রবাসে গমন করিবেন, তাহা না হইলে নিজে গৃহবান্ হইয়াও কেন পুত্রের উপনয়ন দিবেন না ॥ ১ ॥

স হ দ্বাদশবর্ষ উপৈত্য চতুর্বিংশতি বর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনুচানমানী স্তব্ধ এয়ায় ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই ষ্ঠেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুরুগৃহে গমন করিয়া চতুর্বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে স্থানে বাস করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক মহামনা অর্থাৎ গভীরস্বভাব, পণ্ডিতস্বভাব ও স্তব্ধ অর্থাৎ অবিদ্যার হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—স পিত্রোক্তঃ ষ্ঠেতকেতুঃ হ দ্বাদশবর্ষঃ সন্ উপত্যক্তো বেদান্ চতুর্বিংশতিবর্ষে বভূব, তাবৎ সর্বান্ বেদান্ চতুর্বিংশতিবর্ষে বভূব ব্রহ্ম মহামনা মহৎ গভীরঃ মনো যন্ত অসমমাত্মনামর্থেঃ স্তব্ধমানঃ মনো যন্ত সৌহার্দ্য মহামনা অনুচানমানী অনুচানম্ আত্মনঃ মন্ততে ইত্যেবংশীলো যঃ সৌহৃদ্যানমানী, স্তব্ধোহগ্রভবত্বাৎ এয়ায় গৃহম্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই ষ্ঠেতকেতু পিতাকর্তৃক ঐরূপ



প্রথমঃ ৭৩ঃ ]

অষ্টমঃ ইয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আচার্য্য অর্থাৎ গুরুসমীপে গমন করিয়া  
স্বর্গার্থনির্ব্বাণত্ববর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ার মধ্যে সমগ্র বেদচতুষ্ঠয় অধ্যয়ন করিয়া ও  
জ্ঞান অর্পণবিধিতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া মহামনা—মহৎ অর্থাৎ গম্ভীর বাহার মন,  
কর্তব্য যে ব্যক্তি অস্ত্রের সহিত নিজেকে সমান মনে করে না, উচ্চ বলিয়াই মনে  
করে তাহা, অর্থাৎ আত্মাভিমानी, অনুচানমানী—যে ব্যক্তি নিজেকে খুব অধীতী  
কর্তব্য শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও শাস্ত্রব্যাপ্যাতা মনে করে, তদ্রূপ অর্থাৎ পাণ্ডিত্যাভি-  
মানী এবং স্তব্ধ অর্থাৎ অবিনীতস্বভাব বা উদ্ধতপ্রকৃতি হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন  
করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তৎ হি পিতোবাচ, শ্বেতকেতো ! যন্নু সোম্য ! ইদং  
মহামনা অনুচানমানী স্তব্ধোহসি, উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ, যেনা-  
কৃতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ? ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—পিতা আকুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য !  
কর্তব্য শ্রিয়দর্শন ! শ্বেতকেতো ! তুমি যে এইরূপ মহামনা অর্থাৎ অতিগম্ভীরচিত্ত বা  
যাতিমানী, অনুচানমানী অর্থাৎ পাণ্ডিত্যাভিমानी ও স্তব্ধ অর্থাৎ উদ্ধতস্বভাব-  
বর্ষ হইয়াছ, ভাল, তুমি কি তোমার আচার্য্যের নিকট সেই আদেশ অর্থাৎ  
শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে যে উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে, সেই বিষয়টি  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? বাহা দ্বারা অর্থাৎ বাহা জানিলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত,  
অমত অর্থাৎ অচিন্তিত বিষয়ও মত অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত, ও অবিজ্ঞাত বিষয়ও  
বিজ্ঞাপ্রাপ্ত জ্ঞানগম্য হয় ? ৩ ॥

শাস্ত্রব্রতাস্যম্।—তমেবমুতং হ আত্মনোহননরূপশীলং স্তব্ধং মানিনং পুঞ্জ-  
ম্। পিতোবাচ সন্ধর্ষাবতারচিকীর্ষয়া, শ্বেতকেতো ! যৎ নু ইদং মহামনা অনুচানমানী  
মনসি কস্তে অতিশয়ঃ প্রাপ্ত উপাধ্যায়ঃ উত অপি তমাদেশম্—আদিশ্রুতে  
ইত্যাদিঃ কেবলশাস্ত্রাচার্য্যোপদেশগম্যমিত্যেতৎ, যেন বা পরং ব্রহ্ম আদিশ্রুতে স  
অদেবম্ ব্রহ্মাক্যঃ ? পৃষ্টবানসি আচার্য্যম্ ? তমাদেশঃ বিশিনষ্টি, যেনাদেশেন শ্রুতেন  
অদেবমপি অজ্ঞমুতং ভবতি, অমতং মতম্ অতর্কিতং তর্কিতং ভবতি, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্  
অনির্দিষ্টং নিশ্চিতং ভবতীতি । সর্ব্বানপি বেদানধীত্য সর্ব্বং চাশ্রমং বেত্তমধিগম্যাপি  
সর্ব্বম্ এন ভবতি, যাবদাশ্রমতত্ত্বং ন জানাতি ইত্যাখ্যায়িকাতোহবগম্যতে । ৩ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—পিতা আকুণি পুত্রকে এইরূপ নিজের  
মনস্বর্ণ অর্থাৎ বিপরীতস্বভাবসম্পন্ন, উদ্ধতপ্রকৃতি ও বিজ্ঞাভিমानी দেখিয়া  
পিতার উৎকর্ষ ধর্ম্মভাবকে উদ্বুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে



ধ্বংসকেতো ! তুমি যে এইরূপ আত্মাভিমানী, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীতব্রহ্ম হইয়াছ, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তুমি আচার্য্যের নিকট এমন কি উৎকৃষ্ট বস্তু শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশেই বাহ্যকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই আদেশ, কেহ দ্বারা পরব্রহ্ম আদিষ্ট বা উপদিষ্ট হন, অর্থাৎ যে রূপ উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই আদেশ, তুমি কি তোমার গুরুকে সেই আদেশ জিজ্ঞাসা করি- ছিলে ? সেই আদেশটি কিরূপ ? না, যে আদেশ শ্রবণ করিলে অপরাপর অন্য বিষয়ও শ্রুত হয়, অমত অর্থাৎ অতর্কিত অর্থাৎ মনের মধ্যে বাহ্য করনাও করা যায় নাই, সেরূপ বিষয়ও মত অর্থাৎ তর্কিত চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, বাহ্য অবিজাত অর্থাৎ অনিশ্চিত ছিল, তাহাও বিজ্ঞাত অর্থাৎ নিশ্চিত হয় ? এই আধ্যাত্মিক পাঠে এই জ্ঞানলাভ করা যায় যে, সাক্ষবেদ অধ্যয়ন করিলেও এবং অন্য বাহ্য কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা জানিতে পারিলেও যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বে জ্ঞানলাভ না করা যায়, সে পর্য্যন্ত সমস্ত জ্ঞানই বিফল জানিবে ॥ ৩ ॥

কথং নু ভগবঃ ! স আদেশো ভবতীতি ? যথা সোম্য !  
একেন যুৎপিণ্ডেন সর্বং যুগ্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্রুৎ, বাচারম্ভং  
বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে ভগবন্ ! ঐরূপ আদেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?  
পুত্রের এই কথার উত্তরে পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! যেমন একটিমাত্র  
যুৎপিণ্ড দ্বারাই অর্থাৎ যুগ্ময় পদার্থের বিষয় জানিতে পারিলেই সমস্ত দুই  
পদার্থের জ্ঞান জন্মায় যে, যুক্তিকাই সত্য, বিকার অর্থাৎ তল্লিঙ্গিত ঘট-শরাদি  
কেবল বাচারম্ভ অর্থাৎ শব্দাত্মক নামমাত্র ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তদেতদভূতং শ্রদ্ধা আহ, কথং নু এতদপ্রসিদ্ধত-  
বিজ্ঞানেনাত্মং বিজ্ঞাতং ভবতীত্যেবং মহানঃ পৃচ্ছতি, কথং নু কেন প্রকারেণ হে  
ভগবঃ ! স আদেশো ভবতীতি ? যথা স আদেশো ভবতি, তচ্ছং, হে সোম্য ! য-  
লোকে একেন যুৎপিণ্ডেন কচক-কুম্ভাদিকারণভূতেন বিজ্ঞাতেন সর্বমন্তব্যবিকারক-  
যুগ্ময়ং যুক্তিকারজাতং বিজ্ঞাতং শ্রুৎ । কথং যুৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্য্যমন্তব্যবিকার-  
শ্রুৎ ? নৈব দোষঃ, কারণেনানন্তত্বাৎ কার্য্যশ্রুৎ । যদন্তসে, অতস্মিন্ বিজ্ঞাতে অস্ত-  
জায়তে ইতি, সত্যমেবং শ্রুৎ, যদি অন্তং কারণাৎ কার্য্যং শ্রুৎ, ন ত্বেবমন্তং কার্য্য-  
কার্য্যম্ । কথং তর্হীদং লোকে “ইদং কারণম্, অয়মন্তং বিকারঃ” ইতি ? শূণ্ণং বাচারম্ভং  
বাগারম্ভং বাগালম্বনমিত্যেতৎ । কোহসৌ ? বিকারো নামধেয়ং নামৈব নামধেয়ং



প্রথম খণ্ডঃ]

দ্ব্যর্থ্যে বৈষ্ণবপ্রত্যয়ঃ। বাগালঙ্ঘনমাত্রং নার্মৈব কেবলং, ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মূর্ত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি। ৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—খেতকেতু পিতার এইরূপ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, এ আবার কি প্রকার? একটি বিষয় জানিতে পারিলে অল্প বিষয়ও যে জানিতে পারা যায়, ইহা ত কখন শুনি নাই, এরূপ অপ্রসিদ্ধ ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ মনে করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কি প্রকারে ঐরূপ আদেশ অর্থাৎ উপদেশ হইতে পারে? পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! ঐরূপ আদেশ যে ভাবে হইতে পারে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভ্রূগতে ঘট, স্থালী, শরাব ইত্যাদির কারণস্বরূপ একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিতে পারিলেই অর্থাৎ হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি মৃন্ময় দ্রব্যসমূহ কতকটা মাটির দ্বারা হইতেই প্রস্তুত হয় জানিতে পারিলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থের বিষয়ই জানা হইয়া যায় অর্থাৎ যাহার যে নামই হউক না কেন, ইহা মূর্ত্তিকা হইতেই নির্মিত, অতএব মূর্ত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, আচ্ছা, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ডকে জানিতে পারিলেই কার্য্যস্বরূপ অল্প ক্ষণে মৃন্ময় দ্রব্যের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, কেন না, কারণের সহিত কার্য্যের কোন ভেদ নাই, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ পৃথক্ পদার্থ নহে। তুমি যে মনে করিতেছ, এক বস্তুর জ্ঞান হইলে অল্প বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না, অর্থাৎ যে বস্তু ক্ষণে জ্ঞান হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না, যোবার এই বিবেচনা সত্য হইতে পারিত, যদি কারণ হইতে কার্য্য পৃথক্ পদার্থ হইত, কিন্তু তাহা নহে, অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য পৃথক্ পদার্থ নহে। আচ্ছা, তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লোকব্যবহারে “এইটি কারণ, এইটি ইহার বিকার অর্থাৎ কার্য্য” এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হয় কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এরূপ যে কেন হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর—ইহা কেবল বাচ্যরূপে অর্থবাক্যের দ্বারা আরম্ভ, অর্থাৎ বাক্য মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া প্রয়োগ হয় নাই। ইহা কি? না, ইহা বিকার, নামধেয় অর্থাৎ নামই, স্বার্থে অর্থাৎ নাম অর্থ ‘বৈষ্ণব’ প্রত্যয় হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ইহা একটা বাক্যের আলঙ্ঘন বা লঙ্ঘনমাত্র, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচয় দিবার নিমিত্ত একটা ব্যবহারিক নাম দাও, বিকার বলিয়া কোন পদার্থই নাই। বাস্তবিকপক্ষে ‘মূর্ত্তিকা’ ইহাই অর্থাৎ মূর্ত্তিকাই সত্য বস্তু, বিকার কেবল পরিচয় দিবার সুবিধার জন্য একটা নাম দাও। ভাবার্থ এই যে—পিণ্ডাকার মূর্ত্তিকা দ্বারা লোকে ঘট, শরাব



ইত্যাদি নির্মাণ করে, অতএব মৃত্তিকাই ঐ ঘট-শরাবাদের কারণ, ও ঘট-শরাবদি মৃত্তিকারই বিকার বা কার্য্য। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি একটিমাত্র মূৰ্খপিত্তের বুঝিতে পারেন এবং ইহাও যদি বুঝিতে পারেন যে, এই ঘট-শরাবদি মৃত্তিকাপিও হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মূৰ্খ পদার্থমাত্রেরই কার্য্য-কারণ ভাব জানা হইয়া যায়, অর্থাৎ তিনি ইহাই বুঝিতে পারেন যে, জগতে বস্তুকম মূৰ্খ পদার্থ আছে, সমস্তই মৃত্তিকার বিকার বা অবস্থাভেদ মাত্র, অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রণালীভেদে বিবিধ আকারবিশিষ্ট মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মূৰ্খ পদার্থের অভ্যন্তরে ও বহির্দেশে সর্বত্রই মৃত্তিকা, কেবল ঘট, শরাব, স্থানী ইত্যাদি আকার-ভেদে এক একটা নামকরণ মাত্র করা হইয়াছে। ঐ নামগুলি বাদ দিলেও উক্ত মৃত্তিকারূপ মূল দ্রব্যটি ঠিকই থাকিয়া যায়, তাহার কোন পরিবর্তন হয় না; কিম্ব মৃত্তিকাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার আর কোন চিহ্নই থাকে না; অতএব মৃত্তিকাই সত্য, কার্য্যাবস্থা বা বিকার এক একটি নামের উপর নির্ভর করে মাত্র ॥ ৪ ॥

যথা সোম্য ! একেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজাত্য  
শ্রাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! একটিমাত্র লোহমণি অর্থাৎ সূবর্ণপিত্তের জানিতে পারিলে যেমন সমস্ত লোহময় পদার্থই জানা হইয়া যায় যে, বিকার বা লোহময় পদার্থ একটি বাচারম্ভণ বা বাক্যাত্মক নাম মাত্র, লোহ এইটুকুই সত্য ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রতাস্যম্।**—যথা চ সোম্য ! একেন লোহমণিনা সূবর্ণপিত্তেন সর্বমন্তঃ বিকারজাতং কটক-মুকুট-কেয়ুরাদি বিজাত্য শ্রাৎ । বাচারম্ভণমিত্যাদি সমানম্ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হে সোম্য ! একটি লোহমণি অর্থাৎ সূবর্ণপিত্তের দ্বারা যেমন কটক ( বলয় ), মুকুট ও কেয়ুর ( অনন্ত ) প্রভৃতি আর সমস্ত বিকারসমূহকে অর্থাৎ স্বর্ণনির্মিত দ্রব্যসমূহকে জানা যায় । ‘বাচারম্ভণ’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বের শ্রাৎ ॥ ৫ ॥

যথা সোম্য ! একেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কাম্বায়সং বিজাত্য  
তৎ শ্রাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কাম্বায়সমিত্যেব সত্যম্  
এবং সোম্য ! স আদেশো ভবতীতি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! একটিমাত্র নখনিকৃন্তনকে অর্থাৎ নখচ্ছেদক অস্ত্রবিশেষকে ( নরুণ ) জানিতে পারিলেই যেমন সমস্ত কাম্বালোহময় পদার্থেরই



প্রথম: খণ্ড:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৪৮৭

জ্ঞান হইয়া যায়, সেইরূপ বিকার অর্থাৎ কৃষ্ণলৌহনির্মিত দ্রব্য বাচারম্ভণ বা  
বিকাশক মাত্র, কৃষ্ণলৌহ এইটুকুই মাত্র সত্য। হে সোম্য! আমি যে  
আদেশের কথা বলিয়াছি, সে আদেশও এইরূপই জানিবে ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—যথা সোম্য! একেন নখনিকুন্তনে নোপলক্ষিতেন কৃষ্ণায়স-  
পিণ্ডেন তর্ক্য, সর্বং কার্যায়সং কৃষ্ণায়সো বিকারজাতং বিজ্ঞাতং ত্রাৎ। সমানমন্ত্ৰং।  
অনেকদৃষ্টান্তোপাদানং দাষ্টান্তিকানেকভেদানুগমার্থং, দৃঢ়প্রতীত্যর্থক এবং সোম্য! স  
দ্রব্যাণো যো ময়োক্তো ভবতি। ইত্যুক্তবতি পিতরি আহেতঃ—॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হে সোম্য! একটিমাত্র নখনিকুন্তনকে  
(নরখ) অর্থাৎ তাহার কারণস্বরূপ কৃষ্ণলৌহপিণ্ডকে (ইম্পাতকে) জানিতে  
পারিবেই যেমন সমস্ত কৃষ্ণলৌহনির্মিত দ্রব্যেরই জ্ঞান হইয়া যায়। অস্ত্র অংশের  
যথা পূর্বের ত্রায়। হে সোম্য! আমি যাহার কথা বলিয়াছি, সে আদেশও  
এইরূপই জানিবে। এই বিষয়ে যে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে, তাহা  
কেবল দাষ্টান্তিকগত অনেক প্রকার ভেদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্ত ও  
এ বিষয়ে সূক্ষ্ম প্রতীতি অর্থাৎ বিশ্বাস সমুৎপাদনের নিমিত্তই জানিবে। পিতা  
এইরূপ বলিলে পর ইতর অর্থাৎ ঋতকেতু পুনরায় বলিয়াছিলেন—॥ ৬ ॥

ন বৈ নূনং ভগবন্তঃ! তে এতদবেদিষুঃ, যদ্ব্যেতদবেদিষ্যন্  
কথং মে নাবক্ষ্যমিতি? ভগবাত্তস্লেব মে তৎ ব্রবীত্বিতি। তথা  
সোম্য! ইতি হোবাচ ॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত প্রথমঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—ঋতকেতু বলিয়াছিলেন, পূজনীয় সেই অধ্যাপক মহাশয়  
কিই এ বিষয়ে কিছু জানেন না, যদি ইহা তাঁহার জানা থাকিত, তাহা হইলে  
তিনি আমাকে বলিবেন না? যাহা হউক, পূজনীয় আপনিই আমাকে এই  
বিষয় উপদেশ দান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—ন বৈ নূনং ভগবন্তঃ পূজ্যবস্তো গুরবো মম যে, তে  
অন্যন বহুভূত বস্ত নাবেদিষুর্ন বিজ্ঞাতবস্তো নূনম্। যৎ হি যদি অবদিষ্যন্ বিদিতবস্ত  
কথং মে গুণবতে ভক্ত্যায়ুগতায় ন অবক্ষ্যন্? নোক্তবস্তঃ? তেনাহং মন্তে, ন  
বিদিত ইতি। অবচ্যামপি গুরোর্ব্যগ্ভাবমবাদীৎ পুনর্গুরুকুলং প্রতি প্রেষণভয়াৎ।



অতো ভগবান্বেষ মে মহং তদ্বস্ত, যেন সর্বজ্ঞঃ জ্ঞাতেন মে ত্রাৎ, তদ্ববীহু বধ্য, ইত্যুক্তঃ পিতোবাচ, তথাহস্ত সোম্য ! ইতি ॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আমার যিনি পূজ্যপাদ গুরু, আপনি ষাঁহার কথা বলিগেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁহারা বিদিত নহেন। যদি তাঁহারা এ বিষয় বিদিত থাকিতেন, তাহা হইলে গুণবান্ ভক্ত ও অনুগত আমাকে কেন তাহা বলিবেন না ? এই জন্তই বিবেচনা হয় যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিলে না। পিতা পাছে তাঁহাকে পুনরায় গুরুকূলে পাঠাইয়া দেন, এই ভয়ে ষেতক অব্যাচ্য হইলেও গুরুর শ্রুগ্ভাব বা অর্থাৎ ন্যূনতাস্থচক বাক্য বলিয়াছিলেন। অতএব পূজ্যপাদ আপনিই আমাকে সেই বস্তুটি কি, তাহা বলুন, যাহা জানি আমার সর্বজ্ঞতা হইতে পারে, তাহা বলুন। ষেতকেতু এইরূপ বলিলে পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

সদেব সোম্য ! ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদ্বৈকে  
বাহুঃ, অসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং, তস্মাদসতঃ  
সজ্জায়ত ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে সোম্য ! নাম-রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত এই জগৎ উৎপত্তির  
পূর্বে একমাত্র ও অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল । এ বিষয়ে অপর কেহ কেহ বলেন  
যে, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় অসৎ পদার্থই ছিল, সেই অসৎ  
ইজের সংস্বরূপ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মসম্য ।**—সদেব সদিতি অস্তিতামাত্রং বস্তু স্বস্মাৎ নির্কিশেষঃ  
সর্বত্র একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানং, যদবগম্যতে সর্ববেদান্তেষ্টাঃ । এবশব্দোহব-  
য়বার্থঃ । কিন্তুদবদ্বিত্যে ? ইত্যাং, ইদং জগৎ, নাম-রূপ-ক্রিয়াবহিকৃতমুপলভ্যতে  
ন, স সদেবাসীং ইতি আসীচ্ছব্দেন সম্বধ্যতে । কদা সদেবেদমাসীদिति ? উচ্যতে,  
অগ্ররূপতঃ প্রাপ্তংপত্তেঃ । কিং নেদানীমিদং সং, যেন অগ্রে আসীদिति বিশেষ্যতে ?  
ন, কথং তর্হি বিশেষণম্ ? ইদানীমপীদং সদেব, কিন্তু নাম-রূপবিশেষণবদিদং-শব্দবুদ্ধি-  
সম্মতং, ইতি ইদং ভবতি । প্রাপ্তংপত্তেষ্ট অগ্রে কেবলসচ্ছব্দ-বুদ্ধিমাাত্রগম্যমেবেতি  
“সদেবমগ্র আসীৎ” ইত্যবধারণ্যতে । ন হি প্রাপ্তংপত্তের্নামবৎ রূপবদেদমিতি  
ইদং শকাং বস্তু সমুপকালে ইব । যথা সমুপস্থিতঃ সম্ব্রামাত্রমবগচ্ছতি,  
সমুপ সন্নিভমেব কেবলং বস্তুতি, তথা প্রাপ্তংপত্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ । যথেষ্টমুচ্যতে  
সদেব, পূর্বাং যটাদিসিস্থফুণা কুলালেণ মৃৎপিণ্ডং প্রসারিতমুপলভ্য গ্রামান্তরং গতা  
যটাদিতোহপরাং তত্রৈব যটশরারাত্তনেকভেদভিন্নং কার্যমুপলভ্য যদেবেদং যটশরারাদি  
সদেব পূর্বাং আসীদिति, তথেষ্টাপুচ্যতে, “সদেবেদমগ্র আসীৎ” ইতি । একমেবেতি ।  
সদেবপত্তিমন্তং নাস্তীত্যেকমেবেত্যুচ্যতে । অদ্বিতীয়মিতি মৃদ্যতিরেকেণ, যদো যথা  
সদেবাত্মকারণে পরিণময়িত্বকুলালাদিনিমিত্তকারণং দৃষ্টং, তথা সম্ব্যতিরেকেণ সতঃ সহকারি  
সং দ্বিতীয় বস্তুস্তরং প্রাপ্তং প্রতিবিধ্যতে, অদ্বিতীয়মিতি, নাস্ত দ্বিতীয় বস্তুস্তরং  
ইতি ইত্যদ্বিতীয়ম্ । নহু বৈশেষিকপক্ষেহপি সংসামানাদিকরণ্য সর্বস্তোপপত্ততে,  
সদেবাসীং সচ্ছব্দবুদ্ধ্যবুত্তেঃ, “সং দ্রব্যং, সন্ গুণঃ, সং কশ্ম” ইত্যাদিदर्शनाৎ ? সত্যমেবং  
সদানীং, প্রাপ্তংপত্তেষ্ট নৈব ইদং কার্যং সদেবাসীং ইত্যভ্যুপগম্যতে বৈশেষিকৈঃ,  
সদেবপত্তেঃ কার্যাস্তাসম্বাদ্যুপগমাৎ । ন চৈকমেব সদদ্বিতীয়ং প্রাপ্তংপত্তেরিচ্ছন্তি,  
সদেবপত্তেঃ কার্যাস্তাসম্বাদ্যুপগমাৎ । সত্যমেবং সদদ্বিতীয়ং প্রাপ্তংপত্তেরিচ্ছন্তি, তৎ



তত্র হ এতন্নিহ্ন প্রাপ্তপত্তের্বস্তনিক্রপণে একে বৈনাশিকা আহবন্ত নিবৃত্তি  
 অসং সদভাবমাত্র প্রাপ্তপত্তেরিৎ জগদেকমেবাগ্রে অধিতীয়মাসীদিতি । সদভাবমাত্র  
 প্রাপ্তপত্তেস্তৎ কল্পয়ন্তি বৌদ্ধাঃ, ন তু সংপ্রতিদ্বন্দ্বি বস্ত্তরমিচ্ছন্তি, বধা, সত্যমি  
 গৃহমাণং যথাভূতং তদ্বিপরীতং তৎ ভবতীতি নৈয়ায়িকাঃ । নহু সদভাবমাত্র প্রাপ্ত  
 পত্তেচ্চদভিপ্রেতং বৈনাশিকৈঃ, কথং প্রাপ্তপত্তেঃ ইদমাসীৎ অসদেকমেবাধিতীয়মিতি ক  
 সৎকঃ সজ্ঞাসম্বন্ধোহধিতীয়ং চোচ্যতে তৈঃ ? বাচুঃ ; ন যুক্তং তেবাং ভাবনা  
 মাত্রমভ্যুপগচ্ছতাম্ ; অসত্তমাত্রাভ্যুপগমোহপ্যযুক্ত এব, অভ্যুপগমন্তরভ্যুপগমপক্ষ  
 ইদানীমভ্যুপগমস্তা অভ্যুপগম্যতে, ন প্রাপ্তপত্তেরিতি চেৎ ? ন ; প্রাপ্তপত্তে নতয়া  
 প্রামাণ্যভাবাৎ প্রাপ্তপত্তেরসদেবেতি কল্পনাইহুপপত্তিঃ । নহু কথং বস্ত্তরমিচ্ছন্তি  
 অসদেকমেবাধিতীয়মিতি পদার্থ-বাক্যার্থোপপত্তিঃ ? তদহুপপত্তৌ চেৎ বাক্যার্থ-  
 প্রসজ্যেতেতি চেৎ ? নৈব দোষঃ, সৎগ্রহণনিবৃত্তিপরিহারাক্যস্ত । সন্নিহ্নত্বাৎ তান  
 সদাকৃতিবাচকঃ । একমেবাধিতীয়মিত্যেতৌ চ সচ্ছব্দেন সমানাদিকরণো, তথা ইদমাসীৎ  
 চ । তত্র নঞ্ সদ্ধাক্যে প্রযুক্তঃ সদ্ধাক্যমেবাবলম্ব্য সদ্ধাক্যার্থবিষয়াঃ বুদ্ধিঃ সদেকমেবাধি-  
 মিদমাসীদিত্যেবলক্ষণাঃ ততঃ সদ্ধাক্যার্থাৎ নিবর্তয়তি, অস্বাকৃৎ ইব অখানমসং  
 তদভিমুখবিষয়ান্নিবর্তয়তি, তৎ ; ন তু পুনঃ সদভাবমেবাভিধত্তে ; অন্তঃ পুরুষত্ব বিপরীত  
 গ্রহণনিবৃত্ত্যর্থপরমিদম্ অসদেবেত্যাদি বাক্যং প্রযজ্যতে । দর্শয়িত্বা হি বিপরীতগ্রহণ জর  
 নিবর্তয়িতুং শক্যতে ইত্যর্থবজ্ঞাৎ অসদাদিবাক্যস্ত শ্রোতব্যং প্রামাণ্যঞ্চ সিদ্ধমিত্যেতৎ ।  
 তস্মাদসতঃ সর্কভাবরূপাৎ সং বিজ্ঞমানমজায়ত সমুৎপন্নম্ । অভাববাহাদসঃ । ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—‘সদেব’ ‘সৎ’ এই শব্দটির অর্থ অবি-  
 মাত্র অর্থাৎ বিজ্ঞমানতা বা সত্তামাত্র, নির্বিশেষ, অবয়ববিহীন, সর্বব্যাপী, এক,  
 নিরঞ্জন অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ বস্ত্ত, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র হইতে  
 জানা যায় । ‘এব’ শব্দটির অর্থ অবধারণ বা নিশ্চয় । যাহা অবধারিত হইবে,  
 সেই বস্ত্তটি কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এই জগৎ নাম রূপ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট  
 হওয়ার, যাহা অর্থাৎ যে জগৎ বিকৃত অর্থাৎ বিকার-প্রাপ্ত বলিয়া উপলব্ধি হইবে,  
 তাহা সংই ছিল ; ‘আসীৎ’ এই ক্রিয়ার সহিত ঐ সং শব্দের অর্থ হইয়াছে ।  
 কোন্ সময়ে ইহা সং-ই ছিল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, অগ্রে অর্থাৎ জগৎ  
 উৎপত্তির পূর্বে । এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—‘অগ্রে সং ছিল’ এই যে ‘অগ্র’ শব্দটি  
 বিশেষ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝিবে যে, অগ্রে ন  
 ছিল, বর্ত্তমানে সং নাই ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা নহে । আচ্ছা, তাহা  
 যদি না হয়, তবে ওরূপ বিশেষণ দেওয়ার হেতু কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—  
 বর্ত্তমান সময়েও ইহা ‘সং’ই আছে, পরন্তু নাম ও রূপ-বিশেষণবিশিষ্ট এবং ইহা  
 অর্থাৎ ‘ইহা’ এইরূপ শব্দ ও বুদ্ধির বিষয়ও বটে, এই জন্তই ‘ইদং’ এই শব্দটি প্রয়োগ



[দ্বিতীয় পণ্ড:]

হইয়াছে। কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে কেবল 'সৎ' এই প্রকার শব্দও বুদ্ধিগম্যই ছিল, এই বস্তুই ইহা অগ্রে সৎই ছিল' বলিয়া অবধারণ করা হইয়াছে। স্মৃষ্টি অবস্থার ঐ উৎপত্তির পূর্বে কোন বস্তু—ইহা এইরূপ নাম ও রূপবিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে অর্থাৎ জানিতে পারা যায় না। স্মৃষ্টি অবস্থা অবগত হওয়ার পর সেই সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যেরূপ বস্তুর অস্তিত্বমাত্র জানিতে পারে, অর্থাৎ স্মৃষ্টিকালে কোন বস্তুর সম্ভাব্যতাই কেবল অনুভূত হয়, উৎপত্তির পূর্বেও ঠিক সেইরূপই জানিবে। লোকে—কোন ব্যক্তি পূর্বাঙ্কে গ্রামান্তর-গমনকালে কুস্তকারের গৃহে ঈশ্বরাদি প্রস্তুতের নিমিত্ত প্রসারিত অর্থাৎ রক্ষিত মৃৎপিণ্ড দর্শন করিয়া গিয়া কপাড়ে প্রত্যাগত হইয়া সেই স্থানে নানাবিধ আকারের ঘট শরাব স্থানী ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়াছে দেখিয়া যেমন বলে, পূর্বাঙ্কে এই ঘট-শরাবাদি কেবল মৃত্তিকা-রূপই ছিল, এ স্থানেও সেইরূপই বলা যায় যে 'উৎপত্তির পূর্বে ইহা কেবল সৎ-রূপই ছিল'। 'একমেব' অর্থাৎ নিজের কার্য্যভাবাপন্ন অথচ কিছুই নাই, এই বস্তুই 'একমেব' অর্থাৎ একমাত্রই বলা হইয়াছে। 'অদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ মৃত্তিকাকে ঘাঁটি অথচ আকারে পরিণত করিতে হইলে মৃত্তিকা ব্যতীতও যেমন কুস্তকার, ক্ষুদ্র, বড় ইত্যাদি নিমিত্ত-কারণসমূহ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সৎ পদার্থ ব্যতীতও কোন দ্বিতীয় বস্তু সংপদার্থের সহকারিকারণরূপে থাকার সম্ভাবনা ছিল, তাহারই প্রতিবেশ করার নিমিত্ত বলা হইতেছে—'অদ্বিতীয়ম্' ইতি অর্থাৎ ইহার নিমিত্ত-কারণস্বরূপ দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই জন্তই ইহা অদ্বিতীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আত্ম, বৈশেষিকদিগের মতে 'দ্রব্য সৎ, গুণও সৎ ও কর্ম্মও সৎ' এইরূপ উল্লেখ থাকায় দ্রব্য গুণ ইত্যাদি পদার্থে সৎ এই শব্দ ও সৎ এই বুদ্ধির অনুবৃত্তি দর্শন হেতু সৎ পদার্থেরই সংসামানাদিকরণ্য অর্থাৎ 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' এই দুইটি শব্দের মিত সংপদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব উপপন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তরে কহিতেছেন, হাঁ, ইদানীং ইহা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য-সৎ এই ভগৎ যে সংস্বরূপেই ছিল, ইহা বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন না, কারণ, ইহারা উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যের অসম্ভাবই স্বীকার করেন। আরও উৎপত্তির পূর্বে যে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না; কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, বৈশেষিকদিগের বিকল্পিত সৎ হইতে কারণস্বরূপ যে এই সংপদার্থ, ইহা সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ।

তৎ অর্থাৎ তাহাতে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বকালীন বস্তুনিরূপণ বিষয়ে—বস্তু-নিরূপণ প্রবৃত্ত বৈশাখিক অর্থাৎ বিনাশবাদী বৌদ্ধগণ এইরূপ বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে এই ভগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় অসৎ অর্থাৎ সত্যের অভাবমাত্র অর্থাৎ অসম্ভাবমাত্র



ছিল, কারণ, বৌদ্ধগণ উৎপত্তির পূর্বে সতের অভাবমাত্রকেই বস্তুতঃ বলি  
কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সতের প্রতিদ্বন্দ্বী অত্র কোন বস্তুর অর্থ্যাৎ অসং  
পদার্থের কল্পনা করেন না। নৈয়ায়িকগণ যেমন সং ও অসংক্রপ প্রতীয়মান হয়  
মধ্যে সংপদার্থকে যথাভূত অর্থ্যাৎ সত্য, আর অসংপদার্থকে তাহার বিপরীত অর্থ্যাৎ  
অযথাভূত বা মিথ্যা বলিয়া এই দুইরূপ তত্ত্ব কল্পনা করেন, বৌদ্ধগণ সে রূপ বস্তু  
করেন না, তাঁহারা অসং অর্থ্যাৎ অভাবস্বরূপ একমাত্র তত্ত্বই পরিকল্পনা করেন।  
(অভিপ্রায় এই যে—বৌদ্ধগণের মতে অসং বা অভাবই একমাত্র তত্ত্ব, সেই অসং  
হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্বে সং বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না।  
বর্তমানেও যেমন দেখা যায় যে, মৃৎপিণ্ডাদিরূপ কারণের ধ্বংসের পরও ঘটাদিরূপ  
কার্যের উৎপত্তি হয়, সৃষ্টির পূর্বেও ঠিক সেইরূপই অভাব হইতেই সৃষ্টি কার্য  
সম্পন্ন হয়। সুতরাং অসং বা অভাবই একমাত্র তত্ত্ব। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বলেন,  
সং ও অসং ভেদে পদার্থসমূহ দুই প্রকার; কারণমাত্রই সং ও কার্যমাত্রই অসং,  
সৃষ্টির পূর্বে কার্যের কোনরূপ সত্তা থাকে না, কিন্তু কারণের সত্তা থাকে।  
মৃত্তিকা প্রভৃতি সংপদার্থরূপ কারণ হইতেই অসংস্বরূপ ঘটাদি কার্য উৎপন্ন হয়।  
উৎপত্তির পূর্বে এই ঘটাদি কার্যের সত্তা না থাকিলেও পরে তাহাদের দ্বারা  
উৎপাদিত হয়; সুতরাং নৈয়ায়িকদিগের মতের সহিত বৌদ্ধমতের বর্ষে গর্হিত  
দেখা যায়। ভাষ্যকার এখানে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন) আচ্ছা, কিনাশব্দী  
বৌদ্ধদিগের যদি ইহাই অভিপ্রায় হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে কেবল সতের অর্থ্যাৎ  
অর্থ্যাৎ অসংই ছিল, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র, অমিত্য  
ও অসং ছিল, এখানে 'ছিল' এই অতীতকালের সহিত ও একত্বস্থান্য সহিত  
সম্বন্ধ ও অদ্বিতীয়ত্ব, এই কথাগুলি তাঁহারা কি করিয়া বলিতে পারেন? ইহার  
উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, এ কথা সত্য বটে, যাহারা কেবল ভাবের অভাবমাত্রকেই  
অর্থ্যাৎ অসং পদার্থকেই স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এরূপ বলা বর্ণনা  
সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, অভ্যুপগমতা অর্থ্যাৎ অসং পদার্থের স্বীকার করিলে  
এক জন ব্যক্তির সত্তা স্বীকার না করিলে যখন নিজবাক্যেরই উপপত্তি হয়, তখন  
তখন তাঁহাদের পক্ষে কেবল অসংসম্বন্ধেরই স্বীকার করাও ত অসম্ভব। বি  
বল, ইদীনীং অর্থ্যাৎ বর্তমান সময়ে এক জন স্বীকারকারী কর্তা আমরা স্বীকার  
করি, কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে তাহা স্বীকার করিতে পারি না, তাহার উত্তরে বলি  
না; কারণ, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বে সংপদার্থের অভাব অর্থ্যাৎ অসং  
সম্বন্ধে প্রমাণাভাবরূপ দোষ সম্বোধিত হয় এবং তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র  
অসংই ছিল, এরূপ কল্পনা উপপন্ন হয় না। এ স্থানে আরও একটি প্রশ্ন হইত



দ্বিতীয়: খণ্ড:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৪৯৩

পারে যে, বস্তুর আকৃতিই যদি শব্দের অর্থ হয় অর্থাৎ সেই শব্দের প্রতিপাত্ত হয়, তাহা হইলে 'এক অদ্বিতীয় অসংখ্য' এই পদের ও বাক্যের অর্থ উপপন্ন হয় কিরূপে? অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে যদি কোন বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে বস্তুর আকার থাকাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব এক অদ্বিতীয় ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থও হইতে পারে না, বাক্যার্থও সম্ভব হইতে পারে না। অতএব শব্দের ও বাক্যের অর্থ যদি অল্পপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্য অপ্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, উক্ত বাক্যের তাৎপর্যই হইতেছে, সংপদার্থের গ্রহণকে নিষেধ করা, অর্থাৎ সং বলিয়া কিছু নাই। 'সং' এই শব্দটি সাধারণতঃ সংপদার্থের আকৃতিবাচক, আর 'একমেব' ও 'অদ্বিতীয়' এই দুইটি শব্দ 'সং' শব্দের সহিত সমানাধিকরণ অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধে বিশেষণ, এবং 'ইদম্ আসীৎ' এই বাক্যাটিও সমানাধিকরণ; তাহার মধ্যে 'সং' এই পদের পূর্বে যে 'নঞ' অর্থাৎ নিষেধার্থক 'অ' এই পদটি আছে, তাহা 'সং' এই বাক্যটিকেই অবলম্বন করিয়া 'ইহা একমাত্র ও অদ্বিতীয় সংই ছিল' এইরূপ বৈশ্বাত্ম্যবিষয়ক বুদ্ধি, তাহাকে সদ্ধাক্যের সেই অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ হইতে নিবৃত্ত করাইতেছে। অস্বাকৃতি ব্যক্তি অস্বকেই অবলম্বন করিয়া সেই অস্বকে যেমন তাহার অতিযুগাত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করায়, ইহাও সেইরূপই জানিবে। কিন্তু সত্ত্ব অতাব-মাত্রকেই বলিতেছে না। অতএব এই যে 'অসদেব' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, ইহা কেবল পুরুষের বিপরীত বুদ্ধিবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার জন্তই প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ, বিপরীতগ্রহণকে অর্থাৎ বিপরীত বুঝিতেছে, ইহা দেখাইয়া দিতে পারিলেই তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, এইরূপ সার্থকতা থাকায় 'কস' ইত্যাদি বাক্যের শ্রোতৃত্ব অর্থাৎ ইহা যে শ্রুতিসম্মত, তাহা এবং ঐ বাক্যের প্রমাণও সিদ্ধ হয়; এ জন্ত ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ দোষাবহ নহে। সর্বাভাবস্বরূপ সেই অসং হইতে সং অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। মূল শ্রুতিতে 'স্বাত' এই পদটির পূর্বে যে অকারাগম হয় নাই, অর্থাৎ 'অজায়ত' এইরূপ হয় নাই, তাহা কেবল হ্রস্ব অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগের অনুরোধে ॥ ১ ॥

কুতস্ত খলু সোম্য! এবৎ স্যাৎ? ইতি হোবাচ কথমসতঃ  
নজ্ঞায়তেতি। সত্ত্বেব সোম্য! ইদমত্র আসীৎ একমেবা-  
দ্বিতীয়ম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—পিতা বলিয়াছিলেন—হে সোম্য! কোথা হইতে অর্থাৎ  
নি প্রমাণস্বারাে এরূপ হইতে পারে? অসং হইতে সং পদার্থের উৎপত্তি কি



প্রকারে হইতে পারে? হে সোম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে নিশ্চয়ই এক  
অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল, অসংস্বরূপ ছিল না ॥ ১ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—তদেতদ্বিপরীতগ্রহণং মহাবৈনাশিকপক্ষ্য দর্শয়িত্বা প্রতি-  
বেদতি, কুতস্ত প্রমাণাং খলু হে সোম্য! এবং শ্রাৎ? অসতঃ সম্ভায়েত ইত্যেব স্ম্য-  
ভবেৎ? ন কুতশ্চিৎ প্রমাণাদেবং সম্ভবতীত্যর্থঃ। যদি বীজোপমর্দে অঙ্কুরো জায়মানো  
দৃষ্টোহভাবাদেবেতি, তদপ্যভ্যুপগমবিরুদ্ধং তেষাম্। কথং? যে ভাববীজাবয়বা বীজসংস্থান-  
বিশিষ্টাঃ, তেহঙ্কুরেহপ্যভ্যুপগম্যন্তে এব, ন তেষামুপমর্দেহঙ্কুরজন্মনি। যৎপুনর্কীজাকারসম্মান-  
তবীজাবয়বব্যতিরেকেণ বস্তুভূতং ন বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যতে, যদঙ্কুরজন্মপ্ৰসূতং, ন  
তদস্তু অবয়বব্যতিরিক্তং বস্তুভূতং, তথাচ সতি অভ্যুপগমবিরোধঃ। অথ সংবৃত্ত্যা অভ্যুপগম-  
বীজসংস্থানরূপমুপসৃজতে ইতি চেৎ? কেয়ং সংবৃতির্নাম? কিমসাবভাবঃ? উত ভাবঃ? ইতি।  
যত্তাবঃ, দৃষ্টান্তাবঃ। অথ ভাবঃ, তথাহপি নাতাবাদঙ্কুরোৎপত্তিঃ, বীজাবয়বো  
হঙ্কুরোৎপত্তিঃ। অবয়বো অগুপসৃজতে ইতি চেৎ? ন, তদবয়বেষু তুল্যত্বাৎ; ন  
বৈনাশিকানাং বীজসংস্থানরূপোহবয়বো নাস্তি, তথা অবয়বো অপীতি তেষামুপগমবিরুদ্ধ-  
পত্তিঃ। বীজাবয়বানামপি সূক্ষ্মাবয়বাঃ, তদবয়বানামপ্যগ্রে সূক্ষ্মতরাবয়বাঃ, ইত্যেব এক-  
শ্রানিবৃত্তে: সর্বত্রোপমর্দাভ্যুপপত্তিঃ। সদবুদ্ধ্যভ্যুপগমে: সদ্ভাবনিবৃত্তিচেতি সদ্ধাদিনাং ন  
এব সদ্ভূতপত্তিঃ সংশ্রুতি, ন তু অসদ্ধাদিনাং দৃষ্টান্তোহস্তি অসতঃ সদ্ভূতপত্তে:। যুগপিণ্ডাসং-  
পত্তিদৃশ্রুতে সদ্ধাদিনাং, তন্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ। যত্তাবাদেব ঘট উপসং-  
ঘটার্থিনা যুগপিণ্ডো নোপাদীয়েত, অভাবশব্দ-বুদ্ধ্যভ্যুপগমিষ্ণু ঘটাদৌ প্রসম্বোত, ন তৎকর্তা  
অতো নাসতঃ সদ্ভূতপত্তিঃ। যদপ্যাহসদবুদ্ধির্ঘটবুদ্ধের্নিমিত্তমিতি যদবুদ্ধির্ঘটবুদ্ধে: কারণমু-  
ন তু পরমার্থত এব যৎ ঘটো বা অস্তীতি, তদপি যদবুদ্ধির্বিষয়মানা বিজ্ঞমানা এব ঘটবুদ্ধে  
কারণমিতি নাসতঃ সদ্ভূতপত্তিঃ। যদবুদ্ধি-ঘটবুদ্ধ্যোনিমিত্ত-নৈমিত্তিকতয়া আনন্তর্য্যমাত্, ন তু  
কার্য্য-কারণত্বমিতি চেৎ? ন, বুদ্ধীনাং নৈরন্তর্য্যে গম্যমানে বৈনাশিকানাং বহিদৃষ্টান্তাবাৎ।  
অতঃ কুতস্ত খলু সোম্য! এবং শ্রাদিতি হোবাচ, কথং কেন প্রকারেণ অসতঃ সম্ভায়েত!  
ইতি; অসতঃ সদ্ভূতপত্তৌ ন কশ্চিদপি দৃষ্টান্তপ্রকারোহস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। এবমসদ্ধাদিপক্ষমু-  
উপসংহরতি, “সম্বেব সোম্য! ইদমগ্র আদীৎ” ইতি স্বপক্ষসিদ্ধিঃ। নহু সদ্ধাদিনোহপি যৎ  
সদ্ভূতপত্তে ইতি নৈব দৃষ্টান্তোহস্তি, ঘটাদব্ধান্তরোৎপত্ত্যদর্শনাৎ? সত্যমেব ন যৎ  
সদন্তরমুৎপত্তে, কিং তর্হি? সদেব সংস্থানান্তরেণাবতিষ্ঠতে, যথা সর্পঃ কুণ্ডলী ভবতি  
যথা চ যৎ চূর্ণ-পিণ্ড-ঘট-কপালাদিপ্রভেদৈঃ। যত্তেবং সদেব সর্বপ্রকারাবস্থ, কথং প্রা-  
পত্তে: ইদমাসীদিত্যুচ্যতে? নহু ন শ্রুতং ত্বয়া, সদেবেত্যবধারণমিদং-শব্দবাচ্যত্ব কার্য্যত।  
প্রাপ্তং তর্হি প্রাপ্তপত্তেরসদেবাসীৎ, ন ইদং-শব্দবাচ্যম্, ইদানীমিদং জাতমিতি। ন, সত্ত এব  
ইদং-শব্দবুদ্ধিবিষয়তয়া অবস্থানাৎ, যথা যদেব পিণ্ড-ঘটাদিশব্দবুদ্ধিবিষয়তেনাবতিষ্ঠতে, তদ।  
নহু যথা যৎ বস্তু, এবং পিণ্ড-ঘটাত্তপি, তদ্বৎ সদবুদ্ধেববুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ কার্য্যত্ব মতজ্ঞান



বসন্তস্য কার্যজাতম্; বথা অশ্বাং গৌন', পিণ্ড-ঘটাदीनामितरेतव्यभिचारैरपि  
 दृश्यमभिचारः। वक्ष्यति घटः पिण्डं व्यभिचरति, पिण्डश्च घटः, तथापि पिण्ड-घटौ यश्च न  
 व्यभिचरतः, तन्मात्रमत्रात्र पिण्ड-घटौ। व्यभिचरति तु अश्वः गौः, अश्वो वा गाम्;  
 तन्मात्रमत्रात्र घटादयः। एवं संसंस्थानमात्रमिदं सर्वमिति युक्तं प्राङ्मुखापठेः  
 सदेव, वाचरञ्जणमात्राद्विकारसंस्थानमात्रम्। ननु निरवयवस्य सं "निष्कलं निश्चिन्तं शाश्वतं  
 निरवयवम्। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः।" इत्यादिश्रुतिभेदे।  
 निरवयवस्य सतः कथं विकारसंस्थानमुपपद्यते? नैव दोषः, रञ्ज्याद्यवयवभेदाः सर्पादि-  
 स्थावनस्य बुद्धिपरिकल्पितेभ्यः सदवयवभेदो विकारसंस्थानोपपद्यते, "वाचरञ्जणं विकारो  
 नाश्वर्यं यद्विकेतोऽव सत्यम्" एवं "सदेव सत्यम्" इति श्रुतेः। एकमेवाद्वितीयं  
 परमार्थत इह-बुद्धिकालेऽपि। २।

**संक्षिप्त-भाष্যানুবাদ।**—সেই এই বিপরীতগ্রহণস্বরূপ অর্থাৎ  
 বিপরীতবুদ্ধিবিশিষ্ট মহাবৈনাশিক অর্থাৎ বিনাশবাদী বৌদ্ধগণের মত প্রদর্শন  
 করিয়া তাহার প্রতিবেদন করিতেছেন। অসং হইতে যে সংপদার্থ উৎপন্ন হইতে  
 পারে, কোন প্রমাণানুসারে এরূপ হইতে পারে? অর্থাৎ কোন প্রমাণানুসারেই  
 ইহা সম্ভব হইতে পারে না। আর তাঁহারা যে বলেন, বীজধ্বংসে জায়মান অঙ্কুরই  
 ফল হইতে ভাবোৎপত্তির দৃষ্টান্ত, ইহাও তাঁহাদের অভ্যুপগম অর্থাৎ সিদ্ধান্তের  
 নহি। কারণে যে বিরুদ্ধ হয়, তাহাও দেখান যাইতেছে—যে সমস্ত বীজের  
 দ্বারা বীজের সংস্থানবিশিষ্ট অর্থাৎ আকৃতিবিশিষ্ট, তাহারা অঙ্কুরাবস্থাতেও  
 অঙ্কুরিত করিয়াই থাকে, অতএব অঙ্কুর উৎপত্তিকালে সে সমস্ত বীজাবয়বের  
 উৎপত্তি অর্থাৎ ধ্বংস হয় না। (এই বাক্যের ভাবার্থ এই যে—বৌদ্ধদিগের অভিমত  
 এই যে, কারণের বিনাশ হইলে তবে কার্যের উৎপত্তি হয়, ইহাই সচরাচর  
 দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্তও তাঁহারা দেখান, প্রথমে বীজটি নষ্ট হয়, পরে  
 অঙ্কুরবীজটি অঙ্কুরস্বরূপ কার্য উৎপন্ন হয়। বীজ অক্ষত অবস্থায় থাকিতে তাহা  
 হইতে অঙ্কুর উৎপত্তি হওয়া কখনই দেখা যায় না, এবং হয়ও না। ইহা দ্বারা  
 প্রমাণিত হয় যে, অসং হইতেই সতের উৎপত্তি হয়। এই জগতেরও কোন  
 পদার্থই উৎপত্তির কারণ নহে, অসং পদার্থই কারণ; ইহা হইতেই তাঁহারা বলেন  
 'সতঃ সং জায়তে') আর যে বীজাকারসংস্থান অর্থাৎ বীজের দ্বারা আকৃতি-  
 বিশিষ্টতা, তাহাও বীজাবয়ববাত্মক বস্তুভূত কোন পদার্থ বলিয়া বৈনাশিক  
 বোধেণ স্বীকার করেন না, বাহা অঙ্কুর উৎপত্তিতে উপস্থিত অর্থাৎ বিনষ্ট বা  
 নষ্ট হইতে পারে। আর যদি বল, তাহা ত অবয়ববাত্মক বস্তুভূত আছেই, তাহা  
 ইহাও তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়। আর যদি বল, বীজসংস্থানের



যে উপমর্দ অর্থাৎ ধ্বংস স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা সংযুক্তিবশতঃ অর্থব্যবহারিক হিসাবে। আচ্ছা, তাহা না হয় হইল, কিন্তু এই 'সংযুক্তি' পদার্থটি কি? ইহা কি অভাব? না ভাব? যদি বল, অভাব, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্তের অভাব। (ভাবার্থ এই যে—অগ্রে কারণ ধ্বংস হয়, পরে কার্যোৎপত্তি, এই যে কথা বুদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নহে; কারণ, বাস্তবিকপক্ষে সে স্থানেও ভ্রম হইতে সং কার্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, কারণ, অবস্থান্তর-প্রাপ্ত সেই কারণ অবয়বসমূহ হইতেই কার্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব অভাব হইতে সত্তার উৎপত্তির কোন দৃষ্টান্তই নাই)। আর যদি ভাব পদার্থ হয়, তাহা হইলেও ভ্রম হইতে অনুরোৎপত্তি সম্ভব হয় না, কারণ, বীজের অবয়বসমূহ হইতেই অনুরোৎপত্তি হয়। যদি বল, অবয়বসমূহও বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার উত্তরে বলি, না, তাহা হয় না, কারণ, অবয়ববিষয়েও সে কথা সমান; কারণ, বৈনাশিকদিগের মত যেমন বীজসংস্থান অর্থাৎ বীজাকৃতিরূপ অবয়বী নাই, সেইরূপ অবয়বও নাই, অতএব অবয়বসমূহও যে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। আরও দেখ, বীজাবয়বসমূহ সূক্ষ্মাবয়ববিশিষ্ট, তাহাদেরও যদি আবার অবয়বসমূহ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার আরও সূক্ষ্মতর হয়, এইরূপ কল্পনাপ্রবাহে আর কোথাও নিবৃত্তি না হওয়ায় সর্বত্রই উপমর্দ অর্থাৎ বিনাশের প্রসঙ্গ উপপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে, সং-বুদ্ধির অনুরূপ্তিবশতঃ সত্ত্বের কখনও নিবৃত্তি হয় না, অতএব সং-বাদীদিগের মতে যে সং হইতেই সত্ত্বের উৎপত্তি, ইহাই যুক্তিহীন, কিংবা অসং-বাদীদিগের মতানুসারে যে অসং হইতেই সত্ত্বের উৎপত্তি হয়, ইহার কোন দৃষ্টান্তই নাই। সং-বাদীদিগের মতে মৃৎপিণ্ড হইতেই ঘটের উৎপত্তি, কাথ, দেখাও যায় যে, মৃত্তিকার সম্ভাব্যেই ঘটের সম্ভাব আর মৃত্তিকার অভাবেই ঘটের অভাব। অভাব হইতেই যদি ঘটের উৎপত্তি হইতে পারিত, তাহা হইলে ঘট নির্মাণেচ্ছা ব্যক্তি কখনই মৃৎপিণ্ডকে গ্রহণ করিত না, এবং অভাব শব্দ ও ভ্রম বুদ্ধিও ঘটাদিতে অনুরূপ্ত হয়, কিন্তু সেরূপ হইতে কখন দেখা যায় না, অতএব অসং হইতে সত্ত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। আর যে তাঁহারা বলেন, মৃত্তিকাজ্ঞানই ঘটজ্ঞানের নিমিত্ত, এ জ্ঞান মৃত্তিকাজ্ঞানকেই ঘটজ্ঞানের কারণ বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মৃত্তিকা বা ঘট বলিয়া কোন পদার্থ নাই; সেই মৃত্তিকারূপে বিদ্যমান থাকাই ঘটবুদ্ধি বিদ্যমান থাকার কারণ, অর্থাৎ মৃত্তিকা এই জ্ঞান বর্তমান থাকিয়াই ঘট ইত্যাকার জ্ঞান সমুৎপাদন করে, বিনষ্ট হইয়া ত আর উৎপাদন করে না, এদিক্ দিয়াও অসংপদার্থ হইতে সত্ত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। (ইহার তাৎপর্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত এই যে, বাহ্যিক কোন পদার্থ



দ্বিতীয়: খণ্ড: ]

নয় নহে, সমস্তই অবিচ্ছিন্ন মিত্যা, প্রাণিগণের বুদ্ধিতে যুগযুগান্তর হইতে  
 বর্তমান সংস্কার দৃঢ়ভাবে সঞ্চিত হইয়া আছে, ঐ সংস্কারসমূহ বধন উদ্ভব হইয়া  
 উঠে, তখনই প্রাণিসমূহ নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী এক একটি বাহ্যিক পদার্থের  
 ধরনা করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেই সমস্ত বাহ্যিক পদার্থ আভ্যন্তরিক  
 বুদ্ধিগতি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; মৃত্তিকা বা ঘট বলিয়া কোন পদার্থই নাই, ইহা  
 তাঁহাদিগেরই মত, এবং এই জন্তই তাঁহারা বলেন, মৃত্তিকা বা ঘট বলিয়া কোন  
 পদার্থই বধন নাই, তখন তাহাদের কার্য্য-কারণভাব-বিচারও অনাবশ্যক।  
 প্রকৃতপক্ষে, প্রথমে যে মৃত্তিকাবিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান হইতেই ঘটবিষয়ক  
 জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সুতরাং সৎ হইতে যে সত্যের উৎপত্তি হয়, এ প্রসঙ্গই উঠিতে  
 পারে না। তাঁহাদের এই মতের প্রতিবাদ করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন, এ  
 প্রসঙ্গ—প্রথমে যে মৃত্তিকাবিষয়ক জ্ঞান উৎপত্তি হয়, সেই জ্ঞান বিদ্যমান থাকিয়াই  
 যখন ঘটাকার জ্ঞান উৎপাদন করে, তখন ত সৎ হইতেই সত্যের উৎপত্তি মানিয়া  
 বজা হইল, অসৎ হইতে নহে ) যদি বল, মৃত্তিকাবুদ্ধি ও ঘটবুদ্ধিবিষয়ে কেবল  
 নৈমিত্তিকভাবে পৌরীপাৰ্থ্যমাত্র আছে, কিন্তু কার্য্য-কারণভাব নাই, অর্থাৎ  
 ধন মৃত্তিকা-জ্ঞান হয়, পরে ঘটজ্ঞান হয়, কিন্তু মৃত্তিকাজ্ঞান হয় বলিয়াই যে  
 ঘটজ্ঞান হয়, তাহা নহে। তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা নহে, কারণ, বুদ্ধি-  
 সমূহ নৈমিত্ত্যবিষয়ে অর্থাৎ কোনরূপ ব্যবধান ব্যতিরেকেই পৌরীপাৰ্থ্যসম্ভাব্যবিষয়ে  
 নৈমিত্তিকদিগের বাহ্যিক দৃষ্টান্ত কিছুই নাই ; কারণ, তাঁহাদিগের মতে বাহ্যিক  
 কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই। এই জন্তই পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! কোন্  
 বস্তুদ্বারা একরূপ হইতে পারে ? অর্থাৎ অনৎ হইতে সত্যের উৎপত্তি হইতে  
 পারে, এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে ? অভিপ্রায় এই যে, অসৎ হইতে সত্যের  
 উৎপত্তিবিষয়ে কোনরূপ দৃষ্টান্তই নাই। এইরূপে শ্রুতি অসৎ-বাদীদিগের সমস্ত  
 উল্লেখই উগ্রাধিত অর্থাৎ খণ্ডন করিয়া স্বপক্ষসিদ্ধিবিষয়ে উপসংহার করিতেছেন,  
 হে সোম্য ! বাস্তবিকপক্ষে ইহা পূর্ব্বে সংস্করণই ছিল”।

আচ্ছা, বাঁহারা সংস্করণবাদী, তাঁহাদের মতেও ত সৎ হইতে সত্যের উৎপত্তি-  
 বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নাই, কারণ, একটি ঘট হইতে যে আর একটি ঘট উৎপন্ন হয়,  
 তেও ত কোথাও দেখা যায় না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, এ কথা সত্য  
 হইলে, একটি সৎ হইতে অন্য সৎ পদার্থ উৎপন্ন হয় না, তবে কি না, একটি  
 পদার্থই অন্তবিধ আকারে অবস্থান করে, যেমন সর্প দীর্ঘাকার হইলেও কুণ্ডলী  
 আকারে থাকে, অথবা একই মৃত্তিকা যেমন চূর্ণ, পিণ্ড, ঘট, কপাল প্রভৃতি নানা-  
 আকারে অবস্থান করে, ইহাও সেইরূপ জানিবে। আচ্ছা, এক সংপদার্থই



যদি সর্বপ্রকার অবস্থাপন্ন হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বে ইহা সংস্করণই ছিল, একরূপ কথা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? আর ইহাও কি তোমার মনে নাই যে, 'সদেব' অর্থাৎ 'সংই' এই যে বাক্য, ইহা 'ইদং' শব্দবাচ্য অর্থাৎ ইদং শব্দের অভিধেয় জগৎস্বরূপ কার্যেরই অবধারণ করিতেছে, অর্থাৎ অবস্থাপন্ন 'এব' এই শব্দটি দ্বারাই উৎপত্তির পূর্বেও যে এই জগতের সত্তা ছিল, তাহা দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বে যে অসংই ছিল, ইহাই বুঝায়, অর্থাৎ তুমি বলিতেছ, 'উৎপত্তির পূর্বে' উৎপত্তির পূর্বে বলিলে বুঝায় যে, জগৎ এখন উৎপন্ন হইল। অতএব উৎপত্তির পূর্বে ত জগৎ অসংই ছিল, ইহাই বুঝাইতেছে, 'ইদং' শব্দবাচ্য যে জগৎ, তাহা ছিল না, সম্প্রতিই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা নহে, কারণ, সেই পদার্থই—ইদং শব্দ দ্বারা যাহা বুঝাইতে পারে, সেই বুদ্ধির বিরূপে অবস্থান করিতেছে, মৃত্তিকাই যেমন পিণ্ড ঘট ইত্যাদি শব্দ ও তথ্যেবক বস্তু বিষয়রূপে অবস্থান করে, ইহাও সেইরূপ। আচ্ছা, মৃত্তিকার যেমন বস্ত, পিণ্ড ঘট প্রভৃতিও সেইরূপ বস্তু, এইরূপ সদবুদ্ধি হইতে অগ্নিবুদ্ধির বিষয়বস্তুহেতুক সংস্কার অপেক্ষা ভিন্নপ্রকার কার্য্যসমূহও অগ্নি বস্তু, যেমন অগ্নি হইতে গো ভিন্ন বস্ত, অর্থাৎ অগ্নি হইতে গো যেমন পৃথক পদার্থ, তেমনই কার্য্যপদার্থসমূহও সংপদার্থ হইতে পৃথক পদার্থ, ভাব এই যে—জগৎবস্তুমাত্রই যদি সংপদার্থের অবস্থান্তরমাত্র হইত, তাহা হইলে ঐ জগৎবস্তুসমূহও সং বলিয়াই অভিহিত হইত, কিন্তু তাহা ঘটে বলিয়াই বুঝাইতেছে যে, জগৎবস্তুসমূহ সংপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই আর্গুমেন্ট উত্তরে বলিতেছেন, না, একরূপ হইতে পারে না, কারণ, পিণ্ড ও ঘট প্রভৃতির পরস্পর ব্যভিচার থাকিলেও অর্থাৎ পিণ্ডে ঘটও ঘট পিণ্ডও না থাকিলেও মৃত্তিকাদ্বিবিধে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যভিচার অর্থাৎ পার্থক্য বা আদম্বয় নাই। যদিও ঘট পিণ্ডকে ও পিণ্ড ঘটকে ছাড়িয়া থাকে অর্থাৎ পিণ্ড ও ঘট নহে এবং ঘটও পিণ্ড নহে ইহা সত্য, তথাপি উভয়ের কেহই মৃত্তিকাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, অর্থাৎ উভয়েরই উপাদান মৃত্তিকা, কাজেই মৃত্তিকা হইতে উহার পৃথক নহে, অতএব পিণ্ডই বল আর ঘটই বল, উভয়ই মৃত্তিকামাত্র, কিংবা গো অগ্নিকে ও অগ্নি গোককে ছাড়িয়া থাকে, উহার এক পদার্থ নহে, সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ, অতএব ঘটই বল আর পিণ্ডই বল, উভয়ই মৃত্তিকা প্রভৃতিরই সংস্থান অর্থাৎ আকৃতিভেদমাত্র। এইরূপ সমস্ত জগৎই সংপদার্থেরই সংস্থান বা আকৃতিভেদমাত্র, আর বিকারসংস্থান অর্থাৎ কার্য্যমাত্রই যখন বাচারম্ভমাত্র, অর্থাৎ শব্দবাক্য একটি নামমাত্র, তখন উৎপত্তির পূর্বে যে 'সদেব' অর্থাৎ 'সংই' ছিল, এই



দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ]

কন্যাদর্শক উক্তি যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। আচ্ছা, “পুরুষ নিকল ( অংশগ্রহিত  
 অর্থাৎ পূর্ণ বা অবয়বশূন্য ), নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরঞ্জন ( নিষ্কাশ ), নিরবস্থা অর্থাৎ  
 নির্বিশ, দিবা, অমূর্ত অর্থাৎ নিরাকার, তিনি বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত ও  
 স্বয়ং অর্থাৎ জগৎগ্রহিত ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সেই সংপদার্থটি  
 নিরব, তাঁহার কোন অবয়ব বা অংশ নাই। এমন যে নিরবয়ব সংপদার্থ,  
 তাঁহার আবার বৈকারিক আকার, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার  
 উত্তর বলিতেছেন, তাহা দোষাবহ নহে, কারণ, রজ্জু প্রভৃতির অবয়ব বা অংশ-  
 বিশেষ হইতে যেমন সর্পাদির আকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা  
 পরিকল্পিত সংপদার্থের অবয়ব হইতেও বিকারসংস্থান অর্থাৎ বৈকারিক আকারও  
 উৎপন্ন হইতে পারে, কারণ, শ্রুতি হইতে জানা যায়, ‘মুক্তিকা ইহাই সত্য, বিকার  
 কেবল বাচ্যরম্ভণ অর্থাৎ শব্দাত্মক একটা নাম মাত্র’, এইরূপ ‘সং-পদার্থই একমাত্র  
 সত্য পদার্থ’, আর সমস্তই মিথ্যা। বাস্তবিকপক্ষে ‘ইদং’ অর্থাৎ ‘ইহা’ এই বুদ্ধি-  
 বাদও অর্থাৎ জগৎপ্রতীতিকালেও একই ও অদ্বিতীয় থাকে ॥ ২ ॥

তদেবমত বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি, তন্ত্বেজোহস্মজত, তন্ত্বেজ  
 একত বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি, তদপোহস্মজত । তস্মাদযত্র ক চ  
 শোচতি স্বেদতে বা পুরুষন্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ চিন্তা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিল অর্থাৎ চিন্তা করিল, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। সেই তেজ আবার সৃষ্টি করিল। এ অল্প পুরুষ যে কোন স্থানে শোক করে বা দ্বন্দ্বীভূত হয়, সেই তেজ অর্থাৎ শারীরিক উদ্ভা হইতেই অতিরিক্ত পরিমাণ জল নির্গত হয় ॥৩৥

শাক্তভাষ্যম্ ।—তৎ সৎ ঐক্যত ঈক্যাং দর্শনং কৃতবান্ ; অতশ্চ ন প্রধানং  
 জগৎকারণং, প্রধানশ্রাচেতনত্বাভ্যুপগমাৎ । ইদম্ সৎ চেতনম্, ঈক্ষি-  
 তম্ । তৎ কথমেকত ? ইত্যাহ, বহু প্রভূত শ্রাং ভবেয়ং, প্রজায়েয় প্রকর্ষেণোৎপত্তেয় ।  
 সত্যম্ সত্যাকারেণ, যথা বা বজ্রাদি সর্পাত্মাকারেণ বুদ্ধিপরিকল্পিতেন । অসদেব তর্হি সর্বং,  
 বস্তুতে বজ্রবিব সর্পাত্মাকারেণ ? ন, সত এব দ্বৈতভেদেন অন্তথা গৃহমাণহাং নাসত্যং  
 ইতি কতিবিতি ক্রমঃ । যথা সতোহন্তদ্বন্দ্বস্তরং পরিকল্প্য পুনস্তশ্চৈব প্রাপ্তংপত্তে:  
 কবতে তাকিকাঃ, ন তথাহশ্রাভিঃ কদাচিৎ কচিদপি সতোহন্তদভিধান-  
 বা বস্তু পরিকল্প্যতে ; সদেব তু সর্বমভিধানমভিধীয়তে চ যদন্তবুদ্ধ্যা, যথা বজ্রব-  
 বা সর্প ইত্যভিধীয়তে, যথা বা পিণ্ড-ঘটাди মৃদোহন্তবুদ্ধ্যা পিণ্ড-ঘটাदिশব্দেনাভিধীয়তে



লোকে, বজ্রবিবেকদর্শিনাং তু সর্পাভিধান-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে, যথা চ যুধিবেকদর্শিনাং চৈব  
 শব্দ-বুদ্ধী, তদ্বৎ সন্ধিবেকদর্শিনামগ্ন্যবিকারশব্দ-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে, “যতো বাচো নিবর্ত্তেতেঃ  
 মনসা সহ” ইতি, “অনিরুক্তেহনিলয়নে” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ; এবমীক্ষিত্বা তত্ত্বজ্ঞোহনয়  
 তেজঃ সৃষ্টবৎ । ননু “তস্মাদ্বা এতস্মাদান্ন আকাশঃ সমুতঃ” ইতি শ্রুতান্তরে আকাশাত  
 ততঃ তৃতীয়ঃ তেজঃ শ্রুতম্, ইহ কথং প্রাথম্যেন তস্মাদেব তেজঃ সৃজ্যতে ? ততঃ এতদন-  
 য়মিতি বিরুদ্ধম্ ? নৈব দোষঃ; আকাশ-বায়ুসর্গানন্তরং তৎ সং তেজোহসৃজতেতি কল্পন-  
 পন্তেঃ; অথবা অবিবক্ষিত ইহ সৃষ্টিক্রমঃ; সংকার্যামিদং সর্বম্, অতঃ সন্দেহোবাধি-  
 মিত্যেতদ্বিবক্ষিতং, যদাদিদৃষ্টান্তাং । অথবা ত্রিবিংকরণশ্চ বিবক্ষিতত্বাৎ তেজোহব্রহ্মসম-  
 সৃষ্টীমাচষ্টে । তেজ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে দগ্ধং পাক্তু প্রকাশকং রোহিতঞ্চৈতি, তৎ স সৃ-  
 তেজঃ ঐক্ষত তেজোরূপসংস্থিতং সং ঐক্ষতেত্যর্থঃ । বহু শ্রাং প্রজায়েয়তি পূ-  
 বং । তদপোহসৃজত, আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ শুদ্রিতাঃ শুক্লাশ্চেতি প্রসিদ্ধং লোকে । বয়ঃস-  
 কার্যভূতা আপঃ, তস্মাৎ যত্র ক চ দেশে কালে বা শোচতি সমুপাত্তে স্বেদতে প্রবিচ্যেৎ  
 পুরুষস্তেজস এব তদাপোহধিজায়ন্তে । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই সংপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম ঈক্ষণ অর্থাৎ  
 দর্শন বা আলোচনা করিয়াছিলেন; ‘ঈক্ষণ করিয়াছিলেন’ বলায় ইহাই বুঝাইয়া  
 যে, সাংখ্যবাদিগণ যে প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, তাহা সম্ভব নয়।  
 কারণ, প্রধানকে তাঁহারাই অচেতন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, অচেতন কখন  
 ঈক্ষণ করিতে পারে না; এই সং পদার্থ যখন ঈক্ষণকর্তা, তখন তিনি চেতন।  
 (ভাব এই যে—ঈক্ষণ বা দর্শন ক্রিয়া চেতনেরই ধর্ম, অচেতন কখনই দর্শন করিতে  
 পারে না। শ্রুতি যখন সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার ঈক্ষণের বিষয়ে বলিয়াছেন, তখন এই  
 ‘সং’ শব্দটি সাধারণ ভাবে প্রয়োগ করা হইলেও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিক কারণের  
 কারণ বলা যায় না, কারণ, তাঁহারাই প্রকৃতিকে অচেতন জড়পদার্থ বলিয়া স্বীকার  
 করিয়াছেন। যে অচেতন, সে কখন চেতনের ধর্ম ঈক্ষণ বা দর্শন করিতে পারে  
 না, অতএব অচেতন প্রকৃতিই যে জগতের কারণ, ইহা সম্ভব হইতে পারে না,  
 এই জগতই ভাষ্যে ‘ঈক্ষিত্ত্বাৎ’ এই হেতুটি প্রদর্শিত হইয়াছে) তিনি কি করিয়া  
 ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই বলা হইতেছে, বহু অর্থাৎ অনেক হইব, প্রকৃষ্টরূপ  
 উৎপন্ন হইব, এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। যুক্তিকা যেরূপ ষট প্রকৃতি  
 আকারে, অথবা বজ্র প্রভৃতি বুদ্ধিপরিকল্পিত সর্পাদি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ  
 আগ্নি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব, ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছিলেন।  
 আচ্ছা, বজ্র যদি বুদ্ধিপরিকল্পনায় সর্প বলিয়া গৃহীত হয়, অর্থাৎ সর্পাদি আকার  
 গৃহীত বা পরিকল্পিত বজ্রের শ্রাণ, যাহা কিছু পদার্থ দৃষ্ট হয়, সবই



দ্বিতীয়: ৭৬:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫০১

তাহা হইলে অসৎই হয়? ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন, না, তাহা হয় না, কারণ, সংপদার্থই নানাপ্রকার ষ্ঠতভাবে অন্তরূপে গৃহীত হয়, অতএব কোন স্থানেই কোন বস্তুই অসৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহাই আমাদের মত। তार्কিকগণ যেন প্রথমে সংপদার্থ হইতে অন্ত অর্থাৎ অসৎ বলিয়া বস্তুস্তর অর্থাৎ অন্ত বস্তু কল্পনা করিয়া সেই অসৎ বস্তুরই আবার উৎপত্তির পূর্বে ও ধ্বংসের পর অসত্তা কল্পনা করিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু কোন সময়েই ও কোন স্থানেই সেক্রপ সংপদার্থের ক্ষুদ্র প্রকার অভিধান অর্থাৎ নাম বা অভিধেয় বস্তু কল্পনা করি না, পরন্তু আমরা সংপদার্থই সমস্ত অভিধান অর্থাৎ যাহা অন্তরূপ বুদ্ধি দ্বারা অভিহিত হয় মাত্র। যেন সংপদার্থ রজ্জুই সর্পবুদ্ধিতে অর্থাৎ সর্পভ্রমেই সর্প বলিয়া অভিহিত হয় অথবা যেন মৃগপিণ্ড ও ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে অন্ত বোধে অর্থাৎ অতিরিক্ত বা পৃথক পদার্থ বিবেচনায় পিণ্ড ও ঘট ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হয়, ইহাও সেইরূপ জানিবে; কিন্তু বাঁহারী রজ্জুবিবেকদর্শী অর্থাৎ রজ্জুবিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট যেমন সর্পণ্ড ও সর্পবুদ্ধি দুই-ই দূরীভূত হইয়া যায়, বাঁহারী মৃদ্বিবেকদর্শী অর্থাৎ মৃত্তিকা-নিয়ম অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট যেমন ঘটাদিশব্দ ও ঘটাদিবুদ্ধি দুই-ই দূরীভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ ঘটই বল স্থালীই বল আর শরাবই বল, সমস্তই মৃত্তিকা জি কিছুই নহে, উক্তরূপ মনুষ্য পদার্থ মাত্রেরই মৃত্তিকার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বাঁহারী মৃদ্বিবেকদর্শী অর্থাৎ কোনটি সৎ, কোনটি অসৎ, ইহা বাঁহারী বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট অন্ত সমস্ত বৈকারিক পদার্থ অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্য পদার্থ আছে, তাহাদের নাম ও তদ্বিষয়ক বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যায়, “বাক্যসমূহ বাঁহাকে অর্থাৎ যে ব্রহ্মপদার্থকে না পাইয়া অর্থাৎ প্রতিপাদন করিতে অথবা বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়া মনের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয়” “অনিবৃত্ত অর্থাৎ বাক্যাভীত অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় না, অনি-  
বৃত্ত অর্থাৎ যিনি কোন পদার্থেই বিলীন হন না, অর্থাৎ অক্ষয়” ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যই ঐ সমস্ত উক্তি সম্বন্ধে প্রমাণ। তিনি এইরূপ জ্ঞান বা আলোচনা করিয়া তেজ সৃষ্টি করিলেন। আচ্ছা, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে “সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল” ইত্যাদি ক্রমে আকাশ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে তেজ ইত্যাদি হওয়ার উক্তি থাকায় তেজকে তৃতীয় বলা হইয়াছে, আর এখানে সেই তেজ হইতেই প্রথমেই তেজ সৃষ্টি হইয়াছিল, বলা হইতেছে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আবার সেই কারণ হইতেই প্রথমেই আকাশ সৃষ্টি হইয়াছিল, এরূপ ক্ষুদ্র উক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, যখন উক্তি দোষাবহ নহে, কারণ, আকাশ ও বায়ু সৃষ্টির পর সেই সৎ পদার্থই



অর্থাৎ ব্রহ্মই তেজ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ অর্থ কল্পনা করিলেই সমস্ত উপপন্ন হয়। অথবা এখানে সৃষ্টিক্রম বর্ণনা করা উপনিষৎকারের অভিপ্রেত নহে, সৃষ্টিকারী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই জানান শ্রুতির অভিপ্রেত যে, সৃষ্টিকারী সমস্ত পদার্থই সংকার্য্য, অর্থাৎ সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব সং ব্রহ্মই এক ও অদ্বিতীয়। অথবা ত্রিব্যংকরণই এখানে বিবক্ষিত, (ত্রিব্যংকরণ অর্থাৎ বেদ, অগ্নি ও ক্ষিতি এই তিনটি ভূতকে পরস্পর মিশ্রিত করা) এ জন্ত তেজ, অগ্নি ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী এই তিনটি ভূতেরই সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। লোকে যে পদার্থ দাহজনক, পাচক, প্রকাশক ও রক্তবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই তেজ, সেই সং অর্থাৎ ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট তেজ আবার ঈক্ষণ করিলেন, অর্থাৎ সেই সংপদার্থই অর্থাৎ ব্রহ্মই তেজোরূপে অবস্থিত হইয়া ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন; কি আলোচনা করিলেন? না, বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্ব প্রায়। সেই তিনিই আবার জল সৃষ্টি করিলেন। যে জল দ্রব, স্নিগ্ধ, ক্ষরণীয় ও শুক্লবর্ণ বলিয়া ইহলোকে প্রসিদ্ধ। যে হেতু জল তেজের কার্য্যস্বরূপ, অর্থাৎ তেজ হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে, এ জন্ত যে কোন স্থানে অথবা যে কোন কালে মনুষ্য শোক করে অর্থাৎ শোকসমুপ্ত হয়, অথবা শ্বেদবৃদ্ধ অর্থাৎ ঘর্ম্মাক্রান্ত, তখন তেজ অর্থাৎ শোকাদিজন্ত শারীরিক উদ্ভা হইতেই জল নির্গত হয়। ভাবার্থ এই যে—সেই সং সৃষ্টিপ্রাক্কালে দর্শন (ধ্যান) করিলেন, তাহাতেই সৃষ্টি হইল। অতএব সাংখ্যাদিগণের মতসিদ্ধ প্রকৃতি জগৎকারণ নহে, ইহা স্থির হইল। কারণ, প্রকৃতি জড়, জড় হইতে সচেতনের উৎপত্তি সম্ভব নহে। এই সং চেতন, যে হেতু, তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপে চিন্তা করিলেন? তাহা বিবৃত হইতেছে। আমি বহু হইব, আমি নামরূপাদিরূপে উৎপন্ন হইব। যেমন মৃৎপিণ্ড ঘটাди আকারে পরিণত হয় (ইহা পরিণামবাদিগণের মতে) অথবা যেমন ব্রহ্ম প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞানজনিত সর্পাদি আকারে বুদ্ধিগোচর হয় (ইহা বিবর্তবাদিগণের মতে), সেইরূপ সং পরিণাম প্রাপ্ত হইলেন, অবিভাবের নির্বিকার ব্রহ্মের পরিণাম অনুভূত হইল। যদি বল, যেমন ব্রহ্ম সর্পাকারে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃতপক্ষে সর্পজ্ঞান মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, সেইরূপ সং সত্য, আর প্রতীয়মান এই সমস্ত বস্তুই মিথ্যা? উত্তর—তাহা নহে, কেন না, অদ্বৈত সংকেই সংসারিদশায় দ্বৈতভাবে বিভক্ত করিয়া অন্তরূপে গ্রহণ করা যাইতেছে, সুতরাং কোন কালেও কোন বস্তুকেই আমরা অসং বলি না। যে হেতু, সর্ব্বত্রই সং অধিষ্ঠান সত্য। নৈয়ামিকগণ যেক্রূপ সং হইতে স্বতন্ত্র বস্তু জগৎ কল্পনা করেন ও তাহার উৎপত্তির পূর্ব্ব ও ধ্বংসের পরে অসত্তা স্বীকার করেন, আমরা কি



কখনও কোন বস্তুকেই সৎ হইতে নামাস্তর, বা অন্ত্যনামক স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকার করি না, যেহেতু, সমস্তই যে সৎ, অন্ত্য মনে করিয়া যে নামাস্তর ব্যবহার করি, তাহাও ন, নাম মিথ্যা। যেমন রজ্জুকেই সর্প মনে করিয়া সর্প নাম দিই কিংবা লৌকিক ভাবে ঘটাদি বস্তুর মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া ঘট প্রভৃতি নামকরণ করিয়াছি, কিন্তু বিবেকদৃষ্টিতে যখন দেখি, তখন সর্প নাম সর্পত্ব ও সর্পজ্ঞান থাকে না, চলিয়া যায়। যেমন মৃত্তিকা-বিবেক ঘটিলে ঘট নাম ও ঘটবুদ্ধি সরিয়া যায়, সেইরূপ সত্তের বিবেকদর্শিগণের স্বতন্ত্র বিকার বা নাম ও জ্ঞান চলিয়া যায়। সত্তের দ্বিতীয় সত্তের ভেদজ্ঞান দ্বারাই দ্বৈতবুদ্ধির উন্মেষ হয়, কিন্তু বিচারের দ্বারা যখন বিবেক আসে, তখন দ্বৈতজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, ক্রমে অদ্বৈত সন্মাত্র প্রস্ফুরিত হয়, তাহা হইলেই বুঝা যাইল যে, দ্বৈতও অজ্ঞানবিজৃম্বিত, তাহার যথার্থতা কেবল সৎ অধিষ্ঠানে, সেই অধিষ্ঠানভূত সৎ বাক্য ও মনের অগোচর। শ্রুতি বলিয়াছেন, যথ্যে বাক্যানিবৃত্তি হয় অর্থাৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না, ইহা অমূল্য বিষয়। অবিবেকী মনও তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে না, বিবেকী মন দ্বারাই তত্ত্ব প্রকটিত হয়। প্রাসঙ্গিক কথা থাকুক, এখন প্রকৃত কথা বলা হইতেছে। সেই ব্রহ্ম আমি বহুরূপে উৎপন্ন হইব, ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিয়া তেজ সৃষ্টি করিলেন। যদি বল, শ্রুতিতে—ঐ পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, তাহা হইতে তেজ উৎপন্ন হইল, এইরূপ ক্রম পাওয়া যায়, কিন্তু এ স্থলে প্রথমতই পরমাত্মা হইতে তেজের ও তাহা হইতে আকাশের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ? উত্তর—তাহা দোষাবহ নহে, আকাশ ও বায়ুসৃষ্টির পরেই সেই ব্রহ্ম তেজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ কল্পনা দ্বারা ঐক্যব্রাহ্মের নীমাংসা হয়। অথবা সৃষ্টিক্রম বলা অভিপ্রেত নহে, সমস্তই সত্তের বর্গ, মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তে কারণ হইতে কার্য অভিন্ন, সূত্রাতঃ সমস্তই অদ্বিতীয় সত্ত, ইহাই উহার তাৎপর্য; কিংবা তেজ, জল, পৃথিবী এই তিন ভূতের দ্বারা সৃষ্ট বলিবার জন্য প্রথমতঃ তেজ প্রভৃতির সৃষ্টি বলিতেছেন। তেজ বলিলে বাহ্য বিষয়ের সকলেই জানে, যে দাহ করে, ভুক্ত বস্তুর পরিপাক করে, বা বাহ্য বস্তুর পরিণাম ঘটায়, বাহ্য আলোকদাতা, লোহিতবর্ণ সেই তেজ—ব্রহ্মনির্মিত তেজ সৃষ্টি করিলেন, আমি বহু হইব। তেজ সংসংশ্লিষ্ট, সূত্রাতঃ তেজোরূপে অবস্থিত ব্রহ্মই সৃষ্টি করিলেন, ইহাই জ্ঞাতব্য। তিনি জল সৃষ্টি করিলেন, বাহ্য তরল, স্নেহযুক্ত, স্পর্শন ও শুষ্কবর্ণ, তাহা জগতে জল নামে প্রসিদ্ধ। যে হেতু, জল তেজের কার্য-বাহু; হস্তরাং তেজ হইতে অভিন্ন, সে কারণে যে কোনও স্থানে বা কালে জীব শোক পদ, মৃত্যু হয়, বন্দীভূত হয় বা প্রাণেদ ক্ষরণ করে, তৎসমুদয়ই তেজের কার্য ॥৩৥



তা আপ ঐক্ষন্ত, বহ্ব্যঃ শ্রাম প্রজায়েমহীতি । তা অন্ন-  
সৃজন্ত, তস্মাদবত্র ক চ বর্ষতি, তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবতি, অন্ন  
এব তদধ্যান্নাৎ জায়তে ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—সেই জনসমূহ দর্শন করিয়াছিল, আমরা বহু হইব, বহুপ্রজা  
করিব । তাহারা অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিল, এ জন্ত যে কোন স্থানে পু  
হয়, সেই স্থানেই প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই প্রচুর অন্নাদি জন হইবে  
উৎপন্ন হয় ॥৪॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—তা আপ ঐক্ষন্তেতি পূর্ববদেব অবাকারক্যমি  
সং ঐক্ষতেত্যর্থঃ । বহ্ব্যঃ প্রভূতাঃ শ্রাম ভবেম, প্রজায়েমহি উৎপত্তেমহীতি । তা অন্ন-  
সৃজন্ত পৃথিবীলক্ষণম্ । পার্থিবঃ হ্রদঃ, যস্মাদপ্কার্যমন্নং, তস্মাৎ যত্র ক চ বর্ষতি তে-  
তং তত্রৈব ভূয়িষ্ঠং বহুতরমন্নং ভবতি ; অতঃ অন্ত্য এব তদান্নাৎমধিজায়তে ইতি । অ  
অন্নমসৃজন্তেতি পৃথিব্যুক্তা পূর্বম্, ইহ তু দৃষ্টান্তে অন্নঞ্চ তদাভ্যুৎপত্তি বিশেষণাৎ বীক্ষিত  
উচ্যন্তে । অন্নঞ্চ গুরু, স্থিরং, ধারণং, কৃষ্ণঞ্চ রূপতঃ প্রসিদ্ধম্ । নহু তেজঃপ্রভৃতি ইক্ষর  
গম্যতে, হিংসাদিপ্রতিবেধাভাবাৎ ত্রাসাদিকার্য্যানুপলম্ব্যাক ; তত্র কথং তত্তেজঃ ঐক্ষতেভ্যঃ  
নৈব দোষঃ, ঐক্ষিত্বাকারণপরিণামত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতীনাং সত এবৈক্ষিত্বনিয়তক্রমবিশিষ্টকার্যো-  
পাদকত্বাচ্চ তেজঃপ্রভৃতি ঐক্ষতে ইব ঐক্ষতে ইত্যুচ্যতে ভূতম্ । নহু সতোহগ্ন্যুপসর্গ-  
মেবৈক্ষিত্বম্ ? ন, সদীক্ষণশ্চ কেবলশব্দগম্যত্বাৎ ন শক্যমুপচরিতং কল্পয়িতুম্ । তেজঃ  
প্রভৃতীনাং তু অল্পমীযতে মুখ্যলক্ষণাভাব ইতি যুক্তমুপচরিতং কল্পয়িতুম্ । নহু সতোহপি  
মৃৎ কারণবাদচেতনত্বং শক্যমল্পমাতুম্, অতঃ প্রধানশ্রৈবাচেতনশ্চ সতশ্চেতনার্থক্যং নিত-  
কালক্রমবিশিষ্টকার্যোপাদকত্বাচ্চ ঐক্ষতে ইব ঐক্ষতে ইতি শক্যমল্পমাতুমুপচরিতমেবৈক্ষণ-  
দৃষ্টশ্চ লোকেহচেতনে চেতনবহুপচারঃ ; যথা কুলং পিপতিষতীতি ; তদ্বৎ সতোহপি ত্রা-  
ন, “তৎ সত্যম্ ; স আত্মা” ইতি তস্মিন্মাত্রোপদেশাৎ । আত্মোপদেশোহগ্ন্যুপচরিত ইতি ত্রা-  
যথা “মমাত্মা ভদ্রসেনঃ” ইতি সর্বার্থকারিণি অনাত্মনি আত্মোপচারঃ, তদ্বৎ ? ন, সর্গীয়  
সং-সত্য্যভিসন্ধশ্চ “তত্ত্ব তাবদেব চিরম্” ইতি মোক্ষোপদেশাৎ । মোক্ষোহগ্ন্যুপচার ইতি ত্রা-  
প্রধানাত্মাভিসন্ধশ্চ মোক্ষসামীপ্যং বর্ত্ততে ইতি মোক্ষোপদেশোহগ্ন্যুপচরিত এব, যথা লোক-  
গ্রাম্যং গন্ত্যং প্রস্থিতঃ প্রাপ্তবানহং গ্রামমিতি ক্রমাৎ স্বরাপেক্ষয়া, তদ্বৎ ? ন, “যেন বিজ্ঞান-  
বিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতঃ ভবতি” ইত্যুপক্রমাৎ । সত্যেকস্মিন্ বিজ্ঞাতঃ সর্বং বিজ্ঞাতঃ ভবতি



[নিত্যঃ খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫০৫

জননস্য সর্বত্রা দ্বিতীয়বচনাচ্চ । ন চাত্ত্বিজ্ঞাতব্যমবশিষ্টং শ্রাবিতং শ্রুত্যা হ্নম্মেয়া বা  
 স্মিত্যহন্তি যেন মোক্ষোপদেশ উপচরিতঃ শ্রাৎ । সর্বশ্চ চ প্রপাঠকশ্চোপচরিতত্বপরি-  
 কল্পনায়া বুধা শ্রমঃ পরিকল্পনিতুঃ শ্রাৎ, পুরুষার্থসাধনবিজ্ঞানশ্চ তর্কণৈবাবিগতত্বাদ্ভ্যশ্চ ;  
 ইহা দেবপ্রামাণ্যং ন যুক্তঃ শ্রুতার্থপরিভাষাঃ ; অতশ্চেতনাৎ কারণং জগত ইতি  
 বিদ্য ১৪ ।

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ । ২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সেই জলসমূহ দর্শন করিয়াছিল অর্থাৎ

পূর্বের ভাষ্যই সেই সংপদার্থ জলাকারে অবস্থিত হইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন,  
 যাহা বহু অর্থাৎ প্রভূত হইব, জন্মগ্রহণ করিব । সেই জলসমূহ পৃথিবীরূপ অন্ন  
 হইয়াছিল, কেন না, অন্ন পদার্থটি পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীরই পরিণাম ।  
 যেহেতু, অন্ন অপ অর্থাৎ জলের কার্য্য, এ জন্ত যে কোন দেশে বর্ষণ হয়,  
 সেই স্থানেই ভূরিষ্ট অর্থাৎ প্রভূতপরিমাণে অন্ন উৎপন্ন হয়, এই জলসমূহ  
 ইহােই সেই প্রচুর অন্নাদি পদার্থ উৎপন্ন হয় । পূর্বে ‘তা অন্নমমৃজন্ত’  
 এখানে ‘অন্ন’ শব্দে ‘পৃথিবী’ বলা হইয়াছে, কিন্তু এই দৃষ্টান্তস্থলে ‘অন্নাত্ত’  
 শব্দে অন্ন এমন আত্ম এইরূপ বিশেষ করিয়া বলায় আদি শব্দ দ্বারা ত্রীহি  
 শব্দে যাত্ত যব ইত্যাদিকেও বুঝাইতেছে । এই অন্ন পদার্থটি গুরুত্বসম্পন্ন,  
 মিয়, ধারণ অর্থাৎ ধারণকারী বা ধারকগুণসম্পন্ন ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া  
 থাকি। আচ্ছা, তেজ জল ইত্যাদি পদার্থের ঈক্ষণক্রিয়া ত সম্ভব হইতে  
 পারে না, কারণ, তাহাদের পক্ষে চেতনের উপযোগী হিংসাদি ক্রিয়ার নিষেধ  
 নাই এবং চেতনের পক্ষে যাহা সম্ভব, সেই ত্রাসাদি অর্থাৎ ভয় প্রভৃতি কার্য্যেরও  
 উপস্থিতি হয় না, অতএব সেই তেজ ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিল, ইহা  
 সম্ভব সম্ভব হইতে পারে ? ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, না, ইহা  
 সম্ভব নহে, কারণ, তেজ প্রভৃতি যখন কারণস্বরূপ ঈক্ষিতা অর্থাৎ সংপদার্থেরই  
 পরিণাম, অর্থাৎ সংপদার্থই তেজ জল ইত্যাদিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, তখন  
 ঈক্ষকর্মা সংপদার্থেরই নিয়তক্রমবিশিষ্ট কার্য্যের উৎপাদকতাহেতুক ইহাই বুঝিতে  
 পারেন, তেজ প্রভৃতি ভূত যেন ঈক্ষণই করে, এই জন্তই ‘ঈক্ষতে’ এইরূপ বলা  
 হইয়াছে । (ভাবার্থ এই যে—তেজ, জল ও পৃথিবী ইহারা সকলেই অচেতন,  
 ইহাদের মধ্যে কোনটিরই চেতনের কোন ধর্ম্মই নাই, তাহা থাকিলে অত্যাশ্চর্য্য চেতন  
 সৃষ্টি হইত। যেমন নিষিক্ত, ইহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ নিষেধ থাকিত ; তদ্ব্যতীত  
 চেতনের ধর্ম্ম ভয় কম্প স্তম্ভ-ভ্রু-খাদি বোধও ইহাদের থাকিত, কিন্তু সে সকলের  
 কোন ইহাদের কিছু নাই, অতএব ইহাদের পক্ষে ঈক্ষণ করা কিরূপে সম্ভব



হইতে পারে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন, ইহাদের পক্ষে ঈক্ষণ করা বলা হয় না বটে, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ সংপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মই সমস্ত কার্যের প্রেরণা তিনিই দিয়া থাকেন, তাঁহারই প্রেরণাবশে তেজ প্রভৃতিও নিয়মিতভাবে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে, এবং এই জগৎই অচেতন তেজ প্রভৃতিতে ঈক্ষণকর্তৃ আরোপ করা হইয়াছে মাত্র) আচ্ছা, এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, যুক্তিকার হইতে সংপদার্থেরও ঈক্ষণকর্তৃত্ব উপচারমাত্র বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা বলা যায় না, কারণ, সংপদার্থের ঈক্ষণ সমস্তশব্দগম্যবাহক অর্থাৎ সমস্ত শ্রুতিপ্রমাণেই সংপদার্থের ঈক্ষণকর্তৃত্ব প্রতীয়মান হইয়া তাহাকে উপচার বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না, কিন্তু তেজ প্রভৃতি মুখ্যভাবে ঈক্ষণকর্তৃত্বের অভাব অনুমিত হয় এবং এই কারণেই তাহাদের দ্বারা উপচার কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত। আচ্ছা, এ স্থানে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে যে, কারণ অর্থাৎ উপাদানকারণস্বরূপ যুক্তিকা যেমন অচেতন, তেমনি কারণস্বরূপ সংপদার্থেরও অচেতনত্ব অনুমান করা যাইতে পারে? অতএব অচেতন সংপদার্থ প্রধান যখন চেতনের নিমিত্ত অর্থাৎ চেতন পুরুষের জ্ঞান অপবর্গ সম্পাদন করাই যখন প্রধানের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং নিয়মিতভাবে কাণ্ড ক্রম অনুসারেই কার্য উপাদান করাই যখন তাহার একমাত্র স্বভাব, তখন সেই প্রধানের পক্ষেই বরং 'যেন ঈক্ষণই করিয়াছিল' এইরূপভাবে ঈক্ষণ উপচরিতত্ব অনুমান করা যাইতে পারে, আর লোকব্যবহারেও অচেতন পদার্থ চেতনের দ্বারা উপচার দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্তও দেখ, 'কুলং পিপতিবতি' অর্থাৎ 'নদী প্রভৃতির তটভাগ পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে,' এ স্থানে তট অচেতন হইলেও যেমন 'ইচ্ছা করিতেছে' বলা হইয়াছে, সেইরূপ অচেতন সংপদার্থ প্রধানের সম্বন্ধেও হইতে পারে? ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, "তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা" ইত্যাদি স্থলে যে সংপদার্থকেই আত্মা বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। যদি বল, সেই সংপদার্থকে যে আত্মা বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও উপচার অর্থাৎ গৌণ, কেননা অনাত্মা অর্থাৎ আত্মব্যতীত—নিজের সর্বপ্রকার কর্মসম্পাদক ভূতা বা কোন আত্মীয়-বন্ধুকে "এই ভদ্রসেন আমার আত্মা" এইরূপ গৌণভাবে আত্মসম্বন্ধ প্রয়োগ করা হয়, ইহাও সেইরূপ। ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন, না, ভ্রম হয় না, কারণ, "আমিই সৎ" এইরূপে যে ব্যক্তি সংপদার্থের বাধ্যার্থকে অনুমান করিয়াছে, "তাহার ততটুকুই বিলম্ব" এই শ্রুতিতে গো ব্যক্তির মোক্ষপ্রাপ্তির এইরূপ বলা হইয়াছে, অতএব সংপদার্থের আত্মত্ব গৌণ নহে, সৎই মুখ্য আত্মা।



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫০৭

দ্বিতীয় পঞ্চঃ]

যদি বল, মোক্ষও উপচারমাত্র ; দেখ, কোন ব্যক্তি যদি কোন গ্রামে বাইবার  
 নির্দিষ্ট গৃহ হইতে যাত্রা করে, এবং সেই গ্রামের কাছাকাছি পৌছিয়া  
 নিকর সম্বরতা অনুসারে যেমন বলিয়া থাকে, “এই গ্রামে আসিয়া  
 পড়িয়াছি” সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রধান বা প্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা  
 করে, সেও মোক্ষের সমীপবর্তী হয় অর্থাৎ তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি আসন্ন  
 হয়। আসে, এই জন্তই ঐরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, অতএব উক্তরূপ  
 মোক্ষোপদেশও উপচারমাত্র। ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, না,  
 ভ্রমও হইতে পারে না, কারণ, প্রথমেই “যাহা জানিতে পারিলে অবিজ্ঞাত  
 বস্তু বিজ্ঞাত হয়” এই বলিয়া বাক্যারম্ভ করা হইয়াছে। একটি বস্তুর  
 জ্ঞান হইলেই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, যদি সেই একটির সহিত অন্তের অনন্ততা হয়  
 অর্থাৎ উভয়ের যদি কোন ভেদ না থাকে, যদি অভিন্ন হয়, এ জন্তও বটে এবং  
 সেই সংপদার্থটির অদ্বিতীয়ত্ব বাক্যহেতুকও বটে। ভাব এই যে, সংপদার্থ  
 অদ্বিতীয় এবং জগৎপ্রপঞ্চের কিছুই তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে বলিয়া তাঁহাকে  
 জানিতে পারিলেই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়। যাহাকে জানিতে পারিলে আরও কিছু  
 জ্ঞান যে অবশিষ্ট থাকে, শ্রুতিও তাহা কোন স্থানে উপদেশ দেন নাই, অথবা  
 কোন কোন লক্ষণও নাই, যাহা দ্বারা অনুমেয় হইতে পারে, যাহার ফলে উক্ত  
 মোক্ষোপদেশ উপচরিত বা গোণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আর সমস্ত  
 প্রমাণক অর্থাৎ এই বস্তুপ্রমাণটিকেই উপচরিত বলিয়া কল্পনা করিলে, সেই  
 কল্পনারই অনর্থক কেবল পরিশ্রমই সার হইবে, কারণ, তাহার পুরুষার্থ-  
 সন্ধানবিজ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় তর্কের দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে ;  
 অতএব বেদের প্রামাণ্যবশতঃ শ্রুতির মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত  
 নহে, সুতরাং চেতনাবান্ অর্থাৎ চেতন পদার্থই যে জগতের কারণ, ইহা  
 নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইল। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—  
 সেই স্রষ্টারূপ সং অধিষ্ঠান করিয়া জল উৎপন্ন হইল। সেই ব্রহ্মসৃষ্ট  
 জল পৃথিবীরূপ অন্ন সৃষ্টি করিল। যেহেতু, পার্থিব অন্ন জলের কাঁধ্য, জল হইতে  
 উৎপন্ন ; অতএব দেখা যায়, যে স্থানে পর্জন্ত প্রভূত বর্ষণ করেন, সেই স্থানেই  
 জল অন্ন (শস্ত্র) হয়। উক্ত কারণে জল হইতেই অন্নাদির যে উৎপত্তি, তাহা  
 সীকৃত হইল। অন্নাদি শব্দে ধাতু, যব, গোধূম প্রভৃতি শস্ত্র বুঝিবে। যাহা  
 অন্ন, ঘৃত, ধারণক্ষম ও কুম্ভবর্ণ, তাহাই পৃথিবী নামে প্রসিদ্ধ। যদি বল, তেজ  
 স্রষ্টার চিন্তা বা দর্শন করিবার সামর্থ্য কই ? যেহেতু, তাহার অচেতন, সচেতন  
 হইলে লোকের আঘাতপীড়নাদির নিবারণ করিতে পারিত ও ভয়বিহ্বল হইতে



দেখা বাইত, তবে কিরূপে সেই তেজ দর্শন করিল ইত্যাদি শ্রুতির অসঙ্গত হইতে পারে? উত্তর—ইহাতে কোন দোষ নাই, কার্য্য কারণের পরিণাম; কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, দ্রষ্টা সৎ, তিনি চেতন, তেজ প্রভৃতি তাহারই কার্য্য, তেজ প্রভৃতিতে চিন্তাশক্তি আরোপিত মাত্র, যথার্থ নয়। যদি বল, সতেরও দর্শন আরোপিত, প্রকৃত নহে, কেন না, সৎ যে চেতন, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে এই বলা যায়, যে স্থলে শব্দের মূল অর্থ অসঙ্গত হয়, সেই স্থলেই লক্ষণা বা আরোপ কর্ত্তব্য করিতে হয়। সতের দর্শন শ্রুতি-বোধিত, স্মৃতির লক্ষণা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু যে প্রভৃতি জড়, তাহাদের দর্শন মুখ্যভাবে হইতে পারে না, এ জড় যে স্থলে আরোপ আবশ্যক। এক্ষণে জড়ের কারণতাবাদী সাংখ্য প্রশ্ন করিতেছেন—সদস্যের সৃষ্টিকার মত কারণতানিবন্ধন অচেতনত্ব অনুমান করা বাটব, অচেতন হইলেও তাহার ঈক্ষণ অসঙ্গত হইবে না, প্রকৃতি অচেতন হইলেও চেতনের কার্য্য করায় ও নিয়তভাবে যথাকালে ক্রমিক কার্য্য সমুদয় উৎপাদন করায়, তাহার আরোপিত ঈক্ষণ অনুমানগম্য হইবে। দেখা যায়, অচেতনের চেতনের দ্বারা ব্যবহার হইতেছে, যেমন লোকে বলে, এই নদীতটটি পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব প্রকৃতিই এক ঈক্ষণ দ্বারা জগতের কারণ বনি। উত্তর—তাহা যথার্থ নহে, কেন না, “তৎ সৎ স আত্মা” এই শ্রুতির দ্বারা সৎকেই আত্মা বলিয়াছেন, তাহারই দর্শন কথিত হইয়াছে। যদি বল, আত্মরূপে নির্দেশও উপচার অর্থাৎ আরোপমাত্র? যেমন আমার আত্মা ভদ্রসেন, এ কথা বলিলে সমস্ত কার্য্যকারী শরীরকেই আত্মা বলা হইতেছে, সেইরূপ এ স্থলেও হইবে? উত্তর—তাহাও নহে, যেহেতু, ‘সদস্যোতি’ এই শ্রুতিতে সত্যরূপে স্থিত সতের অভেদাভিমানী আত্মার তদ্রূপ অস্তিত্ব চিরকালই আছে, ইহাই মোক্ষোপদেশ, ইহা জীবাাত্মাতে সত্য সত্ত্ব অভেদবোধক, এ আত্মজ্ঞান উপচার কিরূপে হইবে? ইহা প্রকৃতই। যদি বল, মোক্ষের উপদেশও উপচার, কেন না, প্রকৃতিতে আত্মাভিমানীর মোক্ষের যোগ্যতা আছে, যেমন সংসারে কেহ গ্রামে বাইতে প্রস্থান করিলে ঘরা বশতঃ বলে, এই ত গ্রামে আসিয়াছি, সেইরূপ প্রকৃতি পর্য্যন্ত আত্মাভিমানী ব্যক্তিও বলে, আমি সৎ সত্যই হইয়াছি, ইহা উপচার নহে কি? উত্তর—না, তাহা নহে, তাহা হইলে, পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধ হয়, পূর্ব্ব কোন্ সতের কথা উত্থাপন হইয়াছে, তাহাই বিচারিত হউক। যে সতের জ্ঞানে কিছু অবিজ্ঞাত থাকে না, সেই সৎকে জানিলে সবই জ্ঞাত হইবে।



থাকে, সেই সং আর উপসংহারে উক্ত এই সং অভিন্ন বৃত্তিতে হইবে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় সং নাই, এ কথাও বলা হইয়াছে। তাহা হইলে সং বলিতে জড় প্রকৃতি বুঝা উচিত নহে। আর এক কথা, মোক্ষোপদেশ উপচারও হইতে পারে না, কেন না, যাহাকে জানিলে অল্প জ্ঞাতব্য কিছু থাকে না, তদ্বিষয় শ্রুত হইলে অল্প প্রোতব্য অবশিষ্ট রহে না, হেতু দ্বারা অনুমেয়ও কিছু নাই, যাহাতে কুদি সংকে জানিয়াও মোক্ষোপদেশ মিথ্যা বলিবে। অল্প কথা, সমস্ত দর্শনার্থকেই আরোপিত বলিয়া কল্পনা করায় কল্পনাকারীর বৃত্তাই পরিশ্রম হইয়াছে, কল্পনাকারী মোক্ষসাধনবিজ্ঞানকে তর্ক দ্বারাই পাইয়াছেন। অতএব বোধোদিত বাক্যার্থের বেদপ্রামাণ্য-বলে পরিত্যাগ যুক্তিসূক্ত নহে, বথাক্রমত বহি গ্রাহ। এতক্ষণে স্থির হইল যে, জগতের কারণ জড় প্রকৃতি নহে, বস্তুত্রয়ই ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

তেষাং খন্ডেযাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আগুজ্জ,  
জীবজম্, উদ্ভিজ্জমিতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই ভূত অর্থাৎ প্রাণিসমূহের তিন প্রকার কার্য হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনটি হেতু হইতে যাবতীয় প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, অণু ইন্দ্রিয় উৎপন্ন, জীব হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎপিত ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—তেষাং জীবাধিষ্ঠানাং খন্ডেযাং পক্ষ্যাদীনাং ভূতানাং, এবামিতি প্রত্যক্ষনির্দেশাৎ, ন তু তেজঃপ্রভূতীনাং, তেষাং ত্রিবৃৎকরণশ্চ বক্ষ্যমাণশ্চ; অসতি ত্রিবৃৎকরণে প্রত্যক্ষনির্দেশানুপপত্তিঃ, দেবতাশব্দপ্রয়োগাচ্চ তেজঃপ্রভূতি “ইমান্ভিস্রো দেবতাঃ” ইতি। তন্মাত্রেযাং খন্ডেযাং ভূতানাং পশু-পক্ষি-স্বাবরাণীনাং জীয়ে নাতিরিক্তানি বীজানি কারণানি ভবন্তি। কানি তানীতি? উচ্যন্তে—আগুজ্জ-অণুজ্জাতম্ অণুজম্, অণুজমেবাণুজং পক্ষ্যাদি। পক্ষি-সর্পাদিভ্যো হি পক্ষিসর্পাদয় জায়মানা দৃশ্যন্তে; তেন পক্ষী পক্ষিণাং বীজং, সর্পঃ সর্পাণাং বীজং, তথা অন্তঃপ্রাণী-জাতং তজ্জাতীয়ানাং বীজমিত্যর্থঃ। নম্ব অণুজ্জাতমণুজমুচ্যতে, অতোহণুজং বীজমিতি যুক্তং, কথমণুজং বীজমুচ্যতে? সত্যমেবং শ্রুতং, যদি হৃদিছাত্তজা ঋতিঃ স্যঃ স্বতজ্জা তু ঋতির্বিষত আহ অণুজ্জাতোব বীজং, নাণুনীতি। দৃশ্যতে চ অণুজ্জাতায় তজ্জাতীয়সম্ভৃত্যভাবঃ নাণুগতভাবে; অতোহণুজাদীন্তেব বীজানি অণুজাদীনাম্। তথা জীবাজ্জাতং জীবজং জরায়ুজমিত্যেতৎ পুরুষ-পত্নাদি। উদ্ভিজ্জম্—উদ্ভিন্তীতি উদ্ভিঃ স্বাবরং, ততো জাতমুদ্ভিজ্জং, ধান্য বা উদ্ভিৎ, ততো জায়তে ইতুভিজ্জং, স্বাবরীক স্বাবরাণাং বীজমিত্যর্থঃ। শ্বেদজ-সংশোকজরোরাণ্ডজোদ্ভিজ্জরোরোব যথাসম্ভবমন্তর্ভাৱঃ এবং হৃদযারণং, জীয়েব বীজানীতুপপন্নং ভবতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অচেতন মহাভূতের ব্রহ্মকার্য্যতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক ভৌতিক জীবযুক্ত পদার্থেরও ব্রহ্মকার্য্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে—তাহাদিগের অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠিত এই সমস্ত পক্ষিপ্রভৃতি ভূতসমূহের তিনটিই কারণ বীজ অর্থাৎ কারণ হইয়া থাকে, অতিরিক্তও নহে, ইহা অপেক্ষা অল্পও নহে। মূলে ‘এষাম্’ এই প্রত্যক্ষবোধক ‘এতৎ’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় ভূত শব্দে পক্ষি প্রভৃতি প্রাণিসমূহকেই বুঝাইতেছে, তেজ, জল ও অন্নকে (পৃথিবীকে) নহে, কারণ



দ্বিতীয়: ৭৩:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫১১

তাহাদের ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপার পরে বলা হইবে, অথচ ত্রিবৃৎকরণের বিষয় যদি না  
হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ নির্দেশ উপপন্ন হয় না; আর “এই তিনটি দেবতাকে”  
এই ঋতি হইতে জানা যায় যে, তেজ প্রভৃতিতে দেবতাশব্দও প্রযুক্ত হয়, অতএব  
কৃতশব্দে এখানে তেজ প্রভৃতি নহে; অতএব সেই এই ভূতসমূহ অর্থাৎ পশু,  
পক্ষী ও স্বাবরদিগের তিনটিই বীজ অর্থাৎ কারণ হয়, তাহার অতিরিক্ত হয়  
না। সেই তিনটি বীজ কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, আণ্ডজ অর্থাৎ পক্ষী সর্প  
প্রভৃতি। দেখিতেও পাওয়া যায়, পক্ষী হইতেই পক্ষী, সর্প হইতেই সর্প জন্মগ্রহণ  
করে, অতএব পক্ষীর বীজ পক্ষী, সর্পের বীজ সর্প, পক্ষী সর্প ব্যতীতও যে কোন  
বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদের পরে সেই জাতীয় জীবই বীজ অর্থাৎ কারণ।

আচ্ছা, এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে—বলা হইয়াছে, বাহারা অণ্ড হইতে  
জাত, তাহারাই অণ্ডজ, অতএব অণ্ডই বীজ, এইরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত, অণ্ডজকে  
বীজ বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তোমার এ প্রশ্ন সঙ্গত হইত,  
যদি ঋতি তোমার ইচ্ছাধীন হইত, কিন্তু ঋতি স্বাধীন, পরের ইচ্ছাধীন নহে,  
কারণ, ঋতিই বলিয়াছেন, অণ্ডজ প্রভৃতিই বীজ, অণ্ডাদি নহে। দেখাও যায়,  
অণ্ডজ প্রভৃতির অভাবে তজ্জাতীয় প্রাণীর সম্ভাবনের অভাব ঘটে, কিন্তু অণ্ডাদির  
অভাবে সম্ভাবনের অভাব হয় না, অতএব অণ্ডজাদিই অণ্ডজাদির বীজ। এইরূপ  
বীজ হইতে বাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারাই জীবজ অর্থাৎ জরায়ুজ, যেমন মনুষ্য ও  
পশুপ্রভৃতি। বাহারা উর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া অর্থাৎ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে  
উৎপন্ন হয়, তাহারাই উদ্ভিদ অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্বাবর পদার্থ, সেই উদ্ভিদ হইতে বাহারা  
জন্মগ্রহণ করে, তাহারাই উদ্ভিজ্জ। অথবা উদ্ভিদ শব্দের অর্থ ধান অর্থাৎ বীজ,  
বীজ হইতে বাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারাই উদ্ভিজ্জ, অর্থাৎ স্বাবর পদার্থের বীজই  
স্বাবর পদার্থের বীজ বা কারণ। স্বেদজ (বাহারা স্বেদ অর্থাৎ পচা গোময়  
প্রভৃতি হইতে জন্মগ্রহণ করে) ও সংশোকজ (বাহারা উষ্ণা হইতে উৎপন্ন হয়,  
যারপাকা উকুন প্রভৃতি) ইহার উভয়ে যথাসম্ভব অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত।  
ইহাদের মধ্যে স্বেদজ মশক মক্ষিকা ডাঁশ বৃশ্চিক প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত ও  
যারপাকা প্রভৃতি অণ্ডজের অন্তর্গত। অতএব ‘তিন প্রকার মাত্রই বীজ’ এই  
এ অবধারণার্থক বাক্য প্রয়োগ, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ॥ ১ ॥

সেয়ং দেবতৈষ্কৃত, হস্তাহমিমান্সিত্সো দেবতা অনেক জীবে-  
নান্নান্নুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরণবানীতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই এই দেবতা ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন :



আমি জীবাশ্মরূপে তেজ জল ও অন্তর্ অর্থাৎ পৃথিবী ভূতের অভ্যন্তরে অতি দুঃ-  
ভাবে আনন্দের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপকে ব্যক্ত করিব অর্থাৎ বিশিষ্ট  
বিশিষ্ট নাম ও আকৃতি ধারণ করিব ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—সেয়ং প্রকৃত্য সদাখ্যা তেজোহবরবোনির্দেবতা ইহ  
ঐক্ষত ঐক্ষিতবতী, যথা পূর্বং বহু শ্রামিতি । তদেব বহুভবনং প্রয়োজনং নাশ্চাপি নির্ভ-  
মিত্যত ঐক্ষাং পুনঃ কৃতবতী বহুভবনমেব প্রয়োজনমুররীকৃত্য । কথং ? ইহ ইদানীং  
যথোক্তাঃ তেজ-আত্মান্ত্রো দেবতা অনেন জীবেনেতি—স্ববুদ্ধিং পূর্বসৃষ্টাং হুঃখ-  
ধারণমাস্ত্রানমেব শ্রবন্তী আহ, অনেন জীবেনাস্ত্রেনেতি । প্রাণধারণকত্রী আস্ত্রেনেতি যদ-  
নাস্ত্রনোহব্যতিরিক্তেন চৈতন্ত্বরূপতয়া অবিশিষ্টেনেত্যতদর্শয়তি । অমুপ্রবিশি তেজোহ-  
ভূতমাত্রাসংসর্গেণ লব্ধবিশেষবিজ্ঞানা সতী নাম চ রূপঞ্চ নাম-রূপে ব্যাকরবাণি বিশিষ্টান-  
বাণি, অসৌ নামায়ম্, ইদং-রূপ ইতি ব্যাকুর্য্যামিত্যর্থঃ । নহু ন যুক্তমিদমসংসর্গ-  
সর্বজ্ঞায়া দেবতয়া বুদ্ধিপূর্বকমনেকশতসহস্রানর্থপ্রয়ঃ দেহমমুপ্রবিশি হুঃখমমুভবিষ্যদী-  
সকলনম্, অমুপ্রবেশচ্ স্বাতন্ত্র্যে সতি । সত্যমেবং ন যুক্তং ত্রাং, যদি যেনৈবাবিক্রমে  
রূপেণামুপ্রবেশেয়ঃ হুঃখমমুভবেয়মিতি চ সঙ্কলিতবতী, ন হেবম্ । কথং তর্হি ? অন-  
জীবেনাস্ত্রনা অমুপ্রবিশেতি বচনাং । জীবো হি নাম দেবতয়া আভাসমাত্রম্ ; বৃক্ষ-  
ভূতমাত্রাসংসর্গজনিত আদর্শ ইব প্রবিষ্টঃ পুরুষপ্রতিবিম্বঃ; জলাদিষিব চ সূর্য্যারাম্ ।  
অচিন্ত্যানস্তশক্তিমত্যা দেবতয়া বুদ্ধাদিসম্বন্ধঃ চৈতন্ত্রাবভাসো দেবতারূপবিকোপ-  
নিমিত্তঃ “স্বখী হুঃখী মৃতঃ” ইত্যাত্মনেকবিকল্পপ্রত্যয়হেতুঃ । ছায়ামাত্রাণ জীবরূপাদ-  
প্রবিষ্টত্বাং দেবতা ন দৈহিকৈঃ স্বতঃ সুখ-হুঃখাদিভিঃ সম্বধ্যতে, যথা পুরুষাদিভ্যাম-  
আদর্শোদকাদিষু ছায়ামাত্রাণামুপ্রবিষ্টা আদর্শোদকাদিদোর্দৈর্ঘ্য সম্বধ্যন্তে, তদ্বৎ দেবতাপি ।

“মূর্ধ্যো যথা সর্বলোকশ্চ চক্ষুন লিপ্যাতে চাক্ষুর্বের্কীহৃদোষ্টৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাশ্চ ন লিপ্যাতে লোকহুঃখেন বাহঃ ।”

“আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ” ইতি হি কাঠকে । “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইতি চ বাহুল-  
য়কে । নহু বাচারম্ভণমাত্রশ্চৈতন্ত্রীঃ, মূর্ষেব প্রাপ্তঃ, তথা পরলোকেহলোকাদি চক-  
তশ্চ ? নৈব দোষঃ, সদাস্ত্রনা সত্যত্বাভ্যুপগমাং । সর্বঞ্চ নাম-রূপাদি সদাস্ত্রনৈব মত-  
বিকারজাতঃ, স্বতন্ত্র অন্তমেব, “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্” ইত্যুক্তত্বাং । তথা জী-  
হপীতি । “যক্ষানুরূপো হি বলিঃ” ইতি শ্রায়প্রসিদ্ধিঃ ; অতঃ সদাস্ত্রনা সর্বব্যবহারায় সর্ব-  
বিকারায়ঞ্চ সত্যত্বং, সতোহমুভে চানুতত্বমিতি ন কশ্চিদ্ব্যবহারিকৈরিহানুরূপত্বঃ শক্যঃ  
যথা ইতরেতরবিকল্পদ্বৈতবাদাঃ স্ববুদ্ধিবিকল্পনামাত্রা অতন্ত্রনিষ্ঠা ইতি শক্যং বক্তুন্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—জীববিশিষ্ট ভূতসমূহ যে ব্রহ্মের তর্পণ,  
তাহা কথিত হইয়াছে, অধুনা জীবসমূহ বিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের কার্য্য হইলেও স্বরূপের  
উহা ব্রহ্মের কার্য্য নহে, শরীরাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মেই জীবব্যবহার স্বীকৃত আছে, মুক্ত



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫১৩

ভূতীয়ঃ ৭৩ঃ]

ব্রহ্মবিজ্ঞানেই জীববিজ্ঞান সিদ্ধ হইবে, পরন্তু জীবসকলের যে ভোগের আধার  
 বস্তু, তাহার ভৌতিক শরীর বটে, তাহাদের নাম ও রূপসৃষ্টির উল্লেখ করা  
 রীতি, এই অভিপ্রায়ে তাহাই বিবৃত হইতেছে। প্রস্তাবিত তেজ, অপ্ ও অন্নের  
 কারণরূপ সেই এই সংস্বরূপ দেবতা পূর্বের ত্রায় ঈক্ষণ করিয়াছিলেন যে, আমি  
 হইব। তাঁহার বহু হওয়া-রূপ প্রয়োজনটি এখনও সম্পন্ন হয় নাই, এই  
 জন্যে তিনি বহু হওয়া-রূপ প্রয়োজনটি স্বীকার করিয়া পুনরায় ঈক্ষণ  
 করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন? সম্প্রতি আমি পূর্বোক্ত  
 তেজ, বল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী এই তিনটি দেবতাতে জীবাশ্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট  
 হইয়া অর্থাৎ ঐ শব্দ ভূতত্রয়ের সংসর্গে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া নাম ও রূপকে  
 ব্যক্ত করিব, অর্থাৎ এই বস্তুর এই নাম, এই প্রকার রূপ বা আকৃতি, ইহা  
 স্রষ্টারূপে স্পষ্ট করিব। মূলে 'অনেন জীবেন আত্মনা' এই বাক্যটি দ্বারা ইহাই  
 বুঝিতেছে যে, পূর্বসৃষ্টিতে অনুভূত প্রাণধারণরূপ স্ববুদ্ধিস্থ নিজেকেই স্রবণ  
 করিয়া বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্বসৃষ্টিতে নিজেই যে জীবতাব প্রাপ্ত হইয়া  
 প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, নিজের বুদ্ধিস্থ সেই জীবতাবকেই স্রবণ করিয়া  
 'অনেন জীবেন আত্মনা' অর্থাৎ এই জীবরূপে বলিয়াছেন। আর 'প্রাণধারণকারী  
 আত্মারূপে' ইহা বলার তাৎপর্য এই যে, এই জীবতাবটিও তাহা হইতে অতিরিক্ত  
 নয় এবং চৈতন্যরূপেও অবিশিষ্টতা অর্থাৎ তাহাতেও কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য  
 নাই। আত্মা, অসংসারিনী অর্থাৎ সংসারের হেতুরূপ পাপপুণ্যাতি-বিবর্জিত ও  
 নরক দেবতার পক্ষে যে বুদ্ধিপূর্বক অর্থাৎ স্বেচ্ছায় শত সহস্র অনিষ্টের আশ্রয়-  
 রূপ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'আমি দুঃখ অনুভব করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করা এবং  
 বহু অর্থাৎ তাঁহার স্বাধীনতা বিঘ্নমান থাকিতেও যে তাদৃশ দেহে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া,  
 তাহা ত বুদ্ধিসঙ্গত হয় না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, যুক্তিসঙ্গত যে হয়  
 না, ইহা নভা বটে, কিন্তু যদি তিনি নিজের অবিকৃত রূপেই "অনুপ্রবিষ্ট  
 হইয়া দুঃখ অনুভব করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিতেন, কিন্তু যথার্থ বলিতে  
 পারেন তিনি ত সেরূপ করেন না; তবে কি করেন? 'এই জীবাশ্মরূপে  
 অনুপ্রবিষ্ট হইয়া' এই বাক্য দ্বারা ই বুঝাইতেছে যে, তিনি নিজ অবিকৃত  
 রূপে প্রবিষ্ট হন না। আদর্শ অর্থাৎ দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষের প্রতিবিম্বের  
 মত, কলাদিতে পতিত সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ত্রায়, জীববুদ্ধি প্রভৃতিও  
 ইহা জীবাশ্মসংসর্গজনিত দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মের আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বমাত্র, দেবতা  
 নহে। (নিগূঢ়ার্থ এই যে—বেদান্তমতে পঞ্চমহাভূতের সাত্ত্বি-  
 ক হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি, কাজেই বুদ্ধি ভৌতিক পদার্থ; সম্বন্ধের আধিক্য



থাকায় বুদ্ধি প্রকাশক অর্থাৎ উজ্জ্বল। স্বর্ঘ্য যেমন স্বচ্ছ দর্শনাধিতে প্রতিফলিত হন, বিশুদ্ধ চৈতন্ত্যস্বরূপ জ্যোতির্শ্রয় ব্রহ্মও তেমনই উজ্জ্বল বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হন, প্রতিফলিত ঐ ব্রহ্ম-পদার্থই জীব। অগ্নিতপ্ত লৌহগোলক যেমন অগ্নি ত্রায়ই হইয়া যায় এবং সাধারণ লোকে যেমন তাহাকে অগ্নি বলিয়াই মনে করে, সেইরূপ জীবও অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত অবিজ্ঞাপ্রভাবে বুদ্ধির সঙ্গে একতায় হইয়া যায়, এবং সেই অবস্থায় আর বুদ্ধি হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করিতে পারে না, ইহাই অবিবেক বা বিচারবিমূঢ়তা। এই অবিবেকপ্রভাবেই জীব বুদ্ধিগত সুখ-দুঃখাদি ধর্মসমূহকে নিজের বলিয়া মনে করিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে জ্যোতির্শ্রয় ব্রহ্মকে মনঃকল্পিত এই সমস্ত সুখ-দুঃখ অণুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। মেঘের উদয়ে বা অপগমে যেমন আকাশে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ সাংসারিক সুখ-দুঃখাদিও আত্মাকে কিছুমাত্র চালিত করিতে পারে না। অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন দেবতার যে বুদ্ধিপ্রভা সহিত সমস্ত চৈতন্ত্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব, দেবতার যথার্থ স্বরূপবিশেষের বুদ্ধির অভাবে সেই চৈতন্ত্যের আভাসই ‘আমি সুখী আমি দুঃখী আমি মুক্ত’ ইত্যাদি নানাবিধ বিকল্প জ্ঞানের উৎপাদক, কিন্তু ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্বরূপ জীবের অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়ার দেবতা নিজে ঐ সমস্ত দৈহিক সুখ-দুঃখাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, পুরুষ ও স্ত্রী প্রভৃতি দর্শন ও জল প্রভৃতিতে কেবল প্রতিবিম্বরূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়ার দর্শন ও জল প্রভৃতির মালিন্যাদি দোষের দ্বারা যেমন সংশ্লিষ্ট হন না, এই দেবতার সেইরূপ সুখ-দুঃখাদির দ্বারা আক্রান্ত হন না; কারণ, কঠোপনিষদে আছে—“সর্বলোকের চক্ষুঃ অর্থাৎ চক্ষুঃস্বরূপ অথবা চক্ষুর প্রকাশক স্বর্ঘ্য যেমন সর্বত্র বাহ্যিক দোষসমূহের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হন না, তেমনই এক অদ্বিতীয় আত্মা সর্বত্র প্রবিষ্ট অভ্যন্তরে অবস্থিত হইলেও লৌকিক দুঃখের অতীতই থাকেন, কোনরূপ দুঃখ দ্বারা লিপ্ত হন না”। “তিনি আকাশের ত্রায় সর্বগত অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও নিত্য”। বাজসনেয় সংহিতাতেও বলা হইয়াছে, “তিনি যেন ধ্যানই করেন, যেন শব্দই করেন”। এ স্থানে ‘ইব’ অর্থাৎ ‘যেন’ এই শব্দ থাকায় বুঝাইতেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে তিনি ধ্যানও করেন না, স্পন্দনও করেন না। আত্মা, জীব পদার্থে তিনি ধ্যানমাত্র অর্থাৎ চৈতন্ত্যের আভাস বা প্রতিবিম্বমাত্রই হয়, তাহা হইলে জীব মিথ্যাই হইয়া পড়িল? এবং তাহার ইহলোক-পরলোকাদিও সেইরূপ মিথ্যা হইয়া পড়িল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, সংস্করণে তাঁহার সত্যতা স্বীকৃতই আছে, নাম-রূপাদি সমস্ত বিকার-পদার্থই অর্থাৎ কার্য-কারণসমূহ



তৃতীয় পঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫১৫

স্বরূপে সত্য, আর স্বতঃ অর্থাৎ জড়স্বরূপে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা বা অসৎ, কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, 'বিকার-পদার্থ কেবল বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা আরও একটি একটি নামমাত্র', বাস্তবিকপক্ষে উহাদের কোন সত্যতাই নাই, জীবও সেইরূপ অর্থাৎ সংস্করণে সত্য, আর জীবরূপে অসত্য; লোকেও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে 'যক্ষাভূরূপ বলি' অর্থাৎ 'যেমন দেবতা, তাহার বলি অর্থাৎ পূজার উপহার দ্রব্যও তেমনই'। (ভাবার্থ এই যে—প্রশ্ন করা হইয়াছিল, জীব যখন প্রতিবিশ্বমাত্র, তখন প্রতিবিশ্ব যেমন অসৎ, জীবও তেমনই অসৎ পদার্থ, আর জীব যদি অসৎই হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিধিই বা কি? আর নিষেই বা কি? আর তাহার পরলোকাদি চিন্তাই বা কি? ইহারই উত্তরে ব্রহ্মজ্ঞান, জীবের জীবন্তও যেমন মিথ্যা, বিধি-নিষেধও সেইরূপ মিথ্যা, পরলোকাদিও সেইরূপ মিথ্যা, যে হেতু, জীবন্তই যখন অজ্ঞানমূলক, তখন বিধি-নিষেধও অজ্ঞান-মূলক, উভয়ই যখন শ্রেণীবিশেষের অন্তর্ভূত, তখন আর এ বিষয়ে আগন্তিই বা কি? পশুপক্ষী প্রভৃতির ব্যবহার যে অজ্ঞানমূলক, ইহাতে বাহারও মতবৈধ নাই, সাধারণ মানুষের ব্যবহারও অনেক স্থানেই উক্ত প্রকারই জানিবে। অতএব তাহাকে অজ্ঞানমূলক বলা দোষাবহ নহে) অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে, সমস্ত ব্যবহারের ও সমস্ত বিকার-পদার্থেরই সংস্করণে সত্যতা, সংস্করণে অর্থাৎ জড়স্বরূপে অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব; অতএব এ স্থানে পরস্পর-বিষম বৈতবাদসমূহকে যেমন স্ববুদ্ধিকল্পিত অতস্বনিষ্ঠমাত্র বলা যাইতে পারে, এ স্থানে কোন দোষ তार्কিকগণ দেখাইতে পারিবেন না। বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য ইহার অন্তর্বিধ ব্যাখ্যাও এ স্থানে প্রদর্শিত হইতেছে, সেই তেজ, জল ও আদির কারণরূপ সন্মানক দেবতাই দর্শন করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব ইত্যাদি পূর্ববৎ চিন্তা করিলেন। পূর্বে তেজঃপ্রভৃতির যে বহুলীভাব হইয়াছে, জীব সম্পূর্ণতা হয় নাই, এই জন্তই পুনরায় দর্শন কথিত হইল। যে আত্মা পূর্বস্থিতে প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, সেই আত্মাকে স্মরণ করত বলিলেন, আমি সেই তেজঃ, জল ও অন্নরূপ তিন দেবতায় সেই জীবরূপে প্রবেশ পূর্বক নাম-রূপ প্রকাশ করিব, অর্থাৎ ইহার এই নাম এবং এই দ্রব্যের এই রূপ ইত্যাদিরূপে নির্ণয় করিব। প্রাণধারণকারী আত্মা দ্বারা তেজ, জল, পৃথিবীরূপা দেবতায় সং ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া নাম-রূপ বিবৃত করিলেন, এ কথা বলার তাৎপর্য, ঐ জীবাত্মা জাহ্নবেতে অভিন্ন চৈতন্যস্বরূপে অবশিষ্ট। যখন নির্বিকল্পকজ্ঞানরূপা ব্রহ্মদেবতা নামসত্ত্ব মহাত্মত সকল সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন এই সকল ভৌতিক বিরাট প্রভৃতি দেহে তাঁহার আত্মাভিমান আসিল ও প্রজাপতি



প্রভৃতি নামে ও শুক্লাদিক্রমে তিনি বহু ভাবে প্রকাশিত হইলেন। যদিও  
 অসংসারিণী সর্বজ্ঞ দেবতার অনেক শত সহস্র অনর্থের আশ্রয় শরীরমধ্যে জন্ম  
 গুনিয়া প্রবেশ ও হৃৎখানুভবসঙ্কল্প সঙ্গত নহে, অধিকন্তু তিনি স্বাধীন, বাহ্যের দ্বারা  
 শরীরমধ্যে প্রবেশের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার বাধ্য হইয়া বহুখান  
 দেহে প্রবেশ সম্ভবে। কোন স্বাধীন ব্যক্তিই জগতে সে যন্ত্রণাময় স্থানে প্রবেশ  
 করে না। কেহই “আমি স্বীয়রূপে প্রবেশ করি ও হৃৎখানুভব করি” এরূপ  
 সঙ্কল্প করে না। তবে কি প্রকারে এই ব্রহ্ম স্বয়ং প্রবেশ করেন, ইহা বলা যায়  
 পারে? উত্তর—সত্য বটে, অধুনা বক্তব্য এই যে, তাহাই বটে, যদি অবিকৃতরূপে  
 ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিতেন, আমি ইহাতে প্রবেশ করিব ও হৃৎখানুভব করিব, তবে  
 অসঙ্গতি হইত, কিন্তু তাহা নহে। প্রশ্ন—তবে কিরূপে? উত্তর—তখন, জ্ঞান  
 জীবাশ্রুতরূপে প্রবেশ করিয়া ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, জীব ব্রহ্মদেবতার আত্ম  
 মাত্র। বুদ্ধি প্রভৃতি ভূত অংশের সহিত সংসর্গজন্ত আদর্শের দ্বারা তাহার প্রতিবিম্ব  
 জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়। যেরূপ জলাদিতে চন্দ্রসূর্য্যাদির আভা প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ  
 পুরুষপ্রতিবিম্ব বুদ্ধিদর্পণে প্রবিষ্ট হয়। যদি বল, চিদাত্মা সঙ্গহীন, অবিভক্ত,  
 তাহার বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত অভেদ অভিমান হইবে কেন? উত্তর—তখন  
 বক্তব্য এই, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, তত্ত্বজ্ঞান বাতিরেকে অবিদ্যাময়ী মায়াশক্তি  
 আশ্রয়ে সেই ব্রহ্ম জীবশরীরে প্রবিষ্ট থাকেন, সেই মায়াশক্তির প্রভাবেই  
 প্রভৃতির সহিত অভেদজ্ঞান জন্মায়, সেই অভেদাভিমানী ব্রহ্মই চিদাত্মা বা জীব  
 নামে অভিহিত। মায়ার দুইটি শক্তি ;—আবরণী ও বিক্ষেপণী। মায়ার  
 শক্তি দ্বারা বস্তুর স্বরূপ তিরোধান করে, অপর শক্তি দ্বারা অন্ত বুদ্ধি উৎপাদন  
 করে। সেই মায়া ব্রহ্মকে ‘নিরূপাধি চিৎস্বরূপ আমি’ এই বিশেষ ধর্ম  
 হারাইয়া বুদ্ধিধর্ম লিপ্ত করেন, ইহাই চিত্তের বুদ্ধির সহিত অভেদজ্ঞানের কারণ।  
 যখন সেই জ্ঞান পুরুষ জন্মায়, তখন স্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ হয়। ‘বুদ্ধি  
 সহিত অভিন্ন আমি’ এই জ্ঞানেই বুদ্ধিকার্য্য সুখ, হৃৎখ, মোহ ইত্যাদি অনেক  
 প্রকার বিকল্পের উদয় ও তাহাদের ভোগ হয়। পরব্রহ্মই অবিকার  
 বুদ্ধাদি সংসর্গে জীবন্ত প্রাপ্ত হইয়া সংসারী হন। জীব তাহার ছায়ামাত্র, ব্রহ্ম  
 ব্রহ্মকে জীবদেহধর্ম সুখ হৃৎখ প্রভৃতি বিকারলিপ্ত হইতে হয় না। যেমন জীব  
 প্রতিবিম্বিত সূর্য্য ও দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষ অনেক ও চঞ্চল বলিয়া প্রতীয়মান  
 হয়, সেই প্রতিবিম্ব জলধর্ম ও আদর্শধর্ম চাক্ষুশ্য প্রভৃতি সংক্রমিত হয়, কিন্তু  
 বিষয়ে তাহার সম্বন্ধলেশও থাকে না, সেইরূপ চিৎ ও চিদাত্মাসের অবস্থা বুদ্ধির  
 এ বিষয়ে স্পৃহাপ্রমাণ দেখান হইতেছে। যেমন সর্বলোকের প্রকাশক ব্রহ্ম



চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত স্বরূপ চক্ষুর দোষে লিপ্ত নহেন, সেইরূপ ব্রহ্ম এক, তিনি সর্বপ্রাণীর অন্তর্গত, তাহা হইলেও তাহাদের অন্তরের দোষস্পৃষ্ট নহেন। ব্রহ্ম আকাশের মত সর্বত্র আছেন, অথচ নিত্য, ক্ষয়হীন, বিকারহীন, নির্লিপ্ত। ব্রহ্মগানেরক উপনিষদে আছে, যেন তিনিই সূখ-দুঃখের সঙ্কল্প করেন, তিনিই যেন কাঁদা করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র হইলে জীবের অস্তিত্ব নষ্ট হইল, কেন না, ছায়ার সত্যতা কোথায়? আর সেই জীবের ইহকাল পরকাল ইহাও মিথ্যা, যে হেতু, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিতে পারে না, অশ্রুত কৰ্ম্মফল অণুরে ভোগ করে না, জীবের অস্তিত্বের নাশে ভোগকর্তা কোথায়? উত্তর—ইহা দোষাবহ নহে, সেই জীব যদ্রূপ সত্য, ইহা বলিয়াছি। জীবের সত্ত্ব, সত্য, বুদ্ধিধর্ম্ম, সূখ, দুঃখ, মোহ ইহাই মিথ্যা। আর নাম রূপ প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, ইহারও যদ্রূপ সত্য, যথার্থতঃ মিথ্যা। যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে, বিকার নাম মাত্র যথেষ্ট অধিষ্ঠিত, সেইরূপ জীব বিষয়েও জ্ঞাতব্য। একটা লৌকিক কথা আছে, যেমন ভূত, তেমনি পূজা, সেইরূপ ভোক্তাও মিথ্যা, ভোগ্যও মিথ্যা। নৈসর্গিকগণ যখন জগৎ মিথ্যা হইলে বৌদ্ধমতেরই অনুসরণ হইল? আবার জগৎ সত্য হইলে দৈবতবাদ নষ্ট হইল? ইহার উত্তরে এইরূপ বক্তব্য যে, জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করিতেছি বা কিছু বিকারজাত দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সমস্তই সঙ্গ্রহে সত্য, নাম ও রূপে মিথ্যা; সুতরাং অদ্বৈতবাদ অখণ্ডিত রহিল। যেমন তার্কিকগণের গম্ভীর দৈবতবাদ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে বিকল্পমাত্র, যথার্থতঃ কিছুই নহে, সেইরূপ এখানেও বুঝবে ॥ ২ ॥

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি; সেয়ং দেবতেনাস্তিশ্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—পূর্বোক্ত সেই ভূতযোনি দেবতা “তেজ, জল ও পৃথিবীরূপ দেবতাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং অর্থাৎ ত্র্যাম্বক ত্র্যাম্বক করিব” এইরূপ কল্পপূর্বক জীবাত্মনরূপে ঐ দেবতাত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্—সা এবং তিশ্রো দেবতা অনুপ্রবিশ্য স্বাত্মাবস্থে বীজভূতে সাক্ষাত নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি ঐক্ষিত্বা তাসাঞ্চ তিস্রাণাং দেবতানামেকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি, একৈকশ্চাঃ ত্রিবৃতকরণে একৈকশ্চাঃ প্রাধান্যং, দ্বয়োর্বয়োণ্ডগভাবঃ, তত্থা



হি রজ্জ্বা ইব একমেব ত্রিবৃৎকরণং শ্রাৎ, ন তু তিস্রণাং পৃথক্ পৃথক্ ত্রিবৃৎকরণমিতি ।  
 হি তেজোবানানাং পৃথঙ্‌নামপ্রত্যয়লাভঃ শ্রাৎ—তেজ ইদম্, ইমা আপঃ, অগ্নিমিতি চ ।  
 সতি চ পৃথঙ্‌নামপ্রত্যয়লাভে দেবতানাং সম্যগ্‌ব্যবহারশ্চ প্রসিদ্ধিঃ প্রয়োজনঃ সঃ  
 এবমীক্ষিত্বা স্যেং দেবতা ইমান্তিস্রো দেবতা অনেনৈব যথোক্তেনৈব জীবেন হৃদ্যনি-  
 বদন্তঃ প্রবিষ্টা বৈরাজ্যং পিণ্ডং প্রথমং দেবতাদীনাম্ চ পিণ্ডানমুপ্রবিষ্টা যথাদিক্রমে-  
 নাম-রূপে ব্যাকরোৎ—অসৌ-নামা অয়ম্, ইদং-রূপ ইতি । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই দেবতা অর্থাৎ সংস্করণ হই  
 এইরূপ ভাবে দেবতাত্রেয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজের স্বরূপে অবস্থিত বীজাকর  
 ও অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত নাম ও রূপকে ব্যাকৃত অর্থাৎ অভিব্যক্ত  
 প্রকটিত করিব, এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া এবং সেই তিনটি দেবতার প্রত্যেককে  
 ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্রিরাবৃত্ত করিব । এক একটির ত্রিবৃৎকরণ কৃত হইলে এক  
 একটির প্রাধান্য, আর অপর দুই দুইটির গুণভাব অর্থাৎ অপ্রাধান্য সিদ্ধ হইতে  
 পারে, তাহা না করিলে রজ্জুর ত্রায় অর্থাৎ ত্রিতন্তুবিশিষ্ট বা ত্রিভৌ-  
 কৃত রজ্জুর ত্রায় একটি মাত্রই ত্রিবৃৎকরণ হইতে পারে, তিনটির পৃথক পৃথক  
 ত্রিবৃৎকরণ হইতে পারে না । এইরূপ হইলেই তেজ, জল ও অগ্নি অর্থাৎ পৃথিবী  
 এই তিনটির প্রত্যেকের এইটি তেজ, এইটি জল, এইটি পৃথিবী এইরূপ পৃথক  
 পৃথক্ নাম ও পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হইতে পারে । ঐ দেবতাত্রেয়ের পৃথক পৃথক্ নাম  
 ও জ্ঞানলাভ হইলেই যথার্থভাবে ব্যবহারসিদ্ধিরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হইতে পারে ।  
 সেই এই দেবতা এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া সূর্য্যবিষয়ের ত্রায় পূর্ব্বোক্ত এই জীবাকরণ  
 এই তিনটি দেবতার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক, অর্থাৎ প্রথম বৈরাজ্য পিণ্ড (যদি  
 ভূত বিরাট্‌দেহে) ও ঐ তিন দেবতার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বসঙ্কল্পানুযায়ী-  
 ইহার এই নাম, ইহার এইরূপ আকার ইত্যাদি নাম ও রূপ প্রকটিত করি-  
 ছিলেন । (ত্রিবৃৎকরণ শব্দের অর্থ—প্রথমে প্রত্যেক ভূতকে দুই ভাগে বিভক্ত  
 করিয়া সেই বিভক্ত দুই ভাগের এক ভাগকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া  
 তাহার এক এক ভাগকে অপর দুইটি ভূতের সহিত মিশ্রিত করা, এইরূপ হইলেই  
 প্রত্যেক ভূতে প্রত্যেক ভূতের তিন অংশ করিয়া থাকে, ইহাই ত্রিবৃৎকরণ; অর্থাৎ  
 প্রথমতঃ এক দেবতা জল বা তেজ বা পৃথিবীকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া  
 এক ভাগকে পুনশ্চ দুই দুই করিলেন, পরে ঐ অর্ধে অস্ত্রাশ্র এক-চতুর্থাংশ দুইটি  
 যোগ করিলে প্রত্যেকটি ত্রিভূতের ত্রিখণ্ডযুক্ত মহাখণ্ড হয়, তাহাতে এক খণ্ড  
 প্রধান ও অপর দুই খণ্ড অপ্রধানভাবে থাকে, সেই জন্তু সমস্তত্রয়নির্ধৃত রজ্জ্ব  
 একবিধগুণসম্পন্ন উহার নাহে ও প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ নামে অভিহিত হইতে পারিলে



তৃতীয় খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫১৯

এইরূপে বাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক আছে, তাহা সেই নামে কথিত হয়—  
ইহা তেজ, ইহা জল, ইহা পৃথিবী এইরূপে বিশেষ সংজ্ঞা সিদ্ধ হইল ) ॥ ৩ ॥

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেতৈকাকামকরোৎ, যথা নু খলু সোম্য !  
ইমস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিব্রুবদৈকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানী-  
হীতি ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন ।  
হে সোম্য ! এই তিনটি দেবতা ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়াও যে ভাবে এক একটি হয়  
অর্থাৎ ব্যাক্ত হইয়াও যেরূপ এক একটি নামে পরিচিত হয়, তাহা আমার নিকট  
হইতে বিশেষভাবে জ্ঞাত হও ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।—তাসাঞ্চ দেবতানাং গুণপ্রধানভাবেন ত্রিবৃতং ত্রিবৃত-  
মেকাকামকরোৎ কৃতবতী দেবতা । তিষ্ঠতু তাবদেবতাদিপিণ্ডানাং নাম-রূপাভ্যাং  
ব্যক্তানাং তোজোহবন্নময়ত্বেন ত্রিধাত্বং, যথা তু খলু বহিরিমাঃ পিণ্ডেভ্যস্তিস্রো দেবতাঃ  
ত্রিঃ ত্রিব্রুবদৈকৈকা ভবতি, তন্মে মম নিগদতো বিজানীহি বিস্পষ্টমবধারণ উদাহরণতঃ । ৪।

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ । ৩ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই দেবতা অর্থাৎ সংস্করূপ ব্রহ্ম সেই  
টিষ্ট দেবতার প্রত্যেককে গুণপ্রধানভাবে অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে বা নূনাধিক-  
ভায়ে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন । নাম-রূপের দ্বারা ব্যাক্ত অর্থাৎ স্পষ্টীকৃত  
দেবতাদিপিণ্ডসমূহের যে তেজ, অপ্ ও অন্নময়ত্বহেতুক ত্রিধাত্ব অর্থাৎ ত্রিবৃৎ-  
করণের প্রসঙ্গ এখন থাকুক, তাহার আলোচনা এক্ষণে অনাবশ্যক, এই তিনটি  
দেবতা পিণ্ডের অর্থাৎ বৈরাঙ্গপিণ্ডের বহির্দেশেও যে ভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়াও  
এক একটি হয়, আমার নিকট হইতে তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হও অর্থাৎ উদাহরণ  
দ্বারা তাহা স্পষ্টভাবে অবধারণ কর ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে চতুর্থঃ খণ্ডঃ

যদগ্রে রোহিতঃ রূপং তেজসন্তুঙ্গপং, যচ্ছুরং তদপাং, যৎ  
কৃষ্ণং তদম্মশ্চ, অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারন্তুগং বিকারো নামধেয়ঃ  
ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অগ্নির যে রোহিত অর্থাৎ লোহিত রূপ বা বর্ণ দৃষ্ট হয়,  
তাহা তেজের রূপ, যাহা শুক্লবর্ণ, তাহা জলের রূপ, আর যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা অম্ম  
অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ। এইরূপে অগ্নির অগ্নিত্ব বিনষ্ট হইয়া গেল, কারণ, বাবের  
দ্বারা আরন্ধ নাম বিকারমাত্র, উক্ত তিনটি রূপই মাত্র সত্য, অর্থাৎ ঐ তিনটি  
রূপের অতিরিক্ত অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ নাই ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—যতদেবতানাং ত্রিবৃৎকরণমুক্তং, তন্ত্বেবোদাহরণমুচ্যते;  
উদাহরণং নাম একদেশপ্রসিদ্ধ্যা অশেষপ্রসিদ্ধ্যর্থমুদাহ্রিয়তে ইতি। তদেতদাহ, যনয়ঃ ত্রি-  
কৃতস্ত রোহিতঃ রূপং প্রসিদ্ধং লোকে, তদত্রিবৃৎকৃতস্ত তেজসো রূপমিতি বিদ্বি, যৎ  
যৎ শুক্লং রূপমগ্নেবেব, তদপামত্রিবৃৎকৃতানাং, যৎ কৃষ্ণং তন্ত্বেবাগ্নে রূপং, তদম্মশ্চ পৃথিবী  
অত্রিবৃৎকৃতায় ইতি বিদ্বি। তত্রৈবং সতি রূপত্রয়ব্যতিরেকেণাগ্নিরিতি বস্তুসে  
তন্ত্বেবোদাহরণমিতিদানীমপাগাং অপগতম্। প্রাক্ রূপত্রয়বিবেকবিজ্ঞানাং বা অগ্নিবুদ্ধিরপ্য-  
তে, সা অগ্নিবুদ্ধিরপগতা, অগ্নিশব্দশ্চেত্যর্থঃ। যথা দৃশ্যমানরক্তোপধানসংযুক্তঃ ক্রুর-  
গৃহমাণঃ পদ্মরাগোহরমিতি শব্দ-বুদ্ধ্যোঃ প্রয়োজকো ভবতি প্রাকপদ-  
ফটিকসৌর্যবিবেকবিজ্ঞানাং, তদ্বিবেকবিজ্ঞানে তু পদ্মরাগশব্দ-বুদ্ধী নিবর্তক-  
তদ্বিবেকবিজ্ঞাতুঃ, তদ্বৎ। নহু কিমত্র বুদ্ধি-শব্দকল্পনয়া ক্রিয়তে, প্রাক্ রূপত্রয়বিবেককরণ-  
অগ্নিরেবাসীং, তদগ্নেরগ্নিত্বং রোহিতাদিরূপবিবেককরণাং অপাগাদিতি যুক্ত, যৎ  
তদ্বৎকরণে পটাভাবঃ? নৈবং, বুদ্ধি-শব্দমাত্রমেব হি অগ্নিঃ, যত আহ, বাচারন্তুগমগ্নির-  
বিকারো নামধেয়ঃ নামমাত্রমিত্যর্থঃ, অতোহগ্নিবুদ্ধিরপি যুষেব। তর্হি কিং ভব সজ্ঞা?  
ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং, নাগুমাত্রমপি রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ সত্যমস্তি, ইত্যবধারণার্থঃ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বখণ্ডে যে তিনটি দেবতার ত্রিবৃৎ  
করণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, এ স্থলে তাহারই উদাহরণ দেখাইতেছেন।  
উদাহরণ শব্দের অর্থ, এক স্থানে প্রসিদ্ধ কোন বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সর্বত্র  
প্রসিদ্ধির নিমিত্ত এক স্থানে প্রসিদ্ধ কোন বিষয়ের উল্লেখ করা, অর্থাৎ একটি  
দেখাইয়া তাহার অবস্থা দ্বারা অপর সমস্ত বুঝাইবার জন্ত যাহা উল্লিখিত হয়, তাহা



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫২১

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ]

এখানে সেইরূপ উদাহরণই দেখাইতেছেন, এই লোকে ত্রিবৃত্তকৃত অগ্নির যে  
 বোহিত রূপ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অত্রিবৃত্তকৃত তেজের রূপ বলিয়া জানিবে ; আর  
 ত্রিবৃত্তকৃত অগ্নির যে গুরুরূপ, তাহা অত্রিবৃত্তকৃত জলের রূপ বলিয়া জানিবে । আর  
 সেই ত্রিবৃত্তকৃত অগ্নিরই যে কৃষ্ণ রূপ, তাহা অগ্নি অর্থাৎ অত্রিবৃত্তকৃত পৃথিবীর রূপ  
 বলিয়া জানিবে । এ বিষয়ে যখন এইরূপই স্থিরীকৃত হইল, তখন তুমি বাহাকে  
 এই রূপত্রয়ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ এই তিনটি রূপবিহীন অগ্নি বলিয়া মনে করিতেছ,  
 সেই অগ্নির অগ্নিত্বই সম্প্রতি অপগত হইয়া গেল, অর্থাৎ অরূপ, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই  
 দুইটি রূপবিষয়ে বিশেষ বোধ হওয়ার পূর্বে তোমার যে অগ্নিবুদ্ধি, অর্থাৎ অগ্নি  
 সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল, এখন সেই অগ্নিবুদ্ধি ও অগ্নিশব্দ, উভয়ই দূরীভূত হইল ।  
 যেমন, ব্রহ্মবর্ণ কোন পদার্থরূপ উপাধিসংস্কৃষ্ট স্ফটিক দৃষ্টিবিষয়ীভূত হওয়ার পর  
 সেই উপাধি ও স্ফটিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ দুইটি যে পৃথক্  
 পদার্থ এইরূপ বিবেক উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত “ইহা একটি পদ্মরাগ” এই শব্দ ও  
 বুদ্ধির প্রয়োজক হয়, অর্থাৎ উহাকে পদ্মরাগ বলিয়াই মনে করে ও পদ্মরাগ নামেই  
 অভিহিত করে ; অনন্তর উহাদের পার্থক্যবুদ্ধি উৎপন্ন হইলে সেই বিবেকসম্পন্ন  
 ব্যক্তির “ইহা পদ্মরাগ” এই শব্দ ও বুদ্ধি উভয়ই নিবৃত্ত হয়, ইহাও সেইরূপ জানিবে ।  
 আচ্ছ, এখানে বুদ্ধি ও শব্দ কল্পনা দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ?  
 উল্লিখিত তিনটি রূপের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য সম্পাদনের পূর্বে পর্য্যন্ত অগ্নি অগ্নিই  
 ছিল ; লোহিতাদিরূপের পার্থক্য বোধ হওয়ার পর সেই অগ্নির অগ্নিত্বটিমাত্রই  
 বিস্মৃত হইয়া গেল, এইরূপ কল্পনা করাই ত যুক্তিসঙ্গত, যেমন সূত্রের আকর্ষণে  
 বসি ক্লিপ্ত হয়, ইহার মধ্যে আবার বুদ্ধি ও শব্দ কল্পনার কি সার্থকতা  
 থাকিতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তুমি যে রূপ বলিতেছ, সে রূপ  
 নয় না, কারণ, অগ্নি পদার্থটি কেবল বুদ্ধি ও শব্দস্বরূপই, অর্থাৎ অগ্নি এই  
 নাম ও তদ্বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞান ব্যতীত অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ নাই, যে  
 সেই ক্রটিই বলিয়াছেন, “অগ্নিনামক বিকার বা কার্য্যটি কেবল বাচারম্ভণ  
 অর্থাৎ বাক্যারম্ভ নামধেয় বা নামমাত্র, ডাকিবার বা বলিবার সুবিধার জন্ত  
 একটা নাম মাত্র, অতএব অগ্নিবুদ্ধিটিও মিথ্যাই জানিবে । তবে তাহাতে সত্য  
 কি ? অর্থাৎ সত্য কতটুকু আছে ? তিনটি রূপ ইহাই মাত্র সত্য, রূপত্রয়  
 ব্যতীত উহাতে আর অণুমাত্রও সত্য নাই । সরলার্থ—যদি বল, বহ্নিতে  
 অগ্নিবুদ্ধি ও অগ্নিনাম পরিকল্পনার আবশ্যক কি ? উত্তর—রূপত্রয়বিবেকের  
 পরেই অগ্নি বলিয়া বোধ ও অগ্নিনাম থাকে, পরন্তু ঐ ত্রিরূপবিবেকের পর আর  
 অগ্নি বলিয়া বোধ থাকে না । যে রূপ সূত্রের অভাব হইলেই বসনের অভাব



ঘটে, তদ্রূপ ত্রিগুণের বিবেকে অগ্নিস্থের অভাব হইয়া থাকে? ইহার উত্তর  
বক্তব্য এই যে, শব্দবুদ্ধিমান্রই অগ্নি, অর্থাৎ বহি এই নামটি কেবল কথায়  
জানা যায়, যাবৎ এইটি অগ্নি, এই প্রকার বুদ্ধি থাকে, তাবৎই অগ্নিকে সত্য বলা  
বোধ হয় এবং অগ্নি শব্দের প্রয়োগ হয়। পরন্তু ত্রিগুণের বিজ্ঞান হইলে অগ্নি  
বা অগ্নিবুদ্ধি নিবৃত্ত হয়। ফলতঃ উহা বিকারমাত্র, কেবল রূপত্বই সত্য বুদ্ধি  
হইবে। অগ্নি বলিয়া যে বস্তু স্বীকার করা যায়, উহা মিথ্যা। ঐ ত্রিগুণ ব্যতী  
কিঞ্চিৎমাত্রও সত্য নহে ॥ ১ ॥

যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসন্তদ্রূপং, যচ্ছূরুং তদপাং,  
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য, অপাংগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং, বাচারম্ভং বিকারে  
নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আদিত্যের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; বাহ্য জর  
রূপ, তাহা জলের রূপ; আর বাহ্য কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্ন বা পৃথিবীর রূপ; সুতরাং  
আদিত্যের আদিত্যত্বই তোমার নিকট বিনষ্ট হইয়া গেল, কেন না, বিকার পদার্থ  
কেবল বাক্যারম্ভ নামধেয় মাত্র, তিনটি রূপ ইহাই মাত্র সত্য ॥ ২ ॥

যচ্ছূরুং তদপাং, যচ্ছূরুং তদপাং,  
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য, অপাংগাচ্ছূরুচ্ছূরুত্বং, বাচারম্ভং বিকারে  
নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—চন্দ্রমার যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; বাহ্য জর  
রূপ, তাহা জলের রূপ; যে কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্ন অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ; সুতরাং  
চন্দ্রের চন্দ্রত্বই তোমার নিকট বিনষ্ট হইয়া গেল, কারণ, বিকার পদার্থমাত্রই  
বাক্যারম্ভ একটি নাম মাত্র, তিনটি রূপ ইহাই মাত্র সত্য ॥ ৩ ॥

যদ্বিহৃত্যতো রোহিতং রূপং তেজসন্তদ্রূপং, যচ্ছূরুং তদপাং,  
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য, অপাংগাদ্বিহৃত্যতো বিহৃত্যত্বং, বাচারম্ভং বিকারে  
নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—বিহৃত্যতের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; বাহ্য জর  
তাহা জলের রূপ; বাহ্য কৃষ্ণরূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ; সুতরাং বিহৃত্যতের বিহৃত্যত্ব  
অর্থাৎ বৈহৃত্যতিক ভাবটিই দূরীভূত হইয়া গেল, কারণ, বিকার-পদার্থমাত্রই বাক্য  
দ্বারা প্রকাশোপযোগী একটি নামমাত্র, তিনটি রূপ ইহাই মাত্র সত্য ॥ ৪ ॥



চতুর্থঃ খণ্ডঃ]

**শাক্তব্রতাসম্ম**।—তথা যদাদিত্যশ্চ, যচ্চন্দ্রমসঃ, যদ্বিহ্বাত ইত্যাদি সমানম্।  
 নহু "যথা তু খলু সোম্য! ইমাস্মিন্দে দেবতাস্ত্রিব্রুবদৈকক। ভবতি তন্মে বিজ্ঞানীহি"  
 ইত্যুক্ত। তেজস এব চতুর্ভিরপ্যুদাহরণৈরগ্ন্যাতিভিত্তিব্রুবংকরণং দর্শিতং, নাবল্লয়োরুদাহরণং  
 কর্ত্ত্ব ত্রিব্রুবংকরণে? নৈব দোষঃ; অবল্লবিসংখ্যাপি উদাহরণানি এবমেব চ দ্রষ্টব্যানীতি  
 মন্ততে শ্রুতিঃ। তেজস উদাহরণমুপলক্ষণার্থং, রূপবদ্ভ্যাং স্পষ্টার্থছোপপত্তেচ। গন্ধ-  
 রসায়োরুদাহরণং ত্রয়াণামসম্ভবাং, ন হি গন্ধ-রসৌ তেজসি স্তঃ। স্পর্শ-শব্দয়োৰুদাহরণং  
 দ্বিত্যেণ দর্শিতুমশক্যত্বাৎ। যদি সর্বং জগদ্বিব্রুবংকৃতমিতি অগ্ন্যাতিব্রুবং ত্রীণি রূপানীত্যেব  
 মন্ত্য, অগ্নেরগ্নিব্রুবং অপাগাজ্জগতো জগদ্বম্। তথা অগ্নস্তাপি অপ্-শব্দছোপপত্তেচ ইত্যেব  
 মন্ত্য, বাচ্যব্রতমাত্রমন্ত্য। তথা অপামপি তেজঃশব্দছোপপত্তেচ তেজ ইত্যেব  
 মন্ত্য। তেজসোহপি সচ্ছব্দত্বাৎ বাচ্যব্রতমাত্রং, সদিত্যেব সত্যম্ ইত্যেবোহর্থো  
 বিধিতঃ। নহু বাব্রুত্বিরপ্তে তু ত্রিব্রুবংকৃতো তেজঃপ্রভৃতিব্রুবং অনন্তভূতত্বাদ-  
 বিদ্যতে, এবং গন্ধ-রস-শব্দ-স্পর্শাচাৰশিষ্টা ইতি কথং সত্যং বিজ্ঞানেন সর্বমন্ত্যদ-  
 বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবেৎ? তদ্বিজ্ঞানে বা প্রকারান্তরং বাচ্যম্? নৈব দোষঃ; রূপবদ্ভব্যে  
 সর্বত দর্শনাৎ। কথম্? তেজসি তাবৎ রূপবতি শব্দ-স্পর্শয়োৰুপলক্ষ্যত্বাৎ ত্রি-  
 ব্রুবংকরণং স্পর্শ-শব্দগুণবতোঃ সম্ভাবোহনুমীয়তে। তথা অবল্লয়োঃ রূপবতো রস-গন্ধান্তর্ভাব  
 ইতি। রূপবতাঃ ত্রয়াণাং তেজোহবল্লানাং ত্রিব্রুবংকরণপ্রদর্শনেন সর্বং তদন্তভূতং  
 সর্বকারহাত্মীত্যেব রূপানি বিজ্ঞাতং মন্ততে শ্রুতিঃ। ন হি মূর্ত্তং রূপবৎ ভব্যং প্রত্যাক্ষায়  
 বাব্রুত্ব্যোস্তদগুণয়োঃ গন্ধ-রসয়োৰ্কা গ্রহণমন্তি। অথবা—রূপবতামপি ত্রিব্রুবংকরণং  
 প্রদর্শনার্থমেব মন্ততে শ্রুতিঃ। যথা তু ত্রিব্রুবংকৃতো ত্রীণি রূপানীত্যেব সত্যং, তথা  
 গন্ধ-রসয়োৰুপলক্ষ্যত্বাৎ সমানোন্ত্য ইতি। অতঃ সর্বশ্চ সদ্ধিকারত্বাৎ সত্যং বিজ্ঞানেন সর্বমন্ত্য  
 বিজ্ঞাতং সত্যং, সন্দেহমেবাদ্বিতীয়ং সত্যমিতি সিদ্ধমেব ভবতি। তদেকস্মিন্ সতি বিজ্ঞাতে  
 সর্বমন্ত্য বিজ্ঞাতং ভবতীতি সূক্তম্। ২-৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—আদিত্যের যে রূপ, চন্দ্রের যে রূপ, বিহ্বাতের যে রূপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায়। আচ্ছা, এ স্থানে একটি প্রশ্ন  
 হইতে পারে, পূর্বে বলা হইয়াছে "হে সোম্য! এই তিনটি দেবতা প্রত্যেকে  
 যে ভাবে ত্রিব্রুবং ত্রিব্রুবং হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে বিদিত হও"।  
 কিন্তু এখানে অগ্নি প্রভৃতি চারটি উদাহরণের দ্বারা কেবলমাত্র তেজেরই ত্রিব্রুব-  
 বং প্রদর্শিত হইয়াছে, জল ও পৃথিবীর ত্রিব্রুবংকরণবিষয়ে কোন উদাহরণ প্রদর্শিত  
 হয় নাই, ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ইহাতে কোন দোষ হয়  
 না; কারণ, শ্রুতি এইরূপ বিবেচনা করেন যে, জল ও পৃথিবীর উদাহরণও এইরূপই  
 হইবে; রূপবিশিষ্ট বলিয়া স্পষ্টই বোধগম্য হইতে পারে, এই মনে করিয়া কেবল  
 তেজেরই উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং এই উদাহরণ জল ও পৃথিবীরও



উপলক্ষণ অর্থাৎ প্রতীতিজনক। তিনটির উদাহরণ একত্র সম্ভব হয় না বলিয়া গন্ধ ও রসের উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই, যে হেতু, তেজে গন্ধ ও রস নাই, অথবা পৃথক পৃথক ভাবে দেখান অসম্ভব বলিয়া স্পর্শ ও শব্দেরও উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই। যদি সমস্ত জগৎই ত্রিবৃত্তকৃত হয়, তাহা হইলে অগ্নি, আদিভা প্রভৃতি স্থায় জগতেরও তিনটি মাত্র রূপই সত্য, এবং অগ্নির অগ্নিস্বের স্থায় জগতেরও জগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়; এইরূপ পৃথিবীও অপশুদ্ধত্বহেতু অর্থাৎ পৃথিবী কেবল জল হইতে সমুদ্ভূত, তখন জলই একমাত্র সত্য, এবং অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী কেবল বাটারস্তুমাত্র। এইরূপ জলও তেজঃশুদ্ধত্বহেতু অর্থাৎ তেজ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া তেজই একমাত্র সত্য, এবং জল কেবল বাটারস্তুমাত্র। আর তেজঃ সংশুদ্ধত্ববশতঃ অর্থাৎ সংপদার্থ হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া সংই একমাত্র সত্য, যে কেবল বাটারস্তুমাত্র; এইরূপ অর্থ করাই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। আচ্ছা, এখানে আরও একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে যে, অত্রিবৃত্তকৃত বা ও অন্তরীক্ষ, এই দুইটি তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়ের অন্তর্গত না হওয়ায় ঐ দুইটি কৃষ্ণ কেবল অবশিষ্ট থাকিতেছে, এবং গন্ধ, রস, শব্দ ও স্পর্শ এই চারটি গুণও অর্থাৎ অর্থাৎ অন্তর্গত থাকিতেছে, এ অবস্থায় একমাত্র সংপদার্থকে জ্ঞাত হইতে পারিবে অথ সমস্ত অবিজ্ঞাত বিষয় কিরূপে বিজ্ঞাত হইতে পারে? অথবা সে সমস্ত বিজ্ঞানের নিমিত্ত অত্র প্রকার বিকার কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে? ইহা উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ উক্তিও দোষাবহ নহে; কারণ, রূপবিশিষ্ট জগৎ এই সমস্তগুলিই দেখিতে পাওয়া যায়; কিরূপে দেখিতে পাওয়া যায়? যে রূপবিশিষ্ট তেজে শব্দ ও স্পর্শেরও উপলব্ধি হয়, অতএব সেই তেজে শব্দ ও স্পর্শ গুণবিশিষ্ট অন্তরীক্ষ ও বায়ুর সত্তাও অনুমিত হয়; কারণ, শব্দ অন্তরীক্ষের ও স্পর্শ বায়ুর গুণ, গুণ কখন গুণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ রূপবিশিষ্ট জলে ও পৃথিবীতে রস ও গন্ধগুণের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে, কারণ, রস জলের ও গন্ধ পৃথিবীর গুণ। শ্রুতি এইরূপ মনে করেন যে, রূপবিশিষ্ট তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিনটির ত্রিবৃত্তকরণ প্রদর্শনের দ্বারা তাহাদিগের অন্তর্ভূত অথ সমস্ত পদার্থেরই সং-বিকারত্ব হেতু অর্থাৎ সত্যের কার্য্য বলিয়া 'তিনটি রূপই সত্য' এই জ্ঞান উপস্থিত হয়। কেন না, মূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল ও রূপবিশিষ্ট তেজ প্রভৃতি ত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া অমূর্ত্ত বায়ু ও আকাশের এবং তাহাদের গুণ শব্দ স্পর্শ অথবা গন্ধ ও রসের অনুভব হইতে পারে না। অথবা শ্রুতি রূপবিশিষ্ট তেজ প্রভৃতিরই বিকরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত উদাহরণ দেখাইতেছেন, ত্রিবৃত্তকরণে যেমন তিনটি রূপ রূপই সত্য, সেইরূপ পঞ্চীকরণেও সত্যতার ব্যবস্থা সমান; অতএব সমস্ত পদার্থ



চতুর্থঃ খণ্ডঃ ]

স্বের বিকার অর্থাৎ কার্য বলিয়া একমাত্র সৎ পদার্থকে জানিতে পারিলেই অল্প সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়, এক অদ্বিতীয় সৎ-পদার্থই সত্য ; সুতরাং এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান ইহা অবশ্যই প্রমাণিত হইতেছে । অতএব সেই একমাত্র সৎ পদার্থকে জানিতে পারিলেই এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, এই যে উক্তি, ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । ২-৪ ॥

এতদ্ব স্ম বৈ তদ্বিদ্ভাংস আহঃ পূর্বে মহাশালা মহা-  
শ্রোত্রিয়াঃ, ন নোহ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি  
হ্রৈভ্যো বিদাংকুরুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—প্রাচীন মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয়গণ সেই এই সদ্ধিজন দ্বন্দ্বত হইয়া বলিয়াছিলেন—একাল পর্য্যন্ত কেহই আমাদিগের অশ্রুত অমত ও অবিজ্ঞাত কোন বিষয়ই উল্লেখ করিতে পারেন নাই বা পারিবেন না, কারণ, তাঁহারা এই লোহিতাদি তিনটি রূপ হইতেই সমস্ত অবগত হইতে পারিয়া-  
ছিলেন । ৫ ॥

শাকরভাষ্য ।—এতদ্বিদ্ভাংসো বিদিতবন্তঃ পূর্বে অতিক্রান্তা মহাশালা  
মহাশ্রোত্রিয়া আহই স্ম বৈ কিল । কিমুক্তবন্তঃ ? ইত্যাহ, ন নোহস্মাকং কুলে অল্প  
ইদানীং যথোক্তবিজ্ঞানবতাঃ কশ্চন কশ্চিদপি অশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতি নোদাহরি-  
ষ্যতি, সর্বং বিজ্ঞাতমেবাস্মৎকুলীনানাং সদ্ধিজনদ্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ । তে পুনঃ কথং সর্বং  
বিজ্ঞাতবন্তঃ ? ইত্যাহ, এভ্যস্তিভ্যো রোহিতাদিরূপেভ্যস্ত্রিবৃৎকৃতেভ্যো বিজ্ঞাতেভ্যঃ  
সর্বপদ্যন্ত শিষ্টমেবমেবেতি বিদাংকুরুর্বিজ্ঞাতবন্তো যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্বজ্ঞা এব সদ্ধিজনানাং  
তে আহরিষ্যতঃ । অথবা এভ্যো বিদাংকুরুরিতি অগ্নাদিভ্যো দৃষ্টান্তেভ্যো বিজ্ঞাতেভ্যঃ  
সর্ববিদাংকুরুরিত্যেতৎ । ৫ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্বকালীন মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়-  
গণ এই রূপত্রয়বিজ্ঞান অবগত হইয়াই বলিয়াছিলেন । কি বলিয়াছিলেন ? তাহাই  
করিয়াছেন, একাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ আমাদের  
অশ্রুত, অমত ও অবিজ্ঞাত, এমন বিষয় উদাহরণ করিতে পারিবে না ;  
অধিগ্রাহ্য এই যে, কথিত সদ্ধিবিজ্ঞানের প্রভাবে আমাদের বংশে সমুদ্ভূত  
অন্যদিগের সমস্ত বিষয়ই বিজ্ঞাত আছে, এমন কোন বিষয় নাই, যাহা  
আমাদের অজ্ঞাত, সুতরাং কোন ব্যক্তিই এমন কোন নূতন বিষয় আমাদিগের  
কিষ্ট উল্লেখ করিতে পারিবেন না, যাহা আমরা কখন শুনি নাই, বুঝি নাই, বা  
কিনি না । তাঁহারা কিরূপে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন ? তাহাই



বলিতেছেন, যে হেতু, ত্রিষংকৃত লোহিতাদি এই তিনটি রূপ-বিজ্ঞান হইতেই অন্য  
অন্য সমস্ত বিষয়ই 'এইরূপই বটে' এই জ্ঞান-লাভ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার  
এই সদ্বিজ্ঞানের প্রভাবে সর্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। অথবা মূলস্থ 'এভাঃ বিদাংকৃৎ'  
ইহার অর্থ এই যে, এই অগ্নি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত জ্ঞান হওয়াতেই অন্য সমস্ত বিদ্যা  
তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

যত্ন রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাংকৃৎ,  
যত্ন শুক্রমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাংকৃৎ, যত্ন কৃষ্ণমি-  
ভূদিত্যন্নস্ত রূপমিতি তদ্বিদাংকৃৎ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—যাহা লোহিতবর্ণের ত্রায় ছিল, তাহা তেজের রূপ বলিয়া  
জানিয়াছিলেন। যাহা শুক্রবর্ণের ত্রায় ছিল, তাহা জলের রূপ বলিয়া জানি-  
ছিলেন। যাহা কৃষ্ণবর্ণের ত্রায় ছিল, তাহা অম্লের অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ বলিয়া  
জানিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—কথং? যদন্তদ্রূপেণ সন্নিহ্যমানে কপোতাদিরূপে রোহি-  
মিব যদগৃহমাণমভূৎ তেবাং পূর্বেবাং ব্রহ্মবিদাং, তত্তেজসো রূপমিতি বিদাংকৃৎ। য-  
যচ্ছুক্রমিবাভূদগৃহমাণং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণমিব গৃহমাণং, তদন্নস্তেতি বিদাংকৃৎ ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কিরূপ? না, সন্দেহের বিরুদ্ধে  
কপোতাদিরূপবিশিষ্ট অন্ত অন্ত যে সমস্ত পদার্থকে পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যায় অগ্নি  
ব্যক্তিগণ প্রথমে নানারূপ সন্দেহ করিয়া পরিশেষে লোহিতবর্ণের ত্রায়ই বর্ণিত  
গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তেজের রূপ বলিয়া  
বুঝিয়াছিলেন, এবং যাহা শুক্রের ত্রায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জলের  
বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন, আর যাহা কৃষ্ণের ত্রায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা  
অন্ন অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

যত্ন অবিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি  
তদ্বিদাংকৃৎ। যথা নু খলু সোম্য! ইমান্তিভ্রো দেবতানাং  
পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবল্লিরদেকৈক্য ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি ॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

**অনুবাদ।**—যাহা অবিজ্ঞাতের ত্রায়ই ছিল, তাহা যে এই তিন  
দেবতারই সমাস বা সমষ্টিরূপ, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন।



চতুর্থঃ খণ্ডঃ]

এই তিনটি দেবতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবদেহকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই যে ভাবে  
ত্রিবৃং হই, তাহা আমার নিকট অবগত হও ॥ ৭ ॥

বর্ষপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—এবমেবাত্যন্তদ্বলক্ষ্যং যৎ উ অপি অবিজ্ঞাতমিব বিশে-  
ষ্যাহপূৰ্ণমাণমভূৎ, তদপ্যেতাসামেব তিস্তৃণাং দেবতানাং সমাসঃ সমুদায় ইতি বিদাঞ্চজ্ঞঃ।  
এন তাবদ্বাহ্যং বস্ত অগ্ন্যাদিবদ্বিজ্ঞাতং, তথৈদানীং বথা হু খলু সোম্য। ইমাঃ  
দ্ব্যাক্ষিপ্ত্রো দেবতাঃ পুরুষং শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণং কার্য্যকরণসম্ভাতং প্রাপ্য পুরুষযোগ-  
পূজনান্নিব্রুবদৈকৈকা ভবতি, তদাধ্যাত্মিকং বিজ্ঞানীহি নিগদত ইত্যুক্ত। আহ—। ৭।  
ইতি বর্ষপ্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ । ৪ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এইরূপ অত্যাশ্রয় যে সমস্ত বিষয় অত্যন্ত  
দুর্লভ ও অবিজ্ঞাতের দ্বায়ই হুর্কোধ্য ছিল, অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষরূপ জ্ঞান  
হীন, তাহাও যে এই তিনটি দেবতারই সমাস অর্থাৎ সমষ্টি বা তিনের সংমিশ্রণে  
হই, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে বাহ্যিক বস্তুসমূহ অগ্নি-  
প্রভৃতি দ্বায় বলিয়া বিজ্ঞাত হইল। হে সোম্য! সম্প্রতি পূর্কোক্ত এই তিনটি  
যেহা যেভাবে পুরুষকে অর্থাৎ হস্তপাদমস্তকাদিবিশিষ্ট কার্য্যকরণসম্ভাত অর্থাৎ  
সেহেতুসমষ্টিকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়া অথবা পুরুষ  
বর্কু উপভুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃং ত্রিবৃং হইয়া থাকে, আধ্যাত্মিক সেই ত্রিবৃং-  
বর্ষপ্রণালী আমার নিকট হইতে অবগত হও, এই কথা বলিয়া বলিয়াছিলেন—॥৭॥  
বর্ষপ্রপাঠকে চতুর্থখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অন্নমশিতং ত্রেখা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ  
পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং, যোহগিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—ভুক্ত অন্ন তিন প্রকার পরিণতি লাভ করে। তিন প্রকার  
পরিণত ভুক্তানের যে স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ- ( বিষ্ঠা ) রূপে পরিণত হয়। তা  
মধ্যম ভাগ, তাহা মাংস ও যাহা সূক্ষ্মতম ভাগ, তাহা মনরূপে পরিণত হয় ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতান্যম্।**—অন্নমশিতং ভুক্তং ত্রেখা বিধীয়তে জাঠরাগ্নিনা গৃহ্যত  
ত্রিখা বিভজ্যতে। কথম্? তত্শাস্ত্রং ত্রেখা বিধীয়মানশ্চ যঃ স্থবিষ্ঠঃ স্থূলতমো ধাতুঃ স  
বস্ত, বিভজ্যত্ব স্থলোংহঃ, তৎ পুরীষং ভবতি। যো মধ্যমোংহশো ধাতুরনন্ত, তদগ্নিনা  
পরিণম্য মাংসং ভবতি, যোহগিষ্ঠোংহু তমো ধাতুঃ, স উর্দ্ধং হৃদয়ং প্রাপ্য সূক্ষ্মং হিময়ং  
নাড়ীমুপ্রবিষ্টা বাগাদিকরণসম্ভবাতস্ত স্থিতিমুৎপাদয়ন্ মনো ভবতি, মনোরূপেণ স্মি  
গমন্ মনস উপচয়ং করোতি। ততশ্চ অন্নোপচিতদ্বায়নসো ভৌতিকত্বমেব, ন বৈশ্বিক  
তত্ত্বোক্তলক্ষণং নিত্যং নিরবয়ববধেতি গৃহ্যতে। বদপি “মনোহস্ত দৈব চক্ষুঃ” ইতি বৈ  
তদপি ন নিত্যত্বাপেক্ষয়া, কিং তর্হি? সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাদিসর্বৈশ্বর্যবিশেষ্যপ  
পেক্ষয়া। যচ্চাত্তৈশ্বর্যবিশেষ্যপেক্ষয়া নিত্যত্বং, তদপ্যাপেক্ষিকমেবেতি বক্ষ্যামঃ, “সর্বক  
দ্বিতীয়ম্” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ভুক্ত অন্ন জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিণত হ  
হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। সে তিন ভাগ কিরূপ? না, তিন ভাগে কিরূপ  
সেই ভুক্তানের যাহা স্থবিষ্ঠ ধাতু অর্থাৎ স্থূলতম অংশ, তাহা পুরীষ অর্থাৎ বর্জ  
পরিণত হয়। জাঠরাগ্নিপরিণত সেই ভুক্তানের যাহা মধ্যম ধাতু বা অগ্নি, তা  
রস-রক্তাদিক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া মাংসরূপে পরিণত হয়। আর যাহা সূ  
অর্থাৎ অণুতম ধাতু বা অতি সূক্ষ্মাংশ ( সারভাগ ), তাহা উর্দ্ধদিকে আগমন করি  
হৃদয়কে প্রাপ্ত হইয়া হিতা নাম সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া বাকু ও  
ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিতি উৎপাদনপূর্বক অর্থাৎ বলবিধান করিয়া মন নামে ব্যক্ত  
অর্থাৎ মনরূপে পরিণত হইয়া মনের পুষ্টিবিধান করে। এ অল্প অংশ তা  
দ্বারাই মনের উপচয় সাধিত হয় বলিয়া মনের ভৌতিকত্বই স্বীকার করা হইতেছে না।  
বৈশেষিকদর্শনোক্ত নিত্য ও নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে না।  
পরে “মন ইহার দৈব চক্ষুঃ” এইরূপ বলা হইবে, কিন্তু তাহাও মনের নিজস্ব



দ্রুতরোধে নহে, তবে কি? না, স্বপ্ন, ব্যবহিত অর্থাৎ ব্যবধানযুক্ত ও বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্তী সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েই মনের ব্যাপকতাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ মনের সহিত সংযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়ই বধ্যবৎ ভাবে জানিতে পারা যায় না, এ জন্ত মন সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই ব্যাপিয়া আছে ও অর্থ-প্রকাশবিধের মনের ব্যাপার বা গ্রাহকতা আছে। আর যে অস্তাত্ত ইন্দ্রিয়্যাপেক্ষা মনের নিত্যতা বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই আপেক্ষিক, ইহা পরে বলা হইবে, কারণ, প্রতিই বলিয়াছেন—“সৎ পদার্থটি এক ও অদ্বিতীয়” ॥ ১ ॥

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে, তাসাং যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি, যো মধ্যমস্তল্লোহিতং, যোহগিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যে জল পীত হয়, তাহাও তিন ভাগে পরিণত হয়। তাহার মধ্যে যে স্থলতম অংশ, তাহা মূত্ররূপে পরিণত হয়। আর যাহা মধ্যমাংশ, তাহা রক্তরূপে ও যাহা অণু বা অতি স্বপ্ন অংশ, তাহা প্রাণরূপে পরিণত হয় ॥ ২ ॥

শাক্তব্রতাস্যাম্।—তথা আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে, তাসাং যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতুঃ তন্মূত্রং ভবতি। যো মধ্যমঃ, তল্লোহিতং ভবতি। যোহগিষ্ঠঃ, স প্রাণো ভবতি। ব্রাহ্মী হি “আপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎসতে” ইতি ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ পীত জলও তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে যে স্ববিষ্ঠ ধাতু অর্থাৎ স্থলতম অংশ, তাহা মূত্র হয়। যাহা যে অংশ, তাহা রক্ত হয়, আর অগিষ্ঠ অর্থাৎ অতি স্বপ্ন যে অংশ, তাহা প্রাণ হয়। পরে বলিবেনও, “প্রাণ আপোময় অর্থাৎ জলময়, জল পান করিতে না গাইলে প্রাণ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে” ॥ ২ ॥

তেজোহশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি, যো মধ্যমঃ স মজ্জা, যোহগিষ্ঠঃ সা বাকৃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ভুক্ত তেজ অর্থাৎ তেজোবহুল পদার্থও তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে স্থলতম যে অংশ, তাহা অস্থি হয়, যাহা মধ্যমাংশ, তাহা মজ্জা হয় ও অতি স্বপ্ন যে অংশ, তাহা বাকুরূপে পরিণত হয় ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রতাস্যাম্।—তথা তেজোহশিতং তৈলঘৃতাচ্চ ভক্ষিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ অস্থি ভবতি। যো মধ্যমঃ, স মজ্জা অস্থ্যন্তর্গতস্নেহঃ। যোহগিষ্ঠঃ, স বাকৃ তৈলঘৃতাচ্চ ভক্ষিতা বাকৃ বিশদা ভাষণে সমর্থ ভবতীতি প্রসিদ্ধ লোকে ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ ভুক্ত তেজ অর্থাৎ তৈল-ঘৃতাদি



তেজোময় পদার্থও জাঠিরাগ্নি দ্বারা পরিপক হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে স্থূলতম যে অংশ, তাহা অস্থি হয়, আর যে মধ্যম অংশ, তাহা মজ্জা অর্থাৎ অস্থির অভ্যন্তরে স্থিত স্নেহপদার্থবিশেষ হয় আর যে অগ্নি দ্বারা হৃন্মানুহৃন্ম অংশ, তাহা বাক্ হয় ; কেন না, লোকে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে— তৈল-স্বতাদি স্নেহপদার্থ ভোজন করিলে বাগিল্লিয় বিশদ হইয়া অর্থাৎ জড়ভূত হইয়া স্পষ্টরূপ উচ্চারণে সমর্থ হয় ॥ ৩ ॥

অন্নময়ং হি সোম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাগিতি । ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি । তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—হে সোম্য ! মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় ও বাক্ তেজোময় । ঋতকেতু পিতার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় এই বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ দান করুন । পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তভাষ্যম্ ।**—যত এবম্ অন্নময়ং হি সোম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্ । নহু কেবলান্নভক্ষিণ আখুপ্রভৃতয়ো বাগ্নিনঃ প্রাণবন্তশ্চ । তথা অন্নময়ঃ ভক্ষ্যাঃ সামুদ্রা মীন-মকরপ্রভৃতয়ো মনস্বিনো বাগ্নিনশ্চ, তথা স্নেহপানানি প্রাণবন্তাঃ স্নেহপানানি চান্নময়ঃ যদি সন্তি, তত্র কথমন্নময়ং হি সোম্য ! মন ইত্যাহ্ব্যচ্যতে ? নৈব কোঃ সর্বত্র ত্রিবৃংকৃৎস্বাং সর্বত্র সর্বোপপত্তেঃ । ন হি অত্রিবৃংকৃতমন্নময়াতি কচ্চিৎ আপোময়ঃ অত্রিবৃংকৃতাঃ পীয়ন্তে, তেজো বা অত্রিবৃংকৃতমগ্নীতি কচ্চিৎ ইত্যাদানানামুপ্রভৃতয়ো বাগ্নিঃ প্রাণবন্তশ্চ ইত্যাহ্বিকল্পম্ ইতি । এবং প্রত্যায়িতঃ ঋতকেতুরাহ, ভূয় এব মা ভগবান্ অন্নময়ং হি সোম্য ! মন ইত্যাদি বিজ্ঞাপয়তু ; দৃষ্টান্তেনাবগময়তু ; নান্যথা মনস্বিন্নর্থে সম্যক্ নিশ্চয়ো জাতঃ । যস্মাৎতেজোহবন্নময়ধেনাবিশিষ্টে দেহে একমিন উপপত্তিঃ মানানি অবন্নস্নেহজাতানি অগ্নিষ্ঠধাতুরূপেণ মনঃ-প্রাণ-বাক্ উপচিষন্তি স্বভাবজনিঃ ক্রমেণেতি হৃক্বিজ্ঞেয়মিত্যভিপ্রায়ঃ ; অতো ভূয় এবত্যাহ্বাহ । তমেবমুক্তবন্তঃ তদ্ব্যবহৃত্য সোম্য ! ইতি হোবাচ পিতা, শৃণু অত্র দৃষ্টান্তং যথৈতদুপপত্তিতে যৎ পৃচ্ছসি । ৪ ।

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ । ৫ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—হে সোম্য ! যে হেতু এইরূপই নিদান হইল অর্থাৎ মন যখন অন্ন দ্বারা উপচিত, তখন মন অন্নময় ; জল পান না করিয়া



পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

প্রাণ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পীত জল দ্বারাই প্রাণ উপচিত হয়, তখন প্রাণ  
 জন্ময়; আর তেজোময় তৈলস্বতাদি স্নেহজব্য পানেই যখন বাগিন্দ্রিয় নিজ  
 কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, তখন বাক্ তেজোময়। আচ্ছা, কেবলমাত্র অন্নভোজী  
 ইন্দুর প্রভৃতিও বাগ্মী অর্থাৎ শব্দোচ্চারণে সমর্থ ও প্রাণবান্ হয়, এইরূপ কেবলমাত্র  
 মনপানকারী মৎস্য-মকরাদি জলজন্তুরাও মনস্বী অর্থাৎ মনোবিশিষ্ট ও বাগ্মী  
 হয়, এইরূপ কেবলমাত্র স্নেহপানকারীদিগেরও প্রাণবত্তা ও মনস্বিত্ব আছে,  
 ইহা যদি অনুমিত হয়, তাহা হইলে 'হে সোম্য! মন অন্নময়' ইত্যাদি বাক্য  
 কেনন করিয়া বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ উক্তি  
 যোয্য নহে, কারণ, সমস্তই যখন ত্রিবৃত্ত, তখন সর্বত্রই সকলের উপপত্তি  
 অর্থাৎ উক্ত ভূতজয় বা দেবতাজয়ের অস্তিত্ব বর্তমান আছে, কেহই যখন অত্রিবৃত্ত-  
 কৃত অন্নভোজন করে না, অথবা অত্রিবৃত্ত জলও পান করে না, অথবা অত্রিবৃত্ত-  
 কৃত তেজও ভক্ষণ করে না, তখন অন্নাদিমাত্রভোজী ইন্দুর প্রভৃতির বাগ্মিত্ব প্রাণ-  
 বৎ ইত্যাদি বিরুদ্ধ হইতে পারে না। পিতা এইরূপে ঋতকেতুর বিশ্বাস উৎপাদন  
 করার পর, ঋতকেতু বলিয়াছিলেন—ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় "অন্নময়ং  
 হি সোম্য! মনঃ" ইত্যাদি বিষয় বিশেষ করিয়া বলুন অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা  
 আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিন; কেন না, এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমার সম্যকরূপ  
 নিশ্চয় অর্থাৎ ভালরূপ জ্ঞান জন্মে নাই। অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু, তেজোময়ত্ব,  
 জলময়ত্ব ও অন্নময়ত্বসম্বন্ধে এই দেহে যখন কোন ভেদ নাই, সবই সমান অর্থাৎ সম-  
 পরমিত তেজ জল ও পৃথিবীময়, তখন একই দেহে উপযুক্ত্যমান অন্ন জল ও স্নেহ-  
 পরার্থদ্রব্য অভিযয় যুদ্ধধাতুরূপে যথাক্রমে মন, প্রাণ ও বাগিন্দ্রিয়কে উপচিত করে,  
 কিন্তু কোনরূপেই স্বজাতির সম্বন্ধকে অতিক্রম করে না, এই জন্যই এ বিষয়টি  
 অতিরিক্ত দুর্ভোধ্য বলিয়া মনে হইতেছে, এই নিমিত্তই 'ভূয় এব' অর্থাৎ 'পুনরায়'  
 কনু, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋতকেতু এইরূপ বলিলে পিতা তাঁহাকে  
 বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যেরূপ  
 ভাবে বলিলে ইহা যুক্তিসঙ্গত হয়, তুমি ঠিক বুঝিতে পার, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আমি  
 তোমাকে বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর। সারার্থ এই যে—হে সোম্য! অধুনা অবগত  
 হইয়া যাইতেছে যে, মন অন্নময়, প্রাণ সলিলময় এবং বাক্য তেজোময়। এই  
 রূপ এই আশঙ্কা হইতেছে যে, মূষিকাদি জীবেরা অন্নভোজন করে, তাহারিও  
 মন ও প্রাণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়। যদি অন্ন কেবল মনেরই কারণ হইল, তাহা হইলে  
 মূষিকাদির কেবল মনস্বিতাই থাকিত, বাক্শক্তি ও প্রাণ থাকিতে পারিত না। আর  
 মনস্বত্ব মূষী-মকরাদির জল পান করে, তাহাদিগেরও মন ও বাক্শক্তি আছে,



যদি জল কেবল জীবমাত্রেরই কারণ হইত, তাহা হইলে মীন-মকরাদির কেবল প্রাণবত্তাই থাকিত, মন ও বাক্শক্তি থাকিতে পারিত না। যাহারা তৈল-মুতাদি কেবল ভোজন করে, তাহাদিগেরও প্রাণ ও মন অনুমিত হয়। যদি তৈল-মুতাদি কেবল বাক্যেরই হেতু হইত, তাহা হইলে তৈলমুতাদিপান্নিগণের কেবল বাক্শক্তি বিদ্যমান থাকিত, মন ও প্রাণ থাকিত না? উত্তর—এই দোষ অসম্ভব; যে না, সর্বত্র সকল বস্তুর ত্রিবৃত্তকরণ আছে; সুতরাং অন্ন, জল ও তেজ এই তিনের অংশ অনুমিত হয়। কেহ কখনও অত্রিবৃত্তকৃত অন্ন ভোজন করেন, অত্রিবৃত্তকৃত সলিলও পান করে না এবং অত্রিবৃত্তকৃত তেজোবস্তুও আহাৰ করে না। অতএব মুষিকাদি জীবের বাক্শক্তি ও প্রাণবত্ত্বাদি সম্ভব জানিবে। যে কেতু এই প্রকার জানিয়া পিতাকে বলিলেন, মহাঅন্! আপনি পুনরায় আমায় উদাহরণ দ্বারা মন প্রভৃতির অন্নময়ত্বাদি উপদেশ দ্বারা প্রবোধিত করুন, এবং উক্ত মন প্রভৃতির তত্ত্বপরিজ্ঞানে আমি সম্যক্ নিঃসন্দেহ নহি। কি প্রকারে অন্ন, তেজ ও সলিলময় একই শরীরে তেজ, জল ও অন্নের উপভোগ হয় তাহাতে মন, প্রাণ ও বাক্যের স্ব স্ব জাতি অতিক্রম না করিয়া উপভোগ করে পারে, তদ্বিষয় সবিস্তারে উপদেশ করুন। শ্বেতকেতু এই প্রকারে শিষ্যের অনুরোধ করিলে আকুণি 'তথাস্তু' বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, যেরূপ উদাহরণ এই বিষয়ে যুক্তিযুক্ত, তাহাই বলিতেছি, অবধান কর ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



ষষ্ঠপ্রপাঠকে

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

দয়ঃ সোম্য ! মথ্যমানস্য যোহগ্নিমা, স উর্দ্ধ্বঃ সমুদীয়তি,  
তৎ সর্পির্ভবতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! দধিগম্বনকালে তাহার বাহা স্কন্ধতম অংশ,  
তাহা অর্থাৎ নবনীত উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহাই সর্পিঃ অর্থাৎ স্বত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শাক্তব্রতাস্যাম্।—দয়ঃ সোম্য ! মথ্যমানস্য যোহগ্নিমা অণুভাগঃ, স উর্দ্ধ্বঃ সমু-  
দীয়তি সত্ত্বরোক্তিঃ নবনীতভাবেন গচ্ছতি, তৎ সর্পির্ভবতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য ! মথ্যমান (বাহা মগ্নন করা  
হয় তাহা) দধির যে অগ্নিমা অর্থাৎ স্কন্ধাংশ, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হয়, অর্থাৎ সমস্তটা  
বিদিত হইয়া নবনীতভাবে উপরে উত্থিত হয়, এবং তাহাই স্বতরূপে পরিণত  
হয় ১।

এবমেব খলু সোম্য ! অন্তস্ত্যাশ্চামানস্য যোহগ্নিমা, স উর্দ্ধ্বঃ  
সমুদীয়তি, তন্মনো ভবতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! এইরূপ অন্ত্যমান অর্থাৎ ভূজ্যমান অগ্নের  
যে অগ্নিমা অর্থাৎ অণু বা স্কন্ধ অংশ, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই মনোরূপে  
পরিণত হয়, অর্থাৎ মনের পুষ্টিসম্পাদন করে ॥ ২ ॥

শাক্তব্রতাস্যাম্।—বথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব খলু সোম্য ! অন্ত্য  
লন্যেদন্ত্যমানস্য ভূজ্যমানস্য ঔদর্ঘ্যোণাগ্নিমা বায়ুসহিতেন খঞ্জেনেব মথ্যমানস্য যোহগ্নিমা,  
স উর্দ্ধ্বঃ সমুদীয়তি, তৎ মনো ভবতি, মনোহবয়বৈঃ সহ সত্ত্বয় মন উপচিনোতি  
ইত্যেতৎ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য ! এই দৃষ্টান্তটি অর্থাৎ  
ল্যমান দধির দৃষ্টান্তটি বেক্রপ, ঠিক এইরূপই ভূজ্যমান যে অগ্ন অর্থাৎ যে অগ্ন  
শ্রবণ করা হইয়াছে, তাহা খজ অর্থাৎ দক্ষীর (হাতা) ত্রায় অর্থাৎ মগ্ননদণ্ড-  
রূপ বায়ুর সহিত মিশ্রিত জাঠরাগ্নি বা পাচকাগ্নি দ্বারা মথ্যমান হয়, এই মগ্নন-  
কালে তাহার যে অগ্নিমা অর্থাৎ স্কন্ধ বা সার্বাংশ, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং  
তাহাই মন হয়, অর্থাৎ মনের অবয়বসমূহের সহিত মিশ্রিত হইয়া মনকে উপচিত  
করে, অর্থাৎ মনের পুষ্টিবিধান করে ॥ ২ ॥



৫৩৪

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

[ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ]

অপাং সোম্য ! গীয়মানানাং যোহনিমা, স উর্দ্ধ্বঃ সমুদীবতি,  
স প্রাণো ভবতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! গীয়মান (যাহা পান করা হইতেছে) অস্র  
যে হৃদয়তম অংশ, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহাই প্রাণ হয় ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তথা অপাং সোম্য ! গীয়মানানাং যোহনিমা, স উর্দ্ধ্বঃ  
সমুদীবতি স প্রাণো ভবতি ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হে সোম্য ! সেইরূপ গীয়মান অস্রের  
হৃদয়তম অংশ, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই প্রাণস্বরূপে পরিণত হয় ॥ ৩ ॥

তেজসঃ সোম্য ! অশ্রুমানশ্চ যোহনিমা, স উর্দ্ধ্বঃ সমুদীবতি  
সা বাগ্ ভবতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! অশ্রুমান (যাহা ভোজন করা যাইতেছে)  
তেজের অর্থাৎ তৈজসিক স্বভাদি পদার্থের যে হৃদয়তম অংশ, তাহা উর্দ্ধে  
উত্থিত হয় ও তাহাই বাক্ অর্থাৎ বাগিল্লিয় হয় ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—এবমেব খলু সোম্য ! তেজসোহশ্রুমানশ্চ যোহনিমা,  
উর্দ্ধ্বঃ সমুদীবতি, সা বাক্ ভবতি ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হে সোম্য ! ঠিক এইরূপই অগ্নয়  
তেজের অর্থাৎ তৈল-স্বভাদির যে হৃদয়তম অংশ, তাহা উর্দ্ধে আগমন করে, এবং  
তাহাই বাক্ বা বাগিল্লিয়ের পুষ্টিসম্পাদন করে ॥ ৪ ॥

অন্নময়ং হি সোম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ঃ  
বাগিতি । ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি । তথা সোম্য !  
ইতি হোবাচ ॥ ৫ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকশ্চ ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! মন নিশ্চয়ই অন্নময়, প্রাণ নিশ্চয়ই আপোময়  
ও বাক্ নিশ্চয়ই তেজোময় । ইহা শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, পৃথকী  
আপনি আমাকে এ বিষয়ে পুনরায় বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিন । পিতা বলিত  
ছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—অন্নময়ঃ হি সোম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ঃ  
বাগিতি ॥



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৩৫

কঃ ৭৩:]

বসিত্ব যুক্তমেব ময়োক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ ; অতঃ অপ-তেজসোরম্ভ এতৎ সৰ্ব্বমেব,  
 মনসে অন্নময়িত্যত্র নৈকান্তেন মম নিশ্চয়ো জাতঃ, অতঃ ভূয় এব মা ভগবান্  
 মনসোহন্নময়ক দৃষ্টান্তেন বিজ্ঞাপয়ত্বিতি । তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৫ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডভাব্যম্ ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ** ।—হে সোম্য ! আমি যে বলিয়াছি, মন  
 অন্নময়, প্রাণ আপোময় ও বায়ু তেজোময়, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বলিয়াছি । খেতকেতু  
 বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, জল ও তেজের সম্বন্ধে এ সমস্ত এইরূপই হউক, কিন্তু মন  
 যে অন্নময়, এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত আমার দৃঢ়রূপে নিশ্চয় হয় নাই, অতএব পূজনীয়  
 আপনি আমাকে দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা মনের অন্নময়ত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন ।  
 পিতা বলিয়াছিলেন, “হে সোম্য ! আচ্ছা, তাহাই হউক” ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে সপ্তমঃ খণ্ডঃ

মাহংসী

বিচ্ছেৎসুত্রে

ষোড়শকলঃ সোম্য ! পুরুষঃ ; পঞ্চদশাহানি  
কামমপঃ পিব, আপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎসুত্রে  
ইতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে সোম্য ! পুরুষ ষোড়শকলাবিশিষ্ট। তুমি পঞ্চদশাহানি  
অন্নাহার করিও না, কিন্তু ইচ্ছামত জল পান করিও, কারণ, জল পান না করিলে  
তোমার আপোময় প্রাণ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মবাদ ।**—অন্নশু ভুক্তশু ষোড়শিষ্ঠো ধাতুঃ, স মনসি শক্তিঃ  
সা অন্নোপচিতা মনসঃ শক্তিঃ ষোড়শখা প্রবিভজ্য পুরুষশু কলাভেন নির্দিষ্টকিমা। যা  
মনশ্চোপচিতয়া শক্ত্যা ষোড়শখা প্রবিভক্তয়া সংযুক্তস্তদ্বান কার্যকরণসম্ভাবনায়  
জীববিশিষ্টঃ পুরুষঃ ষোড়শকল উচ্যতে, যন্তাং সত্যং দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিয়  
সর্বক্ৰিয়াসমর্থঃ পুরুষো ভবতি, হীমমানায়াং চ যন্তাং সামর্থ্যহানিঃ। বক্ষ্যতি চ “দ্ব্যধার  
দ্রষ্টা” ইত্যাদি। সর্বশু কার্যকরণসম্ভাবনাত্ম সামর্থ্যং মনঃকৃতমেব। মানসেন হি ক  
সম্পন্ন্য বলিনো দৃশ্যস্তে লোকে ধ্যানাহারাশ্চ কেচিৎ, অন্নশু সর্বাত্মকত্বাৎ। অতোহস  
মানসং বীৰ্য্যম্। ষোড়শ কলাঃ যশু পুরুষশু সোহয়ং ষোড়শকলঃ পুরুষঃ। এতন্মেন প্রক  
কর্তৃমিচ্ছসি, পঞ্চদশসম্ব্যাকান্তহানি মাহংসীঃ অশনং মা কাৰীঃ, কামমিচ্ছাতোহপ পি  
যস্মান্ন পিবতোহপঃ তে প্রাণো বিচ্ছেৎসুত্রে বিচ্ছেদমাপৎসুত্রে যস্মাদাপোময়ঃ অকির  
প্রাণ ইত্যবোচাম। ন হি কার্য্য স্বকারণোপষ্টমন্তব্রহ্মণোবিভ্রংশমানং স্বাত্মসংসৃতো ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সম্প্রতি মন যে অন্নময়, ইহাই ব্রহ্মই  
নিমিত্ত এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন। ভুক্ত অন্নের যে স্বকৃত্য  
অর্থাৎ সারাংশ, তাহাই মনে শক্তির আধান করে, অন্নের দ্বারা উপচিত কর্তা  
পরিপুষ্ট মনের সেই শক্তিকে ষোড়শভাগে বিভক্ত করিয়া পুরুষের অর্থাৎ জীব  
শ্রুতি এই দেহের এক একটি কলারূপে নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।  
দ্বারা উপচিত ও ষোড়শভাগে বিভক্ত মনে অবস্থিত অর্থাৎ মনের সেই শক্তির দ্বারা  
সংযুক্ত অর্থাৎ সেই শক্তিবিশিষ্ট কার্য্য-করণ-সম্ভাবনাস্বরূপ অর্থাৎ দেহক্রিয়াময়  
জীববিশিষ্ট পুরুষই ‘ষোড়শকল’ বলিয়া অভিহিত হয়। যে শক্তি থাকিলে মন  
দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞাতা ও সর্বপ্রকার কার্য্যসম্পাদনে  
হয় ; আর যে শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুরুষের সমস্ত সামর্থ্যই বিনষ্ট হইয়া যায়।



স্বপ্নেও বলিবেন “অন্ন-প্রাপ্ত ব্যক্তিই দ্রষ্টা” ইত্যাদি। সমস্ত কার্য-করণসমষ্টির যে নামার্থা, তাহা মনঃকৃত অর্থাৎ মানসিক শক্তিবলেই সম্পন্ন হয়। অন্ন পদার্থটি স্বীকৃত বলিয়া এই জগতে কেবলমাত্র ধ্যানাহার হইয়াই আছেন, এমন অনেক ব্যক্তিকে কেবল মানসিক বলেই বলবান্, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। (ভাব এই যে, যাহারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত কেবল ধ্যানেই নিমগ্ন থাকেন, কিছুই আহার করেন না, তাঁহাদিগের জীবনরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে, অথচ এমন অনেক যোগী স্বাধি আছেন বা ছিলেন, যাহারা স্ত্রীদীর্ঘ কাল অনশনে থাকিয়াও জীবিত ও থাকেনই, ঐশ্বর্য মানসিক বলে মহাতেজস্বী। বর্তনানেও অনেক রাজবন্দী প্রায়োগবেশনকারী যেহিঁতে পাওয়া যাইতেছে, যাহারা তিন মাসেরও অধিককাল অনাহারে থাকিয়াও জীবিত আছেন। ইহা দ্বারাই প্রতীত হয় যে, ধ্যানকালেও শরীরধারণোপযোগী দ্বার্য তাঁহাদের বিদ্যমান থাকে; যদি বল কিরূপে? না, মনঃ অন্নময়, অন্ন দ্বারাই তাহা পরিপুষ্ট হয়, ধ্যানাকার বৃত্তিরূপে মনের সেই অন্নরসই তখন যেরূপ বদনধারণ করিয়া থাকে এবং তাহার দ্বারাই দেহের পুষ্টি সাধিত হয়; ইহাই “দ্যানাহার” শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায়) অতএব মানসিক বল অন্নকৃতই অর্থাৎ দ্বার্য হইতেই মন বলবান্ হয়, অন্নভাবে মন দুর্বল হইয়া পড়ে। যে পুরুষ যোদ্ধাটি কলা অর্থাৎ অংশ বিদ্যমান, তিনিই বোড়শকল পুরুষ। পুরুষ যে বোড়শকল, ইহা যদি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পঞ্চদশ দিবস ভোজন করিও না, কেবলমাত্র ইচ্ছা জল পান করিও, কারণ, জল পান করিতে না পাইলে তোমার শ্রাণ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যে হেতু, প্রাণ আপোময় অর্থাৎ জলেরই নিবাস, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, কেন না, কার্য কখন নিজের কারণের সাহায্য লগ্নীত সূচভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১ ॥

স হ পঞ্চদশাহানি নাশ, অথ হৈনমুপসমাদ, কিং ব্রবীমি  
তঃ। ইতি? স্বাচঃ সোম্য! যজুঃষি সামানীতি। স হোবাচ,  
ন বৈ মা প্রতিভাস্তি ভোঃ! ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সেই ষেতকেতু পঞ্চদশ দিবস ভোজন করিলেন না।  
পঞ্চ দিনের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, হে  
সোম্য! আমি কি বলিব? পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! স্বাক্, যজুঃ ও  
সাম বলা। ষেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে পিতঃ! কোন বিষয়ই আমার  
প্রতিভাত হইতেছে না অর্থাৎ স্মৃতিবিষয়ীভূত হইতেছে না ॥ ২ ॥

শাক্তব্রাহ্মণ্যম্।—স হ এবং প্রত্না মনসোহন্নময়স্য প্রত্যক্ষীকর্তৃমিচ্ছন



পঞ্চদশাহানি ন আশ অশনং ন কৃতবান্ । অথ ষোড়শেহহনি হ এনাং পিতরম্ উপসন্ন  
উপগতবান্ । উপগম্য চোবাচ, কিং ব্রবীমি ভোঃ ! ইতি । ইতর আহ, ঋচঃ সোম্য ! বহু-  
সামানি অধীষ, ইতি । এবমুক্তঃ পিত্রা আহ, ন বৈ মা মাম্ ঋগাদীনি প্রতিভাস্তি ন  
মনসি ন দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ ; হে ভোঃ ! ভগবন্নিতি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সেই খেতকেতু মনের অন্তরঙ্গ প্রভাব  
করিতে ইচ্ছুক হইয়া পঞ্চদশ দিবস ভোজন করেন নাই । অনন্তর ষোড়শ দিবসে  
পিতার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, হে পিতঃ ! আমি কি  
বলিব ? ইতর অর্থাৎ পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তুমি ঋক্, যজুঃ ও  
সামবেদ অধ্যয়ন কর । পিতা এইরূপ বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ !  
ঋক্ প্রভৃতি কোন বেদই প্রতিভাত হইতেছে না অর্থাৎ আমার মনে উদিত  
হইতেছে না ॥ ২ ॥

তৎ হোবাচ, যথা সোম্য ! মহতোহভ্যাহিতশ্চৈকোহঙ্গারঃ  
খণ্ডোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্রাৎ, তেন ততোহপি ন বহু দহেৎ,  
এবং সোম্য ! তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাহতিশিষ্টী  
স্রাৎ, তয়েতর্হি বেদান্নানুভবসি, অশান, অথ মে বিজ্ঞাস্ত-  
সীতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! বহুকাষ্ঠ দ্বারা  
প্রজালিত প্রবল অগ্নির যেমন খণ্ডোতপরিমাণ (জোনাকি পোকা) একটিবার  
অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, এবং সেই অঙ্গার দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক কোন দ্রব্য  
দহন করা যায় না, এইরূপ হে সোম্য ! তোমারও ষোড়শটি কলার মধ্যে একটি-  
মাত্র কলা অবশিষ্ট আছে, সেই একটিমাত্র কলা দ্বারা তুমি এক্ষণে বেদসমূহকে  
অনুভব করিতে পারিতেছ না । কিছু আহার কর, অনন্তর আমার কথা ভালরূপ  
বুঝিতে পারিবে ॥ ৩ ॥

**শাক্ত-ভাষ্যম্ ।**—এবমুক্তবস্তুঃ পিতা আহ, শৃণু তত্র কারণং, যেন তে  
তানি ঋগাদীনি ন প্রতিভাস্তীতি । তৎ হোবাচ, যথা লোকে হে সোম্য ! মহতঃ  
মহৎপরিমাণস্ত অভ্যাহিতস্ত উপচিতস্ত ইন্দ্রনৈঃ অগ্নেরেকোহঙ্গারঃ খণ্ডোত-  
পরিমাণঃ শান্তস্ত পরিশিষ্টোহবশিষ্টঃ স্রাৎ ভবেৎ, তেনাঙ্গারেণ ততোহপি তৎপরি-  
মাণাদীষদপি ন বহু দহেৎ, এবম্বেব খলু সোম্য ! তে তব অন্নোপচিতানাং ষোড়শানাং  
কলানামেকা কলা অবশ্যবঃ অতিশিষ্টা অবশিষ্টা স্রাৎ, তয়া ঋ খণ্ডোতমাত্রাঙ্গারবৎ



ত্বং ইদানীং বেদান্ নাহুভবসি ন প্রতিপত্তসে, অহা চ মে মম বাচম্ অথাশেষং  
বিজ্ঞাসি, অশান তুভ্জ, তাবৎ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পুত্র ষ্বেতকেতু উক্ত প্রকার বাক্য  
বলিলে পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে জ্ঞাত তোমার ঋগাদি বেদসমূহ পবিত্রকৃত  
হইতেছে না, তাহার কারণ শ্রবণ কর । এই বলিয়া ষ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে  
সোম্য ! এই লোকে যেমন প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত প্রবল অগ্নির  
নির্লীণাবস্থায় ক্ষুদ্র খণ্ডোত-পরিমিত একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, এবং সেই  
অঙ্গার দ্বারা যেমন তাহা অপেক্ষা অল্পমাত্রও অধিক বস্তু দগ্ধ করিতে পারা যায় না, হে  
সোম্য ! ঠিক এইরূপই তোমারও অগ্নের দ্বারা উপচিত বোড়শকলার মধ্যে একটিমাত্র  
কলা বা অংশ অবশিষ্ট আছে, খণ্ডোত-পরিমিত অঙ্গারতুল্য সেই একটিমাত্র কলা  
দ্বারা তুমি সম্প্রতি বেদসমূহকে অন্নভব করিতে অর্থাৎ স্মরণ করিতে পারিতেছ না ।  
তুমি কিছু আহার কর, পরে আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্তই জানিতে পারিবে ॥৩॥

স হাশ । অথ হৈনমুপসমাদ । তৎ হ যৎকিঞ্চ পপ্রচ্ছ, সর্ব্বৎ  
হ প্রতিপেদে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—সেই ষ্বেতকেতু কিছু আহার করিয়াছিলেন, অনন্তর পিতার  
নিকট গমন করিয়াছিলেন । পিতা তাঁহাকে যাহা কিছু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সমস্তই  
বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—স হ তথৈবশং তুভ্জবান্, অথানন্তরং হ এনং পিতরং  
উপসমুপসমাদ, ত হোপাগতং পুত্রং যৎ কিঞ্চ ঋগাদিষু পপ্রচ্ছ গ্রন্থরূপমর্থজাতং বা  
পিতা, স ষ্বেতকেতুঃ সর্ব্বং হ তৎ প্রতিপেদে ঋগাভ্যর্থতো গ্রন্থতশ্চ । ৪ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পিতা সেইরূপ বলিলে ষ্বেতকেতু পিতার  
আদেশানুসারে কিছু ভোজন করিয়াছিলেন, অনন্তর পিতার বাক্য শ্রবণেচ্ছায়  
তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন । সমীপাগত পুত্র ষ্বেতকেতুকে পিতা ঋক্  
ঐতি বিষয়ে যাহা কিছু অর্থাৎ গ্রন্থ অথবা তাহার অর্থসমূহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,  
ষ্বেতকেতু সেই সমস্তই ঋক্ প্রভৃতি গ্রন্থ ও তাহার অর্থসমূহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন,  
কর্তব্য আহারের পর সমস্তই তাঁহার স্মরণ হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

তৎ হোবাচ, যথা সোম্য ! মহতোহভ্যাহিতশ্চৈকমঙ্গারং  
খণ্ডোতমাত্রং পরিশিষ্টং, তৎ তৃণৈরুপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ, তেন  
অতঃপি বহু দহেৎ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—পিতা আকুণি ষ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য !



প্রভূত পরিমাণে সংগৃহীত কাষ্ঠের দ্বারা প্রজালিত প্রবল অগ্নির নির্কোণাবস্থায় কোন  
খণ্ডোত-পরিমিত একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহাকেই তৃণসমূহ দ্বারা  
লোকে যেমন প্রজালিত করে, এবং তাহা দ্বারা তাহা অপেক্ষাও বহু পরিমাণে  
বস্তু দগ্ধ করিতে পারা যায় ॥ ৫ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—ত হোবাচ পুনঃ পিতা, যথ্য সোম্য ! মহতোহিভ্যাহিহ  
ত্যাদি সমানম্ । একমঙ্গারং শান্তশ্রাণেঃ খণ্ডোতমাত্রং পরিশিষ্টং, তং তৃণৈশ্চূর্ণৈশ্চোপসমান্য  
প্রজালয়েৎ বর্ধয়েৎ । তেনেদ্বেনাদ্বারেন ততোহপি পূর্বপরিমাণাৎ বহু দহেৎ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পিতা পুনরায় ষেতকেতুকে বলি-  
ছিলেন, হে সোম্য ! যেমন প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের মত।  
নির্কোণপ্রায় অগ্নির খণ্ডোতপরিমিত একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট আছে, তাহাকে বহু  
তৃণসমূহ ও কাষ্ঠাদিচূর্ণসমূহ দ্বারা যথোপযুক্তভাবে প্রজালিত অর্থাৎ বর্ধিত করা  
যায়, তাহা হইলে প্রদীপ্ত সেই অঙ্গার দ্বারা পূর্বপরিমিত দ্রব্য অপেক্ষাও অধিক  
পরিমিত দ্রব্য দগ্ধ করা যায় ॥ ৫ ॥

এবং সোম্য ! তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলা অতি  
শিষ্টিহভূৎ, সাহস্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী ; তয়ৈতর্হি বেদান-  
ভবসি, অন্নময়ং হি সোম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজো-  
ময়ী বাগিতি । তদ্ধাস্ত্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥ ৬ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত সপ্তমঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! এইরূপ তোমারও ষোড়শ-কলার মধ্যে একটি  
মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, সেই কলাটি ভুক্ত অন্ন দ্বারা উপসমাহিত অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত  
হইয়া প্রজালিত হইয়াছে । সম্প্রতি তাহা দ্বারাই তুমি বেদসমূহকে অনুভব করিতে  
অর্থাৎ বুঝিতে পারিতেছ ; অতএব হে সোম্য ! মন অন্নময়, প্রাণ আপোময়  
বাক্য তেজোময় এই যে বলা হইয়াছে, ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে । পিতার এই  
বাক্য ষেতকেতু বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন বিশেষরূপেই বুঝিতে  
পারিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—এবং সোম্য ! তে ষোড়শানামন্নকলানাং যান্ধ  
রূপাণামেকা কলা অতিশিষ্টিহভূৎ অতিশিষ্টি আদীৎ, পঞ্চদশাহানি অনুভবত একৈক্য  
একৈক্য কলা চন্দ্রমস ইবাপরপক্ষে ক্ষীণা অতিশিষ্টি কলা তবান্নেন ভুজেন উপ



সমাহিতা বর্দ্ধিতা উপচিহ্নিতা প্রাজ্ঞালী, দৈর্ঘ্যং ছান্দসং, প্রজ্জলিতা বর্দ্ধিতেত্যর্থঃ ।  
 প্রাজ্ঞালীমিতি পাঠান্তরম্ । তদা তেনোপসমাহিতা সুপ্রজ্জলিতবতীত্যর্থঃ । তয়া বর্দ্ধিতয়া  
 এতদ্বি ইদানীং বেদান্ অন্নভবসি উপলভসে । এবং ব্যাবৃত্তান্নবৃত্তিত্যামন্নময়ত্বং মনসঃ  
 দিব্যমিত্যুপসংহরতি, অন্নময়ং হি সোম্য ! মন ইত্যাদি । যথৈতদ্ব্যনসোহন্নময়ত্বং তব  
 দিব্যং, তথা আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাগিত্যেতদপি সিদ্ধমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ । তদেতৎ  
 হৃদয়ং পিতৃকৃত্বং মন-আদীনাং মনাদিময়ত্বং বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবান্ শ্বেতকেতুঃ । দ্বিরভ্যাস-  
 ত্রিবিধকরণপ্রকরণপরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—হে সোম্য ! এইরূপ অর্থাৎ একটিমাত্র  
 দ্বারের দ্বারা তোমারও সামর্থ্যরূপ বোড়শ অন্নকলার মধ্যে একটিমাত্র কলা  
 অবশিষ্ট ছিল । কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের যেমন একটি একটি কলা ক্ষীণ হইয়া যায়,  
 তোমারও সেইরূপ পঞ্চদশ দিবস অনাহার বশতঃ প্রত্যেক দিন একটি একটি  
 কলা ক্ষীণ হইয়া যে একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহা তোমার ভুক্ত অন্নের  
 দ্বারা উপসমাহিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত বা পরিপুষ্ট হইয়া প্রজ্জলিত হইয়াছে, অর্থাৎ বৃদ্ধি-  
 প্রাপ্ত হওয়ার প্রকাশিত হইয়াছে । ছন্দের অনুরোধে “প্রাজ্ঞালী” এই ক্রিয়াপদের  
 দ্বারা প্রয়োগ করা হইয়াছে । ‘প্রাজ্ঞালী’ এইরূপ পাঠও কোন কোন স্থানে  
 আছে, ঐরূপ পাঠ স্বীকার করিলে, সেই সময়ে অন্ন দ্বারা উপসমাহিত হইয়া নিজেই  
 যথ প্রজ্জলিত হইয়াছিল, এরূপ অর্থ হইবে । সেই বর্দ্ধিত কলার সাহায্যেই তুমি  
 নশ্বতি বেদসমূহকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছ, অর্থাৎ বেদার্থসমূহ বুঝিতে  
 পারিতেছ । এইরূপ ব্যাবৃত্তি ও অন্নবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অন্নপরিভোগ ও পুনরায়  
 তাহার অনুশীলন বা ব্যবহার দ্বারা মনের অন্নময়ত্ব সিদ্ধ হইল । উপসংহারে তাহাই  
 বলিতেছেন, হে সোম্য ! মন অন্নময় ইত্যাদি । অভিপ্রায় এই যে, তোমার পক্ষে  
 মনের এই অন্নময়ত্ব যেমন সিদ্ধ হইল অর্থাৎ প্রমাণিত হইল, তেমনই প্রাণের  
 আপোময়ত্ব ও বাগিত্রিয়ের তেজোময়ত্বও সিদ্ধ হইল । শ্বেতকেতু পিতা কর্তৃক  
 বর্দ্ধিত মনপ্রভৃতির এই অন্নাদিময়ত্ব বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ।  
 ত্রিবিধকরণ প্রকরণ সমাপ্ত হইল ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত “বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞা-  
 বিতি” এই পদটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



ষষ্ঠপ্রপাঠকে

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

উদালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ, স্বপ্নান্তঃ  
সোম্য ! বিজানীহীতি, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপ্নিতি নাম, সত্যোদ্যমঃ  
তদা সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপ্নিতো  
চক্ষতে, স্বং হপীতো ভবতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অরুণের পুত্র আরুণি উদালক নিজ পুত্র বৈজয়ন্ত  
বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অর্থাৎ সুপ্তি বা স্বপ্ন  
বিষয় অবগত হও। এই পুরুষ যে স্থানে বা যে সময়ে শয়ন করে, অথবা যেমন  
এই পুরুষ অর্থাৎ জীব 'স্বপ্নিতি' এই নাম লাভ করে, হে সোম্য ! তখন সে মন  
সহিত সংযুক্ত হয়। স্বম্ অপীত অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, এই জন্ম  
ইহাকে 'স্বপ্নিতি' এইরূপ বলিয়া থাকে, যে হেতু, সে সময়ে সে স্বক  
আপনার বস্তু স্বরূপ যে পরমাত্মাভাব, তাহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মণ্যম্।**—বস্তুম্মনসি জীবনাত্মনা অনুপ্রবিষ্টা পরা দেবতা আদিত্য  
পুরুষঃ প্রতিবিম্বেন, জলাদিষি চ স্বরূপাদয়ঃ প্রতিবিম্বৈঃ ; তন্মনোহরময়ঃ তেজোবিস্ময়ঃ  
সঙ্গতমধিগতম্। যন্ময়ো যৎস্বচ্ছ জীবো মনন-দর্শন-শ্রবণাদিব্যবহারায় কর্তে, তদ্ব্যবহারে  
সং দেবতাক্রপমেব প্রতিপত্ততে। তদ্ব্যবহারে—“ধ্যায়তীব লেনাতীর্ন” ইত্য  
স্বপ্নো ভূত্বমং লোকমতিক্রামতি” “স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোদয়ঃ” ইত্য  
“স্বপ্নেন শারীরম্” ইত্যাদি, “প্রাণেন্নেব প্রাণো নাম ভবতি” ইত্যাদি। তস্মাত মনন-দর্শন-  
আখ্যাং গতস্ত মন-উপশমদ্বারেণেন্দ্রিয়বিষয়েভ্যো নিবৃত্তস্ত বস্তাঃ দেবতায়্য স্বাক্ষর-  
যদবস্থানং, তৎ পুত্রায়্যচিখ্যাস্ক্রদালকো হ কিলারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচোক্তবান্। স্বপ্ন-  
স্বপ্নমধ্যং, স্বপ্ন ইতি দর্শনবৃত্তে: স্বপ্নাত্মাখ্যা, তস্ত মধ্যং স্বপ্নান্তঃ সুপ্তিমিত্যেতৎ। স্বপ্ন-  
স্বপ্নান্তঃ স্বপ্নসত্যমিত্যর্থঃ, তত্রাপি অর্থাৎ সুপ্তিমমেব ভবতি, স্বপ্নপীতো ভবতি  
বচনাৎ। ন হস্তন্ত সুপ্ত্যাং স্বমপীতিং জীবন্তেচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ। তত্র হি আদিত্য-  
পুরুষপ্রতিবিম্ব আদর্শগতো যথা স্বমেব পুরুষমপীতো ভবতি, এবং মন-আদিত্য-  
চৈতন্তপ্রতিবিম্বরূপেণ জীবনাত্মনা মনসি প্রবিষ্টা নামরূপব্যাকরণায় পরা দেবতা  
সমেবাত্মনাং প্রতিপত্ততে জীবরূপতাং মন-আখ্যাং হিত্বা। অতঃ সুপ্ত এব স্বপ্ন-  
শব্দবাচ্য ইত্যবগম্যতে। ব্রহ্ম তু সুপ্তঃ স্বপ্নান্ পশুতি তৎস্বাপ্ন দর্শনঃ স্বপ্ন-  
সংযুক্তমিতি পুণ্যাপুণ্যার্থ্যম্। পুণ্যাপুণ্যয়োঃ হি সুখ-দুঃখাবলম্বকং প্রসিদ্ধম্।



অন্যঃ ৭৩ঃ ।

পূর্বোক্ত অবিকারমোপষ্টভেদেনব সুখ-দুঃখ-তদর্শনকার্য্যারম্ভকত্বমুপপত্ততে, নান্ধথা,  
ইয়বিভাকারকশক্তিঃ সংসারহেতুভিঃ সংযুক্ত এব স্বপ্ন ইতি ন স্বমগীতো  
নতি। "অন্যথাগতঃ পুণ্যনান্যগতঃ পাপেন, তীর্ণো হি তদা সর্বান শোকান্ হৃদয়শ্চ  
নতি, তদা অশ্রৈতদতিচ্ছন্দা এব পরম আনন্দঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সুষুপ্ত এব স্ব  
দেহরূপ জীবদ্বিনিমুক্তং দর্শয়িষ্যামীত্যাহ, স্বপ্নান্তঃ মে মম নিগদতো হে সোম্য!  
যিনিহি বিশ্লেষ্টমবধারণেত্যর্থঃ। কদা স্বপ্নান্তো ভবতীতি? উচ্যতে, বজ্র বস্মিন্ কালে  
হোম ভবতি পুরুষস্ত স্বপ্নন্ততঃ, প্রসিদ্ধা হি লোকে স্বপিতীতি, গোণক্ষেদং নামেত্যাহ।  
স্বপিতীত্যাচ্যতে পুরুষস্তদা তস্মিন্ কালে সত্য সচ্ছন্দব্যাচর্যা প্রকৃতয়া দেবতয়া সম্পন্নো  
নতি সত্য একীভূতো ভবতি, মনসি প্রবিষ্টঃ মন-আদিসংসর্গকৃতঃ জীবরূপঃ পরিত্যজ্য  
কৃত্রিমং বৎ পরমার্থসত্যমগীতোহপি গতঃ ভবতি, অতস্তস্মাৎ স্বপিতীত্যেনমাচক্ষতে  
কিকি। স্বমাত্মানং হি স্বমাদগীতো ভবতি; গুণানামপ্রসিদ্ধতোহপি স্বাত্মপ্রাপ্তি-  
পথে ইতিপ্রায়ঃ। কথং পুনর্লৌকিকানাং প্রসিদ্ধ্যা স্বাত্মসম্পত্তিঃ? জাগ্রচ্ছূ মনিস্তসুখ-  
রূপেনকায়াসহভবাস্তো ভবতি, ততশ্চায়স্তানাং করণানামনেকব্যাপারনিমিত্তগ্লানানাং  
ব্যাপারো উপরমো ভবতি। শ্রুতেশ্চ "প্রাম্যতেব বাক্, প্রাম্যতি চক্ষুঃ" ইত্যেবমাদি। তথা  
গৃহীতা বাক্ গৃহীতকক্ষুর্গৃহীতঃ শ্রোত্রঃ গৃহীতঃ মনঃ" ইত্যেবমাদীনি করণানি প্রাণপ্রস্তানি,  
প্রাণকোষান্তো দেহে কুলায়ে যো জাগর্ভি, তদা জীবঃ শ্রমাপহুন্তয়ে স্বং দেবতা-  
বদান্ প্রতিপত্ততে। নান্ধত্র স্বরূপাবস্থানাচ্ছূ মাপনোদঃ শ্রাদিতি যুক্তা  
লৌকিকানাং স্বং স্বগীতো ভবতীতি। দৃশ্যতে হি লোকে জরাদিরোগপ্রস্তানাং  
নির্বোধে স্বাত্মস্থানাং বিশ্রমণঃ, তদ্বদিহাপি শ্রাদিতি যুক্তম্। "তদবস্থা ত্রেনো বা সুপর্ণো  
ব নিপতিত্য শ্রান্তঃ" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ত্রিবিৎকরণ সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে  
পূর্ব সত্যের সর্বময়ত্ব প্রতিপাদনার্থ সুষুপ্তিকালে মনের লয় হইলে জীব যে  
সুখময় অভেদাভূতুতি প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্ত জীবাত্মাকে মন  
প্রতিবিম্বি বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন।—পুরুষ যেমন প্রতিবিম্বরূপে দর্পণমধ্যে  
প্রতিবিম্বিত হয়, অর্থাৎ চন্দ্রাদি যেমন প্রতিবিম্বসমূহরূপে জলাদিমধ্যে প্রতিবিম্ব  
প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ পরদেবতা অর্থাৎ পরমাআত্মাও জীবাত্মরূপে যে মনের  
মধ্যে প্রতিবিম্বিত হন, অন্নময় সেই মন, তেজোময় বাক্ ও জলময় প্রাণের সহিত  
মিশ্রিত হইয়া মনন দর্শন ও শ্রবণাদি ব্যবহার করিতে কল্লিত অর্থাৎ যোগ্য হয়,  
অর্থাৎ সেই মনের উপরম অর্থাৎ নিবৃত্তি হইলেই নিজের দেবতাস্বরূপকেই  
অভিহিত হইয়া বলা হইয়াছে—"তিনি যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই  
করেন" ইত্যাদি। ইহা সহিত স্বপ্ন হইয়া অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত বা সুষুপ্ত হইয়া



এই লোককে অর্থাৎ জাগ্রৎ-ব্যবহারক্ষেত্রে অতিক্রম করে” সেই এই অমর ব্রহ্মস্বরূপ বিজ্ঞানময় ও মনোময়” ইত্যাদি। ( ভাবার্থ—বেদান্তদর্শন এর অন্তঃকরণকেই চারিপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। তাহাদের মধ্যে সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে মন, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বা বিজ্ঞান, অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহঙ্কার ও স্বরণাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে চিত্ত বলা হইয়াছে। ইহা প্রামাণ্যজ্ঞাপক শ্লোকও একটি আছে, যথা—“মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমাত্মনঃ। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ভঃ স্বরণং বিবস্যা ইমে ॥” বেদান্তকারিকা। সংসারী জীবাশাধারণতঃ মন ও বুদ্ধির অধীন থাকিয়াই বাহ্য কিছু কর্তব্য সম্পাদন করে, এই জন্যই জীবকে বিজ্ঞানময় ও মনোময় বলিয়া থাকে ) “স্বপ্নাবস্থার শারীরবর্ধক অতিক্রম করে” “প্রাণন দ্বারা অর্থাৎ প্রাণের ব্যাপার করে বলিয়াই প্রাণন অভিহিত হয়” ইত্যাদি। মনেতে অবস্থিত স্মৃতির মনোময়ে অভিহিত এর মনোবৃত্তিসমূহের উগ্ৰশম দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত সেই এই জীবাশার বাহ্য স্বরূপ, তাহা এবং আত্মস্বরূপ যে দেবতায় অর্থাৎ পরমাত্মা যে ভাবে অবস্থান হয়, পুত্রকে তাহা বলিবার ইচ্ছায় আকুণ্ঠ উদ্বালক পুত্রকে তাকে বলিয়াছিলেন। স্বপ্নান্ত শব্দের অর্থ স্বপ্নের মধ্য ; স্বপ্নশব্দটি দর্শনব্যাপারের প্রসিদ্ধ স্বপ্নের নাম অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় বাহ্য অনুভব করে, তাহার মধ্যই স্বপ্ন, অর্থাৎ সুসুপ্তাবস্থা। অথবা স্বপ্নান্ত শব্দের অর্থ স্বপ্নের তত্ত্ব, এ অর্থেও সুসুপ্তাবস্থাকে বুঝাইতেছে, কারণ, ‘স্বম্ অপীত’ স্ব-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, যে হেতু, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুসুপ্তাবস্থা ব্যতীত অন্য স্থলে জীবের স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তির সিদ্ধি বলেন না। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে দর্শনমধ্যে প্রবিষ্ট বা প্রতিকলিত পুরুষের প্রতিবিম্ব বসেন না। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে দর্শনমধ্যে প্রবিষ্ট বা প্রতিকলিত পুরুষের প্রতিবিম্ব যেমন দর্শন অপসারণ করিলেই স্ব-স্বরূপ পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিলীন হইয়া যায়, তেমনই নাম-রূপ ব্যাকরণ অর্থাৎ নাম ও রূপ প্রকটিত হইবার নিমিত্ত চৈতন্ত্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবাশ্বরূপে মনে প্রবিষ্ট পরমদেবতাও মনঃপ্রকৃতির উপরমে অর্থাৎ মনঃপ্রভূতিরূপ উপাধির অপগমে মনঃসংজ্ঞক জীবরূপতা অর্থাৎ জীবতাব পরিত্যাগ পূর্বক স্বকীয় আত্মাকেই প্রাপ্ত হন ; অতএব সুসুপ্ত অবস্থায় যে স্বপ্নান্তশব্দের বাচ্য, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। সুপ্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় বসে দর্শন করে, স্বপ্নাবস্থায় সেই যে দর্শন, তাহা সুখ ও দুঃখের সহিত সংযুক্ত, অর্থাৎ সুস্বপ্নও দেখে, আবার দুঃস্বপ্নও দেখে, অতএব তাহা পুণ্য ও পাপের কার্য্য অর্থাৎ ফল, কারণ, পুণ্য ও পাপই যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের আরম্ভক বলিয়া প্রকটিত। আর পুণ্য ও পাপই—অবিদ্যা ও কাম অর্থাৎ বিবিধ অভিলাষের সাহায্যেই সুখ, দুঃখ



কৃত্যঃ ৭৩:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৪৫

তাহাদের দর্শনরূপকার্যের আরম্ভক বলিয়া উপপন্ন হয়, ইহার অন্তথা হয় না ;  
 অতএব জীব যে স্বপ্ন দেখে, তাহা সংসারের হেতুস্বরূপ অবিজ্ঞা, কাম অর্থাৎ কামনা  
 বা অভিলাষ ও তৎসংসৃষ্ট কর্মের সহিত সংযুক্ত থাকে, এ জন্ত সে সময়ে স্ব-স্বরূপ  
 প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু সুষুপ্ত অবস্থায় পুণ্য বা পাপ কাহারও সহিতই  
 কোন সম্বন্ধ থাকে না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, “সেই সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্ত অবস্থায়  
 পুণ্যের দ্বারাও অনুগত হয় না, অথবা পাপের দ্বারাও অনুগত হয় না অর্থাৎ পুণ্য  
 বা পাপ, কাহারও সহিতই কোন সংস্রব থাকে না, তৎকালে হৃদয় সর্বপ্রকার  
 গোল-দুঃখকে উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের অতীত হয়, জীবের সেই সময়টি  
 সর্ববিধ কামনাশূন্য ও পরমানন্দস্বরূপ হয়” ইত্যাদি। সুষুপ্ত অবস্থাতেই জীবভাব-  
 নির্বিকৃত দেবতার স্বরূপ তোমাকে দেখাইব, এইরূপ মনে করিয়া উদ্বালক বলিয়া-  
 য়েন, হে সোম্য ! স্বপ্নতত্ত্ব আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমার নিকট  
 হইতে স্পষ্টরূপে অবগত হও। কোন সময়ে স্বপ্নান্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন, যে  
 সময় নিদ্রিত ব্যক্তির সর্বলোকে প্রসিদ্ধ ‘স্বপ্নিতি’ এই নাম হয় ; এই নামটি যে  
 সৌম অর্থাৎ গুণবাচক বা অনুরূপগুণসম্বন্ধজন্ত, তাহাই বলিতেছেন, পুরুষ যে সময়ে  
 ‘স্বপ্নিতি’ এই নামে অভিহিত হয়, সেই সময়ে সতের সহিত অর্থাৎ প্রস্তাবিত  
 কথাব্যাপ্য পরমদেবতার সহিত সম্পন্ন অর্থাৎ সঙ্গত বা একীভূত হয়, অর্থাৎ মন  
 ব্রহ্ম উগাধির সহিত সংসর্গজন্ত যে জীবভাব হয়, তাহা পরিত্যাগপূর্বক নিজের  
 ও স্ব-রূপ অর্থাৎ বাহ্য পরমার্থ সত্য, তাহাকেই অপীত অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, এই  
 কই লোকসমূহ ইহাকে ‘স্বপ্নিতি’ এই নামে অভিহিত করে। অভিপ্রায় এই  
 যে, যেহেতু, সেই সময়ে নিজের আত্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, এবং গুণবাচক নামের  
 প্রসিদ্ধি হইতেও নিজের আত্মস্বরূপ যে প্রাপ্তি হয়, ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়, অতএব  
 স্বরূপপ্রাপ্তির কথা নিশ্চয়ই সত্য। আচ্ছা, লোকদিগের নিকট স্বকীয়  
 স্বরূপপ্রাপ্তি কিরূপে প্রসিদ্ধ হইল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, জাগ্রৎ  
 অবস্থার পরিশ্রমজন্ত সুখ দুঃখ প্রভৃতি বহু আয়াস অনুভবহেতুক শ্রান্ত হইয়া পড়ে,  
 যেহেতু এবং অন্তান্ত বিবিধব্যাপারে ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্য হইতে  
 দূরিত হয়। শ্রুতি হইতেও জানা যায় “বাগিন্দ্রিয় পরিশ্রান্ত হয়, চক্ষুঃ পরিশ্রান্ত  
 হয়” ইত্যাদি। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, “বাগিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় গৃহীত  
 হয়, পরিশ্রান্ত গৃহীত হয়, মনও গৃহীত হয়” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে,  
 যখন ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণগ্রস্ত অর্থাৎ প্রাণের অধীন। একমাত্র প্রাণই দেহরূপ  
 ইহা অশ্রান্তভাবে জাগরিত থাকে, সেই সময়ে জীব শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত  
 ইহার পরমদেবারূপ আত্মাকে অর্থাৎ নিজের পরমাত্মত্বকে প্রাপ্ত হয়। স্বরূপে



অবস্থিতি ব্যতীত অত্র কোন অবস্থাতেই যখন শ্রমাপনোদন হয় না, তখন 'স্বা  
অপীতো ভবতি' নিজের স্বরূপকে নিশ্চয়ই উপগত হয় অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, এই  
লৌকিক প্রসিদ্ধি, ইহা যুক্তিসঙ্গতই বটে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখিতেও পাওয়া  
যায়, জ্বর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ, জ্বরত্যাগ হইলে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিই হইয়া  
বিশ্রামলাভ করে, এ স্থানেও যে সেইরূপই হইতে পারে, ইহা যুক্তিসঙ্গত। "যেন  
শ্রেন পক্ষী অথবা অত্র কোন পক্ষী ক্রমাগত পরিলম্বন করিয়া শ্রান্ত হয়" ইত্যদি  
শ্রুতি হইতেও পূর্বকথিত বাক্যের যৌক্তিকতা সমর্থিত হইতেছে ॥ ১ ॥

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবন্ধো দিশং দিশং পতিত্বাহত্নাত্না-  
তনমলক্ণ। বন্ধনমেবোপশ্রয়তে, এবমেব খলু সোম্য! তন্ময়  
দিশং দিশং পতিত্বা অত্নাত্নাতনমলক্ণ। প্রাণমেবোপশ্রয়তে,  
প্রাণবন্ধনং হি সোম্য! মন ইতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—যত্র দ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া  
কোন স্থানে বিশ্রামস্থান না পাইয়া পুনরায় বন্ধন অর্থাৎ নিজ পিঙ্গরেই আরি  
আশ্রয় গ্রহণ করে, এইরূপ হে সোম্য! সেই মনও অর্থাৎ মনোরূপ উপাধিকৃত  
মনোমধ্যে প্রবিষ্ট জীবও চতুর্দিকে পরিলম্বন করিয়া অত্নাত্না বিশ্রামের স্থান প্রাপ্ত  
হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত প্রাণকেই অর্থাৎ প্রাণসংজ্ঞক পরমাত্মাকেই অশ্রয়  
করে, যে হেতু, হে সোম্য! প্রাণই অর্থাৎ প্রাণসংজ্ঞক অথবা প্রাণোপলব্ধ  
পরমাত্মাই মনের অর্থাৎ মনোমধ্যে প্রবিষ্ট জীবের বন্ধন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতাস্যম্।**—তত্রায়ং দৃষ্টান্তো যথোক্তেহর্থ—স যথা শকুনিঃ পক্ষী  
শকুনিঘাতকস্ত হস্তগতেন সূত্রেণ প্রবন্ধঃ পাশিতো দিশং দিশং বন্ধনমোকর্ষা সন্ অত্রি  
পতিত্বা অত্নাত্না বন্ধনাদায়তনমাশ্রয়ঃ বিশ্রমণায় অলক্ণ। অপ্রাপ্য বন্ধনমেবোপশ্রয়তে, একমে-  
বথাইয়ং দৃষ্টান্তঃ খলু, হে সোম্য! তন্ময়ঃ তৎ প্রকৃতং ষোড়শকলমরোপচিতং মনো নির্দিষ্ট-  
তৎপ্রবিষ্টঃ তৎস্থঃ তদুপলক্ষিতো জীবঃ তন্ময় ইতি নির্দিষ্টতে মঞ্চাক্রোশনবৎ। স মন-  
পাখিজীবোহবিভ্যাকামকর্ষোপদিষ্টাং দিশং দিশং সুখ-দুঃখাদিলক্ষণং জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ পর-  
গত্যা অনুভূয়েত্যর্থঃ, অত্নাত্না সদাখ্যাং স্বাঙ্গন আয়তনং বিশ্রমণস্থানমলক্ণ। প্রাণমেব প্রকৃত-  
সর্বকার্য-কারণাশ্রয়েণোপলক্ষিতা। প্রাণ ইত্যুচ্যতে সদাখ্যা পরা দেবতা, "প্রাপ্ত প্রাণ-  
প্রাণশরীরো ভারুপঃ" ইত্যাদিশ্রুতঃ। অতস্তাং দেবতাং প্রাণং প্রাণাখ্যামেবোপশ্রয়-  
প্রাণো বন্ধনং যত্র মনসম্ভং প্রাণবন্ধনং, হি যস্মাৎ সোম্য! মনঃ প্রাণোপলব্ধিবৎ  
মন ইতি তদুপলক্ষিতো জীব ইতি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বোক্ত বিষয়ে এই দৃষ্টান্ত অর্থাৎ



প্রাপ্ত হইয়া নিজের আত্মস্বরূপ পরদেবতাকে প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি বাহ্য বলা হইয়াছে, দৃষ্টান্তদর্শনের দ্বারা তাহা সমর্থন করিতেছেন, ব্যাধের হস্তস্থিত সূত্র দ্বারা আবদ্ধ কর্তব্য গাশবদ্ধ পক্ষী যেমন বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় চতুর্দিকে উড্ডীয়মান হইয়া বন্ধনস্থান ব্যতীত অত্র কোন স্থানে বিশ্রামের নিমিত্ত আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া পুনরায় সেই বন্ধনকেই আশ্রয় করে অর্থাৎ ব্যাধহস্তস্থিত পিঞ্জরেই হউক বা ব্যাধের হস্তপরেই হউক আসিয়া বসে, হে সোম্য ! এইরূপই অর্থাৎ এই যে দৃষ্টান্ত দেখান হইল, ঠিক এইরূপই সেই মন অর্থাৎ অন্নোপচিত ষোড়শ কলাবিশিষ্ট যে মন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই মনোমধ্যে প্রবিষ্ট অর্থাৎ মনঃ-উপলক্ষিত জীবই মঞ্চাক্রোশনের দ্বারা এ স্থানে 'মনঃ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ( মঞ্চাক্রোশন শ্রায়—মঞ্চ অর্থাৎ মচার আক্রোশন অর্থাৎ শব্দকরণ বা চীৎকার করা। অচেতন মঞ্চ কখন চীৎকার করিতে পারে না, কিন্তু মঞ্চে অবস্থিত ব্যক্তিগণ চীৎকার করিলেও 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ মাচা চীৎকার করিতেছে, না, মাচার দ্ব্যস্তিত ব্যক্তিগণ চীৎকার করিতেছে। এ স্থানেও সেইরূপ মন শব্দে মন-উপলক্ষিত জীবকেই বলা হইয়াছে, মনই জীবের উপাধি অর্থাৎ পরিচায়ক, অতএব মন-উপলক্ষিত জীব এরূপ বলা অসঙ্গত হয় না। ) মনোনামক উপাধিবিশিষ্ট সেই জীব যবিতা, কামনা ও বিবিধকর্ম দ্বারা উপদিষ্ট অর্থাৎ অবিজ্ঞাদি জ্ঞাত সুখ-দুঃখাদিরূপ নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিবিধ সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া 'সৎ' নামক স্বীয় আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত অন্ত্র বিশ্রামস্থান প্রাপ্ত না হওয়ায় প্রাণকেই অর্থাৎ সমস্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ প্রাণের দ্বারা উপলক্ষিত 'সৎ' নামক পরম দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মাই এ স্থানে প্রাণ শব্দের অভিধেয়, কেন না, ঐতিও বলিয়াছেন, "প্রাণেন্ন ও প্রাণ" "প্রাণশরীর ও ভারূপ" ইত্যাদি বচন প্রাণকেই অর্থাৎ 'সৎ' নামক পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে। হে সোম্য ! যেহেতু, মন প্রাণবন্ধন অর্থাৎ প্রাণই হইয়াছে যে মনের বন্ধন, তাহাই প্রাণবন্ধন, প্রাণোপলক্ষিত পরমদেবতাই মনের আশ্রয় ও মন অর্থাৎ মন-উপলক্ষিত জীব ॥ ২ ॥

অশনা-পিপাসে মে সোম্য ! বিজানীহীতি ; যত্রৈতৎ পুরুষোহশিশিষতি নাম আপ এব তদশিতং নয়ন্তে, তদ্যথা পানায়োহশ্বনায়াঃ পুরুষনায় ইতি, এবং তদপ আচক্ষতে স্বনায়েতি, তত্রৈতচ্ছুমুৎপতিতং সোম্য ! বিজানীহি, নেদ-বলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছাবিশয়েও তুমি আমার



নিকট হইতে অবগত হও। যে সময় পুরুষ 'অশিশিষতি' এই নামবৃত্ত হয়, সেই সন্ম  
জলই তাহার ভুক্ত সেই অন্নকে বথাস্থানে লইয়া যায়। যেমন, যিনি গোদুগের  
চালনা করেন, তাঁহাকে 'গো-নায়' যিনি অশ্বসমূহকে চালনা করেন, তাঁহাকে  
'অশ্ব-নায়' যিনি পুরুষসমূহকে চালনা করেন, অর্থাৎ রাজা বা সেনাপতি অথবা  
কোন শক্তিমান নেতা, তাঁহাকে 'পুরুষ-নায়' বলে, এইরূপ সেই জলকেও লোপ  
'অশনায়া' বলে। তাহাতেই অর্থাৎ সেই অন্নপরিপাকেই এই শুদ্ধ অর্থাৎ শরী-  
রূপ কার্যটি উৎপন্ন হইয়াছে। হে সোম্য! তুমি নিশ্চয়ই জানিও যে, এই শরী-  
র অমূল অর্থাৎ কারণশূন্য হইবে না, ইহার কারণ একটি আছেই ॥ ৩ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—এবং অপিতিনামপ্রসিদ্ধিধারেন বজ্রীকৃত সত্যং যস্য  
জগতো মূলং, তৎ পুত্রস্ত দর্শয়িত্বা আহ অন্নাদিকার্য-কারণপরম্পরায়াপি জগতো মূলম  
দিদর্শয়িষুঃ, অশনা-পিপাসে অশিতুমিচ্ছা অশনা সন্ বা-লোপেন, পাতুমিচ্ছা পিপাসে,  
অশনা-পিপাসে, অশনা-পিপাসয়োঃ সতত্বং বিজানীহীত্যেতৎ। বজ্র বস্মিন কালে জ্ঞেয়  
পুরুষো ভবতি, কিং তৎ? অশিশিষতি অশিতুমিচ্ছতীতি; তদা তস্য পুরুষত্ব কি নিমিত্তং  
ভবতি? ইত্যাহ, বজ্রং পুরুষেণাশিতমন্নং কঠিনং পীতা আপো নয়ন্তে দ্রবীকৃত্য বসাদিতরু  
বিপরিণময়ন্তে, তদা ভুক্তমন্নং জীৰ্যতি। অথচ ভবত্যস্ত নাম অশিশিষতীতি সৌম্য  
জীর্ণে হি অগ্নে অশিতুমিচ্ছতি সৰ্ব্বো হি জন্তুঃ। তত্র অপামশিতনেতৃত্বাদশনায়া ইতি ন  
প্রসিদ্ধমিত্যেতদ্বিন্মর্থো। যথা গো-নায়ঃ, গাং নয়তীতি গো-নারো গো-পাল ইত্যুচ্যতে, ত  
অথান্ নয়তীতি অশ্ব-নায়োহশ্ব-পাল ইত্যুচ্যতে, পুরুষ-নায়ঃ পুরুষান্ নয়তীতি রাজা সেনা-  
পতির্বা; এবং তৎ তদা আপ আচক্ষতে লৌকিকা অশনায়ৈতি বিসর্জনীয়মেন্দোষঃ।  
তজ্জৈবং সতি অস্তি: রসাদিতাবেন নীতেন অশিতেনাগ্নেন নিষ্পাদিতমিহ শরীরে  
কণিকার্যমিব শুষ্কঃ অক্ষুরঃ উৎপত্তিত উদগতঃ, তমিহ শুষ্কঃ কার্য শরীরার্থং তর্ক  
শুদ্ধবহুৎপত্তিতং হে সোম্য! বিজানীহি। কিং তত্র বিজ্ঞেয়ম্? ইত্যুচ্যতে, যুঃ, ই  
শুদ্ধবৎ কার্যত্বাচ্ছরঃ নামূলং মূলরহিতং ভবিষ্যতীত্যুক্ত আহ ষেতকেতুঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পরম্পরাসম্বন্ধেও যে সংস্বরূপ পরম  
জগতের কারণ, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন। এইরূপে জীবের 'অশিষতি'  
এই নাম প্রসিদ্ধি দ্বারা এই জগতের পক্ষে সত্যস্বরূপ বাহ্য মূল, পুত্রকে জগৎ  
দেখাইয়া অন্নপ্রভৃতি কার্য-কারণ পরম্পরাক্রমেও যে সং-পদার্থই জগতের মূল, তাহা  
দেখাইবার ইচ্ছায় বলিতেছেন—অশনাপিপাসে—অশন অর্থাৎ ভোজন করিয়া  
ইচ্ছা অশনা, এ স্থানে সন্ প্রত্যয় করিয়া 'বা' এই পদটির লোপ হইয়াছে, জগৎ  
না হইলে "অশনায়া" এইরূপ প্রয়োগ হইত। পান করিবার ইচ্ছা পিপাসা, বৈ  
অশনা ও পিপাসার তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হও। যে সময়ে পুরুষ এই নামবিত্তি



হ। সে নামটি কি ? না, ‘অশিশিষতি’ অর্থাৎ ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছে ।  
 সে সময়ে সেই পুরুষের ঐরূপ নাম কি জন্ম হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,  
 পুরুষ বাহ্য কিছু কর্তি অর্থাৎ অদ্রব অন্ন ভোজন করে, যে জল পান করা  
 যায়, সেই জল তাহাকে লইয়া যায়, অর্থাৎ পীত জল সেই ভুক্ত কর্তি  
 দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া রসাদিরূপে পরিণত করে, সেই সময়েই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ  
 হয়, অনন্তর এই পুরুষের ‘অশিশিষতি’ এই গোণ নাম হয়, যে হেতু, সমস্ত  
 জীর্ণই অন্ন জীর্ণ হইলেই ভোজন করিতে ইচ্ছা করে। ‘অশিত’ দ্রব্যের  
 ‘নেত্র’ অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্যকে লইয়া যায় বলিয়া জলের ‘অশনায়’ এই নামটি  
 প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন গো-নায়—যে গোরুকে লইয়া যায়, সে অর্থাৎ গো-পাল  
 যেমন ‘গো-নায়’ নামে অভিহিত হয়, এইরূপ যে ব্যক্তি অশ্বসমূহকে লইয়া যায়,  
 সে অর্থাৎ অশ্ব-পাল যেমন ‘অশ্ব-নায়’ বলিয়া অভিহিত হয়, যে ব্যক্তি পুরুষ-  
 সমূহকে লইয়া যায় অর্থাৎ পরিচালিত করে, সে অর্থাৎ রাজা বা  
 সেনাপতি যেমন ‘পুরুষ-নায়’ নামে অভিহিত হয়, এইরূপ লোকসমূহ সেই সময়ে  
 অর্থাৎ যখন অশিতকে লইয়া যায়, তখন সেই জলকে ‘অশনায়ঃ’ এই পদের বিসর্গ-  
 দ্বারা লোপ করিয়া ‘অশ-নায়’ বলিয়া থাকে। ইহাই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন  
 ঐকণিকা অর্থাৎ বটের একটি ক্ষুদ্রবীজের মধ্যে যেমন শুষ্ক অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপ  
 অল্প উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পীত জলের দ্বারা রসাদিরূপে পরিণত ভুক্ত অন্ন হইতে  
 এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব হে সোম্য ! বটাদির শুষ্ক অর্থাৎ অল্পের  
 দ্বারা শরীর নামক সেই এই শুষ্ক অর্থাৎ কার্য্যটিও উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে। সে  
 বলিয়া আর কি বিশেষ জ্ঞাতব্য আছে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, শ্রবণ কর,  
 পদের দ্বারা অর্থাৎ অল্প যেমন একটি কার্য্য, সেইরূপ এই শরীরও যখন কার্য্য,  
 তখন ইহা অমূল অর্থাৎ মূলরহিত বা অকারণ হইবে না, নিশ্চয়ই ইহার মূল বা  
 কারণ আছে, কেন না, কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। পিতা এইরূপ  
 বলিল যেতকৈতু বলিয়াছিলেন—॥ ৩ ॥

তত্ত্ব ক মূলং সাদৃশ্যব্রাহ্মণং ? এবমেব খলু সোম্য ! অমেন  
 ত্বেনাপো মূলমন্নিচ্ছ, অদ্বিঃ সোম্য ! শুঙ্গেন তেজো মূলমন্নিচ্ছ,  
 তেজসা সোম্য ! শুঙ্গেন সন্মূলমন্নিচ্ছ, সন্মূলাঃ সোম্য ! ইমাঃ  
 সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—ভুক্ত অন্ন ব্যতীত সেই শরীরের আর কোথায় মূল থাকিতে  
 পারে ? অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন ব্যতীত সেই শরীরের আর কি মূল হইতে পারে ?



অর্থাৎ অন ব্যতীত আর কিছুই মূল নাই, অনমূলই এই শরীর। হে সোম্য! এইরূপই অনরূপ শুদ্ধ অর্থাৎ কার্য্য দ্বারা তাহার মূল অর্থাৎ কারণস্বরূপ রূপ অনুসন্ধান কর; ভাব এই যে, কারণ ভিন্ন যখন কার্য্য হইতে পারে না, তখন জলকেই আগ্নের কারণ বলিয়া জানিও। এইরূপ হে সোম্য! জলরূপ কার্য্য দ্বারা তেজকে তাহার কারণ বলিয়া অনুসন্ধান কর। হে সোম্য! ঐক্যরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার মূল অর্থাৎ কারণস্বরূপ সংপদার্থকে অর্থাৎ কারণ অনুসন্ধান কর। হে সোম্য! এই সমস্ত প্রজাই অর্থাৎ জ্ঞাপদার্থমাত্রই সূক্ষ্ম অর্থাৎ সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন, প্রজাসমূহ সদায়তন অর্থাৎ সংস্বরূপ ব্রহ্ম অবস্থিত ও সংপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সং-ব্রহ্মেই বিলীন হয় ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—যত্ত্বং সমূলমিদং শরীরং বটাদিশুদ্ধং তত্শ শরীরং মূলং ত্বাৎ? ভবেৎ? ইত্যেবং পৃষ্ঠ আহ পিতা—তত্ত্ব ক মূলং ত্বাৎ অন্তঃস্থং? অ মূলমিত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? অশিতং হি অন্নমন্তির্জীবীকৃতং জাঠরোয়গ্নিনা পচ্যমানং রসাদিত্যেবৈন পরিণমতে, রসাৎ শোণিতং, শোণিতান্নাসং, মাংসাৎ মেদঃ, মেদস্যেবৈন অস্থিতো মজ্জা, মজ্জাতঃ শুক্রম্। তথা বোবিদুভুক্তকান্নং রসাদিক্রমেণৈব পচিতং লোহিতং ভবতি। তাভ্যাং শুক্রশোণিতাভ্যামন্নকার্য্যভ্যাং সংযুক্তাভ্যামন্নং প্রত্যহং ভুজ্যমানেন আপূর্য্যমাণাভ্যাং কুড্যমিব মূৎপিণ্ডঃ প্রত্যহমুপচীরমানোহনুদেহশুদ্ধঃ পরিনিপ্পন্ন ইত্যর্থঃ। যত্ত্ব দেহশুদ্ধস্ত মূলমন্নং নির্দিষ্টং, তদপি নৈব বিনাশোৎপত্তিমত্বাৎ কস্মাচ্চিন্নমূলত্বংপতিতং শুদ্ধমেবেতি কুত্বা আহ, যথা দেহশুদ্ধোহনুদেহমেব খলু সোম্য! অন্নেন শুদ্ধেন কার্য্যভূতেন আপো মূলমন্নস্ত শুদ্ধস্ত অবিচ্ছিন্নং পশ্যত্ব। অপামপি বিনাশোৎপত্তিমত্বাৎ শুদ্ধমেবেতি অস্তিঃ সোম্য! শুদ্ধেন বরেন কারণং তেজো মূলমবিচ্ছ। তেজসোহপি বিনাশোৎপত্তিমত্বাৎ শুদ্ধমিতি তেজসা যেন! শুদ্ধেন সং মূলম্ একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থসত্যম্। যস্মিন্ সর্বমিদং বাচরজ্ঞং বিকল্পনামধেয়মনৃতং রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পজাতমধ্যস্তম্ অবিভক্তা, তদস্ত জগতো মূলং অতঃ সন্মূলাঃ সং-কারণাঃ হে সোম্য! ইমাঃ স্থাবর-জঙ্গম-নক্ষণাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ কেবলং সন্মূলা এব, ইদানীমপি স্থিতিকালে সদায়তনাঃ সদাশ্রয়া এব; ন হি যদবনষ্টং ঘটাদেঃ সন্ধা স্থিতিরী অস্তি; অতো যদ্বৎ সন্মূলত্বাৎ প্রজানাং, সং আভ্যন্তরীণং তাঃ সদায়তনাঃ প্রজাঃ; অস্তে চ সং-প্রতিষ্ঠাঃ, সং এব প্রতিষ্ঠা লয়ঃ সমাপ্তিবাক্যং পরিশেষঃ বাসাং তাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ। ৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্ব্বশ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, এই দেহ অমূল নহে, নিশ্চয়ই ইহার মূল বিদ্যমান আছে। যেতকেতু ইহা তর্কিত বলিলেন,—পিতাঃ! বটাদির অঙ্কুরের আশ্রয় এই শরীরও যদি উক্ত প্রকারে সূক্ষ্ম হয় তাহা হইলে এই শরীরের মূল কোথায়? অর্থাৎ কি হইতে পারে? যেতকেতু এইরূপ



ত্রিভাঙ্গা করিলে পিতা বলিয়াছিলেন, অন্ন ব্যতীত তাহার মূল আর কোথায় বা কি  
 হইতে পারে ? অভিপ্রায় এই যে, অন্নই এই শরীরের মূল। কিরূপে অন্নই মূল হইতে  
 পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দেখ, ভুক্ত অন্নই পীত জলের দ্বারা দ্রবীভূত ও  
 হাটরাগ্নির সাহায্যে পরিগন্ধ হইয়া রসাদিরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ প্রথমে রস,  
 রসের পর অথবা রস হইতে রক্ত, রক্তের পর অথবা রক্ত হইতে মাংস, মাংসের  
 পর অথবা মাংস হইতে মেদ, মেদের পর অথবা মেদ হইতে অস্থি, অস্থির  
 পর অথবা অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জার পর অথবা মজ্জা হইতে শুক্ররূপে  
 পরিণত হয়। এইরূপ জীলোক কর্তৃক ভুক্ত অন্নও ক্রমান্বয়ে রসাদিরূপে  
 পরিণত হইয়া লোহিত অর্থাৎ আর্দ্রব-রক্তরূপে পরিণত হয়। প্রত্যহ কিঞ্চিৎ  
 বিক্ষিপ্ত করিয়া স্থাপিত ও বর্ধিত মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেমন কুড্যা অর্থাৎ ভিত্তি  
 (দেওয়াল) বা প্রাচীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রত্যহ সেবিত অন্ন দ্বারা  
 পরিপূর্ণমাণ ও ভুক্তানের কার্যস্বরূপ সংযুক্ত-শুক্ৰ-শোণিতের দ্বারা প্রত্যহ বর্দ্ধমান  
 অন্ন এই দেহভঙ্গ অর্থাৎ দেহরূপ কার্যটিও নিষ্পন্ন হইয়াছে। আচ্ছা, যে অন্নকে  
 দেহরূপ কার্যের মূল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই অন্নও যখন দেহেরই  
 ণ্ড উপপত্তি-বিনাশশীল, তখন উহাও নিশ্চয়ই কোন মূল অর্থাৎ কারণ হইতে  
 উৎপন্ন শুষ্ক অর্থাৎ কার্যবিশেষ ? এইরূপ বিতর্ক উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন,  
 দেহরূপ কার্যটি যেমন অন্নমূলক অর্থাৎ অন্নই দেহের কারণ, হে সোম্য ! ঠিক  
 সেইরূপই কার্যস্বরূপ অন্ন দ্বারা জলকেই কার্যরূপ অন্নের মূল বলিয়া অবগত  
 হইবে। আর জলও যখন বিনাশ ও উপপত্তিবিশিষ্ট, তখন উহাও নিশ্চয়ই কার্য  
 অর্থাৎ ভক্ত পদার্থ, অতএব হে সোম্য ! জলরূপ কার্য দ্বারা তাহার কারণস্বরূপ  
 জেতক মূল বলিয়া অনুসন্ধান কর অর্থাৎ অবগত হও। আবার তেজও যখন  
 বিনাশ ও উপপত্তিশীল, তখন উহাও কার্য, অতএব হে সোম্য ! তেজোরূপ কার্য  
 দ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরমার্থসত্য সং-পদার্থকেই তেজের মূল বলিয়া অবগত  
 হইবে। ব্রহ্মতে সর্পাদিত্রাস্তির ত্রায় যে সং-পদার্থে বাক্যারক নামমাত্রসম্বল  
 বিদ্যাস্বরূপ বিকারাত্মক এই সমস্ত জগৎ অবিচ্ছিন্ন দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত  
 হইয়াছে, সেই সং-পদার্থই এই জগতের মূল ; অতএব হে সোম্য ! স্বাবর-  
 ত্মক এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থমাত্রই সন্মূলক অর্থাৎ সং-স্বরূপ  
 রস হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মই ইহাদের কারণ। ইহারা যে কেবল সন্মূলকই,  
 প্রাণ নহে, বর্তমানও অর্থাৎ স্থিতিকালেও সদায়তন অর্থাৎ সং-স্বরূপ ব্রহ্মই  
 দৃষ্ট, যে হেতু, মৃত্তিকাকে আশ্রয় না করিয়া অর্থাৎ মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘটাদি  
 ক পদার্থসমূহের অস্তিত্ব বা স্থিতি সম্ভব হইতে পারে না ; অতএব মৃত্তিকার



তায় স্বাবর-জন্মমাত্রক সৃষ্ট পদার্থমাত্রই সমূলক বলিয়া তাহারা সদায়তন অর্থাৎ  
সংই তাহাদের আরতন বা একমাত্র আশ্রয়, সংকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা  
বর্তমান রহিয়াছে, এবং অন্তেও তাহারা সং-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সং-পদার্থেই বাহ্যে  
প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ লয় বা সমাপ্তি অথবা অবসান বা পরিশেষ হইয়াছে, তাহারা  
সংপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ প্রলয়কালে সৃষ্ট পদার্থমাত্রই সতে বিলীন হইয়া যাইবে। অতঃ  
এই যে—একমাত্র ব্রহ্মই এই জগতের উৎপত্তির কারণ, উৎপত্তি হওয়ার পরে  
তাহাদের স্থিতির কারণ, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিদ্যমান  
থাকে, আবার বিনাশকালেও সমস্তই তাঁহাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ব্রহ্ম  
একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই, অজ্ঞানতাবশতই অর্থাৎ  
আমার, জগৎ ইত্যাদি ভ্রান্তজ্ঞানের উৎপত্তি ॥ ৪ ॥

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম, তেজ এব তৎ পীত  
নয়তে, তদ্বথা গো-নায়েহশ্ব-নায়ঃ পুরুষ-নায় ইতি, এবং ভূত  
আচক্ষে উদন্তেতি ; তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য ! বিজ্ঞ-  
নীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—আর যে সময়ে এই পুরুষ ‘পিপাসতি’ অর্থাৎ জলাদি পান  
করিতে ইচ্ছা করিতেছে এই নাম প্রাপ্ত হয়, তেজই সেই পীত জলাদি পান  
পদার্থকে লইয়া যায় অর্থাৎ রক্তাদিরূপে পরিণত করে ; যেমন গোনায়ে, অশ্বনায়ে,  
পুরুষনায় ইত্যাদি, এইরূপ তেজকেও লোকে ‘উদন্তা’ অর্থাৎ উদকের ন্যায়  
পরিচালক বলিয়া থাকে। হে সোম্য ! তাহাতেও অর্থাৎ সেই পীত জল  
পরিণামেও এই দেহরূপ শুঙ্গ অর্থাৎ কার্য উৎপন্ন হয় জানিবে ; ইহাও কখন  
অর্থাৎ মূলশূন্য বা অকারণ হইবে না, ইহা যখন কার্য, তখন অবশ্যই ইহার একটি  
কারণ আছে ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—অথেনানীমপশুঙ্গদ্বারেণ সতো মূলশূন্যময়ঃ কার্যইদং  
—যত্র যন্মিন্ কালে এতন্মাস পিপাসতি পাতুমিচ্ছতীতি পুরুষো ভবতি। অসিদ্ধিযুক্ত  
ইদমপি গোণমেব নাম ভবতি। দ্রবীকৃতশাশিতশ্রান্ত নেত্র্যঃ আপঃ অরক্তঃ দে  
ক্লেশস্ত্যঃ শিথিলীকুর্যুঃ, অক্বাহল্যাৎ, যদি তেজসা ন শোযন্তে। নিতরং চ দেহ  
শোষমাণাশ্বপশু দেহভাবেন পরিণমমানাস পাতুমিচ্ছা পুরুষত জায়তে, তদা পুরু  
পিপাসতি নাম। তদেতদাহ—তেজ এব তৎ তদা পীতম্ অবাধি শোষণং দেহসত্ত্বমসি  
প্রাণ-ভাবেন নয়তে পরিণময়তি। তদ্বথা গো-নায় ইত্যাদি সমানমেব। এবং ভূতের  
লোকঃ, উদন্তেতি, উদকং নয়তীত্যুদন্তম্, উদন্তেতি ছান্দসং, তত্রাপি পূর্ববৎ। জগৎ  
তদেব শরীরাখ্যং শুঙ্গং নান্নদিত্যেবমাদি সমানমন্তঃ ॥ ৫ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি জলরূপ কার্য্য দ্বারা সংস্করণ  
 পদার্থের অল্পমান করা কর্তব্য, এই বিবেচনায় বলিতেছেন, যে সময়ে পুরুষ  
 'পিপাসতি' অর্থাৎ পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এই নামকে প্রাপ্ত হয়;  
 'পিশিষতি' অর্থাৎ ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এই নামের দ্বারা এই  
 'পিপাসতি' নামটিও গোণ অর্থাৎ গুণানুযায়ী নাম। দেহে জলের বাহ্যাবশতঃ  
 বৃদ্ধত ভুক্ত অন্নের নেতা অর্থাৎ পরিণামসম্পাদক জলরাশি অন্নের কার্য্যস্বরূপ  
 এই দেহকে ক্লিন্ন করিয়া একেবারেই শিথিল করিয়া ফেলিত, যদি দেহহিত তেজো-  
 রাশি জলরাশিকে শোষণ না করিত; দেহরূপে পরিণত জলরাশি তেজ অর্থাৎ  
 জাঠরাশি দ্বারা অত্যন্ত শোষিত হইলেই পুরুষের পান করিবার ইচ্ছা সমুৎপন্ন হয়,  
 সেই সময়েই পুরুষ 'পিপাসতি' এই নাম প্রাপ্ত হয়। সেই এই বিষয়েই বলিতেছেন,  
 দৈহিক তেজই অর্থাৎ জাঠরাশিই সেই সময়ে পীত সেই জল প্রভৃতি দ্রবপদার্থ-  
 দ্বারা শোষণ করিয়া দৈহিক রক্ত ও প্রাণরূপে পরিণত করায়।  
 অনায়াসে ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের দ্বারা। এইরূপে লোকসমূহ সেই তেজকে  
 'উদক' অর্থাৎ উদকের নেতা বা উদকের পরিণতিসম্পাদক বলিয়া থাকে; উদক  
 অর্থাৎ জলকে লইয়া যায় বা পরিণত করায় বলিয়াই ইহাকে 'উদত্ত' বলে।  
 পূর্ব্বক 'অশ-নায়' পদের দ্বারা 'উদত্তা' এই পদটিও ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক  
 প্রাণ, বাস্তবিকপক্ষে 'উদত্ত' এইরূপ হওয়াই উচিত। জলেরও এই  
 বৈশিষ্ট্য পদার্থটিই একমাত্র শুদ্ধ অর্থাৎ কার্য্য, অশ কিছুই নহে, ইত্যাদির অর্থ  
 পূর্ব্বের দ্বারা ॥ ৫ ॥

তস্য ক মূলং স্মাদন্যত্রোদ্যঃ? অস্তিঃ সোম্য! শুঙ্গেন  
 তেজমূলমবিচ্ছ; তেজসা সোম্য! শুঙ্গেন সন্মূলমবিচ্ছ,  
 সন্মূলাঃ সোম্য! ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ,  
 বা ন খলু সোম্য! ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য  
 ত্রিবিধিরদৈকৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবতি; অশ  
 সোম্য! পুরুষশ্চ প্রযতো বাঙ্গনসি সম্পদতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ-  
 তেজসি, তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—জল ব্যতীত আর কোথায় তাহার এই দেহের মূল  
 অর্থাৎ থাকিতে পারে? তাব এই যে, জলই এই দেহের মূল; হে সোম্য!  
 পুরুষ দ্বারা আবার তাহার কারণস্বরূপ তেজকে অল্পসন্ধান কর;  
 ৭০



হে সোম্য ! তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা আবার তাহার মূলীভূত সংপদার্থ  
অল্পমন্ধান কর। হে সোম্য ! এই সমস্ত প্রজাই অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থনাজিই সং হইয়া  
উৎপন্ন, সদায়তন অর্থাৎ সংপদার্থেই অবস্থিত ও সংপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সত্তেই স্থিতি  
হইবে। হে সোম্য ! জল, তেজ ও পৃথিবী এই তিনটি দেবতা যে ভাবে পুরুষ  
প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জীবদেহে অল্পপ্রতিষ্ঠ হইয়া প্রত্যেকেই ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়, তাহা  
পূর্বেই বলা হইয়াছে। হে সোম্য ! এই পুরুষ যখন প্রয়াণোন্মুখ অর্থাৎ পরমাত্ম  
গমনোন্মুখ হয়, সেই সময়ে ইহার বাগিল্লিয় মনে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ বিলীন হইয়া  
মনোরূপে পরিণত হয়। মন আবার প্রাণে, প্রাণ তেজে ও তেজ পরদেবতা কর্তৃক  
পরমাশ্রয় বিলীন হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—সামর্থ্যতেজসোহপ্যতদেব শরীরাত্ম্যং তদ্বৎ; অতঃ

শুদ্ধেন দেহেন আপো মূলং গম্যতে। অস্তিঃ শুদ্ধেন তেজো মূলং গম্যতে। তেজস্য শুদ্ধেন মনস্  
গম্যতে পূর্ব্ববৎ। এবং হি তেজোহবল্লময়শ্চ দেহশুদ্ধশ্চ বাচারম্ভণমাত্রশ্চ অনাদিপদার্থ  
পরমার্থসত্যং সং মূলমভয়মসম্বাসং নিরায়াসং সং মূলমঘিছেতি পুত্রঃ গময়িত্বা বর্ষিত্বা  
পিপাসতীতি নামপ্রসিদ্ধিধারেণ। যদচ্ছদিহাস্মিন্ প্রকরেণ তেজোহবরানাম পুরুষোপকৃত  
মানানাম কার্য্য-কারণসম্ভবাতশ্চ দেহশুদ্ধশ্চ স্বজাত্যাসাঙ্কর্যোগোপচয়করত্বং বক্তব্যং প্রাণঃ  
তদিহোক্তমেব ঋষ্টব্যগতি পূর্ব্বোক্তং ব্যপদিশতি। যথা হু খলু যেন প্রকাষণ ইমং দেহ  
হবনাখ্যাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষঃ প্রাপ্য ত্রিবৃন্তিবৃদৈকক্য ভবতি, তদ্বৎ পুরুষ  
ভবতি, অল্পমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ইত্যাদি তত্রৈবোক্তম্। অনাদীনামশিতানাম যেম  
যাতবঃ, তে সাপ্তধাতুকং শরীরমুপচিষন্তীত্যুক্তং, মাংসং ভবতি, লোহিতং ভবতি, মজ্জা নহি  
অস্থি ভবতীতি। যে তু অগিষ্ঠা ধাতবো মনঃ প্রাণঃ বাচ দেহশ্চাস্তঃকরণসম্ভবাতমুপচিষন্তী  
চোক্তং, তন্মনো ভবতি, স প্রাণো ভবতি, সা বাক্ ভবতীতি। সোহয়ং প্রাণঃ কণককর  
দেহে বিশীর্ণে দেহান্তরং জীবাধিষ্ঠিতো যেন ক্রমেণ পূর্ব্বদেহাৎ প্রচ্যুতো গচ্ছতি, তদা হু  
সোম্য ! পুরুষশ্চ প্রযতো ত্রিয়মাণশ্চ বাক্ মনসি সম্পত্ততে মনস্ব্যপসংহ্রিয়তে। অথ তদ  
জাতয়ঃ—‘ন বদতি’ ইতি, মনঃপূর্ব্বকো হি বাধ্যপারঃ, “বর্ষে মনসা ধ্যায়তি, তদ্বা বর্ষ  
ইতি শ্রুতঃ। বাচি উপসংহ্রতায়াম্ মনসি মননব্যাপারেণ কেবলেন বর্ত্ততে। যদেহ  
ষদোপসংহ্রিয়তে, তদা মনঃ প্রাণে সম্পন্নং ভবতি, সুষুপ্তিকালে ইব, তদা পার্থক্য জ্ঞান  
‘ন বিজানতি’ ইত্যাহঃ। প্রাণশ্চ তদা উল্লোচ্ছাসী স্বাঙ্গরূপসংহ্রতবাহকরণঃ সর্ব্বকাল  
দর্শনাম্ হস্তপাদাদীনু বিক্ষিপন্ মন্মথানানি নিকৃন্তন্ ইবোৎসজন্ ক্রমেণোপসংহ্রতক  
তেজসি সম্পত্ততে, তদাহঙ্কৃত্যতয়ঃ—‘ন চলতি’ ইতি। যতো নেতি বা বিচিকিৎস  
দেহমালভমানা উক্ষকোপলভমানা ‘দেহ উক্ষো জীবতি’ ইতি বদা, তদাহপি উল্লোচ্ছাস  
উপসংহ্রিয়তে, তদা তত্তেজঃ পরশ্চাং দেবতায়াম্ প্রশাস্যতি। তদেব ক্রমেণোপসংহ্র  
স্বমূলং প্রাপ্তে চ মনসি তৎস্বো জীবোহপি সুষুপ্তিকালব্রহ্মমিতোপসংহ্রতক



হ্যাতিকির্কপূর্বকং চেতুপদাহ্নিতে, সদেব সম্পত্তে, ন পুনর্দেহান্তরায় সুযুপ্তাদিবোত্তিষ্ঠতি ।  
না নোক সভয়ে দেশে বর্তমানঃ কথঞ্চিদেব অভয়ং দেশং প্রাপ্তঃ, তত্বং । ইতরন্ত  
কন্যজন্তুয়াদেব মূলং সুযুপ্তাদিবোধ্যায় মূহা পুনর্দেহজালমাবিশতি, যস্মান্মূলদ্ব্যখ্য  
য়েমাবিশতি জীবঃ । ৬ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ ত্রিবৎকরণপ্রণালী  
হইতে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, শরীর নামক এই পদার্থটি তেজেরও শুদ্ধ  
রূপে কার্য্য, কেবল যে জল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে,  
তের হইতেও উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব জলের কার্য্য এই দেহ দ্বারা  
করা হইতেছে যে, জলই এই দেহের মূলকারণ । এইরূপ জলরূপ কার্য্য  
দ্বারা তাহার মূলকারণ তেজের প্রতীতি হইতেছে ; আবার তেজোরূপ কার্য্য  
দ্বারা তাহার মূলীভূত সৎ-ব্রহ্মের প্রতীতি হইতেছে, ইত্যাদি পূর্বের ত্রায় জানিবে ।  
মিতা আকৃষি এইরূপে তেজ, জল ও পৃথিবীর বিকারস্বরূপ বাচারন্তুগমাত্র এই  
দেহরূপ কার্য্যের অনাদিপরাস্পরাক্রমে অর্থাৎ অগ্নের মূল জল, জলের মূল তেজ,  
তেজের মূল সৎ ইত্যাদি ক্রমানুসারে যাহা যথার্থ সত্য, ভয় ও ত্রাসবিবর্জিত  
(ভাষ্যে ‘অসম্ভাস’ এই পাঠের স্থানে আনন্দগিরি ‘অসঙ্কল্প’ এই পাঠ ধরিয়া  
নির্ণয় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই পাঠই ভাল বলিয়া মনে হয়) নিরায়াস  
কার্য্য সর্ববিধ ক্লেশ ও দুঃখ হইতে বিনির্মুক্ত অতএব নিষ্ক্রিয়, সেই সৎ-ব্রহ্মকেই  
মূল কারণ বলিয়া অনুসন্ধান কর অর্থাৎ অবগত হও, এবং ‘অশিষিষতি’ ‘শিষাসতি’  
এই নামে প্রসিদ্ধ হয় ইত্যাদিরূপে পুত্রকে উপদেশ দিয়া এই প্রকরণে অত্যাগ  
যে সমস্ত বিষয় বলা উচিত ছিল, অর্থাৎ পুরুষকর্তৃক উপভুক্ত তেজ, জল ও অগ্ন  
রূপে পৃথক পৃথক ভাবে কার্য্য-কারণসমষ্টিরূপ দেহরূপ কার্য্যের উপচয় অথবা বুদ্ধি  
হয়, ইত্যাদি যে বিষয় বলা উচিত ছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইলেও সেই  
উক্ত বিষয়েরই পুনরায় অবতারণা করিতেছেন । তেজ, জল ও অগ্ন নামক এই  
মিষ্ট দেবতা যে ভাবে পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেকেই  
কিছু কিছু হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ভুক্ত অগ্ন তিন ভাগে বিভক্ত  
স ইত্যাদি ; এবং সেই স্থানেই আরও বলা হইয়াছে, ভুক্ত অগ্নাদির যে সমস্ত  
নাম ধাতু অর্থাৎ স্থল ও সূক্ষ্ম অপেক্ষা মধ্যমভাগ, তাহার সাপ্তধাতুক অর্থাৎ  
স সত্ত্ব ইত্যাদি সাতটি ধাতুর সমবায়ে গঠিত এই দেহের উপচয় অর্থাৎ  
বিনশাদন করে । কিরূপ ভাবে বুদ্ধি সম্পাদন করে ? না, মাংস হয়, রক্ত হয়,  
খই হয়, মজ্জা হয় ইত্যাদি । আর যাহারা অনিষ্ঠ ধাতু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মতম  
রূপ, তাহারাই এই দেহগত মন, প্রাণ, বাক্য ও অন্তঃকরণসমষ্টির উপচয় অর্থাৎ



পুষ্টি সম্পাদন করে, ইহাও বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহা মন হয়, তাহা প্রাণ হয়, তাহা বাগিদ্রিয় হয় ইত্যাদি। সেই এই জীবাবিস্তৃতি অর্থাৎ জীবকর্তৃক পরিচালিত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ দেহ বিশীর্ণ হইলে অর্থাৎ জীর্ণ বা বিনাশোন্মুখ হওয়ার পর ক্রমকে অবলম্বন করিয়া পূর্বদেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া দেহান্তরে গমন হয়, তাহা বলিতেছেন। হে সোম্য! এই পুরুষ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকৃত জীব, যে সময় প্রয়োণোন্মুখ অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়, সে সময় বাগিদ্রিয় মনে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ মনেতেই বিলীন হইয়া যায়; সেই সময় জ্ঞাতিগণ বলে, “আর কিছু বলিতে পারিতেছে না, বাক্ বন্ধ হইয়া গেল।” “নবায়ান” ধ্যান করে, বাক্য দ্বারা তাহাই বলে বা প্রকাশ করে” এই শ্রুতি হইতে প্রমাণ যায় যে, মনকে অগ্রবর্তী করিয়া বাক্যের ব্যাপার সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ অগ্রে মন কার্য্য, পরে বাগিদ্রিয়ের কার্য্য। এ অবস্থায় বাক্য মনেতে উপসংহৃত হইয়া বিলীন হইয়া গেলে, তখন পুরুষ কেবল মনন ব্যাপারেই বিস্তৃত থাকে, অর্থাৎ কেবলমাত্র মনন বা চিন্তা করিতে থাকে। আবার মন যখন উপসংহৃত হইয়া নিজের মনন ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন স্মৃতিশক্তির দ্বারা মন প্রাণ পরিণত অর্থাৎ প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া যায়; তখন পার্শ্বস্থ জ্ঞাতিগণ বলে, “এখন আর কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিতেছে না, বুঝিবার শক্তিও আর নাই।” সংবর্গবিভার বাক্যানুসারে জানা যায় যে, সেই সময়ে প্রাণও উর্দ্ধগামী হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহকে নিজেতেই উপসংহৃত অর্থাৎ বিলীন করিয়া হস্তপাদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে, মর্মান্বনসমূহকে যেন ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ মর্মান্বিতিক যাতনার সহিত বহির্গত হইবার জন্য ক্রমশঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উপসংহৃত করিয়া অর্থাৎ একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া তেজে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ তেজ উত্তার সহিত মিলিত হইয়া যায়; তখন জ্ঞাতিগণ বলেন, “এখন আর নিক্রিয় হইয়া, একেবারে নিষ্পন্দ হইয়া গিয়াছে।” সেই সময়ে মৃত্যু হইয়াছে কি দেখা যায় জীবিত আছে, এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া দেহস্পর্শ-পূর্বক তাহাতে হস্ত অন্বেষণ করিয়া তাঁহারা যে সময়ে বলেন, “এখনও যখন দেহ উষ্ণ আছে, তখন জীবিত আছে,” এবং সেই সময়েই “উষ্ণতার লক্ষণ তেজও ক্রমে উপসংহৃত হইয়া প্রশমিত হইয়া আসিতেছে” ইহাও বলেন। সেই সময়েই তেজ পরদেবতার সহিত পরমাশ্রয় প্রশমিত বা বিলীন হইয়া যায়। (মৃত্যুকালে সচরাচর যে অশ্রু পড়িয়া যায়, শ্রুতি তাহাই দেখাইতেছেন। মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে প্রথমেই বাক্য নষ্ট হইয়া যায়, যাহাকে বাক্-রোধ বলে, কারণ, সেই সময়ে বাগিদ্রিয় মনে পরিণত হইয়া বা একীভূত হইয়া যায়, কাজেই বাক্যোচ্চারণ-শক্তি থাকে না, নি



অষ্টমঃ খণ্ডঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৫৭

মনের কার্য তখনও বিলুপ্ত হয় না, ভাল মন্দ বিষয় অনুভব করার শক্তি তখনও থাকে; তাহার পর ক্রমে মনও অত্যাশ্রিত ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণে বিলীন হইয়া যায়, তখন আর মনের কোন শক্তিই থাকে না, কারণ, সে তখন প্রাণের অধীন, মৃত্যুতে সে অবস্থায় কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের ব্যাপার ও দেহের স্পন্দনমাত্র অনুভব হয়। অনন্তর উর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হয়, ইহাই অস্তিমাবস্থা। অনন্তর সেই প্রাণও তেজে বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ দৈহিক উদ্ভা ক্রমে শান্ত হইয়া আসে, তাহার পর সেই তেজ পরদেবতার বিলীন হইয়া যায়, তখন আর দেহের উদ্ভাও অনুভব হয় না, সব ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ইহার পরই উৎক্রমণ অর্থাৎ জীব দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, ইহাই মৃত্যু)। বর্ণিত এই ক্রমানুসারে মন উপসংহত অর্থাৎ সমুচিত ও নিজের মূল কারণে বিলীন হইলে সেই মনে অধিষ্ঠিত জীবও সুখি কালের ত্রায় নিজের সমস্ত নিমিত্ত অর্থাৎ যে কারণে জীবন্ত সজ্জাতিত হইয়াছিল, সেই কারণের সমাপ্তি হওয়ায় অর্থাৎ আর কোন কর্তব্য অবশেষ না থাকায় বিরতব্যাপার হয়; আর যদি সত্যাত্মিকপূর্বক অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে বিরতব্যাপার হয়, তাহা হইলে সংস্বরূপ ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়, সুখি হইতে জাগরণের ত্রায় পুনরায় আর দেহান্তর-গ্রহণের নিমিত্ত উৎখিত হয় না, অর্থাৎ আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। জগতে দেখা যায়, ভয়সঙ্কুল দেশে অবস্থিত কোন ব্যক্তি কোনরূপে নির্ভয়দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে যেন তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে স্বীকৃত হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে, অর্থাৎ সংস্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন জীবও আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে আসে না। কিন্তু যে জীব সত্যাত্মিকান-শূন্য ও আত্মজ্ঞানবর্জিত, সেই জীব সুখি হইতে জাগরণের ত্রায়—যে মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া দেহধারণ করিয়াছিল, সেই মূল হইতেই উৎখিত হইয়া মৃত্যুর পর পুনরায় দেহরূপ জালে প্রবিষ্ট হইয়া জড়িত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহাকে আবার জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় ॥ ৬ ॥

স য এষোহনিমা, ঐতদাত্মমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য! ইতি হোবাচ ॥ ৭ ॥

ইতি বর্ষপ্রপাঠকশ্চ অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—সেই যে এই অনিমা অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সংপদার্থ, এই সত্য পদার্থমাত্রই এতদাত্মক অর্থাৎ ইহারই স্বরূপ, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা,



হে ঋতকেতো! তাহাই হইতেছ তুমি। পিতা এইরূপ বলিলে যেমন  
বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আনন্দে পুনরায় এ বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ প্রদান  
করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—ন যঃ সদাখ্যে এষ উক্তোহনিমা অনুভাবো জগতোহস্য  
ঐতদান্ম্য এতৎ সং আত্মা যশ্চ সর্বশ্চ তদেতদান্ম্য, তশ্চ ভাবঃ ঐতদান্ম্য, এতৎ  
সদাখ্যেনান্ম্যনা আত্মবৎ সর্বমিদং জগৎ; নাশ্চোহস্তাস্ত্যাত্মা সংসারী, “নাশ্চোহস্তাস্ত্যাত্মা  
নাশ্চোহস্তাস্ত্যাত্মা শ্রোতৃ” ইত্যাদি-শ্রুত্যন্তরাৎ। যেন চাত্মনা আত্মবৎ সর্বমিদং জগৎ, তস্য  
সদাখ্যং কারণং সত্যং পরমার্থসং; অতঃ স এবান্ম্য জগতঃ প্রত্যক্ষরূপং সম  
যাখ্যান্ম্য; আত্মশব্দশ্চ নিকৃপপদশ্চ প্রত্যগাত্মনি গবাদিশব্দবন্নিরূপিতঃ। অতঃ  
স্বমসীতি হে ঋতকেতো! ইত্যেব প্রত্যগ্নিতঃ পুত্র আহ, ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়  
যন্তবহুন্তঃ, তৎ সন্নিধিং মম অহংহনি সর্বাঃ প্রজাঃ স্মৃণ্তো সং সম্পত্তন্তে ইত্যেব  
যেন সং সম্পদ্য ন বিদুঃ সংসম্পদ্যা বয়মিতি; অতো দৃষ্টান্তেন মাং প্রত্যগ্নিত্যর্থঃ।  
এবমুক্তঃ তথাহন্ত সোম্য! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৭ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকশ্চ অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই যে এই সংসংজ্ঞক অণিমা অর্থ  
অতি ক্ষুদ্র ভাবকে জগতের মূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক  
—এই সংপদার্থই যাহাদের আত্মা, তাহারা এই এতদাত্মক, সেই এতদাত্মকের ভাব  
ধর্ম ঐতদাত্ম্য। ইহা দ্বারা বলা হইল যে—পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎ এই  
সংসংজ্ঞক পরমাত্মা দ্বারা আত্মবান্ অর্থাৎ সম্ভাবান্ বা সং, ইহা ব্যতীত ইহার  
আর অত্র কোন সংসারী আত্মা নাই। এ বিষয়ে অপর কোন শ্রুতি বর্ণিত  
“ইহা ভিন্ন অপর কোন দ্রষ্টা নাই, ইহা ভিন্ন অপর কোন শ্রোতা নাই” ইত্যাদি।  
পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎ যে আত্মা দ্বারা আত্মবান্, সংসংজ্ঞক সেই কারণে  
সত্য অর্থাৎ বাস্তবিক সং; অতএব তাহাই জগতের আত্মা, তিনিই প্রত্যক্ষরূপ  
অর্থাৎ জীবরূপী যথার্থ তত্ত্ব, যে হেতু, উপপদশূন্য আত্মশব্দটি অর্থাৎ যাহা  
অত্র অর্থ বুঝাইতে পারে, এমন কোন উপসর্গ যে আত্মশব্দের পূর্বে নাই, (যে  
পরমাত্মা বিশ্বাত্মা ইত্যাদি) গো প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ  
অর্থাৎ জীবাত্মা অর্থেই প্রসিদ্ধ; অতএব হে ঋতকেতো! তুমিও সেই সংপদার্থ  
বট। পিতা এইরূপে সংপদার্থ বিষয়ে ঋতকেতুর বিশ্বাস উৎপাদন করাই  
তদনন্তর ঋতকেতু বলিয়াছিলেন—ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরা



অষ্টম খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৫৯

এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দান করুন, কারণ, আপনি যে বলিয়াছেন—  
 প্রাণিসমূহ স্রষ্টাকালে প্রত্যহই সংস্করণ-সম্পন্ন হয়, তাহারা সংসম্পন্ন হইয়াও  
 বুঝিতে পারে না যে, আমরা সংসম্পন্ন হইয়াছি, এ বিষয়ে আমার এখন সন্দেহ  
 রহিয়াছে; অতএব দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে এ বিষয়ে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।  
 যেহেতু এইরূপ বলিলে পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! আচ্ছা, তাহাই  
 হউক ॥ ১ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

---



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে

## নবমঃ খণ্ডঃ

যথা সোম্য ! মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং  
রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**।—হে সোম্য ! মধুকর অর্থাৎ মধুমক্ষিকাসমূহ যেমন নানাত্যয়  
অর্থাৎ বিবিধ গতিবিশিষ্ট বা দিকে দিকে অবস্থিত বৃক্ষসমূহ হইতে রস অর্থাৎ পুষ্টি  
বা মধু আহরণ করিয়া সেই রসকে একীভূত করে, অর্থাৎ নানা জাতীয় পুষ্টি  
রসকে একত্র করিয়া মধুরূপে পরিণত করে ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতাস্য**—যং পৃচ্ছসি অহংহনি সৎ সম্পত্ত ন বিদুঃ সংসম্পন্ন ই  
ইতি ; তং কস্মাৎ ইতি ? অত্র শৃণু দৃষ্টান্তম্—যথা লোকে সোম্য ! মধুকৃতো মধু কুর্ত্তে  
মধুকৃতো মধুকরমক্ষিকা মধু নিস্তিষ্ঠন্তি মধু নিষ্পাদয়ন্তি তৎপরাঃ সন্তঃ। কদা!  
নানাত্যয়ানাং নানাগতীনাং নানাদিক্কাণাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহার সমাহত  
একতামেকতাং মধুত্বেন রসান্ গময়ন্তি মধুত্বমাপাদয়ন্তি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—আরুণি বলিয়াছিলেন, হে খেতকেতা!  
তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, জীবগণ প্রত্যহ সংসম্পন্ন হইয়াও যে বুঝিতে পারে না,  
আমরা সংসম্পন্ন হইয়াছি, তাহার কারণ কি ? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন  
করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। বাহারা মধু সংগ্রহ করে, তাহারা মধুকর, অর্থাৎ  
মধুকর মক্ষিকাসমূহ বা মধুমক্ষিকাসমূহ। হে সোম্য ! এই ভগতে মধুকরসমূহ  
যেমন তৎপর অর্থাৎ একনিষ্ঠ বা একাগ্রচিত্তে মধু নিষ্টিবন অর্থাৎ মধু নিষ্পাদন  
করে ; কি রূপে করে ? না, নানাত্যয় অর্থাৎ নানাবিধ গতি বা নানা দিকে  
অবস্থিত নানা প্রকার বৃক্ষসমূহের রসসমূহকে আহরণ-পূর্বক তাহাদিগকে একত্র  
প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ সকলের সম্মিশ্রণে মধুরূপ প্রাপ্ত করায় বা মধুরূপে পরিণত  
করে ॥ ১ ॥

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তে, অমুখ্যাং বৃক্ষস্ত রসোহস্মি,  
অমুখ্যাং বৃক্ষস্ত রসোহস্মি, ইত্যেবমেব খলু সোম্য ! ইমা  
সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পত্ত ন বিদুঃ সতি সম্পত্তাগহে ইতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**।—সেই রসসমূহ সেই অবস্থায় যেমন “আমি অমুক বৃক্ষের  
রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস” এইরূপ বিবেক বা পার্থক্যবুদ্ধি লাভ করিতে পারে



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৬১

নবমঃ খণ্ডঃ ।

ন, হে সোম্য ! ঠিক এইরূপই এই প্রজাসমূহও সতে সম্পন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলিত হইয়াও নিজেরা বুঝিতে পারে না যে, আমরা সতে সম্পন্ন অর্থাৎ মিলিত হইলাম বা হইয়াছি ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্** ।—তে রসা যথা মধুর্ঘেনৈকতাং গতান্তত্র মধুনি বিবেকং ন দদত্তে। কথম্? অমুখ্যাহম্ আত্মস্ত পনসস্ত বা বৃক্ষস্ত রসোহস্মীতি, যথা হি লোকে বহুনাং ভেদাবতাং সমেতানাং প্রাণিনাং বিবেকলাভো ভবতি, অমুখ্যাহং পুত্রঃ, অমুখ্যাহং বহুদ্রবীতি, তে চ লব্ধবিবেকাঃ সন্তো ন সন্ধীর্ঘ্যন্তে, ন তথেষ্ব অনেকপ্রকারবৃক্ষরসানাং যপি মধুরান্নতিকটুকাদীনাম্ মধুর্ঘেনৈকতাং গতানাং মধুরাদিভাবেন বিবেকো গৃহ্যতে ইতিপ্রায়ঃ। যথাহম্ দৃষ্টান্তঃ, ইত্যেবমেব খলু সোম্য ! ইমাঃ সর্কাঃ প্রজা অহন্তহনি স্তং সম্পন্ন যুগ্মিকালে মরণ-প্রলয়য়োশ্চ ন বিহ্ন' বিজানীয়ঃ, সতি সম্পত্ত্যমহে ইতি সম্পন্ন ইতি বা ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ** ।—মধুরূপে একীভূত সেই রসসমূহ যেমন “আমি আত্ম-বৃক্ষের রস” “আমি পনসবৃক্ষের (কাঁটাল) রস” এই ভাবে সেই যুগ্মিয়ে বিবেক বা পার্থক্য-বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ভাব এই যে—এই রসও একত্র মিলিত বহু সচেতন প্রাণী যেমন “আমি অম্বকের পুত্র” “আমি অম্বকের পৌত্র” ইত্যাদিরূপ পার্থক্য বোধ করিতে পারে, এবং সেইরূপ পার্থক্য বোধ থাকায় তাহারা পরস্পর সন্ধীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া যায় না, পৃথক্ পৃথক্ই থাকে, এ স্থানে মধুরূপে একত্ব-প্রাপ্ত মধুর, অন্ন, তিল, কটু প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বৃক্ষরসসমূহের “আমি মধুর” “আমি অন্ন” ইত্যাদি ভাবে তাদৃশ পার্থক্য জ্ঞান থাকে না। হে সোম্য ! এই দৃষ্টান্তটি ঘেঁরুপ, ঠিক এই ভাবেই এই প্রজা-সমূহ যুগ্মিক-সময়ে মৃত্যুকালে ও প্রলয়কালেও প্রতিদিন সতে মিলিত হইয়াও বুঝতে পারে না যে, আমরা সতে মিলিত হইতেছি, অথবা সংসম্পন্ন হইয়াছি ॥ ২ ॥

তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদযন্তবন্তি, তদা ভবন্তি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—তাহারা নিজ নিজ কর্মফলে ইহলোকে ব্যাঘ্র অথবা সিংহ, বরাহ বৃক (কুকুরাকৃতি ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রবিশেষ), অথবা বরাহ, অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ (ডাঁশ), অথবা মশক, যাহা যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়, অর্থাৎ যুগ্মিক পূর্বেও যে যাহা ছিল, পরেও তাহাই হয়, মুক্ত হয় না ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্** ।—যস্মাচ্চ এবমাত্মনঃ সঙ্গপতামজ্ঞাৎসেব সং সম্পত্ত্বন্তে, তস্মৈ ইহলোকে যৎকর্মনিমিত্তাং যাং বাং জাতিং প্রতিপন্ন আত্মঃ ব্যাঘ্রাদীনাম্—ব্যাঘ্রোহহং



সিংহোহমিত্যেব, তে তৎকর্মজ্ঞানবাসনাক্রিতাঃ সন্তঃ সংপ্রবিষ্টা অপি চতুর্দশ  
পুনরাভবন্তি, পুনঃ সত আগত্য ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো  
পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যৎ যৎ পূর্বমিহ লোকে ভবন্তি সর্বভূবিত্ত্বং, তস্মৈ  
পুনরাগত্য ভবন্তি, যুগসহস্রকোটিভুক্তিরিতা অপি সংসারিণো জন্তোহা পুরা ভাবিত্য বসন্ত  
স। ন নশ্চতীত্যর্থঃ । “যথাপ্রজ্ঞং হি সন্তবাঃ” ইতি শ্রুত্যস্তৱাং । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—যে হেতু তাহারা এইরূপ আচার-স্ব-  
স্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়াই সংসম্পন্ন হয়, এই জন্যই তাহারা ইহলোকে  
অর্থাৎ সুখপ্তির পূর্বে যে যে কর্মের ফলে ব্যাঘ্র প্রভৃতি যে যে জাতি প্রাপ্ত  
হইয়াছিল, অর্থাৎ আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ ইত্যাদি জ্ঞান-সহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি  
যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সেই সেই জাত্যাচিত কর্ম ও জ্ঞান  
সংস্কার দ্বারা অঙ্কিত হইয়া অর্থাৎ চিন্তে সেই সেই জাতির উপযোগী কর্ম ও জ্ঞান  
একটা ধারণাকে দৃঢ় করিয়া লইয়া সংস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলেও পুনরায়  
ভাব লইয়াই প্রত্যাবর্তন করে ; সং হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইহলোকে পূর্ব  
ব্যাঘ্রই হউক, অথবা সিংহই হউক, অথবা বৃকই হউক, অথবা বরাহই হউক,  
অথবা কীটই হউক, অথবা পতঙ্গই হউক, অথবা দংশই (ডাশ) হউক, অথবা  
মশকই হউক, যে বাহা ছিল, পুনরায় তাহাই হয় । “প্রজ্ঞায় অমুখ্যায় কর্ম  
জ্ঞানানুসারেই জন্ম হয়, চিন্তাবৃত্তি যেক্রপ থাকে, সেই চিন্তাবৃত্তির অনুসারেই জন্ম  
করে” এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সহস্রকোটি যুগ ব্যবধানেরও সংসারী জন্মে  
পূর্বসঙ্কিত বাসনা অর্থাৎ সংস্কার বিনষ্ট হয় না ॥ ৩ ॥

স য এষোহগ্নিমা, ঐতদাত্ম্যমিদংসর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা,  
তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ! ইতি । ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়  
স্বীতি । তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকশ্চ নবমঃ খণ্ডঃ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—সেই যে এই অগ্নিমা অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সংস্পর্শ, এই  
সমস্ত জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ সংস্বরূপ, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, এ  
শ্বেতকেতো ! তাহাই হইতেছে তুমি অর্থাৎ তুমিও সেই সংস্বরূপ । যেহেতু  
বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে এ বিষয়ে পুনরায় বিশেষভাবে উপদে-  
শ দান করুন । পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।



নবমঃ ৭৩ঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৬৩

**শাক্ত-ভাষ্যম্।**—তাঃ প্রজা যস্মিন্ প্রবিশ্য পুনরাবির্ভবন্তি, যে তু ইতোহন্তে  
 নবগায়ত্রিসংখ্যায় যমপুত্রাবং সদাশ্রয়ানং প্রবিশ্য নাবর্তন্তে, স য এবোহনিমেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্।  
 নর নোকে স্বকীরে গৃহে স্তপ্ত উত্থায় গ্রামান্তরং গতৌ জানাতি, স্বগৃহাদাগতোহস্মীতি,  
 এত সত আগতোহস্মীতি চ জন্তুনানং কস্মাদ্বিজ্ঞানং ন ভবতি ? ইতি ভূয় এব মা ভগবান্  
 বিজ্ঞাপয়তু ইত্যুক্তস্তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৯ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি প্রকরণার্থ উপসংহার  
 করিতেছেন। সেই প্রজাগণ বাহাতে প্রবেশ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়,  
 এক ইহাদের অপেক্ষা অপর বাহারা সৎ ও সত্যস্বরূপ আত্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা-  
 নন্দ, তাঁহারা অগুণ্ডাব অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম সৎস্বরূপ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া  
 পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন না ; ‘স য এবোহনিমা’ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বেরই  
 হয়। এই জগতে নিজের গৃহে স্তপ্ত ব্যক্তি উত্থান করিয়া অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর  
 গ্রামাভাগ পূর্বক গ্রামান্তরে গমন করিয়া যেমন বুঝিতে পারে, নিজের গৃহ  
 হইতে আগমন করিতেছি, এইরূপ “আমি সৎ হইতে আগমন করিতেছি”  
 ইত্যাকার জ্ঞান প্রাপ্তিদিগের কেন হয় না ? পূজনীয় আগনি আমাকে এই  
 বিষয়ে পুনরায় বিশেষ করিয়া উপদেশ দিন। শ্রুতকেতু এইরূপ বলিলে পিতা  
 ক্রীড়াহিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



ষষ্ঠপ্রপাঠকে

दशमः खण्डः

ইমাঃ সোম্য ! নতঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ শ্রুদন্তে, পশ্চাৎ  
প্রতীচ্যঃ ; তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রে বাপি যন্তি, স সমুদ্র এব ভবতি,  
তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে গোম্বা ! পূর্বদিকে অবস্থিত এই নদীসমূহ ঘণ্টা গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পূর্বদিকেই স্রবিত অর্থাৎ ক্ষরিত বা প্রবাহিত হইয়াছে; এবং পশ্চিমদিকে অবস্থিত নদীসমূহ অর্থাৎ সিন্ধু প্রভৃতি পশ্চিমদিকেই স্রবিত অর্থাৎ প্রবাহিত হইতেছে । তাহারা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রেই গমন করে, এবং সমুদ্রেই হইয়া যায় । সেই সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেলে তাহারা যেমন বুদ্ধি পায় না, ‘আমি হইতেছি অমুক নদী’ ‘আমি হইতেছি অমুক নদী’ ॥১১

শাক্তভাষ্যম্ ।—শূ তত্র দৃষ্টান্ত—যথা সোম্য । ইমা নতো যদা  
 পুরস্তাং পূর্বাং দিশং প্রাচ্যঃ প্রাগধনাঃ স্তন্দস্তে অবন্তি । পশ্চাৎ প্রতীচীং দিশং  
 সিদ্ধ্বাতাঃ, প্রতীচীমধস্তি গচ্ছন্তীতি প্রতীচ্যঃ, তাঃ সমুদ্রাদন্তোনিধেৰ্জ্জনয়ৈব  
 পুনৰ্দ্ৰষ্টরূপেণ পতিতা গঙ্গাদিনদীরূপিণ্যঃ পুনঃ সমুদ্রমন্তোনিধিষেব অপি রথ, যথা  
 এব ভবতি । তা নতো যথা তত্র সমুদ্রে সমুদ্রান্ননৈকতাং গতা ন বিহ্ন জনন্তি, ইমা  
 অহমস্মি, ইয়ং যমুনা অহমস্মি ইতি চ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য ! তোমার বিজ্ঞানিত বিরাট  
দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর, পূর্বদিকে অবস্থিত এই গঙ্গাদি নদীসমূহ যেরূপ  
পূর্বাভিমুখে স্রুত অথবা প্রবাহিত হয়, আর পশ্চিমদিকে অবস্থিত সিন্ধু প্রভৃতি নদী  
সমূহ যেমন পশ্চিমাভিমুখেই প্রবাহিত হয়। সেই নদীসমূহ—সেধ-কর্তৃক যেরূপ  
হইতে আকৃষ্ট জলসমূহ বৃষ্টিরূপে ভূমিতে পতিত হইয়া গঙ্গাদিরূপ ধারণ করত পূর্বপাশ  
সমুদ্রেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সমুদ্রেই বিলীন হইয়া গিয়া সমুদ্রেই হইয়া যায়। যে  
সমুদ্রে পতিত ও সমুদ্রের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই নদীসমূহ যেমন হানির  
পারে না যে, ‘আমি হইতেছি গঙ্গা’ ‘আমি হইতেছি যমুনা’ ॥ ১ ॥

এবমেব খলু সোম্য ! ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগচ্ছামহে ইতি । তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা



দশমঃ খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৬৫

বুকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো  
বা যদ্যদুভবন্তি তদা ভবন্তি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! এই সমস্ত প্রজাও ঠিক এইরূপই সং হইতে  
আগমন করিয়াও জানিতে পারে না যে, আমরা সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আগমন  
করিতেছি বা করিয়াছি। তাহারা ইহলোকে নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে ব্যাঘ্র বা  
মিহ, অথবা বৃক, অথবা বরাহ, অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ  
(ডাঁশ), অথবা মশক যে যাহা ছিল, সং হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও পুনরায়  
তাহাই হয় ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—এবমেব খলু সোম্য ! ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা যস্মাৎ সতি  
মশ্রন বিহু, তস্মাৎ সত আগম্য ন বিহুঃ, সত আগচ্ছামহে আগতা ইতি বা। “তে  
ইহ ব্যাঘ্রঃ” ইত্যাদি সমানমন্ত্ৰঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হে সোম্য ! এই প্রজাসমূহ ঠিক এই-  
রূপই যে হেতু সংসম্পন্ন অর্থাৎ সতে মিলিত হইয়াও বুঝিতে পারে না, সেই  
হেতুই সং হইতে আগমন করিয়াও তাহারা জানিতে পারে না যে, আমরা সং  
হইতে আগমন করিতেছি অথবা করিয়াছি। ‘তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র’ ইত্যাদির  
ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায় ॥ ২ ॥

স য এবোহগিমা, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স  
আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্  
বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত দশমঃ খণ্ডঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—সেই যে এই অগিমা, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মভাব, এই সমস্ত  
সংই এতদাত্মক অর্থাৎ সংস্বরূপ; তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, হে  
শ্বেতকেতো ! তুমিও হইতেছ তাহাই অর্থাৎ তৎস্বরূপ। উদ্দানক এইরূপ বলিলে  
শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে পুনরায় এই বিষয়ে বিশেষ  
করিয়া উপদেশ দান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই  
ঠিক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—দৃষ্টং লোকে, জলে বীচি-তরঙ্গ-ফেন-বুদ্বুদাদয় উগ্ৰিতাঃ  
সুসংযত গতা বিনষ্টা ইতি, জীবাস্ত তৎকারণভাবঃ প্রত্যহং গচ্ছন্তোহপি সুযুপ্তে



মরণ-প্রলয়যৌশ্চ ন বিনশ্চন্তীত্যেতৎ ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু দৃষ্টান্তেন। ৩০।  
সোম্য ! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৩ ॥

ইতি বঠপ্রপাঠকস্ত নবমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই জগতে দেখা যায়, জলে বীজ, (সামান্য পরিমিত ঢেউ) তরঙ্গ, (প্রবল ঢেউ) ফেন ও বুদ্ধদ প্রভৃতি উদ্ভিত হইয়া পুনরায় সেই জনভাবকেই প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জলেই মিশাইয়া গিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু জীবগণ প্রত্যহ স্রষ্টৃশক্তিকালে এবং মৃত্যু ও প্রলয়কালেও সেই বান্ধ ভাবকে প্রাপ্ত হইয়াও অর্থাৎ ব্রহ্মে মিশ্রিত হইয়াও বিনষ্ট হয় না; পুঙ্খানুপুঙ্খ আপনি আমাকে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনরায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দি। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

বঠপ্রপাঠকে দশম-খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে

## একাদশঃ খণ্ডঃ

অসু সোম্য ! মহতো বৃক্ষস্ত যো মূলেহভ্যাহত্যাৎ, জীবন্  
 স্রবেৎ, যো মধ্যোহভ্যাহত্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ, যোহগ্রে-  
 হভ্যাহত্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ, স এষ জীবেনাত্মনা অনুপ্রভূতঃ  
 পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—পূর্বোক্ত বিষয়ে অত্রবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,  
 হে সোম্য ! যদি কেহ সম্মুখে পরিদৃশ্যমান এই বৃহৎ বৃক্ষটির মূলদেশে কোন অস্ত্র  
 দ্বারা আঘাত করে, তাহা হইলেও সে জীবিত থাকে, কিন্তু সেই আহত স্থান  
 হইতে কিছু রস স্রুত হয় । এইরূপ যদি কেহ মধ্যদেশে আঘাত করে, তাহা  
 হইলেও বৃক্ষটি জীবিত থাকে, কিন্তু সেই স্থান হইতে কিছু রস নিঃসৃত হয় মাত্র ।  
 আর যদি কেহ অগ্রভাগে আঘাত করে, তাহা হইলেও জীবিত থাকে, কেবল  
 সেই আহত-স্থান হইতে কিছু রস-স্রাব হয় মাত্র । সেই এই বৃক্ষটি জীবাশ্মা  
 দ্বারা সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত থাকায় অর্থাৎ জীবাশ্মা ইহার অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট  
 থাকায় মূলের দ্বারা মৃত্তিকা হইতে পুনঃ পুনঃ অতিমাত্রায় রস আকর্ষণ ও পান  
 করিয়া দৃষ্টভাবেই জীবিত থাকে ॥ ১ ॥

শাক্তব্রতান্যম্ ।—শূণ্ণ দৃষ্টান্তমন্ত—হে সোম্য ! মহতোহনেকশাখাদিযুক্তস্ত  
 বৃক্ষস্ত অগ্রতঃ স্থিতঃ বৃক্ষঃ দর্শয়ন্মাহ—যদি কশ্চিদস্ত মূলেহভ্যাহত্যাৎ পরশ্বাদিনা  
 দ্রব্যঘাতমাত্রেণ ন শুধ্যতীতি, জীবনেনৈব ভবতি, তদা তস্ত রসঃ স্রবেৎ । তথা যো  
 মধ্যোহভ্যাহত্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ, তথা যোহগ্রেহভ্যাহত্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ । স এষ বৃক্ষ ইদানীং  
 জীবেনাত্মনা অনুপ্রভূতোহমুব্যাপ্তঃ পেপীয়মানোহত্যর্থং পিবন্ উদকং ভোমাংশ্চ রসান্ মূলৈ-  
 র্হি মোদমানো হর্ষঃ প্রাপ্নু বংস্তিষ্ঠতি । ১ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—এই বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি,  
 তাহা শ্রবণ কর । উদ্যালক সম্মুখে অবস্থিত বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃহৎ একটি  
 বৃক্ষকে দেখাইয়া বলিতেছেন, হে সোম্য ! কেহ যদি কুঠারাদি দ্বারা এই বৃহৎ  
 বৃক্ষটির মূলদেশে আঘাত করে, তাহা হইলে সেই একবারমাত্র আঘাতে বৃক্ষটি  
 মৃত হইয়া যায় না, জীবিতই থাকে, সে সময়ে সেই আহত স্থান হইতে কিছু রস-  
 স্রাব হয় মাত্র । এইরূপ যদি কেহ মধ্য আঘাত করে, তাহা হইলেও জীবিত



থাকে, কেবল কিছু রসপ্রাপ্ত হয় মাত্র। এইরূপ যদি কেহ অগ্রভাগে আঁক করে, তাহা হইলেও জীবিত থাকে, কেবল কিছু রস নিঃসৃত হয় মাত্র; কেননা, সেই এই বৃক্ষটি সম্প্রতি জীবাত্মা কর্তৃক অনুপ্রভূত অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে পৌঁছিয়া থাকিয়া পেণীয়মান অর্থাৎ মূলের দ্বারা পৃথিবীর রস ও জনকে যথোপযুক্ত পরিমাণে পান অর্থাৎ গ্রহণ বা আকর্ষণ করিয়া বিশেষ দৃষ্টভাবেই অবস্থান করে, অর্থাৎ মূলেই হউক, আর মধ্যেই হউক, অথবা অগ্রেই হউক, একবারের কুঠারাঘাত পাইলেও অভ্যন্তরে জীব বিদ্যমান থাকায় এখনও পূর্বের ভার বৃদ্ধি হইতে জন আকর্ষণ পূর্বক বেশ দৃষ্ট-পুষ্টিভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১ ॥

অশ্রু যদেকাং শাখাং জীবো জহাতি, অথ সা শুশ্র্যতি, দ্বিতীয়াং জহাতি, অথ সা শুশ্র্যতি, তৃতীয়াং জহাতি, অথ সা শুশ্র্যতি, সর্বং জহাতি, সর্বং শুশ্র্যতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আর জীব যখন এই মহা বৃক্ষের একটিমাত্র শাখা ত্যাগ করে, তখন সেই একটিমাত্র শাখাই শুষ্ক হইয়া যায়; আর যখন দ্বিতীয় শাখা ত্যাগ করে, তখন সেই দ্বিতীয়টিও শুষ্ক হইয়া যায়; এইরূপ যখন তৃতীয় শাখা ত্যাগ করে, তখন তৃতীয়টিও শুষ্ক হইয়া যায়; আর যখন সকলগুলিকেই পরিত্যাগ করে, তখন সমস্তই অর্থাৎ সমগ্র বৃক্ষটিই শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ২ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—তত্রাশ্রু যদেকাং শাখাং রোগপ্রভামাহতং বা হিতং জহাতি উপসংহরতি শাখায়াং বিপ্রসৃতমাত্মাশম্, অথ সা শুশ্র্যতি। বাহ্যনঃ প্রাণ-সংগ্রাহমানুপ্রবিষ্টো হি জীবঃ, ইতি তদুপসংহারে উপসংহ্রিয়তে। জীবেন চ প্রাণযুক্তেন করিত পীতঞ্চ রসতাং গতং জীববচ্ছরীরং বৃক্ষঞ্চ বর্দ্ধয়ৎ রসরূপেণ জীবন্ত সত্ত্বাবে লিপ্তঃ চরিত। অশিত-পীতাত্যাং হি দেহে জীবন্তিষ্ঠতি, তে চাশিত-পীতে জীবকর্মানুসারিণীতি, তৈরেকং বৈকল্যানিমিত্তং কৰ্ম্ম যদোপস্থিতং ভবতি, তদা জীব একাং শাখাং জহাতি সার্যা আত্মানুপসংহরতি, অথ তদা সা শাখা শুশ্র্যতি। জীবস্থিতিনিমিত্তো রসো জীব কৰ্ম্মাক্ষিপ্তো জীবোপসংহারে ন তিষ্ঠতি, রসাপগমে চ শাখা শোধয়ুগেতি। সর্বং বৃক্ষমেব যদাহয়ং জহাতি, তদা সর্বোহপি বৃক্ষঃ শুশ্র্যতি। বৃক্ষস্ত রসপ্রবণ-সংসারিত লিপ্তাজীববৎ দৃষ্টান্তভূতেন চ তেনাবস্তুঃ স্থাবরা ইতি বৌদ্ধকাণাদমতম্ “জতেন স্থাবরাঃ” ইত্যেতদসারমিতি দর্শিতং ভবতি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—জীব সেই এই বৃহদায়তন বৃক্ষের কোন প্রান্তই হউক বা কোনরূপ আঘাত-প্রাপ্তই হউক, সেইরূপ একটি শাখাকে বলা পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সেই শাখামধ্যে প্রসারিত অথবা ব্যাপ্ত নিজের জগৎ



একাদশঃ খণ্ডঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৬৯

উপসংহৃত অর্থাৎ সংকোচিত করে, তখন সেই শাখাটি শুষ্ক হইয়া যায়, কারণ, জীব বাহু, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, এ জন্ম তাহাদের উপসংহার অর্থাৎ কোন একটির সংকোচ সাধিত হইলেই জীবও উপসংহৃত অর্থাৎ সংকোচ প্রাপ্ত হয়; প্রাণযুক্ত জীব কর্তৃক ভুক্ত ও পীত দ্রব্য রসরূপে পরিণত হইয়া জীবযুক্ত শরীর ও বৃক্ষকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করায়, অতএব তাহাই দেহে ও বৃক্ষে জীবের সম্ভাবের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, যে হেতু, ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের প্রত্যেকই জীব দেহে অবস্থিতি করে, সেই ভোজন ও পান জীবের কৰ্ম্মানুযায়ীই সংকটিত হয়; অতএব সেই জীবের কোন একটি অঙ্গ যদি বিকল হয় এবং সেই অঙ্গ দ্বারা সাধ্য কৰ্ম্ম যখন উপস্থিত হয়, ( “জীবের একটি অঙ্গের বৈকল্য হওয়ায় যখন সেই কৰ্ম্ম অসম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয়” কেহ কেহ এরূপ অর্থও করেন ) তখন জীব একটি শাখাকে অর্থাৎ যে শাখা বা অঙ্গটি বিকল হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সেই শাখা হইতে নিজেকে অপসারিত করে, অনন্তর সেই শাখাটি শুষ্ক হইয়া যায়। জীবের অবস্থিতির নিমিত্তই রসের অবস্থিতি, অর্থাৎ জীব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই রসের অবস্থিতি হয়, ঐ রস জীবেরই কৰ্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট অর্থাৎ আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ জীবই রসকে আকর্ষণ করে, কিন্তু জীব যদি উপসংহৃত অর্থাৎ তাহা হইতে নিজেকে অপসারিত করে, তাহা হইলে রসের অভাবে সেই শাখা শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ এই জীব যখন সমস্ত বৃক্ষটিকেই পরিত্যাগ করে অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়া লয়, তখন সমস্ত বৃক্ষটিই শুষ্ক হইয়া যায়। রসশ্রাব ও শুষ্কতা-প্রাপ্তি লক্ষণ হইতে বৃক্ষের প্রবীণ্য প্রমাণিত হওয়ায় এবং দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত শ্রুতি হইতেও স্বাবরসমূহের সচেতন্য প্রমাণিত হওয়ায় ‘স্বাবরসমূহ অচেতন’ বোদ্ধ ও কাণাদ অর্থাৎ বৈশেষিক-ধর্ম্মের এই যে মত, ইহা যে অসার বা অযৌক্তিক, তাহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥

এবম্বেব খলু সোম্য ! বিদ্বীতি হোবাচ, জীবাপেতং বাব কিলেদং ত্রিয়তে, ন জীবো ত্রিয়তে ইতি । স য এবোহগিমা, ঐতদান্ধ্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি তেজকেতো ! ইতি । ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি । তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত একাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—হে সোম্য ! এইরূপ অর্থাৎ দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত বৃক্ষের দ্বারা



জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত এই দেহই মরে, কিন্তু জীব কখনই মরে না, ইহা নিশ্চয় জানিও। সেই যে এই অগ্নিমা অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সং-পদার্থ, এই সমস্ত জীব এতদাশ্রয়, তাহাই সত্য ও তাহাই আত্মা; হে ঋতকেতো! তুমিও ইহা তাহাই, অর্থাৎ তুমিও সংস্বরূপ। ঋতকেতু বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর অংশ আমাকে পুনরায় এ বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ দান করুন। ঋতকেতু বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক অর্থাৎ তাহাই হইবে ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—যথা অগ্নি বৃক্ষদৃষ্টান্তে দর্শিত, জীবেন যুক্ত ইত্যুক্তো রসপানাদিয়ুক্তো জীবতীত্যাচ্যতে, তদপেতশ্চ ত্রিয়তে ইত্যুচ্যতে; এতৎ খলু সোম্য! বিদ্বীতি হোবাচ, জীবাপেতং জীববিশুক্তং বাব কিলেদং শরীর ত্রিয়তঃ জীবো ত্রিয়তে ইতি। কার্য্যশেষে চ স্তুপ্তোখিতস্ত মমেদং কার্য্যশেষমপরিসমাপ্তিঃ সমাপনদর্শনাৎ। জাতমাত্রাণাঞ্চ জন্তুনাং স্তম্ভাভিলাষ-ভয়াদিদর্শনাচ্চ অতীতকালতঃ স্তনপান-হুঃখানুভবশ্চ তির্গম্যতে। অগ্নিহোত্রাদীনাম্ চ কর্ম্মণামর্থবজ্ঞান জীবো ত্রিয়তে ইতি স ব এবোহগ্নিমিত্যাদি সমানম্। কথং পুনরিদমত্যন্তস্থূলং পৃথিব্যাди নাম-সকল জগদত্যন্তসূক্ষ্মাং সজ্ঞপাং নাম-রূপরহিতাং সতো জায়তে? ইত্যেতৎ দৃষ্টান্তেন লোকমা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথাহস্ত সোম্য! ইতি হোবাচ পিতা ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকশ্চ একাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই বৃক্ষদৃষ্টান্তে যে রূপ দেখান হইয়াছে জীব-কর্তৃক অধিষ্ঠিত বৃক্ষ রসপানাদি ক্রিয়ায় সামর্থ্য বশতঃ শুষ্ক না হইয়া পুষ্টি আছে' বলিয়া উক্ত হয়, আর সেই জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেই 'শরীর বাকী' বলিয়া অভিহিত হয়, হে সোম্য! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, ঠিক এইরূপ জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে এই শরীরই মৃত অর্থাৎ বিনষ্ট হয়, জীব কর্তৃক মৃত বা বিনষ্ট হয় না, জীবের বিনাশ নাই; যে হেতু, কোন কার্য্য করিতে করিতে সেই কার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়া অবস্থাতেই যদি কেহ নিদ্রিত হয়, ত' নিদ্রাভঙ্গের পর "আমার এই অবশিষ্ট কার্য্যটি এখন সমাপ্ত হয় নাই" এইরূপ কথন করিয়া সেই কার্য্যটি সমাপ্ত করিতে দেখা যায়। আরও দেখ, জন্ম হওয়া মাত্র শিশুর স্তন্যপানে অভিলাষ, ভয় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, উহা পূর্ব পূর্ব জন্মে অনুভূত স্তন্যপান ও ভয়াদিজন্য হুঃখানুভবের স্মরণমাত্র। (ভাবার্থ—প্রশ্ন হইতে পারে, দেহই বিনষ্ট হয়? অথবা দেহের ক্ষয় সঙ্গে জীবও বিনষ্ট হয়? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিতেছেন, জীব



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi



অত্যন্ত স্থূল, নাম-রূপবিশিষ্ট এই পৃথিবী প্রভৃতি জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে  
পারে? পূজনীয় আপনি আমাকে পুনরায় দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের দ্বারা এই বিষয়  
বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

---



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতি । ইদং ভগব ! ইতি । ভিক্ষীতি ।  
ভিন্নং ভগব ! ইতি । কিমত্র পশ্যসি ? ইতি । অণ্য ইবেমা  
ধান ভগব ! ইতি । আসামঙ্গ ! একাং ভিক্ষীতি । ভিন্না ভগব !  
ইতি । কিমত্র পশ্যসি ? ইতি । ন কিঞ্চন ভগব ! ইতি ॥১॥

**অনুবাদ ।**—আরুণি খেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, এই বটবৃক্ষ হইতে  
একটি ফল আহরণ কর । খেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবন্ ! এই, অর্থাৎ  
এই আনিয়াছি । আরুণি বলিয়াছিলেন, ইহাকে ভঙ্গ কর । খেতকেতু  
বলিয়াছিলেন, ভগবন্ ! ভগ্ন করিয়াছি । আরুণি বলিয়াছিলেন, ইহাতে কি  
দেখিতেছ ? খেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! অতি সুস্বাদু বীজের ছায়  
এই কি পদার্থ দেখিতেছি । আরুণি বলিয়াছিলেন, হে অঙ্গ ! ইহাদের মধ্যে  
একটিকে পুনরায় ভগ্ন কর । খেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবন্ ! ভগ্ন করিয়াছি ।  
আরুণি বলিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কি দেখিতে পাইতেছ ? খেতকেতু বলিয়া-  
ছিলেন, হে ভগবন্ ! ইহাদের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যানু ।**—যদ্যেতৎ প্রত্যক্ষীকর্তৃমিচ্ছসি, অতোহস্মাৎ মহতো  
মধ্যমাং ফলমেকমাহর ইত্যুক্তস্তথা চকার সঃ । ইদং ভগব ! উপহৃতং ফলমিতি দর্শিত-  
বজ প্রত্যাহ, ফলং ভিক্ষীতি । ভিন্নমিত্যাহ ইতরঃ । তমাহ পিতা, কিমত্র পশ্যসি ? ইত্যুক্ত  
আহ—অণ্যোহণুতরা ইব ইমা ধানা বীজানি পশ্যামি ভগব ! ইতি । আসাং ধানানামেকাং  
ধানাং অঙ্গ ! হে বৎস ! ভিক্ষি, ইত্যুক্ত আহ, ভিন্না ভগব ! ইতি । যদি ভিন্না ধানা, তত্ভাং  
ভিন্নাং কিং পশ্যসি ? ইত্যুক্ত আহ, ন কিঞ্চন পশ্যামি ভগব ! ইতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—উদ্ধালক বা আরুণি বলিয়াছিলেন, যদি  
ইহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সম্মুখে দৃশ্যমান এই প্রকাণ্ড বট গাছ  
হইতে একটি ফল আহরণ কর । পিতা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া খেতকেতু  
তাঁহাই করিয়াছিলেন, ও বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! এই ফল আহরণ করিয়াছি ।  
এই বলিয়া ফল দেখাইলে পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই ফলটিকে ভেদ কর  
অর্থাৎ ভাঙ্গ । পুত্র বলিয়াছিলেন, এই ভাঙ্গিয়াছি । পিতা পুনরায় তাঁহাকে  
বলিয়াছিলেন, ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ ? পিতা কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত  
হইয়া খেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! অতি সুস্বাদু সুস্ব কতকগুলি এই



ধানা অর্থাৎ বীজের জায় দেখিতে পাইতেছি। পিতা বলিয়াছিলেন, অস! বর্ষা  
হে বৎস! এই বীজসমূহের মধ্যে একটি বীজকে ভগ্ন কর। পিতা কর্তৃক এই  
উক্ত হইয়া শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! এই ভাঙ্গিয়াছি। পিতা  
বলিয়াছিলেন, যদি ভগ্ন করিয়া থাক, ভগ্ন সেই বীজ-খণ্ডের মধ্যে কি দেখিয়া  
পাইতেছ? পিতা এইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবন্! কিছু  
দেখিতে পাইতেছি না। সরলার্থ—আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলে,  
বৎস! হৃস্ম হইতে কিরূপে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হইতে পারে, যদি ইহা গ্রহণ  
করিতে চাও, এই মহান্ বটবৃক্ষ হইতে একটি ফল আনয়ন কর। তখন  
শ্বেতকেতু সেই বটবৃক্ষ হইতে ফল আনিয়া পিতাকে দেখাইয়া কহিলেন,—পিতা!  
এই দেখুন, আমি ফল আনয়ন করিয়াছি। আরুণি কহিলেন, সোম্য! ঐ  
ফলটি ভাঙ্গিয়া ফেল। তখন শ্বেতকেতু জনকের আদেশে সেই ফলটি ভাঙ্গি  
কহিলেন,—তাত! আমি সেই ফলটি ভাঙ্গিয়াছি। পুনরায় আরুণি কহিলেন—  
ভদ্র! ঐ ভগ্ন-ফলের মধ্যে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু বলিলেন,—মহাশয়!  
এই ফলের মধ্যে অতি হৃস্ম হৃস্ম কতকগুলি বীজ দৃষ্ট হইতেছে। আরুণি পুত্রকে  
কহিলেন,—প্রিয়দর্শন! ঐ ভগ্ন ফলের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেখিতে  
উহার একটি বীজ ভাঙ্গিয়া ফেল। শ্বেতকেতু পিতার আদেশে সেই বীজ সবলে  
মধ্যে একটি বীজ ভাঙ্গিয়া পিতাকে কহিলেন,—ভগবন্! আমি একটি বীজ ভগ্ন  
করিয়াছি। আরুণি বলিলেন,—যদি সেই বীজ ভাঙ্গিয়া থাক, তবে ঐ বীজ  
বীজের অভ্যন্তরে দেখ। শ্বেতকেতু কহিলেন, দেখিতেছি। আরুণি কহিলেন,  
—উহার মধ্যে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু কহিলেন,—ভগবন্! এই বীজ  
বীজের মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না ॥ ১ ॥

তৎ হোবাচ, যৎ বৈ সোম্য! এতমগ্নিমানং ন নিভালয়সে,  
এতশ্চ বৈ সোম্য! এষোহগ্নিন্ন এবং মহাত্মপ্রোধস্তিষ্ঠতি, অদ্ব্যং  
সোম্য! ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—পিতা শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তুমি এই  
যে অতি হৃস্ম পদার্থকে দেখিতে পাইতেছ না, হে সোম্য! এই অতি হৃস্ম  
বীজাণুর মধ্যেই সম্মুখে দৃশ্যমান বিশাল বটবৃক্ষ বিস্তারিত রহিয়াছে; হে সোম্য!  
তুমি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন কর ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্।—তং পুত্রং হোবাচ, বটধানায়াং ভিন্নায়াং বা বটবীজনিধান  
হে সোম্য! এতং ন নিভালয়সে ন পশ্যসি, তথাহ্যপ্যেতশ্চ বৈ কিল সোম্য! এবং মহাত্মপ্রোধস্তি



বীজপরিঃ হৃদয়াদৃশ্যমানস্ত কার্যভূতঃ স্থূলশাখা-স্কন্ধ-ফল-পলাশবান্ তিষ্ঠতি উৎপন্নঃ সন্, তিষ্ঠতি বা, উচ্ছ্বদ্যাহাধ্যাহাধ্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধৎস্ব সোম্য ! সত এবাণিঃ স্থূলং নাম-রূপাদিমাং কার্যং জগৎপন্নমিতি । যত্বেপি জ্ঞানাগমাভ্যাং নির্দ্ধারিতোহর্থস্তথৈবেত্যবগম্যতে, তথাহপি দৃশ্যস্বপ্নেবর্থে বাহবিষয়াসক্তমনসঃ স্বভাবপ্রবৃত্ত্যাসত্যঃ গুরুতরায়ঃ শ্রদ্ধায়াঃ হ্রবগমস্তং গতিতাহ, শ্রদ্ধৎস্বতি । শ্রদ্ধায়াস্ত সত্যং মনসঃ সমাধানং বুভুৎসিতেহর্থে ভবেৎ, ততশ্চ জগৎপন্নমিতি, “অন্তঃমনা অভবম্” ইত্যাদিশ্রুতে: ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ** ।—আরুণি পুত্র ষ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! ভয় এই বটবীজের মধ্যে যে অতি হৃদয় বটের বীজ আছে, যদিও তুমি ইহাকে দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি হে সোম্য ! অতি হৃদয় ও অদৃশ্য জগৎপন্নমিত বীজের কার্যস্বরূপ স্থূল শাখা স্কন্ধ ফল ও পল্লব-বিশিষ্ট এই বিশাল বটক উৎপন্ন হইয়া বিद्यমান রহিয়াছে, অথবা ‘তিষ্ঠতি’ এই ক্রিয়াটির পূর্বে একটি ‘উৎ’ উপসর্গ উহা করিয়া ‘উত্তিষ্ঠতি’ অর্থাৎ উত্থিত হইতেছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে । অতএব হে সোম্য ! অণুস্বরূপ সৎ-ব্রহ্ম হইতেই নাম-রূপাদিবিশিষ্ট কার্যস্বরূপ স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আমার এই বাক্যে তুমি সন্মান হও অর্থাৎ বিশ্বাস কর । যদিও যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা যে বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সেইরূপই বলিয়া অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে ও যুক্তিসূক্ত ভাবে আলোচনা করিয়া যে সমস্ত তথ্য নিরূপিত হইয়াছে, তাহার বহনই অস্ত্রা হইতে দেখা যায় না, তথাপি স্বভাবতই বাহবিষয়ে আসক্ত ও বাহবিষয়েই প্রবৃত্তিশীল মনের পক্ষে গুরুতর অর্থাৎ ঐকান্তিক শ্রদ্ধার অভাবে অত্যন্ত হৃদয় বিষয়কে ধারণা বা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইয়া উঠে, বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইলে বহিঃস্বী মন হৃদয় বিষয়সমূহকে ধারণাই করিতে পারে না, এই জন্তই পিতা পুত্র ষ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন, ‘শ্রদ্ধৎস্ব’ শ্রদ্ধালু হও, শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হও । শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলেই জ্ঞাতব্য-বিষয়ে চিন্তের সমাধান অর্থাৎ একাগ্রতা হয়, চিত্ত সমাহিত হইলেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়, এ বিষয়ে কতিপয় বলিয়াছেন, ‘মন বিষয়াস্তরে ছিল’ এই জন্তই শুনিতে পাই নাই ইত্যাদি ॥ ২ ॥

স য এবোহনিমা, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স জ্ঞাতা, তৎ ত্বমসি ষ্বেতকেতো ! ইতি । ভূয় এব মা ভগবান্ বিজাপয়ত্বিতি । তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** ।—সেই যে এই অনিমা অর্থাৎ অতি হৃদয় সৎ পদার্থ, এই সমস্ত



জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ সংস্বরূপ বা সং হইতেই উৎপন্ন, তাহাই সত্য, তিনি আত্মা। হে ঋতকেতো! তুমিও হইতেছ তাহাই। ঋতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় এ বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ দান করুন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—স য ইত্যাহ্ব্যক্তার্থম্। যদি তৎ সং জগতো হু কস্মান্নোপলভ্যতে? ইত্যেতৎ দৃষ্টান্তেন মা মাং ভগবান্ ভূয় এব বিজ্ঞাপয়স্বিতি। হে সোম্য! ইতি হোবাচ পিতা। ৩।

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্। ১২।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“স য এব” ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে। সেই সং-পদার্থই যদি জগতের মূল হন, তবে কি জগৎ তাঁর উপলব্ধি করা যায় না? ভগবান্ আপনি আমাকে এই বিষয়টি পুনরায় পূর্ণ প্রদর্শনের দ্বারা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে

## ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

লবণমেতদ্বদকেহবধায়াথ মা প্রাতরূপসীদথা ইতি । স হ  
তথা চকার । তৎ হোবাচ, যদোষা লবণমুদকেহবাধা অঙ্গ !  
তদাহরেতি । তদ্বাবয়ুশ্চ ন বিবেদ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—তুমি এই লবণপিণ্ডটি কোন জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া  
প্রাক্কালে আমার নিকট আগমন করিও । খেতকেতু তাহাই করিয়াছিলেন ।  
পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস ! তুমি রাত্রিকালে যে লবণপিণ্ড জলে  
নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা আনয়ন কর । খেতকেতু বিশেষ অনুসন্ধান  
করিয়াও তাহা বুঝিতে অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলেন না ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতাস্য ।**—বিজ্ঞমানমপি বস্তু নোপলভ্যতে, প্রকারান্তরেণ তূপলভ্যতে  
ইতি; শৃংখর দৃষ্টান্তম্—যদি চেমমর্থং প্রত্যক্ষীকর্তু মিচ্ছসি, পিণ্ডরূপং লবণমেতৎ ঘটাদাবুদ্ধকে-  
-ন্যায় প্রক্ৰিয়া অথ মা মাং যঃ প্রাতরূপসীদথা উপগচ্ছথা ইতি । স হ পিত্রোক্তমর্থং  
প্রত্যক্ষীকর্তু মিচ্ছন্ত তথা চকার । তৎ হোবাচ পরেহ্যঃ প্রাতঃ, বলবণং দোষা রাত্রৌ  
লবণবধাঃ নিক্ষিপ্তবানসি, অঙ্গ ! হে বৎস ! তদাহর, ইত্যুক্তস্তলবণমাজিহীষুর্ইকিল অবয়ুশ্চ  
ইদং ন বিবেদ ন বিজ্ঞাতবান্, যথা তলবণং বিজ্ঞমানমপি সং অঙ্গু লীনং সংলিষ্টমভূৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—বিজ্ঞমান বস্তুও যে প্রত্যক্ষীভূত হয়  
না, অথচ প্রকারান্তরে তাহার উপলব্ধি হয়, এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন  
করিতেছি, শ্রবণ কর । যদি তুমি এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা  
হইলে এই লবণপিণ্ডটি ঘট প্রভৃতি কোন পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিয়া তদনন্তর  
বন্য প্রাতে আমার সমীপে আগমন করিও । খেতকেতু পিতৃকথিত বিষয়  
প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষী হইয়া সেইরূপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ রাত্রের লবণ-  
পিণ্ডট জলে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে পিতার নিকট গমন করিয়া-  
ছিলেন । পরদিবস প্রাতঃকালে পিতা খেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস !  
যদি পূর্বেদিন রাত্রি যে লবণপিণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা  
আনয়ন কর । খেতকেতু পিতা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই লবণ আনয়ন  
করিবার ইচ্ছায় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও সেই জলমধ্যে লবণের কোন অস্তিত্বই  
অনুভব করিতে পারেন নাই যে, সেই লবণ জলমধ্যে বিজ্ঞমান থাকিয়াও লীন  
কর্তব্য অত্যন্ত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে ॥ ১ ॥



যথা বিলীনমেবাজ্ঞ ! অস্তান্তাদাচামেতি ।  
 লবণমিতি । মধ্যাদাচামেতি । কথমিতি ? লবণমিতি ।  
 চামেতি । কথমিতি ? লবণমিতি । অভিপ্রাষ্টতদথ মোপসীদ  
 ইতি । তদ্ধ তথা চকার । তচ্ছবৎ সংবর্ততে । তৎ হোবাৎ  
 অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ! ন নিভালয়সেহত্ৰৈব কিলেতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে বৎস ! নিষ্কিণ্ড লবণ যে ভাবে ইহাতে বিলীন হই  
 রহিয়াছে, তাহা যদি জানিতে চাও, এই জলের অন্ত অর্থাৎ উপরিস্থিত হই  
 প্রাপ্ত হইতে কিছু জল লইয়া পান কর । কি বুঝিতে পারিলে ? বৎস !  
 আচ্ছা, মধ্যদেশ হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া পান কর । কি বুঝিতে পারিলে ?  
 লবণ । আচ্ছা, অন্ত অর্থাৎ নিম্নস্থ অংশ হইতে কিছু লইয়া পান কর । কি  
 বুঝিলে ? লবণ । আচ্ছা, এই জল নিষ্ক্রেপ করিয়া আমার সমীপে অর্পণ  
 কর । ষ্ঠেতকেতু তাহাই করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, ঐ জল  
 সর্বদাই ইহাতে বর্তমান রহিয়াছে । পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস !  
 এই জলে অবস্থিত লবণকে তুমি যেমন দেখিতে পাইতেছ না, সেইরূপ এই  
 দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত সংপদার্থকেও দর্শন করিতে পারিতেছ না, কিরূপে  
 পদার্থ ইহার মধ্যেই বর্তমান আছেন ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতশাস্ত্রম্ ।**—যথা বিলীনং লবণং ন বেৎ, তথাহপি তদ্রূপাশ্রয়  
 চ পিণ্ডরূপং লবণমগৃহ্যমাণং বিভতে এবাপস্ম, উপলভ্যতে চোপায়ান্তরণে ইত্যেক  
 প্রত্যায়য়িতুমিচ্ছামাহ, অজ্ঞ ! অস্তোদকস্ত অন্তাহুপরি গৃহীত্বা আচাম ইত্যুক্তা পুত্র  
 কৃতবন্তুযুবাচ, কথমিতি ? ইতর আহ, লবণং স্বাদত ইতি । তথা মধ্যাহ্নকৃত  
 আচাম ইতি । কথমিতি ? লবণমিতি । তথা অন্তাদধোদেশাৎ গৃহীত্বা আচাম ইতি  
 কথমিতি ? লবণমিতি । যত্তেবম্, অভিপ্রাশ্ত পরিত্যজ্য এতদ্বদকম্ আচাম ইতি  
 উপসীদথা ইতি । তদ্ধ তথা চকার, লবণং পরিত্যজ্য পিণ্ডসমীপমাজগামেতর্থাৎ, ইত  
 ক্রবন্—তল্লবণং তস্মিন্নেবোদকে যন্ময়া রাত্রৌ ক্ষিপ্তং শশ্বদিত্যং সংবর্ততে বিভবত  
 সৎ সম্যক্ বর্ততে ইতি । এবমুক্তবন্তু হ উবাচ পিতা, যথেনং লবণং দর্শন-স্পর্শনাভ্য  
 গৃহীত্ব পুনরুদকে বিলীনং তাত্যামগৃহ্যমাণমপি বিভতে এব, উপায়ান্তরণে  
 লভ্যমানত্বাৎ ; এবমেব অত্রৈব অস্মিন্বেব তেজোহবন্মাদিকার্যো শুসে মেহে ; বাব  
 চার্ধ্যোপদেশস্বরূপপ্রদর্শনার্থো ; সৎ তেজোহবন্মাদিশুদ্ধকারণং বটবীজাণিবৎ  
 মেব ইন্দ্রিয়েনেপলভসে ন নিভালয়সে । যথা অত্রৈবোদকে দর্শন-স্পর্শনাভ্য  
 লবণং বিভবমানমেব জিহ্বায়োপলব্ধবানসি, এবমেব অত্রৈব কিল বিভবমান  
 উপায়ান্তরণে লবণাণিবৎ উপলপ্যসে ইতি বাক্যশেষঃ ॥ ২ ॥



সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—সেই লবণ এই জলে যে ভাবে বিলীন হইয়া থাকায় বুঝিতে পারা যাইতেছে না বটে, তাহা হইলেও সেই লবণপিণ্ডটি চক্ষু ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ অর্থাৎ অনুভব করিতে না পারিলেও এই জল-মধ্যই তাহা বিদ্যমান আছে, অথু উপায়ে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে, পুত্রকে ইহাই বুঝাইবার ইচ্ছায় পিতা উদ্দালক বলিয়াছিলেন, অঙ্গ! হে বৎস! এই জলের অন্ত হইতে অর্থাৎ উপরিভাগস্থ অংশ হইতে একটু জল লইয়া আচমন কর অর্থাৎ পান কর অথবা জিহ্বায় স্পর্শ কর। এই কথা বলায় পুত্র খেতকেতু স্নেহ করিলে অর্থাৎ উপর হইতে সামান্য একটু জল লইয়া জিহ্বায় স্পর্শ করাইলে পিতা পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন, কি বুঝিতে পারিতেছ? পুত্র বলিয়া-ছিলেন, এই জলের আশ্বাদ লবণাক্ত। পিতা পুনরায় বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, এই জলের মধ্যভাগ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া আচমন কর। পুত্র স্নেহ করিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরূপ বুঝিতেছ? পুত্র বলিয়াছিলেন, লবণাস্বাদ। আচ্ছা, এইবার অন্ত অর্থাৎ অধোদেশস্থ এক প্রান্ত হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া আচমন কর। পুত্র স্নেহ করিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি বুঝিতে পারিতেছ? পুত্র বলিয়াছিলেন, লবণাস্বাদ। পিতা বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই জলকে নিক্ষেপ করিয়া ও আচমন অর্থাৎ মুখ ধোত করিয়া অনন্তর আমার সমীপে আগমন কর। খেতকেতু স্নেহ করিলেন অর্থাৎ সেই লবণমিশ্রিত জল নিক্ষেপ করিয়া আমি কল্য রাখে সেই জলে যে লবণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম, তাহা তাহাতে সর্ব্বদাই সম্যক্রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই কথা বলিতে বলিতে পিতৃ-সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। খেতকেতু এইরূপ বলিলে পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, জলে নিক্ষেপ করিবার পূর্বে দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই লবণ তুমি যে ভাবে গ্রহণ বা অনুভব করিতে পারিয়াছিলে, জলে নিক্ষেপ করার পর তাহা জলে বিলীন হইয়া যাওয়ায় সেই ইন্দ্রিয় দুইটি দ্বারা তাহাদিগকে আর সে ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তুমি বিদ্যমানই আছে, কারণ, অথু উপায়ে অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা তাহার সত্তা উপলব্ধি হইতেছে। ঠিক এইরূপই তেজ, জল ও অন্নের কার্য্যভূত এই দেহ-রূপ অর্থাৎ দেহরূপ কার্য্যে, বটবীজের মধ্যে অবস্থিত বট-বীজাণুর ত্রায় তেজ ও অন্নাদিরূপ শুষ্ক বা কার্য্যের কারণীভূত সংপদার্থও বিদ্যমানই রহিয়াছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না। এই জলের মধ্যই বিদ্যমান লবণ দর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা অনুভূত না হইলেও যেমন জিহ্বায় সাহায্যে অনুভব করিতেছ, ঠিক এইরূপই এই দেহেই বিদ্যমান জগতের মূলস্বরূপ সং



পদার্থও লবণাণিমা অর্থাৎ লবণের স্বল্প ভাগের দ্বারা উপায়াস্তরের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিবে। মূলের 'বাব' ও 'কিল' এই দুইটি শব্দ আচার্য্যের উপদেশ স্বরূপ-প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

স য এষোহগ্নিমা, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, ন আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ! ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই যে এই অগ্নিমা, এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক কর্তব্য অণুস্বরূপ সংপদার্থ হইতেই উৎপন্ন; তাহাই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতো ! তুমিও তৎস্বরূপই। শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবান্ যদি আমাকে এ বিষয়ে পুনরায় আরও বিশেষভাবে উপদেশ দিন। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—স য ইত্যাদি সমানম্। যত্বেকং লবণাণিমাং ইতি বহুপলভ্যমানমপি জগন্মূলং সং উপায়াস্তরেণ উপলব্ধং শক্যতে, বহুপলভ্যং কৃত্যং নহি অল্পপলভ্যম্ অকৃত্যং। ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ। ইত্যেতদ্বয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু দৃষ্টান্তেন। তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকে ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—‘স য এষঃ’ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বে দ্রষ্টব্য। এইরূপ লবণাণির দ্বারা জগতের মূলস্বরূপ সংপদার্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব না হইলেও উপায়াস্তরের দ্বারা যদি অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে অনুভব করিতে পারিলে আমি কৃত্য হইতে পারি, এবং যাহা অনুভব করিতে পারিলে অকৃত্য হইবে, সেই সংপদার্থটিকে অনুভব করার উপায় কি? ভগবান্ আপনি আমাকে এই বিষয়ে পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিব। পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে

## চতুর্দশঃ খণ্ডঃ

যথা সোম্য ! পুরুষং গন্ধারেভ্যোহভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং  
ততোহভিজনে বিসৃজেৎ, স যথা তত্র প্রাঙ্ বা উদঙ্ বা অধরাঙ্  
বা প্রত্যঙ্ বা প্রম্নায়ীত—অভিনদ্ধাক্ষ আনীতোহভিনদ্ধাক্ষো  
বিসৃক্তঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! যদি কোন ব্যক্তির চক্ষু বন্ধন ও সেই  
দ্রব্যহর্ভা তাহাকে গান্ধার দেশ হইতে আনয়ন করিয়া কোন জনশূন্য স্থানে বা  
অরণ্যাদিমধ্যে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি যেমন সেই স্থানেই কখন বা পূর্ব-  
মুখ, কখন বা উত্তরমুখে, কখন বা দক্ষিণমুখে, কখন বা পশ্চিমমুখে দণ্ডায়মান  
হইয়া উঠকঃস্বরে চীৎকার করে—আমি বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই আনীত হইয়াছি ও  
বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হইয়াছি। ভাব এই যে—এইরূপ অবস্থায়  
আনীত হওয়ায় আমার দিগ্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, কোন্ দিকে গেলে আমি  
ক্ষয় পাইব, স্থির করিতে পারিতেছি না, কেহ আমাকে পথ দেখাইয়া  
নাও ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—যথা লোকে হে সোম্য ! পুরুষঃ যঃ কক্ষিঃ গন্ধারেভ্যো  
নগমেতঃ অভিনদ্ধাক্ষং বদ্ধচক্ষুঃমানীয় দ্রব্যহর্ভা তদ্বরঃ তমভিনদ্ধাক্ষমেব বদ্ধহস্তমরণ্যে  
ভোহপি অভিজনে অতিগতজনে অত্যন্তবিগতজনে দেশে বিসৃজেৎ, স তত্র দিগ্ভ্রমোপেতো  
বা প্রাঙ্ বা প্রাগক্ষনঃ প্রাঙ্মুখো বেত্যর্থঃ, তথা উদঙ্ বা অধরাঙ্ বা প্রত্যঙ্ বা প্রম্নায়ীত  
বদ্ধচক্ষুঃ বিক্লোশেৎ । অভিনদ্ধাক্ষোহহং গন্ধারেভ্যন্তস্করণানীতঃ অভিনদ্ধাক্ষ এব বিসৃষ্ট  
মিতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—হে সোম্য ! এই লোকে যেমন দেখিতে  
পাওয়া যায়, কোন তদ্বর কোন ব্যক্তির চক্ষু বন্ধন করিয়া গান্ধার প্রদেশ হইতে  
আনয়ন করত সেই বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই দুটি হস্তও বন্ধন করিয়া তাহাকে কোন  
অরণ্যে অথবা তাহা হইতেও অত্যন্ত নির্জুন-প্রদেশে পরিত্যাগ করিয়া যায়,  
তৎ ব্যক্তি সেই স্থানে দিগ্ভ্রান্ত হইয়া যেমন কখন পূর্বমুখ, কখন বা  
উত্তরমুখ, কখন বা অধরাভিমুখ অর্থাৎ উত্তরের বিপরীত দক্ষিণাভিমুখ,  
কখন বা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া এই বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে যে, আমি



তদ্বর-কর্তৃক গান্ধারদেশ হইতে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় আনীত হইয়াছি এবং বদ্ধ  
অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হইয়াছি, অতএব আমার গন্তব্যাদিক্ নির্ণয় করিতে  
পারিতেছি না ॥ ১ ॥

তস্য যথাহভিনহনং প্রমুচ্য প্রক্ৰিয়াদেতাং দিশং গন্ধারাঃ  
এতাং দিশং ব্রজেতি । স গ্রামাদগ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী  
গন্ধারানেবোপসম্পত্তেত, এবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ,  
তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেত্থ সম্পৎস্যে ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—কোন দয়ালু সেই ব্যক্তির চক্ষুর বন্ধন খোল করিয়া দি-  
যেমন বলেন, এই দিকে গান্ধার দেশ অবস্থিত, তুমি এই দিকে গমন কর।  
পণ্ডিত ও মেধাবী সেই ব্যক্তি গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, তথা হইতে অগ্র প্র-  
এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গান্ধার দেশেই গিয়া উপস্থিত হয়, ঠিক এইরূপে  
আচার্য্যবান্ অর্থাৎ সদগুরুর নিকট উপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানিতে পারেন, অর্থাৎ  
জগতের মূল কারণ সং-পদার্থকে জানিতে পারেন। তাহার সেই পর্যন্তই কি,  
যে পর্যন্ত কৰ্ম্ম হইতে মুক্তি না পায়, অর্থাৎ প্রারব্ধ কৰ্ম্ম ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত  
মুক্তিলাভে বিলম্ব ঘটে, কৰ্ম্মক্ষয় হইলেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, অনন্তর দেহপার-  
সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর পুনরায় সংসারে আদি-  
হয় না ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—এবং বিক্ৰোশতন্তু যথা অভিনহনং যথা বন্ধনং প্র-  
মুক্ত্য। কারুণিকঃ কশ্চিৎ এতাং দিশমুত্তরতো গন্ধারাঃ, এতাং দিশং ব্রজ ইতি প্রক্ৰিয়াঃ  
স এবং কারুণিকেন বন্ধনাঘোক্ষিতো গ্রামাৎ গ্রামান্তরং পৃচ্ছন্ পণ্ডিত উপদেশ-  
মেধাবী পরোপদিষ্টগ্রামপ্রবেশমার্গাবধারণসমর্থঃ সন্ গন্ধারানেব উপসম্পত্তেত, মেধা-  
মৃচ্ছতির্দেশান্তরদর্শনতৃড্ বা । যথাহয়ং দৃষ্টান্তো বর্ণিতঃ, স্ববিষয়েভ্যো গন্ধার-  
পুরুষস্তদ্বরৈরভিনহ্নাক্ষোহবিবেকো দিম্মুঢ়ঃ অশনায়াপিপাসাদিমান্ ব্যাঘ্রতদ্বারক-  
ভয়ানর্থভ্রাতযুতমরণ্যং প্রবেশিতো ছুঃখার্ভো বিক্ৰোশন্ বন্ধনেভ্যো মুখমুত্তিষ্ঠতি  
কথঞ্চিদেব কারুণিকেন কেনচিন্মোক্ষিতঃ স্বদেশান্ গন্ধারানেবাপন্নো নির্বৃত্তঃ স্ববীক-  
এবমেব সতো জগদানুস্বরূপান্তেজোহব্রহ্মাদিময়ং দেহারণ্যং বাতপিত্তকফরথিরমেমোহমসং  
মজ্জাশুককুমিমুক্তপুত্রীষবৎ শীতোষ্ণাত্মনেকদ্বন্দ্বদ্ব্যংখবচেদং মোহপটাতিনহ্নাক্ষো ভাষ্যপুত্র-  
পুত্র-বদ্ধাদিদৃষ্টাদৃষ্টানেকবিষয়ভূষণাশিতঃ পুণ্যাপুণ্যাদিকর্ম্মতদ্বরৈঃ প্রবেশিতঃ—অবস্থায়  
পুত্রঃ, মর্মেতে বান্ধবাঃ, সুখ্যহঃ, ছুঃখী, মুঢ়ঃ, পণ্ডিতো ধার্ম্মিকো বজ্রমান্ জাতো মুক্ত্য উপ-  
পাপী, পুত্রো মে যুতঃ, ধনং মে নষ্টং, হা হতোহস্মি, কথং জীবিষ্যামি? কা মে পতি?



কিমে জ্ঞানম্? ইত্যেবমেনেকশতসহস্রানর্থজালবান্ বিক্ৰোশন্ কথঞ্চিদেব পুণ্যাতিশয়াৎ  
 ধৰ্মবাক্যিকং কঞ্চিৎ সদ্ভক্ষাস্ত্রবিদং বিমুক্তবন্ধনং ব্রহ্মিষ্ঠং যদা আসাদয়তি, তেন চ ব্রহ্মবিদা  
 বাক্যাদ্বিতীয়াসংসারবিষয়দোষদর্শনমার্গো বিরক্তঃ সংসারবিষয়েভ্যঃ—নাসি হ সংসারী অমুখ্য  
 পুণ্যবিষয়বান্, কিস্তিহি? সং যৎ, তৎ স্বমসীত্যবিজ্ঞামোহপট্যভিনহনাং মোক্ষিতো গন্ধার-  
 কুবজঃ স্ব সদাঙ্গানমুপসম্পত্ত স্ত্রী নিৰ্ভূতঃ শ্রাৎ ইত্যেতমেবার্থমাহ, আচার্য্যবান্  
 পুৰুষো বেদেতি। তস্তাষ্ট্রবমাচার্য্যবতো মুক্তাবিজ্ঞানভিনহনশ্চ তাবদেব তাবানেব কালশ্চিরং  
 কেশঃ, নারদধরুপসম্পত্তেরিতি বাক্যশেষঃ। কিম্বান্ কালশ্চিরম্? ইত্যুচ্যতে, যাবন্নি বিমোক্ষ্যে  
 ব বিমোক্ষ্যতে ইত্যেতৎ পুরুষব্যত্যয়েন, সামর্থ্যাৎ; যেন কৰ্ম্মণা শরীরমারব্ধ তন্তোপভোগেন  
 ক্লান্ধক্যতো যাবদিত্যর্থঃ। অথ তদৈব সং সম্পৎশ্চ সম্পৎশ্চতে ইতি পূৰ্ব্ববৎ। ন হি  
 মেয়াক্ত সংসম্পত্তেচ কালভেদোহস্তু, যেন অথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ শ্রাৎ। নহু যথা  
 দ্বিজানন্তরমেব দেহপাতঃ সংসম্পত্তিচ ন ভবতি কৰ্ম্মশেষবশাৎ, তথা অপ্রবৃত্তফলানি  
 গ্রাহ জ্ঞানোৎপত্তেৰ্জ্ঞানান্তরসম্বিত্তাংশপি কৰ্ম্মাণি সন্তীতি তৎফলোপভোগার্থং পতিতেহস্মিন্  
 শরীরান্তরমারব্ধ্যম্। উৎপন্নে চ জ্ঞানে যাবজ্জীবং বিহিতানি প্রতিবিধানি বা কৰ্ম্মাণি  
 রয়োভ্য, ইতি তৎফলোপভোগার্থকাবশ্যং শরীরান্তরমারব্ধ্যং, ততশ্চ কৰ্ম্মাণি, ততঃ  
 শরীরান্তরমিতি জ্ঞানানর্থক্যং, কৰ্ম্মণাং ফলবত্বাৎ। অপ্রবৃত্তফলানি কৰ্ম্মাণি ন ব্রহ্মজ্ঞানেন  
 সীমত, কৰ্ম্মণাং, প্রবৃত্তফলকৰ্ম্মবদিত্যুক্তং; তত্র “জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি” ইতি স্মৃতিবিরোধঃ।  
 যব জ্ঞানবতঃ ক্রীয়েন্তে কৰ্ম্মাণি, তদা জ্ঞানপ্রাপ্তিসমকালমেব জ্ঞানশ্চ সংসম্পত্তিহেতুত্বাৎ  
 দোকঃ শ্রাদ্ধিতি শরীরপাতঃ শ্রাৎ। তথা চ ভাব আচার্য্য ইতি “আচার্য্যবান্ পুৰুষো বেদ”  
 ইত্যমুপপত্তিঃ জ্ঞানো মোক্ষঃ ভাবাপ্রসঙ্গশ্চ, দেশান্তরপ্রাপ্ত্যুপায়জ্ঞানবদনৈকান্তিকফলত্বং  
 য জ্ঞানম্? ন, কৰ্ম্মণাং প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তফলবত্ত্ববিশেষোপপত্তেঃ; যদুক্তম্ অপ্রবৃত্তফলানাং  
 বর্গাঃ ক্রবক্ষ্যবত্বাৎ ব্রহ্মবিদঃ শরীরে পতিতে শরীরান্তরমারব্ধ্যম্ অপ্রবৃত্তকৰ্ম্ম-  
 বদোপভোগার্থমিতি; এতদসৎ, “বিদুষন্তশ্চ তাবদেব চিরম্” ইতি শ্রুতে: প্রামাণ্যং।  
 ন পুণ্যা বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি” ইত্যাদিশ্রুতেরপি প্রামাণ্যমেব? সত্যমেব, তথাহপি  
 প্রবৃত্তফলানামপ্রবৃত্তফলানাঞ্চ কৰ্ম্মণাং বিশেষোহস্তু। কথম্? যানি প্রবৃত্তফলানি কৰ্ম্মাণি,  
 শরীরান্তরমারব্ধ, তেষামুপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ, যথা আরব্ধবেগশ্চ লক্ষ্যমুক্তেহাদেৰ্কেগক্ষয়-  
 নোহস্তু; ন তু লক্ষ্যবেগসমকালমেব, প্রয়োজনং নাস্তীতি, তদ্বৎ। অত্ৰানি তু অপ্রবৃত্ত-  
 ফলানি গ্রাহ জ্ঞানোৎপত্তেৰ্জ্ঞান চ কৃতানি বা, ক্রিয়মাণানি বা, অতীতজ্ঞানান্তরকৃতানি বা  
 অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানেন দহন্তে প্রায়শ্চিত্তেনেব। “জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা”  
 ইতি স্মৃত্যে। “ক্রীয়েন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি” ইতি চাথৰ্ব্বণে। অতো ব্রহ্মবিদো জীবনাদিপ্রয়োজনা-  
 তরপি প্রবৃত্তফলানাং কৰ্ম্মণামবশ্যমেব ফলোপভোগঃ শ্রাদ্ধিতি মুক্তেযুৰ্বৎ “তশ্চ তাবদেব  
 সিন্ধু” ইতি বৃক্তমেবোক্তম্ ইতি যথোক্তদোষচোদনাইমুপপত্তিঃ। জ্ঞানোৎপত্তেৰ্জ্ঞান চ  
 কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মভাবমবোচাম “ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি” ইত্যত্র; তচ্চ স্মৰ্ত্বমহিসি। ২।



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—কোন দয়ালু ব্যক্তি ঐক্য চীৎকারকারী সেই ব্যক্তির চীৎকার শ্রবণ করিয়া তাহার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া যেন বলেন, এই দিকের উত্তরে গান্ধার দেশ অবস্থিত, তুমি এই দিক লক্ষ্য করিয়া গমন কর। এইরূপে সেই দয়ালু ব্যক্তি কর্তৃক উন্মুক্তচক্ষু, পণ্ডিত (সেই দয়ালু ব্যক্তি কর্তৃক উপদিষ্ট সেই ব্যক্তি) মেধাবী অর্থাৎ সেই দয়ালু ব্যক্তি তাহার পথের যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশানুসারে গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্বে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া এক গ্রাম হইতে অত্র গ্রাম, তাহা হইতে অত্র গ্রাম, এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গান্ধার দেশেই উপস্থিত হয়, কিন্তু ইতর অর্থাৎ মুঢ়বুদ্ধি বা নির্বোধ অথবা দেশান্তর-দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি তাহা পারে না। কতকগুলি তত্ত্ব কর্তৃক আবদ্ধচক্ষু, অতএব কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম, দিগ্ভ্রম, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কোন ব্যক্তি স্বদেশ গান্ধার হইতে আনীত ও ব্যাধ-ভয়ানক বহুবিধ ভয়ঙ্কর প্রাণিসঙ্কুল অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়া বন্ধন হইতে মুক্তি লাভে ইচ্ছায় অতি কাতরভাবে চীৎকার ও বিলাপ করিতে করিতে অবস্থিত হইলে পরে কোন দয়ালু ব্যক্তি তাহার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া দেওয়ার যেন যেন নিজের দেশ গান্ধারে উপস্থিত হইয়া শান্তি লাভ করত সুখী হইয়াছিল, তখন এইরূপই পুণ্য ও পাপরূপ তত্ত্বসমূহ কর্তৃক মোহরূপ বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধচক্ষু, ঈর্ষ, পুত্র, বন্ধু, পুত্র ও মিত্র প্রভৃতিরূপ দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক ও অদৃষ্ট অর্থাৎ পারলৌকিক বিষয়াভিলাষ-রূপ পাশে আবদ্ধ এই লোকসমূহ জগতের আত্মস্বরূপ সং ব্রহ্ম হইতে তেজ, জল ও অন্নময়, বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও রস, মূত্র ও পুত্রীষবিশিষ্ট, শীত উষ্ণ প্রভৃতি বিবিধ দ্বন্দ্ব-দ্ব্যংগ দ্বারা অভিভূত এই দেহাশয় মধ্যে প্রবেশিত হইয়া, আমি অমুকের পুত্র, ইহার আমার বান্ধব, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মৃত, আমি পণ্ডিত, আমি ধার্মিক, আমি বহুধর্মিষ্ঠ, আমি জ্ঞাত, আমি মৃত, আমি জীর্ণ অর্থাৎ বৃদ্ধ, আমি পানী, আমার পুত্র মৃত্যু হইয়াছে, আমার অর্থ নষ্ট হইয়াছে, হায়, আমি বিনষ্ট হইলাম, কি করিয়া জীবন ধারণ করিব? আমার কি উপায় হইবে? কি করিলে আমি সুখ পাইব? ইত্যাদিরূপ বহু শত-সহস্র বিপজ্জালে জড়িত হইয়া চীৎকারপূর্বক বিলাপ করিতে করিতে কোনরূপে প্রভূত পুণ্যবলে পরম-দয়ালু, মুক্তমন অর্থাৎ অনাসক্ত সং-স্বরূপ ব্রহ্মাত্মবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ কোন গুরুকে বধন গ্রহণ হন, এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু করুণাবশে—‘তুমি অমুক ব্যক্তির পুত্র ইত্যাদিরূপ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট সংসারী নও, তবে কি? না, বাহা সং-অর্থাৎ সেই দেহ-পদার্থ ব্রহ্ম তুমি তাহাই অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপই’ ইত্যাদিরূপে সাক্ষাৎ



চতুর্থঃ ৭৩ঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৮৫

বিষয়সূত্রের দোষ প্রদর্শনপূর্বক যদি যথার্থ পথ দেখাইয়া দেন, তখন সাংসারিক  
 লোকসমূহ হইতে বিরক্ত ও অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান মোহরূপ বস্ত্রাবরণ হইতে মুক্তি লাভ  
 করিয়া পাক্ষিকদেশীয় সেই পুরুষের জ্ঞান সংস্করণ নিজের আত্মাকে উপলব্ধি  
 করিয়া মুখী হইতে ও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জ্ঞানই বলিয়াছেন—  
 দ্যচাধোর দ্বারা উপদিষ্ট ব্যক্তিই সেই সংস্করণ আত্মাকে জানিতে পারেন।  
 এইরূপ আচার্য্যাবিশিষ্ট অতএব অবিচ্ছিন্নবন্ধনবিমুক্ত সেই এই ব্যক্তির সংস্করণ  
 দ্বারা প্রাপ্ত হইতে ততটুকু সময়ই বিলম্ব, কতটুকু কালবিলম্ব? এই  
 দ্ব্যবহিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, যে পর্য্যন্ত না মুক্ত হয়, অর্থাৎ যে কর্মফলে  
 এই দেহধারণ করিতে হইয়াছিল, উপভোগের দ্বারা সেই কর্ম ক্ষয় হইয়া যে  
 পাত দেহপাত না হয়, দেহপাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্করণকে লাভ করে।  
 যখন 'বিমোক্ষ্যে' ও 'সম্পৎশ্রুতে' এই দুইটি উত্তম পুরুষের ক্রিয়া আছে, অর্থ-  
 ক্ষতির নিমিত্ত উহাদের একটু পরিবর্তন করিয়া 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সম্পৎশ্রুতে'  
 এইরূপ প্রথম পুরুষের ক্রিয়া করিতে হইবে। ভাব এই যে—'বিমোক্ষ্যে' ও  
 'সম্পৎশ্রুতে'র অর্থ হইতেছে মুক্ত হইব ও লাভ করিব, কিন্তু এ স্থানে ঐরূপ অর্থ  
 স্মৃত হয় না, কারণ, এ স্থানে কর্তা আছে 'সেই ব্যক্তি', এই অসঙ্গতি দূর  
 করার জন্য 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সম্পৎশ্রুতে' অর্থাৎ মুক্ত হয় ও লাভ করে এইরূপ  
 কর্তা করিতে হইতেছে। আর মূলে যে 'অথ' শব্দটি আছে, উহা অনন্তরার্থক  
 নহে না, অর্থাৎ দেহপাতের পর সংস্করণকে লাভ করে না, দেহপাত ও ব্রহ্ম-  
 ক্ষতির মধ্যে কোনরূপ কালের ব্যবধান নাই, যেমন দেহপাত, অমনই ব্রহ্মপ্রাপ্তি,  
 এবং 'অথ' শব্দটি অনন্তরার্থক নহে, তৎক্ষণাৎ এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।  
 এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, প্রারম্ভ কর্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সংস্করণ  
 ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পরই দেহপাত ও সংসম্পত্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবপ্রাপ্তি যেমন হয়  
 না, তেমনই জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে জন্মান্তর-সঙ্কিত যে সমস্ত কর্ম তখনও বিদ্যমান  
 থাকে, বাহাদের ফলভোগ তখনও আরম্ভ হয় নাই, বর্তমান দেহপাতের পর সেই  
 সমস্ত কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত পুনরায় অথ দেহ আরম্ভ হওয়া উচিত; আর,  
 তখন উৎপত্তি হওয়ার পরেও যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন বিহিত ও নিষিদ্ধ  
 কর্মসমূহ অবশ্যই করিতে হয়, স্মৃতরাং সেই বিহিত-নিষিদ্ধ কর্মফল ভোগের  
 নিমিত্ত অবশ্যই দেহান্তর আরম্ভ হওয়া উচিত, এইরূপে দেহান্তর গ্রহণ করিলেই  
 পুনরায় কর্ম করিতে হয়, তাহারও আবার ফলভোগের নিমিত্ত পুনরায় শরীরান্তর  
 প্রাপ্ত করিতে হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হওয়ার জন্ম-  
 জন্মের অবিচ্ছিন্নতা বশতঃ জ্ঞানের কোন সার্থকতা থাকে না, কারণ, অল্পশ্রুতি



## সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—

কোন দয়ালু ব্যক্তি ঐরূপ চীৎকারকারী সেই ব্যক্তির চীৎকার শ্রবণ করিয়া তাহার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া যেন বলেন, এই দিকের উত্তরে গান্ধার দেশ অবস্থিত, তুমি এই দিক দক্ষা করিয়া গমন কর। এইরূপে সেই দয়ালু ব্যক্তি কর্তৃক উন্মুক্তচক্ষু, পণ্ডিত (সেই দয়ালু ব্যক্তি কর্তৃক উপদেষ্ট সেই ব্যক্তি) মেধাবী অর্থাৎ সেই দয়ালু ব্যক্তি তাহাকে পথের যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশানুসারে গ্রামে প্রবেশ করিবার পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া এক গ্রাম হইতে অত্র গ্রাম, তাহা হইতে অত্র গ্রাম, এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গান্ধার দেশেই উপস্থিত হয়, কিন্তু ইতর বর্ষা মূঢ়বুদ্ধি বা নিরীক্ষা অথবা দেশান্তর-দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি তাহা পারে না। কতকগুলি তত্ত্ব কর্তৃক আবদ্ধচক্ষু, অতএব কর্তব্যাকর্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম, দ্বিপদ, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কোন ব্যক্তি স্বদেশ গান্ধার হইতে আনীত ও ব্যাক্ত-তত্ত্ববিদ বহুবিধ ভয়ঙ্কর প্রাণিসম্মূল অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়া বন্ধন হইতে মুক্তি লাভে ইচ্ছায় অতি কাতরভাবে চীৎকার ও বিলাপ করিতে করিতে অবস্থিত হইলে, পরে কোন দয়ালু ব্যক্তি তাহার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া দেওয়ায় যেন যেন নিজের দেশ গান্ধারে উপস্থিত হইয়া শান্তি লাভ করত সুখী হইয়াছিল, ত্রি এইরূপই গুণ্য ও পাপরূপ তত্ত্বসমূহ কর্তৃক মোহরূপ বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধচক্ষু, বী পুত্র, বন্ধু, পশু ও মিত্র প্রভৃতিরূপ দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক ও অদৃষ্ট অর্থাৎ পারলৌকিক বিষয়াভিলাষ-রূপ পাশে আবদ্ধ এই লোকসমূহ জগতের আত্মস্বরূপ সংগ্রহ হইতে তেজ, জল ও অন্নময়, বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, তরু, স্নিগ্ধ, মূত্র ও পুত্রীষবিশিষ্ট, শীত উষ্ণ প্রভৃতি বিবিধ বস্তু-রূপ দ্বারা অভিভূত এই দেহাশয় মধ্যে প্রবেশিত হইয়া, আমি অমূকের পুত্র, ইহার। আমার বান্ধব, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মৃত, আমি পণ্ডিত, আমি ধার্মিক, আমি বদ্ধবিশিষ্ট, আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীর্ণ অর্থাৎ বৃদ্ধ, আমি পাপী, আমার গুরুর মৃত্যু হইয়াছে, আমার অর্থ নষ্ট হইয়াছে, হায়, আমি বিনষ্ট হইলাম, কি করিয়া জীবন ধারণ করিব? আমার কি উপায় হইবে? কি করিলে আমি মুক্ত পাইব? ইত্যাদিরূপ বহু শত-সহস্র বিপজ্জালে জড়িত হইয়া চীৎকার-পূর্ণ বিলাপ করিতে করিতে কোনরূপে প্রভূত গুণ্যবলে পরম-দয়ালু, মুক্ত-বান্ধব অর্থাৎ অনাসক্ত সংস্বরূপ ব্রহ্মাত্মবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ কোন গুরুকে বধন গ্রহণ করেন, এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু করুণাবশে—‘তুমি অমুক ব্যক্তির পুত্র ইত্যাদি বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট সংসারী নও, তবে কি? না, যাহা সং অর্থাৎ সেই বৈশ্বপদার্থ ব্রহ্ম তুমি তাহাই অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপই’ ইত্যাদিরূপে



চরিত্রঃ খণ্ডঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৮-৫

নিয়মসূত্রের দোষ প্রদর্শনপূর্বক যদি ষথার্থ পথ দেখাইয়া দেন, তখন সাংসারিক  
 লোভসমূহ হইতে বিরক্ত ও অবিজ্ঞা জ্ঞান মোহরূপ বস্ত্রাবরণ হইতে মুক্তি লাভ  
 করিয়া গাঁন্ধারদেশীয় সেই পুরুষের স্ত্রায় সংস্করণ নিজের আত্মাকে উপলব্ধি  
 করিয়া মুখী হইতে ও শাস্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জ্ঞানই বলিয়াছেন—  
 চাচাখোর দ্বারা উপদিষ্ট ব্যক্তিই সেই সংস্করণ আত্মাকে জানিতে পারেন।  
 এইরূপ আচার্য্যাবিশিষ্ট অতএব অবিজ্ঞাবন্ধনবিসমুক্ত সেই এই ব্যক্তির সংস্করণ  
 দ্ব্যধ্বরূপ প্রাপ্ত হইতে ততটুকু সময়ই বিলম্ব, কতটুকু কালবিলম্ব? এই  
 স্মারিত প্রসঙ্গ উত্তরে বলিতেছেন, যে পর্য্যন্ত না মুক্ত হয়, অর্থাৎ যে কর্মফলে  
 এই দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল, উপভোগের দ্বারা সেই কর্ম ক্ষয় হইয়া যে  
 পাত্ত দেহপাত না হয়, দেহপাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্করণকে লাভ করে।  
 যখন 'বিমোক্ষ্যে' ও 'সম্পৎস্তে' এই দুইটি উত্তম পুরুষের ক্রিয়া আছে, অর্থ-  
 ক্ষতির নিমিত্ত উহাদের একটু পরিবর্তন করিয়া 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সম্পৎস্ততে'  
 এইরূপ প্রথম পুরুষের ক্রিয়া করিতে হইবে। ভাব এই যে—'বিমোক্ষ্যে' ও  
 'সম্পৎস্তে'র অর্থ হইতেছে মুক্ত হইব ও লাভ করিব, কিন্তু এ স্থানে ঐরূপ অর্থ  
 স্মৃত হয় না, কারণ, এ স্থানে কর্তা আছে 'সেই ব্যক্তি', এই অসঙ্গতি দূর  
 করার জন্য 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সম্পৎস্ততে' অর্থাৎ মুক্ত হয় ও লাভ করে এইরূপ  
 অর্থ করিতে হইতেছে। আর যুলে যে 'অর্থ' শব্দটি আছে, উহা অনন্তরার্থক  
 মনে না, অর্থাৎ দেহপাতের পর সংস্করণকে লাভ করে না, দেহপাত ও ব্রহ্ম-  
 প্রাপ্তির মধ্যে কোনরূপ কালের ব্যবধান নাই, যেমন দেহপাত, অমনই ব্রহ্মপ্রাপ্তি,  
 এক 'অর্থ' শব্দটি অনন্তরার্থক নহে, তৎক্ষণাৎ এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।  
 এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, প্রারম্ভ কর্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সংস্করণ  
 জ্ঞান হওয়ার পরই দেহপাত ও সংসম্পত্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবপ্রাপ্তি যেমন হয়  
 ন, তেমনই জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে জন্মান্তর-সঞ্চিত যে সমস্ত কর্ম তখনও বিদ্যমান  
 আছে, বাহাদের ফলভোগ তখনও আরম্ভ হয় নাই, বর্তমান দেহপাতের পর সেই  
 দূর কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত পুনরায় অল্প দেহ আরম্ভ হওয়া উচিত; আর,  
 যখন উৎপত্তি হওয়ার পরেও যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন বিহিত ও নিষিদ্ধ  
 কর্মসমূহ অবশ্যই করিতে হয়, স্মৃতরাং সেই বিহিত-নিষিদ্ধ কর্মফল ভোগের  
 নিমিত্ত অবশ্যই দেহান্তর আরম্ভ হওয়া উচিত, এইরূপে দেহান্তর গ্রহণ করিলেই  
 পুনরায় কর্ম করিতে হয়, তাহারও আবাস ফলভোগের নিমিত্ত পুনরায় শরীরান্তর  
 প্রাপ্ত করিতে হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হওয়ার জন্ম-  
 মারের অবিচ্ছিন্নতা বশতঃ জ্ঞানের কোন সার্থকতা থাকে না, কারণ, অসুষ্ঠিত



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi



চতুর্থঃ ৭ঃ ]

## ছানোগ্যোপনিষৎ

৫৮৭

দ্রবক হইয়া পড়ে । আর যদি কর্মফলভোগ শেষ হওয়ার পর মুক্তিলাভ  
হই, তাহা হইলেও এই এই পথ দিয়া এই এই উপায়ে অমুক স্থানে যাওয়া যায়,  
কোন পথের বিবরণ জ্ঞাত হইয়াও যদি কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, তাহা  
হইলে যেমন সেই স্থানে যাওয়া যায়, প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে যাওয়া ঘটে না,  
তেনই কর্মফলভোগ শেষ হইলেও ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যেই মুক্তিলাভ হইতে  
পারে, সকলের ভাগ্যে হয় না ; এই সম্ভাবিত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, না,  
এক আপত্তি হইতে পারে না, কারণ, কর্মসমূহের প্রবৃত্তফল ও অপ্রবৃত্তফলরূপ  
যে দুইটি বিশেষ ধর্ম আছে, ( ভাব এই যে, পূর্বেই বলা হইয়াছে, কর্ম দুই  
প্রকার—এক প্রকার কর্মের ফল ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, আর এক প্রকারের  
ভোগ তখন আরম্ভ হয় নাই, উপযুক্ত সময়ে হইবে ) তাহা দ্বারাই ঐ আপত্তির  
সমাধান হইতে পারে । কিরূপে সমাধান হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন, কর্মের  
কমভাগ অবশ্যসম্ভাবী, যে সমস্ত কর্ম তখনও ফল দিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা-  
সিদ্ধ ও ফলদায়িতার অবশ্যসম্ভাবিত্বহেতুক, সেই অপ্রবৃত্তকর্মফলভোগের নিমিত্ত  
কৃত ব্যক্তিরও দেহপাত হওয়ার পর দেহান্তরগ্রহণ অবশ্যসম্ভাবী, পূর্বে এইরূপ বাহা  
উক্ত হইয়াছে, তাহা বেশ সমীচীন উক্তি নহে, কারণ, “তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব”  
ঐ কথিই জ্ঞানীর দেহান্তর-গ্রহণের বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট প্রমাণ । আচ্ছা, “পুণ্যকর্মের  
ফল পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়, আর পাপকর্মের ফলে অপবিত্র লোক প্রাপ্ত হয়”  
ইত্যাদি শ্রুতিও ত প্রমাণ ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, প্রমাণ সত্য, কিন্তু  
তাহা হইলেও প্রবৃত্তফলক ও অপ্রবৃত্তফলক কর্মদ্বয়ের অর্থাৎ যে কর্মের ফলভোগ  
আরম্ভ হইয়াছে ও বাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, এই দ্বিবিধ কর্মের মধ্যে  
কি প্রভেদ আছে ; সে প্রভেদ কিরূপ ? না, যে সমস্ত কর্মের ফলভোগ আরম্ভ  
হইয়াছে, অর্থাৎ যে সমস্ত কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত জ্ঞানীরও এই শরীর ধারণ  
করিত হইয়াছে, উপভোগের দ্বারাই সেই সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; যেমন কোন  
কিছু বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া নিষ্কিন্তু অতএব আরম্ভবেগ অর্থাৎ সবেগে ধাবমান বাণ  
কিছু বেগ ক্ষয় হইলেই স্থিতি হয়, অর্থাৎ যতদূর লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করা  
নিষ্কিন্তু, সেই পর্য্যন্ত গিয়াই বাণটি পড়িয়া থাকে, তাহার বেশী বাইতে পারে না,  
কিন্তু, লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়ায় আর প্রয়োজন নাই বলিয়াই যে লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে  
সঙ্গেই বেগনিবৃত্তি বা স্থিতি হয়, তাহা নহে, জ্ঞানীর কর্মও ঠিক সেইরূপই জানিবে ।  
আর ইচ্ছাযে জ্ঞানোপপত্তির পূর্বে যে সমস্ত কর্ম কৃত হইয়াছে, অথবা  
জ্ঞানোপপত্তির পর যে সমস্ত কর্ম ক্রিয়মাণ অর্থাৎ করা হইতেছে, অথবা জ্ঞানান্তরে  
কৃত হইয়াছে, অথচ তখনও তাহাদের ফলভোগের সময় উপস্থিত হয় নাই,



প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কর্মসমূহ যেমন ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই অপ্রবৃত্তফলক কর্মসমূহ জ্ঞানান্ধি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহার প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যুক্তি বলা হইয়াছে, “সেইরূপ জ্ঞানান্ধি সমস্ত কর্মকেই ভস্মীভূত করিয়া দেয়”। অর্থাৎ বেদেও উক্ত হইয়াছে, “ইহার অর্থাৎ জ্ঞানীর সমস্ত কর্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির জীবন-রক্ষাদি প্রয়োজন না থাকিলেও, কোন বস্তুকে বিনষ্ট করিয়া নিষ্কিণ্ড বাণের ত্রায় প্রবৃত্তফল কর্মসমূহের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; অতএব “তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব” ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় পূর্বে যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। জ্ঞানোৎপত্তির পর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির যে কর্ম থাকে না, অর্থাৎ ফলজনক কর্মসমূহের অভাব বা ধ্বংস হয়, তাহা “ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন” এই স্থানেই বলা হইয়াছে, তাহা তুমি এ স্থলে স্মরণ করিতে পার। ১২।

স য এষোহগ্নিমা, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, ন আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ! ইতি । ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি । তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য চতুর্দশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—সেই যে এই অগ্নিমা অর্থাৎ অতিশুদ্ধ সংস্কার, পূর্ণসম সমস্ত পদার্থ-ই এতদাত্মক; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমি তাহারই স্বরূপ। উদ্দালক এইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় এ বিষয়ে ভালরূপ উপদেশ দান করুন। উদ্দালক বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তাহাই হইবে ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠ প্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের অন্তিমবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—স য ইত্যাত্মজ্ঞার্থম্। আচার্য্যবান্ বিদ্বান্ যেন জ্ঞানং সম্পত্ততে, তৎ ক্রমং দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। ইতি সোম্য ! ইতি হোবাচ । ৩ ।

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য চতুর্দশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—‘সেই যে এই’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে। আচার্য্যবিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তি যে ক্রমানুসারে সং-বস্তুকে প্রাপ্ত হন, ভগবান্! আপনি আমাকে সেই ক্রমটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনরায় বুঝাইয়া দি। উদ্দালক বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! তথা অর্থাৎ আচ্ছা, তাহাই হইবে ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে চতুর্দশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে

## পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

পুরুষঃ সোম্য ! উতোপতাপিনং জাতয়ঃ পযু্যপাসতে—  
জানাসি মাম্ ? জানাসি মাম্ ? ইতি । তস্ম যাবন্ন বাঙ্ঘনসি  
সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণন্তেজসি, তেজঃ পরশ্চাং দেবতায়্যং,  
তাবজ্জানাতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—হে সোম্য ! জাতিগণ উপতাপী অর্থাৎ কঠিন রোগের  
বাক্ষণে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে চতুর্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিয়া উপাসনা অর্থাৎ  
হিজাসা করে, ‘আমাকে চিনিতে পারিতেছ ? আমাকে চিনিতে পারিতেছ ?’  
সেই উপতাপগ্রস্ত ব্যক্তির বাগিল্লিয় যে পর্য্যন্ত মনে সম্পন্ন না হয়, অর্থাৎ মনে  
পরিণত বা মনের সহিত একীভূত হইয়া না যায়, মনঃ প্রাণের সহিত, প্রাণ  
তেজের সহিত ও তেজঃ পরম দেবতার সহিত একীভূত হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত  
জানিতে বা চিনিতে পারে ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্।—পুরুষঃ হে সোম্য ! উপতাপিনং অরাহ্যপতাপবজ্জ  
জাতয়ো বাক্ষবাঃ পরিবার্যোপাসতে মুমূর্ষুঃ জানাসি মাং তব পিতরম্ ? পুত্রম্ ? ভাতরম্ ?  
ইতি পৃঙ্কত, তস্ম মুমূর্ষোর্বাবন্ন বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণন্তেজসি, তেজঃ  
পরশ্চাং দেবতায়্যামিত্যেতদ্বক্তার্বম্ ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য ! পিতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি  
জাতিগণ অরাদি রোগে সন্তপ্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া উপাসনা অর্থাৎ  
হিজাসা করেন, ‘আমি তোমার পিতা, আমি তোমার পুত্র, আমি তোমার  
ভ্রাতা, আমাকে কি জানিতে অর্থাৎ চিনিতে পারিতেছ ?’ সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির  
বাগিল্লিয় যতক্ষণ মনের সহিত, মনঃ প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের সহিত ও  
তেজঃ পরমদেবতা বা পরমাত্মার সহিত মিশ্রিত হইয়া না যায়, ততক্ষণই  
সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি তাহাদিগকে চিনিতে পারে, ইত্যাদি বিষয় পূর্বেই উক্ত  
হইয়াছে ॥ ১ ॥

অথ যদাহস্ম বাঙ্ঘনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণন্তেজসি,  
তেজঃ পরশ্চাং দেবতায়্যম্ অথ ন জানাতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—অনন্তর যে সময় বাগিল্লিয় মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ তেজে



ও তেজ পরমাশ্রায় বিলীন হইয়া যায়, তাহার পর আর কাহাকেও জানিতে ব  
চিনিতে পারে না ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—সংসারিণো যো মরণক্রমঃ, স এবায় বিম্বোদিত  
সংসম্পত্তিক্রম ইত্যোতদাহ—পরন্তাং দেবতাসাং তেজসি সম্পন্নেহ ন জানাতি। অবিদ্যায়  
সত উথায় প্রাগ্ভাবিত্য ব্যাভ্রাদিভাবং দেব-মম্ব্যাদিভাবং বা বিশতি; বিদ্যে  
শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিত-জ্ঞানদীপপ্রকাশিতং সৎব্রহ্মস্বানং প্রবিষ্ট নাবর্ততে, ইত্যেত  
সম্পত্তিক্রমঃ। অস্তে তু মূর্খতয়া নাভ্যা উৎক্রম্য আদিত্যাদিধারেণ সদাচ্ছতীত্যাহ, তস্  
দেশ-কাল-নিমিত্ত-ফলাভিসন্ধানেন গমনদর্শনাৎ। ন হি সদাঐশ্বর্যদর্শিনঃ সত্যভিসন্ধ  
দেশ-কাল-নিমিত্ত-ফলাভ্যনুভাবভিসন্ধিরূপপত্ততে, বিরোধাত্। অবিজ্ঞাতামকর্ষণাৎ গম  
নিমিত্তানাং সন্ধিজ্ঞানহতাশনবিপ্লু ষ্টবাদগমনানুপপত্তিরেব; “পর্যাপ্তকামস্ত কৃত্যনন্ব ইদে  
সর্বে বিলীয়ন্তে কামাঃ” ইত্যাত্মার্থকর্ষণে, নদীসমুদ্রদৃষ্টান্তজ্ঞপ্তেচ। ২।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে ক্রম বা প্রণালী অনুসারে সমস্ত  
ব্যক্তিগণের মৃত্যু হয়, ঠিক সেই ক্রমানুসারেই বিদ্বান্ বা জ্ঞানী ব্যক্তি সংসরণ  
ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, ইহাই বলিতেছেন—তেজ অর্থাৎ শারীরিক উন্নয়ন  
দেবতায় পরিণত বা বিলীন হইয়া গেলে তাহার পর আর কিছুই জানিতে পারে  
না, বুদ্ধিবীর শক্তি তখন একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানী  
ব্যক্তি সং-পদার্থ হইতে উৎখিত হইয়া পূর্বভাবিত অর্থাৎ পূর্বসংসারানুযায়ী  
ব্যাভ্রাদি ভাব অথবা দেবতাদি ভাব অথবা মম্ব্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, কি  
জ্ঞানী ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও আচার্য্যের উপদেশজনিত জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা  
প্রকাশিত সং-ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া আর প্রত্যাবর্তন করেন  
ইহাই সং-সম্পত্তির ক্রম বা প্রণালী।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্খত্ব অর্থাৎ মস্তকে অবস্থিত নাড়ী দ্বারা  
দেহ হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হইয়া আদিত্যাদি ক্রমে অর্থাৎ আদি  
লোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যালোক ইত্যাদিক্রমে সং-পদার্থকে প্রাপ্ত হন; কি  
তাহাদের সে উক্তি সমীচীন নহে, কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশ, কাল  
ও নিমিত্তানুযায়ী ফল-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই লোকে স্থানবিশেষে গমন করিয়া থাকে,  
কিন্তু, সং-স্বরূপ আত্মার একত্বে বিশ্বাসসম্পন্ন সত্যভিসন্ধ ব্যক্তির গক্ষে অদ্বয়  
দেশ, কাল ও নিমিত্তানুযায়ী ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গমন উপপন্ন হইতে পারে  
না, কারণ, উহা তাহার অবস্থার বিরুদ্ধ। আরও দেখ, গমনের নিমিত্তকরণ  
অবিজ্ঞা, কামনা ও কর্মসমূহ সং-বিজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হওয়ার গমন  
উপপত্তিই হইতে পারে না, অর্থাৎ গমনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বিশেষ



পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৯১

পর্যাপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ কৃতাত্মা অর্থাৎ আত্মজ ব্যক্তির সমস্ত কামনাই এই হাদেই বিলীন হইয়া যায়” এই আত্মকর্ষণ শ্রুতি ও নদী-সমুদ্রের দৃষ্টান্ত হইতেই উক্ত বিষয় জানা যায় ॥ ২ ॥

স য এষোহনিমা, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ! ইতি । ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি । তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—সেই যে এই অনিমা, এই সমস্ত জগৎই ইহারই স্বরূপ, তাহাই সত্য, তিনিই আত্মা । হে শ্বেতকেতো ! তুমিও তাঁহারই স্বরূপ । উদালক এইরূপ বলিলে শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে পুনরায় এ বিষয়ে ভাল করিয়া উপদেশ দান করুন । পিতা বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হইবে ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—স য ইত্যাদি সমানম্ । যদি মরিয়্যাতো মুমুক্ততচ্চ হুয়া সংস্পত্তিঃ, তত্র বিদ্বান্ সংস্পন্নো নাবর্ত্ততে, আবর্ত্ততেহবিদ্বান্, ইত্যত্র কারণং যৌকেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি । তথা সোম্য ! ইতি হোবাচ । ৩ ।

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্ত পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—‘সেই যে এই’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বের রায় । অবিদ্বান্ মুমুর্ষু অথবা মৃত ব্যক্তির ও বিদ্বান্ মুমুক্ষু ব্যক্তির সংস্পত্তির ক্রম যদি এক প্রকারই হয়, তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তি সংকে প্রাপ্ত হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, কিন্তু অবিদ্বান্ ব্যক্তি পুনরায় আগমন করেন, দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ইহার কারণ আপনি পুনরায় আমাকে বিশেষভাবে উপদেশ দান করুন । উদালক বলিয়াছিলেন, হে সোম্য ! তাহাই হউক অর্থাৎ হইবে ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে পঞ্চদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## ষষ্ঠপ্রপাঠকে

## ষোড়শঃ খণ্ডঃ

পুরুষং সোম্য ! উত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্যীং, ক্ষে-  
মকার্যীং, পরশুমস্মৈ তপতেতি । স যদি তস্য কৰ্ত্তা ভবতি,  
তত এবানৃতমান্নানং কুরুতে, সোহনৃতভিসন্ধোহনৃতেনান্নান-  
মন্তর্দ্বায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্নাতি, স দহতেহথ হন্যতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে সোম্য ! এই ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, ক্ষে-  
ম করিয়াছে, এইরূপ বলিতে বলিতে রাজপুরুষগণ চোর-সন্দেহে কোন ব্যক্তির  
হস্তবন্ধন করিয়া আনয়ন করে ও বলে, ইহার জন্ত কুঠার উত্তপ্ত কর।  
যদি ষথার্থই অপহরণকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে সেই কুঠার-গ্রহণের দ্বারাই নিজে  
মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। সেই মিথ্যাবাদী ব্যক্তি মিথ্যা বাক্য দ্বারা  
নিজেকে আবৃত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে, সে দগ্ধ হয়, অনন্তর রাজপুরুষ  
কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—শৃণু, ষথ সোম্য ! পুরুষং চৌর্যকৰ্ম্মণি গবিস্ক-  
নিগ্রহায় পরীক্ষণায় চ উত অপি হস্তগৃহীতং বদ্ধহস্তমানয়ন্তি রাজপুরুষাঃ । কিং কৃতবান্য!  
ইতি পৃষ্ঠাশ্চাছঃ—অপহার্যীং ধনমন্ত্যায়ম্ । তে চাছঃ—কিমপহরণমাশ্রয়ে বন্ধনমর্থতি । অথ  
দত্তেহপি ধনে বন্ধনপ্রসঙ্গাৎ ? ইত্যুক্তাঃ পুনরাছঃ—স্তেয়মকার্যীং চৌর্যেণ ধনমপহার্যীং  
তেষেবং বদন্তু ইত্যরোহপহুতে, নাহং তৎকর্ত্তা ইতি । তে চাছঃ—সন্ধিহমান ক্ষে-  
মকার্যীং ধনমন্ত্যায়ম্ । তস্মিন্চ অপহুত্বানো আহঃ—পরশুমস্মৈ তপতেতি, সোম্য  
আত্মানমিতি । স যদি তস্য স্তৈশ্চ কৰ্ত্তা ভবতি, বহিষ্চাপহুতে, স এবভূতঃ তত এবান-  
ন্নমন্তর্দ্বায় পরশুং তপ্তং মোহাৎ প্রতিগৃহ্নাতি, স দহতে, অথ হন্যতে রাজপুরুষে বন্ধন-  
নৃতভিসন্ধিদোষণে ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হে সোম্য ! শ্রবণ কর—এই ব্যক্তি  
চুরি করিয়াছে, এই বলিয়া সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদানের নিমিত্ত  
হটুক, অথবা পরীক্ষার নিমিত্তই হটুক, রাজপুরুষগণ হস্ত-বন্ধন পূর্বক আনয়ন  
করে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, এই ব্যক্তি কি করিয়াছে? তাহার উত্তর  
বলে—এই ব্যক্তি ইহার ধন অপহরণ করিয়াছে। সেই শ্রোতৃগণ পুনরায় বল  
অপহরণ করিলেই কি বন্ধনের যোগ্য হয়? তাহা হইলে ত ধন দিলেও



গোড়শ: খণ্ড: ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৯৩

যেহ কাহাকেও ধন দান করিলেও সেই গৃহীতা ব্যক্তির বন্ধন হইতে পারে ?  
 ইহার উত্তরে রাজপুরুষগণ পুনরায় বলে—এই ব্যক্তি স্ত্রয় অর্থাৎ চৌর্য্য বৃত্তি দ্বারা  
 দান অপহরণ করিয়াছে। রাজপুরুষগণ এইরূপ বলিলে ইতর অর্থাৎ সেই  
 অপহরণকারী বা চোর—‘আমি চুরি করি নাই’ বলিয়া অপহৃত্ব অর্থাৎ গোপন  
 বা নিজের দোষ অস্বীকার করে। তখন রাজপুরুষগণ পুনরায় বলে, তুমি  
 ইহার ধন অপহরণ করিয়াছ, এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। সেই চোর  
 গোপন করিলে অর্থাৎ তাহাদের কথিত নিজ দোষ অস্বীকার করিলে রাজ-  
 পুরুষগণ পুনরায় বলে—ইহার নিমিত্ত কুঠার উত্তপ্ত কর, এ নিজেকে শোধন  
 করুক, অর্থাৎ নিজের নির্দোষিতা প্রতিপাদন করুক। সে যদি যথার্থই  
 সেই ধনের অপহর্ত্তা হয়, এবং বাহিরে তাহা গোপন বা অস্বীকার করিতে  
 থাকে, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থায় সেই ব্যক্তি ঐরূপ গোপনের দ্বারা  
 নিজকে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাব্যবহারকারী প্রতিপন্ন করে; ভাব এই যে,  
 চৌর্য্যকারী হইয়াও আমি চৌর্য্য করি নাই এইরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন  
 করে। অসত্যসন্ধ অর্থাৎ মিথ্যাবাদী সেই ব্যক্তি মিথ্যা বাক্য দ্বারা  
 নিজকে অন্তর্হিত অর্থাৎ ব্যবহিত বা গোপন করিয়া—‘আমি চুরি করি  
 নাই’ এইরূপে অস্বীকার করিয়া মোহবশতঃ সেই তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে  
 ও পুড় হইতে থাকে। অনন্তর নিজের মিথ্যাভাষণরূপ দোষের জন্ত রাজ-  
 পুরুষগণ কর্তৃক প্রহৃত অথবা বিনষ্ট হয়। (তপ্ত কুঠার দ্বারা নির্দোষিতা  
 প্রমাণের প্রথা এইরূপ—প্রাচীনকালে বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ মীমাংসার  
 জন্য কোন প্রমাণ না থাকিলে অথবা সন্দেহের বিষয়ীভূত হইলে দিব্য  
 পীকার রীতি ছিল, তপ্ত কুঠার ধারণ তাহাদিগের মধ্যে অন্ততম। প্রত্যক্ষ  
 প্রমাণ অথবা বিশেষ প্রমাণের অভাবে অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে  
 নিশ্চয় না হইতে পারিলে, অথচ বাদিপক্ষ অভিযোগ করে যে, এই ব্যক্তিই  
 দোষী, আর বিবাদী যদি অস্বীকার করে, সে অবস্থায় সংশয় দূর ও অপরাধ  
 প্রমাণ করার জন্য দিব্য পরীক্ষা করা হইত, সেই পরীক্ষায় প্রতিবাদী নির্দোষ  
 হইয়া প্রতিপন্ন হইলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইত। এই দিব্য পরীক্ষায় এক  
 কুঠার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া খুব লাল টকটকে হইলে সন্দেহভাজন  
 ব্যক্তিকে তাহা গ্রহণ করিতে বলা হইত। সেই ব্যক্তি দোষী হইলে ঐ কুঠার  
 ধরে তাহা হস্ত দগ্ধ হইয়া যাইত; আর সে নির্দোষী হইলে ঐ কুঠার  
 ধরে তাহার কোন কষ্টই হইত না, তখন সে নিরপরাধ বলিয়া তখনই মুক্তি  
 পাইত) ১১ ॥



অথ যদি তস্মাকর্তা ভবতি, তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে, স সত্য্যভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্দ্বায় পরশুং তপুং প্রতিগৃহ্নাতি, ন দহতে, অথ মুচ্যতে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আর যদি সেই ব্যক্তি তাহার অকর্তা হয় অর্থাৎ চৌর্য-ব্যাপার না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই তপু কুঠার-গ্রহণের দ্বারাই নিজেকে সত্য অর্থাৎ সত্যপরায়ণ বা সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি সত্য বা সত্যভাষণ দ্বারা নিজেকে আবৃত অর্থাৎ সুরক্ষিত করিয়া তপু কুঠার গ্রহণ করে, কিন্তু দগ্ধ হয় না, অনন্তর মুক্তিলাভ করে ॥ ২ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—অথ যদি তস্য কর্মণোহকর্তা ভবতি, তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে, স তস্মৈ স্তৈশ্চাকর্তৃত্বাৎ আত্মানমন্তর্দ্বায় পরশুং তপুং প্রতিগৃহ্নাতি, সত্যভিসন্ধঃ সন্ ন দহতে সত্যব্যবধানাৎ, অথ মুচ্যতে চ মূবাহভিবোক্তভ্যঃ। তপুশ্চ হস্ততলসংযোগশ্চ তুল্যত্বেহপি স্তৈশ্চাকর্তৃত্বকত্রোরনৃত্যভিসন্ধো দহতে, ন তু সত্য্যভিসন্ধঃ। ২।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর যদি সেই কার্যের অর্থাৎ চৌর্য-ব্যাপারের অকর্তা হয়, অর্থাৎ চুরি না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই তপু কুঠার গ্রহণের দ্বারাই নিজেকে সত্য করে অর্থাৎ সত্যপরায়ণ বা সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। সে সেই চৌর্য-ব্যাপারের অকর্তৃত্ব দ্বারা অর্থাৎ চুরির সহিত তাহার কোন কর্তৃত্ব বা সহায়তা না থাকায় সত্যভাষণের দ্বারা নিজেকে অন্তর্দ্বিত অর্থাৎ সুরক্ষিত করিয়া তপু কুঠার গ্রহণ করে, কিন্তু সত্য্যভিসন্ধ অর্থাৎ সত্যপরায়ণ হওয়ায় ও সত্য দ্বারা ব্যবহৃত থাকায় অর্থাৎ সত্যরূপ রক্ষা কবচের দ্বারা আবৃত থাকায় দগ্ধ হয় না, অনন্তর মিথ্যা-অভিযোগকারীদের নিকট হইতে অথবা মিথ্যা অভিযোগের দায় হইতে মুক্তিলাভ করে। চৌর্যকর্তা ও অকর্তা অর্থাৎ যে চুরি করিয়াছে ও চুরির সহিত বাহার কোন সংশ্রবই নাই উভয়ের পক্ষেই তপু কুঠারের সহিত হস্ততলের সংযোগ একই প্রকার হইলেও মিথ্যাবাদী দগ্ধ হয়, সত্যবাদী দগ্ধ হয় না, ইহাই সত্য-মিথ্যার উৎকৃষ্ট প্রমাণগত পার্থক্য। ২।

স যথা তত্র নাদাহেত, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ! ইতি। তদ্বাস্তু বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রপাঠকস্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৬ ॥



বোড়শ: ৭৩:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৯৫

**অনুবাদ।**—সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি যেমন তপ্ত কুঠার গ্রহণেও দগ্ধ হয় না। এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ সেই সং-স্বরূপ, তাহাই সত্য, তিনিই ব্রহ্ম। হে ষেতকেতো! তুমিও সেই সং-ব্রহ্মস্বরূপই। পিতা এইরূপ উপদেশ দিলে ষেতকেতু তাহা বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে বোড়শ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—স যথা সত্য্যভিসন্ধস্তপ্তপরাশ্রয়কর্মণি সত্যব্যবহিত-

ব্রহ্মসংস্পর্শং ন অদাহেত ন দহেত ইত্যেতৎ, এবং সদব্রহ্ম-সত্য্যভিসন্ধেতরয়োঃ শরীরপাতকালে ব্রহ্মায়াম সংস্পর্শো বিদ্বান্ সং সম্পত্ত ন পুনর্ব্যাস্ত্র-দেবাদিদেহগ্রহণায় আবর্ততে, অবিদ্বান্শ্চ বিদ্বান্ভ্যভিসন্ধঃ পুনর্ব্যাস্ত্রাদিভাবং দেবতাদিভাবং বা বধাকর্ম যথাক্রমে প্রতিপত্ততে। সত্য্যভিসন্ধ্যানভিসন্ধিকৃতে মোক্ষ-বন্ধনে, যচ্চ মূলং জগতঃ, বদায়তনাঃ যৎপ্রতিষ্ঠাশ্চ সর্বাঃ ব্রহ্ম, বদায়কঞ্চ সর্বাঃ, বচাজমমৃতমভয়ং শিবমদ্বিতীয়ং, তৎ সত্যং, স আত্মা তব, অতস্তৎ নদী হে ষেতকেতো! ইত্যুক্তার্থমসকুধাক্যম্। কঃ পুনরসৌ ষেতকেতুঃ স্ব-শব্দার্থঃ। বোহহং ব্রহ্মব্রহ্মকদালকস্ত পুত্র ইতি বেদ আত্মানমাদেশঃ শ্রদ্ধা যথা বিজ্ঞায় চ অশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞায় পিতরং পপ্রচ্ছ, কথং হু ভগবঃ! স আদেশো ভবতীতি? স এবোহধিকৃতঃ শ্রোতা, যঃ, বিজ্ঞাত, ভেদোহব্রহ্মময়ং কার্য্য-করণসম্বাতং প্রতিষ্ঠা পঠৈব দেবতা নাম-রূপবাকরণায় কার্য্যেইব পুরুষঃ, স্বর্ঘ্যাদিরিব জলাদৌ প্রতিবিস্বরূপেণ; স আত্মানং কার্য্য-করণেভ্যঃ প্রবি-জ্ঞ সন্নগং সর্বাশ্চানং প্রাক্ পিতুঃ শ্রবণাৎ ন বিজ্ঞজৌ। অথেনানীং পিত্রা প্রতিবোধিতঃ স স্বসীতি দৃষ্টান্তেহেতুভিচ্চ, তৎ পিতুরশ্চ হ কিলোক্তং স দেবাহমসীতি বিজ্ঞজৌ বিজ্ঞাত-দ্যু। দ্বিস্তচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্।

নি পুনরত্র ষষ্ঠে বাক্যপ্রমাণেন জনিতং ফলমাত্মনি? কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োরধিকৃত-ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তৃতিশ্চ ফলং, যমবোচাম—স্ব-শব্দবাক্যমর্থঃ শ্রোতুঃ মন্তব্যধিকৃতমবিজ্ঞাতবিজ্ঞান-কার্য্যম্। প্রাক্ চৈতন্যবিজ্ঞানাত্ অহমেবং করিষ্যামি অগ্নিহোত্রাদীনী কর্ম্মণি, অহমত্রাধি-কৃত, এতচ্চ কর্ণণং ফলমিহামুত্র চ ভোক্তব্য, কৃতেষু বা কর্ম্মসু কৃতকর্তব্যঃ শ্রাম্, ইত্যেবং ব্রহ্ম-ভোক্তৃত্বয়োরধিকৃতোহসীতি আত্মনি ব্রহ্মজ্ঞানমভূত্ত্ব, যৎ সং জগতো মূলমেকমেবা-দীদৃশ, তৎ স্বসীত্যেনেন বাক্যেন প্রতিবুদ্ধশ্চ নিবর্ত্ততে, বিরোধাত্; ন হেচশ্মিরদ্বিতীয়ে-তদনি ব্রহ্মসহসীতি বিজ্ঞাতে, ময়েদমশ্চ, অনেন কর্তব্যম্, ইদং কুহা অশ্চ ফলং ভোক্তব্য, ইতি বা ভেদবিজ্ঞানমুপপত্ততে। তস্মাৎ সং-সত্য্যাবিতীয়াশ্চবিজ্ঞানে বিকারানৃতজীবাশ্চ-বিজ্ঞান নিবর্ত্ততে ইতি যুক্তম্। নহু তৎ স্বসীত্যত্র স্ব-শব্দবাচ্যেহেতুঃ সদ্বুদ্ধিরাদিশ্রুতে, যথা-বিজ্ঞান-মন-আদিষু ব্রহ্মাদিবুদ্ধিঃ, যথা চ লোকে প্রতিমাদিষু বিদ্যাদিবুদ্ধিঃ, তদ্বৎ; ন তু যদ্যদ্বদিতি; যদি স দেব ষেতকেতুঃ শ্রাত্, কথমাশ্চানং ন বিজ্ঞানীয়াৎ, যেন তস্মৈ তৎ-সদ্বুদ্ধিপদিশ্রুতে? ন, আদিত্যাদিবাক্যবৈলক্ষণ্যাত্, “আদিত্যো ব্রহ্ম” ইত্যাদৌ



ইতিশব্দব্যবধানান্ন সাক্ষাদব্রহ্মং গম্যতে, রূপাদিমত্বাচ্চ আদিত্যাদীনাম্। অকস-  
মনসোশ্চ ইতি শব্দব্যবধানাদেব অব্রহ্মত্বম্, ইহ তু সত এব দেহপ্রবেশং দর্শয়িত্বা তৎ  
ত্বমসীতি নিরঙ্কুশং সদান্নভাবমুপদিশতি। নহু পরাক্রমাদিগুণঃ সিমহোদিসি বা  
ইতিবৎ তৎ ত্বমসীতি শ্রুতং? ন, যদাদিবৎ সদেকমেবাদ্বিতীয়ং, সত্যমিত্যুপদেশাৎ।  
ন চ উপচারবিজ্ঞানাৎ “তত্ত্ব তাবদেব চিরম্” ইতি সংসম্পত্তিরূপদিশ্তে, যদাচাৰ্য্যবান্  
বিজ্ঞানশ্চ, ত্বমিত্তো যম ইতিবৎ। নাপি স্তুতিঃ, অনুপাত্তত্বাৎ শ্বেতকেতোঃ। নাপি স  
শ্বেতকেতুত্বোপদেশেন স্তূয়তে, ন হি রাজা “দাসত্বম্” ইতি স্তুতঃ শ্রুতং। নাপি যত  
সর্বান্নন একদেশনিরোধো যুক্তঃ, তৎ ত্বমসীতি, দেশাধিপত্যেরিব প্রামাণ্যত্বমিতি। ন  
চাশ্চা গতিরহি সদান্নত্বোপদেশাদর্থান্তরভূতা সম্ভবতি। নহু সদস্মীতি বুদ্ধিমাত্রমিহ কর্তব্য-  
তয়া চোত্তে, ন ত্বজাতং সদস্মীতি জ্ঞাপ্যতে ইতি চেৎ? নহু অগ্নিন্ পক্ষেহপি অহং  
শ্রুতং ভবতীত্যাহুপপন্নম্? ন, সদস্মীতি বুদ্ধিবিধেঃ স্তুত্যাৎ; ন, “আচার্য্যবান্ পুৰুষ  
বেদ” “তত্ত্ব তাবদেব চিরম্” ইত্যুপদেশাৎ। যদি হি সদস্মীতি বুদ্ধিমাত্রং কর্তব্যতয়া বিহারে,  
ন তু হং-শব্দবাচ্যস্ত সঙ্গপত্বমেব, তদা ন “আচার্য্যবান্ বেদ” ইতি জ্ঞানোপায়োপদেশে  
বাচ্যঃ শ্রুতঃ, যথা “অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ” ইত্যেবমাদিবু অর্থপ্রাপ্তমেবাচার্য্যববশিতি, তৎ।  
“তত্ত্ব তাবদেব চিরম্” ইতি চ ক্ষেপকরণং ন যুক্তং শ্রুতং, সদান্নত্বেনে অবিজ্ঞানত্বেন  
সকৃদ্বুদ্ধিমাত্রকরণে মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তৎ ত্বমসীত্বাক্তে নাহং সদিতি প্রমাণবাক্যনিহ  
বুদ্ধির্নিবর্তয়িত্বং শক্যা, নোৎপন্নোতি বা শক্যং বক্তুং, সর্বোপনিষদ্বাক্যানাং তৎপৰত্বমুপ-  
ক্ষয়াৎ। যথা অগ্নিহোত্রাদিবিধিজনিতাগ্নিহোত্রাদিকর্তব্যতাবুদ্ধীনামতথার্থত্বমুৎপন্নং বা  
ন শক্যতে বক্তুং, তদ্বৎ। যন্তু উক্তং, সদান্না সন্ ন আত্মানং কথং ন জানীয়াদিতি। নার্য  
দোষঃ, কার্য্য-করণসম্ভাব্যতিরিক্তঃ অহং জীবঃ কর্তা ভোক্তেত্যপি স্বভাবতঃ প্রদিক  
বিজ্ঞানাদর্শনাৎ, কিমু তত্ত্ব সদান্নবিজ্ঞানম্? কথমেবং ব্যতিরিক্তবিজ্ঞানে অসতি তে  
কর্তৃত্বাদিবিজ্ঞানং সম্ভবতি দৃশ্যতে চ; তদ্বৎ তত্ৰাপি দেহাদিবু আত্মবুদ্ধিহীন শ্রুতং সত্য-  
বিজ্ঞানম্। তস্মাৎ বিকারানুতাপিকৃত-জীবাশ্চবিজ্ঞাননিবর্তকমেবেদং বাক্য—তৎ ত্বমসীতি  
সিদ্ধমিতি। ৩।

ইতি বর্ষপ্রপাঠকশ্চ বোড়শখণ্ডভাষ্যম্। ১৬।

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্চ পরমহংসপরিব্রাজকা-

চার্য্যশ্চ শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতো ছান্দোগ্যোপনিষদ-

বিবরণে বর্ষঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ। ৬।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই সত্যাত্মিক অর্থাৎ সত্যপরা  
ব্যক্তির হস্ততল সত্য দ্বারা ব্যবহৃত বা আবৃত থাকায় তপ্ত কুঠার গ্রহণও কোন  
দগ্ধ হয় না, সেইরূপ সং-ব্রহ্মরূপ সত্যাত্মিক বা সত্যনিষ্ঠ ও তদিতর অর্থাৎ  
অসত্যাত্মিক বা ব্রহ্মানভিজ্ঞ ব্যক্তি উভয়েরই দেহ-বিসর্জন কালে সংস্পর্শিত



বোধঃ ৭৩ঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৯৭

একরূপ হইলেও বিদ্বান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সংসম্পন্ন হইয়া ব্যাভ্রাদি দেহ গ্রহণ করিতে  
 দুঃখ প্রত্যাহৃত হন না, কিন্তু অবিদ্বান্ বা ব্রহ্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিকারাত্মক  
 নিম্নাবিষয়ে অর্থাৎ মায়াময় জগৎ-প্রপঞ্চবিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকায় তাহার নিজ  
 স্বৰ্ণ ও জ্ঞানাত্ম্যায়ী ব্যাভ্রাদিভাব বা দেবাদিভাবকে প্রাপ্ত হয়। যে আত্মার  
 মনস্কানে বা আত্মজ্ঞানে মোক্ষ ও বাহার অনন্তসম্পদ বা জ্ঞানাভাবে বন্ধন, বাহা  
 এই ব্রহ্মের মূল কারণ, সমস্ত পদার্থই বাহাতে অবস্থিত ও বাহাতেই নীল হয়,  
 এই সমস্ত পদার্থই বাহার স্বরূপ, বাহা অজ, (জন্মরহিত) অমৃত, (অবিনশ্বর)  
 মত, অদ্বিতীয় ও কল্যাণময়, তাহাই সত্য, তিনিই তোমার আত্মা; অতএব  
 যেথেকেতো! তুমি হইতেছ তাহাই, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ, এই বাক্য পুনঃ  
 পুন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সম্ভ্রতি প্রশ্ন হইতেছে, 'ত্বং' শব্দবাচ্য এই  
 যেকেতুটি কে? উত্তরে বলা হইতেছে, যিনি নিজেকে উদালকের পুত্র  
 যেকেতু বলিয়া জানিয়াছিলেন, এবং যিনি উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া  
 (উপদিষ্ট বিষয় চিন্তা বা আলোচনা করিয়া) ও নিদিধ্যাসন করিয়া (বিশেষরূপে  
 অনুভব করিয়া) অশ্রুত, অমত ও অবিজ্ঞাত বিষয়সমূহকে জানিবার নিমিত্ত  
 পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! কি প্রকারে সেই আদেশ অর্থাৎ  
 উপদেশ বা জ্ঞান হইতে পারে? সেই এই অধিকারী (উপনিষদ্বিষয়ক উপদেশের  
 গোণা পাণ্ড) শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা যেথেকেতু, দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষের  
 রূপ অথবা জলাদিতে প্রতিবিম্বরূপে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির জ্ঞান নাম ও রূপ প্রকটীভূত  
 করিবার নিমিত্ত তেজ, জল ও অনন্যময় কার্য্য ও করণসমূহের সমষ্টিভূত এই দেহে  
 প্রতি পরা দেবতা বা পরমাআই, তদ্ব্যতীত অস্ত্র কিছুই নহে। সেই এই যেথেকেতু  
 পিতার নিকট উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্বে আত্মাকে কার্য্য ও করণসমূহের সমষ্টিভূত  
 হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ সংস্বরূপ ও সর্বাঙ্গক বলিয়া জানিতেন না। সম্ভ্রতি  
 হুঁই সেই ব্রহ্ম দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা পিতা কর্তৃক এই উপদেশ লাভ  
 করার পর 'আমি সেই সং-ব্রহ্মস্বরূপই' ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন।  
 এই আশ্রয় সমাপ্ত হইল ইহাই জানাইবার নিমিত্ত 'বিজ্ঞাতাবিতি' এই পদটি ছইবার  
 ইচ্ছা হইয়াছে।

আচ্ছা, এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই সমস্ত প্রমাণভূত বাক্য দ্বারা অর্থাৎ উদালকের  
 উপদেশ বাক্যসমূহের দ্বারা আত্মবিষয়ে কি ফল হইল? ইহার উত্তরে বলা  
 হইতেছে—কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বিষয়ে যে অধিকার-জ্ঞান ছিল অর্থাৎ আমিই কর্তা,  
 আমিই ভোক্তা, ইত্যাদি যে আশ্রিত বোধ ছিল, সেই জ্ঞানের নিবৃত্তিই উদালকের  
 উপদেশের ফল, অবিজ্ঞাত বস্তুকে (জীবকে) বিজ্ঞানের নিমিত্ত 'ত্বং' শব্দবাচ্য



যে পদার্থকে শ্রবণ ও মনন করিতে অধিকারী বলিয়া আগরা বাহ্যকে নির্দেশ করিয়াছি, সেই অধিকার জ্ঞানের বিলোপই উক্ত উপদেশের ফল। জৈশ্র জ্ঞানভের পূর্বে 'আমি এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি করিব' 'আমি এই বিষয়ে অধিকারী' 'ইহলোকে ও পরলোকে আমি এই সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিব' 'এই কার্যসমূহ সম্পন্ন হইলে আমি কৃতকৃত্য হইব' ইত্যাদিরূপ কর্তৃত্ব ও ভোগ্য বিষয়ে আমিই অধিকারী, নিজেতে এই যে জ্ঞান ছিল অর্থাৎ আমিই কর্তা আমিই ভোক্তা, আপনার সম্বন্ধে এই যে আমিভবোদ্বোধ ছিল, সেই ব্রহ্মজ্ঞান—যে একমাত্র অদ্বিতীয় সংপদার্থ জগতের মূল, তুমি তাহাই অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ, ইত্যাদি উপদেশ-বাক্য দ্বারা প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, কারণ, উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ, কেন না, 'আমি এই আত্মস্বরূপ' একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মবিষয়ে এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পর (অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাকে এই ভাবে জানার পর) ইহা আনা হইতে ভিন্ন, ইহা দ্বারা এই কার্য করিতে হইবে, ইহা করিয়া ইহার ফল ভোগ করিব, ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান কখনই উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব সং-স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য আত্মবিজ্ঞান হইলে মিথ্যাভূত বিকার অর্থাৎ দেহাদিরূপ বিকার পদার্থে যে জীবাত্মবোধ বিলুপ্ত হয়, এ উক্তি যুক্তিসঙ্গত। এখানে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে, আদিত্য মন ইত্যাদি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থে যেমন ব্রহ্ম-স্থাপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, অথবা এই জগতে প্রতিমা প্রভৃতিতে যেন বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ইত্যাদি বুদ্ধিস্থাপনের উপদেশ আছে, 'তৎ ত্বমসি' এ স্থানেও সেইরূপ 'তৎ' শব্দবাচ্য অর্থে বা পদার্থে সং-বুদ্ধি স্থাপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সংই যে তুমি, এরূপ উপদেশ ত দেওয়া হয় নাই। আর দেখ, যেতাকেতু যদি ষথার্থই সং-স্বরূপ হইতেন, তাহা হইলে কেন তিনি আত্মাকে জানিবেন না, যে জগৎ তাঁহাকে আবার বিশেষ করিয়া 'তৎ ত্বমসি' এইরূপ উপদেশ দিতে হইতেছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ, 'আদিত্য ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে; দেখ, 'আদিত্যই ব্রহ্ম' ইত্যাদি স্থলে মধ্যে একটি 'ইতি' শব্দ ব্যবহৃত ( "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" ) ব্যবধান থাকায় সাক্ষাৎ ভাবে আদিত্যের ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না, বিশেষতঃ আদিত্যাদি রূপাদিবিশিষ্ট, ব্রহ্ম অরূপ, অতএব অরূপ ব্রহ্মের সহিত রূপবিশিষ্ট আদিত্যাদির অভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে না। (ভাব এই যে— "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" "আকাশো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" আদিত্যকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিবে, মনকে ব্রহ্ম



বোধঃ ৭৬ঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৫৯৯

মন করিয়া উপাসনা করিবে, আকাশকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিবে, ইত্যাদি স্থানে যেমন অব্রহ্ম আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি-স্থাপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, "তৎ ত্বমসি" এ স্থানেও তেমনই অব্রহ্ম ষ্ঠেতকেতুকে নিজেতে ব্রহ্ম-বুদ্ধি-স্থাপনের উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 'তৎ' পদবাচ্য ষ্ঠেতকেতু কখন ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না, সুতরাং ব্রহ্মের সঙ্গে ষ্ঠেতকেতুর কোন কল্পনার উপদেশ করা ঐতিহ্যের পক্ষে কখন সম্ভব হইতে পারে না। এই ব্যপ্তির উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন, আদিত্যাদির অব্রহ্মত্ব বুঝাইবার উদ্দেশে 'ব্রহ্ম' শব্দের পর একটি করিয়া 'ইতি' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' এই বলিয়া বা মনে করিয়া উপাসনা করিবে, কিন্তু 'তৎ ত্বমসি' এ স্থলে ঐকম কোন শব্দ না থাকায় উভয়ের অভেদই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সুতরাং আদিত্যাদি ঐতিহ্য সহিত 'তৎ ত্বমসি' ঐতিহ্য যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় কোন ব্যপ্তিই উপস্থিত হইতে পারে না। এইরূপ আকাশ ও মনের পক্ষেও মধ্যে একটি 'ঐতি' শব্দ ব্যবধান থাকায় তাহাদেরও অব্রহ্মত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। এ স্থলে কিম্বদন্ত্যপদার্থ ব্রহ্মেরই অভ্যন্তরে প্রবেশের বিষয় দেখাইয়া অর্থাৎ বর্ণনা করিয়া 'তৎ ত্বমসি' (তুমি হইতেছ তাহাই) ইহা দ্বারা নিঃসংশয়রূপে ষ্ঠেতকেতুর ব্রহ্মত্ব (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মত্ব) উপদেশ করা হইয়াছে।

আচ্ছা, এরূপও ত হইতে পারে—কোন মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কোন লোকে বলে 'তুমি মহাপরাক্রান্ত সিংহ', এই 'তৎ ত্বমসি' বাক্যও সেই-রূপ! ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এ স্থানে সেরূপ অর্থ হইতে পারে না, কারণ, যুক্তি প্রভৃতির সত্যতার দ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় সৎপদার্থই সত্য, এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ উপচার অর্থাৎ গোণার্থ জ্ঞানের উদ্দেশে 'তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব' এইরূপ সংসম্পত্তির উপদেশ হইতে পারে না, যেহেতু, উপচার-বিজ্ঞান বা গোণার্থ প্রয়োগমাত্রই "তুমিই ইন্দ্র" "তুমিই ক" ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগ জন্ত জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা। আর ইহাকে ষ্ঠেতকেতুর ঐতিহ্য বলা যায় না, কারণ, ষ্ঠেতকেতু কাহারও উপাস্ত দেবতা নহে; আর উপাস্তার্থকেও কেহ ষ্ঠেতকেতুরূপে উপদেশ দ্বারা অর্থাৎ ষ্ঠেতকেতু বলিয়া স্থব করিতে পারে না, কারণ, "তুমি দাস" এই কথা বলিয়া কেহ কখন রাজার স্তুতি করে না। আরও দেখ, সর্বাত্মস্বরূপ সৎ পদার্থের 'তৎ ত্বমসি' বলিয়া উপদেশ অর্থাৎ কোন একটি পরিচ্ছিন্ন স্থানে নিরোধ অর্থাৎ সর্বব্যাপী অনন্ত সৎপদার্থকে পরিচ্ছিন্ন বা সসীম জীবরূপে সীমাবদ্ধ করাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। সুতরাং ষ্ঠেশের অধিপত্যকে 'তুমি অমুক গ্রামের অধ্যক্ষ' বলিলে যেমন স্তব করা



হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে। এ স্থানে সংপদার্থের আত্মত্বোপদেশ কঠোর অর্থাৎ সংই আত্মা এইরূপ অর্থ ভিন্ন অন্তরূপ অর্থ করনা করাও সম্ভব হইতে পারে না। আচ্ছা, এ স্থানে আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি কু, এ স্থানে ‘আমিই সং’ কেবল এইরূপ জ্ঞান হওয়াই কর্তব্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু, অবিজ্ঞাত ‘আমিই সং’ অর্থাৎ সদাঅভাব অর্থাৎ সংপদার্থের না জানিয়া ‘আমিই সং’ এরূপ জ্ঞান হওয়া কর্তব্য, ইহা বলা হয় নাই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, আচ্ছা, তাহা না হয় হইল, কিন্তু এ পক্ষেও ত “অসং বিষয়ও শ্রুত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সম্ভতি থাকে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, অসম্ভব হয় না, কারণ, ‘আমি হইতেছি সং’ এই বুদ্ধিবিশিষ্ট অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানের কর্তব্যভারই স্তুতি বা প্রশংসার নিমিত্ত উহা প্রবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, না, জ্ঞানমাত্রের কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ হইতে পারে না, কারণ, ‘আচার্য্যাবিশিষ্ট পুরুষই জানিতে পারেন’ ‘তঁাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব’ ইত্যাদি উপদেশ রহিয়াছে। যদি ‘আমিই সং’ কেবল এই জ্ঞান হওয়াই কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়া থাকে, অথচ ‘ও’ শব্দ বাচ্য জীবের সংস্বরূপতা বিহিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ‘আচার্য্যাবিশিষ্ট পুরুষই জানিতে পারেন’ জ্ঞান লাভ করার এই উপায় নির্দেশ করার কোন আবশ্যকই ছিল না; কেন না, ‘অগ্নিহোত্র হোম করিবে’ ইত্যাদি স্থলে যেন উপদেশ ব্যতীতও প্রয়োজনানুসারেই আচার্য্যবক্তা পাওয়া যায়, এ স্থানেও সেইরূপ হইত, আর ‘তঁাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব’ এই কথা বলিয়া সময় প্রতীকার নির্দেশও যুক্তিসম্মত হইতে পারে না, কারণ, সংস্বরূপ আত্মত্বের বিশেষ জ্ঞান না হইলেও একবার মাত্র ঐরূপ জ্ঞান হইলেই মোক্ষলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। আরও দেখ, ‘তৎ ত্বমসি’ এইরূপ উপদেশের পর প্রামাণিক শ্রুতিসমূহ হইতে সম্ভ্রাত সদাঅবুদ্ধিকে ‘আমি সং নহি’ বলিয়া নিবারণ করিতে কেহ সমর্থ হয় না, অথবা ঐরূপ সং-বুদ্ধি যে উৎপন্নই হয় নাই, এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, উপনিষদের সমস্ত বাক্যই ঐরূপ অর্থপ্রতিপাদনেই অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদির বিধিজনিত অগ্নিহোত্রাদির কর্তব্যভাববুদ্ধির নিরর্থকতা অথবা অনুৎপন্নত্ব যেমন কেহ বলিতে সমর্থ হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে। পূর্বে যে বলা হইয়াছে, আত্মা (জীবাত্মা) সংস্বরূপ হইয়াও কেন নিজেকে সংস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে না? এরূপ উক্তিও দোষাবহ নহে, কারণ, কার্য্য-করণসম্ভবাত্যতিরিক্ত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ অর্থাৎ মিলিত দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন জীব আদি



মোড়শ: ৭৩:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬১

কর্তা আমি ভোক্তা, প্রাণিসমূহের এই স্বাভাবিক জ্ঞানটুকুও যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন তাহাদের সদাঅবিজ্ঞানের কথা আর কি বলিব? তাহাদের যে প্রকৃত জ্ঞান অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ ব্যতিরেক-বিজ্ঞান অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পার্থক্য জ্ঞান না হইলেই বা তাহাদিগের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অথচ সর্বদাই ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্তজ্ঞানের অভাবেও যেমন কর্তৃত্বাদি-জ্ঞান সম্ভব, সেইরূপ সেই ব্যক্তিরও দেহাদিতেই আত্মজ্ঞানবশতঃ সদাঅবিজ্ঞান হইতে পারে না; অতএব 'তৎ ত্বমসি' এই বাক্যটি বিকারাত্মক মিথ্যা দেহাদিতে অর্জিত অর্থাৎ কর্তৃত্বজ্ঞানসম্পন্ন জীবের আত্মবিজ্ঞান অর্থাৎ আমি কর্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞানের নিবারণক, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠপ্রপাঠকে ষোড়শ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যাম্ববাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠপ্রপাঠক সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

অধীহি ভগবঃ ! ইতি হোপাসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ ।  
তৎ হোবাচ, যদ্বৈথ তেন মোপসীদ, ততস্তে উদ্ধং বক্ষ্যামীতি ॥

**অনুবাদ ।**—ভগবন্ ! আমাকে অধ্যয়ন করান, এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন । সনৎকুমার তাঁহার বদ্বিয়াছিলেন, তুমি যাহা জান, তাহা লইয়া আমার সমীপে উপস্থিত হও, অর্থাৎ তুমি যতদূর জান, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল, আমি তাহার দ্বারা হইতে তোমাকে যথাবিধি উপদেশ দান করিব ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতাস্যাম্ ।**—ওঁ তৎসৎ । পরমার্থতত্ত্বোপদেশপ্রধানপরঃ ব্রহ্মোক্তঃ সদাষ্টককল্পনির্ণয়পরতরৈবোপযুক্তঃ । ন সতোহর্কীগুবিকারলক্ষণানি তদ্বানি নির্দিষ্টানীত্যন্তানি নামাদীনি প্রাণান্তানি ক্রমেণ নির্দিষ্টা তদ্ব্যবহারেণাপি ভূমধ্যঃ নির্দিষ্টা তৎস্বং নির্দেক্ষ্যামীতি শাখাচন্দ্রদর্শনবদিতিমং সপ্তমং প্রপাঠকমারভত । অনির্দিষ্টা সতোহর্কীকৃতত্বেষু সন্মাত্রে চ নির্দিষ্টেহজ্ঞদপ্যবিজ্ঞাতং স্তাদিত্যাশঙ্ক্য কতচি তৎস্বং ভূদিতি বা তানি নির্দিষ্টিক্রতি ; অথবা সোপানারোহণবৎ স্কুলাদারভ্য মৃদুং দুঃসহং বুদ্ধিবিশয়ং জ্ঞাপয়িত্বা তদতিরিক্তে স্বারাজ্যেহভিবেক্ষ্যামীতি নামাদীনি নির্দিষ্টিক্রতি ; অথবা নামাভ্যন্তরোত্তরবিশিষ্টানি তদ্বানি, অজ্ঞাতিতরাঞ্চ তেষামুৎকৃষ্টতমং ভূমধ্যঃ তদ্ব্যবহারেণ সত্যার্থং নামাদীনাম্ ক্রমেণোপভাসঃ । আখ্যায়িকা তু পরবিজ্ঞাস্তত্যা । কথং ? নারদো বৈদিকৃতকর্তব্যঃ সর্ববিজ্ঞোহপি সন্ অনাশ্রজ্ঞত্বাৎ শুশোটেচ, কিমু বক্তব্যমজ্ঞোহপি লব্ধকপুণ্যাতিশয়োহকৃতার্থ ইতি ; অথবা নাশ্রজ্ঞজ্ঞানাৎ নিরতিশয়শ্রেয়ঃসাধনমতীতেন প্রদর্শনার্থং সনৎকুমার-নারদাখ্যায়িকা আরভ্যতে, যেন সর্ববিজ্ঞানসাধনশক্তিঃসম্পন্নো নারদস্ত দেবর্ষেঃ শ্রেয়ো ন বভূব, যেনোত্তমাভিজ্ঞান-বিজ্ঞা-বৃত্ত-সাধন-শক্তি-সম্পত্তিঃসম্পন্নো মানঃ হিহা প্রাকৃতপুরুষবৎ সনৎকুমারমুপসাদ শ্রেয়ঃসাধনপ্রাপ্তয়ে ; অতঃ প্রাপ্তিঃ ভবতি নিরতিশয়শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনত্বমাস্ত্রবিজ্ঞায়া ইতি । অধীহি অধীহ ভগবঃ ! ভবতি হি কিল উপসাদ । অধীহি ভগবঃ ! ইতি মন্তঃ । সনৎকুমারঃ বোগীষকঃ ব্রহ্মর্ষিঃ উপসমবান্ । তং জ্ঞানেনোপসন্নং হোবাচ, যদ্যস্মদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎবেথ, তেন তৎপ্রাপ্ত্যসমমায়ুপসীদ—ইদমহং জানে ইতি ; ততোহহং ভবতো বিজ্ঞানাৎ তে ভূভূকীকৃত ইত্যুক্তবতি— ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—ষষ্ঠ প্রপাঠকটি বিশেষ করিয়া পঠন করিয়া তৎস্বং উপদেশ ও সৎস্বরূপ আত্মার একত্ব নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট



হইতে, কিন্তু সংপদার্থের অর্থাৎ অধস্তন বিকার-স্বরূপ তৎসমূহ তাহাতে নির্দিষ্ট হয় নাই, এ জন্ত সংপদার্থের অধস্তন নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাথমিক তৎসমূহ নির্দেশ করিয়া, তাহা দ্বারা শাখা-চন্দ্রদর্শনের ত্রায় ভূমানামক বিবিশয় অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ তৎ নির্দেশ করিব, এই অভিপ্রায়ে এই সপ্তমপ্রপাঠক আরম্ভ করিতেছেন। (চন্দ্রকে জানে না, অথচ বৃক্ষ বা তাহার শাখাকে জানে, এরূপ কোন বালককে চন্দ্র দেখাইতে হইলে প্রথমে যে বৃক্ষের শাখার মধ্য দিয়া চন্দ্র দেখা যায়, এরূপ বৃক্ষের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়, বালক সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তখন যে শাখার মধ্য দিয়া চন্দ্র দেখা যায়, সেই শাখার দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়, সেই শাখায় বালকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তাহাকে বুঝাইতে হয়, এই শাখার মধ্য দিয়া যে গোলাকার খেত উজ্জল হুটি দেখা যাইতেছে, উহারই নাম চন্দ্র। যে কোন অবিজ্ঞাত পদার্থ বুঝাইতে হইলে শুরু এইরূপ ভাবে প্রথমে নাম প্রভৃতি স্তবোধ সাধারণ পদার্থে শিষ্যের চিন্তাবেশ করাইয়া ক্রমশঃ পরমার্থ-তত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকেন; ইহাকেই শাখা-চন্দ্রদর্শন ত্রায় বলে) অথবা—সংপদার্থের অধস্তন তৎসমূহ নির্ণয় না করিয়া কেবল সংপদার্থ নির্ণীত হইলে—কাহারও মনে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, হয় তাহারও কিছু অজ্ঞাত থাকিয়া গেল, সেটুকু জানিতে পারিলে ভাল হইত, যাহাতে কাহার মনে এরূপ আশঙ্কা না হইতে পারে, এই জন্তই নাম প্রভৃতি তৎসমূহ নির্দেশ করিতেছেন। অথবা সোপান-আরোহণের ত্রায় প্রথমে স্থল বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ হৃদয়, হৃদয়তর বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়-সমূহ জ্ঞাপন করিয়া সর্বোত্তম স্বরাজ্যে অর্থাৎ স্বরাজ্যভাবে বা স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময় চৈতন্যমাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিব, এই উদ্দেশ্যেই নামাদি নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; উপরে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমে যেমন সর্বনিম্ন সোপানে পাদ-নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে একটি একটি সোপানের দ্বারা উপরে উঠিতে হয়, ভূমানামক পরমতত্ত্ব উপলব্ধ হইতে হইলেও সেইরূপ প্রথমে নিম্নতম স্থল তত্ত্ব জানিতে হয়, পরে হৃদয়, হৃদয়তর ইত্যাদি তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, ইহাই সোপানারোহণ (১) অথবা নামাদি তৎসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর বা পর পর তৎসমূহই উৎকৃষ্টতম, ভূমানামক তৎসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর বা পর পর তৎসমূহই উৎকৃষ্টতম, এ জন্তই ভূমানামক তত্ত্বের স্তুতি বা প্রশংসার নিমিত্ত নামাদি তৎসমূহের উপগ্রাস বা উপগ্রহ করা হইয়াছে। পরবিজ্ঞা অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞানের প্রশংসার নিমিত্তই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। কি প্রকার আখ্যায়িকা? না, নারদ স্বয়ং কথন, সর্বব্যাপারে কৃতকৃত্য (স্বাধীন সমস্ত কর্তব্যই শেষ হইয়াছে, কোন কর্তব্য



বাহ্যর অসম্পূর্ণ নাই ) এবং সর্ববিদ্য অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানী হইয়াও আত্মজ্ঞান অভাবে যখন শোক অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখবোধ করিতেছিলেন, তখন অন্নজান সম্পন্ন, পুণ্যানুষ্ঠানবিহীন অতএব অকৃতার্থ অর্থাৎ অসমাপ্তকর্তব্য সাধনার ব্যক্তিগণ যে সর্বদা শোকাক্ত থাকিবে, এ বিষয় বলাই বাহুল্য মাত্র। অপর একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধন বা মোক্ষপ্রদ কোন বিদ্য নাই, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত সনৎকুমার ও নারদের আধ্যাত্মিক আশ্রয় করিতেছেন; যে হেতু, সর্ববিদ্য বিজ্ঞান ও সাধনশক্তিসম্পন্ন হইয়াও যেহেতু নারদের শ্রেয়োলাভ হয় নাই, এবং যে জন্ত তিনি উত্তম বংশগোরব, বিদ্যা, চরিত্র ও সাধন-শক্তিসম্পন্ন হইয়াও তজ্জন্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সামান্ত ব্যক্তি হ্রায় শ্রেয়ঃসাধনপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তি-লাভের উপায় জানিবার নিমিত্ত সনৎকুমারে নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, অতএব একমাত্র আত্মবিদ্যাই যে আত্যন্তিক যৌন লাভের উপায়, ইহাই বলা হইল।

ভগবঃ! অর্থাৎ হে ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান, এই কথা বলিতে বলিতে দেবর্ষি নারদ যোগিশ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন “অধীহি ভগবঃ!” এই অংশটুকু উপদেশার্থী শিষ্যের গুরুসমীপ উপস্থিত হইবার মন্ত্র বা প্রার্থনাবাক্য। যথাবিধি অর্থাৎ সমিৎপাণি হইয়া ইত্যাদি যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি আছে, সেই ভাবে সমীপাগত নারদকে সনৎকুমার বলিয়া ছিলেন, আত্মতত্ত্ববিষয়ে তুমি যত দূর জান, তাহা প্রধ্যাপিত করিয়া অর্থাৎ ‘মমি এই পর্যন্ত জানি’ এই ভাবে আমাকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া আমার সমীপ উপদেশার্থী হইয়া আগমন কর। অনন্তর তুমি যাহা জান, তাহার পর হইতে তোমাকে বলিব, সনৎকুমার এইরূপ বলিলে—॥ ১ ॥

স হোবাচ, ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যৈমি, যজুর্বেদং, সামবেদং, আথর্বকং চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যম্, একায়নং, দেন-বিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং, সর্গ-দেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোহধ্যৈমি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—নারদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদ-সমূহের অর্থাৎ পঞ্চম বেদ মহাভারত সহ বেদচতুষ্টয়ের বেদ অর্থাৎ দৈবিক



প্রথম: ৭৩:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬০৫

বসুধৈব কুটুম্বম্‌ ইত্যাদি নিষ্পাদক ব্যাকরণ শাস্ত্র, পিতৃ্য অর্থাৎ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধবিষয়ক শাস্ত্র, রশ্মি অর্থাৎ গণিত শাস্ত্র, দৈব অর্থাৎ উচ্চা ধুমকেতু প্রভৃতি দৈব উৎপাত-জ্ঞাপক শাস্ত্র, নিধি অর্থাৎ ভূগর্ভে অবস্থিত রত্নাদি-জ্ঞাপক শাস্ত্র, বাকোবাক্য অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, একায়ন অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, দেববিজ্ঞা অর্থাৎ নিক্রান্ত, ব্রহ্মবিজ্ঞা অর্থাৎ শিক্ষাকলাদি বেদাঙ্গ, ভূতবিজ্ঞা, ক্ষত্রবিজ্ঞা অর্থাৎ ধর্ম্মকর্মেদ, নক্ষত্রবিজ্ঞা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিজ্ঞা অর্থাৎ গারুড়তন্ত্র বা বিষবিজ্ঞান, দেবজনবিজ্ঞা অর্থাৎ কুম্ভাদি যুগন্ধি দ্রব্য ও নৃত্যগীতাди বিজ্ঞান, এই সমস্ত বিজ্ঞা আমি অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ২ ॥

**শাক্তকল্প-ভাষ্যম্।**—স হোবাচ নারদঃ, ঋগ্বেদং ভগবঃ! অধ্যোমি স্বরাশিঃ, ‘দেব’ ইতি বিজ্ঞানস্ত স্পষ্টত্বাৎ; তথা যজুর্বেদং, সামবেদম্ আথর্কণং চতুর্থং বেদং, যেকন্ত প্রকৃতত্বাৎ ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদং, বেদানাং ভারতপঞ্চমানাং বেদ ব্যাকরণবিভাগঃ, ব্যাকরণেন হি পদাদিবিভাগশ ঋগ্বেদাদয়ো জায়ন্তে। পিতৃ্য শ্রাদ্ধকল্প, রশ্মি গণিতং, দৈবযুৎপাতজ্ঞানং, নিধি মহাকালাদিনিধিশাস্ত্রং, বাকোবাক্য তর্কশাস্ত্রং, একায়ন নীতিশাস্ত্রং, দেববিজ্ঞাং নিক্রান্তং, ব্রহ্মণ ঋগ্-যজুঃ-সামাখ্যাস্ত বিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা: শিক্ষা-কল্যাদিচিহ্নভাঃ, ভূতবিজ্ঞাং ভূততন্ত্রং, ক্ষত্রবিজ্ঞাং ধর্ম্মকর্মেদং, নক্ষত্রবিজ্ঞাং জ্যোতিষং, সর্পবেজনবিজ্ঞাং সর্পবিজ্ঞাং গারুড়ং, দেবজনবিজ্ঞাং গন্ধযুক্তি-নৃত্য-গীত-বাণ-শিল্পাদি-বিজ্ঞানি; এতং সর্বং হে ভগবঃ! অধ্যোমি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন অর্থাৎ স্বরণ করিতেছি বা অবগত আছি, এ স্থানে ‘অধ্যোমি’ অর্থে অধ্যয়ন বলা বুঝাইবে না, কিন্তু স্বরণাত্মক জ্ঞান বুঝাইবে, কারণ, সনৎকুমার প্রথমেই দেখাইছেন, ‘যাহা তুমি জান’ এ স্থানে স্পষ্টভাবে জ্ঞানের বিষয়ই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে; এবং যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্কণ, এ স্থানে বেদ শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও পূর্বে ও পরে বেদেরই উল্লেখ থাকায় আথর্কণ শব্দে অথর্কবেদই বুঝিতে হইবে, পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদসমূহের অর্থাৎ পঞ্চম বেদ ভারতকে লইয়া বেদচতুষ্টয়ের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্র, কারণ ব্যাকরণের সাহায্যেই ঋগ্বেদাদি পদবিভাগক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায়, পিতৃ্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধকল্প বা শ্রাদ্ধলোকের শ্রাদ্ধবিধি যাহা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, রশ্মি অর্থাৎ গণিতশাস্ত্র, নিধি অর্থাৎ উৎপাত-বিজ্ঞান (এই উৎপাত তিন প্রকার;—দিবা, আন্তরিক ও তমসো অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ব্যতীতও সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ দিবা উৎপাত, উপপাত, আকাশে ভীষণ শব্দ বা মেঘনির্ঘোষ আন্তরিক উৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি ভৌম উৎপাত, যে শাস্ত্র অধ্যয়নে এই সমস্ত বিষয় জানা যায়, তাহাই



দৈবশাস্ত্র, এই সমস্ত উৎপাত প্রাণিগণের বিশেষ অমঙ্গল সৃষ্ণা করে) মহাকাশ প্রভৃতি নিধিবিজ্ঞানশাস্ত্র, (নিধি শব্দে—ভূগর্ভে প্রোথিত রত্নাদিকে বুঝায়, এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তদনুসারে নিধির সন্ধান পাওয়া যায়) বাকোবাক্য অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, একায়ন অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা অর্থাৎ নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা—এই অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সামনামক বেদত্রয়বিষয়ক বিদ্যা বা জ্ঞান, এই ব্রহ্মবিদ্যা শব্দে শিক্ষা, কল্প ও ছন্দঃশাস্ত্রকে বুঝায়, ইহার। বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা বা ভূততত্ত্ব, ক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ ধনুর্বেদ বা অস্ত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা অর্থাৎ গারুড়তন্ত্র বা বিষবিজ্ঞান বা বিষচিকিৎসা, দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ গন্ধবুত্তি অর্থাৎ কুসুমাদিযোগে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতপ্রণালী ও নৃত্য, গীত, বাদ্য ও শিল্পবিজ্ঞান, হে ভগবন্! আমি এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি ও অবগত আছি ॥ ২ ॥

সোহহং ভগবঃ! মন্ত্রবিদেবাস্মি, নাস্ত্রবিং, শ্রুতং যেন মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ “তরতি শোকমাস্ত্রবিং” ইতি; সোহহং ভগবঃ! শোচামি, তং মা ভগবাস্ত্রোকস্য পারং তারয়স্বিতি। তং হোবাচ, যদ্বৈ কিংকৈতদধ্যগীষ্ঠা নার্মৈবেতৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—হে ভগবন্! সেই আমি কেবলমাত্র মন্ত্রবেত্তাই হইয়াছি কিন্তু আত্মজ্ঞ হইতে পারি নাই। আপনাদিগের ত্রায় মহাআগণের নিকট ভূমিগি যে, ‘আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোককে অতিক্রম করিতে পারেন,’ অর্থাৎ শোকে অভিব্যক্ত হন না। হে ভগবন্! সেই আমি শোকাক্ত হইতেছি অর্থাৎ দুঃখভোগ করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন। সনৎ কুমার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়াছ, তাহা নামমাত্রই অর্থাৎ বিকারাত্মক নামমাত্র ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সোহহং ভগবঃ! এতৎ সর্বং জ্ঞানমপি মন্ত্রবিদেবাসি শব্দার্থমাত্রবিজ্ঞানবান্বেশ্যার্থঃ। সর্বো হি শব্দোহভিধানমাত্রম্, অভিধান চ সর্ব মন্ত্ৰেষু স্তম্ভবতি। মন্ত্রবিদেবাস্মি—মন্ত্রবিং কশ্মবিদিত্যর্থঃ। “মন্ত্ৰেবু কশ্মানি” ইতি হি বাক্যটি; ন আস্ত্রবিং ন আস্ত্রানং বেদমি। নহু আস্ত্রাহপি মন্ত্ৰেঃ প্রকাশ্যতে এবেতি কথং যানি নাস্ত্রবিং? ন, অভিধানাভিধেয়ভেদস্য বিকারত্বাৎ; ন চ বিকার আস্ত্রব্যতে। ন আস্ত্রাহপি আস্ত্রশব্দেনাভিধীয়তে? ন, “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” “যজ্ঞ নাক্ষং পূজতি” ইত্যাদিশ্রুতঃ। কথং তর্হি “আস্ত্রৈবাস্ত্রাং” “স আস্ত্রা” ইত্যাদিশব্দা আস্ত্রান প্রত্যয়স্বস্তি? নৈব দোষঃ; দেহবতি প্রত্যগাত্মনি ভেদবিষয়ে প্রযুক্ত্যমানঃ সর্বদেহাদীনামাত্মদে প্রত্যখ্যায়মানে যৎ পরিশিষ্টং সদবাস্ত্রমপি প্রত্যায়স্বস্তি, য



প্রথমঃ খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬০৭

রাষ্ট্রিকার্য্য দৃশ্যমানায়াং সেনায়াং ছত্র-ধ্বজ-পতাকাদিব্যবহিতেহৃদৃশ্যমানেহপি রাজনি  
 'যে রাজা দৃশ্যতে' ইতি ভবতি শব্দপ্রয়োগঃ, তত্র "কোহসৌ রাজা?" ইতি রাজ-  
 নিবনিক্শপণায়াং দৃশ্যমানেতরপ্রত্যখ্যানেনহৃদৃশ্যমানেহপি রাজনি রাজপ্রতীতির্ভবেৎ,  
 নন; তস্যাং সোহহং মন্ত্রবিৎ কৰ্ম্মবিদেবাশ্মি; কৰ্ম্ম কার্য্যঞ্চ সৰ্ব্বং বিকারঃ, ইতি বিকারজ  
 এষ্মি, নাশ্রবিৎ ন আশ্রপ্রকৃতিস্বরূপজ ইত্যর্থঃ। অত এবোক্তম্ "আচার্য্যবান্ পুরুষো  
 মে" ইতি, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্য। শ্রুতমাগমজ্ঞানমন্ত্যেব হি  
 যস্য মে মম ভগবদ্বশেভ্যো বৃহ্মৎসদৃশেভ্যঃ তরতি অতিক্রামতি শোকঃ মনস্তাপম্  
 কৃতার্থবুদ্ধিতামান্নবিদিতি; অতঃ সোহহমনান্নবিদ্যাং হে ভগবঃ! শোচামি অকৃতার্থবুদ্ধ্যা  
 যজ্ঞা সৰ্ব্বদা; তং মা মাং শোকস্ত শোকসাগরস্ত পারম্ অস্তং ভগবান্ তারয়তু  
 দ্বাক্ষজানোড়ুপেন কৃতার্থবুদ্ধিপাদয়তু অভয়ং গময়তু ইত্যর্থঃ। তমেবমুক্তবস্ত  
 যোষা, যদৈ কিঞ্চিৎতদধ্যাগীঠাঃ অধীতবানসি, অধ্যয়নেন তদর্থজ্ঞানমুপ-  
 লবত, জ্ঞাতবানসীত্যেতৎ; নার্মেবৈতৎ "বাচারন্তং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি  
 বক্তে। ৩।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—হে ভগবন্! সেই আমি এই সমস্ত  
 শব্দ অবগত থাকিলেও কেবলমাত্র মন্ত্রবিৎ অর্থাৎ শব্দের অর্থমাত্রেই জ্ঞানলাভ  
 করিতে পারিয়াছি; সমস্ত শব্দই অভিধান বা নামমাত্র, সমস্ত অভিধান বা নামই  
 যত্ন অকৃত, (ভাবার্থ এই যে—অভিধান বা নামমাত্রই মন্ত্র বলিয়া পরিগণিত  
 হইতে পারে, বাহার যে নাম প্রসিদ্ধ, সেই নামই তাহার একটি মন্ত্র। ঋষিগণও  
 বলিয়াছেন—“স্বনাম সৰ্ব্বসংস্থানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে” অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই নিজ  
 নিজ নাম মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, এই জন্তই ভাষ্যকার নামমাত্রকেই  
 যত্ন অকৃত বলিয়াছেন) অতএব আমি কেবল মন্ত্রবিৎই অর্থাৎ কৰ্ম্মবিষয়েই  
 অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, যে হেতু, পরে বলা হইবে, ‘কৰ্ম্মসমূহ মন্ত্রেই অবস্থিত’,  
 কি আমি আপ্নাকে জানিতে পারি নাই। আচ্ছা, আপ্নাও ত মন্ত্র দ্বারাই  
 প্রকাশিত হন, তবে মন্ত্রবিৎ হইলে আপ্নাবিৎ হইবে না কেন? ইহার উত্তরে  
 বলিতেছেন, না, অভিধান-অভিধেয়ভাব বা বাচ্য-বাচকভাবও বিকারাত্মক,  
 কি আপ্নাকে কেহই বিকার পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। আচ্ছা, আপ্নাও  
 ত আত্মশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা  
 হয় না, কারণ, শ্রুতি আছে—“বাক্যসমূহ বাহ্য হইতে নিবৃত্ত হয়” অর্থাৎ বাক্য  
 দ্বারা বাহ্যকে প্রকাশ করা যায় না, “যে স্থানে অস্ত্র কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়  
 না” ইত্যাদি। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে “আপ্নাই অধোদেশে”  
 “তাহাই আপ্না” ইত্যাদি শব্দসমূহ কিরূপে আপ্নাকে অবগত করায়? ইহার  
 উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহাতেও কোন দোষ হয় না, কেন না, শব্দ অর্থাৎ



আত্মশব্দটি ভেদবুদ্ধির বিষয়ীভূত দেহবিশিষ্ট জীবাাত্মাতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিং  
 দেহাদির আত্ম প্রত্যাখ্যাত হইলে যাহা অবশিষ্ট অর্থাৎ অপ্রত্যাখ্যাত বা অনিবি  
 থাকে, তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ বাক্যের অগোচর হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া  
 অবগত করায়। রাজা কর্তৃক পরিচালিত সৈন্তগণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হইলেও ছত্র  
 ধ্বজা ও পতাকা ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহৃত থাকায় রাজাকে কেহ দেখিতে না  
 পাইলেও লোকে যেমন 'এই রাজা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ  
 হয়, সে স্থলে কেহ যদি রাজাকে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছায় বলে 'ইহার মধ্যে  
 কে রাজা?' তাহা হইলে দৃশ্যমান ব্যক্তিসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিলে অদৃশ্যমান  
 ব্যক্তিটিকেই রাজা বলিয়া ধারণা হয়, অর্থাৎ যাহাদিগকে দেখা যাইতেছে,  
 ইহাদের মধ্যে রাজা নাই, এই ভাবে দৃশ্যমান ব্যক্তিসমূহবিষয়ে রাজবৃত্তি নিবারণ  
 হইলে সৈন্তসমূহের অন্তরালে অবস্থিত অদৃশ্য ব্যক্তিটিকেই রাজা বলিয়া  
 মনে করা যায়, এ স্থানেও সেইরূপ জানিবে। সুতরাং আমি কেবল নর্যের  
 অর্থাৎ কর্মবিষয়েই অভিজ্ঞ, কর্মফলমাত্রই বিকার, কেন না, যাহা সত্য, তাহা  
 নশ্বর অতএব মিথ্যা, এ অবস্থায় আমি কেবল বিকার-বিষয়েই অভিজ্ঞ না  
 করিয়াছি, কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বরূপবিষয়ে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। এই  
 জ্ঞত্বই শ্রুতি বলিয়াছেন, "আচার্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তিই জানিতে পারেন" "বাক্যস্ব  
 যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়" ইত্যাদি আমার শ্রুত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশনির  
 জ্ঞান আছে, অর্থাৎ 'ভগবদ্বশেষ্যঃ' অর্থাৎ আপনাদিগের ত্রায় মহাত্মার নিকট  
 হইতে আমার শোনা আছে যে, "আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক অর্থাৎ মনস্তাপ ব  
 অকৃতার্থতা বুদ্ধি হইতে ( আমি এই কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিলাম না  
 বলিয়া মনঃক্লেশ ) উত্তীর্ণ হইতে পারেন" কোনরূপ শোক-দুঃখ দূর  
 ব্যক্তিকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না। অতএব হে ভগবন্! সেই আমি  
 অর্থাৎ যে আমি অত্র সমস্ত শাস্ত্র জানি, সেই আমি আত্মজ্ঞানে  
 অভাবে শোকগ্রস্ত হইতেছি, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভে অকৃতার্থতাবশতঃ নর্যের  
 মনস্তাপ ভোগ করিতেছি, ঈদৃশ শোকগ্রস্ত আমাকে আপনি শোকসাগরের গর্ভে  
 উত্তীর্ণ করুন, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে আমি বাহাতে কৃতার্থতা লাভ  
 করিতে পারি, এরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করুন, অর্থাৎ আমাকে অভয় ( বুদ্ধি ) প্রদ  
 করান। নারদ এইরূপ বলিলে সনৎকুমার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি এই  
 সমস্ত যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ—এ স্থানে অধ্যয়নশব্দে অধীত বিষয়ের অর্থ  
 বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যাহা কিছু অবগত হইয়াছ, এ সমস্তই নামমাত্র; কারণ  
 শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিকার বা সৃষ্ট পদার্থমাত্রই বাক্য দ্বারা আরও নাম বাচ্য



প্রথমঃ ৭৩ঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৯

কর কিছুই নহে। (ভাব এই যে—নাম বলিলে সাধারণতঃ ‘শব্দ’ এই অর্থই বুঝা, কিন্তু এ স্থানে সে অর্থ বুঝাইবে না; এ স্থানে পূর্বে যে বলা হইয়াছে, ‘সাকারভূতং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্’ বিকারমাত্রই বাক্যাব্রহ্মের বাক্য দ্বারা প্রকাশোপযোগী নামমাত্র, যুক্তিকাই একমাত্র সত্য, এই ক্রতুস্বারে মিথ্যা বিকারাত্মক এই অর্থই বুঝিতে হইবে, ততএব এ স্থানে ‘নামৈব’ এই ‘এব’ শব্দ দ্বারা ঋগ্বেদাদি বিজ্ঞা ও বিজ্ঞাকল সমুদয়ে বিনশ্বর অনিত্য পদার্থ বুঝিতে হইবে, এই সমস্ত বিজ্ঞা ও সাকার ফলের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াই নারদের মন শোকবিক্ষুব্ধ হইয়াছিল) ॥ ৩ ॥

নাম বা ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, আথর্বণশ্চতুর্থঃ, ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ, বেদানাং বেদঃ, পিতৃ্যঃ, রাশিঃ, দৈবঃ, নিধিঃ, বাকোবাক্যম্, একায়নং, দেববিজ্ঞা, ব্রহ্মবিজ্ঞা, ভূত-বিজ্ঞা, ক্ষত্রবিজ্ঞা, নক্ষত্রবিজ্ঞা, সর্প-দেবজনবিজ্ঞা নামৈবৈতৎ, নামোপাস্ত্বৈতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্বণ বেদ, পঞ্চম যে ইতিহাস পুরাণ, বেদসমূহের বেদ ব্যাকরণ, পিতৃ্য, রাশি (গণিত), দৈব (উপাত্তবিজ্ঞান), নিধিবিজ্ঞান, বাকোবাক্য (শ্রায়), একায়ন (নৈতিশাস্ত্র), দেববিজ্ঞা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিজ্ঞা (শিক্ষা কল্প ছন্দঃ প্রভৃতি বেদাদি), ভূতবিজ্ঞা, ক্ষত্র-বিজ্ঞা (যজুর্বেদ), নক্ষত্রবিজ্ঞা (জ্যোতিষ), সর্পবিজ্ঞা (বিষবিজ্ঞান) দেবজনবিজ্ঞা (মুখস্থি জ্যো বিজ্ঞান ও নৃত্যগীতাদি বিজ্ঞান), এই সমস্তই নাম অর্থাৎ নামস্বরূপ, নামের উপাসনা কর, অর্থাৎ প্রতিমাকে যেমন বিষ্ণুজ্ঞানে উপাসনা করা যায়, সেইরূপ নামকেই ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া উপাসনা কর ॥ ৪ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—নাম বৈ ঋগ্বেদো যজুর্বেদ ইত্যাদি। নামৈবৈতৎ, নামোপাস্ত্বৈতি ব্রহ্মবুদ্ধ্যা, যথা প্রতিমাং বিষ্ণুবুদ্ধ্যা উপাস্তে, তৎ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই ঋগ্বেদ যজুর্বেদ প্রভৃতি সমস্তই নামই। প্রতিমাকে যেমন বিষ্ণুজ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সেইরূপ এই সমস্ত নামকেও ব্রহ্ম এই জ্ঞান করিয়া উপাসনা কর ॥ ৪ ॥



স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবন্নান্নো গতং, তত্রাণ  
যথাকামচারো ভবতি, যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে । অস্তি ভগবো  
নান্নো ভূয় ইতি ? নান্নো বাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্  
ব্রবীষিতি ॥ ৫ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি নামকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে,  
যে পর্য্যন্ত নামের গতি অর্থাৎ বাহ্য কিছু শব্দগম্য, তাহাতেই এই উপাসকের  
কামচার অর্থাৎ যথেষ্ট অধিকার থাকে, যে ব্যক্তি নামকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা  
করে । নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! নাম হইতে অধিক  
কিছু আছে কি ? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, নাম হইতেও অধিক আছে নৈব ।  
নারদ বলিয়াছিলেন, পূজনীয় আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ৫ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে প্রথমখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তভাষ্যম্**—স বস্তু নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, তন্ত যৎ ফলং ভবতি, তৎ  
যাবন্নান্নো গতং নান্নো গোচরং, তত্র তস্মিন্নামবিষয়ে অস্ত যথাকামচারঃ কামচরঃ  
ইব স্ববিষয়ে ভবতি । যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যুপসংহারঃ । কিমস্তি ভগবো নান্নো  
ভূয়ঃ ? অধিকতরম্ ? যৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যৈর্মত্ৰাদিত্যভিপ্রায়ঃ । সনৎকুমার আহ, নান্নো বা  
ভূয়োহস্ত্যেব, ইত্যুক্ত আহ, যতস্তি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীষিতি ॥ ৫ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি নামকেই ব্রহ্ম এই মনে  
করিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তি যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর—যে পর্য্যন্ত  
নামের গতি অর্থাৎ নামের গোচার অর্থাৎ যে যে বিষয়ে নাম প্রযুক্ত হইতে পারে,  
রাজার যেমন নিজরাজ্যে যথেষ্ট অধিকার থাকে, সেই উপাসকেরও নামকরণ  
সেইরূপ যথেষ্ট অধিকার থাকে । যে ব্যক্তি নামকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা  
করে, পুনরুক্ত এই বাক্যটি উক্ত বাক্যের উপসংহারস্বরূপ । নারদ জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! নাম অপেক্ষাও ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিকতর আর কিছু কি  
আছে, যে বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান করা যাইতে পারে ? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, নাম  
হইতেও অধিকতর বস্তু নিশ্চয়ই আছে । সনৎকুমার এইরূপ বলিলে, নাম  
বলিয়াছিলেন, যদি থাকে, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ৫ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে প্রথমখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

বাখ্যাব নাম্নো ভূয়সী, বাখ্য ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি, যজুর্বেদং,  
সামবেদম্, আথর্ববগং চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং  
বেদং, পিত্র্যং, রাশিঃ, দৈবং, নিধিঃ, বাকোবাক্যম্, একায়নং,  
দেববিজ্ঞাং, ব্রহ্মবিজ্ঞাং, ভূতবিজ্ঞাং, ক্ষত্রবিজ্ঞাং, নক্ষত্রবিজ্ঞাং,  
সর্পদেবজনবিজ্ঞাং, দিবঞ্চ, পৃথিবীঞ্চ, বায়ুঞ্চ, আকাশঞ্চ, আপশ্চ,  
তেজশ্চ, দেবাশ্চ, মনুষ্যাশ্চ, পশুশ্চ, বয়াংসি চ, ভূণ-  
বনস্পতীন, স্থাপদানি, আকোটপতঙ্গপিপীলকং, ধর্ম্মঞ্চ, অধর্ম্মঞ্চ,  
সত্যঞ্চ, অনৃতঞ্চ, সাধু চ, অসাধু চ, হৃদয়জ্ঞঞ্চ, অহৃদয়জ্ঞঞ্চ, যদৈ  
বাঙ্ণাভবিষ্যৎ, ন ধর্ম্মো নাধর্ম্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ, ন সত্যং,  
নানৃত্যং, ন সাধু, নাসাধু, ন হৃদয়জ্ঞঃ, নাহৃদয়জ্ঞঃ, বাগেবৈতৎ  
সর্বং বিজ্ঞাপয়তি ; বাচমুপাস্মেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—বাগিজিয়ই নাম অপেক্ষাও অধিক বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে,  
বাক্য, বাগিজিয়ই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ববগ বা অথর্ববেদ,  
পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদসমূহের বেদ ব্যাকরণ, পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি,  
বাকোবাক্য, একায়ন, দেববিজ্ঞা, ব্রহ্মবিজ্ঞা, ভূতবিজ্ঞা, ক্ষত্রবিজ্ঞা, নক্ষত্রবিজ্ঞা, সর্প-  
বিজ্ঞা, দেবজনবিজ্ঞা, হ্যালোক, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, জলসমূহ, তেজ, দেবতা,  
বন্য, পশু, পক্ষী, ভূণ, বনস্পতি (বৃহৎ বৃক্ষ), স্থাপদ (হিংস প্রাণী), এবং কীট,  
পতঙ্গ, পিপীলিকা অবধি ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত পদার্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সাধু,  
অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অর্থাৎ মনোরম, অহৃদয়জ্ঞ অর্থাৎ অমনোরম বা কুৎসিত  
ইত্যাদিকে বিজ্ঞাপিত করে। যদি বাক্ অর্থাৎ বাগিজিয় না থাকিত,  
তাহা হইলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য, সাধু, অসাধু, হৃদয়জ্ঞ, অহৃদয়জ্ঞ  
কেই নিজেই জানাইতে পারিত না এবং কিছুই থাকিতও না, বাগিজিয়ই  
ই সমস্ত জানাইয়া দেয় ; অতএব বাগিজিয়কেই ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া উপাসনা  
কর। ১ ॥



**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—বাগাব বাগিতি ইন্দ্রিয় জিহ্বামূলাদিষষ্ঠম স্থানেস্থিতি  
বর্ণনামভিবাঞ্ছকম্। বর্ণাশ্চ নামেতি নাম্নো বাক্ ভূয়সীত্যাচ্যভে। কার্যাদি কার্যং ভূয়  
সৃষ্টং লোকে, যথা পুত্রাং পিতা, তদ্বৎ। কথং চ বাক্ নাম্নো ভূয়সী? ইত্যাহ, বাক্ বৈ ধাতু  
বিজ্ঞাপয়তি—অয়ম্ স্বধেদ ইতি; তথা যজুর্বেদমিত্যাদি সমানম্। হৃদয়জ্ঞ হৃদয়জ্ঞ  
তদ্বিপরীতমহদয়জ্ঞম্। যৎ যদি বাক্ নাভবিষ্যৎ ধর্মাদি ন ব্যজ্ঞাপবিষ্যৎ, বাদ্য  
অধ্যয়নাভাবঃ, অধ্যয়নাভাবে তদর্থশ্রবণাভাবঃ, তচ্ছ্রবণাভাবে ধর্মাদি ন ব্যজ্ঞাপবিষ্যৎ  
বিজ্ঞাতমভবিষ্যদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ বাগেবৈতচ্ছ্রবণোচ্চারণেন সর্বং বিজ্ঞাপয়তি, অতো ব্রূ  
বাক্ নাম্নঃ; তস্মাৎ বাচ ব্রহ্মেত্যুপাসৃষ। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—বাগ্ বাব অর্থাৎ বাক্ বা বাগিতি  
জিহ্বামূল প্রভৃতি আটটি স্থানে অবস্থিত হইয়া বর্ণসমূহের অভিবাঞ্ছক হইত  
থাকে, অর্থাৎ বর্ণসমূহকে প্রকাশ করে, (“অষ্টৌ স্থানানি বর্ণনাময়ঃ ক  
শিরন্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠঞ্চ তালুকা।” বক্ষঃ, ক  
মস্তক, জিহ্বামূল, দন্তসমূহ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালুদেশ এই আটটি স্থান  
বর্ণসমূহের অভিবাঞ্ছক, এই আটটি স্থানে অবস্থিত হইয়াই বাগিতি ক  
সমূহকে প্রকাশ করে, যেমন—উরস্ত, কণ্ঠ্যবর্ণ, মূর্দ্ধস্তবর্ণ, জিহ্বামূলীয়, ইত্য  
নাসিক্য অর্থাৎ অনুনাসিক, ওষ্ঠা, তালব্য) বর্ণসমূহই নাম, এই জন্যই নাম  
অপেক্ষাও বাক্কে ভূয়সী বা শ্রেষ্ঠা বলা হইয়া থাকে। এই জগতে কতি  
আপেক্ষা কারণেরই ভূয়স্ত্ব বা প্রাধান্য দেখা যায়, যেমন পুত্র অপেক্ষা পিতা, ইহাও  
ইহাও সেইরূপ জানিবে। নাম অপেক্ষা বাগিতির শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য কিরূপে  
হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বাগিতিই ঋগ্বেদকে জানাইয়া দেয়  
যে, ইহাই ঋগ্বেদ। এইরূপ যজুর্বেদ ইত্যাদিকেও জানাইয়া দেয় ইত্যাদি  
ব্যাখ্যা পূর্বেরই আশ্রয়। হৃদয়জ্ঞ অর্থাৎ হৃদয়ের প্রিয় বা প্রীতিজনক, অজ্ঞ  
তাহার বিপরীত অর্থাৎ হৃদয়ের অপ্রীতিকর। যৎ অর্থাৎ যদি বাক্ না থাকিত  
তাহা হইলে ধর্মাদি বিজ্ঞাপিত হইতে পারিত না, অর্থাৎ বাগিতি না থাকিলে  
কেহ অধ্যয়ন করিতে পারিত না, অধ্যয়ন করিতে না পারিলে শাস্ত্রের অর্থ ব্রণ  
করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে পারে না, শ্রবণ করিত  
না পাইলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম ইত্যাদি জানাইতে অর্থাৎ উপদেশ দিতে পারা যায় না  
উপদেশাভাবে কেহ তাহা জানিতেও পারে না, অতএব বাগিতিই শব্দোচ্চারণ  
দ্বারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জানাইয়া দেয়, আর তাহা হইলেই নাম  
হইতে বাক্ই প্রধান বা শ্রেষ্ঠ, এ জন্ত বাগিতিইকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা  
কর ॥ ১ ॥



দ্বিতীয় খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬১৩

স যো বাচং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে, যাবদ্বাচো গতং, তত্রাস্ত যথা  
কামচারো ভবতি, যো বাচং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে । অস্তি ভগবো  
বাচো ভূয় ইতি ? বাচো বাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্  
ব্রবীষিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—যে কোন ব্যক্তি বাগিদ্রিয়কে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা  
করে, যে পর্য্যন্ত বাগিদ্রিয়ের গতি বা অধিকার অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যতদূর প্রকাশ  
করা হইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত এই উপাসকের যথেষ্ট অধিকার থাকে, যে  
ব্যক্তি বাক্যকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে । নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,  
হে ভগবন্! বাগিদ্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ? সনৎকুমার বলিয়া-  
ছিলেন, বাগিদ্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে বৈ কি । নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্  
অগনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাকরভাষ্যম্ ।—সমানমন্তঃ । ২ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ । ২ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—প্রথম খণ্ডের পঞ্চম মন্ত্বে যে ব্যাখ্যা  
করা হইয়াছে, ইহার ব্যাখ্যাও সেইরূপই জানিবে ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

মনো বাব বাচো ভূয়ঃ, যথা বৈ হে বাহুহমলকে যে বা  
কোলে দ্বৌ বাহুর্কৌ মুষ্টিরনুভবতি, এবং বাচঞ্চ নাম চ মনো-  
হনুভবতি, স যদা মনসা মনশ্চতি মন্ত্রানধীয়ায়েত্যধীয়ে,  
কর্মাণি কুব্বীয়েত্যথ কুরুতে, পুত্রাংশ্চ পশুপশ্চেক্ষে-  
ত্যেচ্ছতে, ইমঞ্চ লোকমমুক্ষেচ্ছয়েত্যেচ্ছতে, মনো হ্যাহা,  
মনো হি লোকঃ, মনো হি ব্রহ্ম, মন উপাস্ম্যেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—বাগিত্ত্বয় অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ। হস্তের মুষ্টি যেমন দুই  
আমলকী, অথবা দুইটি কুল, অথবা দুইটি বহেড়াকে অনুভব করিতে অর্থাৎ  
ধারণ করিতে পারে, অর্থাৎ একটি মুষ্টির মধ্যে যেমন দুইটি ফল থাকিতে পারে,  
তেমনই মন অর্থাৎ অন্তঃকরণও বাক্ ও নাম অর্থাৎ শব্দকে অনুভব করিতে  
পারে, অর্থাৎ একই সময়ে ঐ দুইটি একই অন্তঃকরণে স্থান পাইতে পারে। যে  
ব্যক্তি যখন মনের দ্বারা মনন অর্থাৎ ইচ্ছা করে যে, আমি মন্ত্র অধ্যয়ন করি,  
তখনই সে অধ্যয়ন বা উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন কেহ মনে করে, আমি  
কর্ম করিব, এইরূপ মনে করার পরেই সে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন কে  
মনে করে, আমি পুত্রসমূহ ও পশুসমূহ ইচ্ছা করি অর্থাৎ পাইতে ইচ্ছা করি,  
তাহার পরই সে উহা লাভ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন কোন ব্যক্তি ইহলোক ও  
পরলোক লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পরই সে ঐ লোকদ্বয় পাইবার চেষ্টা  
করে। মনই আত্মা, অর্থাৎ আত্মার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বসিদ্ধি মনের সাহায্যেই সম্ভব  
হয়, মনই লোক অর্থাৎ মনের সাহায্যেই স্বর্গাদিপ্রাপ্তির জন্ত চেষ্টা সম্পন্ন হয়, মনই  
ব্রহ্ম, অতএব মনকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া উপাসনা কর ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—মনো মনস্তনবিশিষ্টমন্তঃকরণং বাচো ভূয়ঃ। তদ-  
মনস্তনব্যাপারবৎ বাচ বস্তুব্যে প্রেরয়তি, তেন বাক্ মনস্তত্ত্বভবতি। যচ্চ বস্তুতত্ত্বভবতি,  
তৎ তত্ত্ব ব্যাপকত্বাৎ ততো ভূয়ো ভবতি, যথা বৈ লোকে যে বা আমলকে কলনে বা  
কোলে বদরফলে দ্বৌ বা অর্কৌ বিভীতকফলে মুষ্টিরনুভবতি মুষ্টিস্তে ফলে ব্যাঘ্রোতি, মুষ্টি  
হি তেহস্তত্ত্বভবতঃ, এবং বাচঞ্চ নাম চ আমলকাদিবৎ মনোহনুভবতি। স বা পুত্রা-  
বস্তুন্ কালে মনসা অন্তঃকরণেন মনশ্চতি, মনস্তনং বিবক্ষাবুদ্ধিঃ; কথং? মন



তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬১৫

বীর্য উচ্চারণেরমিত্যেবং বিবক্ষাং কৃৎবা অথ অধীতে, তথা কৰ্ম্মাণি কুর্ন্যেতি  
 ত্রিবিধকৃৎবা অথ কুরুতে, পুত্রাংশ পশুংশ ইচ্ছেয়েতি প্রাপ্তীছাং কৃৎবা  
 তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন অথ ইচ্ছতে, পুত্রাদীন্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা ইমঞ্চ লোকম্  
 যদুপায়েন ইচ্ছেয়মিতি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন অথ ইচ্ছতে প্রাপ্নোতি। মনো হি  
 দ্বারা; আত্মনঃ কর্ত্ত্বং ভোক্তৃৎ সতি মনসি নান্থথেনি মনো হি আত্মা ইত্যুচ্যতে।  
 মনো হি লোকঃ, সত্যেব হি মনসি লোকো ভবতি, তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানঞ্চ ইতি মনো হি  
 লোকো বস্মাং তস্মাৎ মনো! হি ব্রহ্ম। যত এবং, তস্মাৎ মন উপাসস্বেতি। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—মন অর্থাৎ মনস্তনুবিশিষ্ট বা মনন-  
 ব্যাপারবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বাগিল্লিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যে হেতু, মননব্যাপারবিশিষ্ট  
 সেই অন্তঃকরণই বাগিল্লিয়কে বক্তব্যবিষয়ে প্ররোচিত করে, এবং সেই জন্তই  
 বাগিল্লিয় মনের অন্তর্ভূত বা অধীন হয়। যে বস্তু বাহ্যর অন্তর্ভূত হয়, ব্যাপক-  
 শব্দে সেই বস্তুটি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়; যেমন লোকে দেখা যায়,  
 দুইটি আমলকীফলই হউক, বা দুইটি কোল অর্থাৎ বদরীফলই (কুল) হউক,  
 বা দুইটি অক্ষ অর্থাৎ বহেড়াফলই হউক, এই সমস্ত ফলকে একটি মুষ্টি অন্তর্ভব  
 করিতে পারে, অর্থাৎ মুষ্টিমধ্যেই ইহাদের মধ্যে যে কোন দুইটিকে ধারণ  
 করিতে পারে, অর্থাৎ মুষ্টি দুইটি ফলের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার  
 মূর্ধ অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, এইরূপ আমলকী প্রভৃতির দ্বারা একমাত্র মন  
 অর্থাৎ অন্তঃকরণও বাগিল্লিয় ও নামকে অন্তর্ভব করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাগিল্লিয়  
 ও নাম উভয়ই মনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সেই পুরুষ যে সময়ে মন বা  
 অন্তঃকরণ দ্বারা মনস্যান অর্থাৎ কিছু বলিবার ইচ্ছা করে, কিরূপ? না,  
 আমি যজ্ঞসমূহ অধ্যয়ন বা উচ্চারণ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তাহার পর  
 উচ্চারণ করে; এইরূপ কৰ্ম্মসমূহ করিব, এইরূপ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার  
 পর কৰ্ম্ম করে, পুত্রসমূহ ও পশুসমূহ ইচ্ছা করিব, এইরূপ পাইবার ইচ্ছা করিয়া  
 অনন্তর তাহা পাইবার উপায় অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রসমূহ ও পশুসমূহ প্রাপ্ত হয়।  
 এইরূপ আমি এই উপায় অবলম্বনে ইহলোক ও পরলোক লাভ করিব, এইরূপ  
 ইচ্ছা করে, অনন্তর তাহা পাইবার উপায় অনুষ্ঠান দ্বারা ইহলোক ও পরলোক  
 প্রাপ্ত হয়। মনই আত্মা, কারণ, মনের সত্তাতেই আত্মার কর্ত্ত্ব ভোক্তৃৎ সিদ্ধ  
 হয়, মনের অভাবে তাহা হইতে পারে না, অর্থাৎ আত্মার ত কোন ইচ্ছাই নাই,  
 আমি পূর্বকাম, মন যদি মনে করে, আমি এই সমস্তের কর্ত্তা, আমিই এই সমস্তের  
 সাক্ষী, তাহা হইলেই আত্মার কর্ত্ত্ব ভোক্তৃৎ সম্পন্ন হয়, নচেৎ হয় না, এই জন্তই  
 মনই আত্মা বলা হইয়াছে। মনই লোক, যে হেতু, মনের সত্তাতেই ইহলোক



বা পরলোকে সুখানুভব করিবার ইচ্ছা সজ্জাত হয় এবং তাহার ফলে ঐ লোক-প্রাপ্তির উপায় অনুষ্ঠান করে ও ঐ লোকস্থায় প্রাপ্ত হয়। যে হেতু মনই যোগ, অতএব মনই ব্রহ্ম। যে হেতু মনই ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব মনকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবন্মনসো গতং, তত্রাস্ত বন্ধ-কামচারো ভবতি, যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি ? মনসো বাব ভূয়োহস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীষিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি মনকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত মনের গতি বা অধিকার, অর্থাৎ মন যতদূর ধারণা বা চিন্তা করিতে পারে, তাহাতে এই মনের যথেষ্ট অধিকার থাকে, যে ব্যক্তি মনকে তা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবান্! মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্! আপনি আমাকে তা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—স যো মন ইত্যাদি সমানম্ ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি মনকে ইত্যাদি ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ত্রায় ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্থঃ খণ্ডঃ

সঙ্কল্পে বাব মনসো ভূয়ান্, যদা বৈ সঙ্কল্পয়তে, অথ  
মনস্ততি, অথ বাচমীরয়তি, তামু নান্নীরয়তি, নান্নি মন্ত্রা একং  
ভবন্তি, মন্ত্ৰেষু কর্ম্মাণি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—মন অপেক্ষা সঙ্কল্পই শ্রেষ্ঠ, মনুবাগণ যে সময়ে সঙ্কল্প করে,  
মনস্তর মনস্তন অর্থাৎ ইচ্ছা করে, অনস্তর বাগিল্লিয়কে প্রেরণ করে অর্থাৎ  
মুখোচ্চারণ বিষয়ে প্রবৃত্তি দেয় অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণ করিয়া সেই ইচ্ছাকে প্রকাশ  
করে। সেই বাগিল্লিয়কে নামে প্রেরণ করে অর্থাৎ শব্দের সহিত সংযোজিত করে  
বা কথা বলায়; মন্ত্রসমূহ নামে একীভূত হয় এবং কর্ম্মসমূহ মন্ত্ৰে একীভূত  
হয়। ১।

**শাকরভাষ্যম্।**—সঙ্কল্পে বাব মনসো ভূয়ান্। সঙ্কলোহপি মনস্তনবদন্তঃ-  
বদন্তিঃ কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়বিভাগেন সমর্থনম্। বিভাগেন হি সমর্থিতে বিষয়ে চিকীর্ষা-  
বুদ্ধিরনস্তনস্তরং ভবতি। কথম্? যদা বৈ সঙ্কল্পয়তে কর্তব্যাদিবিষয়ান্ বিভজ্যতে, ইদং  
কর্তৃঃ কৃত্বম্, ইদং কর্তু মনুস্তমিতি, অথ মনস্ততি মন্ত্রানধীরীয়েত্যাদি। অথানস্তরং বাচ-  
মীরয়তি মন্ত্রাচ্চ্যুতারণে। তাক বাচম্ উ নান্নি নামোচ্চারণনিমিত্তং বিবক্ষ্য কৃৎস্না ইরয়তি।  
যদি নামসামান্ত্রে মন্ত্রাঃ শব্দবিশেষাঃ সন্ত একং ভবন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। সামান্ত্রে  
হি বিশেষোহন্তর্ভবতি। মন্ত্ৰেষু কর্ম্মাণ্যেকং ভবন্তি, মন্ত্রপ্রকাশিতানি কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে,  
নামকর্ম্মন্তি কর্ম্ম। যচ্চি মন্ত্রপ্রকাশনে লক্ষসত্তাকং সৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণেনেদং কর্তব্যমস্মৈ  
কথ্যেতি বিধীয়তে, যাহপ্যুৎপত্তিব্রাহ্মণেষু কর্ম্মণাং দৃশ্যতে, সাহপি মন্ত্ৰেষু লক্ষসত্তাকানামেব  
কর্ম্মাণাং পশীকরণম্। ন হি মন্ত্রাপ্রকাশিতং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণে উৎপন্নং দৃশ্যতে।  
যদিবিত্তং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধং লোকে। ত্রয়ীশব্দশ্চ স্বর্গ-বজ্রঃ-সামসমাখ্যঃ। “মন্ত্ৰেষু কর্ম্মাণি  
কথ্যে বাস্তপশ্যন” ইতি চ আথর্বণে; তস্মাৎ যুক্তং মন্ত্ৰেষু কর্ম্মাণ্যেকং ভবন্তীতি। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এইটি কর্তব্য, এইটি অকর্তব্য, এইরূপ  
বিভাগ দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য স্থিরীকরণকে সঙ্কল্প বলে; সঙ্কল্পও মনস্তন অর্থাৎ  
মনব্যাপারের দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তিবিষয়; এই সঙ্কল্প মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।  
এইটি কর্তব্য, এইটি অকর্তব্য, এইরূপ বিভাগ বা বিচারের দ্বারা কর্তব্য বিষয়টি  
নির্ধারিত বা স্থিরীকৃত হইলে মনস্তন বা মনন ব্যাপারের পর চিকীর্ষাবুদ্ধি বা সঙ্কলিত  
নির্বাহ্যো পরিণত করিবার ইচ্ছা হয়। কি প্রকার ইচ্ছা হয়? না, যখন



সুক্ল করে অর্থাৎ ইহা কর্তব্য, ইহা অকর্তব্য এইরূপ বিচার করে, এইরূপ বিচার করার পর মনস্তান বা মনন করে যে, আমি মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন বা উচ্চারণ করি, তদনন্তর বাগিল্লিয়কে মন্ত্রাদি উচ্চারণ-বিষয়ে প্রেরণ বা নিয়োগ করে। অন্যরূপে সেই বাগিল্লিয়কে আবার নাম উচ্চারণের নিমিত্ত বলিবার ইচ্ছা করিয়া প্রেরণ করে অর্থাৎ মন্ত্রবাক্য নাম ইত্যাদি উচ্চারণ করে। মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দসমূহ সাধারণ নামের সহিত একীভূত অর্থাৎ নামেরই অন্তর্ভূত হয়, কারণ, যিগ বা ব্যাপ্য পদার্থমাত্রই সামান্ত বা ব্যাপক পদার্থের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, যে হেতু, কর্মসমূহ মন্ত্রসমূহের সহিত একীভূত অর্থাৎ মন্ত্রসমূহের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, যে সমস্ত কর্ম অন্তর্ভূত হয়, তাহারাই মন্ত্র দ্বারাই প্রকাশিত হয়, কোন কর্মই হয়নি নাই বা থাকিতেও পারে না, কারণ, মন্ত্র দ্বারা যে সমস্ত কর্ম প্রকাশিত হয়, যেমন 'এই ফলের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই বিধেয়' ইত্যাদিরূপে বিধিত হইয়াছে, আর ব্রাহ্মণসমূহে অর্থাৎ ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে যে সমস্ত কর্মের উৎপত্তি অর্থাৎ বিধি দেখা যায়, তাহাও মন্ত্রসমূহমধ্যেই লক্ষ্যসত্তাক অর্থাৎ প্রকাশপ্রাপ্ত কর্মসমূহের স্পষ্টীকরণ বা বিস্তৃত বিবরণ মাত্র; যে হেতু, মন্ত্রভাগে যে সমস্ত কর্ম বিবৃত হয় নাই, এমন কোন কর্মই ব্রাহ্মণে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা দেখা যায় না, মন্ত্রভাগে যে সমস্ত কর্ম বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণভাগে তাহাই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে মাত্র, নূতন কিছু বিধান করা সম্ভব হইতে পারে না। (ভার্য এই যে—বেদের দুইটি বিভাগ, মন্ত্র অর্থাৎ সংহিতাভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ, মিলিত এই উভয়ভাগই বেদ, "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বৈদনামধেয়ম্" অর্থাৎ মিলিত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নাম বেদ। মন্ত্রভাগে যে সমস্ত তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণভাগে তাহাই বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ, কর্তব্য কর্মসমূহের অধিকাংশই মন্ত্রভাগে সন্নিবিষ্ট আছে, এই জন্তই মূল শ্রুতি "মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি" এইরূপ বলা হইয়াছে। এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, যে ভাগে যাহাদের উল্লেখ নাই, এমন কোন কোন কর্মও ব্রাহ্মণভাগে আছে বলা যায়, সে স্থানে 'মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' এই শ্রুতি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ব্রাহ্মণভাগ যখন মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ, তখন ব্রাহ্মণ যাহা আছে, মন্ত্রভাগের কোন না কোন শাখায় তাহা আছেই বুঝিতে হইবে, মন হয়, কালক্রমে সেই সমস্ত শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল ব্রাহ্মণভাগ হইতেই আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি) জগতে কর্ম্মমাত্রই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদবিহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই 'ত্রয়ী' শব্দটি ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের সাধারণ নাম-বিদ্য, অর্থাৎ 'ত্রয়ী' বলিলে ঋক্ যজুঃ সাম এই তিনটি বেদকেই বুঝায়।



চতুর্থঃ ষষ্ঠঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬১৯

কৃতি আছে, “কর্মসমূহ মন্ত্ৰেই প্রতিষ্ঠিত, কবি অর্থাৎ পণ্ডিত বা জ্ঞানী ঋষিগণ  
যাহা বর্ণন করিয়াছেন”, অতএব কর্মসমূহ মন্ত্রমধ্যেই একীভাব প্রাপ্ত হইয়া আছে,  
এই যে উক্তি, ইহা যুক্তিস্বত্বই বটে ॥ ১ ॥

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে  
প্রতিষ্ঠিতানি, সমকুপতাং ত্বাবা-পৃথিবী, সমকল্পেতাং বায়ুশ্চা-  
কাশঞ্চ, সমকল্পস্তামাপশ্চ তেজশ্চ, তেবাং সংকুপ্ত্য বর্ষশ্চ  
সঙ্কল্পতে, বর্ষশ্চ সংকুপ্ত্য অন্নং সঙ্কল্পতে, অন্নশ্চ সংকুপ্ত্য  
প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, প্রাণানাং সংকুপ্ত্য মন্ত্ৰাঃ সঙ্কল্পন্তে, মন্ত্ৰাণাং  
সংকুপ্ত্য কর্ম্মানি সঙ্কল্পন্তে, কর্ম্মণাং সংকুপ্ত্য লোকঃ সঙ্কল্পতে,  
লোকশ্চ সংকুপ্ত্য সর্বং সঙ্কল্পতে, স এষ সঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্প-  
মুপাস্থেতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—পূর্বোক্ত এই মন প্রভৃতি সঙ্কল্পৈকায়ন অর্থাৎ সঙ্কল্পেই  
বিসয়বিশীল, সঙ্কল্পাত্মক অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতেই উৎপন্ন ও সঙ্কল্পেই প্রতিষ্ঠিত।  
মূলক ও পৃথিবী যেন সঙ্কল্পই করিয়াছিল। বায়ু ও আকাশ যেন সঙ্কল্পই  
করিয়াছিল। জলসমূহ ও তেজও যেন সঙ্কল্পই করিয়াছিল। তাহাদিগের সঙ্কল্পে  
আবার বৃষ্টি সঙ্কল্পিত অর্থাৎ কার্য্য-সাধনে সমর্থ হইয়াছিল। বর্ষণের সঙ্কল্পে অন্ন  
অর্থাৎ শস্য সঙ্কল্পিত অর্থাৎ শস্যসমূহ উৎপন্ন হইতে সমর্থ হয়, অন্নের সঙ্কল্প হইতেই  
প্রাণ সঙ্কল্পিত অর্থাৎ রক্ষিত হয়, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্রসমূহ সঙ্কল্পিত অর্থাৎ উচ্চারিত  
হইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রসমূহের সঙ্কল্পে কর্ম্মসমূহ সঙ্কল্পিত বা অস্থাপিত হয়, কর্ম্মসমূহের  
সঙ্কল্পে লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক সঙ্কল্পিত হয় অর্থাৎ কর্ম্মফলে স্বর্গাদি লাভ করিতে  
সমর্থ হয়। লোকের সঙ্কল্পে সমস্ত জগৎই সঙ্কল্পিত হয়, সেই এই সঙ্কল্প ঈদৃশগুণ-  
বিশিষ্ট, অতএব সঙ্কল্পের উপাসনা কর ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তানি হ বা এতানি মন-আদীন সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পঃ  
কম্মনঃ গমনঃ প্রলয়ো যোবাং তানি সঙ্কল্পৈকায়নানি, সঙ্কল্পাত্মকানি উৎপত্তৌ, সঙ্কল্পে  
প্রতিষ্ঠিতানি স্থিতৌ। সমকুপতাং সঙ্কল্পঃ কৃতবত্যাবিব হি তৌশ্চ পৃথিবী চ ত্বাবা-  
পৃথিবী, ত্বাবা-পৃথিব্যৌ নিষ্ঠলে লক্ষ্যতে। তথা সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশশ্চ,  
বায়ুশ্চাকাশসঙ্কল্পঃ কৃতবত্যাবিব। তথা সমকল্পস্ত আপশ্চ তেজশ্চ যেন রূপেণ  
সঙ্কল্পানি লক্ষ্যন্তে। যতস্তেবাং ত্বাবা-পৃথিব্যাদীনাং সংকুপ্ত্য সঙ্কল্পনিমিত্তং বর্ষং  
সঙ্কল্পতে সমর্থভবতি। তথা বর্ষশ্চ সংকুপ্ত্য সঙ্কল্পনিমিত্তমন্নং সঙ্কল্পতে, বৃষ্টেই অন্নং



ভবতি, অন্নশ্চ সংক্ৰষ্টেয়া বর্ষং প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, অন্নময়া হি প্রাণা অন্নোপষ্টন্তকাঃ “অন্নং যান” ইতি হি ঋতিঃ । তেবাং সংক্ৰষ্টেয়া মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে । প্রাণবান্ হি মন্ত্রানবীতে, ন অবন । মন্ত্রাণাং হি সংক্ৰষ্টেয়া কর্ম্মণ্যগ্নিহোত্রাদীনি সঙ্কল্পন্তে, অহুষ্ঠীয়মানানি মন্ত্রপ্রকাশিতানি সমর্থ্যভবন্তি ফলায় ; ততো লোকঃ ফলং সঙ্কল্পতে, কর্ম্ম-কর্তৃসমবাগ্নিতয়া সমর্থ্যভবতীত্যর্থঃ । লোকশ্চ সংক্ৰষ্টেয়া সর্বং জগৎ সঙ্কল্পতে স্বরূপাবৈকল্যায় । এতদ্বীদ্য সর্বং ফলং ফলাবসানং তৎ সর্বং সঙ্কল্পমূলম্ । অতো বিশিষ্টঃ স এষ সঙ্কল্পঃ, অতঃ সঙ্কল্পমুপাস্য, ইত্যুক্তঃ । ফলমাহ তদুপাসকশ্চ । ২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—পূর্বোক্ত সেই এই মন প্রভৃতি সমস্তই সঙ্কল্পকায়ন, অর্থাৎ সঙ্কল্প বা মানসিকবৃত্তিবিশেষই একমাত্র অন্ন অর্থাৎ পদ-স্থান বা লয়স্থান বাহাদের তাহারাই সঙ্কল্পকায়ন অর্থাৎ সঙ্কল্পেই লীন হইয়া যায়, উৎপত্তি বিষয়েও সঙ্কল্পাত্মক অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতেই সমুৎপন্ন এবং স্থিতিকালেও সঙ্কল্পেই অবস্থিত, অর্থাৎ সঙ্কল্প ভিন্ন কোন কার্যের উৎপত্তিও হয় না, সঙ্কল্প ব্যতীত কোন কার্যের অবস্থিতিও হয় না । ছালোক ও পৃথিবী ইহারাও যেন সঙ্কল্পই করিয়াছে, অর্থাৎ সঙ্কল্প জন্মই উহাদিগকে নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইতে দেখা যাইতেছে । এইরূপ বায়ু ও আকাশও যেন সঙ্কল্পই করিয়াছে । এইরূপ জল ও তেজও যেন সঙ্কল্প করিয়া নিজ নিজ রূপে নিশ্চলভাবে অবস্থিত বলিয়া দৃষ্টি হইতেছে, কারণ, ছালোক ও পৃথিবী প্রভৃতির সঙ্কল্পনিমিত্তই বর্ষণ সঙ্কল্প করিতেছে অর্থাৎ নিজ কার্যে সমর্থ হইতেছে—ছালোক ও পৃথিব্যাদির সঙ্কল্প জন্মই বৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই বর্ষণের সঙ্কল্প জন্মই অন্ন বা খাদ্য শস্য সঙ্কল্পিত হইতেছে, অর্থাৎ বর্ষণের সঙ্কল্পেই শস্য উৎপন্ন হইতেছে, কারণ, বৃষ্টি হইতেই অন্ন উৎপন্ন হয় । অন্নের সঙ্কল্পনিমিত্তই প্রাণসমূহ সঙ্কল্পিত অর্থাৎ নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে, কারণ, প্রাণসমূহ অন্নময়, অন্নই প্রাণসমূহকে রক্ষা করিতেছে, ঋতিও হইতেছে, কারণ, প্রাণসমূহ অন্নময়, অন্নই প্রাণসমূহকে রক্ষা করিতেছে, ঋতিও বলিয়াছেন, “অন্নই দাম অর্থাৎ প্রাণের বন্ধনরজ্জু ।” প্রাণসমূহের সঙ্কল্পেই আবার মন্ত্রসমূহ সঙ্কল্পিত হয়, অর্থাৎ উচ্চারিত হইতে সমর্থ হয়, যে হেতু প্রাণবান্ অর্থাৎ বলবান্ ব্যক্তিই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, দুর্বল ব্যক্তি সমর্থ হয় না । আবার মন্ত্রসমূহের সঙ্কল্পের ফলেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ সঙ্কল্পিত হয়, অর্থাৎ অহুষ্ঠীয়মান কর্ম্মসমূহ মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াই ফলপ্রদানে সমর্থ হয় । সেই কর্ম্মসমূহ হইতে আবার লোক অর্থাৎ ফল বা কর্ম্মফল সঙ্কল্পিত হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম কর্তার সহিত সমবেত বা সংযুক্ত হইতে সমর্থ হয় । লোকের সঙ্কল্পনিমিত্তই এই সমস্ত জগৎ বাহ্যর ফলাবসান, অর্থাৎ বাহ্যর ফলের পরিণামস্বরূপ, সঙ্কল্পই সেই



চতুর্থঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬২১

সমস্তের মূল বা প্রধান কারণ ; অতএব সেই এই সঙ্কল্প একটি বিশিষ্ট পদার্থ, অতএব সঙ্কল্পেরই উপাসনা কর । এইরূপ বলিয়া সেই সঙ্কল্পের উপাসক যে ফল লাভ করেন, তাহা বলিতেছেন ॥ ২ ॥

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে, সংকুপ্তান্ বৈ স লোকান্  
 ধুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোহব্যথমানানব্যথমানোহভি-  
 স্মিযতি, যাবৎ সঙ্কল্পস্ত গতং, তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি,  
 যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে । অস্তি ভগবঃ ! সংকল্পাদভূয় ইতি ?  
 সংকল্পাদিব ভূয়োহস্মীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—যে কোন ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং ধ্রুব অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিত্য, প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সর্ববিধ ভোগোপকরণসম্বিত ও অব্যথমান অর্থাৎ কোন বিপক্ষ প্রভৃতি হইতে ভয়শূন্য হইয়া বিধাতা কর্তৃক সঙ্কল্প অর্থাৎ বিহিত ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাখ্যাত লোক মূহকে প্রাপ্ত হয় । সঙ্কল্পের গতি যতদূর হইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কামচারী অর্থাৎ ইচ্ছামুসারে বিচরণ করিতে পারে, যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে । হে ভগবন্ ! সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ? নারদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, হে নারদ ! সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে । নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মৈতি ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাস্তে কুপ্তান্ বৈ  
 স লোকান্ ইমে লোকাঃ ফলমিতি কুপ্তান্ সমর্থিতান্ সঙ্কল্পিতান্ স বিদ্বান্, ধ্রুবান্ নিত্যান্,  
 ব্রহ্মজ্ঞাপেক্ষয়া, ধ্রুবশ্চ স্বয়ং, লোকিনো হি অধ্রুবশ্চৈ লোকে ধ্রুবকুপ্তিকার্যার্থেতি ধ্রুবঃ  
 স প্রতিষ্ঠিতান্ উপকরণসম্পন্নানিত্যর্থঃ, পশু-পুত্রাদিভিঃ প্রতিষ্ঠিতভীতি দর্শনাৎ, স্বয়ং চ  
 প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়োপকরণসম্পন্নঃ, অব্যথমানানমিত্রাদিত্রাসরহিতান্, অব্যথমানশ্চ স্বয়মভি-  
 স্মিযতি অস্তিপ্ৰাপ্তোভীত্যর্থঃ । যাবৎ সঙ্কল্পস্ত গতং সঙ্কল্পগোচরঃ, তত্রাস্ত যথাকামচারো  
 ভবতি, আয়নঃ সঙ্কল্পস্ত, ন তু সর্বেষাং সঙ্কল্পশ্চেতি, উত্তরফলবিবোধাত্ । যঃ সঙ্কল্পং  
 ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে ইতি পূর্ববৎ ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ ।**—যে কোন ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ং ঐব অর্থাৎ নিত্য বা অবিনশী হইয়া, কারণ, লোকবাসী ঐব না হইয়া যদি অঐব হইত, তাহা হইলে লোক-সমূহের কর্ত্তব্য বার্থ হইয়া যায় ; স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আত্মীয় বস্তু ভূতা পশু প্রভৃতি ভোগোপকরণসম্পন্ন হইয়া ও স্বয়ং অব্যবহাৰ্য্য অর্থাৎ কোনরূপ হিংসা-পীড়াদি অনুভব না করিয়া, সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ‘এই সমস্ত লোক এই উপাসকের কর্ত্তব্য’ এইরূপে বিধাতৃকর্ত্তব্য সমর্থিত বা নির্দিষ্ট, সঙ্কল্পিত অর্থাৎ অভিলষিত, ঐব অর্থাৎ অত্যন্ত অনিত্য অপেক্ষা নিত্য, প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ পশু, পুত্র, ভৃত্যাদি ভোগোপকরণ সমর্থিত ; ‘পশু ও পুত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে’, এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়ায় প্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ ভোগোপকরণসমর্থিত ; অব্যবহাৰ্য্য অর্থাৎ শত্রুপক্ষ প্রভৃতি হইতে ভয়রহিত লোকসমূহকে প্রাপ্ত হয় । যতদূর পর্য্যন্ত সঙ্কল্পের গতি হইতে পারে অর্থাৎ মানুষ যতটা সঙ্কল্প করিতে পারে, সেই বিষয়ে ততদূর পর্য্যন্ত যথাকামচার অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী ভোগ সিদ্ধ হয় । এ স্থানে সঙ্কল্প বলিতে উপাসকের নিজেরই সঙ্কল্পকে বুঝিতে হইবে, সর্বসাধারণের সঙ্কল্প নহে, কারণ, তাহা হইলে পরবর্ত্তী ফলের অর্থাৎ চিত্তোপাসকের কলের উল্লেখ বিহীন হইয়া পড়ে । যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের দ্বায় । তাব এই যে—যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্মরূপে আরাধনা করে, অর্থাৎ সঙ্কল্পে ব্রহ্মবৃদ্ধি করিয়া তাহার তত্ত্ব অনুশীলন করে, বিধাতা তাহার ভোগের জন্য অত্যন্ত অঐব অপেক্ষা নিত্যধাম নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সে ব্যক্তি স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়া সেই নিত্য বিধাতৃপরিকল্পিত ভোগোপকরণযুক্ত ধাম ভোগ করে । ভোক্তা স্বয়ং বিনশ্বর হইলে ভোগ্য বস্তুর অবিনশ্বরতাব্যব-  
 বার্থ, এই জন্য বলা হইল যে, সে স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়া ভোগ করে এবং নিজেও পশুপুত্রাদিশালী হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় । পরে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ আত্মোপ-  
 করণযুক্ত হইয়া শত্রুভয়হীন লোক প্রাপ্ত হয় এবং আপনিও নিঃশঙ্কনা হইতে পারে । আর যে সকল বিষয় তাহার সঙ্কল্পগোচর হয়, সে বিষয়ে সে কার্য্যকারী হইয়া থাকে । পরন্তু এই সঙ্কল্প হইতেও প্রধানতর আছে । তখন নারদ বলিলেন, ভগবন্ ! সঙ্কল্প হইতেও অধিকতর বস্তু আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, হাঁ, সঙ্কল্প হইতেও প্রধান বস্তু আছে । নারদ বলিলেন,—তবে আমাকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

চিন্তা বাব সঙ্কল্পাদ্বয়ঃ, যদা বৈ চেতয়তে, অথ সঙ্কল্পতে,  
অথ মনস্ততি, অথ বাচমীরয়তি, তামু নানীরয়তি, নান্নি মন্ত্রা  
একং ভবন্তি, মন্ত্ৰেষু কর্ম্মাণি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—চিন্তা সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ, মানবগণ যখন বুঝিতে  
পারে বা অনুভব করিতে পারে, তাহার পর সঙ্কল্প করে, সঙ্কল্পের পর মনস্তান  
কর্মাৎ মনন করে, তাহার পর বাগিত্ত্বিয়কে প্রেরণ করে, সেই বাগিত্ত্বিয়কে আবার  
মন প্রেরণ করে অর্থাৎ শব্দের সহিত সংযোজিত করে, মন্ত্রসমূহ নামের সহিত  
একীভূত হইয়া যায়, ও কর্ম্মসমূহ আবার মন্ত্রের সহিত একীভূত হইয়া যায় ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—চিন্তা বাব সঙ্কল্পাদ্বয়ঃ। চিন্তা চেতয়িত্বং  
প্রাণকালানুসঙ্গবোধবস্তুম্, অতীতানাগতবিষয়প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্যঞ্চ, তৎ সঙ্কল্পাদপি  
নয়। কথম্? যদা বৈ প্রাপ্তং বস্তু ইদমেবং প্রাপ্তিস্থিতি চেতয়তে, তদা দানার বা অপোহার  
বস্তু সঙ্কল্পয়তে, অথ মনস্ততীত্যাदि পূর্ববৎ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—চিন্তাই অর্থাৎ চেতয়িত্ব বা বর্তমান  
কালের অম্লরূপ বুদ্ধিমত্তা ও অতীত অনাগতবিষয়ে আবশ্যক নির্ধারণসামর্থ্য অর্থাৎ  
ইচ্ছিত-বুদ্ধি বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দূরদর্শিতা সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেন শ্রেষ্ঠ?  
যাহাই বলিতেছেন। যখন প্রাপ্ত কোন বস্তুকে “ইহা এইরূপে প্রাপ্ত বা উপস্থিত  
হইতেছে” এইরূপ বুঝিতে পারে, তখনই তাহা গ্রহণের অথবা বর্জননের সঙ্কল্প বা বিচার  
প্রতি থাকে, তাহার পর মনন করে ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের ভাষ্য। স্পষ্টার্থ এই  
—সনৎকুমার বলিলেন,—মুনে! সঙ্কল্প হইতে চেতনাক্রিয় শ্রেষ্ঠ। যাহা হইতে  
সককে চেতনাবান্ বলিয়া অবগত হওয়া যায়, তাহাই চিন্তা। এই চিন্তাপ্রভাবেই  
সকসকল কালানুসঙ্গ বোধের অধিকারী হয়, অর্থাৎ গত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের  
অনুভব নির্ণয় করিতে পারে। এই চিন্তাকে সঙ্কল্প হইতে প্রধানতর বলিয়া জানিবে।  
যে কোন বস্তু লাভ হয়, তখন এই বস্তু আমি পাইলাম, এইরূপ বোধ জন্মে, অনন্তর  
সকসকল ও অপরিহার্য্য, ইহার একতর স্থির করে। পরে অন্তঃকরণ গ্রহণ বা  
বর্জন করিতে ইচ্ছা করে, পরে গ্রহণ কর, প্রদান কর, এইরূপ বাক্য উচ্চারণার্থ  
প্রেরণ করে, তৎপরে বাকুশক্তি শব্দ উচ্চারণ করে। মন্ত্রসকল শব্দের  
সমষ্টি। মন্ত্রবিহিত কর্ম্মসকল মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যে হেতু, বাক্যই কর্ম্মসকলকে



প্রকাশ করিয়া থাকে। মন্ত্রপ্রকাশেই কৰ্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাই ব্রাহ্মণদিগের কর্তব্য এবং ঐ কৰ্মই ফলদান করে। ব্রাহ্মণেতে যে কৰ্মের উদ্ভব দৃষ্ট হয়, তাহাতে মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত কৰ্মসকলের স্পষ্টীকরণ হইয়া থাকে। কখনও যে মন্ত্র কার্যে প্রকাশিত হয় না, সেই কার্য ব্রাহ্মণেতে সঙ্গাত দৃষ্ট হয় না। লোকেও বেদোক্ত কার্যই প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদেই বিহিত দেখা যায়। আখরঙ্গ শ্রুতিতে কথিত আছে যে, মন্ত্রেতেই কবিগণ কৰ্ম সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং মন্ত্রেতে কৰ্ম সকল অন্তর্ভূত আছে, ইহাই সঙ্গত হইল ॥ ১ ॥

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি, তস্মাদযদুপি বহুবিদচিত্তো ভবতি, নায়মস্তীজৈ বৈনমাহঃ, যদয়ং বেদ, যদ্বাহয়ং বিদ্বান্ নেখমচিভঃ শ্রাদিতি। অথ যদ্বল্পবিচ্ছিত্তবান্ ভবতি, তস্মা এবোত শুশ্রযন্তে, চিত্তং হেবৈষামেকায়নং, চিত্তমাত্মা, চিত্তং প্রতিষ্ঠা, চিত্তমুপাস্মেতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই সঙ্কল্প প্রভৃতি সমস্তই চিত্তৈকায়ন, চিত্তাত্মক ও চিত্তেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ চিত্ত হইতেই উৎপন্ন, চিত্তেই অবস্থিত ও চিত্তেই ব্যাপ্ত হয়। অতএব বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদি চিত্তহীন হয় অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যনিশ্চয়ে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সকলেই ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকে ‘এ ব্যক্তি নাই’ অর্থাৎ থাকিয়াও নাই। এ ব্যক্তি যদি কিছু জানিত, অথবা যদি বিদ্বান্ হইত, তাহা হইলে এরূপ চিত্তহীন হইত না। আর অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও যদি চিত্তবান্ হয়, তাহা হইলে লোকসমূহ তাহার নিকট হইতেও উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে। চিত্তই উক্ত সঙ্কল্প প্রভৃতির একমাত্র আশ্রয়, চিত্তই আশ্রা ও চিত্তই প্রতিষ্ঠা; অতএব চিত্তের উপাসনা কর ॥ ২ ॥

**শাকল্যভাষ্যম্।**—তানি সঙ্কল্পাদীনি কৰ্মফলাস্তানি চিত্তৈকায়নানি, চিত্তাত্মানি চিত্তোৎপন্নানি, চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি চিত্তস্থিতানীত্যপি পূর্ববৎ। কিঞ্চ, চিত্তশ্চ মাহাত্ম্যং, যস্মাচ্চিত্তং সঙ্কল্পাদিমূলং, তস্মাৎ যদুপি বহুবিৎ বহুশাস্ত্রাদিপরিজ্ঞানবান্ সমুচ্চিন্তো ভবতি, প্রাপ্তাদিচেতস্বিত্ত্বসামর্থ্যবিরহিতো ভবতি, তং নিপুণা লৌকিক। “নায়মস্তীজৈ বৈনমাহঃ” বিদ্বানোহপি অসংসম এবোতি এনমাহঃ; যচ্চায়ং কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রাদি বেদ শ্রুতবান্, তদপ্যন্ত বৃথৈবেতি কথয়তি। কস্মাৎ? যদ্বয়ং বিদ্বান্ শ্রাৎ, ইথমেবমচিভো ন শ্রাৎ, তস্মাদন্ত শ্রুতমপ্যশ্রুতমেবোচ্যে রিতার্থঃ। অথবা অল্পবিদপি যদি চিত্তবান্ ভবতি তর্হ্য এতর্হ্যে তদ্ব্যক্তার্থপ্রবাহারৈব উভয়ি ওশ্রবন্তে শ্রোতুমিচ্ছন্তি, তস্মাচ্চ চিত্তং হি এবৈবাং সঙ্কল্পাদীনামেকায়নমিত্যপি পূর্ববৎ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই সমস্ত অর্থাৎ সঙ্কল্লাদি কৰ্মফলা



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬২৫

অন্যঃ খণ্ডঃ]

প্ৰতি চিন্তকায়ন চিত্তাংগাঃ চিত্তে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ চিত্ত হইতেই উৎপন্ন, চিত্তেই  
 বসিত ও চিত্তেই বিলয়নশীল ইত্যাদির অর্থ পূর্বের শ্রাব্য। আরও চিত্তের  
 বহিঃ স্বেদ, চিত্তই যখন সঙ্কল্পাদির মূল কারণ, তখন কোন ব্যক্তি যদি বহুবিধ  
 অর্থাৎ বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়াও অচিত্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তাদি বিষয়ে চেতনাতৃষ্ণ-  
 সমর্থ্যাবিহীন অর্থাৎ কোনটি ভাল কোনটি মন্দ ইত্যাদি নিরূপণ বিষয়ে বিবেচনা-  
 য়ীন হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ লোকসমূহ তাহাকে দেখিলেই বলেন, 'এ নাই'  
 অর্থাৎ থাকিয়াও না থাকারই মত, এ ব্যক্তি শাস্ত্রাদি যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিল,  
 সবই বুধা হইয়া গিয়াছে। কেন বুধা হইয়া গিয়াছে? ইহার উত্তরে  
 হইতেছেন, এ যদি বিদ্বান্ হইত, তাহা হইলে একরূপ চিন্তাহীন হইত না, অতএব  
 ইহার অধ্যয়নজনিত জ্ঞান অধ্যয়ন না করার মতই হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ তাঁহার।  
 মন। আর দেখ, অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও যদি চিত্তবান্ হয়, তাহা হইলে সকলেই  
 তাহা কর্তৃক উপদিষ্ট বিষয়সমূহ নিশ্চয়ই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে; অতএব চিত্তই  
 এই সমস্ত প্রভৃতির একমাত্র অয়ন ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের শ্রাব্য। স্পষ্টার্থ—  
 পূর্ববর্ণিত সঙ্কল্পাদি কর্মফল পর্য্যন্ত সকলই চিত্তের আশ্রিত। যে হেতু, একমাত্র  
 চিত্তই সঙ্কল্পাদি কর্মফলাস্ত সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় জানিবে। চিত্ত ব্যতীত  
 সমস্তের উদ্ভব বা স্থিতি কিংবা লয় হইতে পারে না। পরন্তু চিত্তের অধিক মাহাত্ম্য  
 এই যে, চিত্তই সঙ্কল্পাদির মূল, অতএব যদি কোন ব্যক্তি বহু শাস্ত্রাদি জানিয়াও চিত্ত-  
 বিহীন হয়, অর্থাৎ সে কোন পদার্থের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি নিরূপণরূপ চেতনা-সামর্থ্য-  
 য়ীন হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিলেই নিপুণ ব্যক্তির। বলেন যে, ইনি বিদ্বমান  
 ইহাও অবিদ্বমানবৎ। আর তাঁহার। ইহাও বলিয়া থাকেন যে, এই ব্যক্তি যে  
 কিছু শাস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিল এবং যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছিল, সে সকলই বুধা হই-  
 তে। যদি এই ব্যক্তির বিজ্ঞা থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ চিত্তবিহীন হইত না।  
 ইহার ইহার যাহা কিছু গুরুসুখ হইতে শ্রুত আছে, তাহা অশ্রুতের তুল্য হইয়াছে।  
 এই ব্যক্তি যদি অল্পজ্ঞানী হইয়াও চিত্তবান্ হইত, তাহা হইলে লোকে ইহার  
 সমস্ত খুব তৎপরতা শুনিতে চাহিত। অতএব বুধা যাইতেছে যে, চিত্তই সঙ্কল্পাদি  
 সবার আশ্রয়। চিত্তই আত্মা, এই চিত্তেই সকলের প্রতিষ্ঠা। অতএব নারদ!  
 চিত্তকে ব্রহ্মরূপে আরাধনা কর, অর্থাৎ চিত্ততত্ত্ব পর্যালোচনা কর ॥ ২ ॥  
 স যশ্চিন্তং ব্রহ্মোত্পাদ্যন্তে, চিত্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্  
 প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোহব্যথমানানব্যথমানোহভিসিধ্যতি,  
 গতং, তত্রাস্থ যথাকামচারো ভবতি, যশ্চিন্তং



ব্রহ্মেত্বাপাস্তে । অস্তি ভগবশ্চিহ্নাত্মন ইতি ? চিত্তাবাব ভূয়ো-  
হস্তীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীহ্বিতি ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যে কোন ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং চিত্ত অর্থাৎ সঞ্চিত, ধ্রুব ( অবিনশ্বর ), প্রতিষ্ঠিত ( জী পূজ্য ভূতা পশু প্রভৃতি ভোগোপকরণসমন্বিত ) ও অব্যর্থমান ( শোক-দুঃখের অতীত ) হইয়া ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও অব্যর্থমান লোক অর্থাৎ কর্মফলার্জিত এই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হয় । চিত্তের গতি যতদূর প্রসার লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে এই উপাসকের কামচার অর্থাৎ যথেষ্টভোগসম্পন্ন হয়, যে ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে । নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্ ! চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, চিত্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আছে । নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—চিত্তান্ উপচিতান্ বুদ্ধিমদগুণৈঃ, স চিত্তোপাসকো ধ্রুব-  
নিত্যাদি চোক্তার্থম্ । ৩ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ । ৫ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—চিত্ত অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিম্ন  
গুণের দ্বারা সঞ্চিত । সে অর্থাৎ চিত্তোপাসক । ‘ধ্রুবান্’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই  
উক্ত হইয়াছে । স্পষ্টার্থ—যে ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, অর্থাৎ  
চিত্তে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া তাহার তত্ত্ব অনুশীলন করে, বিধাতা তাহার ভোগের স্বত্ব  
নিত্যলোক প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেও স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়া সেই নিত্য বিদ্যাকৃত  
পরিকল্পিত ভোগোপকরণযুক্ত লোক ভোগ করে এবং স্বয়ং পশুপুত্রাদিযুক্ত হইয়া  
প্রতিষ্ঠিত হয় । তৎপরে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ আত্মীয়োপকরণযুক্ত হইয়া  
শক্তাবিহীন ধাম লাভ করে এবং আপনিও নিঃশঙ্কমনা হইতে পারে । আর  
সকল বিষয়ই তাহার বুদ্ধির গোচর হয়, সে চিত্তগোচর বিষয়ে কামচারী হইয়া  
থাকে । পরন্তু এই চিত্ত হইতেও প্রধানতর পদার্থ আছে । তখন নারদ বলি-  
বলিলেন,—ভগবন্ ! যদি চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ থাকে, তবে আমাকে  
তাহার উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥



সপ্তমপ্রপাঠকে.

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

ধ্যানং বাব চিত্তাভ্যাসঃ । ধ্যায়ন্তীব পৃথিবী, ধ্যায়ন্তীবাশ্বরিষ্কং,  
 ধ্যায়ন্তীব দ্যৌঃ, ধ্যায়ন্তীবাপঃ, ধ্যায়ন্তীব পর্বতাঃ, ধ্যায়ন্তীব  
 দেব-মনুষ্যাঃ, তস্মাৎ যে ইহ মনুষ্যাণাং মহতাং প্রাপ্নুবন্তি  
 ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি, অথ যেন্মাঃ কলহিনঃ পিণ্ডনা  
 উপবাদিনঃ তে, অথ বে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে  
 ভবন্তি, ধ্যানমুপাস্বস্বেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—চিত্ত অপেক্ষাও ধ্যানই শ্রেষ্ঠ, দেহ, পৃথিবী যেন ধ্যানই  
 করিতেছে, অশ্বরিষ্ক যেন ধ্যানই করিতেছে, ছালোক যেন ধ্যানই করিতেছে,  
 মনুষ্য যেন ধ্যানই করিতেছে, পর্বতসমূহ যেন ধ্যানই করিতেছে, দেবতা ও  
 মনুষ্যও যেন ধ্যানই করিতেছে ; ধ্যান যখন এত দূর মহিমসম্পন্ন, তখন  
 ইহলোকে মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা মহত্তা অর্থাৎ বিজ্ঞা বুদ্ধি ধন সম্পত্তি ইত্যাদি  
 দ্রষ্টব্য প্রাপ্ত হয়, তাহারা যেন ধ্যানফলেরই অংশমাত্রভাগী হয় ; আর  
 যাহারা অন্ন অর্থাৎ মহত্ব-প্রাপ্তির অধিকারী হইতে পারে না, ক্ষুদ্রচেতা, তাহারা  
 বন্যপ্রিয়, পিণ্ডন অর্থাৎ পরদোষের আবিষ্কারক বা ছিদ্রাঘেযী অথবা খল  
 (যাহাকে দোষ্টকা বলে, যাহারা ইহার কথা উহার কাছে, উহার কথা ইহার  
 কাছে বলিয়া বেড়ায়) উপবাদী অর্থাৎ পরদোষকথক বা গরের স্তম্ভিকারী হয় ।  
 আর যাহারা প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, তাঁহারাও যেন ধ্যানফলেরই অংশ-  
 ভাগী হইয়া থাকেন, অতএব তুমি ধ্যানের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে, যাবৎ ধ্যানস্ত গতং তত্রাস্ত  
 যাকামচারো ভবতি, যো ধ্যানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে । অস্তি ভগবো  
 ধ্যানাভ্যাস ইতি ? ধ্যানাদ্ভাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্  
 ব্রীহিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—যে কোন ব্যক্তি ধ্যানকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা  
 করে, সে পর্য্যন্ত ধ্যানের গতি, সে পর্য্যন্ত সেই উপাসকের যথাকামচার অর্থাৎ



স্বৈচ্ছাধিকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা যতদূর জানিতে পারা যায়, ধ্যানোপাসক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন, যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্ম বন করিয়া উপাসনা করে। হে ভগবন্! ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই, ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে বৈ কি। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ইতি ২।

সপ্তমপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তভাষ্যম্।**—ধ্যানং বাব চিত্তাং ভূয়ঃ। ধ্যানং নাম শাস্ত্রোক্ত দেবতান্তালম্বনেষু অচলো ভিন্নজাতীয়েয়রনন্তরিতঃ প্রত্যয়সম্ভবঃ, একাগ্রভেতি বস্তুতঃ। দৃশ্যতে চ ধ্যানস্ত মাহাত্ম্যং ফলতঃ। কথম্? যথা যোগী ধ্যায়ম্মিশ্রলো ভবতি ধ্যান-ফললাভে, এবং ধ্যায়তীব নিশ্চলো দৃশ্যতে পৃথিবী, ধ্যায়তীবাস্তবিকমিত্যাদি সমানমন্তঃ। দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ দেবমনুষ্যাঃ। মনুষ্যা এব বা দেবসম্মাঃ দেবমনুষ্যাঃ, শমাদিগুণসম্পন্না মনুষ্যা দেবস্বরূপং ন জহতীত্যর্থঃ। যস্মাদেবংবিশিষ্টঃ ধ্যানঃ, তস্মাৎ ইহ লোকে মনুষ্যাণামেব ধর্মনির্ব্বিঘ্নয়া গুণৈকী মহত্ত্বং মহত্বং প্রাপ্নুবন্তি ধনাদিমহত্বং লভন্তে ইত্যর্থঃ। ধ্যানাপাদাংশা ইব ধ্যানস্তাপাদানম্ আপাদো ধ্যানফললাভ ইত্যেতৎ, তস্মাৎশোইবয়বঃ কলা, কাচিচ্ছ্যানফললাভকলাবস্ত ইবৈবেত্যর্থঃ, তে ভবন্তি, নিশ্চলো ইব লক্ষ্যন্তে, ন ক্ষুদ্রা ইব। অথ যে পুনরগ্নাঃ ক্ষুদ্রাঃ কিঞ্চিদপি ধনাদিমহত্বকদেশমপ্রাপ্তাঃ, তে পূর্ব্বোক্তবিপরীতাঃ কলহিনঃ কলহশীলাঃ, পিণ্ডনাঃ পরদোষোন্মাসকাঃ, উপবাদিনঃ পরদোষ সামীপ্যযুক্তমেব বদিতুং শীলং যেহাং তে উপবাদিনশ্চ ভবন্তি। অথ যে মহত্বং প্রাপ্তা ধনাদিনিমিত্তং, তেহগ্নান্ প্রতি প্রভবন্তীতি প্রভবো বিভাচার্ঘ্য-রাজেশ্বরান্যো ধ্যানাপাদাংশা ইবেত্যাহ্ব্যক্তার্থম্। অতো দৃশ্যতে ধ্যানস্ত মহত্বং ফলতঃ, অতো ভূয়স্কিত্যং অতন্তুগ্ধপাস্থেত্যাহ্ব্যক্তার্থম্। ১-২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্। ৬।

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—ধ্যানই চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ধ্যান শব্দের অর্থ—শাস্ত্রোক্ত কোন একটি দেবতাকে অবলম্বন করিয়া অবলম্বনস্বরূপ সেই দেবতাবিষয়ে স্নদৃঢ় ও বিষয়ান্তরচিন্তা দ্বারা অব্যবহিত যে প্রত্যয়সম্ভব অর্থাৎ জ্ঞানধারা বা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত জ্ঞান, যাহাকে একাগ্রতা বলে। (যোগসূত্রে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্” অর্থাৎ কোন একটি অভিমত বিষয়ে চিন্তের যে একাগ্রতা, তাহার নাম ধ্যান। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে—ধ্যৈয় বিষয়টি অভিমত অথচ শাস্ত্রোক্ত হওয়া আবশ্যিক। শাস্ত্রোক্ত হইয়াও যদি ধ্যৈয় বস্তুটি অভিমত বা মনোরম না হয়, অথবা অভিমত হইয়াও যদি শাস্ত্রোক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা ধ্যানের উপযুক্ত আলম্বন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।



কঃ ৭৩ঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬২৯

একরূপ কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া যে জলস্রোতের ত্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত  
 একাকার চিন্তাধারা, আর সেই চিন্তাধারার মধ্যে যদি কোন ভিন্নবিষয়িনী  
 চিন্তা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সেই নিশ্চল ও অব্যবহিত চিন্তাপ্রবাহই ধ্যানপদ-  
 বাচ্য হয়। আর যদি সেই চিন্তাধারার মধ্যে অতি অল্পমাত্রও বিষয়ান্তরচিন্তা  
 প্রবেশ করে, তাহা ধ্যানপদবাচ্য হইতে পারে না।) ধ্যানের ফলবিষয়ক  
 বাহ্যিক দেখিতে পাওয়া যায়; কিরূপ? না, যোগী যেমন ধ্যান করিতে  
 বসিতে ধ্যানের ফললাভে নিশ্চলভাবে অবস্থিত হন, এইরূপ পৃথিবীকেও  
 যেন ধ্যানপরায়ণার ত্রায়ই নিশ্চল দেখাইতেছে। অন্তরিক্ত ইত্যাদি যেন  
 ধ্যান করিতেছে, ইত্যাদির ব্যাখ্যাও এইরূপ। “দেব-মহুয্যাঃ” অর্থাৎ দেবগণ  
 ও মহুয্যগণ, অথবা দেবতার ত্রায় মহুয্যই দেব-মহুয্য, শমদমাদিগুণসম্পন্ন  
 মহুয্যগণ দেবতার স্বরূপ কখনই পরিত্যাগ করেন না। ধ্যান যখন এইরূপ  
 বিশিষ্টগুণসম্পন্ন, তখন এই সংসারে মহুয্যগণের মধ্যে বাহারাই ধন বিজ্ঞা ও গুণের  
 দ্বারা মহত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মহত্বের হেতুস্বরূপ ধনাদি লাভ করেন, তাঁহারা  
 যেন নিশ্চয়ই ধ্যানাপাদাংশ ধ্যানের আপাদন অর্থাৎ ধ্যানের ফল লাভ, তাহার  
 রূপ অর্থাৎ অবয়ব বা কোন একটি কলা অর্থাৎ তাঁহারা যেন ধ্যানের  
 ফললাভের কলাবিশিষ্ট বা অংশভাগী হন। তাঁহারা যেন নিশ্চলের ত্রায়ই দৃষ্ট  
 হন, ক্ষুদ্র অর্থাৎ নীচ ব্যক্তির ত্রায় নহে। আর বাহারাই অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র, মহত্বের  
 হেতুস্বরূপ ধনাদির কিয়দংশও প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা পূর্বকথিত ধ্যানাপাদাংশের  
 লিখিত, কলহী অর্থাৎ স্বভাবতই কলহপ্রিয়, পিণ্ডন অর্থাৎ পরের দোষ-  
 প্রকাশকারী ও পরোপবাদী অর্থাৎ একের দোষ অস্ত্রের নিকট প্রকাশ করা,  
 আমার দোষ প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করাই বাহাদের স্বভাব, যেমন  
 আমার দোষ তোমার নিকট, তোমার দোষ আমার নিকট প্রকাশ করা  
 (গোষ্ঠিকা) এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট হয়। আর বাহারাই ধনাদিনিমিত্ত মহত্ব প্রাপ্ত  
 হইয়াছেন, সেই বিজ্ঞাচার্য্য অর্থাৎ পণ্ডিত রাজা ও ধনী প্রভৃতি অস্ত্রের প্রতি প্রভুত্ব  
 করেন বলিয়া প্রভুপদবাচ্য হন, তাঁহারা যেন ধ্যানাপাদাংশের ত্রায়ই হন,  
 ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব ফলের দ্বারাই ধ্যানের মহত্ব অর্থাৎ  
 বাহ্যিক দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়াই ধ্যান চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব ধ্যানের  
 উপাসনা কর ইত্যাদি অংশ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ১-২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে ষষ্ঠখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



সপ্তমপ্রপাঠকে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাভ্যুয়ঃ, বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞানান্তি,  
যজুর্বেদং, সামবেদং, আথর্কবর্ণং চতুর্থং, ইতিহাস-পুরাণ-  
পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিঃ, দৈবং, নিধিঃ,  
বাকোবাক্যং, একায়নং, দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং,  
ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং, সর্প-দেবজনবিদ্যাং, দিবঞ্চ, পৃথিবীঞ্চ,  
বায়ুঞ্চ, আকাশঞ্চ, আপশ্চ, তেজশ্চ, দেবাংশ্চ, মনুষ্যাংশ্চ,  
পশুংশ্চ, বয়াংসি চ, তৃণবনস্পাতীন্, স্থাপদানি, আকীটপতঙ্গ-  
পিপীলিকং, ধর্ম্যঞ্চ, অধর্ম্যঞ্চ, সত্যঞ্চ, অনৃতঞ্চ, সাধু চ, অসাধু চ,  
হৃদয়জ্ঞঞ্চ, অহৃদয়জ্ঞঞ্চ, অন্নঞ্চ, রসঞ্চ, ইমঞ্চ লোকং, অমৃঞ্চ  
বিজ্ঞানেনৈব বিজ্ঞানান্তি ; বিজ্ঞানমুপাস্ম্যেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—বিজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানই ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।  
বিজ্ঞানের দ্বারা ঋগ্বেদকে জানা যায়। কেবল ঋগ্বেদই নহে, যজুর্বেদ,  
সামবেদ, চতুর্থ আথর্কবর্ণ বা অথর্কবেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণ, বেদসমূহের  
বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ, পিত্র্য (শ্রাদ্ধকল্প), রাশি (গণিত), দৈব (উৎপাতবিজ্ঞান),  
নিধি (ভূগর্ভস্থরত্নাদিবিজ্ঞান), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র),  
দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (যজুর্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিঃ),  
সর্পবিদ্যা, (গরুড়বিদ্যা বা বিষবিজ্ঞান), দেবজনবিদ্যা (গন্ধর্কবিদ্যা), হ্রলোক,  
পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ,  
তৃণ, বনস্পতি, স্থাপদসমূহ, কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্যন্ত,  
ধর্ম, অধর্ম, সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অর্থাৎ মনোরম, অহৃদয়জ্ঞ  
অর্থাৎ কুৎসিত, অন্ন, রস, ইহলোক, পরলোক, এই সমস্তই বিজ্ঞানের দ্বারা  
জানিতে পারা যায়, অতএব বিজ্ঞানের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাভ্যুয়ঃ। বিজ্ঞান শাস্ত্রাবিষয়-  
জ্ঞানং, তত্ত চ ধ্যানকারণত্বাৎ ধ্যানাভ্যুয়ঃ। কথং চ তত্ত ভূয়স্বম্? ইত্যাহ—বিজ্ঞানেন  
বৈ ঋগ্বেদং বিজ্ঞানান্তি, অয়মৃগ্বেদ ইতি, প্রমাণতয়া যত্নার্থজ্ঞানং ধ্যানকারণম্। তথা



## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৩১

সপ্তমঃ খণ্ডঃ]

দূর্বলমিত্যাदि। কিন্তু, পঞ্চাদীংশ্চ, ধর্মাদির্দ্বৌ শাস্ত্রসিদ্ধৌ, সাধনসাধুনৌ লোকতঃ স্মার্তে বা, পিতৃব্যক সর্কঃ বিজ্ঞানেনৈব বিজ্ঞানাভীত্যর্থঃ। তস্মাৎ যুক্তং ধ্যানাবিজ্ঞানশ্চ ভূয়স্বম্।  
যজ্ঞা বিজ্ঞানমুপাস্মেতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান  
ধর্মের অর্থ—শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান বা শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মাবগতি, সেই শাস্ত্রার্থ-  
জ্ঞানই ধ্যানের কারণ বলিয়া ধ্যান অপেক্ষাও বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। কিরূপে ধ্যানের  
শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বিজ্ঞানের দ্বারা ঋগ্বেদকে  
জানিতে পারা যায়, ইহা ঋগ্বেদ, প্রমাণস্বরূপ যে ঋগ্বেদের অর্থজ্ঞান ধ্যানের  
বাহন হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে পারিলেই ধ্যানের  
বৃদ্ধি উপস্থিতি হয়, অতএব ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। যজুর্বেদ ইত্যাদির  
ও এইরূপ জানিবে। আর পশু প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী, শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অধর্ম্ম  
কর্তব্য শাস্ত্রানুসারে কোন্টি ধর্ম্ম, কোন্টি অধর্ম্ম, লৌকিক অথবা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত  
যজু অসাধু কর্ম্ম, এবং দৃষ্টবিষয় বা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সমস্ত ব্যাপারই লোকে বিজ্ঞানের  
দ্বারা জানিতে পারে, অতএব ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিসঙ্গত। বিজ্ঞান  
যে বলিয়াই বিজ্ঞানের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে, বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকান্  
জানবতোহভিসিধ্যতি, যাবদ্বিজ্ঞানশ্চ গতং, তত্রাশ্চ যথাকামচারো  
কতি, যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে। অস্তি ভগবো বিজ্ঞানাৎ ভূয়  
ইতি? বিজ্ঞানাদ্ধাব ভূয়োহস্তুীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥২॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকশ্চ সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—যে কোন ব্যক্তি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা  
করে, সেই ব্যক্তি বিজ্ঞানবিশিষ্ট ও জ্ঞানবিশিষ্ট লোকসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।  
অর্থাৎ বিজ্ঞানের অধিকার, এই উপাসকের তাহাতে যথেষ্ট অধিকার হইয়া  
থাকে, যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিলেন, ভগবন্! বিজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি? সনৎকুমার  
বিশদীকরিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই বিজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিয়াছিলেন,  
মহান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাঙ্করভাষ্যম্**।—শৃংগাসনফলং বিজ্ঞানবতঃ,—বিজ্ঞানং যেসু লোকেসু তান্



৬৬২

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

[ সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ ]

বিজ্ঞানবতো লোকান্ জ্ঞানবতশ্চ অভিসিধ্যতি অভিপ্রাপ্নোতি । বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থবিষয়ং  
জ্ঞানমন্ত্রবিষয়নৈপুণ্যং, তদ্বত্ত্বিযুক্তান্ লোকান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । বাবদ্বিজ্ঞানভেদাভি  
পূর্ববৎ ২ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকশ্চ সপ্তমখণ্ডোভায়ম্ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, হে নারদ !  
বিজ্ঞানের উপাসনার ফল শ্রবণ কর । যে সমস্ত লোকে বিজ্ঞান বিদ্যমান আছে,  
বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিজ্ঞানবিশিষ্ট ও জ্ঞানবিশিষ্ট সেই লোকসমূহ প্রাপ্ত হন ।  
শাস্ত্রার্থবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকে বিজ্ঞান বলে, আর মন্ত্রবিষয়ক অর্থাৎ মৌকিক  
সাধারণবিষয়ে যে নৈপুণ্য, তাহাকে জ্ঞান বলে, তদ্বত্ত্ববিশিষ্ট লোকসমূহকে  
প্রাপ্ত হন । “বাবৎ বিজ্ঞানম্” ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায় ২ ।

সপ্তমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ

বলং বাব বিজ্ঞানাদভূয়ঃ, অপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো  
বলবানাকম্পয়তে, স যদা বলী ভবতি, অথোখাতা ভবতি,  
উত্তীর্ণ পরিচরিতা ভবতি, পরিচরনুপসত্তা ভবতি, উপসীদন্  
ব্রহ্মী ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্তা  
ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি, বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেনাস্ত-  
রিকং, বলেন দ্রোঃ, বলেন পর্বতাঃ, বলেন দেব-মনুষ্যাঃ,  
বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণ-বনস্পত্যয়ঃ স্বাপদান্ধা-কীট-  
পতঙ্গ-পিপীলকং, বলেন লোকস্তিষ্ঠতি, বলমুপাস্ম্যেতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—বিজ্ঞান অপেক্ষাও বল অর্থাৎ মানসিক শক্তি বা প্রতিভাই  
শ্রেষ্ঠ, কারণ, এক জন মাত্র বলবান্ ব্যক্তি এক শত বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও  
বশিত অর্থাৎ পরাস্ত করিতে পারে । পুরুষ যখন বলবান্ হয়, তখন সে উখাতা  
অর্থাৎ উৎসাহসম্পন্ন বা অনলস পরিশ্রমী হয় । উৎসাহী হইলে পরিচরিতা অর্থাৎ  
পরিশ্রমের পরিচর্যাশীল হয়, পরিচর্যাপরায়ণ হইলেই উপসত্তা অর্থাৎ সর্বদা  
কর্ম সমীপস্থ বা গুরুত্ব প্রিয়পাত্র হয়, উপসত্তা হইলেই দর্শন করে, শ্রবণ করে,  
মন করে, বোধ করে, কর্তা হয় অর্থাৎ বোধানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হয়,  
বিজ্ঞাতা অর্থাৎ বিশেষরূপে অনুভব করিতেও সমর্থ হয় । বলের দ্বারাই পৃথিবী  
স্থিতি হইরাছে, বলের দ্বারাই অন্তরিক, বলের দ্বারাই ছালোক, বলের দ্বারা  
পক্ষিসমূহ, বলের দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যসমূহ, বলের দ্বারাই পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ,  
পা ও বনস্পতিসমূহ, স্বাপদ বা হিংস্রপ্রাণিসমূহ, এমন কি, কীট পতঙ্গ ও  
পিপীলিকাসমূহও, এক কথায় এই সমস্ত লোকই বলের দ্বারা অবস্থান করিতেছে,  
কবে হে নারদ ! তুমি বলের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যো বলং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে, যাবদ্বলশ্চ গতং, তত্রাশ্চ যথা-  
গামচারো ভবতি, যো বলং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে । অস্তি ভগবো বলাদ-  
ভূয় ইতি ? বলাদ্বাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীহ্বিতি ॥ ২ ॥  
ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥



**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি বলকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে পর্যন্ত বলের গতি বা অধিকার, তাহাতে এই উপাসকের যথেষ্ট অধিকার হয়, অর্থাৎ বলপ্রয়োগে যে সমস্ত কৰ্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, যথেষ্টভাবে সে তাহা সাধন করিতে পারে, কোন স্থানেই বিফল হয় না, যে ব্যক্তি বলকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, বল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন। ২।

সপ্তম প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রহ্মতাম্যম্।**—বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ। বলমিতি অন্নোপযোগিনীঃ মনসো বিজ্ঞেয়ে প্রতিভানসামর্থ্যম্। “অনশনাদৃগাদীনী ন বৈ মা প্রতিভাস্তি ভোঃ” ইতি শ্রুতেঃ। শরীরেহপি তদেবোখানাদিসামর্থ্যং, বস্মাৎ বিজ্ঞানবতাং শতমপি একঃ প্রাণী বলবান্ আকম্পয়তে, যথা হস্তী মত্তো মনুষ্যাণাং শতং সমুদিতমপি। বস্মাদেবমন্নান্নপোষণ-নিমিত্তং বলং, তস্মাৎ স পুরুষো যদা বলী বলেন তদ্বান্ ভবতি, অথ উখাতা উখানকর্তা, উত্তীর্ণশ্চ গুরুণামাচার্য্যশ্চ চ পরিচরিতা, পরিচরণশ্চ শুক্লবাসাঃ কর্তা ভবতি, গরিম উপসত্তা তেবাং সমীপগঃ অন্তরঙ্গঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ। উপসীদশ্চ সামীপাঃ গজন্ একাধ-তয়া আচার্য্যশ্চ অন্তস্ত চোপদেষ্টুর্গুরোর্জিষ্টা ভবতীত্যর্থঃ। ততস্তদ্বক্তৃত্ব শ্রোতা ভবতি, ততঃ ‘ইন্দ্রমেতিক্তম্, এবমুপপত্ততে’ ইত্যুপপত্তিতো মস্তা ভবতি, মদ্বানশ্চ বোদ্ধা ভবতি—‘এব মেবেদম্’ ইতি। ততঃ এবং নিশ্চিত্য তদ্বক্তৃত্বশ্চ কর্তা অমুষ্ঠাতা ভবতি, বিজ্ঞাতা অমুষ্ঠান-কলশ্চ অমুভবিতা ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, বলশ্চ মাহাত্ম্যং—বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতীত্যাদি স্বার্থম্। ১-২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকশ্চ অষ্টমখণ্ডতাম্যম্। ৮।

**সংক্ষিপ্ত-তাম্যানুবাদ।**—বিজ্ঞান অপেক্ষাও বলই শ্রেষ্ঠ। অন্ন-সেবনজনিত জ্ঞাতব্যবিষয়জ্ঞানে মনের যে প্রতিভাশক্তি, তাহাকেই বল বলে, যে হেতু, “অনাহারবশতঃ স্বপ্নবেদাদি শাস্ত্রসমূহ আমার প্রতিভাত হইজেছে না” এইরূপ শ্রুতি আছে। সেই বলই আবার শরীরের উত্থান প্রভৃতির কারণীভূত শক্তিস্বরূপ, কারণ, একটিমাত্র মত্ত হস্তী যেমন সমবেত এক শত মনুষ্যকেও বিদলিত করিতে পারে, সেইরূপ একটিমাত্র বলবান্ প্রাণী এক শত বিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিকেও কম্পিত অর্থাৎ চালিত বা পরাস্ত করিতে পারে। যে হেতু, অন্নাদি সেবনজনিত বলের এত দূর প্রভাব, সে জন্য সেই পুরুষ যখন বলসম্পন্ন হয়, তাহার পর সে উত্থাতা অর্থাৎ উত্থানকর্তা বা অনলস উৎসাহসম্পন্ন ও পরিশ্রমী হয়, উত্থিত হইয়া গুরুজনসমূহ ও আচার্য্যের পরিচর্য্যাকারী বর্গ



কর্ম: ৭৩:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৩৫

প্রবৃত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়, শুশ্রূষাকারী হইলেই তাঁহাদের উপসত্তা অর্থাৎ সমীপস্থ  
 ব্যক্তি অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র হয়। উপসন্ন অর্থাৎ সমীপে গমন করিতে সমর্থ হইলে  
 একাধিষ্ঠিত আচার্য্য ও অত্যাশ্রিত উপদেষ্টা গুরুজনগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষাৎ লাভ  
 করিতে সমর্থ হয়, তদনন্তর তাঁহাদিগের উপদেশ শ্রবণ করিতে সমর্থ হয়,  
 তদনন্তর 'ইহাদিগের উক্ত এই বাক্য এইরূপভাবে যুক্তিসঙ্গত হয়,' এইরূপ বিবেচনা  
 দ্বারা মনন করিতে সমর্থ হয়, মনন করিতে করিতে 'ইহা এইরূপই বটে' এইরূপ  
 বৃত্তিতে সমর্থ হয়; তদনন্তর এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের উপদেষ্টা বিষয়  
 দ্বাৰা অহুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় ও বিজ্ঞাতা হয়, অর্থাৎ অহুষ্ঠানের কল  
 ধন করিতে সমর্থ হয়। বলের আরও মাহাত্ম্য দেখ, বলের দ্বারাই পৃথিবী  
 বহন করিতেছে ইত্যাদির ব্যাখ্যা সরল, এ অল্প ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ॥ ১-২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে নবমঃ খণ্ডঃ

অন্নং বাব বলাদ্ভুয়ঃ, তস্মাৎ যতপি দশরাত্রীর্নাম্মীয়াৎ,  
যত্য়া হ জীবদখবাহ্দ্ৰষ্টা, অশ্রোতা, অমস্তা, অবোদ্ধা, অকর্তা,  
অবিজ্ঞাতা ভবতি । অথান্নশ্রাট্যৈ দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি,  
মস্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি,  
অন্নমুপাস্থেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—বল অপেক্ষাও অন্ন শ্রেষ্ঠ, এ জন্ত যদি কোন ব্যক্তি দশ  
রাত্রি ভোজন না করে, তাহা হইলে মরিয়া যায়, অথবা যদি কোনরূপে বাঁচিয়া  
থাকে, তাহা হইলেও অদ্রষ্টা, অশ্রোতা, অমস্তা, অবোদ্ধা, অকর্তা ও অবিজ্ঞাত হই,  
অর্থাৎ তাহার গুরু দর্শন করিতে, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে, মনন করিতে,  
বোধ করিতে, উপদেশানুযায়ী কার্য করিতে ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারে না ।  
আর সেই ব্যক্তিই যদি অন্ন লাভ করিতে অর্থাৎ আহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা  
হইলে দর্শন করিতে, শ্রবণ করিতে, মনন করিতে, বুঝিতে, কার্য করিতে ও  
বিজ্ঞাতা হইতে সমর্থ হয় । অতএব অন্নের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অন্নং বাব বলাৎ ভুয়ঃ, বলহেতুত্বাৎ । কথমন্নং বল-  
হেতুত্বমিতি ? উচ্যতে—বস্মাৎ বলকারণমন্নং, তস্মাৎ যতপি কচিৎ দশরাত্রীর্নাম্মীয়াৎ,  
সোহন্নোপযোগিনিমিত্তস্ত বলস্ত হান্না ত্রিয়তে, ন চেৎ ত্রিয়তে, বহু হ জীবৎ, দৃষ্টতে হি  
মাসমপ্যনশ্চন্তো জীবন্তঃ, অথবা স জীবন্নপি অদ্রষ্টা ভবতি গুরোরপি, তত এব অশ্রোত-  
ত্যাদি পূর্ববিপরীতং সর্বং ভবতি । অথ যদি বহুজ্ঞহানি অনশিতো দর্শনাদিক্রিয়া  
অসমর্থঃ সন্ অন্নশ্রাট্যৈ, আগমনম্ আয়ঃ, অন্নস্ত প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ, স যন্ত বিজ্ঞতে সোহন্ন  
আয়ী । ‘আট্যৈ’ ইত্যেতদ্বর্ণব্যত্যয়েন । ( ‘ইকারস্ত ব্যত্যয়েন ঐকারান্ত্বয়েন’ পাঠ্যে  
প্রামাদিকঃ ইতি কেশাক্ষিং যতম্ ) অথান্নশ্রাট্যৈ ইত্যপি পাঠে এবমেবাপ্তোক্তব্যবার্থঃ,  
তত্র হেতুমাহ, আট্যৈ ইত্যেদমিতি, ঐকারস্ত বর্ণস্ত ব্যত্যয়েন ঐকারান্ত্বয়েনৈবোক্ত্যর্থঃ ।  
ইত্যেতদ্বর্ণব্যত্যয়েন অথান্নশ্রাট্যৈ ইত্যপি পাঠে এবমেবার্থঃ, ত্রেষ্ট্যাদিকার্যশ্রবণং ।  
দৃষ্টতে হি অন্নোপযোগে দর্শনাদিসামর্থ্যং, ন তদপ্রাপ্তো ; অতোহন্নমুপাস্থেতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—অন্ন বল হইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ, আর  
বলের হেতু । আচ্ছা, অন্নই যে বলের হেতু অর্থাৎ অন্ন হইতেই যে বল হয়,



নবমঃ খণ্ডঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৩৭

তাহা কিরূপে জানা যাইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যে হেতু অন্নই বলের কারণ, সে জন্য যদি কোন ব্যক্তি দশ রাত্রি অর্থাৎ দশ দিন অনাহারে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অন্নভোজন হইতে সজ্ঞাত বলক্ষয় হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যদি না মরিয়া কোনরূপে জীবিত থাকে, কারণ, একমাস অনাহারেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলেও গুরুকেও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, গুরুদর্শন করিতে না পারিলেই অশ্রোতা ইত্যাদি পূর্বোক্ত দ্রষ্টৃহাদির বিপরীত পরিশিষ্ট হইয়া থাকে। আর বহু দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকায় দর্শনাদি ক্রিয়ায় অসমর্থ হইয়া পরে যখন অন্নায়ী হয় ; আয় শব্দের অর্থ আগমন, অন্নায়ী অর্থাৎ অন্নর প্রাপ্তি বা ভোজনলাভ, সেই অন্নর আর বাহার আছে, অর্থাৎ যে অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছে, সে অন্নায়ী। মূল শ্রুতিতে বর্ণপরিবর্তন করিয়া ‘আয়ৈ’ এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহা ‘আয়ী’ এইরূপ হইবে। আর ‘অন্ন আয়া’ এরূপ পাঠ করিলেও ঐ একই অর্থ হইবে, কারণ, দ্রষ্টা ইত্যাদি বার্থবোধক শ্রুতি আছে ; দেখাও যায় যে, অন্নাহার করিতে পারিলেই দর্শনাদি বিষয় সামর্থ্য লাভ করে, কিন্তু অন্ন না পাইলে কোন সামর্থ্যই থাকে না, অতএব অন্নর উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যোহন্নং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে, অন্নবতো বৈ স লোকান্  
পানবতোহভিসিধ্যতি, যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্ত যথাকামচারো  
ভবতি, যোহন্নং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে। অস্তি ভগবোহন্নাদভূয় ইতি ?  
অন্নান্নাব ভূয়োহস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে নবমঃ খণ্ডঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি অন্নকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সেই উপাসক অন্নবিশিষ্ট ও পানবিশিষ্ট লোকসমূহকে লাভ করে। যে পর্য্যন্ত অন্নর গতি বা অধিকার, ততদূর পর্য্যন্ত এই উপাসকের যথেষ্ট অধিকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ তিনি ইচ্ছানুযায়ী অন্ন-পানীয় ভোগ করিতে সমর্থ হন, যিনি অন্নকে অনুভূতিতে উপাসনা করেন। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্ ! অন্ন যশস্কো শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে কি ? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ন নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা  
সূ। ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।



**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্ ।**—কলং চান্নবতঃ প্রভুতান্নং বৈ স লোকান্, পানবতঃ  
প্রভুতান্নকাংশং, অন্ন-পানয়োর্নিত্যসম্বন্ধাৎ, লোকানভিসিধ্যতি । সমানমন্তঃ ॥ ২ ॥  
ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত নবমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদঃ ।**—ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে অন্ন উপাদানার কল এই  
যে, সেই উপাসক প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও পানবান্ অর্থাৎ প্রভূত জলপূর্ণ লোকসমূহ  
প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্নের সহিত জলের নিত্য সম্বন্ধবশতঃ অন্ন ও পান একত্রেই  
উল্লেখ করা হইয়াছে । অতীত অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের ত্রায় ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে

### দশমঃ খণ্ডঃ

আপো বাব অন্নাৎ ভূয়ন্তঃ, তন্মাৎ যদা স্রষ্টির্ন ভবতি, ব্যাধীয়ন্তে প্রাণাঃ, অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীতি । অথ যদা স্রষ্টির্ভবতি, আনন্দিনঃ প্রাণা ভবন্তি, অন্নং বহু ভবিষ্যতীতি, আপ এবমা মূর্তাঃ, যেয়ং পৃথিবী, যদন্তরিক্ষং, যদুচ্চাঃ, যৎ পর্বতাঃ, যদেব-মনুষ্যাঃ, যৎ পশবশ্চ, বয়াংসি, চ, তৃণ-বনস্পত্যয়ঃ খাপদানি, আকীট-পতঙ্গ-পিপীলকম্, আপ এবমা মূর্তাঃ, অপ উপাস্মেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অন্ন অপেক্ষাও জলই শ্রেষ্ঠ, এ জন্ত যদি কোন সময় স্রষ্টি না হয়, তখন অন্ন খুব অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইবে, এই বিবেচনা করিয়া জাতিব ঘটবে, এই মনে করিয়া প্রাণ ব্যাধিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ জলাভাবে অত্যন্ত ক্রোধভব করে । আর যে সময় স্রষ্টি হয়, তখন বহু অন্ন উৎপন্ন হইবে, এই খায় প্রাণ অত্যন্ত আনন্দিত হয় । পরে উল্লিখিত ইহারাই মূর্তিমান জল,—দৃশ্যমান এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ, এই যে ছালোক, এই যে পর্বত, এই যে দেব ও মনুষ্যগণ, এই যে পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, খাপদসমূহ, কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্য্যন্ত এই সমস্ত মূর্ত পদার্থই জল ; অতএব জলের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—আপো বাব অন্নাৎ ভূয়ন্তঃ, অন্নকারণত্বাৎ । যন্মাদেবং, যস্য বা বসিন্ কালে স্রষ্টিঃ শত্ৰুহিতা শোভনা সৃষ্টির্ন ভবতি, তদা ব্যাধীয়ন্তে প্রাণাঃ স্রষ্টিনো ভবন্তি । কিমিসিদ্ধম্ ? ইত্যাহ—অন্নমগ্নিন্ সংবৎসরে নঃ কনীয়োহন্নভরং ভবিষ্যতীতি । অথ পুনর্বদা স্রষ্টির্ভবতি, তদা আনন্দিনঃ স্রষ্টিনো হৃষ্টপ্রাণাঃ প্রাণিনো হৃদি, অন্নং বহু প্রভূতং ভবিষ্যতীতি । অসম্ভবত্বাৎ মূর্তস্ত অন্নস্ত আপ এব ইমাঃ মূর্তাঃ রূপাকারপরিণতা ইতি মূর্তাঃ,—যেয়ং পৃথিবী, যদন্তরিক্ষম্ ইত্যাদি আপ এবমা মূর্তি, অতোহপ উপাস্মেতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—জল হইতেই অন্ন উৎপন্ন হয় বলিয়া অন্ন হইতে জলই শ্রেষ্ঠ । যে হেতু, জল হইতেই অন্ন উৎপন্ন হয়, এ জন্ত যে সময়ে অন্ন পক্ষে হিতজনক স্রষ্টি না হয়, সে সময় প্রাণসমূহ অর্থাৎ প্রাণিগণ ব্যাধিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয় । কি জন্ত দুঃখিত হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এ



বৎসর আমাদের অন্ন অতি অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইবে, এই মনে করিয়াই স্থাপিত হয়। আর যখন পুনরায় শস্তের পক্ষে হিতজনক স্রষ্টি হয়, তখন, এ বৎসর আমাদের যথেষ্টপরিমাণে অন্ন উৎপন্ন হইবে, এই মনে করিয়া প্রাণ অর্থাৎ আত্মা সমুহ অত্যন্ত আনন্দিত অর্থাৎ হৃষ্ট বা সুখী হয়। মৃত্তিমান্ অন্ন জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই জলই মূর্ত্ত অর্থাৎ বিবিধ মূর্ত্তিভেদাকারে পরিণত, এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ ইত্যাদি, ইহারা সকলেই মূর্ত্ত জলই; অতএব জলের উপাসনা কর।

স্পষ্টার্থ—সনৎকুমার মুনি নারদকে বলিলেন,—ঋষে! জলই অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ, কেন না, জলই অন্নের নিদান বলিয়া জানা যাইতেছে। যখন শস্তের হিতসাধনে স্রষ্টি না হয়, তখন সকল প্রজাই ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার বিবেচনা করে, এ বর্ষে আমাদের অন্ন অন্ন হইবে, অতএব সকলের প্রাণ-তাগের সম্ভাবনা দেখিতেছি। পরে যদি পুনরায় স্রষ্টি হয়, তখন সকল প্রাণই হৃষ্ট হইয়া পুলকিতচিত্তে বলিতে থাকে, এ বর্ষে যেরূপ স্রষ্টি দেখিতেছি, ইহাতে নিশ্চয়ই প্রভূত শস্ত জন্মিবে। তাহা হইলে আমরা প্রচুর অন্ন লাভ করিব মনে নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, অন্ন জল হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টমান অন্নের জলই মূর্ত্ত্যন্তর। এই যে পৃথিবী, গগন, স্বর্গ, গিরি, দেব, নর, গণ, পক্ষী, তৃণ, বৃক্ষ, স্থাপদ, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা প্রভৃতি জীব, ইহারা সকলেই জল দ্বারা জীবিত থাকে। ইহারা সকলেই মূর্ত্তিধারী জল, কেন না, জলের পরিণাম শস্তভক্ষণে ইহারা জীবিত আছে। হে মুনে! জলই সকলের নিদান ও প্রধান, তুমি সেই জলের আরাধনা কর ॥ ১ ॥

স যোহপো ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে, আপ্নোতি সর্বান্ কামাণ-  
সৃষ্টিমান্ ভবতি, যাবদপাং গতং, তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি,  
যোহপো ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে। অস্তি ভগবোহন্ত্যো ভূয় ইতি?  
অন্ত্যো বাব ভূয়োহস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে দশমঃ খণ্ড ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি জলকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সমস্ত কাম অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় ও তৃপ্তিমান্ হয়। এ পর্য্যন্ত জলের গতি বা অধিকার, সে পর্য্যন্ত এই উপাসকের যথেষ্ট কামচার অর্থাৎ পূর্ণ অধিকার হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি জলকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! জল হইতেও শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ



[অঃ ৭৩:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৪১

যাহ কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, জল হইতেও শ্রেষ্ঠ পদার্থ নিশ্চয়ই  
হইবে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তভাষ্যম্।**—ফলম্—স যোহপো ব্রহ্মত্বপাতে, আগ্রোতি স সর্সান্  
সম বায়ান্ যুগ্মতো বিষয়ানিত্যর্থঃ। অসম্ভবত্বাচ্চ ত্বন্তরস্থপাসনাং তুষ্টিমাশ্চ  
ভুতি। সমানমন্তঃ ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকত্ব দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—জলকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনার ফল  
বিভূত, যে কোন ব্যক্তি জলকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সমস্ত  
সমার্থী যুগ্মমান বা আকারবিশিষ্ট সমস্ত অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হয়। জল  
সেই তুষ্টি লাভ হয় বলিয়া জলের উপাসনা করিলে সেই উপাসক তুষ্টিমান  
সর্ববিষয়েই তুষ্টি লাভ করে। অন্ত্যন্ত অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের ভাষ্য ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ

তেজো বাব অন্ত্যো ভূয়ঃ, তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহাকাশ-  
মভিতপতি, তদাহ্নর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি । তেজ  
এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাহথাপঃ সৃজতে, তদেতদূর্দ্ধাভিঃ  
তিরশ্চীভিঃ বিদ্যুদ্বিরাহাদাশ্চরন্তি, তস্মাদাহ্নর্বিভোততে,  
স্তনয়তি, বর্ষিষ্যতি বা ইতি । তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বা  
অথাপঃ সৃজতে, তেজ উপাস্মেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—জল হইতেও তেজই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যখন সেই এই তেজ  
বায়ুকে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া আকাশকে সন্তপ্ত করে, তখন যাকে  
বলে, জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছে, দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে; অতএব অবশ্যই বর্ণ  
করিবে, অর্থাৎ সত্ত্বই বৃষ্টি হইবে। তেজই প্রথমে তাহার স্বরূপ দর্শন করিয়া  
পরে জলের সৃষ্টি করে। সেই এই তেজই উর্দ্ধগামী ও বক্রগামী বিদ্যুতের ন্যায়  
আহ্লাদ অর্থাৎ মেঘগর্জনেররূপে বিচরণ করে। সেই জন্তই লোকে বলিয়া থাকে,  
বিদ্যুৎক্ষুরণ হইতেছে, গর্জন করিতেছে, অতএব শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। বাস্তবিক-  
পক্ষে তেজই প্রথমে ঐরূপে নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া অনন্তর জল বর্ষণ করে,  
অতএব তেজের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—তেজো বাব অন্ত্যো ভূয়ঃ, তেজসোহপ্ কাশণ্যম্।  
কথমপকারণত্বম্? ইত্যাহ—যস্মাৎ অব্যোনিভেজঃ, তস্মাদ্বা এতত্তেজো বায়ু  
আগৃহ্য অবষ্টভ্য স্বান্ননা নিশ্চলীকৃত্য বায়ুন্ম আকাশমভিতপতি আকাশমভিব্যাধু বস্তপতি  
যদা, তদা আহ্নর্লৌকিকাঃ,—নিশোচতি সন্তপতি সামান্তেন জগৎ, তপতি দেহান্ অতো  
বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। প্রসিদ্ধং হি লোকে কারণমভ্যুত্থতং দৃষ্টবতঃ কার্য্য ভবিষ্যতীতি  
বিজ্ঞানম্। তেজ এব তৎপূর্বমাত্মানমুদ্ভূতং দর্শয়িত্বা অথানন্তরম্ অগঃ স্বজতে  
অতোহপ্ স্রষ্ট্বা ভূয়োহন্ত্যন্তেজঃ। কিঞ্চাত্তৎ, তদেতত্তেজ এব স্তনয়িত্বমূপ  
বর্ষহেতুর্ভবতি। কথম্? উর্দ্ধাভিঃ চোর্দ্ধগাভিঃ বিদ্যুদ্বিঃ তিরশ্চীভিঃ তিষ্ঠাণ্ডাভিঃ  
আহ্লাদাঃ স্তনয়নশাস্চরন্তি; তস্মাদুদর্শনাদাহ্নর্লৌকিকাঃ,—বিভোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি  
বৈ ইত্যাহ্ব্যক্তার্থম্; অতন্তেজঃ উপাস্মেতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তেজ হইতেই জল উৎপন্ন হয় বলিয়া  
জল হইতে তেজই শ্রেষ্ঠ বস্তু। তেজ জলের কারণ কিরূপে হইল? ইহার



একাদশঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৪৩

উভয়ে বলিতেছেন, যে হেতু তেজই জলের যোনি বা কারণ, সে জন্ত সেই এই তেজ বায়ুকে গ্রহণ অর্থাৎ আক্রমণ বা আশ্রয় করিয়া নিজের প্রভাবে সেই বায়ুকে নিষ্কাশিয়া আকাশকে অভিতপ্ত করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া নব সস্তাপ উৎপাদন করে, তখন লোকসমূহ বলে—নিশোচতি—নিশোচন করিতেছে, অর্থাৎ সাধারণভাবে সমস্ত জগৎকেই সস্তপ্ত করিতেছে, নিতপতি ধ্বংস বিশেষভাবে দেহকে সস্তপ্ত করিতেছে, অতএব নিশ্চয়ই বর্ষণ হইবে। ঈশ্বর ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, কারণের উদয় দেখিলেই কার্য্য যে হইবে, এই জ্ঞান দ্বারা স্বভাবতই সমুৎপন্ন হয়, অতএব পূর্বোক্তরূপ সস্তাপদর্শনে তাহার বার্ষিকরূপ ভাবী বৃষ্টি অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। সেই তেজই পূর্বে আপনার ঈশ্বর উদ্ভূত অর্থাৎ ব্যক্ত বা সুস্পষ্ট রূপ দর্শন করাইয়া অনন্তর জল সৃষ্টি করে অর্থাৎ জল বর্ষণ করে, অতএব জলের স্রষ্টা বলিয়া তেজ জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আরও দেখ, সেই এই তেজই স্তনয়িত্ব অর্থাৎ মেঘরূপে বৃষ্টির হেতুরূপ হয়। বিরূপে হয়? উর্দ্ধগামিনী ও তির্ধ্যগ্গামিনী অর্থাৎ বক্রগামিনী বিদ্যাৎসমূহের দ্বিত আত্মাদসমূহ অর্থাৎ মেঘগর্জ্জনসমূহরূপে সঞ্চরণ করে, সেই জন্তই তাহা দর্শন করিয়া লোকসমূহ বলিয়া থাকে, বিদ্যাৎসমূহ হইতেছে, গর্জ্জন করিতেছে, অতএব সম্বরই বর্ষণ করিবে ইত্যাদি। অত্যাশ্রয় অংশের বাখ্যা পূর্বের দ্বারা। অতএব তেজের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যন্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো  
লোকান্ ভাস্বতোহপহততমক্ষানভিসিধ্যতি। যাবতেজসো গতং  
জ্ঞানং যথাকামচারো ভবতি, যন্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি  
জাবন্তেজসো ভূয় ইতি? তেজসো বাব ভূয়োহস্তীতি। তন্মে  
জানান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি তেজকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে,  
সে ব্যক্তি স্বয়ং তেজস্বী হইয়া তেজোময় প্রকাশস্বভাব বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক  
জ্ঞান অন্ধকার-বিরহিত লোকসমূহকে প্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত তেজের গতি  
ব অধিকার, সে পর্য্যন্ত ইহার যথেষ্ট অধিকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ তেজের দ্বারা  
সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, এই ব্যক্তি সে সমস্ত কর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন  
করিতে পারে ও তেজকে যথেষ্টভাবে ব্যবহার করিতে পারে, যে ব্যক্তি



তেজকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে । নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবান্! তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ কিছু আছে কি ? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, হাঁ, হে অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে । নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আবার তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্**।—তত্ত্ব তেজস উপাসনফলঃ—তেজসী বৈ ভক্তিঃ। তেজস্বত এব চ লোকান্ ভাস্বতঃ প্রকাশবতঃ অপহততমস্কান্ অপনীতবাহ্যাদি-  
কাত্তজ্ঞানতমস্কান্ অভিসিধ্যতি । স্বজ্জর্থমগ্ৰঃ ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য একাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ**।—সেই তেজের উপাসনার ফল বলিতেছেন, স্বয়ং তেজসী হয় । তেজঃসম্পন্ন, ভাস্বান্ অর্থাৎ প্রকাশবিশিষ্ট, অপহততমস্ব অর্থাৎ বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক অজ্ঞানাদিরূপ অন্ধকারশূন্য লোকসমূহকে প্রাপ্ত হয় । সত্ত্বাত্ম অংশের ব্যাখ্যা সুগম ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

আকাশো বাব তেজসো ভূয়ান্, আকাশে বৈ সূর্য্যচন্দ্র-  
মসাবুৰ্ত্তো, বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিঃ, আকাশেনাহ্রয়তি, আকাশেন  
শৃণোতি, আকাশেন প্রতিশৃণোতি, আকাশে রমতে, আকাশে  
ন রমতে, আকাশে জায়তে, আকাশমভিজায়তে, আকাশ-  
মুপাসৃষেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—তেজ হইতেও আকাশ শ্রেষ্ঠ, কারণ, আকাশে সূর্য্য ও  
চন্দ্র এই দুইটি, বিদ্যাৎ, নক্ষত্র ও অগ্নি বিদ্যমান আছে। লোক আকাশকে  
অবলম্বন করিয়াই আহ্বান করে, আকাশের সাহায্যেই শ্রবণ করে, আকাশের  
সাহায্যেই প্রতিশ্রবণ করে, অর্থাৎ পূর্বে যাহাকে কোন কথা বলা হইয়াছে, তাহার  
উত্তরও শ্রবণ করে, আকাশেই ক্রীড়া করে ও ক্রীড়ার অভাবও আকাশেই সম্পন্ন  
হয়, আকাশেই উৎপন্ন হয় ও আকাশকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ উর্দ্ধমুখ হইয়া  
অহুরাদি পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়। অতএব আকাশের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—আকাশো বাব তেজসো ভূয়ান্, বায়ুসহিতস্ত তেজসঃ  
কারণং ব্যোমঃ, বায়ুমাগৃহেতি তেজসা সহোক্তো বায়ুরিতি পৃথগিহ নোক্তস্তেজঃ। কারণং  
হি লোকে কার্য্যং ভূয়ো দৃষ্টং, যথা ঘটাদিত্যো মৃৎ, তথা আকাশো বায়ুসহিতস্ত তেজসঃ  
বাবমিতি ততোহপি ভূয়ান্। কথম্? আকাশে বৈ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুৰ্ত্তো তেজোরূপো,  
বিদ্যাৎ নক্ষত্রাণি অগ্নিশ্চ তেজোরূপাণি আকাশেহন্তঃ, যচ্চ যতাস্তর্কসিদ্ধি তদন্তঃ, ভূয় ইত্যন্তঃ।  
কিঞ্চ, আকাশেনাহ্রয়তি চ অন্তমন্তঃ, আহুতশ্চেতর আকাশেন শৃণোতি, অন্তোক্তঞ্চ  
দমন্তঃ প্রতিশৃণোতি, আকাশে রমতে ক্রীড়তি অন্তোহন্তঃ সর্ব্বঃ, তথা ন রমতে চাকাশে  
কস্মাদিবিয়োগে, আকাশে জায়তে, ন মূর্ত্তেনাবষ্টকে; তথা আকাশমভিলক্ষ্য অহুরাদি  
কায়তে, ন প্রতিলোমম্, অত আকাশমুপাসৃষ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আকাশ বায়ুর সহিত তেজের কারণ  
বলিয়া অর্থাৎ বায়ু ও তেজ উভয়ই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া তেজ  
অপেক্ষা আকাশই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বখণ্ডে “বায়ুমাগৃহ” এই উক্তি থাকায় তেজের  
সহিত বায়ুও উক্ত হইয়াছে, এ জন্ত এ স্থানে আর তেজ হইতে বায়ুকে পৃথক্  
বলিয়া বলা হয় নাই। এই লোকে কার্য্য অপেক্ষা কারণের শ্রেষ্ঠতাই দেখা যায়,



যেমন কার্যস্বরূপ বটাদি অপেক্ষা কারণস্বরূপ মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ আকাশই বায়ু সহিত তেজের কারণ বলিয়া তেজ ও বায়ু অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ? না, তেজোময় সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ই আকাশে অবস্থিত, তৈজসিক বিজ্ঞানক্ষত্র ও অগ্নি এ সমস্তই আকাশের মধ্যে বিদ্যমান। যে বস্তু বাহার অভ্যন্তরে থাকে, সে বস্তু তাহা অপেক্ষা অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র, আর অপরাট হয় ভূয় অর্থাৎ মহান বা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যে অভ্যন্তরে থাকে, সে হয় ক্ষুদ্র আর বাহার অভ্যন্তরে থাকে, সে হয় মহৎ। আরও দেখ, এক ব্যক্তি অত্র ব্যক্তিকে যে আহ্বান করে, তাহা আকাশের সাহায্যেই করে, যে ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয়, সেও আকাশের সাহায্যেই শ্রবণ করে, আকাশের সাহায্যেই এক ব্যক্তি-কর্তৃক কৃত শব্দ অপর ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারে। আকাশেই সকলে পরস্পর রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া করে, সেইরূপ আত্মীয়-বন্ধু-বিরোগে যে রমণ বা ক্রীড়া করে না, তাহাও আকাশেই করে, আকাশেই জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু কোন মূর্ত পদার্থ দ্বারা অষ্টক বা অধিকৃত স্থানে জন্ম গ্রহণ করে না। ভাব এই যে, যে স্থান কোন পদার্থ দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া আছে, সে স্থানে কোন পদার্থই উৎপন্ন হয় না, উন্মুক্ত স্থানেই উৎপন্ন হয়। বৃক্ষের অঙ্কুরাদি আকাশকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ উর্দ্ধদিকেই উৎপন্ন হয়, প্রতিলোম অর্থাৎ নিম্নদিকে অথবা যে দিকে আকাশ নাই, সে দিকে হয় না, অতএব আকাশের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স য আকাশং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে, আকাশবতো বৈ স লোকান্  
প্রকাশবতোহসংবাধানুরূপায়বতোহভিসিধ্যতি, যাবদাকাশস্ত গজ,  
তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি, য আকাশং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে।  
অস্তি ভগবঃ। আকাশাদ্ভূয়ঃ ইতি ? আকাশাদ্ভাব ভূয়োহস্তীতি।  
তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—যে কোন ব্যক্তি আকাশকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, সে আকাশবিশিষ্ট অর্থাৎ আকাশের ত্রায় বিদ্যুত, প্রকাশবিশিষ্ট অর্থাৎ আলোকোজ্জ্বল, অসম্বাদ অর্থাৎ অসঙ্কীর্ণ অর্থাৎ স্থানের অন্ততাবশতঃ পরস্পরের পীড়াদায়ক (ঠাসাঠাসি) না হয়, এমন স্থান ও উরুগায়বান্ অর্থাৎ বিদ্যুত বা বহুদূরব্যাপী লোকসমূহ লাভ করে। যে পর্য্যন্ত আকাশের অধিকার, সে পর্য্যন্ত ইহার যথেষ্ট অধিকার থাকে, যে ব্যক্তি আকাশকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা



করে। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—ফলং শৃণু—আকাশবতো বৈ বিস্তারযুক্তান্ স বিদ্বান্ প্রকাশবতঃ, প্রকাশাকাশয়োর্নিতাসম্বন্ধাং, প্রকাশবতশ্চ লোকানসম্বাদান্—স্বাধঃ সম্বাদঃ, সম্বাদঃ অন্তোহন্তপীড়া, তদ্রহিতানসম্বাদান্ উরুগায়বতো বিস্তীর্ণগতীন্ বিস্তীর্ণপ্রচারান্ লোকানভিসিধ্যতি। বাবদাকাশস্তেত্যাহ্যুক্তার্থম্ ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আকাশের উপাসনার ফল শ্রবণ কর—সেই বিদ্বান্ বা উপাসক আকাশবিশিষ্ট অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত বা বিস্তীর্ণ ও প্রকাশবিশিষ্ট, আকাশের সহিত প্রকাশের নিত্য সম্বন্ধবশতঃ, অর্থাৎ যে স্থান শূন্য, সেই স্থানেই আলোক থাকায় প্রকাশবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। সম্বাদ শব্দের অর্থ স্বাধন অর্থাৎ পরস্পরের পীড়া উৎপাদন, যে স্থানে তাহার অভাব, তাহাই সম্বাদ, (যে স্থানে ঘেঁসা-ঘেঁসি বা ঠাসাঠাসি নাই এমন স্থান) উরুগায়বৎ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ গতি বা বিস্তৃত প্রচারবিশিষ্ট (বহুদূর পর্য্যন্ত অবাধে ভ্রমণোপযোগী) লোকসমূহ লাভ করে। 'যে পর্য্যন্ত আকাশের গতি' ইত্যাদির অর্থ প্রসিদ্ধরূপ ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

অরো বাব আকাশাৎ ভূয়ঃ, তস্মাৎ যতপি বহব আসীরন্  
অরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুঃ, ন মদ্বীরন্, ন বিজানীরন্।  
যদা বাব তে অরেষুঃ, অথ শৃণুয়ুঃ, অথ মদ্বীরন্, অথ বিজানীরন্,  
অরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি, অরেণ পশূন্ ; অরমুপাস্থেতি ॥১॥

**অনুবাদ।**—আকাশ অপেক্ষাও অর অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্মবিশেষ  
অরগই শ্রেষ্ঠ, এ জন্ত যদি বহু ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়াও অরগ না করিতে  
পারে, তাহারা কোন বিষয়ই শ্রবণ করিতে পারে না, অর্থাৎ কোন শব্দ কর্ণ-  
গোচর হইলেও তাহার অর্থবোধ করিতে পারে না, মনন করিতেও পারে না,  
ভাল করিয়া কোন বিষয় বুঝিতেও পারে না, অর্থাৎ শ্রবণ মনন নির্দিধ্যাসন কোন  
বিষয়ই সে করিতে সমর্থ হয় না। আর যখন সে অরগ করিতে পারে, তখন  
সমস্ত বিষয়ই শ্রবণ করিতেও পারে, মনন করিতেও পারে ও বোধ করিতেও  
পারে। অর অর্থাৎ অরগের সাহায্যেই পুত্রগণকে জানিতে পারে, এবং এই  
সমস্ত পণ্ড যে আমার, তাহাও অরগের সাহায্যেই জানিতে পারে। অতএব  
অরগের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অরো বা আকাশাৎ ভূয়ঃ, অরগং অরোহন্তঃকরণধর্মঃ,  
স আকাশাৎ ভূয়ানিতি দ্রষ্টব্যঃ লিঙ্গব্যত্যয়েন। অর্ন্তুঃ অরগে হি সত্যাকাশাদিসর্বধর্মঃ,  
অরগবতো ভোগ্যত্বাৎ। অসতি তু অরগে সদপ্যসদেব, সত্বকার্য্যভাবাৎ। নাপি সৎ সত্তা-  
ভাবে শক্যাকাশাদীনামবগন্তম্ ইত্যতঃ অরগত্বাকাশাৎ ভূয়ন্তম্। দৃশ্যতে হি লোকে অরগত  
ভূয়ন্তঃ সন্নাৎ, তস্মাৎ যতপি সমুদিতা বহব একস্মিন আসীরন্ উপবিশেষুঃ, তে তজানীনা  
অন্তোহন্তভাবিতমপি ন অরন্তশ্চেৎ স্ত্যঃ, নৈব তে কঞ্চন শব্দং শৃণুয়ুঃ, তথান মদ্বীরন্;  
মস্তব্যং চেৎ অরেষুঃ, তদা মদ্বীরন্, সত্যভাবান্ন মদ্বীরন্, তথান বিজানীরন্। যদা বাব  
তে অরেষুর্ধর্মস্তব্যং বিজাতব্যং শ্রোতব্যঞ্চ, অথ শৃণুয়ুঃ, অথ মদ্বীরন্, অথ বিজানীরন্।  
তথা অরেণ বৈ “মম পুত্রা এতে” ইতি পুত্রান্ বিজানাতি; অরেণ পশূন্; অতো ভূয়ন্তঃ  
অরমুপাস্থেতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আকাশ অপেক্ষাও অরগই শ্রেষ্ঠ, অর  
অর্থাৎ অন্তঃকরণধর্মবিশেষ অরগ, সেই অরগ আকাশ হইতেও ভূয়ান্, অর্থাৎ



স্বাক্ষর: ৭৩:]

মূলে যে “ভূয়ঃ” শব্দটি আছে, উহার নিজ পরিবর্তন করিয়া “ভূয়ান্”  
 উচ্চারণ করিতে হইবে, কারণ, “স্বর” শব্দটি পুংলিঙ্গ, তাহার বিশেষণ  
 করিয়া “ভূয়ান্” এইরূপই উচ্চারণ করিতে হইবে। স্বরণকর্তা স্বরণ করিতে  
 পরিবেই আকাশাদি সমস্ত পদার্থ সার্থক হইতে পারে, কারণ, স্মৃতিসম্পন্ন  
 নিকটই ঐ সমস্ত পদার্থ ভোগ্য হইয়া থাকে। আর স্বরণশক্তি না থাকিলে বস্তু-  
 স্মরণ হইয়াও অসৎ হয় অর্থাৎ থাকিয়াও না থাকার মধ্যেই পরিগণিত হয়,  
 কেন না, সন্ধকার্যের অভাব হয় অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বের উপযোগী কোন কার্য্যই  
 ন, বিশেষতঃ স্মৃতির অভাবে আকাশাদির অস্তিত্বও কেহ জানিতে সমর্থ হয়  
 না, এই জন্যই আকাশ অপেক্ষাও স্বরণের শ্রেষ্ঠত্ব। (ভাবার্থ এই যে—জীবের  
 প্রয়োজনই স্বরণশক্তির অধীন, বাহার মনে কোনরূপ ভোগবিষয়ক সংস্কার নাই,  
 সে ভোক্-ভোগ্যবিষয়ক অনুভবও নাই, সে কোনরূপ ভোগই করিতে সমর্থ হয়  
 না, ভোগ করিতে হইলে ভোগ্যবস্তুবিষয়ে হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি থাকা  
 প্রয়োজন; ভোগ্যবস্তু দর্শনে সেই স্মৃতি সংস্কার পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্মৃতি বা জ্ঞানরূপে  
 পরিণত হয়, তখন নিজ নিজ সংস্কারানুরূপ ভোগে প্রবৃত্তি জন্মে। শ্রবণ-মননাদি  
 সম্বন্ধে এইরূপই নিয়ম জানিবে। সৎ ও অসৎ বলিতে সাধারণত এইরূপ বুঝায়  
 যে, যাহা অর্থক্রিয়াকারী, যাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বা হইতে পারে,  
 তাহাই সৎ, আর তাহার বিপরীত হইলেই সে অসৎ বলিয়া পরিগণিত হয়।  
 স্বরণশক্তি নাই, সে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারাই কোন প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ  
 ন, এ জন্য তাহার নিকট সৎ বস্তুও অসতেরই ছায় হইয়া পড়ে; এ জন্য  
 কেহ কেহ জ্যোতিষকেই “জ্ঞাতৈকসৎ” এই নামে অভিহিত করেন; তাহাদের  
 বস্তুজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্বে কোন প্রমাণই নাই, এই জন্যই ভাষ্যকার  
 “পাশদেব সন্ধকার্য্যভাবাৎ” এইরূপ বলিয়াছেন) যে হেতু, এই জগতেও  
 স্বরণই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্যই যদি বহু লোক এক স্থানে  
 সমবেত হইয়া উপবিষ্ট হয় ও তাহারা সেই স্থানে বসিয়া পরস্পরের কথিত বাক্যও  
 শ্রবণ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা কোন শব্দই শ্রবণ করিতে পারে  
 না, (এ স্থানে বক্তব্য এই যে, “শৃণুয়ুঃ, মধীরন, বিজানীরন” এই তিনটি শব্দ  
 দ্বারা যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বুঝিতে হইবে, সুতরাং “ন শৃণুয়ুঃ” এই  
 শব্দের অর্থ কেবল শব্দ-গ্রহণ-শক্তির অভাব নহে, পরন্তু শ্রুত শব্দের অর্থবোধ-  
 ক্রিয় অভাবই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ শব্দ শুনিতে পায়, কিন্তু সে শব্দ কিসের,  
 তাহা জানিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না) এবং কোনরূপ মনন করিতেও পারে না,  
 তাহা, সমস্ত বিষয়টি যদি স্বরণ করিতে পারে, তাহা হইলেই মনন করা সম্ভব



হইতে পারে, কিন্তু স্মৃতিশক্তির অভাব বশতঃ মনন করিতেই পারে না, এবং বিশেষ কিছু বুঝিতেও পারে না ; আর যখন তাহারা মন্তব্য, বিজ্ঞাতব্য ও শ্রোতব্য বিষয় স্মরণ করিতে পারে, তখন তাহারা শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিতে, মন্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে ও জ্ঞাতব্য বিষয় নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় । এইরূপ স্মৃতিশক্তির সাহায্যেই 'ইহারা আমার পুত্র' এই বলিয়া পুত্রদিগকে জানিতে বা চিনিতে পারে, স্মরণশক্তির সাহায্যেই নিজের পশুসমূহকেও জানিতে বা চিনিতে পারে, অতএব শ্রেষ্ঠতাবশতঃ স্মর বা স্মরণের উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে, যাবৎ স্মরন্ত গত্য তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি, যঃ স্মরং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে । অস্তি ভগবঃ । স্মরাদ্ভুয় ইতি ? স্মরাদ্ভাব ভূয়োহস্তুীতি । তস্মৈ ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি স্মরকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্যন্ত স্মরের গতি বা অধিকার, সে পর্যন্ত এই উপাসকের যথেষ্ট অধিকার হয়, যে ব্যক্তি স্মরকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে । হে ভগবন ! স্মর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছ আছে কি ? নারদ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, স্মর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই আছে । নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান আগনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—উক্তার্থমন্তঃ । ২ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্ । ১৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—এই অংশের অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্দশঃ খণ্ডঃ

আশা বাব অরাদ্ভূয়সী, আশেদ্ধো বৈ অরো মজ্জানধীতে,  
কর্মাণি কুরুতে, পুত্রাংশ্চ পশুংশ্চেষ্টতে, ইমঞ্চ লোক-  
মুখেষ্টতে, আশামুপাস্মেতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অর বা অরণ অপেক্ষাও আশাই শ্রেষ্ঠ, কারণ, অর আশা  
দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াই মজ্জ পাঠ করে, কর্মসমূহ সম্পাদন করে, পুত্রসমূহ ও  
পশুসমূহকে অভিলাষ করে, ইহলোক ও পরলোক কামনা করে, অর্থাৎ জীবগণ  
দ্বারা এই সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অতএব আশার উপাসনা কর ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতানুবাদ।**—আশা বাব অরাদ্ভূয়সী। আশা অপ্রাপ্তবত্বাকাজ্জা ;  
দেহ, কৃষ্ণ, কাম ইতি যামাহঃ পর্য্যায়ৈঃ। সা চ অরাং ভূয়সী। কথম্? আশয়া  
করনং অরতি অর্ন্তব্যম্। আশাবিষয়কং অরমসৌ অরো ভবতি, অত আশেচ্ছ  
বসোভিবিদ্বিতঃ অরভূতঃ অরন্ স্বগাদীনু মজ্জানধীতে, অধীত্য চ তদর্থং ব্রাহ্মণভ্যো  
নিকটং ব্রহ্মা কর্মাণি কুরুতে তৎফলাশংক্যৈব, পুত্রাংশ্চ পশুংশ্চ কর্মকলভুতানিচ্ছতে  
বলিহতি, আশংক্যৈব তৎসাধনাত্মভূতিষ্ঠতি। ইমঞ্চ লোকমাশেচ্ছ এব অরন্ লোক-  
মুখেষ্টতি। অমুঞ্চ লোকম আশেচ্ছঃ অরন্ তৎসাধনাত্মভূতানেনেচ্ছতে। অত  
ব্রাহ্মণাববন্ধঃ অরাকাশাদি-নামপর্য্যন্তং জগচ্চক্রীভূতং প্রতিপ্রাণি; অতঃ আশায়াঃ  
সেপি ভূয়সিত্যত আশামুপাস্ম ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আশাই অর বা অরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।  
অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে আশা বলে। শাস্ত্রে বাহাকে  
দেহ, কৃষ্ণ, কাম এই সমস্ত পর্য্যায় বা একার্থবাচক শব্দের দ্বারা অভিহিত করা  
হয়। সেই আশা অর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিরূপে শ্রেষ্ঠ? তাহার উত্তরে  
ব্রহ্মদেহ, মানব অন্তঃকরণস্থিত আশা দ্বারাই অর্ন্তব্য বিষয়কে অরণ করিয়া  
করে, অর্থাৎ চিন্তে যখন যে বিষয়ে আশা বা কামনা উৎপন্ন হয়, সেই আশার  
উপায় তাহা পূরণের উপায় অনুসন্ধান করে। আশার বিষয়ীভূত বস্তু অরণ  
করিয়াই ইহা অর হয়, অর্থাৎ অরণ করে বলিয়াই অর নামে অভিহিত হয়,  
অতএব আশা দ্বারা ইচ্ছা অর্ন্তব্য অভিবিদ্বিত অরভূত অর্থাৎ অরণশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি  
দ্বারা তদনন্তর ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার অর্থ ও কর্তব্যবিধি শ্রবণ করিয়া কল



নাভের আশায় কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, কর্মের ফলস্বরূপ পুত্রসমূহ ও পতন্যুপাইবার অভিলাষ করে। আশা দ্বারা উৎসাহিত হইয়াই ইহলোকে স্মরণ করিতে করিতে রক্ষার হেতুস্বরূপ নানাবিধ উপায়ে ইহলোকে ভোগ্য বস্তুসমূহকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে ইচ্ছা করে, এবং আশা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পরলোক স্মরণ করিয়া তাহা প্রাপ্তির উপায় অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোক প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে; অতএব স্মরণ ও আকাশাদি নাম পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎই প্রত্যেক প্রাণীর সম্বন্ধেই আশারূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া চক্রাকারে অবস্থান করিতেছে, এই জন্তই স্মরণ হইতেও আশার প্রাধান্য, অতএব আশাকে উপাসনা কর ॥ ১ ॥

স য আশাং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে, আশয়াহস্ত্য সর্বের কামাঃ সমুদ্যন্তি, অমোঘা হান্ত্রাশিমো ভবন্তি, যাবদাশায়া গতং তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি, য আশাং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে। অস্তি ভগবঃ! আশায়া ভুয় ইতি? আশায়া বাব ভূয়োহস্তীতি। তমে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত চতুর্দশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—যে কোন ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সেই আশা দ্বারা অথবা আশামাত্রই এই ব্যক্তির সমস্ত কামনাই সমুদ্ভিসম্পন্ন হয় বা পরিপূর্ণ হয়, এই ব্যক্তির আশাঃ বা প্রার্থনা অমোঘ হয়, অর্থাৎ কখন নিষ্পন্ন হয় না, যে পর্য্যন্ত আশার গতি, তাহাতে এই উপাসকের যথেষ্ট অধিকার থাকে অর্থাৎ এক ব্যক্তি যতদূর আশা করিতে পারে, তাহা করিবার অবাধ অধিকার থাকে এবং তাহা পূর্ণও হয়, যে ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, আশা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে বৈ কি। নারদ বলিয়াছিলেন, ভগবান্ আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—যস্মাশাং ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে, শূণ্ তত্ত ফলম্—আশায়া সর্বোপাসিতয়া অত্মোপাসকস্ত সর্বের কামাঃ সমুদ্যন্তি সমৃদ্ধিং গচ্ছন্তি, অমোঘা হ অস্ত্যশি প্রার্থনাঃ সর্বা ভবন্তি, যৎ প্রার্থিতং, সর্বং তদবশ্যং ভবতীত্যর্থঃ। যাবদাশায়া গতমিত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত চতুর্দশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৪ ॥



চতুর্দশ: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৫৩

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তি যে ফল পায়, তাহা শ্রবণ কর—আশা সর্বদা উপাসিত হইলে অর্থাৎ সর্বদা আশার উপাসনা করিলে এই উপাসকের সমস্ত কামনাই সূক্ষ্ম বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ইহার আশী: অর্থাৎ সমস্ত প্রার্থনাই অমোঘ বা অব্যর্থ বা সফল হয়, যে যে বিষয় প্রার্থনা করে, তাহা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হয়। আশার যে পর্যন্ত গতি ইত্যাদির অর্থ পূর্বের দ্বায় ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্, যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতাঃ,  
এবমগ্নিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতং, প্রাণঃ প্রাণেন যতি, প্রাণঃ  
প্রাণং দদাতি, প্রাণায় দদাতি, প্রাণো হ পিতা, প্রাণো মাতা,  
প্রাণো ভ্রাতা, প্রাণঃ স্বমা, প্রাণ আচার্য্যঃ, প্রাণো ব্রাহ্মণঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আশা অপেক্ষাও প্রাণই শ্রেষ্ঠ। নাভিদেশে অর্থাৎ শরীর-  
চক্রে মধ্যস্থ ছিদ্রে যেমন অর বা চক্রে শলাকাসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকে, এইরূপ এই  
প্রাণে সমস্তই অর্থাৎ নামাদি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। প্রাণের সাহায্যেই  
অর্থাৎ নিজের শক্তিতেই প্রাণ গমন করে, প্রাণই প্রাণকে দান করে এবং প্রাণের  
উদ্দেশ্যেই দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী,  
প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যিনি দান করেন, যিনি গ্রহণ করেন, যাহা  
দান করা যায়, সমস্তই প্রাণস্বরূপ, প্রাণ ব্যতীত কিছুই নাই ॥ ১ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—নামোপক্রমমাশাস্ত্ব্য কার্য্য-কারণত্বেন নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-  
ত্বেন চ উত্তরোত্তরভূয়ন্তয়া অবস্থিতং স্মৃতিনিমিত্তসম্ভাবম্ আশা-রশনাপাঠৈর্গণাশিত্য  
সর্বং সর্বতো বিসমিব তত্ত্বভির্বাগ্নিন্ প্রাণে সমর্পিতং, যেন চ সর্বতোব্যাপিনা  
অন্তর্কর্ষির্গতেন সূত্রে মণিগণা ইব সূত্রেণ গ্রথিতং বিদ্বতঞ্চ, স এষ প্রাণো বৈ আশায়া  
ভূয়ান্। কথমশ ভূয়ন্তম্? ইত্যাহ দৃষ্টান্তেন সমর্থয়ন্ তদ্ব্যবস্থাং, যথা বৈ লোকে  
রথচক্রস্ত অরা রথনাভৌ সমর্পিতাঃ সম্প্রোতাঃ সম্প্রবেশিতা ইত্যেতৎ, এবমগ্নিন্  
লিঙ্গসম্ভাবরূপে প্রাণে প্রজ্ঞাস্বনি দৈহিকে মুখ্যে—বাগ্নিন্ পরা দেবতা নাম-রূপব্যাকরণায়  
আদর্শার্ণো প্রতিবিম্বজ্জীবনোজ্জনা অল্পপ্রবিষ্টা, যচ্চ মহারাজশ্রেয়স সর্বাধিকারীশ্রেয়স,  
“কস্মিন্ বহুমুংক্রান্তে উংক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাতারীতি স  
প্রাণবহুভূত” ইতি শ্রুতেঃ। যন্ত ছায়েবাহুগত ঈশ্বরং, “তদ্ব্যথা রথশ্রাব্যে নৈরিগতি,  
নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবং মৈবতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাবর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহর্পিতাঃ।  
স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা” ইতি কোষীতকিনাম্, অত এবমগ্নিন্ প্রাণে সর্বং যথোক্ত  
সমর্পিতম্; অতঃ স এষ প্রাণোহপরতন্ত্রঃ প্রাণেন স্বশরীত্যেব যতি, নাস্তকৃত্য গমননি-  
ক্রিয়াস্বত সামর্থ্যমিত্যর্থঃ। সর্বং ক্রিয়া-কারক-কসন্তেনজাতং প্রাণ এব, ন প্রাণাবহুভূত-  
মন্তোতি প্রকরণার্থঃ। প্রাণঃ প্রাণঃ দদাতি। যদদাতি তং স্বাস্থ্যহুতমেব। যদৈষ দদাতি  
তদপি প্রাণত্বৈব। অতঃ পিত্রাত্মাখ্যোহপি প্রাণ এব ॥ ১ ॥



সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—কার্য-কারণভাবে ও নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-  
ভাবে অবস্থিত হওয়ার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থিত, স্মৃতি বা স্মরণনিমিত্ত  
সত্ত্বসম্পন্ন (স্মরণরূপ নিমিত্তের অধীনরূপে অস্তিত্বসম্পন্ন) নাম হইতে আরম্ভ  
করিয়া আশা পর্য্যন্ত যে সমস্ত তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, মূলাল যেমন সর্বতোভাবে তত্ত্ব  
দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ঐ সমস্ত তত্ত্বও আশারূপ রজ্জুপাশে আবদ্ধ হইয়া যে  
প্রাণে সমর্পিত বা সংযুক্ত রহিয়াছে, সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের স্তায় অন্তরে ও  
বহির্দেহে অবস্থিত সর্বব্যাপী যে সূত্র দ্বারা গ্রথিত ও বিশেষভাবে ধৃত হইয়া  
রহিয়াছে, সেই এই প্রাণই আশা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে ?  
এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থন করিয়া বলিতেছেন,  
(ভাব এই যে—নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত যে কয়েকটি বিষয়কে  
উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটি কার্যস্বরূপ  
ও দ্বিতীয়টি কারণস্বরূপ, সুতরাং উহার উত্তরোত্তর কার্য-কারণভাবাপন্ন, যেমন,  
'নাম' কার্য, 'বাক্' তাহার কারণ, 'বাক্' কার্য, 'মন' তাহার কারণ, এইরূপ  
প্রথমোক্তটি কার্য ও তাহার পরবর্তী দ্বিতীয়টি কারণস্বরূপ, কার্য অপেক্ষা  
কারণের শ্রেষ্ঠতা সর্ববাদিসম্মত, অতএব নামাদি কার্য অপেক্ষা বাগাদি কারণ-  
সমূহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা অযৌক্তিক নহে, আর নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত  
যে কয়টি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার সকলেই আশার অধীন অর্থাৎ  
আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট, এই জন্তই উহাদিগকে আশা-  
পাশে আবদ্ধ বলা হইয়াছে, আর স্মৃতিশক্তিই উহাদের কার্যকারণতার মূল,  
কারণ, স্মরণ করিতে না পারিলে উহাদের কোনরূপ কার্যকারণতা-শক্তি সম্ভব  
হইতে পারে না, এ জন্তই উহাদিগকে স্মৃতিনিমিত্তসত্ত্বাব বলা হইয়াছে, অর্থাৎ  
উহাদের অস্তিত্বই স্মৃতিশক্তির অধীন, এই লোকে রথ বা শকটচক্রের অন্ন অর্থাৎ  
শলাকাসমূহ রথের নাভিদেহে বা চক্রচ্ছিদ্রে সমর্পিত অর্থাৎ সম্যকরূপে বিদ্ধ বা  
সম্বন্ধিত হইয়া থাকে, তেমনই এই লিঙ্গদেহের সম্ভাব্য বা সমষ্টিরূপ দৈহিক মুখ্য-  
প্রাণস্বরূপ প্রজ্ঞাআত্মকে—দর্পণাদিতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের স্তায় নাম ও রূপ  
প্রকটিত করিবার নিমিত্ত পরমদেবতা পরব্রহ্ম বাহাতে জীবাআত্মকে অনুপ্রবিষ্ট  
হইয়া আছেন, যে বস্তু মহারাজের সর্বাধিকারী অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর স্তায় ঈশ্বরের  
সর্বাধিকারী অর্থাৎ সর্বপ্রয়োজনসাধক ; যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, “কোন্  
পদার্থ” দেহ হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব ? এবং  
কোন্ পদার্থই বা এই দেহে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অবস্থিতি করিলে আমি  
প্রতিষ্ঠিত হইব ? এই বিবেচনা করিয়া তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন”



(ভাবার্থ—“পঞ্চপ্রাণ-মনো-বুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমবৃত্তম্ । শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্ম তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥” অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বায়ন এই পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মিলিত এই সপ্তদশ অবয়ব সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ-শরীর নামে অভিহিত হয়, এই লিঙ্গশরীরই জীবের ভোগসাধন, এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্ভূত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব, এই জন্তই ভাব্যাকার বলিয়াছেন, “বস্তুনি পুরা দেবতা নাম-রূপব্যাকরণায় আদর্শাদৌ প্রতিবিম্বং জীবেনাত্মনাত্মপ্রবিষ্টা” অর্থাৎ দর্পণাদিতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের তায় পরম-দেবতা পরব্রহ্ম নাম ও রূপ প্রকটিত করিবার নিমিত্ত বাহাতে জীবাত্মারূপে অম-প্রবিষ্ট হইয়া আছেন) “রথের অরসমূহে অর্থাৎ রথের চক্রস্থিত শলাকাসমূহে, যেমন নেমি অর্থাৎ চক্রের প্রান্ত বা নিম্নভাগ অর্পিত থাকে, আবার অরসমূহ যেমন নাভিদেগে অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থ ছিদ্রে (চক্রের যে ছিদ্রে অক্ষ বা ঘুরা প্রবেশ করান হয়, তাহাকে নাভি বলে) অর্পিত থাকে, এইরূপ এই ভূতাত্মা-সমূহও অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতসমূহও প্রজ্ঞাতাত্মাসমূহে অর্পিত আছে, প্রজ্ঞাতাত্মাসমূহ আবার প্রাণে অর্পিত আছে, সেই এই প্রজ্ঞাতাত্মা প্রাণই” এই কোষীতকী প্রতি হইতেও জানা যায় যে, প্রাণ ছায়ার তায় পরমেশ্বরের অনুগত ; অতএব এই প্রাণে পূর্কোক্ত নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত সমস্তই অর্পিত বা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; অতএব সেই এই প্রাণ অপরতন্ত্র অর্থাৎ কাহারও অধীন না হইয়া স্বাধীনভাবে প্রাণের দ্বারাই অর্থাৎ নিজের শক্তিতেই গমন করিয়া থাকে, এই প্রাণের গমনাদি ক্রিয়াতে অন্তর্ভূত সামর্থ্য অর্থাৎ অস্ত্রের কোন প্রভাব নাই, নিজের শক্তিতেই সে গমন করিতে সমর্থ। এই প্রকরণের অর্থ এই যে, ক্রিয়া, কারক ও তাহার ফলভেদসমূহ, এ সমস্তই প্রাণস্বরূপ, প্রাণের বহির্ভূত কিছুই নাই। প্রাণ প্রাণকেই দান করে, অর্থাৎ বাহা দান করে, তাহাও প্রাণস্বরূপই, বাহার উদ্দেশে দান করে, তাহাও প্রাণের উদ্দেশেই দান করে, এই জন্তই পিতা প্রভৃতি নামক পদার্থও প্রাণই ॥ ১ ॥

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বমারং বা আচার্য্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদৃশমিব প্রত্যাহ, ধিত্বাহস্থিতো বৈনমাহ, পিতৃহা বৈ ত্বমসি, মাতৃহা বৈ ত্বমসি, ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি, স্বমৃহা বৈ ত্বমসি, আচার্য্যহা বৈ ত্বমসি, ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—কোন ব্যক্তি যদি পিতা অথবা মাতা অথবা ভ্রাতা অথবা ভগিনী অথবা আচার্য্য অথবা ব্রাহ্মণকে কিছু বেশী রকম অর্থাৎ বাহা বলা উচিত নয় এরূপ কোন রূঢ় বাক্য বলে, তাহা হইলে বাহার। তাহা শ্রবণ করে, তাহার



কলেই এই ব্যক্তিকে বলে “তোমাকে ধিক্, তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি ভগিনীহন্তা, তুমি আচার্য্যহন্তা, তুমি হইতেছ ব্রাহ্মণহন্তা ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতানুবাদ।**—কথং পিত্রাদিশকানাং প্রসিদ্ধার্থেৎসর্গেণ প্রাণবিষয়-  
মিতি । উচ্যতে, সতি প্রাণে পিত্রাদিষু পিত্রাদিশব্দপ্রয়োগাৎ তদুৎক্রান্তো চ প্রয়োগাভাবাৎ ।  
কথং তৎ ? ইত্যাহ—স বঃ কশ্চিৎ পিত্রাদীনামন্ততমং যদি তৎ ভূমিব তদনন্তরূপমিব  
বিকল্পনং ‘ত্ব’-কারাদিযুক্তং প্রত্যাহ, তদা এনং পার্শ্বস্থা আহর্কিবৈকিনঃ,—ধিক্ ত্বা অন্ত  
বিশত্ব ভাসিত্যেবম্ । পিতৃহা বৈ ত্বং, পিতৃহন্তেত্যাদি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আচ্ছা, পিতা, মাতা প্রভৃতি শব্দের  
প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ অর্থ কল্পনা করিবার কারণ কি ? ইহার উত্তরে  
বলিতেছেন, যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই পিতা মাতা প্রভৃতিতে পিতা মাতা  
প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়, প্রাণ উৎক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হইয়া  
গলে ঐ সমস্ত শব্দের আর প্রয়োগ হয় না, ইহাই পিতা প্রভৃতিতে প্রাণার্থ পরি-  
কল্পনা করার কারণ । আচ্ছা, তাহাই বা কেন হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,  
যে কোন ব্যক্তি পিতা মাতা প্রভৃতির মধ্যে কাহাকেও যদি বেশীই যেন অর্থাৎ  
যাহা তাঁহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা অনুচিত, এমন রূঢ় কোন বাক্য ত্বং-কারাদি  
যুক্ত করিয়া অর্থাৎ ‘তুমি’ ‘তুই’ ইত্যাদি অসম্মানসূচকই যেন বাক্য প্রয়োগ করে,  
তাহা হইলে পার্শ্বে অবস্থিত বিবেচক ব্যক্তিগণ ঐরূপ বাক্য প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে  
যেন, “তোমাকে ধিক্ থাকুক” অর্থাৎ তোমাকে ধিক্, তুমি পিতৃহাতী, তুমি  
মাতৃহাতী, তুমি ভ্রাতৃহাতী, তুমি ভগিনীহাতী, তুমি গুরুহত্যাকারী, তুমি ব্রহ্মহত্যা-  
কারী । (ভাবার্থ এই যে—কেবল প্রাণবিনাশ করিলেই যে হত্যা করা হয়, তাহা  
নহে, কোন সম্মানভাজন ব্যক্তি বা গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাসূচক রূঢ় বাক্য  
প্রয়োগও হত্যার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়, মহাত্মারতাদি গ্রন্থে ইহার বহু প্রমাণ  
যাছে) ॥ ২ ॥

অথ যদুপোয়ানুৎক্রান্তপ্রাণানু শূলে সমাসং ব্যতীসন্দহেৎ,  
সৈবৈনং ক্রয়ুঃ পিতৃহাহসীতি, ন মাতৃহাহসীতি, ন ভ্রাতৃহাহসীতি,  
ন স্বশ্বহাহসীতি, নাচার্য্যহাহসীতি, ন ব্রাহ্মণহাহসীতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—আর যদি কেহ উৎক্রান্তপ্রাণ অর্থাৎ বিগতপ্রাণ এই পিতা  
মাতা প্রভৃতিকে শূলে বিদ্ধ ও অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দগ্ধ করে, তাহা হইলে  
সেই তাহাকে “তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি ভগিনী-  
হন্তা, তুমি আচার্য্যহন্তা, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা” এরূপ বলিতে পারে না ॥ ৩ ॥



**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অথ এনানেবোৎক্রান্তপ্রাণান্ ত্যক্তদেহনাথ। (যদি শূলে সমাস সমস্ত ব্যতীসন্দেহং ব্যত্যস্ত সন্দেহং, এবমপি অতিক্রম্য কৰ্ম সমাসব্যতীসানি-প্রকারেণ দহনলক্ষণং তদেহসম্বন্ধমেব কুর্য্যণং নৈবৈবং ক্রয়ঃ পিতৃহত্যা। তদানন্তর-ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে, এতৎপিত্রাত্মাত্ম্যেহপি প্রাণ এবতি ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—আর এই পিতা মাতা প্রভৃতিরই প্রাণ দেহ হইতে নির্গত হইয়া যাওয়ার পর যদি কেহ সেই মৃত পিতা মাতা প্রভৃতির দেহকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অথবা অবয়বসমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দণ্ড করে, তাহা হইলেও উক্তরূপ সমাস-ব্যতীসাদিরূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহ বিদ্ধ করিয়াই হউক আর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াই হউক, সেই দেহকে দণ্ড করা রূপ অতি নিষ্ঠুর কৰ্ম করিলেও কেহ ইহাকে বলিবে না যে, তুমি পিতৃহত্যা, তুমি মাতৃহত্যা ইত্যাদি। অতএব এই অময়-ব্যতিরেকের দ্বারা (অময় অর্থাৎ যে পদার্থের সম্ভাবে সম্বন্ধের সম্ভাব বা অস্তিত্ব, যেমন মৃত্তিকার সম্ভাবে মৃত্তক ঘটপত্র-বাদের অস্তিত্ব, আর ব্যতিরেকের অর্থ—যাহার অভাবে সম্বন্ধের অভাব, যেমন মৃত্তিকার অভাবে মৃত্তক-পদার্থসমূহের অভাব) জানা যাইতেছে যে, প্রাণই পিতা মাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, দেহ বা পরিদৃশ্যমান আকার নহে। (ভাবার্থ এই যে—লৌকিক ব্যবহারে এই শূল দেহকে অবলম্বন করিয়াই ইনি আমার পিতা, ইনি মাতা, ইনি ভ্রাতা ইত্যাদি সম্পর্কানুসারে সম্বোধন ও তদনুযায়ী ব্যবহার হইলেও বাস্তবিকপক্ষে কেবল শূল দেহই ঐ সমস্ত সম্বোধনের আশ্রয় নহে, দেহাধিষ্ঠিত মুখ্য প্রাণই ঐ সম্বোধনের প্রকৃত আশ্রয়; প্রাণের সম্ভাবেই যে ঐ সমস্ত সম্পর্ক ধরিয়া ব্যবহার হয়, ‘অময়’ ও ‘ব্যতিরেক’ নিঃসের দ্বারাই তাহা জানা যায়, অর্থাৎ প্রাণের সম্ভাবেই পিতৃহত্যাদির সম্ভাব, আর প্রাণের অসম্ভাবেই পিতৃহত্যাদির অসম্ভাব ঘটে, এই অময়-ব্যতিরেকানুসারেই জানা যায় যে, প্রাণই পিতৃহত্যাদি সম্বন্ধের প্রধান অবলম্বন, অতএব পিতা মাতা প্রভৃতির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের শূল দেহকে বিদ্ধ করিয়াই হউক বা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াই হউক, দণ্ড করিলে লোকতঃ ধর্মতঃ পিতৃ-মাতৃহত্যাপাপে আক্রান্ত অথবা লোকসমাজ নিন্দিত হয় না) ॥ ৩ ॥

প্রাণো হেবৈতানি সর্বানি ভবতি, স বা এষঃ এবং পশ্যন্, এবং মন্বানঃ, এবং বিজানন্ অতিবাদী ভবতি, তন্মহৎ ক্রয়ুরতিবাগ্মসোতি, অতিবাগ্মস্মীতি ক্রয়াৎ, নাপহুবীত ॥ ৪ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৫ ॥



**অনুবাদ।**—এই সমস্ত অর্থাৎ নামাদি সমস্ত পদার্থ প্রাণই, সেই এই জ্ঞানক এইরূপ দর্শন অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া এইরূপ মনন অর্থাৎ যুক্তিপূর্বক চিন্তা করিয়া ও এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অতিবাদী হন অর্থাৎ নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বের অতিরিক্ত তত্ত্বসমূহও বলিতে অথবা বুঝিতে সক্ষম হন। যদি কেহ তাঁহাকে বলে, “তুমি অতিবাদী হইয়াছ”, তাহা হইলে কহিব, “হাঁ, আমি অতিবাদীই হইয়াছি”, নিজের অতিবাদিত্ব কখন অস্বীকার করিবেন না ॥ ৪ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রাহ্মণ্যম্।**—তস্যাং প্রাণো হেঁবতানি পিত্রাদীনি সর্বাণি ভবতি জ্ঞান স্থিরাণি চ। স বৈ এব প্রাণবিৎ এবং যথোক্তপ্রকারেণ পশুন্ ফলতোহনুভবন্, এবং তান উপপত্তিভিশ্চিস্তয়ন্, এবং বিজ্ঞানন্ উপপত্তিভিঃ সংযোজ্য এবমেবেতি নিশ্চয়ং বুদ্ধিত্যর্থঃ; মনন-বিজ্ঞানাত্ম্যং হি সমুত্তমঃ শাস্ত্রার্থো নিশ্চিতো দৃষ্টো ভবেৎ, অতঃ পশুন্তিবাদী ভবতি নামাত্মশাস্ত্রমতীত্য বদনশীলো ভবতীত্যর্থঃ। তং চেৎ কয়ঃ, তৎ ব্রহ্মাদিস্বপ্নপৰ্য্যন্তস্ত হি (তৎ চেৎ কয়ন্তঃ যদি এবমতিবাদিনঃ সর্বদা সর্বৈঃ সর্বদানামাত্মশাস্ত্রমতীত্য বর্তমানং প্রাণমেব বদন্তি এবং পশুন্তমতিবদনশীলমতিবাদিনঃ স্বপ্নাদিস্বপ্নপৰ্য্যন্তং, তস্ত হি; পাঠোহয়ং ন সমীচীনঃ) জগতঃ প্রাণ আত্মাহমিতি বর্ণনং যদি কয়ঃ অতিবাত্মসীতি; বাঢ়ম্, অতিবাত্মসীতি কয়ঃ, নাগহুৱীত; কস্মাদ্ভি বাবপহুৱীত, যৎ প্রাণং সর্বৈশ্বরময়মহমসীতি আত্মত্বেনোপগতঃ। ৪।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠক্য পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৫।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই হেতু পিতা প্রভৃতি জন্ম স্বাবর এই সমস্ত পদার্থই প্রাণই অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ। প্রাণবিষয়ে অভিজ্ঞ সেই এই ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে দর্শন পূর্বক অর্থাৎ উপাসনার ফল অনুভব পূর্বক, এইরূপ মনন অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা চিন্তা করিয়া এবং এইরূপ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ এইরূপই বটে যুক্তির সাহায্যে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া; কারণ, মনন ও জ্ঞানের দ্বারা সমুদ্ভূত শাস্ত্রার্থ নিশ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিষয় যতদূর যদি মনন ও বিজ্ঞান অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের সাহায্যে আলোচনা করা যায় ততদূর তাহাতে যে জ্ঞান জন্মায়, ঐ জ্ঞান সুদৃঢ় ও তাহা দ্বারা শাস্ত্রপ্রতিপত্তি বিষয় সমপ্রত্যক্ষীভূতই হয়। অতএব এইরূপ দর্শন বা অনুভবকারী ব্যক্তি অতিবাদী হইবার্থে নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত কথিত বিষয়সমূহেরও অতিরিক্ত বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাও তিনি সর্বদাই বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ সে বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা। উপর হওয়ায় সেই বিষয়ে কথোপকথনই তাঁহার



স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাকে অর্থাৎ ‘আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত নিখিল জগতের প্রাণ যে আত্মা আমি সেই আত্মস্বরূপ’ এইরূপ কখনশীল সেই প্রাণোপাসককে যদি কেহ বলে, ‘তুমি অতিবাদী হইয়া পড়িয়াছ’, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, ‘নিশ্চয়ই আমি অতিবাদী হইয়াছি’ কখনই তিনি তাহা গোপন করিবেন না। কেনই বা তিনি এ বিষয় গোপন করিবেন? যে হেতু, তিনি “আমি হই এই প্রাণ বা প্রাণস্বরূপ” এইরূপে সর্ব্বেশ্বর প্রাণকে আত্মরূপে অবগত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার পক্ষে নিজের অতিবাদিত্ব গোপন করিবার কোন কারণই নাই। (অতিবাদী অর্থাৎ অতিরিক্ত ভাবী বা বড় বড় কথা বলা। সাধারণ লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিষয় বা নিগূঢ় তত্ত্ব যে ব্যক্তি বলিতে সমর্থ হয়, তাহাকে ‘অতিবাদী’ বলে। প্রাণাভিজ্ঞ ব্যক্তি নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব-ত জানেন-ই, তাহাও অতিরিক্ত প্রাণস্বরূপ আত্মতত্ত্বও তিনি জানেন, অতএব নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত তত্ত্বেরও অতিরিক্ত প্রাণতত্ত্ব অভিজ্ঞ হওয়ায় তদ্বিষয়ে গূঢ় রহস্যও তিনি বলিতে পারেন, এ জ্ঞান তাঁহাকে যদি কেহ ‘অতিবাদী’ বলে, এবং তিনি নিজেও তাহা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাতে দোষভাগী হন না। বাস্তবিকপক্ষে নিজেকে প্রাণরূপে অবগত হইলেই যে অতিবাদী হয়, তাহা নহে, বাস্তবিক অতিবাদী কাহাকে বলে, তাহা পরশ্রুতিতে দেখান হইবে) ॥ ৪ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে ষোড়শঃ খণ্ডঃ

এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি । সোহহং ভগবঃ !  
সত্যেনাতিবদানীতি । সত্যং হ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি । সত্যং  
ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত্র যোড়শঃ খণ্ডঃ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ইনিই অতিবাদী বলিয়া পরিগণিত হন, যিনি সত্য দ্বারা  
অতিবাদী হন অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ভূমি ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে অবগত হন । নারদ  
বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! সেই আমি অর্থাৎ শোকাক্ত আমি সত্য দ্বারা সত্য-  
স্বরূপে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি । সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, সত্যকেই অর্থাৎ  
সত্যস্বরূপকেই তোনার বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত । নারদ বলিয়াছিলেন,  
হে ভগবন্ ! আমি সত্যস্বরূপকেই বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে যোড়শ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাঙ্করাভাষ্যম্ ।**—স এষ নারদঃ সর্কাতিশয়ঃ প্রাণঃ স্বমাত্মানং সর্কাত্মানং  
জ্ঞানাতঃপরমস্তীত্যপরাধম । ন পূর্ববৎ 'কিমস্তি ভগবঃ ! প্রাণাদভূয়ঃ ?' ইতি পপ্রচ্ছ ।  
যতন্তমেবং বিকারানুভবব্রহ্মবিজ্ঞানেন পরিতুষ্টমকৃতার্থং পরমার্থসত্য্যতিবাদিনমাত্মানং  
মহমানং যোগ্যঃ শিষ্যঃ মিথ্যাগ্রহবিশেষাৎ বিপ্রচ্যাবয়ম্নাহ ভগবান্ সনৎকুমারঃ,—এষ তু বা  
অতিবদাত যমহং বক্ষ্যামি, ন প্রাণবিদতিবাদী পরমার্থতঃ, নামাত্মপেক্ষন্ত তত্ত্বাতিবাদিত্বম্ ।  
বস্ত্র ভূম্যাখ্যঃ সর্কাতিক্রান্তঃ তদ্বৎ পরমার্থসত্য্যং বেদ, সোহতিবাদী, ইত্যত আহ, এষ :তু  
বা অতিবদতি, যঃ সত্যেন পরমার্থসত্য্যবিজ্ঞানবন্তয়া অতিবদতি । সোহহং হ্যং প্রপন্নো  
ভগবঃ ! সত্যেনাতিবদানি ; তথা মাং নিযুনক্তু ভগবান্, যথাহহং সত্যেনাতিবদানীত্যতি-  
প্রাণঃ । যন্তেবং সত্যেনাতিবদিতুমিচ্ছসি, সত্যমেব তু তাবৎ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইত্যুক্ত  
বাহ নারদঃ, তথাহন্ত, তর্হি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাসে বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছেয়ঃ  
সত্যোহহমিতি । ১ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত্র যোড়শখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—সেই এই নারদ সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও  
সকলের আত্মস্বরূপ প্রাণকে নিজের আত্মা শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ আত্মা বলিয়া  
অবগত হইয়া 'ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর নাই' এইরূপ স্থির করিয়া নিবৃত্ত হইয়া-  
ছিলেন, কেন না, তিনি পূর্বের জ্ঞান আর 'হে ভগবন্ ! প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ



কিছু আছে কি ?' এরূপ প্রশ্ন করেন নাই। প্রাণকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্থির না করিলে নারদের পক্ষে পূর্বের ত্রায় ঐরূপ প্রশ্ন করাই সম্ভব ছিল। কিন্তু ভগবান্ সনৎকুমার উপযুক্ত শিষ্যকে এইরূপ বিকারাত্মক মিথ্যাভূত প্রাণকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া পরিতুষ্ট, অথচ বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়ার অকৃত্যর্ক হইলেও নিজেকে পরমার্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ে অতিবাদী বলিয়া মনে করিতেছেন দেখিয়া নারদকে সেই মিথ্যা আগ্রহ অর্থাৎ অভিনিবেশ বা ধারণা হইতে বিচ্যুত করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, আমি যাহার বিষয়ে বলিব, তিনিই যথার্থ অতিবাদী, বাস্তবিক পক্ষে প্রাণতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতিবাদী নহেন। প্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞের যে অতিবাদিত্ব, তাহা কেবল নামাদির অপেক্ষার আপেক্ষিক মাত্র, অর্থাৎ যদিও নামাদি অপেক্ষা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বিধায় সেই প্রাণকে ব্রহ্মজ্ঞান করার তাহার অতিবাদিত্ব হইতে পারে, কিন্তু যিনি প্রকৃত অতিবাদী, অর্থাৎ সকলকে অতিক্রম পূর্বক ব্রহ্মবিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি। যিনি প্রাণত্ব, তিনি সকলকে অতিক্রম পূর্বক ব্রহ্মবিজ্ঞানী হইতে পারেন নাই। কিন্তু যিনি সর্বাতিশায়ী পরমার্থ সত্যস্বরূপ ভূমধ্য তত্ত্বকে জ্ঞানেন, তিনি যথার্থই অতিবাদী, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যিনি সত্যস্বরূপে অর্থাৎ পরমার্থ-সত্যবিজ্ঞানবিপ্লী হইয়া অর্থাৎ প্রকৃত সত্যপদার্থবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া অতিবাদশীল হন, তিনিই যথার্থ অতিবাদী বলিয়া গণ্য হন। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! সেই আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়া সত্যস্বরূপে বা সত্যবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ-পূর্বক অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি। অভিপ্রায় এই যে—আপনি আমাকে সেইরূপ ভাবে নিয়োগ বা উপদেশ দান করুন, যাহাতে আমি সত্যবিষয়ে অতিবাদী হইতে পারি। সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, যদি তুমি এইরূপে সত্যবিষয়ে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে সত্যকেই জিজ্ঞাসা করা তোমার কর্তব্য, অর্থাৎ সত্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করাই তোমার কর্তব্য। সনৎকুমারকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নারদ বলিয়াছিলেন, তাহাই হউক, হে ভগবন্! তাহা হইলে আমি আপনার নিকট হইতে সত্যকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, অর্থাৎ সত্যসম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে বোদ্ধশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি, নাবিজানন্ সত্যং বদতি ।  
বিজ্ঞানেন্নেব সত্যং বদতি, বিজ্ঞানেন্নেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি  
বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ।**—মনুষ্য যখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারে, তাহার পরই সত্য বলে, বিশেষরূপে না বুঝিয়া সত্য বলে না, বিশেষরূপে জানিয়াই তবে সত্য বলে, অন্যভাবে বিজ্ঞানকেই অর্থাৎ যে জ্ঞান হইলে সত্যকে বিশেষরূপে জানা যায়, সেই বিজ্ঞান বা সত্যকেই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করা উচিত । নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি বিজ্ঞানকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডের অন্তিমাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্।**—যদা বৈ সত্যং পরমার্থতো বিজানাতি—ইদং পরমার্থতঃ সত্যমিতি, ততোহনৃতং বিকারজাতং বাচারম্ভণং হিঙ্গা সর্ববিকারাবস্থং সর্বেদৈকং সত্যমিতি তদবাক্যং বদতি, যদ্বদতি । নহু বিকারোহপি সত্যমেব, “নাম-রূপে সত্যং, তাত্যাময়ং প্রাণচ্ছন্নঃ” “প্রাণা বৈ সত্যং, তেভ্যামেব সত্যম্” ইতি শ্রুত্যস্তরাৎ । সত্যমুক্তং সত্যং কৃত্যন্তরে বিকারস্ত, ন তু পরমার্থাপেক্ষমুক্তং, কিন্তুর্হি ? ইন্দ্রিয়বিষয়াবিষয়ত্বাপেক্ষং সচ্চ জ্ঞেয়ং সত্যমিত্যুক্তং, তদ্বাদেণ চ পরমার্থসত্যত্বোপলক্ষির্বিকিতেতি । “প্রাণা বৈ সত্যং, তেভ্যামেব সত্যম্” ইতি চোক্তম্, ইহাপি তদীষ্টমেব । ইহ তু প্রাণবিষয়ং পরমার্থসত্যবিজ্ঞানভিমানাৎ ব্যুৎপাদ্য নারদঃ যৎ সর্বেব সত্যং পরমার্থতো ভূমাখ্যং, তদ্বিজ্ঞাপরিধ্যামীত্যেব বিশেষতো বিবক্ষিতোহর্থঃ । নাবিজানন্ সত্যং বদতি, যদ্ব-বিজ্ঞানন্ বদতি, সৌহৃদ্যাশিষ্যেনাশ্রিতানাং পরমার্থসঙ্গপান্ মন্তমানো বদতি, ন তু তে ব্রহ্মজ্ঞব্যতিরেকেণ পরমার্থতঃ সন্তি । তথা তাত্ত্বিক রূপানি সদপেক্ষয়া নৈব সম্ভীত্যন্তো নাবিজানন্ সত্যং বদতি, বিজ্ঞানেন্নেব সত্যং বদতি । ন চ তৎ সত্যবিজ্ঞানমবিজিজ্ঞাসিতমপ্রার্থিতং জায়তে ইত্যাহ—বিজ্ঞানেন্নেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি । যন্তেব, বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি । এবং সত্যাদীনাং চোক্তরোস্তরাণাং কথোক্তান্তানাং পূর্ব-পূর্বহেতুস্ব ব্যাখ্যায়ম্ ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য সপ্তদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১৭ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পুরুষ যে সময় ইহাই প্রকৃত সত্য,



এইরূপে বাস্তবিক সত্য পদার্থকে জানিতে পারে, তাহার ফলে বাচারম্ভণমাত্র মিথ্যা বিকার পদার্থসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বিকারাবস্থ অর্থাৎ সমস্ত বিকার-পদার্থের সহিতই সংসৃষ্ট বা সমস্ত বিকারেই অধিষ্ঠিত সংপদার্থই একমাত্র সত্য এই জ্ঞান হওয়ায় যাহা কিছু বলে, তাহা সত্যই বলে। আচ্ছা, এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, বিকারও ত সত্যই, কারণ, কোন কোন শ্রুতিতে আছে “নাম ও রূপ সত্য, তাহাদের দ্বারা এই প্রাণ আবৃত আছে” “প্রাণসমূহই সত্য, তাহাদিগের অর্থাৎ প্রাণসমূহের মধ্যে আবার ইহাই সত্য” অর্থাৎ প্রাণসমূহ অপেক্ষাও সত্য। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, কোন কোন শ্রুতিতে বিকার-পদার্থকে সত্য বলা হইয়াছে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু পরমার্থ সত্য অপেক্ষা তাহাকে সত্য বলা হয় নাই। তবে কি? না, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ত্ববিষয়ত্বকে অপেক্ষা করিয়া ‘সৎ’ ও ‘ত্যৎ’ এই দ্বিবিধ সত্য উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই ‘সৎ’, আর যাহা ইন্দ্রিয়ের অবিস্মৃত বা অতীন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাহার জ্ঞান হয় না, তাহা ‘ত্যৎ’ এই দ্বিবিধ সত্য পদার্থ উক্ত হইয়াছে, এবং সেই আপেক্ষিক সত্য পদার্থ দ্বারাই পরমার্থ সত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, ইহা বলাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রায়। বাস্তবিকপক্ষে বিকার-পদার্থের পারমাণ্বিক সত্যতা প্রতিপাদন শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। (তাবার্থ এই যে—বৃহদারণ্যকে আকাশাদি মহাবৃত্ত-পঞ্চককে ‘সৎ’ ও ‘ত্যৎ’ এই দুইটি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষিতি অপ্তেজ এই তিনটি ভূতকে ‘সৎ’ ও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বায়ু ও আকাশ এই দুইটি ভূতকে ‘ত্যৎ’ বলা হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, আপেক্ষিক সত্য এই ভূতসমূহ দ্বারা পারমাণ্বিক সত্য ব্রহ্মকে বুঝান সহজসাধ্য হইবে, এই জন্তই উহাদিগকে সত্য বলা হইয়াছে, বাস্তবিক সত্য পদার্থ ইহা বলার অভিপ্রায় নহে) বিশেষতঃ “প্রাণসমূহই সত্য, ব্রহ্ম আবার তাহাদেরও সত্য অর্থাৎ সত্যতাসম্পাদক” শ্রুতি এ কথাও বলিয়াছেন, এ স্থানে সেই পরমার্থ সত্য পদার্থকেই প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রায়। তবে ইহার মধ্যে এইটুকু বিশেষ যে, প্রাণবিষয়ক পরমার্থসত্যবিজ্ঞান অভিমান হইতে অর্থাৎ নারদ যে প্রাণকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, সেই মিথ্যা ধারণা হইতে তাঁহাকে উৎথাপিত অর্থাৎ প্রবুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সেই ভ্রম ধারণা দূরীভূত করিয়া ভূমানামক পরমার্থ সত্য যে সংপদার্থ, তাহাই তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়া এই উদ্দেশ্যেই সনৎকুমার ঐ শ্রুতির অবতারণা করিয়াছিলেন, ঐ শ্রুতির প্রতিপত্তি বিষয়ই হইতেছে, ভূমানামক সংপদার্থই পরমার্থ সত্য। বিশেষরূপ না জানিয়া সত্য বলে না বা বলিতে নাই, যে ব্যক্তি বিশেষরূপ না জানিয়াই বলে, সে যুক্তি



সপ্তদশঃ খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৬৫

অগ্নি প্রভৃতিকেই সংস্বরূপ বিবেচনা করিয়া অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারাই তাহার অর্থাৎ  
 পরমার্থ সত্যের উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহার লোহিত, শুক্ল  
 ও কৃষ্ণ এই তিনটি রূপ ব্যতীত পরমার্থ সত্য নহে। (ভাবার্থ এই যে—ষষ্ঠ  
 প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে বলা হইয়াছে—“যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসন্তং রূপং, যৎ  
 কৃষ্ণং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নম্, অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো  
 ন্যধেয়ং, ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্” অগ্নির যে রক্তবর্ণ রূপ দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক-  
 পক্ষে তাহা তেজেরই রূপ, যাহা শুক্লরূপ তাহা জলের, আর যাহা কৃষ্ণরূপ  
 তাহা অন্ন বা পৃথিবীর রূপ, এইরূপে অগ্নির অগ্নিত্বই চলিয়া গেল, কারণ,  
 বিকার পদার্থমাত্রই বাক্য দ্বারা আরক্ নাম মাত্র, তিনটি রূপ ইহাই  
 মাত্র সত্য, অর্থাৎ ঐ রূপত্রয় ব্যতীত অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ঐ  
 তিনটি রূপকে পরিত্যাগ করিলে অগ্নির অগ্নিত্বই দূর হইয়া গিয়া কেবল  
 বিখ্যামাত্রে পর্যাবসিত হয়, প্রকৃতপক্ষে ঐ লোহিতাদি রূপ তিনটি মাত্রই সত্য।  
 এখানেও ঐ শ্রুতিরই অনুসরণ করিয়া রূপত্রয় ব্যতীত অগ্নি বলিয়া পরমার্থ সত্য  
 কোন পদার্থই নাই, ইহাই বলা হইয়াছে। অত্যাশ্চর্য পদার্থ সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে  
 হইবে) এবং সেই রূপ-তিনটিও আবার সংপদার্থ অপেক্ষা সত্য নহে, অসত্য  
 বা অসৎ, এই জন্তই বিশেষরূপে না জানিয়া অর্থাৎ বিজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি কখনই  
 বলা বলে না বা বলিতে পারে না, কিন্তু বিশেষরূপে জানিয়াই অর্থাৎ বিজ্ঞানবিশিষ্ট  
 ব্যক্তিই সত্যকে বলে বা বলিতে পারে। সেই সত্যবিজ্ঞান অভিজ্ঞাসিত অথবা  
 প্রার্থিত হইয়া (জানিবার নিমিত্ত প্রার্থনা বা ইচ্ছা না করিলে) জানা যায় না,  
 এইরূপ মনে করিয়াই সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানকে জানার নিমিত্ত ইচ্ছা  
 করাই তোমার কর্তব্য। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! যদি এইরূপই হয়,  
 তাহা হইলে আমি বিজ্ঞানকেই জানিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ সত্য হইতে আরম্ভ  
 করিয়া উত্তরোত্তর-নির্দিষ্ট ‘করোতি’ অর্থাৎ কৃতি পর্য্যন্ত তত্বসমূহের মধ্যে পূর্ব-  
 পূর্ব-নির্দিষ্ট তত্বসমূহের কারণতা ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে সপ্তদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ মনুতেহথ বিজ্ঞানাতি, নামহা বিজ্ঞানাতি, মত্বে  
বিজ্ঞানাতি, মতিত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি । মতিঃ ভগবো  
বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—লোকে যখন মনন করে, অর্থাৎ কোন বিষয় বুঝিবার জন্য  
নিজের মনেই তর্ক না আলোচনা করে, অনন্তর অর্থাৎ মনন করার পরই জ্ঞাতব্য  
বিষয় বিশেষ করিয়া জানিতে পারে, মনন না করিয়া জানিতে পারে না, মনন  
করিয়াই তবে জানিতে বা বুঝিতে পারে, অতএব মতিকেই অর্থাৎ মনন বা  
তর্ককেই জানিবার ইচ্ছা করা কর্তব্য । নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি  
মতিকেই জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টাদশখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তরভাষ্যম্ ।**—যদা বৈ মনুতে ইতি । মতির্মননং তর্কঃ । ১ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য অষ্টাদশখণ্ডভাষ্যম্ । ১৮ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—লোকে যখন মনন করে । মতি  
শব্দের অর্থ মনন, তর্ক অর্থাৎ কোন বিষয় বুঝিতে হইলে তাহার অর্থ  
প্রতিকূল বিবিধ বিচার ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে অষ্টাদশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে উনবিংশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ শ্রদ্ধধাত্যথ মনুতে, নাশ্রদ্ধধন্ মনুতে, শ্রদ্ধধদেব  
মনুতে, শ্রদ্ধা হ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি । শ্রদ্ধাং ভগবো বিজি-  
জ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে উনবিংশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যখন পুরুষ শ্রদ্ধা করে, তাহার পরেই মনন করে, যে  
শ্রদ্ধা করিতে পারে না, সে মনন করিতে পারে না, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিই  
মনন করিতে পারে, অতএব শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত, অর্থাৎ  
শ্রদ্ধাবিশয়েই বিশেষ জ্ঞানলাভ করা কর্তব্য । নান্দ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ !  
আমি শ্রদ্ধাবিশয়েই বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে উনবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তভাষ্যম্।**—মন্তব্যবিষয়ে আদরঃ আন্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা । ১ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকশ্চ উনবিংশখণ্ডভাষ্যম্ । ১১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বশ্রুতিতে মনন বিজ্ঞানের হেতুরূপে  
যোয়াসিত হইয়াছে, সম্ভ্রুতি এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধাকে মননের হেতুরূপে প্রতিপাদন  
করিতেছেন । মন্তব্য বিষয়ে যে আদর অর্থাৎ আন্তিক্যবুদ্ধি, অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহা  
নির্দিষ্ট আছে, তাহা সেইরূপই সত্য, এই যে শাস্ত্রবাক্যে অবিচল বিশ্বাস,  
তাহাই শ্রদ্ধা ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে উনবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



সপ্তমপ্রপাঠকে

বিংশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্ধধাতি, নানিস্তিষ্ঠন্ শ্রদ্ধধাতি,  
নিস্তিষ্ঠন্নৈব শ্রদ্ধধাতি, নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি । নিষ্ঠা  
ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে বিংশঃ খণ্ডঃ ।

অনুবাদ।—লোকসমূহ যখন নিষ্ঠাসম্পন্ন অর্থাৎ গুরুসেবাদি বিষয়  
আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন হয়, তখনই সে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, নিষ্ঠাপরায়ণ না হইলে  
শ্রদ্ধা করিতে পারে না, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিই শ্রদ্ধা করিতে পারে বা জানে । অতএব  
নিষ্ঠাকেই বিশেষভাবে জ্ঞানার ইচ্ছা করা উচিত । নারদ বলিয়াছিলেন, যে  
ভগবন্ ! আমি নিষ্ঠাকেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ নিষ্ঠা সম্বন্ধে  
বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে বিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শাক্তভাষ্যম্ ।—নিষ্ঠা গুরুশ্রদ্ধাদিঃ, তৎপরত্বং ব্রহ্মবিজ্ঞানায় । ১ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকন্তু বিংশখণ্ডভাষ্যম্ । ২০ ।

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্বখণ্ডে মননহেতু শ্রদ্ধা নির্দেশ  
পূর্বক এই বিংশ খণ্ডে শ্রদ্ধার হেতুভূত নিষ্ঠা নিরূপণ করিতেছেন । ব্রহ্মজ্ঞান  
লাভের নিমিত্ত গুরু-শ্রদ্ধাদি বিষয়ে তৎপরতা বা ঐকান্তিক আগ্রহের নাম  
নিষ্ঠা ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে বিংশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে একবিংশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি, নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি, কৃত্বৈব  
নিস্তিষ্ঠতি, কৃতিশ্চৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি । কৃতিং ভগবো  
বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত একবিংশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ ।**—পুরুষ যে সময় করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমাদি বিষয়ে চেষ্টা  
করে, তাহার পরই অর্থাৎ তখনই নিষ্ঠালাভ করে, না করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম  
না করিতে পারিলে নিষ্ঠা বা একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ঐক্লপ  
করিয়াই নিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে, অতএব কৃতিকেই অর্থাৎ কৃতিবিষয়েই জানিতে  
ইচ্ছা করা কর্তব্য । নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি কৃতিবিষয়েই  
জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে একবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্ ।**—যদা বৈ করোতি । কৃতিরিন্দ্রিয়সংযমঃ চিন্তেকাগ্রতা-  
ববৎ । সত্যাং হি তত্ৰাং নিষ্ঠাদীনি যথোক্তানি সম্ভবন্তি বিজ্ঞানাবসানানি । ১ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত একবিংশখণ্ডভাষ্যম্ । ২১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—পূর্বশ্রুতিতে নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধার হেতুরূপে  
নির্দেশ করিয়া সম্প্রতি কৃতিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমকে সেই নিষ্ঠার হেতুরূপে নির্ণয়  
করিতেছেন—যখন করে, কৃতি শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়সংযম ও চিন্তের একাগ্রতা-  
সম্পাদন । সেই কৃতি থাকিলেই নিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বোক্ত বিজ্ঞান  
পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ই সম্ভব হইতে পারে ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে একবিংশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ

যদা বৈ স্মৃৎ লভতেহৎ করোতি, না স্মৃৎ লব্ধা করোতি,  
স্মৃৎমেব লব্ধা করোতি; স্মৃৎ ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি । স্মৃৎ  
ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ।

**অনুবাদ।**—যখন লোকে স্মৃৎ লাভ করে অর্থাৎ করিতে ইচ্ছা করে, তখনই করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিতে প্রবৃত্ত হয়, স্মৃৎলাভ না করিয়া করে না, কিন্তু স্মৃৎলাভ করিয়াই করে অর্থাৎ স্মৃৎ লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াই সংযমাদি বিষয়ে যত্ন করে, অতএব স্মৃৎবিষয়েই বিশেষ জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি স্মৃৎবিষয়েই জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তরভাষ্যম্।**—সাহসি কৃতির্বাদা স্মৃৎ লভতে—স্মৃৎ নিরতিশয় বাক্যমাণ লব্ধব্যাং ময়েতি মন্ততে, তদা ভবতীত্যর্থঃ । যথা দৃষ্টফলস্মৃৎ কৃতিঃ, তথেষাপি নাস্মৃৎ লব্ধা করোতি; ভবিষ্যদপি ফলং লব্ধেত্যাচাতে, তত্ক্ষিণা প্রবৃত্তপক্ষে। অথেনানী কৃত্যাদিবৃত্তোত্তরেণ সংস্ৰু সত্যং স্বমেব প্রতিভাসতে, ইতি ন তবিজ্ঞানায় পৃথগব্যক্ত্য ইতি প্রাপ্ত, তত ইদম্ভাচাতে, স্মৃৎত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাदि । স্মৃৎ ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতিমুখীভূতায়াহ ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত দ্বাবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—মনুষ্য যে সময় স্মৃৎকে লাভ করে, অর্থাৎ বাক্যমাণ নিরতিশয় (যাঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট আর নাই এই সর্বোত্তম) স্মৃৎ আমাকে লাভ করিতে হইবে, এইরূপ মনে করে, তখনই সেই কৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমাদিতে যত্ন ও একাগ্রতা হয়। কৃতি যেমন দৃষ্ট-ফল-স্মৃৎজন্য হয়, অর্থাৎ ইহলোকে পুত্রাদি লাভ করিয়া স্মৃৎ হইব, এই উদ্দেশ্যেই যেমন কৃতি বা যত্ন হয়, তেমনই এখানেও অর্থাৎ সংযমবিষয়েও স্মৃৎ লাভ না করিয়া কৃতি হইতে পারে না। ফললাভ ভাবী হইলেও যে 'লব্ধা' অর্থাৎ লাভ করিয়া এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা কেবল সেই ফললাভের প্রবৃত্তির উপপাদনের নিমিত্ত, অর্থাৎ ফললাভ ভবিষ্যৎ হইলেও সেই ফলকে উদ্দেশ্য করিয়াই লোকের প্রবৃত্তি বা যত্ন



হইয়া থাকে, এই জ্ঞানই ফল ভাবী হইলেও অর্থাৎ ঠিক সেই সময়ে অপ্রাপ্য হইলেও 'লব্ধা' অর্থাৎ লাভ করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে। (ভাব এই যে— বিদ্যমান বস্তুই লোকে লাভ করিতে পারে, বাহ্য সে সময়ে নাই, বাহ্য অনুপস্থিত বা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, তাহা উপস্থিত বা প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ লাভ করিতে পারেও না, পারা সম্ভবও হয় না। এ স্থানেও যে সুখলাভের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ইন্দ্রিয়সংঘম ও চিত্তের একাগ্রতা সাধনের পর হয়, সুতরাং যথেষ্ট আরম্ভেই "সুখং লব্ধা" এ কথা কিরূপে বলা যায়? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও বর্তমানে অনাগত বা ভাবী বস্তুলাভ অসম্ভব, তাহা হইলেও ভাবী সুখের উদ্দেশ্যেই যখন লোকে কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই সুখের যে লব্ধবাস্তব জ্ঞান অর্থাৎ এই কার্য্যের সাফল্য আমি এই সুখ লাভ করিতে পারিব, অর্থাৎ এই সুখ লাভ হওয়া উচিত, ইত্যাকার যে মনোবৃত্তি, তাহাই তাহার লাভ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে) কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি উত্তরোত্তর বিদ্যমান থাকিলে সত্য পদার্থটি স্বয়ং উদ্ভাসিত বা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ঐ সত্য পদার্থকে জানিবার নিমিত্ত পৃথকভাবে যত্ন করা অনাবশ্যক, এইরূপ অর্থই পাওয়া গিয়াছে, এই জ্ঞান সম্প্রতি এই কথা বলিতেছেন যে, সুখকেই বিশেষরূপে জ্ঞান করা কর্তব্য, অর্থাৎ কিসে প্রকৃত সুখ পাওয়া যাইতে পারে, সেই বিষয়ে জানিবার চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক ইত্যাদি। হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট সুখের বিষয়েই জানিতে ইচ্ছা করি, নারদ এইরূপ বলিয়া অভিমুখীভূত হইলে অর্থাৎ ঐ প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জ্ঞান উন্মুখ হইলে সনৎকুমার নারদকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে দ্বাবিংশখণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নান্নে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমা  
ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি । ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহা ভূমা বা সর্কাপেক্ষা মহৎ, তাহাই সুখ, অল্পে অর্থাৎ  
ক্ষুদ্র বা সসীম বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই, ভূমাই সুখ অর্থাৎ সুখস্বরূপ বা মুখ-  
হেতু, অতএব ভূমা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাই কর্তব্য । নারদ বলিয়াছিলেন, যে  
ভগবন্! আমি ভূমা বিষয়েই জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—যো বৈ ভূমা—মহৎ, নিরতিশয়, বহু ইতিপর্ধ্যায়ঃ, জ  
সুখং, ততোহর্কাক্ স্যাতিশয়বাদনম্ ; অতন্তন্নিম্নে সুখং নাস্তি, অল্পাধিকত্বাহেতুত্বাৎ ।  
ত্বা চ হুঃখবীজং, ন হি হুঃখবীজং সুখং দৃষ্টং জরাতি লোকে ; তন্মাৎ যুক্তং নার  
সুখমন্তীতি । অতো ভূমৈব সুখং, ত্বাতিহুঃখবীজত্বাসম্ভবাৎ ভূমঃ । ১ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকে ত্রয়োবিংশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—ভূমা শব্দের অর্থ মহৎ, নিরতিশয়  
অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর অধিক বা শ্রেষ্ঠ নাই, (সর্বশ্রেষ্ঠ) ও বহু ; ভূমা, নিরতিশয়,  
মহৎ, বহু এই চারিটি পর্যায় অর্থাৎ একার্থবোধক শব্দ । যাহা ভূমা, তাহাই সুখ,  
তাহা অপেক্ষা অর্কাক্ অর্থাৎ অধস্তন বা নিম্নতন বস্তুমাত্রই সাতিশয় অর্থাৎ অল্প-  
ধিক হওয়ায় (কেহ বা অল্প, কেহ বা তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক এইরূপ ইতর-বিষয়  
হয় বলিয়া) অল্প বা ক্ষুদ্র, অতএব সেই অল্পে সুখ নাই ; কারণ, অল্পপরিমিত বস্তু-  
মাত্রই অধিক বিষয়ে ত্বা বা প্রাপ্তির অভিলাষ উৎপাদন করে, অর্থাৎ অল্প-  
প্রাপ্তিতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে না, সকলেই বেশী পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে ।  
ত্বা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা আশাই হুঃখের মূল কারণ, এই পৃথিবীতে হুঃখের কারণ-  
স্বরূপ বা হুঃখজনক জর প্রভৃতি রোগকে সুখ বলিয়া কেহ কখন অনুভব করিতে  
দেখে নাই, অতএব শ্রুতি যে বলিয়াছেন, অল্পে সুখ নাই, ইহা যুক্তিসঙ্গতই  
বলা হইয়াছে ; অতএব ভূমাই সুখ, কারণ, ভূমা কখন হুঃখের কারণস্বরূপ ত্বা  
অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির কারণ হইতে পারে না । ( ভাবার্থ এই যে—ভূমা অর্থে



ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৭৩

বুৎ বা বৃহৎ, বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে এই ভূমা শব্দে যাহা অপেক্ষা আর বুৎ বা বৃহৎ হইতে পারে না, সেই সৰ্ব্বাপেক্ষা মহৎ পদার্থকেই বুঝায়। ব্রহ্ম এই শব্দটিও 'বৃহ' ধাতু হইতে নিম্পন্ন হইয়াছে, 'বৃহ' ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি ও বৃৎ, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভূমা ও ব্রহ্ম এই দুইটি শব্দ একই অর্থকে বুঝায়। 'সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' এই শ্রুতির দ্বারাই ব্রহ্ম যে কেবল আনন্দময়, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়; এরূপ স্থলে ভূমা ও ব্রহ্ম যখন একই পদার্থ, তখন ভূমাকে বুৎ বলিয়া নির্দেশ করা অসঙ্গত হয় নাই। আর যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই সাতিশয়, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষাও অধিক আছে, যে ব্যক্তি সেই সাতিশয় বা অল্প বস্তু লাভ করে, সে তদপেক্ষা অধিক পরিমিত দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা পাইলে আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, এইরূপে তাহার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কখনই মিটে না, সৰ্ব্বদাই অধিক পাইবার ইচ্ছায় চিত্ত আকুল হইয়া থাকে, এইরূপে উত্তরোত্তর আশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোন অবস্থাতেই সে সুখবোধ করিতে পারে না, কাজেই অল্পে সুখ নাই। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন— "পরসম্পদ্বৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং দ্বঃখাকরোতি" অর্থাৎ অল্প ব্যক্তির সম্পত্তির আধিক্য সম্পদবিহীন দরিদ্র ব্যক্তিকে দ্বঃখ প্রদান করিয়া থাকে। অতএব "নাল্পে দুঃখমন্তি" "ভূমৈব সুখম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বুদ্ধিসঙ্গতই হইয়াছে) ॥ ১ ॥

সপ্তম প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্বিংশাঃ খণ্ডঃ

যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি, স ভূম।  
অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যচ্ছৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তদন্নয়।  
যো বৈ ভূম।, তদমৃতম্, অথ যদন্নং তন্মর্ত্যং । স ভগবঃ । কস্মিন  
প্রতিষ্ঠিত ইতি ? স্যে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যাহাতে অল্প কোন দৃষ্টই দর্শন করে না, অল্প কোন শ্রবণ করে না, অল্প কোন জ্ঞেয়ই জানিতে পারে না, অর্থাৎ যে পদার্থের জ্ঞান অল্প কিছুই দেখিবার শুনিবার বা জানিবার প্রয়োজন হয় না, তাহাই ভূম। আর যাহাতে অল্প বিষয় দর্শন করে, অল্প বিষয় শ্রবণ করে, অল্প বিষয় জানিতে পারে বা জানিবার ইচ্ছা করে, তাহাই অন্ন। যাহা ভূম।, তাহাই অমৃত, আর যাহা অন্ন অর্থাৎ ভূমার বিপরীত, তাহা মর্ত্য বা নশ্বর। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে ভগবন্! সেই ভূম। কোথায় অবস্থিত আছেন? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, তিনি নিজের মহিমা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, অথবা নিজের মহিমাতেও নয়। অভিপ্রায় এই যে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্তই নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বলা হইল মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে তিনি কোন একটি স্থানেই প্রতিষ্ঠিত নহেন ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মসূত্রম্।**—কিনলক্ষণোহসৌ ভূম।? ইত্যাহ—যত্র যস্মিন ভূমি তস্যে  
নান্যৎ দ্রষ্টব্যমন্তেন করণেন দ্রষ্টা অস্তো বিভক্তো দৃষ্টাদদ্রষ্টং পশ্যতি, তথা নান্যচ্ছৃণোতি,  
নাম-রূপরোরেবাস্তর্ভাবাবিব্যয়ভেদস্ত তদ্ব্যাহংকরোরেবেহ দর্শন-শ্রবণরোত্রংহংস অস্তে  
বাঞ্ছোপলক্ষণার্থংনেন । মননং তু অত্রোক্তং দ্রষ্টব্যং, নান্যদ্রষ্টতে ইতি, প্রায়শো মননপূর্ব্বকং  
দ্বিজানন্ত । তথা নান্যদ্বিজানাতি; এবং-লক্ষণো যঃ স ভূম। । কিমত্র প্রসিদ্ধান্তদর্শনাভাবো ভূমি  
উচ্যতে নান্যং পশ্যতীত্যাদিনা? অথান্যং ন পশ্যতি, আত্মানং পশ্যতীত্যেতৎ? কিমাত্মং?  
যত্রদর্শনাত্তাবমাত্রমিত্যুচ্যতে, তদা দ্বৈতস্যব্যবহারবিলক্ষণো ভূমেত্যান্তং ভবতি।  
অথান্তদর্শনবিশেষপ্রতিবেধেনাত্মানং পশ্যতীত্যুচ্যতে, তদৈকস্মিন্বেব ক্রিয়া-কারক-ফলভেদো-  
ইত্যাগতো ভবেৎ । যন্তেবং কো দোষঃ শ্রীৎ? নশ্বরমেব দোষঃ, সংসারানিবৃত্তি,  
ক্রিয়া-কারক-ফলভেদো হি সংসার ইতি । আত্মৈক্যে এব ক্রিয়া-কারক-ফলভেদঃ সংসার-  
বিলক্ষণ ইতি চেৎ? ন, আত্মনো নির্বিশেষকৃত্যুপগমে দর্শনাদিক্রিয়া-কারক-ফলভেদো-  
ইত্যাগমন্ত শব্দমাত্রদ্বাং । অন্তদর্শনাত্তাবোক্তিপক্ষেহপি ‘যত্র’ ইতি “অন্তম পশ্যতি” ইতি  
বিশেষণে অনর্থকে স্মৃত্যমিতি চেৎ? দৃষ্টতে হি লোকে, ‘যত্র শূন্তে গৃহেহন্তম পশ্যতি’ ইত্যু-  
ক্তে



তুর্কিণ: ৭৩:]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৭৫

হ্যাদীন আত্মানং চ ন ন পশুতীতি গম্যতে, এবমিহাণীতি চেৎ? ন "তৎ ত্বমসি" ইত্যেকদ্ব্যপদেশাৎ অধিকরণাধিকর্তব্যভেদানুপপত্তেঃ, তথা "সদেকমেবাদ্বিতীয়ং সত্যম্" ইতি ঋগ্ নির্ভারিতত্বাৎ। "অদৃগ্হোহনাত্মো" "ন সন্দগ্ধে তিষ্ঠতি রূপমন্ত" "বিজাতারমরে! কেন বিলীনায়?" ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ স্বাত্মনি দর্শনাত্মনুপপত্তিঃ। "যত্র" ইতি বিশেষণমনর্থকং প্রাপ্তমিতি চেৎ? ন, অবিজাতকৃতভেদাপেক্ষত্বাৎ। যথা সত্যৈকত্বাদ্বিতীয়বুদ্ধি প্রকৃত-  
রূপস্য সদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি সখ্যাভূতনৈমপ্যুচ্যতে, এবং ভূয়োকস্মিন্বেব "যত্র" ইতি বিশেষণম্। অবিজাতবস্তুস্বায়ামত্মদর্শনানুবাদেন চ ভূয়ঃ তদভাবত্বলক্ষণশ্চ বিবক্ষিতত্বাৎ "যত্র পশুতি" ইতি বিশেষণম্; তস্মাৎ সংসারব্যবহারো ভূয়ি নাস্তীতি সমুদায়ার্থঃ।  
ন বরাবিজাতাবিশয়ে অন্তঃ অন্তেন অন্তং পশুতীতি, তদন্তম্, অবিজাতকালভাবি ইত্যর্থঃ;  
যা যদৃগ্হো বস্তু প্রাক্ প্রতিবোধাত্ তৎকালভাবীতি, তদন্তঃ; তত এব তদন্তত্বাৎ বিনাশি  
নবস্তুবসেব, তদ্বিপরীতো ভূম্য বস্তুদমৃতম্। তচ্ছব্দোহমৃতত্বপরঃ। স তর্হ্যেবংলক্ষণো  
ন্য হে ভগবন্! কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইত্যুক্তবস্তুঃ নারদঃ, প্রত্যাহ সনৎকুমারঃ,—ষে  
ব্রীতীতি, যে আত্মায়ৈ মহিষি মাহাত্ম্যো বিভূর্তো প্রতিষ্ঠিতো ভূম্য, যদি প্রতিষ্ঠামিচ্ছসি  
তি; যদি বা পরমার্থমেব পৃচ্ছসি, ন মহিষ্যপি প্রতিষ্ঠিত ইতি ক্রমঃ। অপ্ৰতি-  
ষ্ঠিতানাশ্রিতো ভূম্য কচিদপীত্যর্থঃ। ১।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—এই ভূমার লক্ষণ কি? এই সম্ভাবিত  
প্রশ্ন উত্তরে বলিতেছেন—ভূম্য নামক যে ভব্বে অন্ত কোন করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়  
দ্বারা দৃষ্ট বস্তু হইতে অন্ত অর্থাৎ বিভক্ত বা পৃথক্ দ্রষ্টা অন্ত কোন দ্রষ্টব্যই দর্শন  
করে না, এইরূপ অন্ত কিছু শ্রবণও করে না, অর্থাৎ যাহার তত্ত্ব অবগত হইতে  
পারিলে তাঁহাতেই ঐকান্তিকতা বশতঃ তাঁহাকেই ছাড়া কোন বিষয়েই দৃষ্টি বা শ্রুতি  
যথেষ্ট হয় না, বিবিধ প্রকার বিষয় মাত্রই অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু  
হইবে, সমস্তই নাম-রূপের অন্তর্ভূত বলিয়া অর্থাৎ নাম ও রূপ ব্যতীত তাহার  
কিছুই নহে বলিয়া তাহাদের (নাম ও রূপের) গ্রাহক শ্রবণ ও দর্শনের  
(যেমন চক্ষুর) গ্রহণ বা উল্লেখ করা হইয়াছে, এই দুইটিই অন্ত অর্থাৎ স্পর্শাদিরও  
সম্বন্ধ বা বোধক। বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান প্রায়ই মনন বা চিন্তা পূর্বক হয়  
সি। অন্ত কোন দ্রষ্টব্য বিষয়ই মনন বা চিন্তা করে না, এই অন্তই এ স্থানে  
মননই উল্লেখ করা হইয়াছে; এইরূপ অন্ত কোন বস্তু জানে না, এইরূপ  
জ্ঞানী যে বস্তু, তাহাই ভূম্য। এখানে জিজ্ঞাস্ত হইতেছে যে, 'নাশ্রুৎ পশুতি'  
ভূম্যতে অন্ত কোন বস্তুই দর্শন করে না, এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কি  
কি বুঝিতে হইবে যে, লোকে প্রসিদ্ধ যে অন্ত দর্শন অর্থাৎ ভেদদর্শন বা ভেদজ্ঞান,  
ভূম্যতে কি তাহারই অভাব বলা হইয়াছে? অর্থাৎ ভূম্য কতগুলি? এইরূপ  
ভূম্যই নিবেদন করা হইয়াছে? অথবা অন্ত কিছু দেখে না, কেবল আত্মাকেই



দেখে, ইহাই বলা হইয়াছে ? আচ্ছা, তাহাই যদি হয় ত একরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যদি অত্র কোন দ্রব্যের দর্শনাদির কেবল অভাব মাত্রই বলা হয়, তাহা হইলে তুমি পদার্থটি দ্বৈত ব্যবহারের বিলক্ষণ বা অবিষয়, অর্থাৎ ভেদমূলক দর্শন-শ্রবণাদি সর্ববিধ ব্যবহার-বিরহিত, ইহাই বলা হয় ; আর যদি অত্র কোন বস্তুর দর্শনবিশেষের নিষেধ দ্বারা কেবলমাত্র আত্ম-কেই দর্শন করে এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে একটিমাত্র পদার্থেই অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেই ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া হয় । এ স্থানে গুনরান প্রশ্ন হইতে পারে, যদি এইরূপই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহাতেই বা দোষ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ইহাতে সংসারের অনিবৃত্তিরূপ দোষ হইতে পারে, অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিয়া লইলে সংসারনিবৃত্তি আর হয় না, ইহাই দোষ, কারণ, ক্রিয়া, কারক ও ফলের ভেদ লইয়াই সংসার, অতএব ক্রিয়া, কারক ও ফলের ভেদ স্বীকার করিয়া লইলে আর সংসারনিবৃত্তি হইতে পারে না । যদি বল, আত্মার একত্ব স্বীকার করিয়া লইলেই সংসারবিলক্ষণ অর্থাৎ অলৌকিক ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদ সম্ভবিত হয় । ইহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হয় না, কারণ, আত্মার নির্কিংশেব একত্ব স্বীকার করিলে তাহাতেই যে আবার দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া, তাহাদের কারক ও ফলভেদ স্বীকার করা কেবল শব্দমাত্র অর্থাৎ অর্থহীন একটা বাক্যমাত্র হইয়া পড়ে । যদি বল, অত্র কিছু দর্শন করে না, এই যে অত্র কোন বস্তু দর্শনের অভাবোক্তি, এ পক্ষেও ত 'যত্র' (যাহাতে) 'অত্রং ন পশুতি' (অত্র কিছুই দেখে না) এই যে দুইটি বিশেষণ, ইহার কোনই সার্থকতা থাকে না, কারণ, সাধারণতঃ দেখিতেও পাওয়া যায় যে, 'যে গৃহে অত্র কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, এইরূপ বলিলে যে সেই গৃহের স্তম্ভাদি ও তাহার মধ্যে অবস্থিত নিজেকেও দেখিতে পাইতেছে না, এরূপ বুঝায় না, পরন্তু ঐ সমস্ত দেখিতে পাইতেছে ইহাই বুঝায়, এখানেও সেইরূপই হইবে, ইহাই যদি বল, তাহার উত্তর, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে "তৎ ত্বমসি" তাহাই হইতেছে তুমি, এই একত্ব বা অভেদ-পদেশবশতঃ অধিকরণ ও অধিকারী ভেদ উপপন্ন হয় না ; অর্থাৎ 'যত্র' এই অধিকরণ, আর 'পশুতি' এই ক্রিয়ার কর্তা যে ব্যক্তি, এই কর্তা ও অধিকরণের ভেদনির্দেশ সম্ভব হয় না । আরও দেখ, ষষ্ঠপ্রপাঠকে সং পদার্থ যে একই অধিতীয় ও সত্যস্বরূপ, ইহা নির্দ্বারিত হইয়াছে । ইহা ব্যতীতও "শরীরবিহীন অস্ত্রএব অদৃশ্য আত্মাতে" "ইহার রূপ দৃষ্টিবিষয়ে অবস্থিত হয় না" অর্থাৎ দৃষ্টির অগোচরীভূত, "অরে ! যিনি সকলের বিজ্ঞাতা অর্থাৎ অন্তর্ভব করার কর্তা,



তাঁহাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে ?” ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও আত্মাতে  
 দর্শনাদি ব্যবহারের উপপত্তি হয় না। যদি বল, ‘যত্র’ (যাহাতে) এই বিশেষণ  
 পদটি নিরর্থক হইয়া পড়ে, ইহার কোনই সার্থকতা নাই ? ইহার উত্তরে বলিব,  
 না, নিরর্থক নহে, কারণ, অবিজ্ঞাদিজ্ঞাত ভেদকে লক্ষ্য করিয়া এই বিশেষণ  
 প্রযুক্ত হইয়াছে ; যেমন প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত সত্য পদার্থের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব  
 বিষয়ক বুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ উক্তবিধ জ্ঞানানুসারে সংখ্যাতির অযোগ্য  
 হইলেও সংপদার্থকে এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়, সেইরূপ ভূমা পদার্থটিও এক  
 হইলেও ‘যত্র’ এই ভেদসূচক বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আর অবিজ্ঞাবস্থায়  
 জ্ঞানদর্শন অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের অনুবাদ অর্থাৎ অনুক্তি বা পশ্চাত্তক্তি  
 দ্বারা (যাহা পূর্বে অনেকেই বলিয়াছে বা যে উক্তি প্রসিদ্ধ তাহারই পুনঃ কখনকে  
 অনুবাদ বলে) ভূমার সম্বন্ধে তাহার অভাব এই কথা বলিবার ইচ্ছার অর্থাৎ  
 ভূমার সম্বন্ধে সেই ব্যবহারিক ভেদ-দৃষ্টির নিষেধাভিপ্রায়ে ‘ন অন্তঃ পশ্চতি’ অন্ত  
 কিছুই দেখে না, এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব ভূমাতে যে কোনরূপ  
 সাংসারিক ব্যবহার নাই, ইহাই ঐ সমস্ত বাক্যের সারার্থ। আর, যে স্থানে  
 অবিজ্ঞাবিশয়ে অন্ত কোন ব্যক্তি অন্তের দ্বারা অন্ত কোন বস্তুকে দর্শন করে, তাহা  
 অন্ন, অর্থাৎ অবিজ্ঞাকালভাবি অর্থাৎ যতক্ষণ অবিজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই  
 যাত্র তাহা স্থায়ী হয়, অবিজ্ঞার বিনাশে তাহাও দূরীভূত হয় ; স্বপ্নে যে বস্তু দেখা  
 যায়, তাহা যেমন জাগরণের পূর্বকাল পর্য্যন্তই অর্থাৎ যতক্ষণ না নিদ্রাভঙ্গ হয়,  
 ততক্ষণ পর্য্যন্তই স্থায়ী হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহাও  
 সেইরূপ জানিবে। সেই অন্নতাবশতঃই তাহা মর্ত্য অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ত্রায়ই  
 বিনশ্বর, আর যাহা তাহার অর্থাৎ অন্নের বিপরীত, তাহাই ভূমা, তাহাই অমৃত।  
 যুলে যে ‘তদমৃতম্’ এই স্থানে ‘তৎ’ শব্দটি আছে, উহা অমৃতত্বপর অর্থাৎ অমৃতত্ব  
 অর্থেই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্ !  
 এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ লক্ষণবিশিষ্ট সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত  
 আছেন ? নারদ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সনৎকুমার তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,  
 সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহার উত্তর এই  
 যে, তিনি স্বকীয় মহিমা অর্থাৎ মাহাত্ম্য অর্থাৎ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত  
 আছেন। আর যদি প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাও, তাহার উত্তরে এই বলিব যে, তিনি  
 নিজের মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন, সেই ভূমা কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত নহে, কোন  
 স্থানেই তিনি আশ্রিত নহে, অর্থাৎ তাঁহার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান কোথাও নাই,  
 তিনি সর্বব্যাপী, সকলের আশ্রয়, তাঁহার আবার আশ্রয় কোথায় ? ॥ ১ ॥



গো-অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তি-হিরণ্যং দাস-ভার্য্যং  
ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি, নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচ, অতো  
হনুস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত চতুর্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।**—ইহলোকে যেমন গো, অশ্ব, হস্তী, স্বর্ণ, ভূত, ভাণ্ডা, ক্ষেত্র (ভূমি) আয়তন (স্থান বা বাসগৃহ) এই সমস্ত বস্তুকে মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বলা হয়, আমি সেরূপ মহিমার বিষয় বলি নাই, কারণ, অল্প পদার্থই অল্প পদার্থে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু ভূমার যখন অল্প কিছুই নাই অর্থাৎ তিনি যখন সর্ব্বময়, তখন তাঁহার সেরূপ মহিমা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না ; আমি এইরূপ বলিতেছি যে—৥২৥

সপ্তম প্রপাঠকে চতুর্বিংশ খণ্ডের অন্তিমাবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্।**—যদি স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিতো ভূম, কথং তর্হি অপ্রতিষ্ঠ উচ্যতে ? শৃণু গোহৃষাদি ইহ মহিমেত্যাচক্ষতে । গাবশ্চ অশ্বাশ্চ গোহৃষং স্বর্নৈবকবভাঃ । সর্ব্বত্র গবাশ্বাদি মহিমেতি প্রসিদ্ধম্ । তদাশ্রিতস্তৎপ্রতিষ্ঠৈশ্চৈত্রো ভবতি যথা, নাহমেব স্বতোহহং মহিমানমাশ্রিতো ভূমা চৈত্রবদिति ব্রবীমি । অত্র হেতুত্বেন অতো হনুস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । কিন্তুৈব ব্রবীমিতি হোবাচ, স এবৈত্যাদি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্ত চতুর্বিংশখণ্ডোভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আচ্ছা, ভূমা যদি নিজের মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে তাঁহাকে অপ্রতিষ্ঠ বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, শ্রবণ কর, এই জগতে গো, অশ্ব, হস্তী, দাস, দাসী, ভূসম্পত্তি, পত্নী, অট্টালিকা, স্বর্ণ, মুক্তা ইত্যাদিকে মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বলা হয়, অর্থাৎ এই সমস্ত পদার্থ লোকের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, অতএব ইহারা ঐশ্বর্য্য বলিয়াই অভিহিত হয় । গোসমূহ ও অশ্বসমূহ, ইহাদের স্বন্দরমাসে একত্র হইয়া ‘গো-অশ্ব’ এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ এ স্থানে একটি গো একটি অশ্ব এইরূপ উল্লেখ থাকিলেও বহু গো অশ্ব এইরূপ বুঝিতে হইবে । গো অশ্ব প্রভৃতি ব্রহ্মসমূহ ঐশ্বর্য্য বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ । চৈত্র নামক কোন ব্যক্তিবিশেষ সেই গো অশ্বাদিকে আশ্রয় বা গ্রহণ করিলে যেমন লোকে তৎপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সেই গো অশ্ব প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বহু গো অশ্ব প্রভৃতি বর্তমান থাকাতেই প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত বলিয়া থাকে, আমি ভূমাকে সেই চৈত্রের স্তায় আপনা হইতে ভিন্ন অল্প কোন মহিমাতে আশ্রিত আছেন, এরূপ বলি নাই, কারণ, অল্প পদার্থই অল্প পদার্থে



চতুর্বিংশতঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৭৯

প্রতিষ্ঠিত থাকে, এই ব্যবহৃত বা দূরবর্তী হেতুবোধক বাক্যের সহিত ইহার অর্থ  
করিতে হইবে। (‘নাহমেবং ব্রবীমি’ ইহার পর “ব্রবীমীতি হোবাচ” এই যে বাক্য  
আছে, ইহার সহিত “নাহমেবং ব্রবীমি” ইহার অর্থ হইবে না, “অন্তো হি  
অন্তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি” এই পরবর্তী বাক্যের সহিত অর্থ হইবে) কিন্তু  
আমি এইরূপ বলিতেছি যে, এই কথা বলিয়া পরবর্তী শ্রুতির “স এব”  
ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে চতুর্বিংশতঃ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ

স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্ঠাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এবেদং সৰ্বমিতি । অথাতোহহঙ্কারাদেশ এব ; অহমেবাধস্তাৎ, অহমুপরিষ্ঠাৎ, অহং পশ্চাৎ, অহং পুরস্তাৎ, অহং দক্ষিণতঃ, অহমুত্তরতঃ, অহমেবেদং সৰ্বমিতি ॥১৥

**অনুবাদ ।**—সেই ভূমাই অধোদেশে, সেই ভূমাই উর্দ্ধদেশে, সেই ভূমাই পশ্চাদ্দেশে, সেই ভূমাই সম্মুখদেশে, সেই ভূমাই দক্ষিণভাগে, সেই ভূমাই উত্তরভাগে, এই সমস্তই সেই ভূমা । অনন্তর অহঙ্কারাদেশ অর্থাৎ ‘অহম্’ এই আকারে ভূমার উপদেশ বর্ণিত হইতেছে, আমিই অধোদিকে, আমিই উর্দ্ধদিকে, আমিই পশ্চাদ্দিকে, আমিই সম্মুখদিকে, আমিই দক্ষিণদিকে, আমিই উত্তরদিকে, এই সমস্তই আমি ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্ ।**—কত্ৰাং পুনঃ কচিন্ন প্রতিষ্ঠিত ইতি ? উচ্যতে, যস্মাৎ স এব ভূমা অধস্তাৎ ন তদ্ব্যতিরেকেনাগ্রং বিজ্ঞতে, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্ত্রাৎ । তথোপরিষ্ঠাদিত্যাদি সমানম্ । সতি ভূয়োহগ্ন্যস্মিন্ ভূমা হি প্রতিষ্ঠিতঃ স্ত্রাৎ, ন তু তদন্তি ; স এব তু সৰ্বম্ ; অতস্তস্মাদসৌ ন কচিৎ প্রতিষ্ঠিতঃ । “যত্র নাগ্রং, “পশ্চাতি” ইত্যধিকরণাধিকর্তব্যতানির্দেশাৎ, “স এবাধস্তাৎ” ইতি চ পরোক্ষনির্দেশাৎ ঐষ্ট্ৰজ্জীবাদন্তো ভূমা স্ত্রাৎ, ইত্যাপরা কচচিৎ না ভূদিতি অথাতোহনন্তরম্ অহঙ্কারাদেশঃ—অহঙ্কারেণাদিশ্রুতে ইত্যহঙ্কারাদেশঃ । ঐষ্ট্ররনন্তরদর্শনার্থং ভূমেব নির্দিষ্টতে, অহঙ্কারেণাহমেবাধস্তাদিত্যাদিনা ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ ।**—সেই ভূমা কি অগ্র কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত নাই ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যে হেতু, সেই ভূমা অধোদিকে আছেন, তিনি ব্যতীত ঐ দিকে আর এমন কিছুই নাই, বাহাতে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন । এইরূপ উর্দ্ধদিকে ইহাদেরও ব্যাখ্যা জানিবে, অর্থাৎ উর্দ্ধ, পশ্চাৎ, সম্মুখ, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে একমাত্র ভূমা ব্যতীত অগ্র কিছুই নাই, বাহাতে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, ভূমা ব্যতীত অগ্র কোন পদার্থ যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে ভূমা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা নাই, একমাত্র তিনিই সৰ্বময়, এই অগ্রই এই ভূমা কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত নাই । “বাহাতে অগ্র কিছুই দেখে না” এই শ্রুতিতে অধিকরণ ও অধিকর্তব্য অর্থাৎ আধার ও আধেয়ভাবের নির্দেশ থাকায় এবং “তিনিই অধোদেশে” এ স্থানে পরোক্ষ নির্দেশ



পঞ্চবিংশ: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৮১

ধাকায় ও কোন বিশিষ্ট বিষয়ের নির্দেশ না থাকায় কাহারও এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, দ্রষ্টা জীব অপেক্ষা ভূমা পৃথক পদার্থ, এই আশঙ্কা বাহাতে না হয়, তাহার জ্ঞান বলিতেছেন, অনন্তর অহংকারাদেশ—অহংকাররূপে যাহা আদিষ্ট বা নির্দিষ্ট হয়, তাহাই অহংকারাদেশ, দ্রষ্টা জীবের সহিত ভূমার পার্থক্যভাব বা একত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত ‘অহমেব অধস্তাৎ’ আমিই অধোদেশে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভূমা পদার্থই অহংকার অর্থাৎ ‘অহং’ এই পদের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১ ॥

অর্থাৎ আত্মাদেশ এব, আত্মৈবাস্তাৎ, আত্মোপরিষ্ঠাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ, আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মোত্তরতঃ, আত্মৈবেদং সর্বমিতি । স বা এষ এবং পশ্যন্, এবং মন্বানঃ, এবং বিজ্ঞানন্, আত্মরতিঃ, আত্মক্ৰীড়ঃ, আত্মমিথুনঃ, আত্মানন্দঃ, স স্বরাড্ভবতি, তস্মৈ সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি । অথ যেহুখাহতো বিদ্বঃ, অন্তরাজানন্তে ক্ষয়্যালোকা ভবন্তি, তেষাম্ সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য পঞ্চবিংশ: খণ্ড: ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ ।**—অনন্তর ভূমাই যে আত্মা, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন, আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উপরিভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, এই সমস্ত আত্মাই । সেই এই উপাসক ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ বিজ্ঞান বা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া আত্মরতি ( আত্মাতেই রমণশীল ) আত্মক্ৰীড় ( আত্মাতেই ক্রীড়াপরায়ণ ) আত্মমিথুন ( আত্মাতেই স্ত্রী-পুরুষের মিলনজনিত সুখ ) আত্মানন্দ ( আত্মাতেই আনন্দানুভব ) ও স্বরাট্ ( স্ব-স্বরূপেই প্রকাশমান ) হন, স্বর্গাদি সমস্ত লোকেই তাহার কামচার অর্থাৎ যথেষ্ট ব্যবহার বা স্বাধীনতা হয় । আর যাহারা ইহার বিপরীত জ্ঞান লাভ করে, তাহার। অন্তরাজ হয়, অর্থাৎ অন্ত রাজার অধীন হয় অর্থাৎ তাহার। স্বরাজ হয় না, ক্ষয়্যালোক হয়, অর্থাৎ যে লোকে গমন করে, সে লোক স্থায়ী হয় না, তাহার। সমস্ত লোকেই অকামচার হয় অর্থাৎ সর্বত্রই পরাধীন হইয়া, কোন স্থানেই স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারে না ॥ ২ ॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চবিংশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—অহংকারেণ দেহাদিসম্ভবাতোহপ্যাদিশ্রুতে অবিবেকিতিঃ, যদন্তরাজাশঙ্কা মা ভূদিতি অথানন্তরম্ আত্মাদেশঃ—আত্মনৈব কেবলেন সংস্বরূপেণ শুদ্ধে-



নাদিগ্ৰাহ্যে । আত্মৈব সর্বতঃ সর্বম্ ইত্যেবমেকমজং সর্বতো ব্যোমবৎ পূর্ণম্ অজ্ঞানং পূর্ণম্  
 স বৈ এষ বিদ্বান্ মনন-বিজ্ঞানাত্ম্যম্ আত্মরতিঃ আত্মজ্ঞেব রতিঃ রমণং যন্ত সোহমায়-  
 রতিঃ, তথা আত্মক্ৰীড়াঃ, দেহমাত্রসাধনা রতিঃ, বাহ্যসাধনা ক্রীড়া ; লোকে ক্রীড়া  
 সখিভিঃ ক্রীড়তিতি দর্শনাৎ । ন তথা বিদ্বৎ ; কিস্তুই ? আত্মবিজ্ঞাননিমিত্তমেবোক্তম্  
 ভবতীত্যর্থঃ । মিথুনং দ্বন্দ্বজনিতং সূত্রং, তদপি দ্বন্দ্বনিরপেক্ষং যন্ত বিদ্বৎ, তথা আত্মানন্দ-  
 শব্দাদিনিমিত্তঃ আনন্দোহবিদ্বৎ, ন তথা অস্ত বিদ্বৎ ; কিস্তুই ? আত্মনিমিত্তমেব  
 সর্বং সর্বদা সর্বপ্রকারেণ চ, দেহ-জীবিত-ভোগাদিনিমিত্তবাহুবন্তনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ । স  
 এবং-লক্ষণো বিদ্বান্ জীবন্তেব স্বারাজ্যেহভিষিক্তঃ, পতিতেহপি দেহে স্বরাডেব ভবতি ।  
 যত এবং ভবতি, তত এব তন্ত সর্বেষু লোকেষু কামচাষো ভবতি । প্রাণাদিষু পূর্ণ-  
 ভূমিষু “তত্রাত” ইতি তাবন্মাত্রপরিচ্ছিন্নকামচারিত্বমুক্তম্, অজ্ঞরাজত্বং চ অর্থপ্রাপ্তঃ, সচ্চি-  
 শয়ত্বাং যথাপ্রাপ্তস্বারাজ্যকামচারিত্বাহ্বাদেন তত্তন্নিবৃত্তিরিহোচ্যতে, স স্বরাজ্যত্যাগিনী ।  
 অথ পুনর্বেহত্বা অত উক্তদর্শনাদত্বা বৈপরীত্যেন যথোক্তমেব বা সম্যক্ত্বেন বিদ্বৎ,  
 তেহজ্ঞরাজানো ভবন্তি ; অতঃ পরো রাজা স্বামী যেষাং তেহজ্ঞরাজানন্তে । কিং,  
 ক্ষয়লোকাঃ ক্ষয়ো লোকে যেষাং তে ক্ষয়লোকাঃ । ভেদদর্শনশ্চ অন্তবিষয়ত্বাৎ ‘অজ্ঞ-  
 তন্নর্ত্যম্’ ইত্যবোচাম । তস্মাৎ বে দ্বৈতদর্শিনস্তে ক্ষয়লোকাঃ স্বদর্শনানুরূপ্যেণৈব ভবন্তি ;  
 অত এব তেবাং সর্বেষু লোকেষুকামচারো ভবতি । ২ ।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠিকশ্চ পঞ্চবিংশতঃশ্লোকো ভাষ্যম্ । ২৫ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—অবিবেকী ব্যক্তিগণ দেহেন্দ্রিয়াদির  
 সমষ্টিকেও ‘অহং’ রূপে নির্দেশ করিয়া থাকে, এই আশঙ্কা বাহাতে না হয়, সে জন্য  
 অনন্তর আত্মদেশ অর্থাৎ সেই ভূমি কেবল বিশুদ্ধ সংস্করণ আত্মরূপেই আদিষ্ট  
 বা উপদিষ্ট হইতেছেন । সেই এই বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মাই সর্বত্র সর্বপ্রকারে  
 সর্বময় হইয়া বিরাজিত আছেন, এইরূপে একমাত্র, অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মরহিত, সর্বতো-  
 ভাবে আকাশের স্থায় পরিপূর্ণ, অত্পদার্থশূন্য এই ভূমিকে মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা  
 দর্শন করিতে করিতে আত্মরতি—যে ব্যক্তি আত্মাতেই রতি অর্থাৎ রমণ বা ক্রীড়া  
 অনুভব করে, সে. আত্মরতি ( আত্মানন্দেই বিভোর ) এবং আত্মক্ৰীড়া—রতি ও  
 ক্রীড়ার ভেদ এই যে, রতি কেবল দেহ দ্বারাই সাধিত হয়, আর ক্রীড়া বাহ্যসাধনকে  
 অপেক্ষা করে ( অতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের সহযোগে যে আনন্দ অনুভব হয়, তাহাই  
 ক্রীড়া, আর কেবল দেহ দ্বারাই অর্থাৎ নিজের মধ্যে যে আনন্দানুভব, তাহার  
 নাম রতি ) লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়, স্ত্রী অথবা সখীগণের সহিত ক্রীড়া  
 করিতেছে । বাহারি বিদ্বান্ বা জ্ঞানী, তাঁহাদের সেরূপ হয় না, তবে কি হয় ?  
 না, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান শুদ্ধ সেই দুইটিই অর্থাৎ আত্মরতি ও আত্মক্ৰীড়া উভয়ই  
 সম্পন্ন হয় । মিথুন অর্থাৎ দ্বন্দ্বজনিত সূত্র, ( দ্বন্দ্ব—স্ত্রী-পুরুষ, পরস্পরবিকৃত নীত



উষ্ণ, লঘু গুরু ইহাদিকেও দ্বন্দ্ব বলে) সেই স্মৃতিও এই বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে  
 দ্বন্দ্বনিরপেক্ষভাবেই (স্ত্রী-পুরুষ-মিলন ব্যতীতও) সম্পন্ন হয়। এইরূপ আত্মানন্দ  
 হন, যাহারা অজ্ঞান, তাহারা নিজ নিজ প্রিয় শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শানুভব দ্বারা  
 আনন্দপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই বিদ্বান্ সেরূপ আনন্দ উপভোগ করেন না, তবে কি  
 প্রকার আনন্দানুভব করেন? না, আত্মনিমিত্তই অর্থাৎ সর্বপ্রকারে আত্মবিষয়ক  
 জ্ঞানলাভের জগুই সর্বদা সর্ববিধ আনন্দ ভোগ করেন, অর্থাৎ দেহ, জীবন ও  
 বিষয়ভোগাদির নিমিত্তস্বরূপ বাহ্যবস্তুর কোন অপেক্ষা না করিয়াই কেবল মনোমধ্যে  
 আত্মানন্দ ভোগ করেন। ঈদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি জীবিতাবস্থাতেই  
 স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, এবং দেহ পতিত হইলেও অর্থাৎ দেহান্তেও  
 স্বরাজ্যই হন। যে হেতু, তিনি এইরূপ মহিমসম্পন্ন হন, সেই হেতুতেই সমস্ত লোকেই  
 তাঁহার কামচার বা স্বাতন্ত্র্য সাধিত হয়। প্রাণ প্রভৃতি পূর্ববর্তী ভূমিতে অর্থাৎ  
 উপাশ্রয়বিষয়ে যে উপাসকের কামচারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল উপাশ্রয়ের  
 দ্বন্দ্বরূপ পরিচ্ছিন্ন কামচারিত্ব অর্থাৎ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে মাত্র স্বাধীন  
 স্বধিকার হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে কামচারিত্ব হয় না; আর তাঁহাদের যে  
 অন্তরাজ্য অর্থাৎ অন্তরাজ্যের অধীনতা, তাহা-ত অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাৎপর্যলব্ধ,  
 কারণ, তাঁহাদের যে কামচারিত্ব, তাহা সাতিশয় বা তারতম্যযুক্ত। এ স্থানে আত্ম-  
 জ্ঞানের উপযুক্ত ফল স্বরাজ্যবিষয়ে কামচারিত্বপ্রাপ্তির অনুবাদের দ্বারা  
 অর্থাৎ অন্ত প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ ঐরূপ অপরিচ্ছিন্ন কামচারিত্বলাভের পুনরুক্তি  
 দ্বারা সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ কামচারিত্বের প্রতিষেধ করার নিমিত্ত বলা  
 হইতেছে, “তিনি স্বরাট্ হন” ইত্যাদি। আর যাহারা উক্তবিধ বিজ্ঞানের বিপরীত  
 জ্ঞানলাভ করে, অথবা উক্ত বিষয়সমূহও যদি সম্যকভাবে জানিতে না পারে, তাহা  
 হইলে তাহারা অন্তরাজ্য হয়। অন্তরাজ্য শব্দের অর্থ—অন্ত অর্থাৎ অপন্ন ব্যক্তি  
 তাহাদের রাজা বা প্রভু, তাহারাই অন্তরাজ্য। আর, তাহারা যে সমস্ত ভোগভূমি  
 লাভ করে, তাহাও ক্ষয়ালোক অর্থাৎ ক্ষয়শীল বা নশ্বর হয়, কারণ, যে সমস্ত বিষয়  
 তেজদৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা পরিমাণে অতি অল্প, যাহা অল্প, তাহাই যে মর্ত্য  
 অর্থাৎ নশ্বর, তাহা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। অতএব যাহারা দ্বৈতদর্শী অর্থাৎ  
 তেজদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহারা নিজ নিজ দর্শন অর্থাৎ জ্ঞানানুসারেই ক্ষয়ালোক হয়, অর্থাৎ  
 নশ্বর লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহারা সমস্ত লোকেই অকামচার অর্থাৎ  
 স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে না, যথেষ্টভাবে সর্বলোকে বিচরণ করিতে পারে না ॥২॥

সপ্তমপ্রপাঠকে পঞ্চবিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## সপ্তমপ্রপাঠকে ষড়্বিংশঃ খণ্ডঃ

তস্য হ বা এতশ্চৈবং পশ্যতঃ, এবং মন্বানস্তু, এবং বিজানতঃ, আত্মতঃ প্রাণঃ, আত্মত আশা, আত্মতঃ স্মরঃ, আত্মত আকাশঃ, আত্মতস্তেজঃ, আত্মত আপঃ, আত্মত আবির্ভাব-তিরোভাবো, আত্মতোহ্নম্, আত্মতো বলম্, আত্মতো বিজ্ঞানম্, আত্মতো ধ্যানম্, আত্মতশ্চিত্তম্, আত্মতঃ সঙ্কল্পঃ, আত্মতো মনঃ, আত্মতো বাক্, আত্মতো নাম, আত্মতো মন্ত্ৰাঃ, আত্মতঃ কৰ্ম্মাণি, আত্মত এবেদং সৰ্ব্বমিতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—পূৰ্ব্বোক্তরূপ দর্শনকারী, পূৰ্ব্বোক্তরূপ মননকারী, পূৰ্ব্বোক্তরূপ বিজ্ঞানকারী, স্বারাজ্যপ্রাপ্ত সেই এই ব্যক্তির আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মর, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজ, আত্মা হইতেই জন, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব অর্থাৎ জন্ম ও বিনাশ, আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতেই ধ্যান, আত্মা হইতেই চিত্ত, আত্মা হইতেই সঙ্কল্প, আত্মা হইতেই মন, আত্মা হইতেই বাক্, আত্মা হইতেই নাম, আত্মা হইতেই মন্ত্ৰসমূহ, আত্মা হইতেই কৰ্ম্মসমূহ, অধিক কি, এই সমস্ত জগৎই আত্মা হইতে প্রাকৃত হইয়াছে ॥ ১ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।** তস্য হ বা এতশ্চৈত্যাदि স্বারাজ্য প্রাপ্তস্য প্রকৃত্য বিদ্য ইত্যর্থঃ। প্রাক্ সদাশ্রবিজ্ঞানাৎ স্বাত্মনোহস্তম্মাৎ সতঃ প্রাণাদেন্দ্রিয়ান্তোৎপত্তি-প্রলয়াবভূতাং সদাশ্রবিজ্ঞানে তু সতি ইদানীং স্বাত্মত এব সংবর্ত্তো ; তথা সৰ্ব্বোৎপত্তো ব্যবহার আত্মত এব বিদ্যঃ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই এই ব্যক্তির অর্থাৎ স্বারা-প্রাপ্ত প্রস্তাবিত বিদ্বান্ বা জ্ঞানী ব্যক্তির সংস্বরূপ আত্মবিজ্ঞান হওয়ার পূর্বে আপনা হইতে ভিন্ন পদার্থ সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া নান পৰ্য্যন্ত সকলেরই উৎপত্তি ও প্রলয় বা বিনাশ হইতেছে, অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞান লাভের পূর্বে এইরূপই তাঁহার মনে হইত, কিন্তু সম্প্রতি সংস্বরূপ আত্মবিজ্ঞান-হওয়ার স্বকীয় আত্মা হইতেই প্রাণাদির উৎপত্তি ও প্রলয় সম্পন্ন হইতেছে, এই



ষড়বিংশঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৮৫

জ্ঞান তাঁহার উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে অন্ত সমস্ত ব্যবহারই  
আত্মা হইতেই যে সম্পন্ন হইতেছে, এই জ্ঞান দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তদেষ শ্লোকঃ,—

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাত

সর্বৎ হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশ ইতি ।

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা

সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ ॥

শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রানি চ বিংশতিঃ ॥

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ,

স্মৃতিলভ্তে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ,

তস্মৈ যুদিতকষায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ,

তৎ স্কন্দ ইত্যচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যচক্ষতে ॥ ২ ॥

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ষড়্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভ্রাক্ষণে সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ।—এখানে পূর্বোক্ত বিষয়ে এই একটি শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত-  
র্থক মন্ত্র আছে—পশু অর্থাৎ আত্মদর্শী বা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন  
করেন না, কোনরূপ রোগও অনুভব করেন না, অথবা কোনরূপ দুঃখভোগও  
করেন না, সেই পশু ব্যক্তি সমস্তই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন ও সর্ববিধ ভাবেই সমস্ত  
বিষয় প্রাপ্ত হন। সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সৃষ্টির পূর্বে এক প্রকারই থাকেন, কিন্তু  
সৃষ্টিকালে তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, নয় প্রকার হন, পুনশ্চ তিনিই  
আবার একাদশ, শত, সহস্র, দশসহস্র ও বিংশতিসহস্র বলিয়াও অভিহিত হন।

সম্প্রতি বিদ্যালভের কারণস্বরূপ চিত্তশুদ্ধির উপায় নির্দেশ করিতেছেন,  
আহারশুদ্ধি অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্ব বা মন বিশুদ্ধ থাকে, মন বিশুদ্ধ  
থাকিলে স্মৃতি নিশ্চল থাকে, স্মরণশক্তি নিশ্চল থাকিলে যাবতীয় গ্রন্থি অর্থাৎ  
সর্ববিধ সন্দেহ হইতে বিমুক্ত হয়। ভগবান্ সনৎকুমার সেই যুদিতকষায় অর্থাৎ  
বিষয়বিরক্ত বা অনাসক্ত নারদের উদ্দেশে অর্থাৎ নারদকে অজ্ঞানতার পার অর্থাৎ  
পরমাত্মতত্ত্ব প্রদর্শিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অজ্ঞাননাশক ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ  
দান করিয়াছিলেন। বিবেকী ব্যক্তিগণ সনৎকুমারকে স্কন্দ অর্থাৎ কার্তিক বা  
কার্তিকতুল্য বলিয়া থাকেন, কার্তিকতুল্য বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥



**শাক্তব্রতাস্যাম্।**—কিঞ্চ, তদেতন্নিগ্ধার্থে এষ শ্লোকো মস্ত্রোহপি ভবতি—  
 পশুঃ, পশুতীতি পশ্চো যথোক্তদর্শী বিদ্বানিত্যর্থঃ। যুহুং মরণং, রোগং জরাতি, দুঃখতা  
 দুঃখতাবৎকাপি ন পশুতি, সর্বং হ সর্বমেব স পশুঃ পশুতি আত্মানমেব সর্বং, ততঃ  
 সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈরिति। কিঞ্চ, স বিদ্বান্ প্রাক্ সৃষ্টিপ্রভেদাৎ একধৈব  
 ভবতি, একধৈব চ সন্ ত্রিধাদিভেদৈরনন্তভেদপ্রকারো ভবতি সৃষ্টিকালে। পুনঃ সাধারণকালে  
 মূলমেব স্বং পারমার্থিকমেকধাতাবং প্রতিপত্ততে স্বতন্ত্র এব ইতি বিজ্ঞাং ফলেন প্রয়োচ-  
 য়ন্ স্তোতি। অথেনানীং যথোক্তায়া বিজ্ঞায়াঃ সম্যগবভাসসাকরণং মুখাবভাসসাকরণত্বে-  
 দর্শন্য বিতৃষ্ণিকারণং সাধনমুপদিশ্যতে, আহারশুদ্ধৌ—আহ্নিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দা-  
 বিষয়জ্ঞানং ভোক্তুর্তোগায় আহ্নিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিক্রমস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহ-  
 তুষ্টিঃ, রাগ-দ্বेष-মোহদোষৈরসংসৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তস্ত্যাহারশুদ্ধৌ সত্যং তদ্ব্য-  
 হস্তঃকরণস্য সত্যস্য শুদ্ধির্নৈর্গম্যং ভবতি, সত্যশুদ্ধৌ চ সত্যং যথাহবগতে ভূমান্বনি ক্রবা  
 অবচ্ছিন্না স্মৃতিঃ অবিস্মরণং ভবতি। তস্ত্যঞ্চ লব্ধায়াং স্মৃতিলব্ধে সতি সর্বেষামবিজ্ঞানকৃতানর্থ-  
 পাণরূপাণামনেকজন্মান্তরাভবভাবনাকঠিনীকৃতানাং হৃদয়াশ্রয়াণাং প্রতীনাং বিপ্রমোহ-  
 বিশেষণে মোক্ষণং বিনাশো ভবতীতি। যত এতদ্ব্যস্তরোত্তরং যথোক্তমাহারশুদ্ধিমূল্য,  
 তস্ত্যং সা কার্যোত্যর্থঃ। সর্বং শাস্ত্রার্থমশেষত উক্তং। আখ্যায়িকামুপসংহরতি ক্রুতিঃ, তন্মৈ  
 যুদিতকব্যায় বাক্ষ্যাদিরিব কব্যায়ো রাগ-দ্বেষাদিদোষঃ সত্যস্য রঞ্জনরূপত্বাৎ, স জ্ঞান-  
 বৈরাগ্যাভ্যাসরূপাকারেণ ক্ষালিতো যুদিতো বিনাশিতো যস্য নারদস্য, তন্মৈ যোগ্যায়  
 যুদিতকব্যায় তমসোহবিজ্ঞানলক্ষণাৎ পারং পরমার্থতত্ত্বং দর্শয়তি দর্শিতবানিত্যর্থঃ।  
 কোহসৌ? ভগবান্—“উৎপত্তিঃ প্রলয়ধৈব ভূতানাংগতিং গতিম্। বেত্তি বিজ্ঞানবিজ্ঞাঞ্চ  
 স বাচ্যো ভগবানিতি।” এবং-ধর্ম্মা সনৎকুমারঃ। তমেব সনৎকুমারং দেবং স্বপ্ন  
 ইত্যচক্ষতে কথয়ন্তি তদ্বিদঃ। দ্বির্বাচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্। ২।

ইতি সপ্তমপ্রপাঠকস্য ষড়্বিংশতশ্লোকস্যাম্। ২৬।

ইতি ত্রীগৌবিন্দভাগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-

ভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক অর্থাৎ  
 মন্ত্রও আছে—যিনি দর্শন করেন, তাঁহাকে ‘পশু’ বলে, পশু অর্থাৎ আত্মবিষয়ে  
 যথার্থ দর্শনকারী বিদ্বান্ ব্যক্তি যুহু, জরাতি রোগ এবং দুঃখতা অর্থাৎ দুঃখতাবৎ  
 দর্শন করেন না, অর্থাৎ মরণাদির যজ্ঞা তাঁহাকে অল্পভব করিতে হয় না; আত্ম-  
 তত্ত্ব বিষয়ে যথার্থদর্শী সেই ব্যক্তি সমস্ত পদার্থই আত্মস্বরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন,  
 এবং সেই জন্তই সমস্ত বস্তুই সর্ববিধভাবেই প্রাপ্ত হন। আর, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি  
 বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির পূর্বে এক প্রকারই থাকেন, তিনিই আবার একপ্রকার  
 হইয়াও সৃষ্টির সময়ে তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার ইত্যাদি অনন্ত



ঋতুবিংশঃ ৭ঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৮৭

ভেদবিশিষ্ট হন ; সংহার অর্থাৎ প্রলয়কালে আবার স্বতন্ত্রভাবে নিজের মূল বা আদি পারমার্থিক অর্থাৎ যথার্থ একবিধভাবেই প্রাপ্ত হন । বাস্তবিকপক্ষে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করা হইল, এই সমস্ত ফলের উল্লেখ বিজ্ঞানাত্মক বিষয়ে লোককে প্ররোচিত করিয়া অর্থাৎ লোকের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত বিস্তার প্রাশংসামাত্র ।

সম্প্রতি, মুখের অবভাসন বা প্রতিফলনের কারণস্বরূপ দর্পণের বিস্তৃতিত্ব সম্পাদনের ত্রায় পূর্বোক্ত বিস্তারও যথায়থভাবে অবভাসন অর্থাৎ ক্ষুষ্টি-প্রাপ্তির কারণস্বরূপ সাধনবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে । যাহা আহৃত বা সংগৃহীত হয়, তাহাই আহার, আহার অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান, ভোক্তার ভোগের নিমিত্তই ঐ শব্দাদি বিষয়সমূহ আহৃত বা সংগৃহীত হইয়া থাকে । শব্দ প্রভৃতি ভোগ্যবিষয়সমূহের উপলব্ধি বা অনুভবরূপ বিজ্ঞানের যে শুদ্ধি, তাহাই আহারশুদ্ধি, অর্থাৎ রাগ ঘেব মোহ প্রভৃতি দোষ দ্বারা অস্পষ্ট বিষয় বা শব্দাদি ভোগ্যবিষয়সমূহের বিজ্ঞান বা অনুভূতি । সেই আহার বা বিষয়-বিজ্ঞান বিশুদ্ধ হইলে তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে অর্থাৎ অন্তঃকরণ নামক বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি বা নির্মলতা সিদ্ধ হয়, সম্বন্ধি হইলে, ভূমানামক আত্মার যে স্বরূপ পূর্বে অবগত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ধ্রুব বা অবিচ্ছিন্ন স্থিতিধারা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞাতবিষয় আর কখনই বিস্মৃত হয় না । ( ভাবার্থ এই যে—শাস্ত্রে ভূমানামক ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিরাম সেই স্বরূপের ধ্যান করিতে করিতে সাধকের চিত্তে এমনই একটা দৃঢ় সংস্কার হইয়া যায় যে, মুহূর্তের জন্তও তাঁহার চিত্তে ভূমা পদার্থের স্বরূপবিষয়ে বিস্মৃতি উপস্থিত হয় না, তৈলের ধারা যেমন অবিশ্রান্তভাবে পড়ে, সেইরূপ ভূমার স্থিতিধারাও অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার চিত্তে ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে, কোন সময়ের জন্তই তাহার বিলোপ ঘটে না, ইহাই জীবের মুক্তির পূর্বাভাস । আচার্য্য রামানুজ এই ধ্রুব স্থিতিকেই পরা ভক্তি ও মুক্তির মুখ্য হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ) সেই ধ্রুব স্থিতিলাভ হইলে অবিদ্যাবশতঃ সর্বপ্রকার অনর্থ বা অনিষ্টাত্মক পাশ বা বন্ধনরজ্জু-স্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অনুভূত বাসনাবশে হৃদয়াশ্রিত দৃঢ়মূল গ্রন্থিসমূহের বিগ্রমোক্ষ অর্থাৎ বিশেষরূপে মোচন বা বিনাশ হইয়া যায়, কারণ, আহারশুদ্ধিই উত্তরোত্তর অবস্থিত এই সমস্ত সাধনের মূল বা প্রধান কারণ, এজন্ত আহারশুদ্ধিই বিশেষ-রূপে কর্তব্য ।

শ্রুতি এইরূপে শাস্ত্রপ্রতিপাত্ত বিষয়সমূহের উল্লেখ করিয়া আধ্যাত্মিক উপ-সংহার করিতেছেন, বৃক্ষাদির কষায়ের ত্রায় ( বৃক্ষাদির শুষ্ক সিদ্ধ করিলে যে কাথ নির্গত হয়, তাহাকেই কষায় বা কাথ বলে ) রাগ ঘেব অভিমান ইত্যাদি



দোষসমূহও সত্ত্ব অর্থাৎ মনের কষায়, কারণ, বৃক্ষাদির কষায় দ্বারা যেমন বজ্রাদিরঞ্জন করে, এই রাগদ্বৈবারূপ কষায় দ্বারাও মন সেইরূপ রঞ্জিত হয়, অর্থাৎ ভোগবিষয়ে আকৃষ্ট হয়, এই জন্তই রাগাদি কষায়শব্দবাচ্য, যাহার অর্থাৎ যে নারদের সেই কষায় অর্থাৎ রাগদ্বৈবাদি ত্রিপুসমূহ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ অল্পলীলনরূপ ক্ষারের দ্বারা মৃদিত অর্থাৎ প্রফালিত বা বিনাশিত হইয়াছে, সেই মৃদিতকষায় অতএব যোগ্য শিষ্য নারদকে অবিচ্ছিন্নরূপ তমের পারিত্যক্ত পরমার্থতত্ত্ব দর্শন করাইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। কে ইনি ? অর্থাৎ এই উপদেষ্টা কে ? না, ভগবান—যিনি প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, প্রলয় অর্থাৎ বিনাশ, আগমন ও গমন অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থানের নিগূহ তত্ত্ব, বিত্তা ও অবিত্তা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ অবগত আছেন, তিনিই ‘ভগবান্’ বলিয়া অভিহিত হন, সনৎকুমার এই সমস্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। সেই দেব সনৎকুমারকে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বন অর্থাৎ কার্ত্তিকের বলিয়া থাকেন। ‘তৎ স্কন্দ ইত্যচক্ষতে’ এই বাক্যটি যে দুইবার বলা হইয়াছে, তাহা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত। (ভাবার্থ এই যে—এই সপ্তম প্রপাঠকটি নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথনেই পরিপূর্ণ, দেবর্ষি নারদ স্বয়ং বিশিষ্টজ্ঞানী, উচ্চবংশজ ও ব্রাহ্মণবর্ণ হইয়াও কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে আপনাকে নিতান্ত অজ্ঞ ও দুঃখার্ভ মনে করিয়া ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। জগতের সর্ব-বিধ বিজ্ঞান পারদর্শী হইলেও, জগতের বাবতীয় নামাদি জড়তত্ত্বসমূহ অবগত থাকিলেও জীব ততক্ষণ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না, যতক্ষণ না ভূমা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইতে পারে, কারণ, যাহা ভূমা বা পরম সৎ নহে, যাহা পরিচ্ছিন্ন বা অন্ন, তাহা কখনই স্নেহস্বরূপ হইতে পারে না, একমাত্র ভূমাই স্নেহস্বরূপ, ব্রহ্মই ভূমা, অতএব তিনিই আনন্দস্বরূপ, সেই ভূমা ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জীবের সমস্ত সংসারপাশ ছিন্ন হইয়া যায় ও জীব পরম শান্তিময় পরমপদ বা মোক্ষলাভ করিয়া কৃতার্থ হয়; অতএব সংসারসন্তাপে সন্তপ্ত জীবগণ যদি জাতি-বংশ-বিজ্ঞাদির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মবিৎ সদগুরুর শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইবে। ইতি।

সপ্তমপ্রপাঠকে ষড়্‌বিংশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্রপাঠকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## অষ্টমঃ প্রশাটকঃ

### প্রথমঃ খণ্ডঃ

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম, দহরঃ  
অস্মিন্ভূতাকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদব্ধেচ্চব্যাং, তদ্বাব বিজিজ্ঞা-  
সিতব্যমিতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ ব্রহ্মের আবাসভূত এই দেহে  
এ ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বেষ্ম অর্থাৎ পদ্মরূপ গৃহ বা হৃদয়পুণ্ডরীক আছে, এবং ইহারও  
মতান্তরে যে দহরাকাশ বা ক্ষুদ্র আকাশ অর্থাৎ আকাশের ত্রায় হৃদয় ও সর্বব্যাপী  
ব্রহ্ম আছেন, তাহার মধ্যে বাহ্য বর্তমান, তাহাই অব্ধেষণ করিবে .ও তাহাই  
বিশেষরূপে জানিবে ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—যতপি দিগ্দেশকালাদিভেদশূন্য ব্রহ্ম “সদেকমেবাধিতীয়ম্”  
‘মাত্ৰৈবেদং সর্বম্’ ইতি বর্ষ-সপ্তময়োরধিগত্য, তথাহিগীহ মন্দবুদ্ধীনাং দিগ্দেশাদিভেদবস্ত  
ইত্যং ভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসা পরমার্থবিষয়ীকর্তৃমিতি, অনধিগম্য চ ব্রহ্ম ন  
পূর্ববাস্তবিকিরিত তদধিগম্য হৃদয়পুণ্ডরীকদেশ উপদেষ্টব্যঃ। যতপি সংসম্যক্প্রত্যয়ৈক-  
বিষয় নিগুণক্কাশ্রয়ত্বং, তথাহি মন্দবুদ্ধীনাং গুণবস্ত্রেষ্টত্বাং সত্যকামাদিগুণবস্ত্বক বস্তব্যম্।  
তথা যতপি ব্রহ্মবিদ্যা ত্র্যাদিবিষয়েভ্যঃ স্বয়মুপরমো ভবতি, তথাহি প্যনেকজন্মবিষয়সেবাহিত্যাস-  
হনিতা বিষয়বিষয়া ত্বকা ন সহসা নিবর্তয়িতুং শক্যতে ইতি ব্রহ্মচর্যাদিসাধনবিশেষো বিধা-  
তব্যঃ। তথা যতপি আট্মকত্ববিদ্যাঃ গন্তু-গমন-গন্তব্যাব্যাবাদবিজ্ঞাদিশেষস্থিতিনিমিত্তকস্বয়-  
গমন ইব বিদ্যাহৃদভূত ইব বাহুর্দ্বন্দ্বেন ইবারিঃ স্বাত্ত্বৈব নিবৃত্তিঃ, তথাহি গন্তু-গমনাদি-  
মসিতবুদ্ধীনাং হৃদয়দেশগুণবিশিষ্টব্রহ্মোপাসকানাং মূর্খতয়া নাভ্যা গতির্কল্পত্যা ইত্যষ্টমঃ  
প্রশাটকঃ আরভ্যতে। দিগ্দেশগুণগতিফলভেদশূন্যং হি পরমার্থসং অদ্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধী-  
নামসদিব প্রতিভাতি। সন্ন্যাসস্থান্ধাবস্তবস্ত, ততঃ শরৈঃ পরমার্থসদপি গ্রাহয়িত্বামীতি  
জ্ঞতে প্রতিঃ। অথানন্তরং যদিদং বক্ষ্যমাণং দহরমন্ত্রং পুণ্ডরীকং পুণ্ডরীকসদৃশং বেষ্ম ইব  
পদ্ম, ধারপালাদিমত্বাং। অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে—ব্রহ্মণঃ পরম পুরং, রাজ্ঞোহনেকপ্রকৃতিমং যথা  
পুং, তথেষদমনেকেত্ৰিয়মনোবুদ্ধিভিঃ স্বাম্যর্থকারিভিযুক্তমিতি ব্রহ্মপুরম্। পুরে চ বেষ্ম  
রাজ্ঞো যথা, তথা তস্মিন্ ব্রহ্মপুরে শরীরে দহরং বেষ্ম ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যাধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ, যথা  
ই বিকোঃ শালগ্রামঃ। অস্মিন্ হি স্ববিকারভূত্রে দেহে নাম-রূপব্যাকরণায় প্রবিষ্টঃ সদাখ্যং  
স্বভাবেনাশ্রনেভ্যুক্তম্। তস্মাদস্মিন্ হৃদয়পুণ্ডরীকে বেষ্মনি উপসংস্কৃতকরণৈক্যাবিবস-  
নৈকৈর্কিংশেবতো ব্রহ্মচর্য-সত্যসাধনাত্যাং যুক্তৈর্কক্ষ্যমাণগুণবক্ষ্যায়মার্নৈঃ ব্রহ্ম উপলভ্যতে  
ই একরণার্থঃ। দহরঃ অল্পতরং, অস্মিন্ দহরে বেষ্মনি বেষ্মনোহল্পত্যাং তদন্তর্কর্ষিতো-



হ্রতরজ্জ বেষ্মনঃ । অন্তরাকাশ আকাশাত্ম্যং ব্রহ্ম, “আকাশো বৈ নাম” ইতি হি বক্ষ্যতি, আকাশ ইব . অশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্ব-সর্বগতত্বসামান্যত্বাচ্চ । তন্মিত্রাকাশাত্ম্যে বসন্তরজ্জ, তদবেষ্টব্যম্ । তদ্বাদ তদেব চ বিশেষণে জিজ্ঞাসিতব্যং । গুরুবীজয়-শ্রবণাহুপাঠেবদিত্য চ সাক্ষাৎকরণীয়মিত্যর্থঃ । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—যদিও ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রপাঠকে জানা গিয়াছে যে দিক্, দেশ ও কাল ইত্যাদিকৃত ভেদবিহীন ব্রহ্ম “সংস্করণ, এক ও অদ্বিতীয়” “এই সমস্তই আত্মস্বরূপ” ইত্যাদি, তাহা হইলেও, জগতে যে কোন পদার্থ বিद्यমান আছে, তাহার সকলেই দিক্, দেশ ও কালাদিকৃত ভেদবিশিষ্ট, উক্তরূপ ভেদবিহীন বস্তু বস্তুই নহে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের যে এই জাতীয় দৃঢ়-সংস্কারজাত বুদ্ধি, তাহাকে সহসা পরমার্থবিষয়ে উন্মুখ করিতে সমর্থ হওয়া সম্ভব হয় না, অথচ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীতও পুরুষার্থসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয় না, এ কারণে সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উদ্দেশে হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ দেশ অর্থাৎ ব্রহ্মের অবস্থানের উপযুক্ত স্থানবিষয়ে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন । আর যদিও নিষ্ঠুর আত্মতত্ত্ব একমাত্র সন্নিবন্ধক সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহা হইলেও বাহ্যার মন্দ বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহাদের পক্ষে সপ্তগণভাবই যখন ইষ্ট, অর্থাৎ তাহার সপ্তগণ ব্রহ্মকেই যখন জানিতে চাহে, তখন সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণসমূহও অবশ্য বক্তব্য । আর যদিও ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিগণ স্ত্রী প্রভৃতি বিষয় ভোগ হইতে নিষেধ বিব্রত হন, তাহা হইলেও জন্মজন্মান্তর হইতে পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগের অভ্যাস-জনিত যে বিষয়বিষয়িণী তৃষ্ণা বা ভোগলালসা, তাহাকে সহসা নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, এ জন্ত ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সাধন বা উপায়সমূহেরও নির্দেশ করা আবশ্যিক; আর, যদিও বাহ্যার আত্মৈকত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট গন্তা, গমন ও গন্তব্যবিষয়ের অভাববশতঃ অবিজ্ঞাদির শেব স্থিতির নিমিত্তক্ষয়ে অর্থাৎ অবিজ্ঞাদির কিঞ্চিৎ অবশেষ তখনও বিद्यমান আছে, এরূপ কোন নিমিত্ত না থাকায় অর্থাৎ অবিজ্ঞা প্রভৃতি নিঃশেষরূপে ক্ষয় হইয়া যাওয়ার আকাশে বিদ্যুতের ত্রায়, সমুদ্ভূত বায়ুর ত্রায়, দম্বেন্ধন অর্থাৎ নিঃশেষরূপে দগ্ধ-কাষ্ঠ অগ্নির ত্রায় আপনাতেই অর্থাৎ নিজের স্বরূপেই লীন হইয়া যায়, তথাপি গন্তা গমন গন্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে বাহাদের বুদ্ধি দৃঢ়সংস্কারবিশিষ্ট, এবং বাহারা হৃদয়রূপ-দেশগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকে অবস্থিত সপ্তগণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহাদিগের যে মূর্খতা নাড়ী-দ্বারা গতি বা প্রয়াণ সাধিত হয়, তাহাও অবশ্য বক্তব্য, এই জন্তই অষ্টম প্রপাঠক আরম্ভ করা হইতেছে । দিক্, দেশ, গুণ, গতি ও ফলভেদশূন্য, পরমার্থ সংপদার্থ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মূঢ় ব্যক্তিদিগের নিকট



প্রথমঃ খণ্ডঃ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৯১

অসং বলিয়াই প্রতিভাত হন, এই জগুই শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, সকলেই প্রথমে সংপথে প্রবৃত্ত হউক, পরে ক্রমশঃ পরমার্থ সংস্করণ ব্রহ্ম বস্তুকেও বুঝাইয়া দিব। (ভাবার্থ এই যে,—যে সমস্ত উপাসক নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তাঁহারা আর কোন বিশিষ্ট পথ দ্বারা লোকবিশেষে গমন করেন না, অতএব তাঁহাদের পক্ষে গন্তা গমন ও গন্তব্য এই তিন প্রকার ভেদই নিবৃত্ত হইয়া যায়, কিন্তু যে সমস্ত উপাসক হৃৎপদ্ম প্রভৃতি স্থানে সর্বিশেষ বা গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা মূর্খত্ব নাড়ী দ্বারা (যে নাড়ী হৃদয় হইতে মস্তকে গিয়াছে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সুওকোপনিষদে বলা হইয়াছে,—“শতঐক্যং হৃদয়ন্ত নাভ্যন্তাসাং চোর্দ্ধমভিনিঃসৃত্যৈক্যং। তয়োর্দ্ধমায়নমৃতত্বমেতি বিষঙ্‌ণ্ডা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥” ইতি। অর্থাৎ হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী বিস্তারিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে একটিমাত্র নাড়ী উর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে গিয়াছে, তাহাকেই মূর্খত্ব নাড়ী বা সূর্য্যনাড়ী বলে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই নাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন) অনন্তর অর্থাৎ উক্তরূপ উপাসনার পর কথিত হইতেছে—এই যে বক্ষ্যমাণ দহর অর্থাৎ অন্ন বা ক্ষুদ্রাকৃতি পুণ্ডরীক বেশ বা পদ্মের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট গৃহাকার স্থান আছে, দ্বারপালাদিবিশিষ্ট এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহা যে দেখিতে গৃহের ত্রায়, এইরূপই বুঝিতে হইবে; রাজার পুর বা রাজধানী বা রাজপ্রাসাদ যেমন বহু অমাত্যাди প্রকৃতিপুঞ্জ দ্বারা অধিষ্ঠিত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের এই পুরও দেহাধিপতি আত্মার প্রয়োজনসাধক দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি বহু অমাত্য-পরিজনাди দ্বারা অধিষ্ঠিত আছে, রাজপুরে যেমন বেশ বা রাজপ্রাসাদ থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মের পুরস্বরূপ এই দেহও পরব্রহ্মের উপলব্ধির নিমিত্ত দহর বেশ বা ক্ষুদ্র গৃহ আছে, শালগ্রামশিলাস্থ চক্র যেমন বিষ্ণুর বেশ, অর্থাৎ বিষ্ণুর উপলব্ধির অধিষ্ঠান, ইহাও সেইরূপ জানিবে। সংসংস্কৃত ব্রহ্ম নাম-রূপ প্রকটনের নিমিত্ত অর্থাৎ নাম ও রূপে প্রকটিত হইবার নিমিত্ত স্ববিকারশূন্য অর্থাৎ পঞ্চভূতের বিকারাত্মক সৃষ্ট এই দেহে জীবাআরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রকরণের অর্থ হইতেছে এই যে, সংযতেন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয়ভোগে বিরক্ত বা অনাসক্ত, বিশেষরূপে ব্রহ্মচর্যা ও সত্যপরায়ণ এবং বক্ষ্যমাণ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের ধ্যাননিরত বিবেকী ব্যক্তিগণ এই হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ গৃহে ব্রহ্মকে উপলব্ধি বা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন। দহর অর্থাৎ অন্নতর বা অপেক্ষাকৃত অন্ন, এই দহরবেশ্মমধ্যে যে বেশ বা গৃহ, তাহা তদপেক্ষাও অন্নতর, কারণ, বেশটিই যখন অন্ন, তখন তাহার মধ্যস্থ বেশ তাহাপেক্ষাও অন্নতরই যে হইবে,



ইহা বলাই বাহুল্য। (ভাবার্থ এই যে—সূর্য্যের কিরণ বহুদূরপ্রসারী হইলেও স্থানবিশেষে তাহা যেমন প্রতিফলিত হইতে পারে না, কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থেই প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্মও সর্বত্রই প্রতিফলিত হন না, ফটিকাদি ত্রায় নির্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধিতেই তিনি প্রতিফলিত হন, এখানে ‘দহর পুণ্ডরীক’ এই শব্দটি সেই বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। হৃৎপদ্মের আকার যে অতি ক্ষুদ্র, ইহা সকলেই জানেন, ব্রহ্ম উক্ত হৃৎপদ্মেই অভিব্যক্ত হন বলিয়া উহাকে ব্রহ্মের উপলব্ধিস্থান বোঝা বলা হইয়াছে) অন্তরাকাশ বলিতে আকাশাখ্য ব্রহ্ম, যে হেতু পরে বলা হইবে “আকাশই অর্থাৎ ব্রহ্মই নাম” অর্থাৎ নাম ও রূপের প্রকাশক। (ভাবার্থ এই যে—বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে “আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ” এই শ্লোকে ‘আকাশ’ শব্দে যে ব্রহ্মকে বুঝায়, তাহা শাস্ত্র ও বুদ্ধি দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ভূতাকাশ যেমন সর্বব্যাপী হইয়াও প্রত্যক্ষের অবিসমীভূত ও নির্লিপ্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ সর্বব্যাপী হইয়াও প্রত্যক্ষের অবিসমীভূত ও নির্লিপ্ত, এই সাদৃশ্যবশতই ব্রহ্মকে ‘আকাশ’ এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে) অর্থাৎ আকাশের ত্রায়, কেন না, আকাশ ও ব্রহ্ম উভয়েই অশরীরী, সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী, এই সাদৃশ্যবশতই ব্রহ্মকে আকাশ বা আকাশের ত্রায় বলা হইয়াছে। সেই আকাশাখ্য পদার্থের অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহাই অনুসন্ধান করিবে এবং তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ উপায়ের দ্বারা অন্বেষণ করিয়া সাক্ষাৎ লাভ করিতে যত্নপরায়ণ হইবে ॥ ১ ॥

তৎকেৎ ক্রয়ুঃ, যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপূরে দহরং পুণ্ডরীকং বোশ্চ, দহরোহস্মিন্ অন্তরাকাশঃ, কিন্তুদত্তে বিদ্যতে যদশ্বেক্যব্যম্ ? যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ? স ক্রয়াৎ—॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্রহ্মপূরে যে দহর পুণ্ডরীক বোশ্চ আছে, এবং তাহার অভ্যন্তরে যে দহরাকাশ বিদ্যমান, তাহার মধ্যে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে ও যাহা বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? ইহার উত্তরে দেই আচার্য্য বলিবেন—॥ ২ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—তৎকেদেবযুক্তবস্তুমিচ্ছাসিনশ্চোদয়েৎ : কথম্ ? যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপূরে পরিচ্ছিন্নে অন্তর্দহরং পুণ্ডরীকং বোশ্চ, ততোহপ্যন্তঃ অন্তর এবাকাশঃ। পুণ্ডরীক এব বোশ্চানি তাবৎ কিং ত্রায় ? কিন্তুতোহন্নতরে যে বস্তবঃ ?



প্রথমঃ খণ্ডঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৯৩

ইত্যাহঃ । দহরোহস্মিন্ অন্তরাকাশঃ, কিন্তুদত্র বিত্ততে ? ন কিঞ্চন বিত্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ ।  
বদি নাম বদরমাজ্জ কিমপি বিত্ততে, কিং তত্বেষ্যেণেন বিজিজ্ঞাসনেন বা ফলং বিজিজ্ঞাসিতুঃ  
শ্রাৎ ? অতো যত্তজ্ঞাষেষ্টব্যং, বিজিজ্ঞাসিতব্যং বা, ন তেন প্রয়োজনমিত্যুক্তবতঃ স  
আচার্য্য ক্র্যাৎ, ইতি শ্রুতের্বচনম্ । ২ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—আচার্য্য উক্তরূপ বাক্য বলিলে পর  
অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে বলে, অর্থাৎ তাঁহার উক্তিভেদে দোষ প্রদর্শন  
করে, কিরূপ দোষ ? না, পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বা সসীম এই ব্রহ্মপূরের  
অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্রপরিমিত পুণ্ডরীকবেশ্ম বা পদ্মাকার গৃহ আছে, এবং তাহারও  
অভ্যন্তরে যে আকাশ আছে, তাহা নিশ্চয়ই তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র । ইহার মধ্যে  
আমাদিগের প্রথম জিজ্ঞাস্ত এই যে, এই পুণ্ডরীকবেশ্মমধ্যে কি থাকিতে পারে ?  
দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্ত, তদপেক্ষাও অল্পতর যে আকাশ, তাহাতেই বা কি থাকা সম্ভব ?  
জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় এই যে, ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকবেশ্মমধ্যে যে তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র আকাশ,  
এই আকাশের মধ্যে থাকিতে পারে, এমন বস্তু কি আছে ? অর্থাৎ ইহার মধ্যে  
কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না । আর যদিও সে স্থানে একটি বদর বা কুল  
পরিমিত কিছু থাকে, তাহার অন্বেষণ করিয়া ও জানিবার ইচ্ছা করিয়াই বা  
জিজ্ঞাস্ত ব্যক্তি কি ফল হইতে পারে ? অতএব সে স্থানে যাহা অর্বেষ্টব্য ও  
জিজ্ঞাসিতব্য, তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না । শিষ্য এইরূপ বলিলে,  
আচার্য্য তাঁহাকে বলিবেন, ইহা শ্রুতির বাক্য অর্থাৎ শ্রুতি এইরূপই  
বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

যাবান্ বা অয়মাকাশঃ, তাবানেষোহন্তরূদয় আকাশঃ, উভে  
অগ্নিন্ দ্বাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ,  
সূর্য্যচ্ছন্দ্রমসাবুভৌ, বিদ্যুন্নক্ষত্রানি, যচ্চাশ্ত্রেহাস্তি, যচ্চ নাস্তি,  
সর্বং তদগ্নিন্ সমাহিতমিতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—এই ভৌতিক আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়াভ্যন্তরস্থ উক্ত  
আকাশও সেইরূপ পরিমাণবিশিষ্ট, ছালোক ও পৃথিবী উভয়ই ইহার অভ্যন্তরে  
সমাহিত রহিয়াছে, অগ্নি ও বায়ু এই দুইটি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুইটি, বিদ্যুৎ  
নক্ষত্রসমূহ, এ সমস্তই ইহার অভ্যন্তরে সমাহিত রহিয়াছে । অধিক কি, এই  
দেহী আত্মার ইহলোকে যাহা কিছু বর্তমান আছে, আর যাহা কিছু নাই, অর্থাৎ  
যাহা অতীত ও যাহা ভাবী, সেই সমস্তই ইহার মধ্যেই সমাহিত রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

**শাক্ত-ভাষ্যম্ ।**—শূণ্ডত—তত্র যৎ ত্রয় পুণ্ডরীকাস্তঃখন্ডান্নদ্ব্যং তৎসমস্ততম্



তাদিতি, তদসৎ; ন হি খং পুণ্ডরীকবেশ্মগতং পুণ্ডরীকাদল্লভতঃ মড়া অবোচ—  
 দহরোহস্মিন্সত্তরাকাশ ইতি। কিং তর্হি? পুণ্ডরীকমল্লং, তদহুবিধায়ি তৎস্বমন্তঃকরণং  
 পুণ্ডরীকাকাশপরিচ্ছিন্নং, তস্মিন বিস্তুক্ষে সংস্রতকরণানাং যোগিনাং স্বচ্ছ ইবোদকে  
 প্রতিবিম্বরূপমাদর্শে ইব চ বিস্তুক্ষে স্বচ্ছং বিজ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপাবভাসং তাবদ্রাজ্যব্রহ্মোপ-  
 লভ্যতে ইতি দহরোহস্মিন্সত্তরাকাশ ইত্যবোচাম অন্তঃকরণোপাধিনিমিত্তম্। যতঃ  
 যাবান্ বৈ প্রসিদ্ধঃ পরিমাণতোহয়মাকাশো ভৌতিকঃ, তাবানেব অন্তর্হৃদয়ে আকাশ-  
 যস্মিন্শ্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ অবোচাম। নাপি আকাশতুল্যপরিমাণত্বমিহৈত-  
 ত্যাবানিত্যুচ্যতে; কিং তর্হি? ব্রহ্মণোহনুরূপশ্চ দৃষ্টান্তান্তরশ্চাভাবাৎ। কথং পূর্ব-  
 আকাশসমমেব ব্রহ্মৈত্যবগম্যতে? “যেনাবৃতং খঞ্চ দিবং মহীঞ্চ।” “তস্মাদ্ধা এতস্মাদায়ন  
 আকাশঃ সমুতঃ”। “এতস্মিন্মু খবক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ। কিঞ্চ, উভে  
 অস্মিন্ ছাবাপৃথিবী ব্রহ্মকোষে বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্টে অন্তরেব সমাহিতে সমাগহিতে  
 স্থিতে। “যথা বা অরা নার্ভো” ইত্যুক্তং হি, তথা উভাবগ্নিচ বায়ুশ্চেত্যাди সমানম্।  
 যচ্চাত্মান্ন আত্মীয়ত্বেন দেহবতোহস্তি বিজ্ঞতে ইহ লোকে, তথা যচ্চাত্মীয়ত্বেন  
 ন বিজ্ঞতে, নষ্টং ভবিষ্যচ্চ নাস্তীত্যুচ্যতে, ন তু অত্যন্তমেবাসৎ; তস্মৈ হত্বাকাশে  
 সমাধানানুরূপপত্তেঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তোমরা যে প্রশ্ন করিয়াছ, তদ্বিষয়ে  
 শ্রবণ কর—তোমরা যে বলিতেছ, হৃদয়পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরস্থ আকাশের অল্পত-  
 বশতঃ তাহার মধ্যে অবস্থিত পদার্থও অল্পতর হইবে, তোমাদের এই উক্তি অসঙ্গত,  
 কারণ, পুণ্ডরীকবেশ্মমধ্যস্থ যে আকাশ, তাহা যে পুণ্ডরীক অপেক্ষাও অল্প, এরূপ  
 মনে করিয়া আমি বলি নাই “দহরোহস্মিন্ অন্তরাকাশঃ” ইতি। তবে কি মনে  
 করিয়া বলিয়াছি? না, হৃদয়পুণ্ডরীক স্বভাবতই অল্প, তাহার মধ্যস্থিত যে  
 অন্তঃকরণ, তাহা তাহারই অর্থাৎ পুণ্ডরীকেরই অনুরূপ, এবং পুণ্ডরীকাকাশ  
 দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, সংযতেল্লিয় যোগিগণের সেই অন্তঃকরণ বিস্তুক হইলে, নির্মল  
 জলে ও নির্মল দর্পণে পতিত প্রতিবিম্বের ত্রায় নির্মল বিজ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপে  
 উদ্ভাসমান ব্রহ্মও সেই পরিমাণেই উপলব্ধ বা জ্ঞাত হইয়া থাকেন, এই জ্ঞতই  
 অন্তঃকরণরূপ উপাধি অনুসারেই “দহরোহস্মিন্ অন্তরাকাশঃ” এইরূপ বলিয়াছি।  
 এই ভৌতিক আকাশ স্বভাবতঃ যে পরিমাণ বা যত বড় বলিয়া প্রসিদ্ধ, হৃদয়ভ্যন্তরস্থ  
 আকাশও ঠিক সেই পরিমাণই অর্থাৎ তত বড় বলিয়াই জানিবে, যাহার মধ্যে  
 অর্ধেষ্টব্য ও বিজিজ্ঞাসিতব্য অর্থাৎ অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছি। আর  
 হৃদয়ভ্যন্তরস্থ আকাশও যে ভৌতিক বা বাহ্যিক আকাশের ত্রায় পরিমাণবিশিষ্ট,  
 এ অভিপ্রায়ে ‘তাবান্’ অর্থাৎ তত বড় বলি নাই; তবে কি? না, ব্রহ্মের



প্রথমঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৯৫

অনুরূপ দৃষ্টান্ত কিছুই নাই বলিয়াই ‘তাবান্’ বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আচ্ছা, ব্রহ্ম যে আকাশের সমপরিমাণবিশিষ্ট নহে, ইহা কিরূপে জানিব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“যাহা কর্তৃক আকাশ স্বর্গ ও পৃথিবী আবৃত হইয়া আছে, অর্থাৎ যিনি আকাশ স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন” “সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুদ্ভূত হইয়াছে” “হে গার্গি! এই অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মেই আকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে” ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই জানা যায় যে, ব্রহ্ম আকাশের সমপরিমাণবিশিষ্ট নহেন, পরন্তু, তাহা অপেক্ষাও মহৎ। আরও, দ্যাৱা-পৃথিবী অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী এই উভয়ই বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মকোষের অভ্যন্তরেই সম্যকরূপে সন্নিবিষ্ট আছে। “অরসমূহ (শকটচক্রস্থিতশলাকাসমূহ) যেমন নাভিদেশে (চক্রচ্ছিদ্রে) সন্নিবিষ্ট আছে,” ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; সেইরূপ অগ্নি ও বায়ু, এই দুইটিও, ইত্যাদির অর্থও পূর্বের ত্রায়। আর ইহলোকে এই দেহী আত্মার অর্থাৎ জীবের যে সমস্ত বস্তু আত্মীয় বা নিজের অধিকৃতরূপে বিদ্যমান আছে, এবং যাহা আত্মীয় বলিয়া বিদ্যমান নাই, মূলে যে ‘নাস্তি’ শব্দটি আছে, তাহার অর্থ—যাহা বিনষ্ট হইয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যৎ (যাহা এখনও জন্মায় নাই, জন্মিবে)। যাহা অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ বর্তমানেনও নাই, কোন কালে ছিলও না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, যেমন আকাশকুম্ভাদি, তাহা ‘নাস্তি’ বলিয়া কখন অভিহিত হইতে পারে না, কারণ, হৃদয়াকাশে সে বিষয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ বিষয়ে কোনরূপ সমাধান কখনই হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

তক্ষেদব্রহ্ময়ুঃ, অস্মিন্শ্চেদিদং ব্রহ্মপুণে সর্বং সমাহিতং, সর্বাণি চ ভূতানি, সর্বৈ চ কামাঃ, যদৈতজ্জরা বাহহপ্লোতি, প্রধ্বংসতে বা, কিং ততোহতিশিষ্যতে? ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে বলে, এই ব্রহ্মপুণে যদি এই সমস্ত জড় জগৎ, সমস্ত ভূত ও সমস্ত কামনাই সমাহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে সময়ে শরীর জরাপ্রাপ্ত বা জরাগ্রস্ত হয়, অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আর কি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ কিছুই থাকিতে পারে না ॥ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্।—তক্ষেদেবমুক্তবস্তুঃ ক্রয়ঃ পুনরন্তেবাসিনঃ, অস্মিন্শ্চেৎ যথোক্তে চেৎ যদি ব্রহ্মপুণে ব্রহ্মপুণোপলক্ষিতান্তরাকাশে ইত্যর্থঃ। ইদং সর্বং সমাহিতং, সর্বাণি চ ভূতানি, সর্বৈ চ কামাঃ। কথমাচার্যোণামুক্তাঃ কামা অন্তেবাসিভিরুচ্যন্তে? নৈব দোষঃ; যচ্চাস্ত ইহাস্তি যচ্চ নাস্তীতি উক্তা এব হি আচার্যোণ কামাঃ। অপি চ সর্বশব্দেন চোক্তা এব কামাঃ। যদা যস্মিন্ কালে এতচ্ছরীরং ব্রহ্মপুণাখ্যং জরা



বলি-পলিতাদিলক্ষণা বয়োহানিকর্বা আপ্নোতি, শজ্জাদিনা বা বৃক্ষং প্রধ্বংসতে বিব্রংসতে  
বিনশ্চতি, কিং ততোহজ্ঞদতিশিষ্যতে? ঘটাপ্রিতক্ষীরদধি-স্নেহাদিবৎ ঘটনাৎ,  
দেহনাশেহপি দেহাশ্রয়যুক্তরোস্তরঃ পূর্ব-পূর্ব-নাশাৎ নশ্চতীত্যভিপ্রায়ঃ। এবং প্রাপ্তে নাস্থ  
কিং ততোহজ্ঞং যথোক্তাদতিশিষ্যতে? অবতিষ্ঠতে? ন কিঞ্চনাবতিষ্ঠতে ইত্যভি-  
প্রায়ঃ। ৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আচার্য্য এইরূপ বলিলে শিষ্যগণ যদি  
তাঁহাকে পুনরায় বলে—এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরস্বরূপ দেহাভ্যন্তরস্থ আকাশেই  
এই সমস্ত জগৎ, সমস্ত ভূত ও সর্ববিধ কামনাই যদি সমাহিত বা সন্নিবিষ্ট থাকে;  
এস্থানে প্রাণ হইতে পারে, আচার্য্য ত কামের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তবে শিষ্য-  
গণ কাম এই শব্দটি উচ্চারণ করিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না,  
ইহা দোষাবহ নহে, আচার্য্য যে বলিয়াছেন, “এস্থানে ইহার বাহা আছে, আর বাহা  
নাই” ইহা দ্বারাই ‘কাম’ শব্দও উক্ত হইয়াছে, আরও দেখ, আচার্য্য যখন ‘সর্ব’  
শব্দের অর্থাৎ ‘এই সমস্তই’ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ঐ ‘সর্বশব্দের’ দ্বারাই  
‘কাম’ শব্দেরও উল্লেখ নিশ্চয়ই করা হইয়াছে। যখন বলি-পলিতাদিরূপ (দৈহিক  
চর্মের শিথিলতা সঙ্কোচ ইত্যাদিকে জরা ও কেশপকতাকে পলিত বলে) জরা  
অথবা বয়োহানি অর্থাৎ বার্দ্ধক্য আসিয়া ব্রহ্মপুরনামক এই শরীরে আশ্রয় গ্রহণ  
করে, অথবা শজ্জাদির আঘাতে বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহা হইতে  
আর কি অবশিষ্ট থাকে? অভিপ্রায় এই যে, ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে যেমন ঘট-  
মধ্যস্থ হৃদ্ব, দধি, ঘৃতাদি পদার্থসমূহ পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দেহ-  
নাশেও দেহাশ্রিত পূর্ব পূর্ব কারণসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ সমস্ত বিনষ্ট  
হইয়া গেলে যথোক্ত বস্তুর অতিরিক্ত এমন কি বস্তু আছে, বাহা অবশিষ্ট থাকিতে  
পারে? অভিপ্রায় এই যে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥ ৪ ॥

স ক্রয়াৎ, নাস্ত্র জরয়ৈতজ্জীৰ্য্যতি, ন বধেনাস্ত্র হন্যতে, এতৎ  
সত্যং ব্রহ্মপুরম্, অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ, এষ আত্মাপহত-  
পাপু, বিজরঃ, বিয়তু্যঃ, বিশোকঃ, বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ,  
সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ, যথা হেবেহ প্রজা অম্মাবিশন্তি, যথাহনু-  
শাসনং যং যমন্তুমভিকামা ভবন্তি, যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং  
তমেবোপজীবন্তি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—শিষ্য এইরূপ বলিলে পর আচার্য্য তাহাকে বলিবেন, ইহার  
অর্থাৎ দেহের জরা দ্বারা উক্ত অন্তরাকাশ বা ব্রহ্ম জীর্ণ হন না, দেহের বিনাশ



প্রথমঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৯৭

দ্বারাও তিনি বিনষ্ট হন না ; ইহাই ষথার্থ ব্রহ্মপুর অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ পুর, এই পুরেই সমস্ত কামনা সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে, এই আত্মা অপহতপাপু ( নিষ্পাপ ), জরা-রহিত, মৃত্যুরহিত অর্থাৎ ইহার মৃত্যু নাই, শোকাভীত ( শোক ইহাকে অভিভূত করিতে পারে না ), ক্ষুধা ও পিপাসাবর্জিত, সত্যকাম ( বাহার কামনা কখন বিফল হয় না ) ও সত্যসকল ( বাহার সকলও কখন প্রতিহত হয় না ) । ইহলোকে প্রজা-সমূহ যে যে অন্ত অর্থাৎ প্রত্যন্ত বা সীমান্তবর্তী স্থান, যে যে জনপদ বা দেশ, যে যে ক্ষেত্রভাগ বা ভূভাগ অভিলাষ করে, রাজার আদেশানুসারে যেমন সেই সেই দেশে গমনপ্রবিশ্ট হয় অথবা রাজার আদেশের অনুবর্তন করে ও সেই সেই দেশকে উপ-দ্রব্য করিয়া থাকে অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া থাকে ও ভোগ করে ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্** ।—এবমস্তেবাসিভিষোদিতঃ স আচার্যো জয়াৎ তস্মাতিমপ-  
নয়ন্ । কথম্ ? অস্ত দেহস্ত জরয়া এতৎ যথোক্তমন্তরাকাশাৎ ব্রহ্ম—যস্মিন্ সর্বং  
সমাহিতং ন জীর্ঘ্যতি দেহবৎ ন বিক্রিয়তে ইত্যর্থঃ । ন চাস্ত বধেন শাস্ত্রাদিঘাতেন  
এতৎ হন্ততে যথা আকাশং, কিমু ততোহপি সূক্ষ্মতরমশব্দম্পর্শং ব্রহ্ম, দেহেন্দ্রিয়াদিদোষৈর্ন  
স্পৃশ্যতে ইত্যর্থঃ । কথং দেহেন্দ্রিয়াদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে ? ইত্যেতন্নিম্নবসরে বক্তব্যং  
প্রাপ্তং, তৎ প্রকৃতব্যাসঙ্গো মা ভূদিতি নোচ্যতে, ইন্দ্র-বিরোচনাখ্যায়িকায়ম্পরিষ্টাৎক্ষ্যামো  
যুক্তিতঃ । এতৎ সত্যমবিতথং ব্রহ্মপুরং—ব্রহ্মৈব পুরং ব্রহ্মপুরং, শরীরাত্মক ব্রহ্মপুরং  
ব্রহ্মোপলক্ষণার্থত্বাৎ । তত্ত্ব অনুতমেব “বাচারম্ভং বিকারো নামধেয়ম্” ইতি শ্রুতেঃ ।  
তদ্বিকারেহনূতেহপি দেহস্তঙ্গে ব্রহ্মোপলভ্যতে ইতি ব্রহ্মপুরমিত্যুক্তং ব্যবহারিকম্ ; সত্যন্ত  
ব্রহ্মপুরমেতদেব ব্রহ্ম, সর্বব্যবহারাস্পদত্বাৎ । অতোহস্মিন্ পুণ্ডরীকোপলক্ষিতে ব্রহ্মপুরে  
সর্বে কামাঃ যে বহির্ভবন্তি প্রার্থ্যন্তে, তেহস্মিন্নেব স্বাত্মনি সমাহিতাঃ ; অতন্তৎপ্রাপ্ত্য-  
পায়মেব অনুভিষ্ঠত, বাহ্যবিষয়ত্বকাং ত্যজতেত্যভিপ্রায়ঃ । এব আত্মা ভবতাং স্বরূপম্ ।  
সুতং তস্ত লক্ষণম্, অপহতপাপু, অপহতঃ পাপু ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো যন্তঃসৌহর্যমপহত-  
পাপু তথা বিজরো বিগতজরো বিমৃত্যুশ্চ ; তদ্বক্তব্যং পূর্বমেব “ন বধেনাস্ত হন্ততে”  
ইতি, কিমর্থং পুনরুচ্যতে ? যতপি দেহস্বক্টিভ্যাং ন জরা-মৃত্যুভ্যাং সম্বধ্যতে, অস্তথাহপি  
সম্বস্তভ্যাং আদিত্যাশিষ্টানিবৃত্যর্থম্ । বিশোকো বিগতশোকঃ । শোকো নাম  
ইষ্টাদিবিয়োগনিমিত্তো মানসঃ সন্তাপঃ । বিজিঘৎসো বিগতশনেচ্ছঃ, অপিপাসোহপানেচ্ছঃ ।  
নবপহতপাপুভেন জরাদয়ঃ শোকান্তাঃ প্রতিষিদ্ধা এব তবন্তি, কারণপ্রতিষেধাৎ,  
ধর্ম্মাধর্ম্মার্থা হি তে ইতি । জরাদিপ্রতিষেধেন বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কার্য্যভাবে বিজ-  
নায়োরপ্যাসৎসমত্বমিতি পৃথক্ প্রতিষেধোহনর্থকঃ শ্রাৎ ? সত্যমেবং, তথাহপি ধর্ম্মার্থা-  
নব্যতিরেকেণ স্বাভাবিকানন্দো যথেষ্টে “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইতি শ্রুতেঃ ; তথা  
ধর্ম্মার্থাজরাদিব্যতিরেকেণাপি জরাদিহুঃস্বরূপং স্বাভাবিকং আদিত্যাশঙ্ক্যত ; অতো  
কৃত্তমিবৃত্তয়ে জরাদীনাম্ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং পৃথক্ প্রতিষেধঃ । জরাহিগ্রহণং সর্বতুঃখোপ-



লক্ষণার্থ, পাপনিমিত্তানান্ত হুঃখানামানন্ত্যাং প্রত্যেকং চ তৎপ্রতিবেদ্যতাপকাম্যং  
সর্বদ্বঃখপ্রতিবেদার্থং যুক্তমেবাপহতপাপুত্ববচনম্ । সত্য্য অবিতথাঃ কামা বশ সোমঃ  
সত্য্যকামঃ । বিতথা হি সংসারিণাং কামাঃ, ঈশ্বরশ্চ তদ্বিপরীতাঃ । তথা কামদেহে  
সঙ্কল্পা অপি সত্য্য বশ্চ স সত্য্যসঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্পাঃ কামাশ্চ শুদ্ধসম্বোধাপাধিনিমিত্তা ঈশ্বরঃ,  
চিত্তশূন্যং, ন স্বতঃ “নেতি নেতি” ইত্যুক্তদ্বাং । যথোক্তলক্ষণ এব আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ, গুরুত্বাৎ  
শাস্ত্রতত্চ আত্মসংবেদ্যতয়া চ স্বারাজ্যকামৈঃ, ন চেদ্বিজ্ঞায়তে কো দোষঃ স্মাদিতি ? যুগ্ম্য  
দোষঃ দৃষ্টান্তেন । যথা হেবেহ লোকে প্রজা অঘাবিশস্তি অল্পবর্তন্তে, যথাইহুশাসনম্; যথ  
প্রজা অগ্নং স্বামিনং মত্তমানাস্তশ্চ স্বামিনো যথা যথা অল্পশাসনং তথা তথা অঘাবিশস্তি ।  
কিম্ ? যং যমন্তং প্রত্যস্তং জনপদং ক্ষেত্রভাগঞ্চ অভিকামা অর্থিত্তো ভবন্তি আত্ম-  
বুদ্ধানুরূপাঃ, তং তমেব চ প্রত্যস্তাদিমুপজীবন্তীতি এষ দৃষ্টান্তঃ অস্বাতন্ত্র্যদোষঃ প্রতি গুণ-  
ফলোপভোগে । ৫ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—শিষ্যগণ কর্তৃক এইরূপে প্রেরিত বা  
জিজ্ঞাসিত আচার্য্য তাহাদিগের মনের সন্দেহদূরীকরণেচ্ছায় অর্থাৎ তাহাদের  
উক্ত ভ্রান্তবুদ্ধির সংশোধনের নিমিত্ত বলিবেন, কিরূপ বলিবেন ? না, যাহাতে  
এই সমস্ত পদার্থই সমাহিত বা সম্যকরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে,  
যথোক্ত সেই এই অন্তরাকাশনামক ব্রহ্ম এই দেহের জরা দ্বারা জীর্ণ হন না,  
অর্থাৎ দেহ যেমন বিকৃত হয়, তিনি তেমন বিকৃত হন না, আকাশ যেমন অস্ত্রাদি-  
প্রহারে আহত হয়, না, এই আত্মাও তেমনই দেহের আঘাতে অর্থাৎ অস্ত্রাদি-  
প্রহারেও বিনষ্ট হন না, সাগাত্ত ভূতাকাশই যখন এইরূপ, তখন আকাশ অপেক্ষাও  
অতিশুদ্ধ, শব্দ ও স্পর্শেরও অগম্য বা শব্দ-স্পর্শশূন্য ব্রহ্ম যে দেহেন্দ্রিয়াদি দোষ দ্বারা  
লিপ্ত হন না, এ সম্বন্ধে আর বিশেষ করিয়া বলিবার কি আছে ? দেহেন্দ্রিয়াদি  
দোষ দ্বারা যে স্পৃষ্ট হন না বলা হইয়াছে, কেন যে স্পৃষ্ট হন না, তাহা এই অবশ্য  
বলা কর্তব্য ছিল, কিন্তু তাহা বলিতে গেলে প্রকৃত প্রসঙ্গ-অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়  
ব্যবহিত হওয়ায় ( যাহা বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা চাপা পড়িয়া যাওয়ার )  
বিষয়ান্তরে মন যাহাতে আকৃষ্ট হইতে না পায়, এই বিবেচনাতেই এখানে তাহা  
না বলিয়া পরে ইন্দ্র ও বিরোচনের আখ্যায়িকা বর্ণনার সময়ে যুক্তি সহকারে  
বলিব । শরীরনামক এই যে ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ ব্রহ্মই পুরুষরূপ, ইহাই সত্য্য;  
শরীরকে যে ব্রহ্মপুত্র বলা হয়, তাহা কেবল ব্রহ্মের উপলক্ষণের নিমিত্ত, ( এই দেহেই  
ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মপুত্র বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা  
ব্রহ্মপুত্র নহে ) তাহা অনৃতই অর্থাৎ বাস্তবিক মিথ্যা, কেন না, শ্রুতিই বলিয়াছেন,  
“বিকার পদার্থমাত্রই বাক্যাত্মক নামমাত্র” । বিকারাত্মক অতএব অসত্য্য দেহরূপ



প্রথম: খণ্ড: ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬৯৯

কার্যপদার্থেও ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মপুর বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক-  
পক্ষে ইহা ব্যবহারমাত্র, সত্য ব্রহ্মপুর বলিতে এই ব্রহ্মকেই বুঝায়, কারণ, ইহাই  
সর্বপ্রকার ব্যবহারের আশ্রয়; অতএব যে সমস্ত বিষয় তোমরা বাহিরে প্রার্থনা  
করিয়া থাক, সেই সমস্ত কাম বা কাম্য বিষয়ই পুণ্ডরীকোপলব্ধিত অর্থাৎ পদ্মাকার  
বা পদ্মবিশিষ্ট এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ নিজের এই আত্মাতেই সমাহিত আছে, অতএব  
তীহাকেই যাহাতে লাভ করিতে বা জানিতে পার, সেইরূপ উপায়ের অনুষ্ঠান  
কর, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের তৃষ্ণা বা লালসা পরিত্যাগ কর; অভিশ্রায়  
এই যে, বিষয়ভোগের লালসা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া হৃৎপদ্মভাস্তরে সমাসীন পরম  
ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া পরমপদ লাভ করিতে সচেষ্ট হও, এই আত্মাই  
তোমাদের প্রকৃত রূপ। সেই আত্মার লক্ষণ শ্রবণ কর, অপহতপাপা—ধর্ম  
ও অধর্মরূপ পাপা বা পাপ বাহার দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই অপহতপাপা (ধর্ম ও  
অধর্ম কিছু দ্বারাই যিনি লিপ্ত হন না) বিজর—জরারহিত ও মৃত্যু—মৃত্যুরহিত,  
(জরা ও মৃত্যু দ্বারা যিনি আক্রান্ত হন না) যে হেতু, পূর্বেই বলা হইয়াছে, “দেহের  
বধ বা বিনাশেও যিনি বিনষ্ট হন না” ইত্যাদি। যদি বল, পূর্বে যখন বলা  
হইয়াছে, তখন পুনরায় ঐ কথা বলার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,  
যদিও দৈহিক জরা ও মৃত্যু দ্বারা সংস্পৃষ্ট বা আক্রান্ত হন না, তাহা হইলেও অল্প  
কোন প্রকার জরা ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা কেহ মনে  
না করেন, এই উদ্দেশ্যেই পূর্বে একবার বলা হইলেও পুনরায় বলিতে হইয়াছে।  
কিণোক—বিগত শোক (শোক বাহাকে অভিভূত করিতে পারে না) শোক  
অর্থে প্রিয় ও আকাজিক ইত্যাদি দ্রব্যের বিচ্ছেদে মানসিক সন্তাপ; বিজি-  
ৎস—ভোজনাকাজিকাশূন্য, অপিপাস—পিপাসাবিরহিত। আচ্ছা, এখানে ত একটি  
প্রশ্ন হইতে পারে—আত্মা যখন অপহতপাপা, তখন জরা হইতে আরম্ভ করিয়া  
শোক পর্যন্ত ত তীহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়াই আছে, কারণ, জরা মৃত্যু ইত্যাদি  
ধর্মাদ্বৈত অর্থাৎ পুণ্য ও পাপেরই ফল, কারণস্বরূপ পাপ যখন তীহাকে আক্র-  
মণ করিতে পারে না, তিনি যখন নিষ্পাপ, তখন কারণভাবে কার্যস্বরূপ জরা  
প্রভৃতি ত তীহার প্রতিষিদ্ধ হইয়াই আছে, অথবা জরাদি যখন ধর্মাদ্বৈতেরই কার্য,  
তখন জরাদির প্রতিষেধের দ্বারাই তাহাদের কারণস্বরূপ ধর্মাদ্বৈত বিজ্ঞান থাকিলেও  
কার্য না করায় তাহারা অসৎসম অর্থাৎ না থাকার মধ্যেই গণ্য, সুতরাং তাহাদের  
আবার পৃথক করিয়া প্রতিষেধ করার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না, নিতান্তই  
অনাবশ্যক? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, এ কথা সত্য বটে, তাহা হইলেও ঈশ্বরের  
দেয়ন ধর্মের কার্যস্বরূপ আনন্দ হইতেও অতিরিক্ত “ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দময়”



ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ একটি স্বাভাবিক আনন্দ বিদ্যমান আছে, সেইরূপ অর্থের কার্যস্বরূপ জরাদি ব্যতীতও একটি স্বাভাবিক জরাদি হুঃখ বিদ্যমান থাকিও সম্ভব হইতে পারে, এই আশঙ্কাও লোকের মনে উদয় হইতে পারে, এই জন্তই ঐ আশঙ্কা অপনোদনের নিমিত্ত ধর্ম্মার্থ হইতে সজ্ঞাত জরাপ্রভৃতির পৃথক্ভাবে প্রতিষেধ করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। উল্লিখিত শ্রুতিতে যে জরা প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অত্যান্ত সর্বপ্রকার হুঃখের উপলক্ষণ বা বোধক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ পাপজ হুঃখ অনন্ত, প্রত্যেক হুঃখের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রতিষেধ করা অসম্ভব, এজন্ত সর্ববিধ হুঃখেরই প্রতিষেধ করার উদ্দেশে সাধারণত ‘অপহৃত-পাপা’ এই শব্দটি উচ্চারণ করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। বাহার কাম অর্থাৎ কামনা বা অভিলাষ কখনই মিথ্যা বা বৃথা হয় না, তিনিই সত্যকাম, সংসারীদিগের কামনা প্রায়ই নিষ্ফল হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কামনা তাহার বিপরীত, কখনই বিফল হয় না, বাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পূর্ণ হয়। এইরূপ সমস্ত প্রকার কামের হেতুস্বরূপ সঙ্কল্পসমূহও বাহার সত্য, তিনিই সত্যসঙ্কল্প। ঈশ্বরের যে কাম ও সঙ্কল্প, তাহা ‘চিত্তগুপ্ত’ শ্রায় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ উপাধিনিগমিত বলিয়াই জানিবে, উহা স্বতন্ত্র বা স্বাভাবিক নহে, কারণ, শ্রুতিতে তিনি “নেতি নেতি” রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। (ভাবার্থ এই যে—ভাষ্যকার যে “চিত্তগুপ্তং” এই উপমাটি দিয়াছেন, ইহার অর্থ চিত্র অর্থাৎ বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট গো বাহার আছে, তাহাকে ‘চিত্রগুপ্ত’ বলে, বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট গো-র প্রভুর শ্রায়। এখানে গো-র যিনি অধিকারী, তিনি নিজে বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট না হইলেও নিজের অধিকৃত গো-র বিচিত্র বর্ণানুসারে ‘চিত্রগুপ্ত’ বলিয়া অভিহিত হন; ব্রহ্মস্বরূপেও সেই কথা। “নেতি নেতি” এই শ্রুতি দ্বারা নির্দিষ্ট মান ব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্বিশেষ হইলেও তাহার উপাধিস্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী মায়ার সঙ্গাংশে কাম সঙ্কল্প ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এ জন্ত তদুপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মেও কাম সঙ্কল্প ইত্যাদি ধর্ম্মের ব্যবহার করা হয়। শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণসম্পর্কশূন্য, যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে আক্রান্ত হয় নাই, তাহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব, এই বিশুদ্ধসত্ত্বাবিকা প্রকৃতিই মায়ী, এবং তদুপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর। রজঃ ও তমোগুণের বশীকৃত সত্ত্বাবিকা প্রকৃতিই অবিশ্বা, এবং তদুপহিত চৈতন্যই জীব, “সবত্ত্বাবিকৃত্যভ্যাস-মায়ীবিভে চ তে মতে ॥ মায়ী-বিষো বশীকৃত্য তাং শ্রাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ অবিশ্বাবশগন্তত্ত্ববৈচিত্র্যাদনেকথা ॥” ইতি পঞ্চদশী) বাহার স্বরাজ্যকাম অর্থাৎ যুক্তিগাভেচ্ছ, তাহার গুরুর নিকট হইতে ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা অপহৃত-পাপাদিশুণ্যবিশিষ্ট আত্মাকে আত্মবেত্তা অর্থাৎ নিজের জ্ঞেয়রূপে জ্ঞাত



প্রথম: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭০১

হইবেন। যদি বলা যায়, না যদি জানা যায়, তাহাতেই বা কি দোষ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, কি দোষ হইতে পারে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। এই লোকে প্রজাসমূহ যেমন অনুশাসনানুসারে অর্থাৎ নির্দিষ্ট আদেশানুসারে অব্যবেষ্ট অর্থাৎ অনুবর্তন করে, অর্থাৎ প্রজাসমূহ যেমন কোন এক প্রধান ব্যক্তিকে নিজের স্বামী বা প্রভু মনে করিয়া সেই প্রভু যেমন যেমন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত করেন, তাহার সেই সেই শাসনপদ্ধতি মান্ত করিয়া তদনুসারে কার্য্য করে; কিসের অনুগমন করে? নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নিকটবর্তী যে যে জনপদ (দেশ) অথবা ভূভাগ কামনা করে, (অথবা নিজ নিজ বুদ্ধ্যানুসারে যে যে অন্ত অর্থাৎ প্রত্যন্ত বা সীমান্ত প্রদেশ, জনপদ ও ভূভাগকে প্রার্থনা করে, এরূপ অর্থও হয়) সেই সেই প্রত্যন্ত প্রভৃতিকেই উপজীব্য করে অর্থাৎ তাহাকেই অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। জীবের পুণ্য ও পাপের ফল-ভোগে যে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই, ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত। (ভাবার্থ এই যে—জীবগণ পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে যে যে সংস্কার লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এই জন্মেও তাহাদের তদনুরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায়; সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জীবের কর্ম্ম ও তাহার ফলভোগ, উভয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারানুযায়ীই হয়, অতএব শুভই হউক, আর অন্তঃই হউক, কোন কর্ম্মেরই ফলভোগবিষয়ে জীবের স্বাধীনতা নাই, যত দিন পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত থাকিবে, ভোগ্য-ভোগাদি ভেদজ্ঞান যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, এবং অপর কোন ব্যক্তি-বিশেষকে নিজের প্রভু বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, তত দিন জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যসম্ভাবী, ইহাতে কোনরূপ সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

তদযথেষ্ট কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তৎ যে ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামাংশ্চেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি। অথ যে ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামাংশ্চেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টম প্রপাঠকে প্রথম: খণ্ড: ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—এ বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, ইহা-লোকে রাজসেবা প্রভৃতি দ্বারাই হউক, আর কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্ম দ্বারাই হউক, অর্জিত লোক অর্থাৎ উচ্চপদ সম্মান ইত্যাদি যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা



যেমন চিরস্থায়ী হয় না, এইরূপ পরলোকেও অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্ম দ্বারা অর্জিত লোক অর্থাৎ স্বর্গাদিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কর্মক্ষয় হইলেই ঐ সমস্ত লোকে আর বাস করিতে পায় না। অতএব যে সমস্ত ব্যক্তি ইহলোকে আত্মা এবং পূর্ব নির্দিষ্ট সত্যকামাদি গুণসমূহ সম্যক্রূপে অবগত না হইয়া পরলোকে গমন করে, তাহাদের সমস্ত লোকেই অকামচার অর্থাৎ যথেষ্ট ভোগ বা স্বাধীনতার অভাব হয়। আর যাহারা ইহলোকে আত্মা ও পূর্বোক্ত সত্যকাম প্রভৃতি গুণ সমূহ সম্যক্রূপে অবগত হইয়া পরলোকে গমন করে, তাহাদের সমস্ত লোকেই কামচার অর্থাৎ যথেষ্ট ভোগ করিবার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে ॥ ৬ ॥

অষ্টম প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—অথা অতো দৃষ্টান্ততৎক্ষয়ং প্রতি—তৎ যথেষ্টত্যাগি। তৎ তত্র যথা ইহ লোকে তাসামেব স্বাম্যনুশাসনানুবর্তিনীনাং প্রজানাং সেবাদিক্রিতো লোকঃ পরাধীনোপভোগঃ ক্রীয়তে অন্তবান্ ভবতি। অথেনানীং দাষ্টান্তিকমুপসংহতি—এবমেবামুক্ত অগ্নিহোত্রাদিপুণ্যজিতো লোকঃ পরাধীনোপভোগঃ ক্রীয়তে এবেতি। উক্তো দোষ এবামিতি বিষয়ং দর্শয়তি, তৎ যে ইত্যাদিনা। তৎ তত্র যে ইহান্নি লোকে জ্ঞান-কর্মণোরধিকৃতা যোগ্যাঃ সন্ত আত্মনাং যথোক্তলক্ষণং শাস্ত্রাচার্যোপদিষ্টমনুবিদ যথোপদেশমহু স্বাস্থ্যসংবেত্তামকৃৎ ব্রজন্তি দেহাদম্মাং প্রয়াস্তি। যে এতাস্চ যথোক্তান্ সত্যান্ সত্যসঙ্কল্পকার্যাস্চ স্বাস্থ্যস্থান্ কামান্ অননুবিদ ব্রজন্তি, তেবাং সর্কেষু লোকেষু অকামচারঃ অস্বতন্ত্রতা ভবতি; যথা রাজানুশাসনানুবর্তিনীনাং প্রজানামিত্যর্থঃ। অথ যে অতো ইহ লোকে আত্মনাং শাস্ত্রাচার্যোপদেশমনুবিদ স্বাস্থ্যসংবেত্তামাপাতি ব্রজন্তি, যথোক্তাস্চ সত্যান্ কামান্, তেবাং সর্কেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি, রাজ ইব সার্কর্ভৌমন্তেহ লোকে ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সম্প্রতি পুণ্যকর্মের বিষয়ে অপর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। সেই বিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব প্রদর্শিত প্রভুর আদেশানুবর্তী প্রজার বিষয়ে ইহাই বক্তব্য যে, প্রভুর আজ্ঞাধীন সেই প্রজাসমূহের প্রভুর সেবাদি দ্বারা জিত অর্থাৎ অর্জিত বা লব্ধ লোক অর্থাৎ পরাধীন যে উপভোগ (যত দিন সেবকের কার্য থাকে, তত দিনই ভোগ, কার্য হইতে অপমৃত হইলে আর ভোগ থাকে না, এই জন্তই পরাধীন উপভোগ বলা হইয়াছে) তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বা বিনষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পর সম্প্রতি দাষ্টান্তিকের (দৃষ্টান্ত দ্বারা যে বিষয়কে বুঝান হইতেছে, সেই বিষয়ের) উপসংহার করিতেছেন, ঠিক এইরূপই অগ্নি হোত্রাদি পুণ্যকর্ম দ্বারা জিত বা আয়ত্তীকৃত পরকালীন লোকও অর্থাৎ পরাধীন



উপভোগও নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (ভাবার্থ এই যে—যে কোন বিষয় ক্রিয়া-  
নাথ্য, যে কোন কার্যই হউক আর পদার্থই হউক, চেষ্টা করিয়া সম্পন্ন করিতে  
হয়, তাহাই কৃত্রিম, কৃত্রিমমাত্রই বিনশ্বর, সময়বিশেষে তাহা বিনষ্ট হইবেই;  
এই নিয়মানুসারে সেবাদিজনিত অর্থই বল, আর কৃষি প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা লব্ধ  
শস্তাদিই বল, সবই কৃত্রিম, কৃত্রিমমাত্রই যখন বিনশ্বর, তখন উহাদেরও বিনাশ  
অবশ্যজ্ঞাবী, অর্থই হউক, আর শস্তাদিই হউক, কালে তাহা ক্ষয় হইবেই;  
এইরূপ যাগাদি ক্রিয়া দ্বারা লব্ধ স্বর্গাদি লোকে সুখভোগও কালে নিশ্চয়ই ক্ষয়  
প্রাপ্ত হয়)। মূলোক্ত ‘তৎ যৎ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উক্ত দোষের বিষয়ই  
প্রদর্শন করিতেছেন। তাহার মধ্যে যাহারা ইহলোকে জ্ঞানলাভ ও কর্মসম্পাদনের  
অধিকার ও যোগ্যতা লাভ করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট পূর্বোক্ত লক্ষণ-  
বিশিষ্ট আত্মাকে সম্যক্রূপে না জানিয়াই অর্থাৎ উপদেশ লাভের পর নিজের  
অনুভবগম্য বা অনুভবের বিষয়ীভূত না করিয়াই এই দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে  
প্রস্থান করে, এবং যাহারা পূর্বোক্ত এই সমস্ত সত্য ও সত্যসঙ্কল্পের কার্য বা  
ফলস্বরূপ নিজের আত্মস্থ কামসমূহকে সম্যক্রূপে না জানিয়াই পরলোকে গমন  
করে, তাহাদের সকল লোকেই অকামচার হয়, অর্থাৎ তাহারা কোন লোকেই  
স্বাধীনভাবে ভোগ করিবার অধিকার পায় না, যে সমস্ত প্রজা রাজার অনুশাসন  
বা আদেশের অনুবর্তন করে না, রাজনির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহাদের যেমন  
হয়, তেমনই। আর অত্র যে সমস্ত লোক ইহলোকে শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট  
উপদেশ লাভের পর আত্মাকে ও পূর্বোক্ত সত্যকাম প্রভৃতি গুণসমূহকেও সম্পূর্ণ-  
রূপে নিজের অনুভবগম্য করিয়া পরলোকে গমন করেন, সার্বভৌম রাজা যেমন  
ইহলোকে যথেষ্ট ভোগাধিকারী হন, তাহাদেরও সেইরূপ সমস্ত লোকেই কামচার  
বা স্বাধীনভাবে যথেষ্ট ভোগ করিবার অধিকার অব্যাহত থাকে ॥ ৬ ॥

অষ্টম প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্ত পিতরঃ  
সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—সেই আত্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পিতৃলোককাম হন, অর্থাৎ পিতৃলোকগণের দর্শনাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সমস্ত বা ইচ্ছাবশতই পিতৃপুরুষগণ সমুখিত বা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন, এবং তিনি সেই পিতৃগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পূজিত হন; অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—কথং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি ? উচ্যন্তে—এ আত্মানং যথোক্তলক্ষণং হৃদি সাক্ষাৎকৃতবান্ বক্ষ্যমাণব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্নঃ সন্ তৎস্বাক্ষর্যং সত্যান্ কামান্, স ত্যক্তদেহঃ যদি পিতৃলোককামঃ,—পিতরো জনয়িতারঃ, তে এষ সুখহেতুত্বেন ভোগ্যত্বাৎ লোকা উচ্যন্তে, তেষু কামো যন্ত তৈঃ পিতৃভিঃ সম্বন্ধেহা যন্ত ভবতি, তন্ত সঙ্কল্পমাত্রাদেব পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি আত্মসম্বন্ধিতামাপত্তন্তে; বিগুহসম্বত্যা সত্যসঙ্কল্পবাদীশ্বরশ্চেব । তেন পিতৃলোকেন ভোগেন সম্পন্নঃ, সম্পত্তিরিষ্টপ্রাপ্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধো মহীয়তে পূজ্যতে বর্দ্ধতে বা মহিমানমনুভবতি ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—যিনি আত্মার সাক্ষাৎলাভ বা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, সমস্ত লোকেই তাঁহার কামচার কিরূপে হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যিনি বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মচর্যাदि সাধনসম্পন্ন হইয়া পূর্বোক্তলক্ষণ-বিশিষ্ট আত্মা এবং তাঁহাতে অবস্থিত সত্যকাম প্রভৃতিকে অন্তঃকরণমধ্যে সাক্ষাৎ করিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে সমর্থ হন, তিনি দেহত্যাগান্তে যদি পিতৃলোককাম হন, ‘পিতরঃ’ অর্থাৎ পিতৃগণ বা জনকগণ, তাঁহারাও তাহার সুখের হেতু অতএব ভোগ্য বলিয়াই ‘লোক’ বলিয়া অভিহিত হন, সেই পিতৃলোকে যাহার কাম, অর্থাৎ সেই পিতৃগণের সহিত সম্বন্ধসংস্থাপনে যাহার ইচ্ছা হয়, তাঁহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই পিতৃগণ সমুখিত হন অর্থাৎ তাঁহার সহিত নিজেদের সম্বন্ধিতা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন, কারণ, ঈশ্বর যেমন সত্য-সঙ্কল্প, সেই আত্মজ ব্যক্তিও বিগুহসম্ব বলিয়া ঈশ্বরের আশ্রয়ে সত্যসঙ্কল্প হন। সেই সত্যসঙ্কল্পাদি গুণবশতঃ পিতৃলোকস্বরূপ ভোগদম্পন্ন হন, সম্পন্ন অর্থাৎ সম্পত্তি বা ইষ্টলাভ, সেই ইষ্টলাভ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ বৃদ্ধি লাভ



দ্বিতীয় খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭০৫

করেন, অথবা নিজের মহিমাকে অনুভব করিতে সমর্থ হন। সরলার্ণ এই যে—  
 পূর্বখণ্ডে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীরা সৰ্বত্র স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে, কি  
 প্রকারে আত্মজ্ঞানীরা স্বেচ্ছাচারী হয়, এই খণ্ডে তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যে  
 ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মচর্যাাদি সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্ট হইয়া নিজ হৃদয়ে যথোক্তলক্ষণ  
 আত্মার ও আত্মাতে সত্যরূপে অবস্থিত কাম্যবর্ণের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছেন,  
 তিনি দেহ বিসর্জন করিয়া পরলোকে যে যে ভোগ্য বস্তু কামনা করেন, তাঁহার  
 সেই সেই বস্তু তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। যদি সেই ব্যক্তি পিতৃলোক বাসনা করেন,  
 অর্থাৎ নিজ পিতৃপুরুষগণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন (ভোগাশ্রয়স্থানকে লোক  
 বলে, পিতৃগণ স্মৃতিদায়ক বলিয়া ভোগ্য; স্মৃতির তাঁহাদিগকেও লোকনামে  
 অভিহিত করা হইল), তবে সে ব্যক্তির পিতৃগণের সঙ্গে মিলন হয়, অর্থাৎ সেই  
 ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সত্যসঙ্করতাহেতু পিতৃলোকরূপ ভোগবিশিষ্ট হইলে তাঁহার  
 ইষ্টলাভ হয় এবং সেই ইষ্টলাভ দ্বারা সংবদ্ধিত হইয়া লোকের পূজা হয়েন, অর্থাৎ  
 মহিমা অনুভব করিতে পারেন ॥ ১ ॥

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্তা মাতরঃ  
 সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আর তিনি যদি মাতৃলোককামী হন, তাহা হইলে তাঁহার  
 ইচ্ছামাত্রই মাতৃগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তিনি সেই মাতৃলোকের সহিত  
 মিলিত হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের সাহায্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ২ ॥

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্তা ভ্রাতরঃ  
 সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—আর যদি তিনি ভ্রাতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে  
 তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তিনি সেই ভ্রাতৃলোকের  
 দ্বারা সম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ ভ্রাতৃলোকরূপ ভোগে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ  
 নিজের মহিমা অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ৩ ॥

অথ যদি স্বশ্লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্তা স্বসারঃ  
 সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন স্বশ্লোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—আর যদি তিনি ভগিনীলোক অভিলাষ করেন, তাহা  
 হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রই ভগিনীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তিনি সেই ভগিনী-  
 লোকের দ্বারা সম্পন্ন বা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥ ৪ ॥



অথ যদি সখিলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্তু সখায়ঃ  
সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি সখিলোক অর্থাৎ স্বহৃদ্লোক অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই সখাসমূহ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন, তিনি সেই সখাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পূজিত হন ॥ ৫ ॥

অথ যদি গন্ধ-মাল্যলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্তু গন্ধ-  
মাল্যে সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেন গন্ধ-মাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি সুগন্ধ ও মাল্যলোক অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রই সেই সুগন্ধি ও মনোরম মাল্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি সেই গন্ধ ও মাল্য উপভোগে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥ ৬ ॥

অথ যদন্ন-পানলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্তুন্ন-পানে  
সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেনান্ন-পানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি অন্ন ও পানরূপ লোক বা ভোগ কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রই অন্ন ও পানীয় দ্রব্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি সেই অন্ন ও পানীয় দ্রব্য উপভোগ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ৭ ॥

অথ যদি গীত-বাদিত্রলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্তু গীত-  
বাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেন গীত-বাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহী-  
য়তে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি গীত ও বাস্তরূপ লোক বা ভোগ কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই গীত ও বাস্ত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি সেই গীত ও বাস্ত্র উপভোগ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ৮ ॥

অথ যদি স্ত্রী-লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্তু স্ত্রিয়ঃ সমুত্তি-  
ষ্ঠন্তি, তেন স্ত্রী-লোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—আর যদি তিনি স্ত্রী-লোক বা স্ত্রীবিষয়ক ভোগ কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই স্ত্রী-লোকসমূহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি সেই স্ত্রীবিষয়ক উপভোগের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ৯ ॥



দ্বিতীয়: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭০৭

**শাকরভাষ্যম্।**—সমানমন্তঃ। মাতরো জনয়িত্র্যোহীতীতাঃ স্তুত্বহেতুভূতাঃ সামর্থ্যাৎ, ন হি হঃখহেতুভূতাস্থ গ্রাম-শুকরাদিজন্মনিমিত্তাস্থ মাতৃস্ব বিগুহসত্ত্ব যোগিন ইচ্ছা তৎসম্বন্ধো বা যুক্তঃ ॥ ২-৯ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সামর্থ্য অর্থাৎ বাক্যের যোগ্যতা বা তাৎপর্যানুসারে বুঝিতে হইবে যে, এখানে ‘মাতরঃ’ অর্থাৎ মাতৃগণ শব্দে স্তুত্বের হেতুস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দদায়িনী অতীত জননীসমূহ, কেন না, বিগুহসত্ত্ব যোগীর পক্ষে কখন হঃখের হেতুস্বরূপ গ্রাম্য শূকরাদিজন্মের কারণীভূত মাতৃবিষয়ে ইচ্ছা বা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। অতঃশ্চ অংশের ব্যাখ্যা প্রথম মন্ত্রের শ্রায় ॥ ২-৯ ॥

যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোহস্তু সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১০ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়: খণ্ড: ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—অধিক কি, সেই আশ্রয়তত্ত্ব ব্যক্তি যে, যে বিষয় অথবা যে যে দেশকে কামনা করেন, যে যে কাম্য বিষয়ে অভিলাষী হন, তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই সেই সেই বিষয়, বা সেই সেই প্রদেশ বা সেই সেই পদার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত বিষয়ের দ্বারা তিনি সমৃদ্ধিলাভ করেন ও পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মহিমা বা প্রভাব অমুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ১০ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—যং যমন্তঃ প্রদেশমভিকামো ভবতি, যং চ কাম্য কাময়তে বথোক্তব্যতিরেকেণাপি, সোহস্তুস্তঃ প্রাপ্তুমিষ্টঃ কাম্যচ্চ সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি কৃত্য; তেনেচ্ছাহবিষাততয়া অভিপ্রেতার্থপ্রাপ্ত্যা চ সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাহুত্কার্থম্ ॥ ১০ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—তিনি যে যে অন্ত অর্থাৎ প্রদেশ বা স্থানের অভিলাষী হন, অর্থাৎ যে স্থানে বাস করিতে বা যে দেশের অধিকারী হইতে ইচ্ছুক হন, এবং পূর্বেক্ত বিষয়সমূহ ব্যতীতও অস্ত্র যে কিছু কাম্য বিষয় কামনা করেন, ইহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রই অতীষ্ট সেই অন্ত অর্থাৎ প্রদেশ ও অপরা কাম্যবিষয়সমূহ সমুত্তিত বা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়; এইরূপে তাঁহার ক্রান্তি বিষয় উপস্থিত হওয়ায়, ইচ্ছায় কোনরূপ বাধা উৎপত্তি না হওয়ায় ও অভিপ্রেত-বিষয় প্রাপ্ত হওয়ায় সম্পন্ন অর্থাৎ সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন, অর্থাৎ নিজের মহিমা অমুভব করিতে সমর্থ হন ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## অষ্টমপ্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

তে ইমে সত্যঃ কামা অন্তাপিধানাঃ, তেষাং সত্যানাং  
সতামনৃতমপিধানং, যো যো হস্তেতঃ প্রৈতি, ন তমিহ দর্শনাং  
লভতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—পূর্বোক্ত সেই এই আত্মস্থ সত্য কামসমূহ অন্ত অর্থাৎ  
মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, এ জন্ত সেই সমস্ত সত্য কাম বিত্তমান  
ধাকিলেও অন্তই তাহাদের অপিধান বা আবরণক হইয়া রহিয়াছে, কারণ, ইহার  
অর্থাৎ যে কোন প্রাণীর যে যে আত্মীয় বন্ধু ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে,  
ইচ্ছা থাকিলেও ইহলোকে আর তাহাদিগের দর্শনলাভ ঘটে না, ইহাই অজ্ঞানরূপ  
আবরণের মহিমা ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—যথোক্তান্নধ্যানসাধনানুষ্ঠানং প্রতি সাধকানাংসাহ-  
জনমার্থম্নুক্রোশন্ত্যাহ—কষ্টমিদং খলু বর্ততে যৎ, স্বাত্মস্থাঃ শক্যপ্রাপ্যাপি তে ইমে  
সত্যঃ কামা অন্তাপিধানাঃ, তেষামানুষ্ঠানং স্বাশ্রয়াণামেব সতামনৃতং বাহুবিক্ষু-  
জ্ঞানভোজনাদিষু তৃষ্ণা, তন্নিমিত্তঞ্চ স্বেচ্ছাপ্রচারতঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তবাদনৃতমিভ্যুচ্যতে;  
তন্নিমিত্তং সত্যানাং কামানামপ্রাপ্তিরিতি অপিধানমিব অপিধানম্। কথমনৃতাপিধাননিমিত্ত-  
তেষামগত ইতি? উচ্যতে—যো যো হি বস্মাদশ্র জন্তোঃ পুত্রো ভ্রাতা বা ইষ্ট ইতোহয়-  
ল্লোকাং প্রৈতি প্রগচ্ছতি ত্রিয়তে, তমিষ্টং পুত্রং ভ্রাতরং বা স্বহৃদয়াকাশে বিত্তমানমপি ইহ  
পুনর্দর্শনাং ইচ্ছন্নপি ন লভতে ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বে যে প্রকার সত্যকামাদি গুণ-  
সম্পন্ন আত্মার ধ্যানের বিষয় উক্ত হইয়াছে, সেই ধ্যানের উপায় অনুষ্ঠান-বিষয়ে  
সাধকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত শ্রুতি দ্রুতভাবে বলিতেছেন, ইহা অত্যন্ত  
কষ্টের বিষয় হইয়া রহিয়াছে যে, নিজের আত্মাতেই অবস্থিত ও প্রাপ্তির যোগা  
হইলেও সেই এই সত্য অর্থাৎ অব্যর্থ কামসমূহ অন্ত বা মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন  
হইয়া আছে; তাহার আত্মস্থ অর্থাৎ নিজেতেই আশ্রিত থাকিলেও অন্তই  
তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, অন্ত অর্থাৎ দ্রষ্টা, অন্নভোজন ইত্যাদি  
বাহ্যিক ভোগ্যবিষয়সমূহে তৃষ্ণা বা আসক্তি, আর সেই তৃষ্ণাজন্ত যে স্বেচ্ছাচারিতা  
বা উচ্ছৃঙ্খলতা, ইহাই মিথ্যাজ্ঞানের হেতু বলিয়া অথবা ইহা মিথ্যা জ্ঞান হইতে  
সম্প্রসূত বলিয়া ‘অনৃত’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং সেই জন্তই সত্য-কাম-  
সমূহ প্রাপ্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এই জন্তই উহা অপিধান অর্থাৎ অপিধানের



তৃতীয়: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭০৯

ভ্রায় বা আবরকের তুল্য হইয়া থাকে। অনৃত দ্বারা আবৃত থাকায় তাহাদের লাভ না হওয়ার কি কারণ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যে হেতু, এই প্রাণীর যে যে পুত্র অথবা ভ্রাতা অথবা অন্ত কোন প্রিয় জন ইহলোক হইতে প্রগমন করে অর্থাৎ মৃত্যুবলিত হয়, সেই সেই পুত্র বা ভ্রাতা বা প্রিয় ব্যক্তি নিজের হৃদয়াকাশে সর্বদা বিদ্যমান থাকিলেও অর্থাৎ মনের মধ্যে নিত্য জাগরুক থাকিলেও সম্পূর্ণ ইচ্ছাসম্পেদ ইহলোকে আর তাঁহাদের দর্শনলাভ ঘটে না। (ভাবার্থ এই যে—ঈশ্বরের ভ্রায় প্রত্যেক জীবই সত্যকাম, ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রই অভীষ্ট বিষয়সমূহ যেমন উপস্থিত হয়, জীবও সেইরূপ ইচ্ছামাত্রই অভীষ্ট বিষয় লাভে সমর্থ, প্রভেদের মধ্যে এই যে, ঈশ্বর নিম্পৃহ, জাগতিক কোন ভোগই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, কেন না, তিনি শুদ্ধসত্ত্ব, এবং শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই তাঁহার ইচ্ছা কখনই প্রতিহত হয় না, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই অবিলম্বে সম্পন্ন হয়; আর জীব স্বভাবতই বিষয়াসক্ত, সেই আসক্তিবশতঃ জীবের সত্ত্বগুণ ক্ষুণ্ণ হইতে পায় না, গুণান্তরের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কলুষিত হইয়া পড়ে, কারণ, বিষয়াসক্তির স্বভাবই হইতেছে যে, সে চিন্তকে কিছু না কিছু চঞ্চল ও কলুষিত করে, এই চিন্তাচঞ্চল্য ও বিষয়াসক্তি জন্ত জীবের 'সত্য-কাম' গুণটি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এই চিন্তাচঞ্চল্য ও বিষয়াসক্তিকেই 'অনৃত' ও 'অপিধান' নামে অভিহিত করা হইয়াছে) ॥ ১ ॥

অথ যে চাস্তেহ জীবাঃ, যে চ প্রেতাঃ, যচ্চান্দ্ৰদিচ্ছন্ন লভতে, সৰ্বাঃ তদত্র গত্বা বিন্দতে, অত্র হ্যস্মিতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপি-  
ধানাঃ, তদ্বথাহপি হিরণ্যনিধিঃ নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি  
সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ, এবমেবেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য  
এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি, অনৃতেন হি প্রত্যাচাঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আর এই প্রাণীর পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি যে সমস্ত জীব ইহলোকে বিদ্যমান আছে, এবং যাহারা পরলোকে গমন করিয়াছে, এবং অন্ত আর যাহা কিছু ইচ্ছা করিলেও তাহা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু এই হৃদয়াকাশ-  
নামক ব্রহ্মে গমন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সেই সমস্তই লাভ করিতে পারে; কারণ, এই ব্যক্তির সেই সত্য কামসমূহ অর্থাৎ অব্যর্থ কামনাসমূহ অনৃত দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে, এই জন্তই তাহা প্রাপ্ত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, অক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ভূগর্ভে নিহিত নিধিবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই ভূমির উপরে উপরে ভ্রমণ করিয়াও যেমন ভূগর্ভে নিহিত স্বর্ণাদি নিধি লাভ



করিতে পারে না, এই প্রজাসমূহও ঠিক সেইরূপই প্রতিদিনই এই হৃদয়াকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না, কারণ, তাহাদের সত্য কামসমূহ অনৃত বা বিষয়াসক্তি জ্ঞাত মিথ্যাজ্ঞানে আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥২॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ পুনর্থে চান্ত বিদুষো জন্তোজ্জীবা জীবন্তীহ পুত্রা ভ্রাতাদয়ো বা, যে চ প্রেতা মৃত ইষ্টাঃ সশক্চিনঃ, যচ্চাত্তদিহ লোকে বস্ত্রান্নপানাদি বস্তুনি বা বস্ত্র ইচ্ছন্ ন লভতে, তৎ সর্বমত্র হৃদয়াকাশাখ্যে ব্রহ্মণি গচ্ছা যথোক্তেন বিধিনা বিন্দতে লভতে। অত্রাশ্বিন্ হার্দীকাশে হি বস্মাদৈশ্বেতে যথোক্তাঃ সত্যা কামা বর্তন্তে অনৃতাপিধানাঃ। কথমিব তদভ্যাস্যমিতি? উচ্যতে—তৎ তত্র যথা হিরণ্য-নিধিঃ—হিরণ্যমেব পুনঃপ্রহণায় নিধাতৃভিনিধীযতে ইতি নিধিঃ তৎ হিরণ্য-নিধিঃ নিহিতং ভূমেরধস্তান্নিক্ষিপ্তম্ অক্ষৈত্রজ্ঞা নিধিশার্দ্ভৈর্নিধিক্ষেত্রমজ্ঞানস্তন্তে নিধেক্ষণ্যুপদি সঞ্চরন্তোহপি নিধিঃ ন বিন্দেরুঃ শক্যবেদনমপি, এবমেব ইমা অবিজ্ঞাবত্যাঃ সর্বা ইমাঃ প্রয়া যথোক্তং হৃদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মৈব লোকঃ তন্ম অহরহঃ প্রত্যহং গচ্ছন্তোহপি সুযুপ্তকালে ন বিন্দন্তি ন লভন্তে—এবোহহং ব্রহ্মলোকভাবমাপন্নোহস্মি অজ্ঞেতি। অন্তেন হি যথোক্তেন হি বস্মাৎ প্রত্যা হতাঃ, স্বাত্মস্বরূপাৎ অবিজ্ঞাদিদোষৈবর্কহিরণ্যকৃষ্টা ইত্যর্থঃ। অতঃ কষ্টমিদং বর্ততে জন্তুনাং যৎ, স্বায়ত্তমপি ব্রহ্ম ন লভ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥২॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর এই বিদ্বান্ ব্যক্তির পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি যে সমস্ত আত্মীয় ইহলোকে জীবিত আছে, এবং যে সমস্ত প্রিয় সম্বন্ধী অর্থাৎ স্বজনগণ মৃত হইয়াছে, এবং ইহা ব্যতীতও অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, রত্ন প্রভৃতি যে কোন কাম্য বস্তু ইচ্ছা করিয়াও লাভ করিতে পারে না, এই হৃদয়াকাশনামক ব্রহ্মে যথোক্তবিধানানুসারে গমন করিয়া অর্থাৎ নির্দিষ্ট সাধন-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া হৃদয়াকাশস্থ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সেই সমস্ত বিষয়ই লাভ করিতে সমর্থ হয়; যে হেতু, যথোক্ত এই সত্য কামসমূহ এই হৃদয়াকাশেই অনৃত দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আচ্ছা, এরূপ অন্নাগ্নি বা ক্য অর্থাৎ হৃদয়াকাশেই আছে, অথচ লাভ করিতে পারে না, এরূপ জ্ঞান বা যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, ইহা সঙ্গত হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, আবশ্যকানুসারে পুনরায় গ্রহণ করিব, এইরূপ মনে করিয়া যে স্বর্ণ ভূগর্ভে নিহিত বা প্রোথিত করিয়া রাখা হয়, তাহাকে নিধি বলে; নিধানকর্ত্তা কর্ত্তক নিহিত হয় বলিয়াই তাহার নাম নিধি; অক্ষৈত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ নিধিবিজ্ঞানশাস্ত্রানুসারে যাহারা নিধিক্ষেত্রকে (ভূগর্ভে যে স্থানে নিধি নিহিত আছে, সেই স্থানকে) জানে না, এমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিধির উপরি উপরি পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিয়াও ভূগর্ভে নিহিত বা নিক্ষিপ্ত সেই হিরণ্য বা স্বর্ণরূপ নিধিকে লাভযোগ্য



হইলেও যেমন লাভ করিতে পারে না, ঠিক এইরূপই অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানাবৃত এই সমস্ত প্রজা বা প্রাণিগণ হৃদয়াকাশনামক ব্রহ্মলোককে—ব্রহ্মই লোক ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ লোককে প্রত্যহই স্রুপ্তিকালে গমন করিলেও অর্থাৎ প্রাপ্ত হইলেও সেই সত্য কামসমূহকে লাভ করিতে পারে না, ‘এই আমিই সম্প্রতি ব্রহ্মলোকভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি’ ইহা বুঝিতেই পারে না; কারণ, পূর্বোক্ত অনৃত বা মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা প্রত্যাচ্ছ অর্থাৎ অপছন্দ, অর্থাৎ অবিজ্ঞা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ দ্বারা স্বরূপ হইতে বহির্দিশে অপকৃষ্ট বা আনীত হওয়ায় কিছুই বুঝিবার সামর্থ্য থাকে না। অভিশ্রুত এই যে—জীবগণের পক্ষে ইহা অত্যন্তই কষ্টের বিষয় যে, নিজের আয়ত্ত হইলেও অর্থাৎ চেষ্টা দ্বারা সম্পূর্ণ লাভযোগ্য হইলেও ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, অতএব ইহা অত্যন্তই কষ্টের বিষয় বলিতে হইবে ॥ ২ ॥

স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্মৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি, তস্মাদ্হৃদয়ম্, অহরহর্বা এবং-বিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই আত্মা হৃদয়ে আছেন; সেই ‘হৃদয়’ শব্দের ইহাই নিরুক্তি অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি বা যৌগিকার্থ যে, (হৃদি + অয়ম্ হৃদয়ম্) ইনি হৃদয়ে, এই বস্তু ইহাকে হৃদয় বলা হয়। হৃদয় শব্দের উক্তবিধ অর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিদিনই স্বর্গলোকে গমন করেন, অর্থাৎ স্রুপ্তিসময়ে নিশ্চয়ই হৃদয়াকাশনামক ব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ৩ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—স বৈ এষ “আত্মাপহতপাপ্ণা” ইতি প্রকৃতঃ, বৈ-শব্দেন তৎ স্মারয়তি। এষ বিবক্ষিত আত্মা হৃদি হৃদয়গুণরীকে আকাশ-শব্দেনাভিহিতঃ। তস্মৈতদন্ত হৃদয়তস্মৈতদেব নিরুক্তং নির্বচনং, নাশ্রুৎ। হৃদি অয়মাশ্রা বর্ততে ইতি বস্মাৎ, তস্মাৎ হৃদয়নাম-নির্বচনপ্রসিদ্ধ্যাঃপি স্বহৃদয়ে আশ্রিত্যবগন্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। অহরহর্কৈ প্রত্যহম্ এবং-বিৎ হৃদি অয়মাশ্রোতি জ্ঞানন্ স্বর্গং লোকং হার্দং ব্রহ্ম এতি প্রতিপত্ততে। নহু অনেবাবিদপি স্রুপ্তিকালে হার্দং ব্রহ্ম প্রতিপত্ততে এব, “সতা সোম্য! তদা সম্পন্নঃ” ইত্যুক্ত্বাৎ। বাচ্যেবম্; তথাহপ্যুপ্তি নিশেষঃ,—যথা জ্ঞানন্ অজ্ঞান্যশ্চ সর্বো জন্তুঃ সদ্ভ্রঙ্কেব, তথাহপি “তৎ ত্বমসি” ইতি প্রতিবোধিতো বিদ্বান্ “সদেব, নাশ্রোহস্মি” ইতি জ্ঞানন্ সদেব ভবতি, এবেব বিদ্বান্ অবিদ্বাশ্চ স্রুপ্তৌ যতপি সৎ সম্পত্ততে, তথাহপি এবংবিদেব স্বর্গং লোকমেতীত্যাচ্যতে। দেহপাতেহপি বিভাফলতাবশ্তস্তাবিদ্ধাৎ, ইত্যেব বিশেষঃ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—মূলোক্ত ‘বৈ’ এই শব্দটি স্মরণার্থক, “আত্মা অপহতপাপ্ণা” এই শ্রুতিতে যে আত্মার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই আত্মাকেই ‘বৈ’ শব্দ দ্বারা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। সেই এই বিবক্ষিত (বাহার বিষয় বলার ইচ্ছা করা হইতেছে, তাহাকে বিবক্ষিত বলে) অর্থাৎ



অভিপ্রেত আত্মা হৃদয়ে অর্থাৎ হৃদয়গুণরীকমধ্যে আকাশশব্দে বা ‘আকাশ’ এই  
এই নামে অভিহিত হন। সেই এই হৃদয়ের ইহাই নিরুক্তি অর্থাৎ নির্বচন বা  
যোগিকার্থ, অস্ত্র কিছু নহে ; যে হেতু, এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন,  
এই জ্ঞানই ইহার নাম হৃদয়। অভিপ্রায় এই যে, ‘হৃদয়’ শব্দের এই নির্বচন বা  
যোগিকার্থের প্রসিদ্ধি অনুসারেও নিজের হৃদয়েই যে আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন,  
ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এবং-বিৎ অর্থাৎ এই আত্মা হৃদয়েই  
আছেন, এইরূপ যিনি জানেন, সেই ব্যক্তি প্রতিদিনই সুষুপ্তিকালে স্বর্গলোক  
অর্থাৎ হৃদয়াকাশ নামক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। আচ্ছা, আত্মা যে হৃদয়েই বর্তমান  
আছেন, ইহা বাহারা জানে না, তাহারাও ত সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশাধ্য ব্রহ্মকে  
নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়, কেন না, পূর্বেই বলা হইয়াছে, “হে সোম্য ! তৎকালে অর্থাৎ  
সুষুপ্তিকালে সংপদার্থের সহিত সংযুক্ত বা মিলিত হয়।” হাঁ, এ কথা সত্য বটে,  
কিন্তু, তাহা হইলেও এ বিষয়ে একটু বিশেষ আছে, যেমন আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া  
জানুক বা নাই জানুক, সকল প্রাণীই সং-ব্রহ্ম-স্বরূপই, তথাপি ‘তৎ ত্বমসি’ এই  
বাক্যানুসারে প্রতিবোধিত বিদ্বান্ ব্যক্তি “আমি ব্রহ্মস্বরূপই, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে”  
নিজেকে এইরূপ জানিয়া সং-স্বরূপই হন ; ঠিক সেইরূপই বিদ্বান্ই হউন, আর  
অবিদ্বান্ই হউন, সুষুপ্তিকালে যদিও সং-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের  
সহিত মিলিত হন, তাহা হইলেও এবং-বিৎ অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ ‘আত্মা হৃদয়েই  
অবস্থিত’ এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন, বলা হইয়াছে ; কারণ,  
দেহপাত হইলেও অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও জ্ঞানী ব্যক্তির বিদ্বার ফল অবশ্যম্ভাবী,  
জ্ঞানীর সম্বন্ধে ইহাই বৈশিষ্ট্য। ( ভাব এই যে, বিদ্বান্ই হউন, আর অবিদ্বান্ই  
হউন, সুষুপ্তিকালে উভয়েই তুল্যভাবে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন, কিন্তু অবিদ্বান্  
তাহা অমুভব করিতে পারেন না, বিদ্বান্ পারেন ; বিশেষতঃ দেহত্যাগের পর  
বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত, অবিদ্বানের পক্ষে তাহা কোনকালেই  
সম্ভব নহে, এই জ্ঞানই বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন বলিয়া বিশেষরূপে নির্দেশ  
করা হইয়াছে ) ॥ ৩ ॥

অথ য এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুখ্যায় পরং জ্যোতি-  
রূপসম্পত্ত্ব স্মেন রূপেণাভিনিম্পত্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ,  
এতদমৃতম্, অভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি, তস্মা হ বা এতস্ম ব্রহ্মণো  
নাম সত্যমিতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—আর এই যে সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে কোনরূপ ক্রোধের



তৃতীয়: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭১৩

অমৃত্যুতি না থাকায় সম্পূর্ণ প্রসন্নতাভাগী জীব এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া অর্থাৎ শরীরাত্ম্যাব পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমজ্যোতির্ময় পর-রাষ্ট্রাকে লাভ করিয়া স্বকীয় স্বাভাবিকরূপে নিষ্কল হইয়া, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নকল্পিত অবস্থাব তাগ করিয়া নিজের স্বপ্রকাশ আনন্দময় ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই আত্মা অর্থাৎ জীবের প্রকৃতস্বরূপ, এ কথা সনৎকুমার বলিয়াছেন। ইহাই অমৃত ও ইহাই অভয় অর্থাৎ মৃত্যুভয়বিবর্জিত, এবং ইহাই ব্রহ্ম। সেই এই ব্রহ্মেরই নাম 'সত্য' ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—স্বষ্টিকালে স্বেনাত্মনা সত্য সম্পন্নঃ সন্ সম্যক্ প্রসীদতীতি। জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্বিশেষেজ্জিহ্মসংযোগজাতঃ কালুষ্য জহাতীতি সম্প্রসাদশব্দো যতপি সর্বজন্মানাং সাধারণঃ, তথাহ্যপোবৎ-বিৎ স্বর্গং লোকমেতীতি প্রকৃতত্বাৎ এষ সম্প্রসাদ ইতি সন্নিহিতবৎ বহুবিশেষাৎ সং, অথেন্দং শরীরং হিহা অস্মাচ্ছরীরং সমুখায় শরীরাত্ম্য-ভাবনাং পরিত্যাগ্যেত্যর্থঃ। ন তু আসনাদিব সমুখায়েতি ইহ বৃত্তং, স্বেন রূপেণেতি বিশেষণাৎ। ন হি অন্তত উখায় স্বরূপং সম্প্রসাদম্। স্বরূপমেব হি তন্ন ভবতি, প্রতিপত্তব্যং চেৎ ত্রাৎ। পরং পরমাত্মলক্ষণং বিজ্ঞপ্তিস্বভাবং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্বাস্থ্যমুপগম্যেতি। এতৎ যেন আত্মীয়েন রূপেণাভিনিপত্ততে, প্রাগেতস্তাঃ স্বরূপসম্পত্তেঃ অবিচ্ছিন্না দেহমেবাপরং রূপমাত্মদ্বেনোপগত ইতি ইত্যদপেক্ষ্য ইদমুচ্যতে, স্বেন রূপেণেতি। অশরীরতা হি আত্মনঃ স্বরূপং, যৎ স্বং পরং জ্যোতিঃস্বরূপমাপত্ততে সম্প্রসাদঃ, এষ আত্মেতি হোবাচ—“স জ্ঞায়ৎ” ইতি যঃ ক্রত্যা নিযুক্তোহস্তেবাসিতাঃ। কিঞ্চ, এতদমৃতমবিনাশি ভূমা, “যো বৈ ভূমা তদমৃতম্” ইত্যুক্তম্, অত এবাভয়ং, ভূয়ো দ্বিতীয়াভাবাৎ, অত এতৎ ব্রহ্মেতি। তস্ম হ বৈ এতস্ম ব্রহ্মণো নাম অভিধানম্। কিন্তু ? সত্যমিতি। সত্যং হি অবিভক্তং ব্রহ্ম, “তৎ সত্যং স আত্মা” ইতি হ্যুক্তম্। অথ কিমর্থমিদং নাম পুনরুচ্যতে ? তদুপাসনবিস্তৃত্যর্থম্ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—স্বষ্টিকালে স্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপ সংপদার্থের সহিত সম্পন্ন অর্থাৎ একীভূত হইয়া সম্যক্-ভাবে প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের সংযোগ হইতে সজ্ঞাত কালুষ্য বা অবস্থাব পরিত্যাগ করে বলিয়া সম্প্রসাদ-শব্দটি যদিও সাধারণভাবেই সমস্ত প্রাণীর বাচক হয়, তাহা হইলেও ‘এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন’ এইরূপ প্রকরণ বা প্রস্তাব থাকায়, বিশেষতঃ ‘এই সম্প্রসাদ’ এ স্থলে সন্নিহিতবস্ত-বোধক ‘এষঃ’ (এই) এই পদটির প্রয়োগ থাকায় ‘সম্প্রসাদ’ শব্দ দ্বারা ‘এবংবিৎ’ অর্থাৎ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ জীবকেই বুঝিতে হইবে। অনন্তর সেই সম্প্রসাদ এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া ‘এই শরীরই আত্মা’ এইরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া—এ স্থানে “সমুখায়” অর্থাৎ সমুখিত হইয়া বলিতে



লোকে যেমন আসন হইতে উখিত হয়, সেইরূপ উত্থান করা অর্থ বুঝাইবে না, কারণ, 'স্বেন রূপেণ' অর্থাৎ স্বীয়রূপে বলিয়া বিশেষ করা হইয়াছে, আরও এখানে বুঝিতে হইবে যে, অল্প কোন বস্তু হইতে উখিত হইলে স্বরূপসম্পত্তি বা স্বরূপলাভ সম্ভব হয় না, কারণ, যে বস্তু প্রতিপত্তব্য অর্থাৎ প্রাপ্তব্য, যে বস্তুকে লাভ করিতে হয়, তাহা কখনই স্বরূপ হইতে পারে না। পর অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তিস্বভাব (জ্ঞানস্বরূপ) পরমাশ্রুত জ্যোতিষ্ময় পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করত (স্বকীয়ভাব বা নিজস্বরূপে অবস্থিত হইয়া) নিজস্বরূপে অভিনিম্পন্ন হয়, অর্থাৎ নিজের যথার্থ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। এই স্বরূপসম্পত্তির পূর্বে অবিজ্ঞা দ্বারা অপর রূপ অর্থাৎ আত্মা হইতে পূর্ক অনাত্ম-দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিত, সেই অজ্ঞান অবস্থার তুলনাতই 'স্বেন রূপেণ' স্ব-স্বরূপে নিম্পন্ন হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, কারণ, অশরীরতা বা শরীরাতাবই আত্মার যথার্থ স্বরূপ। ঋতি 'স ত্রয়াৎ' তিনি বলিবেন, এইরূপে শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার জন্ত যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি, সম্প্রসাদ যে পরজ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহাই আত্মা, এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আরও দেখ—এই পরজ্যোতিঃ অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী ভূমি; পূর্কেই বলা হইয়াছে—“যাহা ভূমি, তাহাই অমৃত” অতএব অভয়, অমৃত ভূমি বলিয়াই ভয়রহিত, কারণ, ভূমির আর দ্বিতীয় বলিয়া কিছু নাই, যাহা হইতে ভয় হইতে পারে, কাজেই অভয়। ( ভাবার্থ এই যে—বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টির আদিতে যিনি প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি এই বিশাল জগতে একাকী অবস্থান করিয়াও কোন ভয় অনুভব করেন নাই। তাঁহার ভয় না পাওয়ার কারণ কি, তাহা ঋতি নিজেই বলিয়াছেন—“কস্মাদ্ধি অভেদ্যং ? দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি” অর্থাৎ সেই প্রথম সৃষ্ট পুরুষ কহা হইতে ভীত হইবেন ? দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই তাহা হইতে ভয় হইতে পারে, প্রথম সৃষ্টিতে যখন একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহ ছিল না, তখন কিছু হইতেই তাঁহার ভয়ের কারণ ঘটতে পারে না। এ স্থানেও সেই বিষয়ই বলা হইয়াছে, সর্বব্যাপী ভূমি ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই যখন নাই, তখন তাঁহার ভয়ও নাই, এই জন্তই তিনি অভয় ) এবং এই জন্তই ইহা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ। সেই এই ব্রহ্মের নাম অর্থাৎ অভিধান, কি সেই নাম ? না, সত্য, যে হেতু, ব্রহ্মই একমাত্র অবিতণ্ড অর্থাৎ যথার্থ সত্য, কারণ, পূর্কেই বলা হইয়াছে, “তাহাই সত্য, তিনিই আত্মা”। আচ্ছা, এই নামের পুনরুল্লেখ করার কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তাঁহার উপাসনাবিধির স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসার নিমিত্ত ॥ ৪ ॥



তৃতীয়: খণ্ড: ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭১৫

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরানি স-তী-য়মিতি, তৎ যৎ সৎ, তদমৃতম্, অথ যৎ তি, তন্মর্ত্যম্, অথ যৎ যৎ, তেনোভে যচ্ছতি, যদনেনোভে যচ্ছতি, তস্মাৎ যম্, অহরহৰ্বা এবংবিৎ স্বৰ্গং লোকমেতি ॥ ৫ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্ত তৃতীয়: খণ্ড: ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই তিনটি অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মের নামাক্ষর—‘স’, ‘তী’ (ত্) ও ‘যম্’ (সত্য)। তাহার মধ্যে যাহা ‘সৎ’ (‘স’ অক্ষর) তাহা অমৃত, আর যে ‘তি’ (‘ত্’ অক্ষর) তাহা মর্ত্য অর্থাৎ বিনশ্বর, আর যে-টি ‘যম্’ তাহা দ্বারা উভয় অর্থাৎ ‘স’ ও ‘ত’ এই দুইটি অক্ষরই নিয়মিত হইতেছে, অর্থাৎ অমৃত ও মর্ত্য উভয়কেই নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছে। যে হেতু, ‘যম্’ এই অক্ষরের দ্বারা ‘স’ ও ‘ত্’ এই দুইটি অক্ষরই বনিত বা নিয়মিত হইতেছে, সেই হেতুই ইহার নাম ‘যম্’। এবংবিৎ অর্থাৎ উক্তরূপ নামতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতদিনই স্রষ্টৃশক্তিকালে স্বৰ্গলোকে গমন করেন ॥ ৫ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তভাষ্যম্।**—তানি হ বা এতানি ব্রহ্মণো নামাক্ষরানি ত্রীণ্যেতানি—স-তী-য়মিতি, স-কারস্ত-কারো যমিতি চ। ঙ্গ-কারস্ত-কারে উচ্চারণার্থেহনুবন্ধঃ, ব্রহ্মনৈবাক্ষরেণ পুনঃ প্রতিনির্দেশাৎ। তেবাং তৎ তত্র যৎ সৎ সকারঃ, তমৃতং সদ্ব্রহ্ম; অমৃত-বাচকত্বাদমৃত এব স-কারঃ ত-কারাস্তো নির্দিষ্টঃ। অথ যৎ তি-কারঃ, তৎ মর্ত্যম্। অথ যৎ যম্ অক্ষরং, তেনাক্ষরেণ অমৃত-মর্ত্যোখ্যে পূর্বে উভে অক্ষরে যচ্ছতি যময়তি নিয়ময়তি বর্ণাকরোতি আত্মনেত্যর্থঃ। যৎ যস্মাদনেন যমিত্যেতেনোভে যচ্ছতি, তস্মাৎ যম্, সংযতে ইব হি এতেন যমা লক্ষ্যতে। ব্রহ্মনামাক্ষরস্তাপি ইদমমৃতত্বাদি-ধর্ম্মবৎ মহাভাগ্যং, কিমুত নামবতঃ? ইত্থাপাত্ত্বায় স্তূর্যতে ব্রহ্মনামনির্দেচনেন এবংনামবতো বেত্তা এবং-বিৎ। অহরহৰ্বা এবংবিৎ স্বৰ্গং লোকমেতীত্যুক্তার্থম্ ॥ ৫ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্ত তৃতীয়খণ্ডোভ্যম্ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ।**—‘স’ ‘তী’ ‘যম্’ এই তিনটি ব্রহ্মের নামাক্ষর অর্থাৎ ‘স’ ‘ত্’ ও ‘যম্’ (সত্য)। ত-কারে যে দীর্ঘ ঙ্গ-কার অনুবন্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত আছে, তাহা কেবল স্থখে উচ্চারণের নিমিত্ত, প্রকৃতপক্ষে উহার কোন সার্থকতা নাই, কেন না, পরেই আবার ব্রহ্ম ই-কারের দ্বারাও নির্দেশ গ্রহিয়াছে, স্তূতরাং ব্রহ্ম ই-কার অনুবন্ধই হউক, অথবা দীর্ঘ ঙ্গ-কার অনুবন্ধই বা কুক, উভয়ই উচ্চারণের সৌকর্য্যার্থ, উপযোগিতা কিছুই নাই। তাহাদের মধ্যে



যেটি 'সৎ' অর্থাৎ স-কার, তাহা অমৃতস্বরূপ সৎ-ব্রহ্ম, অমৃতবাচক বলিয়া অমৃতস্বরূপ স-কারই ত-কারান্তরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর যে 'তি' বা ত-কার, তাহা মর্ত্য বা বিনশ্বর। আর যে 'যম্' এই অক্ষর, সেই অক্ষরের দ্বারা অমৃত ও মর্ত্যনামক 'স' ও 'ত' পূর্ববর্তী এই দুইটি অক্ষরকে যমিত অর্থাৎ নিয়মিত করিতেছে, অর্থাৎ স্বভাবতই বশীভূত করা হইতেছে। যে হেতু, 'যম্' এই অক্ষরটি দ্বারা 'স' ও 'ত' এই দুইটি অক্ষরকেই নিয়মিত করা হইতেছে, সেইজন্যই ইহা 'যম্', কারণ 'যম্' অক্ষরটি দ্বারা ঐ দুইটি অক্ষরই যেন সংযত বা সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মের নামের এই অক্ষরসমূহেরও যখন এই অমৃতত্বাদি ধর্ম-সম্বন্ধরূপ মহা সৌভাগ্য, তখন নামবিশিষ্ট অর্থাৎ যিনি নামের অধিকারী, তাঁহার ভাগ্যবন্ত্যন্বয়ে কিছু বলাই বাহুল্য। এইরূপে উপাস্ত্রব্ধের নিমিত্ত অর্থাৎ উপাস্ত্র প্রতীপাদনের জন্য ব্রহ্মের 'সত্য' এই নামের নির্বচন অর্থাৎ নিরুক্তি বা যোগিকার্থ প্রদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মের স্তব করা হইতেছে। যিনি এইরূপ নামবিশিষ্ট বা নামী বা নামের অধিকারীকে জ্ঞানেন, তিনিই এবংবিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ। একবিং ব্যক্তি প্রতিদিনই সুষুপ্তিকালে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ হৃদয়াকাশ নামক ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন, ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের "সত্য" এই নামের মধ্যে যে স-কার, ত-কার ও য-কার এই তিনটি বর্ণ আছে, ইহার মধ্যে স-বর্ণ সদব্রহ্মের অমৃতবোধকতানিবন্ধন অমৃত অর্থে প্রযুক্ত। আর ঐ তিন বর্ণের মধ্যে যে ত-কার বিদ্যমান, তাহা মর্ত্য এবং উক্ত সত্য-নামান্তর্গত য-কার নিয়মকারক, অর্থাৎ অমৃত ও মর্ত্যাত্ম্য বর্ণদ্বয়কে বশীভূত করে। যে হেতু, 'য' এই বর্ণ অমৃত ও মর্ত্যাত্ম্য বর্ণদ্বয়কে বশীভূত করে, সুতরাং জানা যায় যে, য-কারই আদিতো সংযত করিয়াছে এবং ব্রহ্মের "সত্য" এই নামবর্ণত্রয়, অর্থাৎ স-কার, ত-কার ও য-কার ইহাদিগের অমৃতত্বাদি ধর্মবত্তা আছে; অতএব যখন নামাক্ষরেরই অমৃতত্বাদি ধর্ম আছে, তখন সেই নামবিশিষ্টের যে অমৃতত্বাদি ধর্ম থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি এই প্রকারে প্রতিদিন ব্রহ্মনামাক্ষরের আরাধনা দ্বারা তাঁহার মহিমা জানিতে পারেন, তিনিই স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্থঃ খণ্ডঃ

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধ্বতিরেবাং লোকানামসম্ভেদায়,  
নৈতৎ সেতুমহোরাত্রে তরতঃ, ন জরা, ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন  
স্বকৃতং, ন দুষ্কৃতং, সর্বৈ পাপানোহতো নিবর্তন্তে, অপহতপাপা  
হেয ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর পূর্বোক্ত যে আত্মা, তাহাই এই সমস্ত জগতের অস-  
ম্ভেদের অর্থাৎ অমিশ্রণের জগৎ ( সম্ভেদ অর্থাৎ পরস্পর সন্নিশ্রণ, যাহাতে সমস্ত  
পরস্পর মিশ্রিত হইয়া একাকার না হইয়া যায় তজ্জগৎ) বিধ্বতি অর্থাৎ ধারক বা  
বিশেষরূপ ব্যবস্থাকারক সেতুস্বরূপ ( মৃত্যু সেতু ( আ'ল ) যেমন নিজের ও অতের  
ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপক বা পার্থক্যসম্পাদক সেইরূপ ) । দিবা ও রাত্রি এই সেতুকে  
অতিক্রম করিতে পারে না, জরা ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, মৃত্যু ইহাকে  
অতিক্রম করিতে পারে না, শোক ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, পুণ্য  
ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, পাপও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ।  
সমস্ত পাপই ইহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ পাপ ইহার নিকট আসিতে  
পারে না, দূরে দূরে থাকে, কারণ, এই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ লোক অপহত-  
পাপা অর্থাৎ নিষ্পাপ বা সর্বপাপধ্বংসী ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ য আত্মেতি । উক্তলক্ষণে যঃ সম্প্রসাদঃ, তস্য স্বরূপঃ  
বক্ষ্যমাণৈকজৈরনুজ্জৈষ্ঠ গুণৈঃ পুনঃ সূর্যতে, ব্রহ্মচর্যসাধনসম্বন্ধার্থম্ । য এব যথোক্তলক্ষণ  
আত্মা, স সেতুরিব সেতুঃ ; বিধ্বতির্বিধরণঃ, অনেন হি সর্বং জগৎ বর্ণাশ্রমাডিক্রিয়াকারক-  
ফলাদিভেদনিয়মৈঃ কর্তৃরনুরূপঃ বিদধতা বিধৃতম্ । অস্ত্রিয়মাণং হীম্বরেণেদং বিখং বিনশ্চেত  
যতঃ, তস্মাৎ স সেতুর্বিধ্বতিঃ । কিমর্থং স সেতুঃ ? ইত্যাহ—এবাং ভূবাদীনাম লোকানাম  
কর্তৃ-কর্ম-ফলাশ্রয়ানামসম্ভেদায় অবিদারণায় অবিনাশায়ৈত্যেতৎ । কিং বিশিষ্টশাস্তৌ সেতুঃ ?  
ইত্যাহ—নৈনং সেতুমান্বানমহোরাত্রে সর্বত্র জনিমতঃ পরিচ্ছেদকে সতী নৈতং তরতঃ ;  
যথা অগ্নে সংসারিণঃ কালেনাহোরাত্রাদিলক্ষণেন পরিচ্ছেদ্যঃ, ন তথা অয়ং কালপরিচ্ছেদ  
ইত্যভিপ্রায়ঃ ; “যস্মাদর্কাক্ সংবৎসরোহহোতিঃ পরিবর্ততে” ইতি ঋতাস্ত্রয়াৎ । অত  
এবৈনং ন জরা তরতি ন প্রাপ্নোতি ; তথা ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন স্বকৃতং, ন দুষ্কৃতম্ ; স্বকৃত-  
দুষ্কৃতে ধর্মাদর্শো । প্রাপ্তিরত্র তরণ-শব্দেনাভিপ্রোতা, নাতিক্রমণম্ ; কারণং হাত্মা, ন শক্যং  
হি কারণাতিক্রমণং কর্তুং কার্যেণ । আহোরাত্রাদি চ সর্বং সত্যং কার্যম্ । অনেন হি



অন্তঃ প্রাপ্তিরতিক্রমণং বা ক্রিয়তে, ন তু তেনৈব তন্ত্ৰ ; ন হি ঘটেন যৎ প্রাপ্যতে অভিক্রম্যতে বা । যদপি পূৰ্বে “য আত্মা অপহতপাপু” ইত্যাদি প্রতিষেধ উক্ত এব, তথাপিহ অয়ং বিশেষঃ,—ন তরতীতি প্রাপ্তিবিষয়ত্বং প্রতিষিধ্যতে । তত্রাবিশেষেণ জ্ঞানভাবমাহ-মুক্ত্য । অহোরাাত্রা উক্তা অনুক্তাশ্চাত্রে সৰ্ব্বে পাপান উচ্যন্তে ; অতোহশ্বানামনঃ সেতোর্নিবর্তন্তেহপ্রাপ্যেবেত্যর্থঃ । অপহতপাপু হি এষ ত্রৈলোক্য লোকো ব্রহ্মলোক উক্তঃ । ১১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—‘অনন্তর যে আত্মা’ ইহাই বলিয়া নিজের বক্তব্য আরম্ভ করিতেছেন, পূর্বোক্তরূপ যে সম্প্রসাদ, ব্রহ্মচর্যসাধনের সহিত যে ইহার সম্বন্ধ বা সংস্রব আছে, ইহাই প্রতিপাদনের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ, উক্ত ও অনুক্ত গুণসমূহের দ্বারা তাঁহার স্বরূপের স্তব করা হইতেছে । পূর্বে যে আত্মার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণবিশিষ্ট এই যে আত্মা, ইনি সেতু অর্থাৎ সেতুর ত্রায় । বিধ্বতি অর্থাৎ বিধরণ বা ধারণকর্তা বা ব্যবস্থাপক, কারণ, বর্ণ ও আশ্রমাদিবিহিত ক্রিয়া, কারক (কর্তা) ও ফল প্রভৃতির ভেদের নিয়ম বা যথাযথ শৃঙ্খলাবিধানের দ্বারা কর্তার অনুরূপ বা কর্তার যোগ্য ব্যবস্থাপূর্বক ইনিই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধারণ করিয়া আছেন, যে হেতু জগৎ এই জগৎকে ধারণ করিয়া না রাখিলে ইহা ধ্বংস হইয়া যাইত, এই জন্তই তিনি বিধ্বতি অর্থাৎ জগতের ধারণকর্তা সেতুস্বরূপ । কেন তিনি সেতুস্বরূপ ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, কর্তা, কর্ম ও কর্মফলসমূহের আশ্রয়স্বরূপ এই ভূঃ ভুবঃ ইত্যাদি লোকসমূহের অসম্ভেদ অর্থাৎ অবিদারণ বা অবিনাশের নিমিত্তই (এই লোকসমূহ যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, এই জন্ত) তিনি সেতুস্বরূপ । এই সেতুটি কি কি গুণবিশিষ্ট ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দিবা ও রাত্রি সমস্ত জন্ত বা সৃষ্ট পদার্থের পরিচ্ছেদক অর্থাৎ সীমানির্দেশক বা পরিমাণকারী হইলেও (উৎপত্তিঞ্জীল পদার্থসমূহের স্থায়িত্বের পরিমাণজ্ঞাপক হইলেও) এই আত্মারূপ সেতুকে অতিক্রম করিতে পারে না, (দিবা ও রাত্রিও তাঁহারই নির্দেশানুসারে চালিত হইতেছে) । অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃ সংসারী ব্যক্তিগণ যেরূপ অহো-রাত্রাদিরূপ কালের অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃ সংসারী ব্যক্তিগণ যেরূপ অহো-রাত্রাদিরূপ কালের দ্বারা পরিচ্ছেদ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হইবার যোগ্য, এই আত্মারূপ সেতু সেরূপ কালপরিচ্ছেদ নহেন, অর্থাৎ ইনি অসীম, সীমাবদ্ধ নহেন ; কারণ, স্রষ্টব্যস্তরে আছে, “দিবা-রাত্রির সহিত সংবৎসররূপ কাল অথবা সংবৎসরাত্মক দিন-রাত্রিরূপে বাঁধা হইতে নিম্নে পরিলক্ষণ করিতেছে” । অতএব জরা ইহাকে উত্তীর্ণ হইতে পারে না অর্থাৎ প্রাপ্ত হইতে পারে না ; এইরূপ মৃত্যু, শোক, সুকৃত, দুষ্কৃত কিছুই ইহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ; সুকৃত অর্থাৎ ধর্ম, আর দুষ্কৃত অর্থাৎ



চতুর্থঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭১৯

অর্থঃ । এখানে ‘তরুণ’ (তরতঃ) শব্দের অর্থ প্রাপ্তি, ইহাই উপনিষৎকারের অভিপ্রায়, অতিক্রমণ বা উল্লঙ্ঘন অর্থ নহে, যে হেতু, আত্মাই সকলের কারণ, কার্য বা সৃষ্ট পদার্থ কখনই কারণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, দিবা রাত্রি প্রভৃতি সংবৎসরাত্মক কালের অবয়বসমূহ সংস্করণ আত্মারই কার্য; অতএব অহো-রাত্রীাত্মক কাল কখন নিজের কারণস্বরূপ আত্মাকে অতিক্রমণ করিতে পারে না। অতঃ কোন পদার্থ অতঃ কোন পদার্থকে প্রাপ্ত হইতে বা অতিক্রমণ করিতে পারে বটে, কিন্তু নিজেকে অতিক্রমণ করিতে বা প্রাপ্ত হইতে কখনই পারে না, যে হেতু, ঘট কখনই নিজের কারণস্বরূপ মৃত্তিকাকে প্রাপ্ত হইতে বা অতিক্রমণ করিতে পারে না। “য আত্মা অপহতপাপু” এই বাক্য দ্বারা পূর্বে যদিও আত্মার পাপসংস্পর্শ নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও এখানে বিশেষ এই যে, ‘ন তরুণি’ এই বাক্য দ্বারা প্রাপ্তিবিষয়ের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে পাপ দ্বারা সৃষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা নাই; আর সে স্থানে কেবল সাধারণভাবে জরা শোক প্রভৃতি ধর্মের সম্বন্ধাভাবই বলা হইয়াছে। অহো-রাত্রি প্রভৃতি উক্ত অনুরূপ বা কিছু সমস্তই ‘পাপু’ অর্থাৎ পাপ বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ এখানে ‘পাপু’ এই শব্দের দ্বারা দিবা-রাত্রি প্রভৃতি উক্ত অনুরূপ সকল বিষয়কেই বুঝাইবে। ‘অতঃ’ অর্থাৎ এই আত্মারূপ সেতু হইতে তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করে। অপহতপাপু এই আত্মাই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মই লোক-স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

তস্মাদ্ভা এতৎ সেতুং তীর্থং অন্ধঃ সন্মনস্কো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্মবিন্দো ভবতি, উপতাপী সন্মরূপতাপী ভবতি, তস্মাদ্ভা এতৎ সেতুং তীর্থং হিপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে, সক্রুদ্ধিতাতো হেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—এ নিমিত্ত এই আত্মারূপ সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া অন্ধ হইলেও অর্থাৎ পূর্বে দৈহিকসম্বন্ধবশতঃ দৃষ্টিহীন থাকিলেও দেহত্যাগের পর আনন্দ বা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন। পূর্বে দেহসম্বন্ধকালে বিদ্ধ বা দুঃখপীড়িত থাকিলেও দেহ-ত্যাগান্তে অবিন্দ বা সর্বদুঃখবিমুক্ত হন। পূর্বে অর্থাৎ যত দিন দেহসম্বন্ধ ছিল, তখন উপতাপী অর্থাৎ রোগাদি দ্বারা সন্তপ্ত থাকিলেও দেহত্যাগান্তে আত্মা-সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ববিধ উপতাপ হইতে বিমুক্ত হন। এই জন্তই এই আত্মারূপ সেতুকে প্রাপ্ত হওয়ার পর বা ইহাকে বিশেষরূপে জানার পর রাত্রিও তাঁহার পক্ষে দিনে



পরিণত হয়, কেন না, উক্ত ব্রহ্মরূপ লোক সৰুদ্বিভাত অর্থাৎ নিত্যই প্রকাশাত্মক ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রহ্মবাদ।**—যন্মাচ্চ পাপপুকার্য্যম্ আত্মাদি শরীরবতঃ ত্রাৎ, ন তু অশরীরশ্চ, তন্মার্ধে এতমাত্মানং সেতুং তীৰ্হী প্রাপ্য অনন্ধো ভবতি, দেহবদ্ধে পূর্বমন্ধোহপি সন্। তথা বিদ্ধঃ সন্ দেহবদ্ধে, দেহবিয়োগে সেতুং প্রাপ্য অবিদ্ধো ভবতি। তথা উপতাপী রোগাহুপতাপবান্ সন্ অনুপতাপী ভবতি। কিঞ্চ, যন্মাৎ অহোরাত্রে ন স্তঃ সেতো, তন্মাৎ বৈ এতং সেতুং তীৰ্হী প্রাপ্য নক্তমপি তমোরূপং রাত্রিরপি সর্বমহবেব অভিনিম্পত্ততে; বিজ্ঞপ্ত্যাত্মজ্যোতিঃস্বরূপম্ অহরিবাহঃ সর্দৈকরূপঃ বিদ্বঃ সম্পত্ততে ইত্যর্থঃ। সৰুদ্বিভাতঃ সদা বিভাতঃ সর্দৈকরূপঃ স্বেন রূপেণৈব ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—যে হেতু, শরীরীদিগের অন্ধত্বাদিদোষ সমূহ পাপেরই কার্য্য বা ফল, অশরীরীর পক্ষে উক্ত দোষ ঘটিতে পারে না, সেই হেতু, পূর্বে শরীরী অবস্থায় অর্থাৎ যখন শরীরসম্বন্ধ ছিল, তখন অন্ধ থাকিলেও এই আত্মারূপ সেতুকে প্রাপ্ত হইলে অনন্ধ অর্থাৎ চক্ষুস্থান বা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সেইরূপ দেহধারণকালে বিদ্ধ অর্থাৎ দুঃখার্ভ অথবা শস্ত্রবিদ্ধ থাকিলেও দেহ-ত্যাগানন্তর সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্ধ বা দুঃখশূন্য অথবা আঘাতযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়। এইরূপ অর্থাৎ পূর্বে দেহধারণকালে উপতাপী অর্থাৎ রোগশোকাদি দ্বারা উপতপ্ত বা সন্তপ্ত থাকিলেও দেহত্যাগান্তে সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া উপতাপ হইতে মুক্ত হয়। আরও দেখ, যে হেতু, উক্ত আত্মারূপ সেতুতে অহো-রাত্রি নাই, সে জন্ত এই সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া নক্ত অর্থাৎ অন্ধকারাত্মক রাত্রিও সম্পূর্ণভাবেই দিনরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট বিজ্ঞানাত্মক আত্মজ্যোতিঃ-স্বরূপ দিবস—দিবসের গ্রাহ্যই দিবস, সর্বদাই একরূপে প্রতিভাত বা বিবেচিত হয়। ব্রহ্মলোক সৰুদ্বিভাত অর্থাৎ সর্বদাই প্রভাবিত, অর্থাৎ সর্বদাই নিজরূপে একরূপই থাকেন, কখন কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না ॥ ২ ॥

তৎ যে এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি, তেষামে-  
বৈষ ব্রহ্মলোকঃ, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—পূর্বসিদ্ধান্তানুসারে ইহাই জানা গেল যে, যাহারা ব্রহ্মচর্য্য-পালন দ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, উক্ত ব্রহ্মলোক কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধেই সিদ্ধ হয়, এবং তাঁহাদেরই সমস্ত লোকে কামচার বা স্বাভাব্যলাভ ঘটে, অপরের হয় না ॥ ৩ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।



চতুর্থঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭২১

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—তত্রৈব সতি এতৎ যথোক্তং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ  
জীবীষয়ত্বকাত্যাগেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমমু বিদন্তি স্বাস্ত্র-সংবেত্তামাপাদয়ন্তি যে,  
তেষামেব ব্রহ্মচর্য্যসাধনবতাং ব্রহ্মবিদাম্ এষ ব্রহ্মলোকঃ, নান্তেষাং জীবীষয়সম্পর্কজাত-  
ত্বানাং ব্রহ্মবিদামপীত্যর্থঃ। তেষাং সর্কেষু লোকেষু কামচারো ভবতীত্যুক্তার্থম্।  
তস্যাং পরমমেতৎ সাধনং ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মবিদামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রাঠক্য চতুর্থখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইহাই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন বুঝিতে  
হইবে যে, যাহারা শাস্ত্রানুশাসন ও আচার্য্যের নিকট উপদেশপ্রাপ্তির পর জীবী-  
বিষয়ক লালসা পরিত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্বোন্নিখিত এই ব্রহ্ম-  
লোকে লাভ করেন, অর্থাৎ নিজেদের অনুভবগম্য বা অনুভবের বিষয়ীভূত  
করেন, ব্রহ্মচর্য্যরূপ সাধন বা উপায়সম্বিত সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদগণেরই এই ব্রহ্ম-  
লোকলাভ হয়, কিন্তু অপর যাহারা জীবীবিষয়কসম্পর্কে তৃষ্ণা বা লালসাসম্পন্ন,  
অর্থাৎ জীসন্তোগবাসনা যাহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ  
হইলেও ব্রহ্মলোকলাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। সমস্ত লোকেই তাহাদের  
কামচার হয়, ইহার অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, স্মরণ্য পুনরুক্তি নিম্নয়োজন।  
অতএব এই ব্রহ্মচর্য্যই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যরূপ উপায় অবলম্বনই ব্রহ্মবিদগণের গম্কে  
পরম বা উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া জানিবে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রাঠকে চতুর্থ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## অষ্টমপ্রপাঠকে

### পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথ যদ্যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব  
যো জ্ঞাতা তৎ বিন্দতে, অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব  
তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট। আত্মানমনুবিন্দতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—আর, যাহাকে ‘যজ্ঞ’ বলা হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই, কারণ,  
যিনি জ্ঞাতা অর্থাৎ শাস্ত্রের মন্থাভিজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই তাহা অর্থাৎ ব্র-  
হ্মলোক প্রাপ্ত হন। আর যাহাকে ‘ইষ্ট’ বা উপাসনা বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই,  
যে হেতু, লোকসমূহ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই উপাসনা করিয়া আত্মাকে অর্থাৎ  
ব্রহ্মলোককে লাভ করে ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্যম্।**—য আত্মা সেতুত্বাদিগুণৈশ্চতঃ, তৎপ্রাপ্তয়ে জ্ঞানসহকারি-  
সাধনাস্তরং ব্রহ্মচর্য্যাত্মং বিধাতব্যমিত্যাহ, যজ্ঞাদিভিঃ তৎ স্তোতি কৰ্ত্তব্যার্থম্। অথ  
যৎ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে লোকে পরমপুরুষার্থসাধনং কথয়ন্তি শিষ্টাঃ, তৎ ব্রহ্মচর্য্যমেব। যজ্ঞশপি  
যৎ ফলং, তৎ ব্রহ্মচর্য্যবান্ লাভতে; অতো যজ্ঞোহপি ব্রহ্মচর্য্যমেবেতি প্রতিপত্তব্যম্। কথং  
ব্রহ্মচর্য্যং যজ্ঞঃ? ইত্যাহ, ব্রহ্মচর্য্যেণৈব হি যস্মাৎ যো জ্ঞাতা, স তৎ ব্রহ্মলোকং যজ্ঞশপি  
পারম্পর্য্যেণ ফলভূতং বিন্দতে লাভতে; ততো যজ্ঞোহপি ব্রহ্মচর্য্যমেবেতি। যো জ্ঞাতা—  
ইত্যক্ষরানুবৃত্তে: যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যমেব। অথ যৎ ইষ্টমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। কথং?  
ব্রহ্মচর্য্যেণৈব সাধনেন তমীশ্বরমিষ্টম্। পূজয়িত্বা, অথবা এষণাম্ আত্মবিবরণং কৃ-  
তমাত্মানমনুবিন্দতে। এষণাৎ ইষ্টমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্ব্বখণ্ডে সেতুত্বাদি গুণের দ্বারা যে  
আত্মার স্তব বা প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানের  
সহকারী ব্রহ্মচর্য্য নামক অল্পবিধ সাধন বা উপায় বিধান করা আবশ্যক, ইহাই  
বলিবার নিমিত্ত এই পঞ্চমখণ্ড আরম্ভ করিতেছেন, এবং তাহাই করিবার নিমিত্ত  
অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে লোকের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞাদি দ্বারাও তাহার  
স্তব বা গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। এই জগতে শিষ্ট বা সাধু ব্যক্তিগণ যাহাকে  
পরমপুরুষার্থসাধন অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ যজ্ঞ এই নামে অভিহিত  
করেন, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই। যজ্ঞের যে ফল, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিই লাভ  
করিয়া থাকেন, অতএব যজ্ঞও যে ব্রহ্মচর্য্যই, ইহাই জানিবে। ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ  
ইহল কিরূপে? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, যে হেতু, যিনি জ্ঞাত



অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি পরম্পরাসম্বন্ধে যজ্ঞেরও কলস্বরূপ সেই ব্রহ্মলোককে লাভ করিয়া থাকেন, এই জন্তই যজ্ঞও ব্রহ্মচর্য্যই। বিশেষতঃ ‘যো জ্ঞাতা’ এ স্থানে ‘য’ ও ‘জ্ঞ’ এই দুইটি অক্ষরের অন্তর্বৃত্তিবশতও অর্থাৎ অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেও যজ্ঞ ব্রহ্মচর্য্যই। (এ স্থানে বক্তব্য এই যে—যজ্ঞের ব্রহ্মচর্য্যত্ব সংস্থাপনের জন্ত যে ‘যঃ জ্ঞাতা’ এই কথা বলা হইয়াছে, এই ‘য’ ও জ্ঞাতার ‘জ্ঞ’ এই দুইটি অক্ষর ‘যজ্ঞ’ এই শব্দেও আছে, এই আক্ষরিক সাদৃশ্য থাকায় যজ্ঞে ব্রহ্মচর্য্যত্বসংস্থাপনের অন্ততম কারণ, এই জন্তই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “অক্ষরানু-বৃত্তেঃ” ইতি) আর যাহা ‘ইষ্ট’ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই। কিরূপে ব্রহ্মচর্য্য? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্যরূপ সাধন বা উপায় দ্বারা সেই ঈশ্বরকে পূজা করিয়া অথবা আত্মবিষয়িনী এষণা অর্থাৎ অনুসন্ধান করিয়া, (অথবা এষণা অর্থাৎ আত্মলাভের ইচ্ছা করিয়া) তাহার পর সেই আত্মাকে লাভ করিয়া থাকে। এষণাহেতু ইষ্টও ব্রহ্মচর্য্যই। (ভাবার্থ এই যে—আত্মলাভের এষণা বা ইচ্ছাবশতঃ যেমন লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, তেমনই উপাসনা কার্য্যও আত্মলাভের বাসনাতেই লোকসমূহ অনুষ্ঠান করে, এইরূপে এষণার সহিত সাদৃশ্য থাকায় ইষ্ট ও ব্রহ্মচর্য্যের একত্ব অভিহিত হইয়াছে) ॥ ১ ॥

অথ যৎ সজ্জায়ণমিত্যাচক্ৰতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতে, অথ যন্মৌনমিত্যাচক্ৰতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হেবাত্মানমনুবিণ্ড মনুতে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—আর যাহাকে ‘সজ্জায়ণ’ বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপই; কারণ, লোকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই সংস্বরূপ আত্মা হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিয়া থাকে। আর যাহাকে ‘মৌন’ বলা হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই, কেন না, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আত্মাকে জানিতে পারিয়া পশ্চাৎ মনন বা ধ্যান করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যৎ সজ্জায়ণমিত্যাচক্ৰতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, তথা সতঃ পরম্বাদাত্মনঃ আত্মনস্ত্রাণং ব্রহ্মণং ব্রহ্মচর্য্যসাধনেন বিন্দতে; অতঃ সজ্জায়ণ-শব্দমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। অথ যন্মৌনমিত্যাচক্ৰতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণৈব সাধনেন যজ্ঞঃ সন্ আত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যাত্মামনুবিণ্ড পশ্চাৎ মনুতে ধ্যায়তি; অতো মৌন-শব্দমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর যাহাকে ‘সজ্জায়ণ’ অর্থাৎ বহু-যজ্ঞদানক যজ্ঞদিশেষ বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই, কারণ, পুরোক্ত ‘যজ্ঞ’ ও



‘ইষ্টে’ আয় ব্রহ্মচর্যের অন্তর্ধান দ্বারাই সংস্করণ পরমায়া হইতে আত্মার অর্থাৎ নিজের ভ্রাণ বা রক্ষণ সাধিত হয়। (আত্মজ্ঞানের দ্বারাই নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়) অতএব ‘সৎ’ হইতে ‘ভ্রাণ’ (সৎ+ভ্রাণ) লাভ করে বলিয়াই ‘সম্রাণ’ শব্দটিও ব্রহ্মচর্য্যকেই বুঝায়। আর যাহাকে ‘মোন’ অর্থাৎ ভুলীভাব (চূর্ণ করিয়া ধাকা বা বাক্যসংঘম) বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই, কারণ, লোকসমূহ ব্রহ্মচর্য্যরূপ সাধন বা উপায়ের অন্তর্ধান দ্বারাই শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে আত্মাকে জানিয়া পরে মনন অর্থাৎ ধ্যান করে; অতএব ‘মোন’ এই শব্দটিও ব্রহ্মচর্য্যেরই বোধক ॥ ২ ॥

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, এষ হাত্মা ন নশ্চতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে। অথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, অরশ্চ হ বৈ গ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়-স্মামিতো দিবি, তদৈরং মদীয়ৎ সরঃ, তদশ্বখঃ সোমসবনঃ, তদ-পরাজিতা পূর্ব্বেক্ষণঃ, প্রভুবিমিতং হিরণ্যম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—আর যাহাকে অনাশকায়ন অর্থাৎ উপবাসপ্রধান ষাণ বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য, কারণ, যে আত্মাকে ব্রহ্মচর্য্যসাধনের দ্বারা লাভ করা যায়, সেই আত্মা কখন নষ্ট হয় না। আর যাহাকে অরণ্যায়ন অর্থাৎ বনবাস বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই, কারণ, এই ভুলোক হইতে তৃতীয় লোক দ্বালোকস্থ ব্রহ্মলোকে ‘অর’ ও ‘গ্য’ নামক দুইটি প্রসিদ্ধ অর্ণব আছে। সেই ব্রহ্মলোকে মনো অর্থাৎ মত্ততা বা হর্ষজনক ঐর (অন্নময় বা অন্নপূর্ণ সরোবর) আছে। সে স্থানে সোমসবন বা অমৃতশ্রাবী অশ্বখবৃক্ষ আছে। সে স্থানে ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ত-নামক কার্য্য ব্রহ্মার অপরাজিতানামক (ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্ধান ব্যতীত যে স্থানে যাইতে পারে না, এমন পুরী) পুরী ও প্রভু অর্থাৎ হিরণ্যগর্তকর্তৃক নির্মিত স্বর্ণর গৃহ আছে ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। যমাত্মানং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে, স এষ হি আত্মা ব্রহ্মচর্য্যসাধনবতো ন নশ্চতি, তস্য অনাশকায়নমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব। অথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। অর-গ্য-শব্দদ্বোরণবয়োব্রহ্মচর্য্যবতোহয়নাং অরণ্যায়নং ব্রহ্মচর্য্যম্। বো জ্ঞানাং বজ্রং, এষণা ইষ্টং, সতত্বাণাং সম্রাণং, মননাং মোনম্, অনশ্চনাং অনাশকায়নম্। অর-গ্যায়োর্ময়নাং অরণ্যায়নম্, ইত্যাদিভির্নহিঃ পুরুষার্থসাধনৈঃ স্তত্বাং ব্রহ্মচর্য্যং পরমং জ্ঞানস্ত সবাকি কারণং সাধনম্, ইত্যতো ব্রহ্মবিদা বক্ততো ব্রহ্মণীয়মিত্যর্থঃ। তৎ তত্র হি ব্রহ্মলোকঃ



অরশ্চ হ বৈ প্রসিদ্ধো ণ্যশ্চ অৰ্ণবো সমুদ্রো, সমুদ্রোপগে বা সরসী ; তৃতীয়শ্চ—  
ভুবমন্তরিক্ষাকাপেক্য তৃতীয়া জ্যোঃ, তশ্চাং তৃতীয়শ্চাম্ ইতঃ অম্বালোকাদারভ্য  
গণ্যমানীয়াং দিবি । তং তর্জৈব চ ঐরম্—ইরা অন্নং, তন্নয় ঐরো মণ্ডঃ, তেন পূর্ণম্ ঐরঃ  
মদীয়ং তদুপযোগিনাং মদকরং হর্ষোৎপাদকং সরঃ । তর্জৈব চ অথথো বৃক্ষঃ সোম-  
সবনো নামতঃ সোমোহমৃতঃ, তন্নিশ্ববোহমৃতশ্চ ইতি বা । তর্জৈব চ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্য-  
সাধনরহিতৈঃ ব্রহ্মচর্য্যসাধনবন্ত্যোহমৃতৈশ্চ জীযতে ইত্যপরাজিতা নাম পুঃ পুরী ব্রহ্মণো  
হিরণ্যগর্ভস্ত, ব্রহ্মণা চ প্রভূণা বিশেষেণ মিতঃ নির্মিতঃ, তচ্চ হিরণ্যমঃ সৌবর্ণং প্রভু-  
বিনির্মিতং মণ্ডপমিতি বাক্যশেষঃ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্তভাষ্যানুবাদ ।**—আর বাহাকে ‘অনাশকায়ন’ ( উপবাস-  
প্রধান যাগ বা উপবাস-পরায়ণতা ) বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই । ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা  
যে আত্মাকে লাভ করা যায়, ব্রহ্মচর্য্যসাধনসম্পন্ন বা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সেই ব্যক্তির  
সেই এই আত্মা কখনই বিনষ্ট হয় না, এ জ্ঞাত ‘অনাশকায়ন’ও ব্রহ্মচর্য্যই । আর  
বাহাকে ‘অরণ্যায়ন’ ( বনবাস ) বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই ; যে হেতু, ব্রহ্মচর্য্য-  
সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি ‘অর’ ও ‘ণ্য’ শব্দবাচ্য দুইটি অর্ণবকে প্রাপ্ত হয় বলিয়া ‘অর-  
ণ্যায়ন’ও ব্রহ্মচর্য্যই । ( ব্রহ্মচর্য্য অরণ্যবাসের তুল্য বলিয়াই ব্রহ্মচর্য্যকে ‘অরণ্যায়ন’  
বলা যায় ) বাহা জ্ঞানহেতু যজ্ঞ, এষণা বা ইচ্ছাহেতু ইষ্ট, সৎ হইতে জ্ঞান হেতু  
( সৎ-ব্রহ্ম হইতে পরিজ্ঞান লাভ করে বলিয়া ) সন্নিয়ন, মনন বা ধ্যান হেতু মৌন,  
অনশন অর্থাৎ অভোজন বা ভোগাভাব হেতু অনাশকায়ন, ও ‘অর’ ও ‘ণ্য’ নামক  
অর্ণবে গমন হেতু অরণ্যায়ন ইত্যাদি পুরুষার্থসাধক বা মোক্ষের হেতুভূত মহৎ বা  
উৎকৃষ্ট বাক্যসমূহ দ্বারা প্রশংসিত হয়, জ্ঞানের সহকারী কারণসমূহের মধ্যে  
সেই ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান সাধন বা কারণ, এ জ্ঞাত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বিশেষ  
যত্ন সহকারে পালন করা উচিত । এই ভুলোক ও অন্তরিক্ষ লোক অপেক্ষা  
দ্যলোক হইতেছে তৃতীয় লোক, ( এই ভুলোক হইতে আরম্ভ করিয়া গণনায়  
দ্যলোক তৃতীয় ) সেই দ্যলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধ ‘অরণ্যায়ন’ শব্দের  
অংশভূত ‘অর’ ও ‘ণ্য’ নামক দুইটি অর্ণব অর্থাৎ সমুদ্র অথবা সমুদ্রসদৃশ দুইটি  
সরোবর আছে । সেই লোকেই আবার ‘ঐর’ নামে একটি সরোবর আছে ; ‘ইরা’  
শব্দের অর্থ অন্ন, ‘ঐর’ শব্দের অর্থ—ইরাময় বা অন্নময়, অর্থাৎ অন্নমণ্ড ( মণ্ডরূপ  
অন্ন ) অন্নমণ্ডের দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া তাহার নাম ‘ঐর’ এবং ঐ অন্নমণ্ড মদকর—  
বাহারা সেই অন্নমণ্ড ব্যবহার করে, তাহাদের মন্ততাজনক বা হর্ষোৎপাদক বলিয়া  
ঐ সরোবর ‘মদীয়’ নামেও অভিহিত হয় । সেই লোকেই আবার ‘সোমসবন’  
নামে একটি অশ্বখবৃক্ষও আছে । অথবা সোম অর্থাৎ অমৃত, সেই অমৃত নিশ্ব



অর্থাৎ অমৃত ক্ষরণ করে বলিয়া ঐ অশ্বথ বৃক্ষের নাম সোমসবন । সেই ব্রহ্মলোকেই আবার হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মের ( কার্য্য ব্রহ্ম বা আদি পুরুষ ) ‘অপরাজিতা’ নামে পুরী আছে, যাহারা ব্রহ্মচর্য্যসাধনবিহীন, যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই, এরূপ লোক তাহা জয় করিতে বা লাভ করিতে পারে না, এই জন্তই ঐ পুরীর নাম ‘অপরাজিতা’ । সেই লোকেই প্রভু ব্রহ্মাকর্তৃক বিশেষরূপে নির্ম্মিত স্বর্ণময় একটি মণ্ডপ বা গৃহ আছে । ‘মণ্ডপ’ শব্দটি এ স্থানে বাক্যশেষ, অর্থাৎ মূলে না থাকিলেও অর্থসঙ্গতির জন্ত ভাব্যকার ঐ শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

তৎ যে এবৈতাবরং চ গ্যক্ষার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যে-  
গানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু  
কামচারো ভবতি ॥ ৪ ॥

ইতি অষ্টম প্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—সম্প্রতি উক্তরূপ উপাসনার ফল বলিতেছেন—যাহারা ব্রহ্মচর্য্যপালন দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকে অবস্থিত ‘অব’ ও ‘গ্য’ নামক সমুদ্র দুইটিকে প্রাপ্ত হন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদিগেরই অর্থাৎ তাঁহারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, এবং সমস্ত লোকেই তাঁহাদিগের কামচার বা স্বাতন্ত্র্য লাভ ঘটে ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—তৎ তত্র ব্রহ্মলোকে এতাবর্ণবৌ—বৌ অব-গ্যাখ্যাবুজৌ ব্রহ্মচর্য্যে সাধনেনানুবিন্দন্তি যে, তেষামেব এষঃ যো ব্যাখ্যাতো ব্রহ্মলোকঃ, তেষাং ব্রহ্মচর্য্যসাধনবতাং ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি, নাত্তেষামব্রহ্ম-চর্য্যপরাণাং বাহবিষয়াসম্ভবদ্বীনাং কদাচিদপীত্যর্থঃ । নমত্র “স্বমিত্ত্বং স্বমত্ত্বং বহুঃ” ইত্যাদিভির্বা কশ্চিং স্তূয়তে মহাহং, এবামষ্টাদিভিঃ শব্দেন জ্যাদিবিষয়ত্বানিবৃত্তিমাত্র-স্তূত্বং, কিস্ত্বহি? জ্ঞানস্ত মোক্ষসাধনত্বাৎ তদেবেষ্টাদিভিঃ স্তূয়তে ইতি কেচিং । ন; জ্যাদিবাহবিষয়ত্বাহপছত্চিন্তানাং প্রত্যগাত্মবিবেকবিজ্ঞানানুপপত্তে, “পরাক্ষি খানি ব্যত্থং স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্পশতি নাস্তরাশ্বন” ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিশতেভাঃ । জ্ঞানমহ-কারিকারণং জ্যাদিবিষয়ত্বানিবৃত্তিসাধনং বিধাতব্যমেবেতি যুক্তৈব তৎস্তুতিঃ । নহ চ যজ্ঞাদিভিঃ স্তূতং ব্রহ্মচর্য্যমিতি যজ্ঞাদীনাং পুরুষার্থসাধনত্বং গম্যতে? সত্যং গম্যতে; ন বিহ ব্রহ্মলোকঃ প্রতি যজ্ঞাদীনাং সাধনত্বমভিপ্রেত্য যজ্ঞাদিভির্ব্রহ্মচর্য্যং স্তূয়তে; কিস্ত্বহি? তেষাং প্রসিদ্ধপুরুষার্থসাধনত্বমপেক্ষ্য; যথা ইন্দ্রাদিভিঃ রাজা, ন তু যজ্ঞ ইন্দ্রা-দীনাং ব্যাপারস্তজৈব রাজা ইতি, তদ্বৎ । যে ইমে অর্ণবাদয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ সঙ্কল্পভা-পিত্বাদয়ো ভোগাঃ, তে কিং পার্থিবা আপ্যাস্ত? যথৈহ লোকে দৃশ্যন্তে, তদ্বৎ অর্ণব-বৃক্ষ-পু-



স্বর্ণমণ্ডপানি ? আহোস্থিৎ মানসপ্রত্যয়মাত্ৰাণি ? ইতি । কিঞ্চাতঃ ? যদি পার্থিবা  
 আপ্যাস্ত ভূলাঃ স্ত্র্যঃ, হৃদাকাশে সমাধানানুপপত্তিঃ । পুরাণে চ “মনোময়ানি ব্রহ্মলোকে  
 শরীরাদীনী” ইতি বাক্যং বিরূধ্যত ; “অশোকমহিমম্” ইত্যাত্মাশ্চ ঋতয়ঃ ।  
 নহু সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাসি বাপ্যঃ কুপা যজ্ঞা বেদা মজ্জাদয়শ্চ মৃতিমন্তো ব্রহ্মাণমুপতিষ্ঠন্তে  
 ইতি মানসে বিরূধ্যত পুরাণস্মৃতিঃ ? ন, মৃতিমন্তে প্রসিদ্ধরূপাণামেব তত্র গমনানুপ-  
 পত্তেঃ ; তস্মাৎ প্রসিদ্ধমৃতিব্যতিরেকেণ সাগরাদীনাম্ মৃত্যুস্তরং সাগরাদিভিঃ উপাত্তং ব্রহ্ম-  
 লোকগন্তু কল্পনীয়ম্ । তুল্যায়াক্ষ কল্পনায়াং যথাপ্রসিদ্ধা এব মানস আকারবত্যাঃ  
 পুং-স্ত্রীয়াচ্চা মৃর্তয়ো যুক্তাঃ কল্পয়িতুং, মানসদেহানুরূপ্য-সম্বন্ধোপপত্তেঃ ; দৃষ্টা হি মানস  
 এবাকারবত্যাঃ পুং-স্ত্রীয়াচ্চা মৃর্তয়ঃ স্বপ্নে । নহু তা অনূতা এব, “তে ইমে সত্যাঃ কামাঃ”  
 ইতি ঋতিস্তথা সতি বিরূধ্যত ? ন ; মানসপ্রত্যয়স্তু সম্বোধোপপত্তেঃ, মানসা হি প্রত্যয়াঃ  
 স্ত্রী-পুরুষাত্মাকার্যঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে । নহু জাগ্রদ্বাসনাক্রপাঃ স্বপ্নদৃশ্যাঃ, ন তু তত্র জ্যাদয়ঃ  
 স্বপ্নে বিজ্ঞন্তে ? অত্যন্নমিদমুচ্যতে ; জাগ্রদ্বিষয়া অপি মানসপ্রত্যয়াভিনিবৃত্তা এব  
 সদীক্ষাভিনিবৃত্ত-তেজোহবল্লময়দ্ব্যজ্ঞাদ্বিষয়াণাম্ । “সঙ্কল্পমূল্য হি লোকাঃ” ইতি চোক্তং  
 “সমকুপতাত্তা বা-পৃথিবী” ইত্যত্র । সর্বঋতিষু চ প্রত্যগাত্মন উপপত্তিঃ প্রলয়শ্চ তত্রৈব  
 স্থিতিশ্চ “যথা বা অরা নার্ভো” ইত্যাদিনোচ্যতে ; তস্মান্মানসানাং বাহানাং চ বিষয়াণা-  
 মিতরেত্তরকার্যাকারণত্বমিষ্যতে এব বীজাকুরবৎ ; যতপি বাহা এব মানসাঃ, মানসা এব চ  
 বাহাঃ, নানুতত্বং তেষাং কদাচিদপি স্বাত্মনি ভবতি । নহু স্বপ্নে দৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধতানূতা ভবন্তি  
 বিষয়াঃ ? সত্যমেব ; জাগ্রদ্বোধোপেক্ষত্বং তদনুতত্বং, ন স্বতঃ । তথা স্বপ্নবোধোপেক্ষক  
 জাগ্রদৃষ্টবিষয়ানুতত্বং, ন স্বতঃ । বিশেষাকারমাত্রস্ত সর্বেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তমিতি  
 বাচ্যরজ্ঞং বিকারো নামধেয়মনূতঃ স্ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ । তত্ৰপি আকার-  
 বিশেষতোহনুতং, স্বতঃ সন্মাত্ররূপতয়া সত্যম্ । প্রাক্ সদানুপ্রতিবোধোৎপত্তিবিষয়েহপি  
 সর্বং সত্যমেব স্বপ্নদৃশ্য ইবেতি ন কশ্চিৎপ্রবোধঃ ; তস্মান্মানসা এব ব্রাহ্মলৌকিকা  
 অরণ্যাদয়ঃ সঙ্কল্পজাশ্চ পিতৃাদয়ঃ কামাঃ । বাহবিষয়ভোগবদন্তুদ্বিরহিতত্বাৎ শুদ্ধসত্ত্বসঙ্কল্পজ্ঞা  
 ইতি নিরতিশয়স্বত্বাঃ সত্যাস্ত ইশ্বরানাং ভবন্তীত্যর্থঃ । সংসত্যানুপ্রতিবোধেহপি বজ্রামিব  
 কল্পিতাঃ সর্পাদয়ঃ সদানুস্বরূপমেব প্রতিপত্তন্তে ইতি সদাত্মনা সত্যা এব ভবন্তি । ৪ ।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্ত পঞ্চমখণ্ডভাষ্যম্ । ৫ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—বাহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুরূপ হইয়া সেই  
 ব্রহ্মলোকে অবস্থিত পূর্বোল্লিখিত ‘অর’ ও ‘ণ্য’ নামক সমুদ্র দুইটিকে লাভ  
 করিতে পারেন বা বিদিত হইতে পারেন, যে ব্রহ্মলোকের বিষয় পূর্বে বর্ণিত  
 হইয়াছে, সেই ব্রহ্মলোক তাঁহাদিগেরই, অর্থাৎ তাঁহারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতে  
 সমর্থ হন, এবং ব্রহ্মচর্য্যের অনুরূপপরায়ণ সেই সমস্ত ব্রহ্মজ ব্যক্তিগণের সর্ব-  
 লোকে কামচার বা স্বাভাব্য লাভ হয়, যাহাদের বুদ্ধি বাহ্যিক বিষয়ে আসক্ত এবং



যাহারা ব্রহ্মচর্য্যপালনে বিমুখ, সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের কখনই কামচার হয় না। এ স্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে—কেহ কেহ বলেন, ‘তুমিই ইন্দ্র, তুমিই বরুণ, তুমিই বরুণ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যেমন কোন মহৎ ব্যক্তিকে স্তব করা যায়, এইরূপ ‘ইষ্ট’ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কেবল জ্ঞী প্রভৃতি বিষয়-লালসার নিবৃত্তিই অর্থাৎ কেবল বিষয়বৈরাগ্যমাত্রই স্তব বা প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে না; তবে কি হয়? না, জ্ঞানই যখন মোক্ষলাভের উপায়, তখন ‘ইষ্ট’ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সেই জ্ঞানেরই স্তব বা প্রশংসা করা হইতেছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না; কারণ, “স্বয়ম্ভু অর্থাৎ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাক্ বা বহিমুখী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, এ জন্ত তাহারা বাহ্যবিষয়সমূহই দর্শন করিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না” এইরূপ শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, জ্ঞী প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয়লালসা দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের কখনই পরমাশ্রয়বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্ঞী-ভোগাদি বিষয়লালসানিবৃত্তি বা বৈরাগ্যরূপ সাধন বা উপায়টি যখন জ্ঞানের সহকারী কারণ, তখন সেই জ্ঞানের প্রশংসা করা বুদ্ধিসঙ্গতই হইয়াছে। ভাল, এ স্থানে আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মচর্য্যকে যখন যজ্ঞাদিরূপেও স্তব করা হইয়াছে, তখন যজ্ঞ প্রভৃতিও যে পুরুষার্থ-সাধক বা মোক্ষলাভের উপায়, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, সত্যই তাহা অনুমিত হইতেছে বটে, কিন্তু এ স্থানে যজ্ঞাদিই যে ব্রহ্মলোক-গমনের উপায়, এ অভিপ্রায়ে ব্রহ্মচর্য্যকে যজ্ঞাদিরূপে স্তব করা হয় নাই; তবে কি হইয়াছে? না, তাহারা স্বভাবতই পুরুষার্থসাধক বা মোক্ষলাভের উপায়, এই অভিপ্রায়েই ঐরূপ স্তব করা হইয়াছে। যেমন “তুমিই ইন্দ্র, তুমিই বরুণ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা রাজার স্তব বা গুণকীর্তন করা হয় সত্য, কিন্তু যে স্থানে সত্য সত্যই ইন্দ্রাদির কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়া হয়, সে স্থানে যেমন সেই গুণবান রাজার কোনরূপ ব্যাপার হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে। এই যে ব্রহ্মলোকে অবস্থিত অর্ণবাদি ও সঙ্কল্পজাত পিতৃলোকাদি ভোগসমূহ, (সঙ্কল্পসমুখিত পিতৃলোকাদি ভোগের বিষয় এই অধ্যায়েরই দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য) তাহারা কি পার্শ্বব ও আপ্য অর্থাৎ জলীয় পদার্থ? অর্থাৎ সে স্থানের সেই অর্ণব, বৃক্ষ, পুরী ও স্বর্ণময় গৃহ, বাহা বাহা ব্রহ্মলোকে আছে, তাহারা কি ইহলোকে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপই? অথবা মানসিক প্রত্যয়মাত্র? অর্থাৎ মানসিক চিন্তা বা মনের বিশ্বাসমাত্র? আচ্ছা, এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যদি ঐ সমস্ত পদার্থ পার্শ্বব বা জলীয় হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই স্থূল বা সূক্ষ্ম পদার্থ, হৃদয়াকাশে তাহাদের সমাধান বা অবস্থিতি উপপন্ন হয় না; আর



পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭২৯

পুরাণাদিতে যে ব্রহ্মলোকে মনোময় শরীরাদির বিষয় উক্ত হইয়াছে, ঐ সমস্ত উক্তি এবং “শোক ও হিমবর্জিত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আচ্ছা, ব্রহ্মলোকে অবস্থিত ঐ সমস্ত অর্ণবাদি যদি মানস বা মনোময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ত “সমুদ্রসমূহ, নদীসমূহ, সরোবরসমূহ, বাপী বা দীর্ঘিকাসমূহ, (দৌৰী) কুপসমূহ, বজ্রসমূহ, বেদসমূহ ও মন্ত্রসমূহ মূর্তিমান হইয়া ব্রহ্মের আরাধনা করে,” এই যে পুরাণ-স্মৃতি-বাক্য, ইহাও বিরুদ্ধ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, বিরুদ্ধ হয় না, কারণ, তাহার মূর্তিমান হইলেও যেরূপে বা যেরূপ মূর্তি তাহাদের প্রসিদ্ধ, সেই মূর্তিতেই গমন করা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ বাহু জগতে উহাদের যে মূর্তি প্রসিদ্ধ, সেই মূর্তিতেই গমন করিতে পারে না, অতএব এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে যে, সমুদ্র প্রভৃতির যে মূর্তি প্রসিদ্ধ, সেই মূর্তি ব্যতীতও সাগরাদিকর্তৃক পরিগৃহীত ব্রহ্মলোকে গমনোপযোগী অন্তরূপ মূর্তি আছে, তাহার সেই অলৌকিক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। অতএব উভয় পক্ষেই যখন তুল্য কল্পনা অর্থাৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন প্রসিদ্ধির অন্তরূপ আকারবিশিষ্ট মানস বা মনোময় স্ত্রী-পুরুষাদি মূর্তি কল্পনা করাই উচিত, কারণ, মানস দেহের অন্তরূপ সম্বন্ধই উপপত্তি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যখন মানসদেহই স্বীকার করিতে হইতেছে, তখন মানস দেহসম্পন্ন সাগরাদির সহিতই তাহাদের যথোপযোগ্য কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত; আরও দেখ, লোকে স্বপ্নাবস্থায় ঐরূপ আকৃতিবিশিষ্ট মানস স্ত্রী-পুরুষাদির মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। আচ্ছা, এ স্থানে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে এই যে, ঐ সমস্ত মূর্তি যদি স্বপ্নতুল্য কল্পিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার স্বপ্নের শ্রায়ই মিথ্যা, আর মিথ্যা হইলেই “সেই এই কামসমূহ সত্য” এই শ্রুতিবাক্যও বিরুদ্ধ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না; কারণ, মানসিক প্রত্যয়েরও সম্ব বা অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ মানসিক জ্ঞানের বাস্তবিকতা স্বীকার যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, বরঞ্চ প্রতিপন্নই হয়, কেন না, স্বপ্নেও মানসপ্রত্যয়স্বরূপ স্ত্রী-পুরুষাদির আকার প্রত্যক্ষীভূতই হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগকে মিথ্যা বলিবার উপায় নাই, সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। আচ্ছা, স্বপ্নে যে সমস্ত বিষয় দেখা যায়, তাহা ত জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভব করা যায়, তাহাদেরই স্মরণমাত্র, কিন্তু সেই স্বপ্নে দৃশ্যমান স্ত্রী প্রভৃতির মূর্তি ত বিদ্যমান থাকে না। তাব এই, স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান সত্য হইলেও জাগ্রদবস্থার জ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র বস্তুরও সত্তা থাকে, তাহারই অনুভূতি-জনিত সংস্কার স্বপ্নাবস্থায়ও বস্তুর প্রতীতি উৎপাদন করে, কিন্তু বস্তুর সত্তা তখন বিদ্যমান থাকে না, সুতরাং বস্তুর



জ্ঞানময় সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, তুমি যে আপত্তি করিতেছ, ইহা অতি সামান্য কথা; কারণ, জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভূত হয়, তাহাও মানসপ্রত্যয় বা জ্ঞান দ্বারাই সম্পন্ন হয়, জ্ঞান ভিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কারণ, জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভূত হয়, যে সমস্তই সংস্করণ ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা চিন্তা হইতে সমুদ্ভূত তেজ, জল ও অন্ন বা পৃথিবী এই তিন ভূতেরই বিকারমাত্র। “লোকসমূহ অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎই যে ব্রহ্মেরই সঙ্কল্পমূলক” তাঁহার চিন্তা হইতেই সমুৎপন্ন, ইহা “দ্যুলোক ও পৃথিবী কল্পন করিলেন” এই শ্রুতি যে স্থানে বলা হইয়াছে, সেই স্থানেই বলা হইয়াছে। আর অতীত সমস্ত শ্রুতিতেই প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতেই যে সমস্ত জগৎ উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই স্থিতি ও লয় হয়, ইহা “অরসমূহ (শবটচক্রের শলাকা-সমূহ) যেমন নাভিতে (চক্রচ্ছিদ্রে) নিহিত থাকে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারাই বলা হইয়াছে, অতএব বীজাকুরের আয় বাহ্যিক ও মানসিক বিষয়সমূহের মধ্যে যে পরস্পর কার্য্য-কারণভাব বিद्यমান আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। (বীজাকুর আয়ের তাৎপর্য্য এই যে—বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, আবার অঙ্কুর হইতেও অর্থাৎ অঙ্কুর বড় হইয়া যখন বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন সেই বৃক্ষ হইতেই বীজ উৎপন্ন হয়, অতএব দেখা যাইতেছে যে, বীজ যেমন অঙ্কুরের কারণ, অঙ্কুরও সেইরূপ বীজের কারণ, ইহাদের যেমন পরস্পর কার্য্য-কারণভাব বিद्यমান, আলোচ্য বিষয়েও তেমনই বাহ্যবিষয়ের অনুভব না হইলে সংস্কার উৎপন্ন হয় না, আবার সংস্কার না হইলেও মানসিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; এইরূপে প্রথমে মানসিক সঙ্কল্প, পরে বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞান হয়। এই বিচার ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্মের সঙ্কল্পানুসারেই সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এ স্থানেও পরস্পর পরস্পরের কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে) যদিও বাহ্যিক বিষয়সমূহই মানস ও মানসিক বিষয়সমূহই বাহ্যিক, অর্থাৎ উভয়ই এক, তাহা হইলেও নিজের আত্মা অর্থাৎ নিজের স্বরূপে তাহাদের কখনই মিথ্যাস্ব প্রতিপন্ন হয় না, অর্থাৎ বাহ্যিক বিষয়সমূহ বাহ্যিকরূপে সত্য, মানসিক বিষয়সমূহ মানসিকরূপে সত্য। ভাব এই যে—বাহ্য বিষয়ই হউক, আর মানস বিষয়ই হউক, ব্রহ্মাংশে বা সত্ত্বাংশে কখনই বস্তুর মিথ্যাস্ব নাই। ভাল, এ স্থানে আর একটি আপত্তি হইতে পারে এই যে—স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সমূহ ত নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর মিথ্যারূপেই প্রতিপন্ন হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, তাহা হয় সত্য, কিন্তু সেই যে অনুভব বা মিথ্যাবোধ, তাহা জাগ্রদ্বোধাপেক্ষী, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, অর্থাৎ জাগরিত অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের তুলনাতেই উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু স্বপ্নকালে



মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না ; সেইরূপ স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের তুলনায়ও জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বিষয়সমূহও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ, স্বপ্নকালে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহারা স্বভাবতঃ মিথ্যা নহে। সমস্ত পদার্থেরই বিশেষ বিশেষ আকারসমূহ কেবল মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানতা নিমিত্তই হয়, এই জন্তই পূর্বে বলা হইয়াছে, “বাক্যের দ্বারা আৱদ্ধ নামমাত্রাত্মক বিকারপদার্থমাত্রই অনৃত বা মিথ্যা, তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিনটি রূপমাত্রই সত্য।” তাহারাও আবার নিজ নিজ আকারবিশেষে অনৃত বা মিথ্যা, স্বরূপতঃ সং-পদার্থরূপে সত্য ; অতএব সংস্বরূপ আৱজ্ঞান হওয়ার পূর্বে সমস্ত পদার্থই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ত্রায় স্ব স্ব বিষয়ে সত্য বলিয়াই মনে হয়, সুতরাং তাহাতে কোন বিরোধ নাই। অতএব ব্রহ্মলোকে অবস্থিত ‘অন্ন’ ও ‘ণ্য’ প্রভৃতি এবং সঙ্কল্পজাত পিতা প্রভৃতি কাম বা ভোগসমূহ, সমস্তই মানস অর্থাৎ মনোময় মাত্র, স্থূল বা মূর্ত নহে, তবে বিশেষ এইটুকু যে, বাহ্যবিষয়ের ভোগ যেমন অশুদ্ধ, মানসিক বিষয়সমূহ সেরূপ অশুদ্ধিতা দোষে দৃষ্ট নহে, এ জন্ত অশুদ্ধিতা-বর্জিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সত্ত্বগত সঙ্কল্প হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া যৎপরোনাস্তি সুখপ্রদ ও অবিদ্বন্দ্ব সত্য হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি যেমন রজ্জুস্বরূপ জ্ঞানের পর সেই রজ্জুতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সংস্বরূপ সত্য-পদার্থ আৱবিষয়ে জ্ঞান লাভ হওয়ার পর যাবতীয় পদার্থমাত্রই সংপদার্থ আৱ-স্বরূপকেই প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সেই সংস্বরূপে উহারাও সত্যই হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে পঞ্চম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## অষ্টমপ্রপাঠকে

### ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

অথ যা এতা হৃদয়স্য নাভ্যঃ, তাঃ পিঙ্গলশ্যনিম্নস্তিষ্ঠন্তি  
শুক্রস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতশ্চেতি । অসৌ বা আদিত্যঃ  
পিঙ্গলঃ, এষ শুক্রঃ, এষ নীলঃ, এষ পীতঃ, এষ লোহিতঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হৃদয়ে এই যে সমস্ত নাড়ী আছে, তাহারা পিঙ্গল, শুক্র, নীল, পীত ও লোহিতবর্ণ অগ্নিমার অর্থাৎ তেজ প্রভৃতি ভূতস্বল্পসমূহের রসে পূর্ণ হইয়া বিद्यমান আছে । আর উর্দ্ধে দৃশ্যমান এই আদিত্যই পিঙ্গলবর্ণ, ইনি শুক্রবর্ণ, ইনিই নীলবর্ণ, ইনিই পীতবর্ণ ও ইনিই লোহিতবর্ণবিশিষ্ট ॥ ১ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্ ।**—বস্তু হৃদয়পুণ্ডরীকগতং যথোক্তগুণবিশিষ্টঃ ব্রহ্ম ব্রহ্মচর্যাদি সাধনসম্পন্নঃ ত্যক্তবাহবিষয়ানুতত্বঃ সন্ উপাস্তে, তশ্চেয়ং মূর্দ্ধন্য নাভ্যা গতির্ভক্ত্যেতি নাড়ীখণ্ড আরভ্যতে । অথ যা এতা বক্ষ্যমাণা হৃদয়স্য পুণ্ডরীকাকারস্য ব্রহ্মোপাসনস্থানস্য সঙ্কল্পিতো নাভ্যো হৃদয়মাংসপিণ্ডাৎ সর্বতো বিনিঃসৃত্যঃ আদিত্যমণ্ডলাদিব বক্ষ্যঃ, তান্ধিত্যঃ পিঙ্গলস্য বর্ণবিশেষবিশিষ্টস্য অগ্নিঃ স্বপ্নরসস্য রসেন পূর্ণাস্তদাকারা এব তিষ্ঠন্তি বর্তন্তে ইত্যর্থঃ । তথা শুক্রস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য চ রসস্য পূর্ণা ইতি সর্বত্রাধ্যাহার্যম্ । সৌম্যে তেজসা পিত্তাখ্যেন পাকাভিনিবৃত্তেন কফেনাল্লেন সম্পর্ক্যং পিঙ্গলঃ ভবতি সৌর্য তেজঃ পিত্তাখ্যম্ । তদেব বাতভূয়স্মান্নীলঃ ভবতি । তদেব চ কফভূয়স্বাৎ শুক্রম্ । কফেন সমতায়্য পীতম্ । শোণিতবাহুল্যেন লোহিতম্ । বৈজ্ঞানিক্য বর্ণবিশেষা অব্যেষ্ঠ্যঃ কথং ভবন্তীতি । ঋতিস্বাহ, আদিত্যস্বকাদেব তত্তেজসো নাড়ীষল্লগতশ্চেতে বর্ণবিশেষা ইতি । কথম্? অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গলো বর্ণতঃ, এষ আদিত্যঃ শুক্রোহপি, এষ নীলঃ, এষ পীতঃ, এষ লোহিত আদিত্য এব ॥ ১ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া মিথ্যাত্বত বাহবিষয়ভোগলালসা পরিত্যাগপূর্বক পূর্বোক্তগুণবিশিষ্ট হৃদয়-পুণ্ডরীকে অবস্থিত ব্রহ্মের আরাধনা করেন, মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা তাহার ঘেরপে গতি হয়, এই গতি নিরূপণ করা কর্তব্য বিবেচনায় নাড়ীখণ্ড অর্থাৎ ষষ্ঠখণ্ড আরম্ভ করিতেছেন । স্বর্যামণ্ডল হইতে রশ্মিসমূহ যেমন চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতেছে, তদ্রূপ পদ্মের স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনার উপযুক্ত স্থান হৃদয়ের সহিত সঙ্কলিতবিশিষ্ট বা হৃদয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট, হৃদয়রূপ বা হৃদয়স্থ মাংসপিণ্ড হইতে যে সমস্ত নাড়ী চতুর্দিকে নিঃসৃত হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে বলা হইবে) সেই এই নাড়ীসহ স্বপ্নরসবিশিষ্ট



বহু: খণ্ড:]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৩৩

পিঙ্গলনামক বর্ণবিশেষের রস দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াই বর্তমান আছে। (পিঙ্গলবর্ণ সূক্ষ্মরসের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া পিঙ্গলাকারে বর্তমান আছে) এইরূপ শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত নামক বর্ণবিশেষের রস দ্বারা পরিপূর্ণ, সর্বত্রই এই অধ্যাহার করিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, অর্থাৎ ঋতরসপূর্ণ, নীলরসপূর্ণ, পীতরসপূর্ণ ও লোহিতরসপূর্ণ সূক্ষ্মতম বহু নাড়ী নির্গত হইয়াছে। ঐ নাড়ী সকল পিঙ্গলাদিবর্ণবিশিষ্ট হয় কেন? এক্ষণে সেই বিষয়েরই সমাধান করিতেছেন, পিঙ্গলনামক সৌর-তেজের দ্বারা পরিপাক হইয়া যে অন্নমাত্র কফ সঞ্জাত হয়, (পিঙ্গলনামক সৌর তেজের দ্বারা ভুক্ত অন্ন ও পানীয় পরিপাক হইয়া তাহা হইতে যে অন্নপরিমিত কফ সমুদ্ভূত হয়) সেই অন্ন-পরিমিত কফের সহিত সম্পর্কবশতঃ পিঙ্গল নামক সৌর তেজই পিঙ্গল-বর্ণবিশিষ্ট হয়। (পিঙ্গলবর্ণ পিঙ্গল নামক সেই সৌর তেজের সহিত সংশ্লব থাকায় নাড়ীসমূহ ও অন্নপানপাকসমুদ্ভূত রসও পিঙ্গলবর্ণ হয়) তাহাই আবার বায়ুর আধিক্যবশতঃ নীলবর্ণ হয়; তাহাই আবার কফাধিক্যবশতঃ শুক্লবর্ণ হয়, আর যদি কফের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পীতবর্ণ হয়, যদি অধিক রক্তের সহিত সংসৃষ্ট হয়, তাহা হইলে লোহিতবর্ণ হয়। অথবা, একই পিঙ্গল ঐরূপ বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট যে কেন হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকশাস্ত্র আলোচনা করিয়া জ্ঞাত হইবে। ঋতি কিন্তু বলেন যে, আদিত্যের সহিত সম্পর্কবশতই নাড়ীসমূহে অনুগত বা অবস্থিত সেই তেজেরই এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ বর্ণ হইয়া থাকে। কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এই আদিত্যই পিঙ্গলবর্ণ, এই আদিত্য শুক্লবর্ণও বটে, এই আদিত্য নীলবর্ণ, এই আদিত্য পীতবর্ণ ও এই আদিত্যই লোহিতবর্ণ ॥ ১ ॥

তদ্যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমঞ্চামুঞ্চ,  
এবমেবৈতা আদিত্যস্ত রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমঞ্চামুঞ্চ,  
অমুঞ্চাদাদিত্যাং প্রতায়ন্তে তাঃ, আন্ত নাড়ীষু সৃণ্ডা আভ্যো  
নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তেহমুশ্মিনাদিত্যে সৃণ্ডাঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—উক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, কোন একটি প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ পথ যেমন নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয় গ্রামেই গমন করে, অর্থাৎ উভয় গ্রামের পার্শ্ব বা মধ্য দিয়াই গমন করে ও উভয় গ্রামকেই ব্যাপিয়া থাকে, একই পথ অবলম্বনে উভয় গ্রামেই যাতায়াত করা যায়, এইরূপ উক্ত দৃষ্টমান আদিত্যের এই রশ্মিসমূহও উভয় লোকে—সমীপস্থ জাগতিক পুরুষে ও দূরবর্তী আদিত্যে গমন করে। সেই রশ্মিসমূহ সেই আদিত্য হইতে নিঃসৃত হইতেছে, এবং এই সমস্ত



নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার এই সমস্ত নাড়ী হইতে বহির্গত হইতেছে ও সেই আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—তত্ৰাধ্যাত্মনাড়ীভিঃ কথং সম্বন্ধঃ ? ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ, তৎ তত্র যথা লোকে মহান্ বিস্তীর্ণঃ পন্থাঃ ;—মহাপথঃ আততো ব্যাপ্ত উর্ভে গ্রামো গচ্ছতি ইমঞ্চ সন্নিহিতম্ অমুঞ্চ বিপ্রকৃষ্টং দূরস্থম্, এবং যথাদৃষ্টান্তঃ, মহাপথঃ উর্ভে গ্রামো প্রবিষ্টঃ, এবমেবৈতা আদিত্যন্ত রশ্ময়ঃ উর্ভে লোকো—অমুঞ্চাদিত্যমণ্ডলম্ ইমঞ্চ পূর্ণম্ গচ্ছন্তি উভয়ত্র প্রবিষ্টাঃ ; যথা মহাপথঃ । কথম্ ? অমুঞ্চাদাদিত্যমণ্ডলাৎ প্রত্যয়ন্তে সম্বতা ভবন্তি ; তা অধ্যাত্মম্ আত্ম পিঙ্গলাদিবর্ণান্স যথোক্তান্স নাড়ীষু স্থপ্তা গতাঃ প্রবিষ্টা ইত্যর্থঃ । আভ্যো নাড়ীভ্যাঃ প্রত্যয়ন্তে প্রবৃত্তাঃ (স্থপ্তাঃ) সম্বতান্ভূতাঃ সত্যন্তেহমুগ্মিন্ ; রশ্মীনামুভয়লিঙ্গদ্বাং তে ইত্যুচ্যন্তে ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই আদিত্যতেজের সহিত দৈহিক নাড়ীসমূহের কি সম্বন্ধ ? দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়ের উত্তর দিতেছেন । উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে—মহাপথ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ পথ, এই জগতে বহুদূরপ্রসারী কোন পথ যেমন দুইটি গ্রামে অর্থাৎ নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয় গ্রামেই গমন করে, অর্থাৎ সেই মহাপথ যেমন উভয় গ্রামেরই পার্শ্ব বা মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, এবং ঐ পথ অবলম্বনে উভয় গ্রামেই গমন করা যায়, এই যে দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ একই মহাপথ যেমন উভয় গ্রামেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, ঠিক এইরূপই আদিত্যের এই সর্বত্র প্রসারী রশ্মিসমূহ উভয় লোকে অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলে ও এই পুরুষে গমন করিয়াছে, অর্থাৎ মহাপথের আয় উভয় স্থানেই প্রবিষ্ট হইয়াছে । কিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সেই রশ্মিসমূহ ঐ আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রত্যন্ত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে নিঃসৃত হয় ও পূর্বোক্ত পিঙ্গলাদিবর্ণবিশিষ্ট দৈহিক এই নাড়ীসমূহের মধ্যে স্থপ্ত অর্থাৎ গত বা প্রবিষ্ট হয়, সেই রশ্মিসমূহই আবার এই দৈহিক নাড়ীসমূহ হইতে অবিচ্ছিন্ন ও বিস্তীর্ণভাবে নিঃসৃত হইয়া ঐ আদিত্যমণ্ডলেই প্রবেশ করে । রশ্মি-শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়লিঙ্গ বলিয়াই ‘তে’ এই পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ‘তে রশ্ময়ঃ’ এই রশ্মিশব্দবোধক ‘তে’ এই শব্দটির পুংলিঙ্গে প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নাই ॥ ২ ॥

তৎ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নঃ ন বিজানাতি, আত্ম তদা নাড়ীষু স্থপ্তো ভবতি, তন্ন কশ্চন পাপনা স্পৃশতি, তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—এইরূপে সুপ্ত বা নিদ্রিত ব্যক্তি যে সময়ে সমস্ত ইঞ্জির



ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৩৫

ব্যাপারশূন্য ও সম্পূর্ণ প্রশান্ত বা নিরুদ্ভিগ্ধ হইয়া কোনরূপ স্বপ্নই জানিতে পারে না, অর্থাৎ কোনরূপ স্বপ্নই দর্শন করে না, সেই সময়েই এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সে সময়ে কোনরূপ পাণই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যে হেতু, সে সময়ে সেই ব্যক্তি সৌরতেজঃসম্পন্ন অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মি-সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতভাষ্যম্ ।**—তৎ তত্র এবং সতি যত্র যস্মিন্ কালে এতৎ স্বপনম্ অন্নং জীবঃ স্রুপ্তো ভবতি ; স্বাপন্তু দ্বিপ্রকারদ্বাদ্বিশেষণং “সমস্তঃ” ইতি । উপসংহতসর্ককরণ-বৃত্তিরিত্যেতৎ ; অতো বাহ্যবিষয়সম্পর্কজনিতকালুপাভাবাৎ সম্যক্ প্রসন্নঃ সম্প্রসন্নো ভবতি, অতএব স্বপ্নবিষয়াকারাভাসং মানসং স্বপ্নপ্রত্যয়ং ন বিজানাতী নানুভবতীত্যর্থঃ । যদৈবং স্রুপ্তো ভবতি, আত্ম সৌরতেজঃপূর্ণাশ্চ যথোক্তাশ্চ নাড়ীষু তদা স্রুপ্তঃ প্রবিষ্টো নাড়ীভি-র্দ্বারভূতাভির্হৃদয়াকাশং গতো ভবতীত্যর্থঃ । ন হুত্বত্র সংসম্পন্নঃ স্বপ্নদর্শনমন্তীতি সামর্থ্যানাড়াভিহীতি সপ্তমী তৃতীয়য়া পরিণম্যতে । তৎ সত্তা সম্পন্নং ন কশ্চন ন কশ্চিদপি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপঃ পাপুনা স্পৃশতীতি, স্বরূপাবস্থিতত্বাৎ তদা আত্মনঃ । দেহেন্দ্রিয়-বিশিষ্টং হি সুখ-দুঃখকার্য্যপ্রদানেন পাপুনা স্পৃশতীতি, ন তু সংসম্পন্নং স্বরূপাবস্থং কশ্চিদপি পাপুনা স্পৃষ্টমুৎসহতে, অবিষয়ত্বাৎ । অতো হুত্বস্ত বিঘ্নো ভবতি, ন হুত্বৎ কেনচিৎ কুতশ্চিদপি সংসম্পন্নস্ত । স্বরূপপ্রচ্যবনং দ্বাত্মনো জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থায় প্রতি গমনং বাহ্যবিষয়প্রতিবোধোবিজ্ঞাকামকর্ম্মবীজস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাহতাশদাহনিমিত্তমিত্যবোচাম যষ্ঠে এব ; তদিহাপি প্রত্যেত্যব্যম্ । যদৈবং স্রুপ্তঃ, সৌরেন তেজসা হি নাড্যন্তর্গতেন সর্কতঃ সম্পন্নো ব্যাপ্তো ভবতি ; অতো বিশেষণ চক্ষুরাদিনাড়ীঘাটৈরর্কাহবিষয়ভোগায় অপ্রস্তুতানি করণাত্মন্য তদা ভবন্তি ; তস্মাদয়ং করণানাং নিরোধাৎ স্বাত্ত্বন্তোবাবস্থিতঃ স্বপ্নং ন বিজানাতীতি যুক্তম্ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—নাড়ীর অবস্থা নিরূপণ পূর্বক তাহার প্রশংসার জন্ত সম্প্রতি নিজার প্রস্তাব হইতেছে । ইহাই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন এই জীব যে সময়ে স্রুপ্ত বা নিদ্রিত হয়—স্বপ্ন দ্বিবিধ বলিয়া ‘সমস্ত’ এই বিশেষণটি প্রয়োগ করা হইয়াছে । ( ভাব এই যে—স্বপ্ন দ্বিবিধ, দর্শনবৃত্তিবিশিষ্ট ও অদর্শন-বৃত্তিবিশিষ্ট । যে সময়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ দর্শনাদি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেও মন একেবারে ব্যাপারশূন্য হয় না, নিজাবস্থায় মানসিক বিষয়সমূহ দৃষ্ট বা অনুভূত হয়, তাহারই নাম স্বপ্ন, যাহা লোকে নিজাবস্থায় সাধারণতঃ দর্শন করে, এই স্বপ্নই দর্শনবৃত্তিবিশিষ্ট ; আর দ্বিতীয় স্বপ্ন হইতেছে, স্রুপ্তি, স্রুপ্তি অবস্থায় মনোব্যাপারও সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এ জন্ত সে অবস্থায় কোন কিছুই দর্শন বা অনুভব হয় না, ইহাই অদর্শনবৃত্তিবিশিষ্ট । প্রথম প্রকারের স্বপ্ননিষেধের



উদ্দেশ্যে 'সমস্ত' এই বিশেষণ পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে ) সমস্ত অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি বা ব্যাপার বাহ্যার নিরন্তর হইয়াছে, তাহাই সমস্ত, (সম্যাক-রূপ অস্ত—নিষ্কিপ্ত বা নিবৃত্ত ) এই জগৎই বাহ্যিক বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহের সহিত সম্পর্ক জ্ঞাত কানুযা বা চিত্তের কোনরূপ মালিন্য না থাকায় সে সময়ে সম্প্রসন্ন অর্থাৎ সম্যাক-রূপ প্রসন্ন হইয়া থাকে, এবং এই জগৎই স্বপ্নকে জানে না অর্থাৎ মানসিক বিষয়াকারে পরিস্কুরিত স্বপ্নপ্রত্যয় বা স্বপ্নাবস্থায় কোনরূপ জ্ঞানই জন্মে না বা কোন বিষয়ই অনুভব করিতে পারে না, ভাবার্থ এই যে—যখন জীব 'সমস্ত' ও 'সম্প্রসন্ন' এই দুই ভাবে নিদ্রা যায়, তখন স্বপ্নদর্শনলাভ করে না। সমস্ত অর্থে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্তিপূর্বক অবস্থিত, অতএব তখন জীব সম্প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের সম্পর্কভাবে চিত্ত কলুষভাবজ্বলিত হয়, সুতরাং আত্মা সর্বতোভাবে শান্তচিত্ত হয়। এই জগৎই আত্মা তৎকালে ঘটাদি বিষয়াকারে পরিণত স্বপ্নকালীন মানস জ্ঞানের অনুভব করে না। যে সময়ে এইরূপে সুপ্ত হয়, তখন সৌরতেজ দ্বারা পরিপূর্ণ পূর্বোক্ত এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে স্রুপ্ত বা প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ নাড়ীসমূহ দ্বারা হৃদয়াকাশে গমন করে, যে হেতু, সংসম্পত্তি ব্যতীত অর্থাৎ সংস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতীত স্বপ্নের অদর্শন হয় না অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনের অভাব হয় না, এ জগৎ সামর্থ্য বা অর্থসম্পত্তি জগৎ 'নাড়ীষু' এই (নাড়ীতে) এই সপ্তমী বিভক্তিকে 'নাড়ীভিঃ' (নাড়ীসমূহ দ্বারা) এই তৃতীয়া বিভক্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। সংসম্পন্ন সেই সুপ্ত ব্যক্তিকে ধর্ম বা অধর্মরূপ কোন পাপই স্পর্শ করিতে পারে না, কেননা, সে সময়ে আত্মা নিজের যথার্থ স্বরূপে (পয়মাত্রভাবে) অবস্থান করে। আত্মা যে সময়ে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংসৃষ্ট থাকে, সেই সময়েই পাপ সুখ-দুঃখাদিরূপ নিজ কার্যে সমুৎপাদন করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সংসম্পন্ন স্বরূপে অবস্থিত আত্মাকে কোনরূপ পাপই স্পর্শ করিতে সাহসী হয় না, কারণ, সে সময়ে আত্মা সম্পূর্ণভাবে পাপের অবিসমীভূত বা অধিকারবহির্ভূত হন; কারণ, অল্প পদার্থই অল্প পদার্থের বিষয় বা আক্রমণের যোগ্য হয়, কিন্তু সংসম্পন্ন ব্যক্তির কোন কারণেই কোন পদার্থ হইতে অল্প অর্থাৎ ভেদ বা পার্থক্য থাকে না বা হইতেও পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা কাম (অভিলাষ) ও কর্মের মূল-স্বরূপ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান দগ্ধ না হওয়ায় জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্যিক বিষয়সমূহের প্রতি বোধ বা আকর্ষণ বা অনুভূতিই সুষুপ্তিকালীন আত্মার স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি এবং বাহ্যিক বিষয়ে পুনর্ব্যার অনুভূতি উৎপত্তি হয়, তাহা না হইলে সুষুপ্ত ব্যক্তিরও সমাহিত ব্যক্তির ত্রায় চিরকালের জগৎই ব্রহ্মভাবে



ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৩৭

অবস্থান হইতে পারিত, এই বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায়েই আমরা বলিয়াছি, এখানেও সেই-  
রূপই জানিবে। সুপ্ত বা নিদ্রিত ব্যক্তি যে সময়ে এইরূপে নাড়ীমধ্যস্থ সৌর তেজের  
দ্বারা সর্বতোভাবে সম্পন্ন বা ব্যাপ্ত হয়, তখন এই কারণেই এই ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ  
চক্ষুঃ প্রভৃতিরূপ নাড়ী দ্বারা বাহ্যবিষয় ভোগের নিমিত্ত নির্গত হইয়া আসে না,  
এবং এই জন্তই ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধ বশতঃ অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ  
বা নিজ নিজ ব্যাপারশূন্য হইয়া থাকায় এই সুপ্ত ব্যক্তি স্বাভা বা নিজ স্বরূপেই  
অবস্থান করে বলিয়া কোনরূপ স্বপ্ন-দর্শন করে না, এই উক্তি যুক্তিসঙ্গতই বটে ॥৩॥

অথ যত্রৈতদবলিমানং নাতো ভবতি, তমভিত আসীনা আহঃ,  
জানাসি মাম্ ? জানাসি মাম্ ? ইতি । স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুৎ-  
ক্রান্তো ভবতি, তাবজ্জানাতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—আর যে সময় এই জীব অবলভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুমূর্ষু  
অবস্থায় উপনীত হয়, তখন আত্মীয়গণ তাহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইয়া বলে,  
আমাকে জানিতে পারিতেছ ? আমাকে জানিতে পারিতেছ ? অর্থাৎ আমাকে  
কি চিনিতে পারিতেছ ? সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ  
বহির্গত হইয়া না যায়, ততক্ষণ তাহাদিগকে জানিতে বা চিনিতে পারে ॥ ৪ ॥

**শাক্তরভাস্যম্** ।—তত্রৈব সতি অথ যত্র যস্মিন্ কালে অবলিমানবলভাবঃ  
দেহস্য রোগাদিনিমিত্তং জরাদিনিমিত্তং বা কুশীভাবম্ এতৎ নয়নং নীতঃ প্রাপিতো দেবদত্তো  
ভবতি, মুমূর্ষুর্দা ভবতীত্যর্থঃ, তমভিতঃ সর্বতো বেষ্টয়িত্বা আসীনা জাতয় আহঃ,  
জানাসি মাং তব পুত্রম্ ? জানাসি মাং পিতরম্ ? বেত্যাদি । স মুমূর্ষুর্বাবদস্মাৎ  
শরীরাদনুৎক্রান্তঃ অনির্গতো ভবতি, তাবৎ পুত্রাদীন জানাতি ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ** ।—ইহাই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন যে  
সময়ে দেবদত্ত অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ রোগাদি জন্তই হউক, অথবা বার্কিক্যাদি  
জন্তই হউক, দেহের অবলভাব অর্থাৎ দৌর্বল্য বা কুশতা প্রাপিত হয়, অর্থাৎ  
যে সময়ে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়, তখন জ্ঞাতিগণ তাহার চতুর্দিকে বেষ্টন  
করিয়া উপবেশন পূর্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, “আমি তোমার পুত্র, আমাকে  
কি জানিতে (চিনিতে) পারিতেছ ?” “আমি তোমার পিতা, আমাকে কি  
জানিতে (চিনিতে) পারিতেছ ?” ইত্যাদি । সেই মুমূর্ষু বা আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি  
যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ নির্গত হইয়া না যায়, ততক্ষণ  
পর্য্যন্ত পুত্রাদিকে জানিতে বা চিনিতে পারে, নির্গত হইয়া যাওয়ার পর (মৃত্যুর  
পর) আর চিনিতে পারে না ॥ ৪ ॥



অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাছুৎক্রামতি, অথৈতৈরেব রশ্মি-  
ভিরুর্দ্ধমাক্রমতে, স ওমিতি বা হোদ্বা মীয়তে, স যাবৎ  
ক্ষিপ্যেন্নমঃ, তাবদাদিত্যং গচ্ছতি, এতদৈ খলু লোকদ্বারং  
বিদুযাং প্রপদনং, নিরোধোহবিদুযাম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর যে সময়ে এই শরীর হইতে এইরূপে উৎক্রান্ত হয়,  
তখন সেই ব্যক্তি যদি অবিদ্বান্ অর্থাৎ কেবল কর্ম্মই হয়, তাহা হইলে এই  
সমস্ত রশ্মি দ্বারাই উর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে গমন করে। আর সেই ব্যক্তি  
যদি বিদ্বান্ বা জ্ঞানী হন, তাহা হইলে ওঙ্কারের ধ্যান করিতে করিতে উর্দ্ধেই  
গমন করেন। ইহলোক হইতে মনকে প্রেরণ করিতে যেটুকু সময় লাগে,  
সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি আদিত্যলোকে গমন করেন। এই আদিত্যই  
বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মলোকে গমনের দ্বারস্বরূপ, আর অবিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের  
অর্থাৎ কেবল কর্ম্মদিগের নিরোধ বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ ॥ ৫ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্।**—অথ যত্র যদা, এতৎ ক্রিয়াবিশেষণমিতি; অস্মাচ্ছরীরা-  
ছুৎক্রামতি; অথ তদৈতৈরেব যথোক্তাভিঃ রশ্মিভিরুর্দ্ধমাক্রমতে যথা কর্ম্মজিত লোক  
প্রাপ্তি অবিদ্বান্। ইতরস্ত বিদ্বান্ যথোক্তসাধনসম্পন্নঃ স ওম্ ইত্যোঙ্কারেণাশ্বান ঘ্যান  
যথাপূর্ব্বং বা হ এব, উদ্বা উর্দ্ধং বা বিদ্বাংশ্চৎ, ইতরস্তির্বাণ্ড্বেত্যভিপ্রায়ঃ। মীয়তে  
প্রমীয়তে গচ্ছতীত্যর্থঃ। স বিদ্বান উৎক্রমিষ্যন্ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ, যাবতা কালেন  
মনসঃ ক্ষেপঃ শ্রাৎ, তাবতা কালেনাদিত্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ক্ষিপ্ৰং গচ্ছতীত্যর্থঃ,  
ন তু তাবতৈব কালেনেতি বিবক্ষিতম্। কিমর্থমাদিত্যং গচ্ছতীতি? উচ্যতে—এতৈ  
খলু প্রসিদ্ধ ব্রহ্মলোকস্ত দ্বারং য আদিত্যঃ, তেন দ্বারভূতেন ব্রহ্মলোকং গচ্ছতি বিদ্বান্।  
অতো বিদুযাং প্রপদনং—প্রপত্ত্বস্তে ব্রহ্মলোকমনেন দ্বারেণেতি প্রপদনম্। নিরোধন-  
নিরোধোহস্মাদাদিত্যং অবিদুযাং ভবতীতি নিরোধঃ; সৌরেন তেজসা দেহে এব নিরুদ্যঃ  
সস্তো মূর্দ্ধস্তয়া নাড্যা নোৎক্রামস্তে এবত্যর্থঃ, “বিদ্বঙ্ঙস্তাঃ” ইতি শ্লোকাৎ ॥ ৫ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—মূলের ‘এতৎ’ শব্দটি ‘উৎক্রামতি’ এই  
ক্রিয়ার বিশেষণ। অনন্তর যে সময়ে এই শরীর হইতে এইরূপে উৎক্রান্ত অর্থাৎ  
নির্গত হয়, তখন উৎক্রান্ত হওয়ার পর অবিদ্বান্ বা কেবল কর্ম্ম যথোক্ত এই  
রশ্মিসমূহ দ্বারাই উর্দ্ধে গমন করে, অর্থাৎ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই  
কর্ম্মার্জিত বা কর্ম্মের উপযোগী লোকে গমন করে। আর ইতর অর্থাৎ যথোক্ত  
সাধনসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি ‘ওম্’ ওঙ্কারের দ্বারা বা ওঙ্কার উচ্চারণসহকারে  
আত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বের শ্রায়ই উর্দ্ধেই গমন করেন। অভিপ্রায়



ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৩৯

এই যে, বিদ্বান্ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইলে উর্দ্ধেই গমন করেন, আর যদি ইতর অর্থাৎ  
অবিদ্বান্ বা ব্রহ্মজ্ঞানরহিত হয়, তাহা হইলে তিৰ্য্যক্-ভাবে ( উর্দ্ধে গমন না করিয়া  
স্থানান্তরেও ) গমন করে । মূলোক্ত 'মীয়তে' এই ক্রিয়ার অর্থ গমন করা ।  
উৎক্রমণেচ্ছ সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি মনকে ক্ষেপণ বা প্রেরণ করিতে যে পরিমাণ সময়  
লাগে, সেই পরিমিত সময়ের মধ্যেই ( মনোবেগে ) আদিত্যালোকে গমন করেন,  
অর্থাৎ মন যেমন শীঘ্রগামী, সেইরূপ শীঘ্রই আদিত্যালোকে উপস্থিত হন । অভি-  
প্রায় এই যে—মনকে প্রেরণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, সেই পরিমাণ  
সময়ের মধ্যেই যে গমন করেন, ইহা বলা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে, তবে কি না,  
অতি সম্বরই গমন করেন, এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি মনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । কি  
নিমিত্ত আদিত্যালোকে গমন করে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহা আদিত্য,  
তাহাই ব্রহ্মলোকের প্রসিদ্ধ দ্বার, বিদ্বান্ বা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারস্বরূপ সেই আদিত্য  
দ্বারাই ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এই জ্ঞানই ইহা বিদ্বান্গণের প্রপদন ; এই দ্বার  
দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করা যায় বলিয়া ইহার নাম প্রপদন, 'পদ' ধাতুর অর্থ গমন ।  
আর ইহাই অবিদ্বান্গণের নিরোধ, এই আদিত্য হইতেই নিরোধ অর্থাৎ প্রতিবন্ধ  
হয় বা প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া অবিদ্বান্গণের পক্ষে ইহা নিরোধ বা প্রতি-  
বন্ধক, কারণ, সৌর তেজের দ্বারা দেহের মধ্যেই নিবন্ধ থাকে বলিয়া মূৰ্দ্ধন্য নাড়ী  
দ্বারা উৎক্রান্ত হইতে পারে না, কারণ, পরেই "বিশ্বঙ্-গুণ্ডাঃ" এই যে শ্লোক আছে,  
তাহা হইতেই এ বিষয় জানা যাইবে ॥ ৫ ॥

তদেষ শ্লোকঃ—

শতশ্কেকা চ হৃদয়শ্চ নাড্য-

স্তাসাং মূৰ্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা ।

তয়োৰ্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি

বিশ্বঙ্-গুণ্ডা উৎক্রমণে ভবন্ত্যৎক্রমণে ভবন্তি ॥৬॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—হৃদয়প্রদেশে এক  
শত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী ( সূর্য্য নাড়ী ) মস্তকের  
অভিমুখে গমন করিয়াছে ; সেই নাড়ী দ্বারা যে উর্দ্ধে গমন করে, সেই ব্যক্তি  
অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে, আর অশ্রু যে সকল বিষক্ অর্থাৎ  
অধোদিকে ও তিৰ্য্যক্ অর্থাৎ বক্রভাবে উত্তর পার্শ্বে গমন করিয়াছে, তাহারা  
কেবলমাত্র দেহ হইতে উৎক্রমণেরই সাধক হয়, উহা দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলে



মুক্তি লাভ ঘটে না। এই প্রকরণ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'উৎক্রমণে ভবন্তি' এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রহ্মবাদ্যম্।**—তৎ তস্মিন্ যথোক্তেহর্থে এষঃ শ্লোকো মন্তো ভবতি, শতকৈকা চ একোত্তরশতং নাড্যো হৃদয়স্ত মাংসপিণ্ডভূতস্ত সষষ্টিতঃ প্রধানতো ভবন্তি, আনন্ত্যাদেহ-নাড়ীনাং, তাসামেকা মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃত্য বিনির্গতা, তয়োর্দ্ধিযাম্ গচ্ছন্ অমৃতত্বমুততাবমেতি। বিষঙ্ নানাগতয়ন্তির্ধ্যগ্ বিসপিণ্য উর্দ্ধগাম্যাত্মা নাজো ভবন্তি সংসারগমনদ্বারভূতাঃ, ন ত্বমুতত্বায়; কিং তর্হি? উৎক্রমণে এবোৎক্রান্ত্যর্থমে ভবন্তীত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসঃ প্রকরণসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্ত ষষ্ঠখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বোক্ত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত আছে—মাংসপিণ্ডস্বরূপ হৃদয়সষষ্টি অর্থাৎ হৃদয়ে একাধিক শত বা এক শত একটি (১০১) প্রধান নাড়ী আছে; প্রধান নাড়ী বনার উদ্দেশ্য এই যে, দৈহিক নাড়ী অনন্ত বা অসংখ্য, সেই অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে এক শত একটি প্রধান। সেই এক শত একটি প্রধান নাড়ীর মধ্যে আবার একটি নাড়ী মস্তকের অভিমুখে নিঃসৃত হইয়াছে অর্থাৎ গমন করিয়াছে, সেই মস্তকগামী নাড়ী দ্বারা উর্ধ্বে গমনকারী ব্যক্তি অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। আর অন্ত যে সমস্ত নাড়ী বিষক্ অর্থাৎ উর্দ্ধ অধঃ ও তির্ধ্যাক্ভাবে (বক্রভাবে বা দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে) নানা গতিবিশিষ্ট হইয়া গমন করিয়াছে, তাহারা কেবল সংসারে গমনের দ্বারস্বরূপ, তাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ ঘটে না। তবে কি হয়? না, তাহারা কেবল উৎক্রমণের নিমিত্তই আছে, অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমনের দ্বারস্বরূপ মাত্র। এই প্রকরণ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত "উৎক্রমণে ভবন্তি" এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে ষষ্ঠ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## অষ্টমপ্রপাঠকে

## সপ্তমঃ খণ্ডঃ

য আত্মা অপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো  
বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহনৈষ্ক্যঃ, স  
বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্বাত্মশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাত্মশ্চ কামান,  
যন্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরূবাচ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাবর্জিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত,  
ভোজনেচ্ছাবিহীন, পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অব্বেষণ করিবে,  
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি উক্তগুণবিশিষ্ট আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য্যের  
উপদেশানুসারে অবগত হইয়া অনুভব করিতে পারেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত  
কাম প্রাপ্ত হন, প্রজাপতি এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

**শাকরভাষ্যম্।**—“অথ য এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরং সমুখায় পরং  
জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্নেহ রূপেণাভিনিষ্পত্ততে, এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্ম”  
ইত্যুক্তম্। তত্র কোহসৌ সম্প্রসাদঃ? কথং বা তত্শ্রাদিগমঃ? যথা সোহস্মাচ্ছরীরং সমুখায়  
পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্নেহ রূপেণাভিনিষ্পত্ততে? যেন স্বরূপেণাভিনিষ্পত্ততে, স কিং-লক্ষণ  
আত্মা? সম্প্রসাদস্ত চ দেহসম্বন্ধীনি পররূপাণি, ততো যদন্তং কথং স্বরূপম্? ইত্যেতেহর্থী  
বক্তব্য ইত্যুক্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। আখ্যায়িকা তু বিভাগহণ-সম্প্রদানবিধিপ্রদর্শনার্থী,  
বিভাস্তত্বার্থী চ, রাজসেবিতং পানীয়মিতিবৎ। য আত্মা অপহতপাপু। বিজরো  
বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, যন্তোপাসনারোপলব্ধ্যর্থং  
হৃদয়গুণরীকমভিহিতং, যস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ সত্যা অনুতাপিধানাঃ, যত্বেপাসনসহভাবি  
ব্রহ্মচর্য্য সাধনযুক্তম্, উপাসনফলভূত-কামপ্রতিপত্তয়ে চ মূর্ধন্যয়া নাদ্যা গতিরভিহিতা,  
সোহনৈষ্ক্যঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশৈর্জ্ঞাতব্যঃ, স বিশেষেণ জ্ঞাতুমেষ্টব্যঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ  
সংসংবেত্তামাপাদয়িতব্যঃ। কিং তত্শ্রাদেযণাঘিজিজ্ঞাসনাত্ম শ্রাদিতি? উচ্যতে, স সর্বাত্মশ্চ  
লোকানাপ্নোতি সর্বাত্মশ্চ কামান, যন্তমাত্মানং যথোক্তেন প্রকারেণ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেনাধিয  
বিজানাতী স্বসংবেত্তামাপাদয়তি, তস্মৈতৎসর্বলোককামাবাপ্তিঃ সর্বাত্মতা ফলং  
ভবতীতি হ কিল প্রজাপতিরূবাচ। অনৈষ্ক্যব্যা বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি চৈব নিয়মবিধিরেব,  
নাপূর্ববিধিঃ; এবমনৈষ্ক্যব্যা বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যর্থঃ, দৃষ্টার্থবাদেযণ-বিজিজ্ঞাসনয়োঃ।  
দৃষ্টার্থত্বঞ্চ দর্শয়িষ্যতি “নামত্র ভোগ্যং পশ্চামি” ইত্যনেনাসিক্তং। পররূপেণ চ দেহাদিধর্মৈ-



রবগম্যমানশ্রাশ্রনঃ স্বরূপাধিগমে বিপরীতাধিগমনিবৃদ্ধির্দৃষ্টঃ ফলম্, ইতি নিয়মার্থং ভবাত  
বিধেযুক্তো, ন তু অগ্নিহোত্রাদীনামিবাপূর্ববিধিষ্মিহ সম্ভবতি । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বে যে বলা হইয়াছে, “এই যে  
সম্প্রসাদ, ইনি এই শরীর হইতে উদ্ভিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ পরমাআকে প্রাপ্ত  
হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিম্পন্ন বা পরিণত হন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই  
অভয়, ইনিই ব্রহ্ম” তাহার মধ্যে এই সম্প্রসাদটি কে ? তিনি যে রূপে এই শরীর  
হইতে উদ্ভিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ পরমাআকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিম্পন্ন  
হন, তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইতে বা লাভ করিতে পারা যায় ? যিনি স্ব-স্বরূপে  
অভিনিম্পন্ন হন, সেই আত্মার লক্ষণ কি ? দেহসম্বন্ধী যে রূপ, তাহাই সম্প্রসাদের  
পররূপ বা মুখ্যরূপ, তাহা হইতে যে রূপ অগ্নি বা পৃথক্, তাহা কিরূপে স্বরূপ  
হইতে পারে ? এই সমস্ত বিষয় বলা প্রয়োজন, এই জন্তই উত্তর গ্রন্থ বা এই  
খণ্ড আরম্ভ করা যাইতেছে। বিজ্ঞাগ্রহণ ও বিজ্ঞাসম্প্রদানের বিধি প্রদর্শনের  
নিমিত্ত এবং বিজ্ঞার প্রশংসার নিমিত্ত আখ্যানিকার অবতারণা, রাজসেবিত  
পানীয়ের তায়, অর্থাৎ ‘এই জল রাজা পান করেন’ অথবা ‘ইহা রাজার  
যোগ্য পানীয়’ এই কথা দ্বারা যেমন সেই পানীয়ের প্রশংসা করা হয়, ইহাও  
সেইরূপ।

যে আত্মা নিম্পাপ, ( ধর্মাধর্মবিহীন ) জরাবিবর্জিত, মৃত্যুরহিত, শোক-  
শূন্য, বুভুক্ষারহিত, পিপাসাশূন্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, উপাসনা দ্বারা উপলব্ধি  
করিবার নিমিত্ত হৃদয়পুণ্ডরীক বাহার স্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে,  
( হৃদয়পুণ্ডরীকেই বর্তমান, এই মনে করিয়া উপাসনা করিবে ) অনৃত বা  
মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা আবৃত সত্য-কামসমূহ বাহাতে সমাহিত হইয়া আছে, উপাসনার  
সহিত অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যা বাহার সাধন বা লাভের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে,  
উপাসনার ফলস্বরূপ কাম বা অভীষ্ট ভোগপ্রাপ্তির নিমিত্ত মস্তকস্থ নাড়ী দ্বারা  
বাহার গতি বা উৎক্রমণ কথিত হইয়াছে, সেই আত্মাকে অন্বেষণ অর্থাৎ শাস্ত্র ও  
আচার্য্যের উপদেশানুসারে জানিবার চেষ্টা করিবে, সেই আত্মা বিজিজ্ঞাসিতব্য  
অর্থাৎ বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ নিজের অনুভববিষয়ী-  
ভূত বা অনুভবের যোগ্য করিবে। তাঁহার অন্বেষণ ও বিশেষরূপ জিজ্ঞাসার  
কি ফল হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তিনি সমস্ত লোক অর্থাৎ সমস্ত  
ভোগস্থান ও সমস্ত কাম বা অভীষ্ট ভোগাবিসমূহ প্রাপ্ত হন, যিনি পূর্বপ্রদর্শিত  
বিধানানুসারে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুযায়ী সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া  
বিশেষরূপে জানিতে পারেন, অর্থাৎ নিজের অনুভবগম্য করিতে পারেন, তাঁহার



এই সমস্ত লোকে কামপ্রাপ্তি বা অভীষ্ট বিষয় লাভ ও সৰ্ব্বাঅতাক্রম ফল লাভ হয়, প্রজাপতি পূর্বে এই কথাই বলিয়াছেন।

মূলে যে “অষেষ্টব্যঃ” ও “বিজিহ্বাসিতব্যঃ” এই দুইটি পদ আছে, ইহা নিয়মবিধিই বটে, অপূর্ববিধি নহে, অর্থাৎ এইরূপ ভাবে অবশ্যই অষেষণ করিবে ও বিশেষভাবে জানিবার চেষ্টা করিবে, কারণ, অষেষণ ও জিহ্বাসা এই দুইটিই দৃষ্টার্থ; দৃষ্টার্থ অর্থাৎ যাহার ফল বা প্রয়োজন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কিন্তু যাহা অদৃষ্ট বা পারলৌকিক, তাহার ফল প্রত্যক্ষগোচর নহে। পরেও “আমি এখানে কোন ভোগ বা ভোগযোগ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঐ দুইটি শব্দের দৃষ্টার্থ পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিবেন। দেহাদি ধর্মসমূহ যে পরকীয়রূপ বা আত্মার ধর্ম নহে, অনাঅধর্ম, এইভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ দেহাঅ-বোধের নিবৃত্তি হয়, ইহাই ঐ দুইটির দৃষ্ট বা ঐহিক প্রত্যক্ষ ফল, অতএব এই যে বিধি, ইহার নিয়মার্থতা হওয়াই (নিয়মবিধি) যুক্তিযুক্ত; কিন্তু অগ্নিহোত্রাদির জ্ঞায় এখানে অপূর্ববিধি সম্ভব হয় না। (ভাবার্থ এই যে—“অগ্নিহোত্রং জুহোতি” এই যে বিধি, ইহাই অপূর্ববিধি, কারণ, অত্র কোন প্রমাণ দ্বারা ইহা সমর্থিত হয় নাই, এই বিধিবাক্যটিই ইহার একমাত্র প্রমাণ। যে বিধি পূর্বে আর কোন কিছু দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, তাহাই অপূর্ববিধি। সাধারণতঃ বৈদিকবিধি তিন প্রকার;—অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসম্ব্যাবিধি—“বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চাত্ত্ব চ প্রাপ্তৌ পরিসম্ব্যোতি গীয়েতে ॥” অর্থাৎ অত্র কোন প্রমাণে যাহা পাওয়া যায় না, এমন কোন নূতন বিধি বা বিধানকে অপূর্ববিধি বলে। যেমন—“বাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” অর্থাৎ যত দিন জীবিত থাকিবে, অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠান করিবে, এই উক্তির পূর্বে অগ্নিহোত্র যাগ বলিয়া যে কোন একটি যজ্ঞ আছে ও তাহা আমরণ অনুষ্ঠেয়, ইহা লোকের অজ্ঞাতই ছিল, কেবল ঐ বিধিবলেই অগ্নিহোত্র ও তাহার কর্তব্যতা লোকে জানিতে পারে, এই জন্তই ইহার নাম “অপূর্ব-বিধি” যে বিধি পূর্বে কাহারও জানা ছিল না, সম্ভ্রতি জানিতে পারিয়াছে। আর যে বিষয়টি লোকের জানা আছে বটে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করা না করা কর্তার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এরূপ ক্ষেত্রে যে বিধি দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে লোককে নিয়মিত বা বাধ্য করা যায়, তাহার নাম “নিয়মবিধি”। যেমন “ঋতৌ ভাৰ্য্যায়ুপেয়াৎ” অর্থাৎ ঋতুকালে ভাৰ্য্যাগমন করিবে। ঋতুকালে ভাৰ্য্যার সহিত সঙ্গত হওয়া যে কর্তব্য, ইহা সকলেই জানে, কি ঐ গমন কর্তার ইচ্ছাধীন, এই জন্তই



শাস্ত্রকার নিয়ম করিলেন, “ঋতৌ ভাৰ্য্যামুপেয়াদেব” অর্থাৎ ঋতুকালে অবশ্যই জীগমন কর্তব্য, অল্পথায় প্রত্যাবারণস্ত হইতে হয়, এই বিধিই “নিয়মবিধি”। আর যে কার্য্যে লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে এবং ইচ্ছানুযায়ী সেই কার্য্য করিবার সম্ভাবনাও আছে, সেরূপ ক্ষেত্রে সেই প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারকে বাধা দিবার জ্ঞাত যে বিধি, তাহাকে “পরিসম্ভ্যাবিধি” বলে। যেমন “পঞ্চ পঞ্চনখানু ভুঞ্জীত” অর্থাৎ পঞ্চনখবিশিষ্ট পঞ্চবিধ প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিবে। এ স্থানে লোকের মাংসভোজনেচ্ছা স্বাভাবিক, এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে জীবহিংসা করাও অবশ্যসম্ভাবী, সুতরাং মাংসভোজনেচ্ছায় জগতের যেকোন প্রাণীর হিংসা করিতে পারে, এই জ্ঞাতই বিধি দেওয়া হইল, মাংসভোজন যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে পঞ্চবিধ পঞ্চনখ প্রাণীর মাংসই ভোজন করিবে, অল্প কোন প্রাণীর মাংস ভোজন করিবে না। এ স্থানে ইহাও জ্ঞাতব্য যে—বিহিত কার্য্যে লোককে প্রবৃত্ত করান পরিসম্ভ্যাবিধির উদ্দেশ্য নহে, বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং উক্ত পঞ্চবিধ প্রাণীকে যে ভক্ষণ করিতেই হইবে, ইহা শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য হইতেছে, “অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ” জীবহিংসা অকর্তব্য, জীবহিংসা অকর্তব্য হইলেই মাংসভোজনও অকর্তব্য, কিন্তু লোকের মাংসভোজনে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তির অপব্যবহার নিবারণের জ্ঞাতই বিধি দিলেন, মাংসভোজন সমীচীন নহে, কিন্তু প্রবৃত্তিনিরোধ যদি করিতে না-ই পার, নিতান্তই যদি মাংস ভোজন করিতে হয়, এই পাঁচটি প্রাণীর মাংস ব্যতীত অল্প মাংস ভোজন করিবে না। ) ১ ৥

তদ্বোভয়ে দেবাসুরা অনুবুধিরে, তে হোচুঃ, হন্ত ! তমাত্মান-  
মঘিচ্ছামঃ, যমাত্মানমঘিষ্য সৰ্ব্বাৎশ্চ লোকানাপ্নোতি সৰ্ব্বাৎশ্চ  
কামানিতি । ইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবত্রাজ, বিরোচনো-  
হসুরাণাং, তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশমা-  
জগ্মতুঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবগণ ও অসুরগণ উভয় সম্প্রদায়ই প্রজাপতির সেই  
বাক্য জ্ঞাত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা  
পরস্পর এইরূপ আলোচনা ( বলাবলি ) করিতে লাগিলেন, যদি সকলের অমুমতি  
বা সম্মতি থাকে, তাহা হইলে আমরা সেই আত্মাকে অন্বেষণ করি, যে আত্মাকে  
অন্বেষণ করিয়া সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম বা অভীষ্ট বিষয়সমূহকে লাভ করিতে



পারা যায়। এইরূপ আলোচনার পর দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র ও অশ্বরগণের মধ্যে বিরোচন প্রজাপতির নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে সংবাদ না দিয়াই সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট আগমন বা গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতাস্যম্।**—“তদ্বোভয়ে” ইত্যাদি আখ্যায়িকা প্রয়োজনমুক্তম্। তং হ কিল প্রজাপতের্বচনমুভয়ে দেবাসুরাঃ,—দেবাশ্চাসুরাশ্চ দেবাসুরাঃ অল্প পরস্পরাগতং স্বকর্ণ-গোচরাপন্নম্ অল্পবুধিরে অল্পবুদ্ধবন্তঃ। তে চৈতং প্রজাপতিবচো বুদ্ধা কিমকুর্বন্? ইতি উচ্যতে—তে হ উচুঃ উক্তবন্তঃ অশ্রোহন্তঃ দেবাঃ স্বপরিবদি অসুরাশ্চ। হস্ত! যত্তুমুতির্ভবতাং, প্রজাপতিনোক্তং তমাত্মানমবিস্লামঃ অবেষণং কুর্শঃ, যমাত্মানমবিস্য সর্বাংশ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ কামান্, ইত্যুক্ত। ইতো হ এব রাজৈব স্বয়ং দেবানাম্ ইতরান্ দেবাশ্চ ভোগপরিচ্ছদঞ্চ সর্বং স্থাপয়িত্বা শরীরমাত্রেনৈব প্রজাপতিং প্রতি অভিপ্রবরাজ প্রগতবান্, তথা বিরোচনোহসুরাণাম্। বিনয়নে গুরবোহভিগমন্ত্যা ইত্যেতদদর্শয়তি, ত্রৈলোক্যরাজ্যচ্চ গুরুতরা বিত্তেতি, যতো দেবাসুররাজৌ মহাইভোগার্থো’সন্তৌ তথা গুরুমভ্যুপগতবন্তৌ। তৌ হ কিল অসংবিদানাবব অশ্রোহন্তঃ সবিদমবিকুর্ণার্থো বিভাকলং প্রতি অশ্রোহন্তমীর্ধ্যাং দর্শয়ন্তৌ সমিৎপাণী সমিভারহন্তৌ প্রজাপতিসকাশমাজগতুঃ আগতবন্তৌ ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—“তদ্বোভয়ে” ইত্যাদি আখ্যায়িকা অবতারণার প্রয়োজন পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রজাপতির সেই পূর্বোক্ত বাক্য লোকপরস্পরাক্রমে নিজেদের কর্ণগোচর হওয়ায় দেবগণ ও অশ্বরগণ উভয় সম্প্রদায়ই তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, (প্রজাপতির সেই উপদেশবাক্য লোকপরস্পরায় দেবগণ ও অশ্বরগণ শ্রবণ করিয়াছিলেন), প্রজাপতির সেই বাক্য অবগত হইয়া (শ্রবণ করিয়া) তাঁহারা সকলে কি করিয়াছিলেন? তাহাই বলিতেছেন, দেবগণ ও অশ্বরগণ নিজ নিজ সভায় উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিয়া-ছিলেন, হস্ত অর্থাৎ আপনাদিগের সকলের যদি অমুমতি অর্থাৎ সম্মতি থাকে, তাহা হইলে প্রজাপতি কর্তৃক কথিত সেই আত্মাকে অবেষণ করি, বাহাকে অবেষণ করিলে (জানিতে পারিলে) সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম বা ভোগ্য বিষয়-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কথা বলিয়া স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রই তাঁহার রাজ-পরিচ্ছদ ও অন্ত্রাশ্র দেবগণকে রাখিয়া অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শরীরটি মাত্র লইয়াই প্রজাপতির অভিমুখে বা উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। অশ্বরগণের মধ্যেও অশ্বররাজ স্বয়ং বিরোচনও এই ভাবেই গমন করিয়াছিলেন। দেবরাজ ও অশ্বররাজ উভয়েই মহাই ভোগার্থী অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ভোগবিলাসে অভ্যস্ত হইলেও



ঐরূপ ভাবে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও পারিষদবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া যে গুরুসমীপে গমন করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা ইহাই দেখান হইল যে, গুরুর নিকট গমন করার সময় অত্যন্ত বিনীতভাবেই গমন করা বিধেয় ; কেন না, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য অপেক্ষাও বিত্তা বা ব্রহ্মবিত্তা শ্রেষ্ঠ । ইন্দ্র ও বিরোচন পরস্পর অজ্ঞাত-ভাবেই অর্থাৎ কেহ কাহাকেও না জানাইয়াই বিত্তার ফললাভের প্রতি পরস্পর জঁধ্যাবশতঃ সমিৎপাণি অর্থাৎ কাষ্ঠভার হস্তে লইয়া প্রজাপতির নিকট আগমন করিয়াছিলেন । ভাবার্থ এই যে—কেহ অধ্যয়নার্থী হইয়া যদি গুরুর নিকট গমন করে, তাহা হইলে যাইবার সময় নিজের বংশমর্যাদা ঐশ্বর্য ইত্যাদির সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া দীনভাবে গমন করিবে, ইহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম, ইহা ব্যতীতও প্রত্যেক শিষ্যকেই সমিৎপাণি অর্থাৎ হোমোপযোগী এক এক ভার কাঠ হস্তে করিয়া যাইতে হয় । যুগুৎ উপনিষদে এইরূপ উক্তি আছে যে—“ভবিজ্ঞানার্থং গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্” ( ১২।১২ ) ॥ ২ ॥

তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যমুষতুঃ । তৌ হ প্রজাপতি-  
রুবাচ, কিমিচ্ছন্তাববাস্তুমিতি ? তৌ হোচতুঃ, য আত্মা অপ-  
হতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিবিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ  
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহশ্বেষ্যব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স  
সর্বাত্মশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাত্মশ্চ কামান্, যন্তুমান্নানমনুবিভ  
বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে, তমিচ্ছন্তাববাস্তুমিতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—তঁাহারা উভয়ে বত্রিশ বৎসর কাল গুরুসমীপে ব্রহ্মচর্য  
অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন । প্রজাপতি তঁাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলেন, তোমরা কি অভিপ্রায়ে এখানে বাস করিতেছ ? তঁাহারা বলিয়াছিলেন,  
যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাবর্জিত, মৃত্যুরহিত, শোকশূন্য, ভোজনেন্দ্রিয়া বা বুদ্ধিবর্জিত,  
পিপাসাশূন্য, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, তঁাহাকে অন্বেষণ করিবে, তঁাহাকে বিশেষরূপে  
জানিবে, যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে অন্বেষণ করে ও তঁাহাকে জানিতে পারে, সে  
সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম লাভ করে, ভগবানের এই উপদেশবাক্য সজ্জনগণ  
অবগত আছেন, আমরাও তঁাহাকেই জানিবার অভিপ্রায়ে এখানে বাস  
করিতেছি ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তৌ হ গদ্বা দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি গুরুসমীপে ভূত্ব ব্রহ্ম-  
চর্যমুষতুঃ উষিতবন্তৌ । অভিপ্রায়জ্ঞঃ প্রজাপতিস্তাবুবাচ—কিমিচ্ছন্তৌ কিং প্রয়োজনমিতি-



প্রত্য ইচ্ছন্তো অবাস্তম্ উষিতবন্তো যুবাম্? ইতি। ইত্যুক্তো তৌ হ উচতুঃ,—য  
আত্মেত্যাদি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে শিষ্টাঃ, অতন্তমান্নানং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো অবাস্তমিতি।  
যতপি প্রাক্ প্রজাপতেঃ সমীপাগমনাং অতোহন্তম্ ঈর্ষ্যাক্তো অভূতাঃ, তথাহপি  
বিজ্ঞাপ্রাপ্তিপ্রয়োজনগৌরবাৎ ত্যক্তরাগদ্বेषমোহেৰ্যাদিদোষাবাব্ধুত্বা উষতুর্ব্রহ্মচর্য্যং  
প্রজাপতো ; তেনেদং প্রখ্যাপিতমান্নবিজ্ঞাগৌরবম্ ॥ ৩ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই প্রজা-  
পতির সমীপে গমন করিয়া বত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার  
গুরুশ্রবণরায়ণ হইয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে  
পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা উভয়ে কি প্রয়োজনসিদ্ধির অভিলাষে  
এখানে বাস করিতেছ? প্রজাপতি কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা  
উভয়েই উত্তর দিয়াছিলেন, সজ্জনগণ আপনাকর্তৃক উপদিষ্ট “য আত্মা” যে আত্মা  
ইত্যাদি বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, অতএব আমরাও সেই আত্মাকে জানিবার  
ইচ্ছায় এখানে বাস করিয়া আছি। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট  
আগমনের পূর্ব্বক যদিও দেবাসুরের স্বাভাবিক শত্রুতাবশতঃ পরস্পর বিদ্বেষযুক্ত  
ছিলেন, তাহা হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনের গুরুত্ববশতঃ পরস্পরের  
প্রতি রাগ দ্বेष মোহ ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দোষসমূহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন  
পূর্ব্বক প্রজাপতির নিকট একত্রেই বাস করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা আত্মবিজ্ঞানই  
গুরুত্ব প্রকটিত করা হইয়াছে। ভাব এই যে—দেবরাজ ও অসুররাজ চিরকালই  
পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, অহি-নকুলের ভ্রাতৃ ইহাদের শত্রুতা স্বাভাবিক  
ও প্রসিদ্ধ। এই স্বাভাবিক শত্রুতা সত্ত্বেও তাঁহারা উভয়ে প্রজাপতির নিকট বাস  
করিবার সময় সমস্ত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া একস্থানে একই উদ্দেশ্যে বাস করিয়া-  
ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, আত্মবিজ্ঞান এতই মূল্যবান ও আদরণীয়  
বস্তু যে, তাহা লাভের নিমিত্ত সকলেই চিরশত্রুতাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য  
হয়, কারণ, দ্বেষ ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দোষসমূহ অগ্রে পরিত্যাগ না করিলে, চিত্ত নির্ম্মল  
না হইলে উহা লাভ করা যায় না, অতএব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের  
অনুষ্ঠান করিয়া বিনীতভাবে গুরুশ্রবণাদি কার্য্যে নিরত থাকা বিশেষ  
প্রয়োজন ॥ ৩ ॥

তৌ হ প্রজাপতিরূবাচ, য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে,  
এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতম্, অভয়ম্, এতদব্রহ্মেতি। অথ  
যোহয়ং ভগবোহপ্সু পরিখ্যায়তে, যশ্চায়মাদর্শে, কতম এষ



ইতি ? এষ উ এবৈষু সর্বেষ্বশ্বেষু পরিখ্যায়তে ইতি  
হোবাচ ॥ ৪ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—প্রজাপতি তাঁহাদের উভয়কে বলিয়াছিলেন, এই চক্র  
মধ্যে যে পুরুষ অর্থাৎ পুরুষাকৃতি (পুত্রলিকার ত্রায়) পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়,  
ইনিই আত্মা। আরও বলিয়াছিলেন যে, ইনিই অমৃত, ইনিই অভয়, ইহাই ব্রহ্ম।  
অনন্তর ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! জলে ও  
দর্পণে এই যে পদার্থ দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে আপনার উপদৃষ্ট আত্মা কোন্টি?  
প্রজাপতি উত্তর দিয়াছিলেন, জলাদি সমস্ত পদার্থমধ্যেই এই আত্মাই  
পরিদৃষ্ট হন ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রহ্মত্বম্।**—ভাবেৎ তপস্বিনো শুদ্ধাবকন্যবো বোগ্যাবুলন্য  
প্রজাপতিরূবাচ হ—য এবোহক্ষিণি পুরুষো নিবৃন্তচক্ষুর্ভিম্বদিতকষায়ৈদৃশ্যতে যোগি-  
র্দ্রষ্টা, এষ আত্মা অপহতপাপাদিগুণঃ, যমবোচ পুরাহং, যদ্বিজ্ঞানাং সর্বলোককামাণ্ডঃ,  
এতদমৃতং ভূমাখ্যম্, অত এবাত্ময়ম্, অত এব ব্রহ্ম বৃদ্ধতমমিতি। অথ তৎ প্রজা-  
পতিনোক্তম্ “অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইতি বচঃ শ্রদ্ধা ছায়ারূপং পুরুষং জগৃহতুঃ। গৃহীত্বা  
চ দৃষ্টীকরণায় প্রজাপতিং পৃষ্টবস্তৌ—অথ যোহয়ং হে ভগবঃ! অঙ্গু পরিখ্যায়তে পরি-  
সমস্তাং জায়তে, যচ্চার্যমাদর্শে আত্মনঃ প্রতিবিম্বাকারঃ পরিখ্যায়তে খড়্গাদৌ চ,  
কতম এষ এষাং ভগবন্তিরুক্তঃ? কিংবা এক এব সর্বেষু? ইতি। এবং পৃষ্টঃ প্রজাপতি-  
রূবাচ—এষ উ এব যচ্চক্ষুষি দ্রষ্টা ময়োক্ত ইতি। এতন্মনসি কৃৎবা এষু সর্বেষু শ্বেষু যথো  
পরিখ্যায়তে ইতি হোবাচ। নহু কথং যুক্তং শিব্যোর্যেকপরীতগ্রহণমনুজাতুং প্রজাপত-  
কিগতদোষশ্চাচার্য্যস্য সতঃ? সত্যমেবং, নানুজাতম্। কথম্? আত্মতথ্যারোপিতপাণ্ডিত্য-  
মহৎ-বোদ্ধৃৎ হি ইন্দ্র-বিরোচনৌ, তথৈব চ প্রথিতৌ লোকে; তৌ যদি প্রজাপতিনা সূদৌ  
যুবাং বিপরীতগ্রাহিণাবিত্যুক্তৌ শ্রাতাং, ততস্তয়োচ্চিতে দুঃখং শ্রাৎ, তজ্জনিতাচ্চ  
চিন্তাবসাদাৎ পুনঃ প্রশ্রবণগ্রহণাবধারণং প্রতি উৎসাহবিঘাতঃ শ্রাৎ; অতো বুদ্ধর্যৌ  
শিষ্যাবিতি মন্ততে প্রজাপতিঃ; গৃহীতাং তাবৎ, তদ্বদশরাবদৃষ্টান্তেনাপনেষ্যামিতি চ।  
নহু ন যুক্তম্ এষ উ এব ইত্যনৃতং বক্তুম্। ন চানৃতমুক্তম্। কথম্? আত্মনোক্তোহক্ষি-  
পুরুষো মনসি সন্নিহিততরঃ শিব্যগৃহীতাং ছায়াত্মনঃ, সর্বেষাঞ্চাত্মন্তরঃ “সর্বাত্মনঃ”  
ইতি শ্রুতেঃ। তমেবাবোচৎ এষ উ এবেতি; অতো নানৃতমুক্তং প্রজাপতিনা ॥ ৪ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রজাপতি সেই ইন্দ্র ও বিরোচনকে তপঃপরায়ণ, বিদ্বৎচিন্ত, নিষ্পাপ, অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞানাভের যোগ্য বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, নিবৃত্তচক্ষু অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, (বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ নিবৃত্ত হওয়ায় বাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়াছে, সেইরূপ সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণ) ও মৃদিতকষায় অর্থাৎ বিদ্বৎচিন্ত বা অনাসক্ত (কষায় শব্দের অর্থ চিন্তের রাগ ঘেষ প্রভৃতি দোষ বা চিন্তমল ও রাগাদির সংস্কার বা বাসনা, সেই রাগ-ঘেষাদি চিন্তমল ও বাসনা বাঁহার দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই মৃদিতকষায় অর্থাৎ বিদ্বৎচিন্ত ও বিষয়-নিষ্পৃহ) যোগিগণ কর্তৃক অক্ষিমধ্যে এই যে দ্রষ্টা পুরুষ দৃষ্ট হন, আমি পূর্বে যে আত্মার বিষয় বলিয়াছি, ইনিই সেই অপহতপাপপুণ্ড্রাদিশুণবিশিষ্ট আত্মা, বাঁহাকে জানিতে পারিলে সমস্ত লোক ও কামকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই ভূমানায়ক অমৃত বা মৃত্যুরহিত, এই জগ্গই ইহা অভয় বা ভয়রহিত, এবং এই জগ্গই ইহা ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃদ্ধতম বা অতিশয় বৃহৎ বা মহান্। অনন্তর ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই “অক্ষিমধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন” প্রজাপতিকর্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চক্ষুতে যে ছায়ারূপ পুরুষ বা পুরুষের ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাকেই আত্মা বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। ঐরূপ অর্থ গ্রহণ বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই বিশ্বাসকেই আবার দৃঢ় করিবার নিমিত্ত প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! এই যে জলের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দর্পণ ও খড়্গ প্রভৃতির মধ্যেও এই যে নিজের প্রতিবিম্বাকার পদার্থ বা মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাদের মধ্যে আপনা-কর্তৃক উক্ত আত্মা কোন্টি? অথবা ইহাদের সকলের মধ্যেই একই আত্মা? প্রজাপতি তাঁহাদের কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি বাঁহাকে চক্ষুর মধ্যে দ্রষ্টা বলিয়াছি, ইনিই আত্মা, এইরূপ মনে করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন—“এই সমস্তের মধ্যেই সর্বতোভাবে ও স্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়”। আচ্ছা, এখানে একটি আশঙ্কা হইতে পারে এই যে, প্রজাপতি আচার্য্য ও নির্দোষ হইয়াও শিষ্য-দ্বয়ের ঐরূপ বিপরীত গ্রহণ অর্থাৎ আচার্য্য যে উপদেশ দিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া যে অশুদ্ধি বিপরীত জ্ঞান (ছায়াপুরুষে আত্মভ্রম) যে অহুমোদন করিলেন, ইহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিতেছেন, হাঁ, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তিনি ত তাঁহাদের ঐ ভ্রান্তজ্ঞানের অহুমোদন করেন নাই; কি প্রকার? দেখ, ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই আপনাতে পাণ্ডিত্য, মহত্ব ও বোদ্ধব্য আরোপিত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা উভয়েই মনে করেন, আমরা খুব পণ্ডিত বা জ্ঞানী, মহৎ ও বুদ্ধিমান,



জগতেও তাঁহারা সেইরূপ বলিয়াই বিখ্যাত । একরূপ অবস্থায় প্রজাগতি যদি তাঁহাদিগকে বলেন, তোমরা মূঢ় বা মূর্থ, আমার উপদেশের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিতেছ, অর্থাৎ আমি যে উপদেশ দিতেছি, তাহা ঠিক গ্রহণ না করিয়া অত্যাচারে বুঝিতেছ, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনে মহাদুঃখ উপস্থিত হইতে পারে এবং সেজন্য চিন্তের অবসাদ বা নিরুৎসাহভাব উপস্থিত হওয়ার পুনরায় প্রশ্ন করা ও তাহার উত্তর শ্রবণ, গ্রহণ ও অবধারণ বিষয়ে উৎসাহের ব্যাঘাত হইতে পারে ; এই জন্যই প্রজাগতি মনে করেন যে, শিষ্য দুইটি অবশ্যই রক্ষণীয়, অর্থাৎ তাঁহাদিগের উৎসাহের ব্যাঘাত উৎপাদন করা কর্তব্য নহে, অতএব পুনর্ব্বার উপদেশ দ্বারা তাঁহাদের ভ্রম দূর করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করাই কর্তব্য ; এই কারণেই তিনি মনে করিয়াছিলেন, আচ্ছা, আপাততঃ ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করুন, পরে উদ-শ্রাব অর্থাৎ জলপূর্ণ শরীর দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্তরূপ ভ্রান্তির অপনোদন করিব । আচ্ছা, ‘এব উ এব’ অর্থাৎ ইহা এইরূপই, একরূপ মিথ্যা কথা বলা তাঁহার পক্ষে ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ? এই আশঙ্কা দূর করার নিমিত্ত বলিতেছেন, না, তিনি ত কোনরূপ মিথ্যা কথা বলেন নাই । কিরূপ ? অর্থাৎ কেন যে তাঁহার কথা মিথ্যা নয়, তাহাই বলিতেছেন—তিনি নিজে যে অক্ষিপুরুষের বিষয় বলিয়াছেন, শিষ্যগৃহীত (শিষ্যদ্বয় তাঁহার উপদেশের অর্থ ষে রূপভাবে বুঝিয়াছেন) ছায়াত্মা বা ছায়াময় পুরুষ অপেক্ষা তাহা তাঁহার চিন্তে অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত বা সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি যে সকলেরই অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা “সর্বাত্মর” এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় । এস্থানে ‘এব উ এব’ এই উক্তি দ্বারা সেই সন্নিহিত আত্মার কথাই বলিয়াছেন, অতএব প্রজাগতি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে সপ্তম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## অষ্টমপ্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ

উদশরাবে আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তন্মে  
প্রকৃতমিতি । তৌ হোদশরাবেহবেক্ষাক্রাতৌ । তৌ  
হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ, কিং পশ্যথ ইতি ? তৌ হোচতুঃ, সর্ব-  
মেবেদমাং ভগবঃ ! আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ  
প্রতিরূপমিতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—জলপূর্ণ শবাবের ( শরার ) মধ্যে আপনাকে অর্থাৎ নিজের  
ছায়া দেখিয়া আত্মা স্বয়ং বাহ্য বৃত্তিতে পারিবে না, তাহা আমাকে বলিও ।  
তঁাহারা উভয়ে জলপূর্ণ শরাব মধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন । প্রজ্ঞাপতি তঁাহাদের  
দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা উভয়ে কি দেখিতেছ ? তঁাহারা  
দুই জনেই বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! আমরা এই সমস্ত আত্মাকেই—লোম  
হইতে নখ পর্য্যন্ত আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতেছি ॥ ১ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্ ।**—তথা চ, তয়োর্বিপরীতগ্রহণনিবৃত্ত্যর্থং হি আহ—  
উদশরাবে উদকপূর্ণে শরাবাদৌ আত্মানমবেক্ষ্য অনন্তরং যৎ তদ্রাত্মানং পশ্যন্তৌ ন  
বিজানীথঃ, তন্মে মম প্রকৃতম্ আচক্ষীয়াথাম্, ইত্যুক্তৌ তৌ হ তথৈব উদশরাবে  
অবেক্ষাক্রাতৌ অবেক্ষণং চকৃতুঃ । তথা কৃতবন্তৌ তৌ হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ—কিং  
পশ্যথঃ ? ইতি । নহু “তন্মে প্রকৃতম্” ইত্যুক্তাত্মানুদশরাবেহবেক্ষণং কৃৎস্না প্রজ্ঞাপত্যে  
ন নিবেদিতম্—ইদমাবাভ্যাসং ন বিদিতমিতি, অনিবেদিতে চাজ্ঞানহেতৌ হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ  
—কিং পশ্যথঃ ? ইতি ; তত্র কোহিতিপ্রায় ইতি ? উচ্যতে—নৈব তয়োঃ ইদমাবয়োর-  
বিদিতমিত্যাশঙ্ক্য অভূৎ ছায়াত্মজ্ঞানপ্রত্যয়ৌ নিশ্চিত এবাসীৎ ; যেন বক্ষ্যতি—“তৌ হ  
শাস্ত্বদ্বয়োঃ প্রবব্রজতুঃ” ইতি । ন হনিশ্চিত্তেহভিপ্রোক্তার্থে প্রশাস্ত্বদ্বয়ত্বমুপপত্ততে ;  
তেন নোচতুঃ,—ইদমাবাভ্যাসবিদিতমিতি । বিপরীতগ্রাহিণৌ চ শিষ্যৌ অনুপেক্ষণীয়া-  
বিত্তি স্বয়মেব পপ্রচ্ছ কিং পশ্যথঃ ? ইতি । বিপরীতনিশ্চয়াপনয়্য চ বক্ষ্যতি—“সাধ-  
লঙ্কর্তৌ” ইত্যেবমাদি । তৌ হ উচতুঃ,—সর্বমেবেদম্ আবাং ভগবঃ ! আত্মানং  
পশ্যাব আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি, যথৈব আবাং হে ভগবঃ ! লোম-  
নখাদিমন্তৌ স্বঃ, এবমেবেদং লোম-নখাদিসহিতমাবয়ৌঃ প্রতিরূপমুদশরাবে পশ্যাব  
ইতি । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—প্রজ্ঞাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনের সেইরূপ



বিপরীত গ্রহণ বা ভ্রান্তবুদ্ধি অপনোদনের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, উদশরাবে অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাবাদি কোন পাত্রমধ্যে আপনাকে দেখিয়া, তদনন্তর অর্থাৎ দেখার পর বাহা না বুঝিতে পার, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিও। প্রজাপতি কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহার উভয়ে সেই ভাবেই জলপূর্ণ শরাবমধ্যে নিজেকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার। সেইরূপ করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, কি দেখিতেছ ?

এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, “তাহা আমাকে বলিও”; কিন্তু প্রজাপতি কর্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইলেও তাঁহার। উদশরাবে নিজেকে দর্শন করিয়া প্রজাপতিকে এমন কথা বলেন নাই যে, ‘আমরা ইহা বুঝিতে পারি নাই’। এরূপ অবস্থায় তাঁহার। প্রজাপতিকে নিজেদের অজ্ঞানের হেতু না জানাইলেও প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমরা কি দেখিতেছ ?’ এরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, ‘ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না’ এরূপ আশঙ্কা ইন্দ্র ও বিরোচনের মনে উদয়ই হয় নাই, পরন্তু তাঁহাদের ছায়ায় আত্মাতেই বা ছায়ামূর্তিতেই নিশ্চিতরূপে আত্মজ্ঞান হইয়াছিল ; যে হেতু পরেই বলা হইবে—“তাঁহার। উভয়েই বেশ প্রশান্তচিত্তে প্রশ্নান করিয়াছিলেন”। অভিলাষিত বিষয়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চিত হওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের প্রশান্ত ভাব কখনই আসিতে পারে না ; সেই জন্তই তাঁহার। বলেন নাই যে, “আমাদের কর্তৃক ইহা অজ্ঞাতই রহিয়াছে” অর্থাৎ ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, শিষ্যদ্বয় বুদ্ধিভ্রমে বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলেও গুরুর সে বিষয়ে উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে, এই জন্তই প্রজাপতি নিজেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “তোমরা কি দেখিতেছ ?” পরেও আবার তাঁহাদিগের ঐরূপ বিপরীত নিশ্চয় বা ভ্রান্তজ্ঞান ( বিপরীত অর্থকে যে যথার্থ অর্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সেই বিপরীত নিশ্চয়কে) অপনোদনের নিমিত্ত বলিবেন, “সাধবলঙ্কৃতো” উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া ইত্যাদি। তাঁহার। উভয়ে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! আমরা এই সমস্ত আত্মাকেই লোম হইতে নথ পর্য্যন্ত প্রতিক্রম অর্থাৎ প্রতিবিষ বা প্রতিবিশিত দেখিতে পাইতেছি, অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আমরা উভয়ে যেমন লোম-নখাদি-বিশিষ্ট আছি, এই উদশরাবেও ঠিক সেইরূপই লোম-নখাদি সহিত নিজের প্রতিবিষ দেখিতে পাইতেছি ॥ ১ ॥

তৌ হ প্রজাপতিরূবাচ, সাধবলঙ্কৃতৌ স্তবসনৌ পরি-  
কৃতৌ ভূহোদশরাবেহবেক্ষেথামিতি। তৌ হ সাধবলঙ্কৃতৌ



অষ্টমঃ খণ্ডঃ ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৫৩

সুবসনৌ পরিক্কৃতৌ ভূহোদশরাবেহবেক্ষাক্ষক্ৰাতে । তৌ হ  
প্রজাপতিরূবাচ, কিং পশুথঃ ? ইতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রজাপতি তাঁহাদের দুই জনকে বলিয়াছিলেন, তোমরা  
উভয়ে মনোহর অলঙ্কার ধারণ ও মহামূল্য উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিয়া এবং বেশ  
পরিক্কৃতভাবে অর্থাৎ উত্তমরূপে গাত্রমার্জ্জনাদিপূর্বক শরীরের সংস্কার করিয়া  
উদশরাবে পুনরায় দৃষ্টিপাত কর । তাঁহারা সেইরূপভাবে মহামূল্য ভূষণ ও বসন  
ধারণ এবং শরীরমার্জ্জনাদি করিয়া উদকপূর্ণ শরাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন ।  
প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “তোমরা কি দেখিতেছ ?” ॥২॥

**শাকল্যভাষ্যম্ ।**—তৌ হ পুনঃ প্রজাপতিরূবাচ ছায়াঅনিশ্চয়পনয়—  
সাধলক্কৃতৌ যথা স্বগৃহে সুবসনৌ মহার্ববস্ত্রপরিধানৌ ছিন্নলোম-নখৌ চ ভূষা উদশরাবে  
পুনঃ ঈক্ষ্যমাধামিতি, ইহ চ নাদিদেশ যদজ্ঞাতং তস্মৈ প্রকৃতমিতি । কথং পুনরনেন  
সাধলঙ্কারাদি কৃৎস্না উদশরাবাবেক্ষণেন তয়োঃ ছায়াঅগ্রহোহপনীতঃ স্ত্রাৎ ? সাধলঙ্কার-  
সুবসনাদীনাগন্তকানাং ছায়াকরত্বমুদশরাবে যথা শরীরসম্বন্ধানাম্, এবমেব শরীরস্তাপি  
ছায়াকরত্ব পূর্বং বভূবোতি গম্যতে । শরীরৈকদেশানাঞ্চ লোম-নখাদীনাং নিত্যহেনাভি-  
প্রেতানামর্থগিতানাং ছায়াকরত্ব পূর্বমাসীৎ ? ছিন্নে চ নৈব লোম-নখচ্ছায়া দৃশ্যতে ; অতো  
লোম-নখাদিবচ্ছরীরস্তাগমপায়িত্বং সিদ্ধমিতি উদশরাবাদৌ দৃশ্যমানস্ত তন্নিমিত্তস্ত চ  
দেহস্তানাত্মত্বং সিদ্ধম্, উদশরাবাদৌ ছায়াকরত্বাদেহসম্বন্ধালঙ্কারাদিবৎ । ন কেবল-  
মেতাবৎ, এতেন যাবৎ কিঞ্চিদাত্মীয়ত্বাভিমতং সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষ-মোহাদি চ কাদাচিৎকথাৎ  
নখ-লোমাদিবৎ অনাত্মেতি প্রত্যেতব্যম্ । এবমশেষমিথ্যাগ্রহপনয়নিমিত্তে সাধলঙ্কারাদি-  
দৃষ্টান্তে প্রজাপতিনোক্তে ঞ্জত্বা তথা কৃতবতোরপি ছায়াঅবিপরীতগ্রহো নাগজগাম বস্ত্রাৎ,  
তস্মাৎ স্বদোষেইণৈব কেনচিৎ প্রতিবদ্ধবিবেকবিজ্ঞানৌ ইন্দ্র-বিরোচনৌ অভূতামিতি গম্যতে ।  
তৌ পূর্ববদেব দৃঢ়নিশ্চরৌ পপ্রচ্ছ, কিং পশুথঃ ? ইতি ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—তাঁহাদের ছায়াতে আঅনিশ্চয়রূপ  
ভ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত প্রজাপতি পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা  
নিজ নিজ গৃহে যেরূপ মহামূল্য বসন-ভূষণ ধারণ কর, সেইরূপ উত্তম অলঙ্কারে  
অলঙ্কৃত ও বহুমূল্য বস্ত্রে সজ্জিত এবং পরিক্কৃত অর্থাৎ নখ ও লোম ছেদনপূর্বক  
জলপূর্ণ শরাবে পুনরায় দৃষ্টিপাত কর । এবার কিন্তু পূর্বের স্ত্রায় আদেশ  
করিলেন না যে, বাহা না বুঝিতে পার, তাহা আমাকে বলিও । আচ্ছা, এইরূপ  
উৎকৃষ্ট বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া জলপূর্ণ শরাব দর্শন দ্বারা তাঁহাদের ছায়াঅজ্ঞান  
কিরূপে অপনীত হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত  
আগন্তক ( অর্থাৎ দেহের সহিত সর্বদা সম্বন্ধযুক্ত নহে, সময়বিশেষে বাহা দেহে



ধারণ করা হয়) উৎকৃষ্ট ভূষণ ও উৎকৃষ্ট বসনাদি জলপূর্ণ শরাবে যেমন ছায়া উৎপাদন করে ; ( শরাবস্থ জলে যেমন বসন-ভূষণে সজ্জিত দেহের ছায়া বা প্রতিবিম্ব পতিত হয় ) এই বাক্যের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্বে বসন-ভূষণে সজ্জিত হইবার পূর্বেও ঠিক সেইরূপই শরীরেরও ছায়াজনকত্ব ছিল, ( বসন-ভূষণাদি সজ্জাবিহীন দেহের প্রতিবিম্বও জলে পতিত হইয়াছিল ) আর শরীরের অংশস্বরূপ অখণ্ডিত বা অকর্ত্তিত নথ লোম প্রভৃতিতেও নিত্য বা অবিনশী অতএব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং পূর্বে অর্থাৎ অকর্ত্তিত অবস্থায় সেই লোম-নখাদির ছায়াজনকত্ব ছিল ( লোম ও নথ প্রভৃতি বিশিষ্টদেহের ছায়া জলে পতিত হইয়াছিল ), পরে সেই লোম-নখাদি ছিন্ন করিলে আর লোম ও নখের ছায়া দৃষ্ট হয় নাই ; ইহা দ্বারা বলা হইল যে, লোম-নখাদির যেমন আগমাপায়িত্ব অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, এই শরীরেরও সেইরূপ আগমাপায়িত্ব বা উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণিত হইতেছে ; সুতরাং উদকপূর্ণ শরাবে দৃশ্যমান ছায়াআ ও তাহার কারণস্বরূপ দেহ যে অনাআ অর্থাৎ আআ হইতে পৃথক পদার্থ, ইহা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইল ; কারণ, দেহসম্বন্ধ অনাঅ-অলঙ্কারাদির দ্বায় জন-শরাবমধ্যে অনলঙ্কৃত দেহও নিজের ছায়া উৎপাদন করে। কেবল যে ইহাই প্রমাণিত হইল, তাহা নহে, ইহা দ্বারা আত্মীয় বলিয়া স্বীকৃত রাগ, দ্বেষ, মোহ, স্মৃতি, হৃৎ প্রভৃতি দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে কোন পদার্থই হউক না কেন, কাদাচিৎকত্ববশতঃ (সময়বিশেষে যাহাদের উদ্ভব বা আবির্ভাব হয়) তাহার সকলেই লোম-নখাদির দ্বায় অনাআ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ( ভাবার্থ এই যে—ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই প্রথমে প্রজাপতির নিকট অক্ষিপুরুষের আত্মা শ্রবণ করিয়া চক্ষুর মধ্যে যে ছায়া পতিত হয়, তাহাকেই আত্মা বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, যখন চক্ষুতে প্রতিফলিত ছায়া আত্মা হইতে পারে, তখন জল দর্পণ ইত্যাদিতে প্রতিফলিত ছায়াই বা আত্মা হইবে না কেন ? উহাও আত্মা। প্রজাপতি তাঁহাদের এই ভ্রম দূর করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় জলপূর্ণ শরাবে প্রতিফলিত ছায়া দর্শন করাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, দৃশ্যমান এই ছায়া আত্মা নহে, কারণ, আত্মা নিত্য, আগমাপায়িবিরহিত ও একরূপেই অবস্থিত হন, তাহার আবির্ভাব, বিরোভাব, হ্রাস, বৃদ্ধি কিছুই সম্ভব নহে, কিন্তু ছায়া আগমাপায়শীল, জ্ঞাদির নিকট অবস্থান করিলে পরিদৃষ্ট হয়, অগ্রথা হয় না, অতএব কখন থাকে, কখনও থাকে না, সুতরাং উহা অনিত্য ও নশ্বর। আগমাপায়িত্বহেতু ছায়াপুরুষ যেমন আত্মা নহে, তেমনই ছায়ার উৎপাদক দেহও আত্মা নহে, কারণ, দেহও জন্ম-মৃত্যু-ধর্মী বিনশ্বর অনিত্য। আরও দেখ, প্রথমতঃ নথ-লোমাদি ছেদনের পর আর



অষ্টমঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৫৫

তাহাদের ছায়া পতিত হয় নাই, তখন আবার বসন-ভূষণাদিসম্বিত দেহের ছায়া পতিত হইল, সুতরাং একরূপতার অভাব বশতও ছায়া ও ছায়ার উৎপাদক দেহ আত্মা হইতে পারে না, অন্যত্র পদার্থ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। কেবল দেহ ও ছায়াই নহে, রাগ, দ্বেষ, মান, অপমান, স্নেহ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি শারীরিক যে কিছু পদার্থ আত্মাধর্ম বা আত্মীয় বলিয়া মনে হয়, উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহাদেরও আত্মত্ব প্রতিবিদ্ধ হইল, কারণ, উহারা সকলেই আগমাপ্যায়ী অতএব অনিত্য) শিষ্যদ্বয়ের মিথ্যা জ্ঞান দূর করিবার নিমিত্ত প্রজ্ঞাপতি কর্তৃক প্রদর্শিত উক্তরূপ সাধু অলঙ্কারাদির দৃষ্টান্ত শ্রবণ ও সেইরূপ অনুষ্ঠান করার পরও যখন তাঁহাদের ছায়াস্বরূপ বিপরীত বা ভ্রান্তজ্ঞান দূরীভূত হইল না, তখন ইহাই বুঝা যায় যে, নিজের কোন দোষের দ্বারাই ইন্দ্র ও বিরোচনের বিবেকজ্ঞান প্রতিরুদ্ধ হইয়া আছে। প্রজ্ঞাপতি তাঁহাদিগকে পূর্বের ভ্রাস্থ্যই ছায়াস্ববিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয় (পূর্বে যে ছায়া-পুরুষে আত্মজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পরও সেই ধারণাই দৃঢ় আছে) দেখিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা উভয়ে কি দেখিতেছ? ॥ ২ ॥

তৌ হোচতুঃ, যথৈবেদমাবাং ভগবঃ! সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিক্ষৃতৌ স্বঃ, এবমেবেমৌ ভগবঃ! সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিক্ষৃতাবিতি। এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি। তৌ হ শান্তহৃদয়ো প্রবব্রজতুঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—ইন্দ্র ও বিরোচন বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমরা যেমন এইরূপে উৎকৃষ্ট ভূষণ ও মনোহর বসন ধারণ করিয়াছি এবং লোম-নখ ছেদন করিয়া পরিক্ষৃত হইয়া আছি, হে ভগবন্! জলমধ্যস্থ এই ছায়াস্বরূপ আমাদেরকেও অর্থাৎ আমাদের প্রতিবিম্বকেও ঠিক সেইরূপই উৎকৃষ্টরূপে অলঙ্কৃত ও মনোহর-বসনপরিহিত এবং সুপরিক্ষৃত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। প্রজ্ঞাপতি বলিয়াছিলেন, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, অতএব অভয়, এবং ইহাই ব্রহ্ম। তাঁহারা উভয়েই প্রশান্তহৃদয়ে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

**শাস্ত্রব্রতাস্যাম্।**—তৌ তথৈব প্রতিপন্নৌ, যথৈবেদমিতি পূর্ববৎ; যথা সাধ্বলঙ্কারাদিবিশিষ্টাবাবাং স্বঃ, এবমেবেমৌ ছায়াস্বানাবিতি সুতরাং বিপরীতনিশ্চরৌ বভূবতুঃ। যত্নাস্থানৌ লক্ষণং “য আত্মা অপহতপাপ্যা” ইত্যুক্তং। পুনস্তদ্বিশেষমধিব্যা-মাণয়োঃ “য এবোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইতি সাক্ষাদাত্মনি নির্দিষ্টে তদ্বিপরীতগ্রহাণ-নয়ামোদশরাবে সাধ্বলঙ্কারদৃষ্টান্তেহ্যতিহিতমানস্বরূপবোধোৎ বিপরীতগ্রহো নাপগতঃ;



অন্তঃ স্বদোষণে কেনচিৎ প্রতিবন্ধবিবেকবিজ্ঞানসামর্থ্যাবিতি মত্বা যথাহিভিপ্রেতমেবাস্থানং  
মনসি নিধায় এষ আত্মেতি হ উবাচ—এতদমৃতমভয়মেতদ্বন্ধেতি প্রজ্ঞাপতিঃ পূর্বকং  
ন তু তদভিপ্রেতমাস্থানম্। য . আত্মেত্যাত্মাঙ্গলক্ষণ-শ্রবণেন অক্ষিপুরুষত্বাচ্চ  
উদশরাবাহ্যপপত্ত্যা চ সংস্কর্তো তাবৎ মদ্বচনং সর্বং পুনঃ পুনঃ স্মরতঃ প্রতিবন্ধক্যাদি  
স্বয়মেবাস্থাবিষয়ে বিবেকো ভবিষ্যতীতি মত্বানঃ পুনর্বন্ধচর্যাদেশে চ তয়োচ্চিত্তদ্ব্যর্থো-  
পত্তিঃ পরিজিহীৰ্বন্ কৃতার্থবুদ্ধিতয়া গচ্ছন্তাবপ্যুপেক্ষিতবান্ প্রজ্ঞাপতিঃ। তৌ হ ইন্দ্র-  
বিরোচনৌ শাস্ত্রদ্বয়োঁ তুষ্টিদ্বয়োঁ কৃতার্থবুদ্ধীৰ্ণ প্রবব্রজতুরিতার্থঃ। ন তু শম এব, শমকে  
তয়োজ্জাতঃ, বিপরীতগ্রহো বিগতোহভবিষ্যৎ। প্রবব্রজতুর্গতবন্তৌ। ৩।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—ইন্দ্র ও বিরোচন পূর্বের ত্রায়ই বুঝিয়া-  
ছিলেন, ‘যথৈব ইদং’ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের ত্রায়! আমরা যেমন উৎকৃষ্ট  
অলঙ্কারাদিবিশিষ্ট হইয়া আছি, এই ছায়াআ ছইটিও ঠিক সেইরূপই, তাঁহারা এইরূপ  
বলায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের সেই বিপরীত নিশ্চয় বা ভ্রমাত্মক ধারণাই  
তখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। “যে আত্মা অগহতপাপা” ইত্যাদিরূপে যে আত্মার  
লক্ষণ নির্দেশ করিয়া পুনরায় সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অন্বেষ্যমাণ বা জিজ্ঞাস্য ইন্দ্র ও  
বিরোচনকে “চক্ষুর্মধ্যে যে এই পুরুষ দৃষ্ট হন” এইভাবে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মার  
স্বরূপ নির্দেশ করার পরও তাঁহাদের ভ্রান্তজ্ঞান পূর্বের ত্রায়ই থাকায় সেই  
ভ্রমবুদ্ধি অপনোদনের নিমিত্ত জলপূর্ণরূপেও সাধু অলঙ্কারাদির দৃষ্টান্ত অভিহিত  
হইলেও তাঁহাদের আত্মার স্বরূপজ্ঞানবিষয়ে বিপরীত ধারণা দূর হয় নাই, অতএব  
নিজেরই কোনরূপ দোষের দ্বারা তাঁহাদের বিবেক বিজ্ঞানশক্তি প্রতিকূল হইয়া  
আছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রজ্ঞাপতি পূর্বের ত্রায় নিজের অভিপ্রেত আত্মাকেই  
মনস্থ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, অতএব অভয় এবং ব্রহ্ম।  
ইন্দ্র ও বিরোচনের অভিমত বা বিবেচিত অনাত্ম আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি  
ওরূপ উক্তি করেন নাই। অভিপ্রায় এই যে, ‘যে আত্মা’ ইত্যাদিরূপ আত্মার  
লক্ষণ, ও ‘অক্ষিপুরুষ’ ইত্যাদিরূপে উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং উদশরাবাদি  
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারাও যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের আত্মবিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন না হয়,  
ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার পূর্বোক্ত বাক্যসমূহ পুনঃ পুনঃ স্মরণ বা আলোচনা করিতে  
করিতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন ইহাদের আপনা হইতেই  
আত্মবিষয়ে বিবেকবুদ্ধি উপস্থিত হইবে, এইরূপ মনে করিয়া, এবং পুনরায় বন্ধ-  
চর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দিয়া তাঁহাদের মনে হৃৎখদান করিতে অনিচ্ছুক  
হইয়া “আমরা সব বুঝিতে পারিয়াছি” এইরূপ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া  
গমনোন্মত্ত হইলেও প্রজ্ঞাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ



নিষেধ করেন নাই। সেই ইন্দ্র ও বিরোচন শাস্ত্রহৃদয় অর্থাৎ সন্তুষ্টচিত্ত অর্থাৎ নিজেদের কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া গমন করিয়াছিলেন। “শাস্ত্রহৃদয়” এখানে এই ‘শাস্ত্র’ শব্দে ‘শম’ অর্থাৎ চিত্তের উদ্বেগশান্তি এরূপ অর্থ বুঝাইবে না, কারণ, তাঁহাদের যদি প্রকৃতপক্ষে ‘শম’ হইত, তাহা হইলে বিপরীত ধারণাও দূরীভূত হইত ॥ ৩ ॥

তৌ হাবীক্ষ্য প্রজাপতিরূবাচ, অনুপলভ্যাত্মানমননুবিদ্য ব্রজতো যতর এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বা অশ্বর বা, তে পরাভবিষ্যন্তীতি। স হ শাস্ত্রহৃদয় এব বিরোচনোহশ্বরান্ জগাম। তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচ, আত্মবেহ মহব্যঃ, আত্মা পরিচর্য্যঃ, আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নৌতীমক্ষামুক্ষেতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—প্রজাপতি সেই ইন্দ্র ও বিরোচনকে দূরে গমনশীল দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহারা আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়া এবং অনুভবযোগ্য না করিয়াই চলিয়া যাইতেছে; দেবই হউক, আর অশ্বরই হউক, যাহারা এতদুপনিষদ অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিরোচনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এইরূপ মিথ্যা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইবে, তাহারা পরাভূত অর্থাৎ প্রকৃত মোক্ষপথ হইতে স্থলিত হইবে। তাঁহাদের মধ্যে বিরোচন প্রশান্তচিত্তে অশ্বরদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের মধ্যে এই উপনিষদ বা আত্মজ্ঞান প্রচার করিলেন যে, এই জগতে একমাত্র আত্মাই মহব্য অর্থাৎ পূজনীয় বা আদরনীয়, একমাত্র আত্মাই পরিচরণীয় অর্থাৎ একমাত্র আত্মারই তুষ্টিবিধান করা কর্তব্য, এই জগতে একমাত্র আত্মার পূজা ও পরিচর্যা করিয়া ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্।—এবং তয়োগর্ভয়োরিন্দ্রবিরোচনয়ো রাজ্ঞোর্ভোগাসক্তয়ো-  
র্থখোক্তবিশ্বরণং ত্রাদিত্যাশঙ্ক্য অপ্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষবচনেন চ তয়োচ্চিস্তৃং পদ্বি-  
জিহীষুর্জৌ দূরং গচ্ছন্তৌ অসীক্ষ্য ‘ব আত্মা অপহতপাপনু’ ইত্যাদিবচনবৎ এতদপ্যনয়োঃ  
শ্রবণগোচরত্বমেব্যতীতি মত্বা উবাচ প্রজাপতিঃ,—অনুপলভ্য যথোক্তলক্ষণমাত্মানম্  
অননুবিদ্য স্বাত্মপ্রত্যক্ষধাকৃত্বা বিপরীতনিশ্চয়ো চ ভূত্বা ইন্দ্র-বিরোচনাবেতৌ প্রব্রজতঃ  
গচ্ছ্যাতাম্; অতো যতরে দেবা বা অশ্বর বা কিং বিশেষিতেন? এতদুপনিষদঃ,—  
আত্মা য়া গৃহীতা আত্মবিভা, সেয়মুপনিষৎ যেষাং দেবানামশ্বরানাং বা, তে এতদুপ-  
নিষদ এবং-বিজ্ঞানাঃ এতন্নিশ্চয়া ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। তে কিম্? পরাভবিষ্যন্তি শ্রেয়োমার্গাং



পরভূতাঃ বহিভূতাঃ বিনষ্টা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ । স্বগৃহং গচ্ছতোঃ অসুররাজয়োর্বোহসুর-  
রাজঃ, স হ শাস্ত্রস্বয়ং এব সন্ বিরোচনোহসুরান্ জগাম । গচ্ছা চ তেভ্যোহসুরেভ্যঃ  
শরীরান্নবুদ্ধির্বা উপনিষৎ, তামেতান্নুপনিষদং প্রোবাচ উক্তবান্—দেহমাত্রমেবাত্মা প্রিজ্ঞেত  
ইতি । তন্মাদাত্মৈব দেহ ইহ লোকে মহব্যঃ পূজনীয়ঃ, তথা পরিচর্য্যঃ পরিচরণীয়ঃ,  
তথা আত্মানমেবেহ লোকে দেহং মহয়ন্ পরিচরন্চ উভৌ লোকৌ অবাপ্নোতি—ইমঞ্চায়ুঃ ।  
ইহলোক-পরলোকয়োরেব সর্বৈ লোকাঃ কামাচ্চান্তর্ভবন্তীতি রাজোহভিপ্রায়ঃ । ৪ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদঃ ।**—ভোগাসক্ত ইন্দ্র ও বিরোচননামক সেই  
রাজস্বয় এইরূপে গমন করার পর পূর্বোক্ত উপদেশসমূহ বিস্মৃত হইতে পারেন, এই  
আশঙ্কায় প্রত্যক্ষ বচনের দ্বারা অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রবণগোচর হইতে পারে, এরূপ  
স্বরে অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ( তাঁহাদের সম্মুখে না বলিয়া ) তাঁহাদের মানসিক  
দ্রুত পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া ( মুখামুখী বলিলে তাঁহাদের মনে ক্রেশ হইতে  
পারে, সেই ক্রেশটুকু তাঁহারা যাহাতে না পান এই ইচ্ছায় ) তাঁহারা দূরে গমন  
করিতেছেন দর্শন করিয়া “আত্মা অপহতপাপী” ইত্যাদি বাক্যের শ্রায় এই  
বাক্যও ইহাদের শ্রবণগোচর হইবে, এইরূপ মনে করিয়া প্রজ্ঞাপতি বলিয়াছিলেন,  
পূর্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়াই এবং অনুবেদন অর্থাৎ  
নিজ্বাদের প্রত্যক্ষ বা অনুভবগম্য না করিয়াই, উপরন্তু বিপরীতনিশ্চয় হইয়া  
( মিথ্যা ধারণা লইয়া ) এই ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে গমন করিতেছেন, এ সম্বন্ধে  
আর বিশেষ কি বলিব ? যে সমস্ত দেবতা বা অসুর “এতদুপনিষদঃ” হইবে—ইন্দ্র  
ও বিরোচন যে আত্মবিজ্ঞা গ্রহণ বা শিক্ষা করিয়াছেন, যে সমস্ত দেবতা বা অসুর  
সেই এই উপনিষৎ বা আত্মবিজ্ঞা যাহারা শিক্ষা করিবে বা করিয়াছে, তাহারাই  
“এতদুপনিষদঃ” এইরূপ বিজ্ঞানসম্পন্ন বা এইরূপ ভ্রমধারণার বশবর্তী হইবে ।  
( যাহারা ইন্দ্র ও বিরোচনের নিকট তাঁহাদের ভ্রমপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করিবে,  
তাহারাও ইন্দ্র ও বিরোচনের শ্রায় মিথ্যাজ্ঞানই লাভ করিবে ) তাহাতে তাহারা কি  
হইবে ? না, পরভূত হইবে, অর্থাৎ কল্যাণজনক মার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনষ্ট  
হইবে । দেবরাজ ও অসুররাজ নিজ নিজ গৃহোদ্দেশে গমন করার পর, তাঁহাদের  
মধ্যে যিনি অসুররাজ বিরোচন, তিনি বেশ প্রশান্তচিত্তেই অসুরদিগের সমীপে  
গমন করিয়াছিলেন । তিনি গমন করিয়া অসুরদিগকে শরীরান্নবুদ্ধিরূপ যে  
উপনিষৎ, ( দেহেই আত্মজ্ঞানরূপ যে আত্মবিজ্ঞা ) সেই উপনিষৎ অর্থাৎ  
আত্মবিজ্ঞা বলিয়াছিলেন—পিতা অর্থাৎ প্রজ্ঞাপতি দেহমাত্রকেই আত্মা  
বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, অতএব ইহলোকে দেহরূপ আত্মাই মহনীয় অর্থাৎ  
পূজনীয়, এবং পরিচরণীয় অর্থাৎ সেবনীয়, ( দেহের সন্তুষ্টিবিধানই আত্মার সেবা



অষ্টমঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৫৯

পূজা সম্পন্ন হয়) এবং ইহলোকে দেহস্বরূপ আত্মার পূজা ও পরিচর্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক এই উভয়লোকই প্রাপ্ত হয়। রাজার বলার উদ্দেশ্য এই যে—সমস্ত লোক ও সমস্ত কামই ইহলোক ও পরলোকেই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের মধ্যেই বর্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ নেহের পরিচর্যা করিলেই সেই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাবার্থ এই যে—ইন্দ্র ও বিরোচন গমন করিলে প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন, ইহারা দুইজনই রাজা, ইহাদিগের সর্বদাই অতুল বিষয়ভোগের সম্ভব আছে এবং সেই বিষয়ে আসক্ত হইলে ইহারা আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া প্রজাপতি প্রত্যক্ষভাবে উক্তিভেদে তাহাদিগের মনোদ্রুত হরণ করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্র ও বিরোচনকে দূরগত দেখিয়া আত্মা অপহতপাপা ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই বক্ষ্যমাণ বাক্যও ইহাদিগের শ্রুতিগোচর হইবে, এই বিবেচনায় বলিয়াছিলেন যে,—এই ইন্দ্র ও বিরোচন যথোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন আত্মাকে সাক্ষাৎকার না করিয়া প্রত্যাভ্যাসে অত্যাচারে বুদ্ধিগমন করিতেছে, ইহাতে দেব ও দানব সকলেই আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইবে, অর্থাৎ তাহারা সংপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনাশ পাইবে; যে হেতু, ইহারা বিপরীত আত্মজ্ঞান করিয়াছে, যে সকল দেবাত্মার ইহাদের নিকট উক্ত ব্রহ্মোপনিষৎ শ্রবণ করিবে, তাহারা ভ্রমজ্ঞানে পড়িয়া মোক্ষপথ হইতে বিচ্যুত হইবে। অনন্তর ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে দৈত্যপতি বিরোচন শান্তস্বদয় হইয়া অম্বরগণের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া, যে উপদেশে শরীরে আত্মবুদ্ধি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট তদ্রূপ উপদেশ করিতে লাগিলেন,—আমার পিতা বলিয়াছেন, শরীরই আত্মা, স্তবরাং শরীরই আত্মজ্ঞানে আদরলীয়; শরীরকে আত্মা ভাবিয়া পুষ্ট করিবে। এইরূপ পোষণ করিলে সেই ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়ই লাভ করিতে পারে ॥ ৪ ॥

তস্মাদপ্যদ্যেহাদানমশ্রদ্ধাধানমযজমানমাহঃ, আত্মরো বতেতি, অস্মরাণাং হেযোপনিষৎ প্রেতশ্চ শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারে-  
ণেতি সৎস্কুব্বন্তি, এতেন হুমুং লোকং জেয্যন্তো মন্যন্তে ॥ ৫ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকশ্চ অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—এই জন্তই অতাপিও ইহলোকে দানবিমুখ (অদাতা বা কৃপণ) সংকার্যে শ্রদ্ধাবিহীন ও অযজমান বা দেবার্চনাদিবিমুখ ব্যক্তিকে সাধুগণ আত্মর-  
ক্ষণার্থে বলিয়া থাকেন। অম্বরগণের ইহাই উপনিষদ বা আত্মবিজ্ঞা যে, তাহারা মৃতব্যক্তির দেহকে ভিক্ষা দ্বারা অর্থাৎ স্নগন্ধি-চন্দন, পুষ্পমালা, উৎকৃষ্ট বসন ও



অলঙ্কার দ্বারা সংস্কৃত বা সজ্জিত করে, কেন না, তাহারা মনে করে, এইরূপ শরীরের সংস্কারসাধনের দ্বারাই পরলোককে জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—তস্মাৎ তৎসম্প্রদায়োহতাপ্যনুবর্ততে ইতি, ইহ লোকে অদদানং দানমকুর্বীণম্ অবিভাগশীলম্, অশ্রদ্ধধানং সংকার্যেযু শ্রদ্ধারহিতং, যথাশক্তি অযজ্ঞমানম্ অযজ্ঞনস্বভাবম্ আহঃ । আশ্রয়ঃ খবয়ং, যত এবং-স্বভাবঃ, বতেতি শ্রিত্তমানা আহঃ শিষ্টাঃ । আশ্রয়াণাং হি যস্মাৎ অশ্রদ্ধধানতাদিলক্ষণা এষা উপনিষৎ, তয়োপনিষদা সংস্কৃতাঃ সন্তঃ প্রেতশ্চ শরীরং কুণপং ভিক্ষয়া গন্ধমাল্যানাদিলক্ষণয়া, বসনেন বস্ত্রাদিনা আচ্ছাদনাদিপ্রকারেণ অলঙ্কারেণ ধ্বজপতাকাদিকরণেনৈত্যেবং সংস্কুর্যন্তি, এতেন কুণপ-সংস্কারেণ অমুং প্রেত্য প্রতিপত্তব্যং লোকং জেয্যন্তো মত্তন্তে ॥ ৫ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকশ্চ অষ্টমখণ্ডভাষ্যম্ । ৮ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই কারণে অর্থাৎ বিরোচনের ঐরূপ উপদেশ বশতই অতাপি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমূহ তাঁহারই মতের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে । এই জন্তই ইহলোকে দানবিমুখ—যাহারা কোনরূপ ত্যাগ করিতে চাহে না, সংকার্যে শ্রদ্ধারহিত, এবং সামর্থ্যানুযায়ীও যাহারা যাগাদি ক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ, এমন অযজ্ঞনশীল বা যাগবিমুখ ব্যক্তিকে সাধুগণ নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিয়া থাকেন যে, যে হেতু, এই ব্যক্তি এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট, অতএব এ নিশ্চয়ই আশ্রয় বা আশ্রয়িকস্বভাব, যে হেতু, অশ্রদ্ধাদিরূপ এই উপনিষদ বা আত্মজ্ঞান, ইহা অশ্রয়দিগেরই স্বভাবসিদ্ধ । তাহারা সেইরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারাই সংস্কৃত বা সংস্কারসম্পন্ন হইয়া মৃতের দেহ অর্থাৎ শবদেহকে গন্ধ, মালা, অন্নাদিরূপ ভিক্ষা দ্বারা বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদনাদি সহকারে ও অলঙ্কার-ধ্বজ-পতাকাদি দ্বারা সংস্কৃত বা সুসজ্জিত করে । তাহারা মনে করে, শবদেহের এইরূপ সংস্কারের দ্বারা মৃত ব্যক্তি অমুক লোক অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রাপ্তব্য লোককে জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে অষ্টম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## অষ্টমপ্রপাঠকে

### নবমঃ খণ্ডঃ

অথ হেন্দ্রোহপ্রাপ্যৈব দেবানেন্তস্তয়ং দদর্শ—যথৈব খল্বয়-  
মস্মিন্ শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি, স্তবসনে স্তবসনঃ,  
পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ, এবমেবায়মস্মিন্মন্ধে অন্ধো ভবতি, স্রামে  
স্রামঃ, পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণঃ, অষ্টৈব শরীরস্ত নাশমন্তেষ নশ্যতি,  
নাইমত্র ভোগ্যং পশ্যামাতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—আর দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদিগের নিকট গমন না করিয়াই  
( তাঁহাদের নিকট পৌছিবার পূর্বে গথেই ) এইরূপ ভয় দর্শন করিয়াছিলেন,  
অর্থাৎ আত্মবিষয়ে তাঁহার যে ধারণা হইয়াছিল, সেই ধারণা যে অনিষ্টজনক, ইহা  
বুঝিতে পারিয়াছিলেন । যেমন এই স্থলদেহ উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হইলে এই ছায়া-  
আও নিশ্চয়ই উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হয়, উত্তম-বসনাচ্ছাদিত হইলে উত্তম-বসনাচ্ছাদিত  
হয়, পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হয়, ঠিক এইরূপই এই স্থল দেহ অন্ধ হইলে ছায়াআও  
অন্ধ, স্রাম ( বাহার নাসা ও চক্ষুঃ হইতে অবিরত রস বা জলস্রাব হয়, তাহাকে  
স্রাম বলে ) হইলে স্রাম, পরিবৃক্ণ অর্থাৎ ছিন্ন হইলে পরিবৃক্ণ হয় ও এই স্থল  
দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয় ; অতএব এরূপ আত্মজ্ঞানে কোনরূপ ফলই  
দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—অথ হ কিল ইন্দ্র অপ্রাপ্যৈব দেবান্ দৈব্যা অক্রৌধ্যাদি-  
সম্পদা যুক্তত্বাৎ গুরোর্বচনং পুনঃ পুনঃ স্মরণেব গচ্ছন্ এতৎক্ষমাণং ভয়ং স্বাত্ত্বগ্রহণনিমিত্তং  
দদর্শ দৃষ্টবান্ । উদ-শরাবদৃষ্টান্তেন প্রজাপতিনা বদর্থো স্তায় উক্তঃ, তদেকদেশো মঘবতঃ  
প্রত্যভাৎ বুন্ধো, যেন ছায়াস্ত্বগ্রহণে দোষঃ দদর্শ । কথং ? যথৈব খলু অয়মস্মিন্ শরীরে  
সাধ্বলঙ্কৃতে ছায়াস্ত্বাহপি সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি, স্তবসনে চ স্তবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ । যথা  
নখ-লোমাদিদেহাবয়বাপগমে ছায়াস্ত্বাহপি পরিষ্কৃতো ভবতি, নখ-লোমাদিরহিতো ভবতি,  
এবমেবায়ং ছায়াস্ত্বাহপি অস্মিন্ শরীরে নখ-লোমাদিভির্দেহাবয়বত্বস্ত তুল্যত্বাদন্ধে  
চক্ষুবোহপগমে অন্ধো ভবতি, স্রামে স্রামঃ, স্রামঃ কিল একেন্দ্রঃ, তস্ত অন্ধত্বেন গতত্বাৎ  
চক্ষুর্নাসিকা বা বস্ত্র সদা স্রবতি স স্রামঃ । পরিবৃক্ণশ্চিন্নহস্তশ্চিন্নপাদো বা । স্রামে  
পরিবৃক্ণে বা দেহে ছায়াস্ত্বাহপি তথা ভবতি ; তথা অস্ত দেহস্ত নাশমন্তেষ এব নশ্যতি ;  
অতো নাইমত্রাস্মিন্ ছায়াস্ত্বদর্শনে দেহাস্ত্বদর্শনে বা ভোগ্যং ফলং পশ্যামাতি ॥ ১ ॥

সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।—আর ইন্দ্র স্বভাবতই অক্রুরতা ( সন্নততা



দয়ালুতা) ইত্যাদি দৈবসম্পৎসমন্বিত বলিয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই অর্থাৎ পথিমধ্যে গমনকালেই গুরুর বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ বা আশোচনা করিতে করিতে নিজের আত্মগ্রহণের ফলে ( আত্মবিষয়ে যেরূপ জ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছেন, সেই ভ্রান্ত ধারণার জন্ত ) বক্ষ্যমাণরূপ ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রজ্ঞাপতি যে আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে জনপূর্ণ শরীরের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা যে ছায় বা যুক্তির ( জ্ঞানোদয়ের নিয়ম ) উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রের বুদ্ধিতে তাহার একদেশ বা কিয়দংশ প্রতিভাত হইয়াছিল, বাহার ফলে তিনি ছায়াতে আত্মবুদ্ধি স্থাপনে দোষ দর্শন বা অনুভব করিয়াছিলেন। ( দৈবী সম্পৎ শব্দের অর্থ দৈববিত্ত্ব বা অহিংসা প্রভৃতি কয়েকটি সম্ভবতঃ গুণবিশেষ, ধনৈর্ধন্যরূপ সম্পৎ নহে। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—“অহিংসা সত্যম-ক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ তেজ-ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতন্ত পাণ্ডবা” অর্থাৎ যে ব্যক্তি দৈবসম্পদবিশিষ্ট হন, হিংসা, ক্রোধ, খলতা, লোভ, অহংকার ইত্যাদি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সত্যপরায়ণ, দাতা, প্রশান্তচিত্ত, দয়ালু, যত্নস্বভাব, ধীর, লজ্জাশীল, তেজস্বী, ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল ও সর্বদা শৌচাচারসম্পন্ন হন, এই সমস্ত গুণ তাঁহার সহজাত। যিনি এই দৈব সম্পদবিশিষ্ট হন, বাহ্য বিষয়ভোগ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, এবং কোনরূপ অসৎ প্রবৃত্তিও তাঁহাকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া বিপথে চালিত করিতে পারে না। ইন্দ্রের ঐ সমস্ত দৈবী-সম্পৎ বিদ্যমান থাকায় পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণার জন্ত তাঁহার চিত্ত বেশ প্রশস্ত হয় নাই, এই জন্তই উক্তরূপ ভয় অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু বিরোচনের উক্ত সম্পৎ না থাকায় তাঁহার চিত্তে কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিরূপ দোষ দর্শন করিয়াছিলেন? ইহা নিশ্চয়ই দেখা যাইতেছে যে, এই স্থূল শরীর উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হইলে যেমন (যখন) ছায়াআও উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হয়, সুবসন পরিধান করিলে সুবসন পরিহিত হয়, পরিষ্কৃত অর্গৎ নখ-লোম প্রভৃতি দৈহিক অবয়বসমূহের অপগমে বা ছেদনে ছায়াআও পরিষ্কৃত বা নখ-লোমাদিরহিত হয়, ঠিক এইরূপই (তখন) দেহাবয়বসমূহের (দৈহিক অবয়ব হিসাবে) নখ-লোমাদির সহিত তুল্যাবশতঃ এই শরীর অন্ধ হইলে অর্থাৎ চক্ষুবিহীন হইলে ছায়াআও অন্ধ হয়, স্রাম হইলে স্রাম হয়। স্রাম শব্দের প্রকৃত অর্থ এক-চক্ষুঃ বা একটিমাত্র চক্ষুঃসম্পন্ন, (যাহাকে কাণা বলে) কিন্তু পূর্বে অন্ধ শব্দ দ্বারাই উক্ত অর্থ কথিত হওয়ায় এখানে স্রাম শব্দে চক্ষু অথবা নাসিকা হইতে বাহার সর্বদা রস বা জল স্রাব হয়, তাহাকেই বুঝাইবে।



নবমঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৬৩

পরিবৃক্ণ শব্দের অর্থ ছিন্নহস্ত বা ছিন্নপাদ ব্যক্তি । দেহ শ্রাম বা পরিবৃক্ণ হইলে ছায়াআও শ্রাম বা পরিবৃক্ণ হয়, এবং এই দেহের বিনাশ হইলেই ছায়াআও বিনষ্ট হয়, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই স্থূল শরীরের যখন যে অবস্থা ঘটে, ছায়াআও সেই অবস্থাই উপলব্ধ হয়, কোনরূপ ইতর-বিশেষ হয় না ; অতএব এই ছায়াআদর্শনে অথবা দেহাআদর্শনে কোনরূপ ভোগ্য বা ফলই দেখিতে পাইতেছি না । ( ভাবার্থ এই যে—ইন্দ্রের চিত্তে যে সন্দেহ উৎপিত হইয়াছিল, তাহার কারণ, তিনি দেখিলেন, আমরা যে দেহ অথবা দেহের ছায়াকে আত্মা মনে করিয়া প্রশান্ত-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি, ইহা ত ঠিক হইতেছে না, কারণ, আত্মা অবিনশ্বর অপরিণামী, তাঁহার নাশ, রূপান্তর, বিকৃতি কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু আমরা যাহাকে আত্মা মনে করিতেছি, সেই দেহ বা ছায়া, কোনটিই আত্মার জ্ঞায় অবিনশ্বরও নহে, অপরিণামীও নহে, ছায়াআ সর্বোপাংশেই দেহের অনুরূপ, দেহকে যেভাবে সজ্জিত করা হইতেছে, সেও সেইভাবেই সজ্জিত বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, দেহনাশে তাহারও বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী, অতএব এরূপ পদার্থকে আত্মা বলিয়া কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না । আরও দেখ, এই স্থূল শরীরও বিকারগ্রস্ত, কোন শরীর কাণ্ডসমম্বিত, কোন শরীর খঞ্জতাদোষদুষ্ট, কেহ বা বাধিধ্য প্রভৃতি নানাবিধ দোষাক্রান্ত, এই স্থূল শরীর বিনশ্বর, ইহার ধ্বংস অনিবার্য, অতএব এই শরীরও নির্বিকার নিত্য আত্মা হইতে পারে না, এরূপ অবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই প্রজাপতির উপদেশের প্রকৃত মর্থ উপলব্ধি করিতে পারি নাই, অতএব পুনরায় উপদেশ গ্রহণের জন্ত তাঁহার নিকট গমন করাই উচিত ) ॥ ১ ॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরায় । তৎ হ প্রজাপতিরূবাচ, মঘবন্ ! যচ্ছান্ত্ত্বহদয়ঃ প্রাজ্ঞীঃ সার্কিং বিরোচনেন, কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ ? ইতি । স হোবাচ, যথৈব খল্বয়ং ভগবোহস্মিন্ শরীরে সাধ্বলকৃতে সাধ্বলকৃতো ভবতি, স্তবসনে স্তবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ, এবমেবায়মস্মিন্নেক্ষেহক্কো ভবতি, শ্রামে শ্রামঃ, পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণঃ, অশ্রৈব শরীরস্য নাশমশ্বেষ নশ্চতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—সেই ইন্দ্র কাষ্ঠভার গ্রহণ করিয়া পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন । প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মঘবন্ ! ( ইন্দ্র ! ) তুমি যে বিরোচনের সহিত প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলে, কি অভিপ্রায়ে



পুনরায় আগমন করিলে? ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, যেমন (যখন) এই শরীর উৎকৃষ্টভাবে অলঙ্কৃত হইলে এই ছায়াআও উৎকৃষ্টরূপ অলঙ্কৃত, সুন্দর-বসনে সজ্জিত হইলে সুন্দর-বসনে সজ্জিত, পরিকৃত হইলে পরিকৃত হয়, ইহা যখন নিশ্চয়রূপেই দেখা যাইতেছে, ঠিক এইরূপই (তখন) এই শরীর অন্ধ হইলে এই ছায়াআও অন্ধ হয়, শ্রাম হইলে শ্রাম ও পরিবৃকণ অর্থাৎ ছিন্ন হইলে পরিবৃকণ হয়, এই শরীর বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াআও বিনষ্ট হয়, অতএব এই ছায়াঅবিজ্ঞানে আমি কোনরূপ ভোগ্য বা ফলই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্।**—এবং দোষং দেহ-ছায়াআদর্শনে ( দেহে ছায়াআদর্শনে চ )

অধ্যবন্ত্য সঃ সমিৎপাণিব্রহ্মচর্য্যং বন্তঃ পুনরায়। তং হ প্রজাপতিরূপাচ—মযবন্।  
যং শাস্ত্রহৃদয়ঃ প্রাজ্ঞাজীঃ প্রগতবানসি বিরোচনেন সাক্ষিঃ, কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ? ইতি।  
বিজ্ঞানমপি পুনঃ পপ্রচ্ছ ইন্দ্রাভিপ্রায়াভিব্যক্তয়ে। “যং বেথ তেন মোপসীদ” ইতি  
যদ্বং, তথা চ স্বাভিপ্রায়ঃ প্রকটমকরোং, যথৈব খলয়মিত্যাদি; এবমেবেতি চ অহমোদত  
প্রজাপতিঃ। নহু তুল্যেহক্ষিপুরুষশ্রবণে দেহছায়ামিত্রোহগ্রহীদাশ্লেতি, দেহমেব তু  
বিরোচনঃ, তং কিম্মিত্তম্? তত্র মজ্ঞতে—যথা ইন্দ্রশ্রোদ-শরাবাদি প্রজাপতিবচন  
শ্রবতো দেবানপ্রাপ্তশ্চৈব আচার্য্যোক্তবৃদ্ধা ছায়াশ্রবগ্রহণং, তত্র দোষদর্শনকাভ্যং, ন  
তথা বিরোচনশ্চ; কিন্তুর্হি? দেহে এব স্বাত্ত্বদর্শনং, নাপি তত্র দোষদর্শনং বদ্ব।  
তদ্বদেব বিভাগগ্রহণসামর্থ্যে প্রতিবন্ধদোষান্নত্ব-বহুত্বাপেক্ষম্ ইন্দ্র-বিরোচনয়োঃ ছায়া-  
দেহয়োঃ গ্রহণম্। ইন্দ্রোহন্নদোষত্বাৎ “দৃশ্যতে” ইতি ঋত্যর্থমেব শ্রদ্ধধানতয়া জগ্রাহ,  
ইতরশ্ছায়ানিমিত্তং দেহং তিহা ঋত্যর্থং লক্ষণয়া জগ্রাহ, প্রজাপতিনোক্তোহগ্রহণমিতি,  
দোষভূয়ত্বাৎ। যথা কিল নীলানীলয়োরাদর্শে দৃশ্যমানয়োর্বাসসোর্ষাৎ নীলং, তৎ  
মহাইমিতি চায়ানিমিত্তং বাস এবোচ্যতে, ন ছায়া, তদ্বদিতি বিরোচনাভিপ্রায়ঃ। স্বচি-  
গুণদোষবশাদেব হি শকার্থবিধারণং তুল্যেহপি শ্রবণে খ্যাপিতং, “দাম্যত, দন্ত, দয়ক্য”  
ইতি ‘দকার’মাত্রশ্রবণাৎ ঋত্যন্তরে। নিমিত্তান্তপি তদনুগুণাজ্জৈব সহকারীণি ভবন্তি। ২।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—সেই ইন্দ্র দেহের ছায়াতে আত্ম-নিষ্কর  
করায় এই সমস্ত দোষ নিশ্চয় ( আলোচনা ) করিয়া পুনরায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন  
করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির সমীপে আগমন করিয়া-  
ছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি যে  
বিরোচনের সহিত বেশ প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলে, তবে কি অভিপ্রায়ে  
পুনরায় আগমন করিলে? প্রজাপতি ইন্দ্রের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াও  
ইন্দ্রের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার নিমিত্তই অর্থাৎ ইন্দ্রের নিজের মুখ দিয়া  
প্রকাশ করাইবার অভিপ্রায়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; যেমন পূর্বে উক্ত



নবমঃ খণ্ডঃ ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৬৫

হইয়াছে “যাহা জান, তাহা দ্বারা অর্থাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া আ-র নিকট আগমন কর” ইহাও সেইরূপই জানিবে। ইন্দ্রও “যথৈব খন্ধ্যম্” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রজাপতিও ‘হাঁ, এইরূপই বটে’ এই বলিয়া ইন্দ্রের বাক্য অনুমোদন করিয়াছিলেন। আচ্ছা, এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, অক্ষিপুরুষ শ্রবণ ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েরই তুল্য হইলেও (অক্ষিপুরুষ বিষয়ে উপদেশ উভয়েই ঠিক এক ভাবেই শ্রবণ করিলেও) ইন্দ্র দেহের ছায়াকে আত্মা মনে করিয়াছিলেন, আর বিরোচন দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, একরূপ বৈষম্যের কারণ কি? এ বিষয়ে এইরূপ মনে হয় যে, প্রজাপতি কর্তৃক উপদিষ্ট উদ-খর্যাবাদি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিতে করিতে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই আচার্য্য কর্তৃক উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বা আচার্য্যের অভিপ্রেত মনে করিয়া ইন্দ্রের ছায়াতে আত্মবুদ্ধি ও তাহাতে দোষদর্শন হইয়াছিল, বিরোচনের সেরূপ হয় নাই; তবে কি হইয়াছিল? দেহেই বিরোচনের আত্মদর্শন হইয়াছিল (দেহকেই আত্মা বলিয়া ধারণা হইয়াছিল) ও তাহাতে কোনরূপ দোষদর্শনও তাঁহার হয় নাই। ঠিক এইরূপই বিভ্রাৎগ্রহণের সামর্থ্যবিষয়ে প্রতিবন্ধকস্বরূপ দোষের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে ইন্দ্র ও বিরোচনের ছায়াতে ও দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়াছিল, অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রতিবন্ধক দোষের অল্পতা বশতঃ ছায়াতে আত্মবুদ্ধি আর বিরোচনের ঐ দোষের আধিক্য বশতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়াছিল। ইন্দ্র জ্ঞানের প্রতিবন্ধক দোষের অল্পতাবশতঃ “দৃশ্যতে” এই বাক্যের ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের অভিপ্রায়ানুযায়ী মুখ্যার্থকেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ইতর অর্থাৎ বিরোচন জ্ঞানপ্রতিবন্ধক দোষের আধিক্যবশতঃ দেহ যে ছায়ার নিমিত্তমাত্র (দেহ থাকিলেই তাহার ছায়া পড়ে, একান্ত দেহই ছায়ার কারণ) এই ঐশ্বর্য্য বা মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণ দ্বারা, প্রজাপতি এই দেহকেই আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া দেহকেই আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। যেমন দর্পণে পতিত প্রতিবিম্বের পশ্চিমদিক্‌স্থ নীলবর্ণ ও অনীলবর্ণ (শ্বেত রক্ত পীত ইত্যাদি) বস্ত্রবস্ত্রের মধ্যে যে বস্ত্র নীলবর্ণ, তাহাই মহামূল্য বা উৎকৃষ্ট, এখানে যেমন ছায়া বা প্রতিবিম্বের দৃষ্ট নীল বস্ত্রকে উৎকৃষ্ট বলিলেও ছায়াকে উৎকৃষ্ট বলা হয় না, ছায়াকে উপলক্ষ্য করিয়া বস্ত্রকেই উৎকৃষ্ট বলা হয়, বিরোচনের অভিপ্রায়ও সেইরূপ, অর্থাৎ তিনি ছায়াতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন না করিয়া যাহার ছায়া, তাহাকেই আত্মা বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। যে কোন বিষয় হুঁই বা ততোধিক ব্যক্তি সমভাবেই শ্রবণ করিলেও নিজ নিজ বুদ্ধির গুণ বা দোষানুসারে ঐ বিষয়ের অর্থধারণেরও যে তারতম্য



সজ্জাতিত হয়, তাহা শ্রুতান্তরে ( অপর কোন শ্রুতিতে ) 'দ' এই বর্ণটি মাত্র শ্রবণেই কোন স্থানে 'দমন কর' কোন স্থানে বা 'দান কর' আবার কোন স্থানে বা 'দয়া কর' এইরূপ নানাপ্রকার অর্থ গ্রহণ দ্বারাই প্রকাশ করা হইয়াছে ; আর ঐ জাতীয় অর্থগ্রহণ করার অনুকূল নিমিত্তসমূহও সহকারী কারণ হইয়া থাকে। ভাব এই যে—ইন্দ্র ও বিরোচন এই দুই জনেরই বিদ্যাগ্রহণশক্তি ছিল, তথাপি প্রবিন্দকীভূত দোষের অন্তর্য ও বহুত্ব নিবন্ধন আত্মগ্রহণের তারতম্য হইয়াছিল। ইন্দ্রের অন্তদোষ হেতুই ছায়ার আত্মদর্শন হয়, বিরোচনের দোষবাহুলা বশতঃ আত্মদর্শন হইল না। এ স্থলে পূর্বোক্ত প্রস্তোত্তরের এইরূপ সমাধান জানিবে যে, প্রজাপতি শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন, “অক্ষিণি দৃশ্যতে এষ আত্মা”, এই শ্রুতান্তর্গত 'দৃশ্যতে' শব্দের যথাযথ অর্থ—‘যাহা দেখা যাইতেছে’ এইরূপ ধরিয়া ইন্দ্র ছায়াআত্মকে দৃষ্টিগোচর অর্থে বুঝিলেন। কিন্তু বিরোচন শ্রুতার্থ ছাড়িয়া শব্দের লক্ষণা শক্তি দ্বারা যাহার জন্ত ছায়া পড়ে, সেই ছায়ার নিমিত্তীভূত শরীরই আত্মা, এই অর্থ অবগত হইলেন ; কারণ, দেবরাজ অপেক্ষা তাঁহার মূঢ়তা অধিক। বিরোচন ভাবিলেন, যেমন নীল ও অনীল বস্ত্র আদর্শে প্রতিবিম্বিত হইলে যদি কেহ বলে, যে নীল তাহাই মহামূল্য, তাহা হইলে ছায়ার মহাব্যথা না ধরিয়া স্বভাবতঃ বস্ত্রেরই মূল্য নিরূপণ করা হয়, সেইরূপ আত্মদর্শনেও অবগত হওয়া উচিত। তাই তিনি ছায়া ছাড়িয়া দেহকে আত্মরূপে ধরিলেন। নিজ নিজ চিত্তের গুণ-দোষ-মাসারেই শব্দের বিভিন্ন অর্থ গৃহীত হয়। যথা—বৃহদারণ্যকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পিতা প্রজাপতি পুত্রগণকে বলিলেন, বৎসগণ, তোমরা দাস্ত হও, অনন্তর আমরা ( দেবগণ ) স্বভাবতঃ অদাস্তচিত্ত, সে জন্ত মনের দমন কর। পিতা আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিতেছেন, ইহাই বাক্যার্থ বোধ হইল। মনুষ্যগণ ভাবিল, আমরা লোভী বলিয়া পিতা আমাদিগকে দানশীল হইতে বলিতেছেন। অন্তরগণের মনে হইল, আমরা স্বভাবতঃ ক্রুর জাতি, সে কারণ প্রজাপতি শান্ত, অহিংস বা দয়ালু হইতে আজ্ঞা করিতেছেন। এ স্থলে যেরূপ 'দকার' মাত্র শ্রবণে বিভিন্নমতি হইল, সেইরূপ ইন্দ্র-বিরোচনসংবাদেও জ্ঞাতব্য। চিত্তের গুণদোষ-মাসারেই বিজাতীয় যুক্তিতর্ক উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

এবমেবৈষ মঘবন্ ! ইতি হোবাচ, এতত্ত্বেন তে ভূয়োহনু-  
ব্যাখ্যাস্থামি, বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি  
দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস। তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥ ৯ ॥



**অনুবাদ।**—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র ! এই আত্মা ঠিক এইরূপই বটে। আমি পুনরায় তোমার নিকট এই আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিব, অর্থাৎ এই আত্মতত্ত্ববিষয়ে তোমাকে আমি পুনরায় উপদেশ দিব, তুমি আরও বত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এখানে বাস কর। সেই ইন্দ্র প্রজাপতির বাক্যানুসারে আরও বত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। বত্রিশ বৎসর পর প্রজাপতি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাক্তব্রতভাষ্যম্।**—এবমেবৈব মম্বন! সম্যক জ্ঞা অবগতঃ, ন ছায়া আত্মা ইত্যাচ প্রজাপতিঃ। যো ময়োক্ত আত্মা প্রকৃতঃ, এতমেবমানন্ত তে ভূয়ঃ পূর্কঃ ব্যাখ্যাতমপি অনুব্যাখ্যাস্মি। যস্মাৎ সঙ্কল্পাখ্যাত দোষরহিতানাংবধারণবিষয়ঃ প্রাপ্তমপি নাগ্রহীঃ, অতঃ কেনচিদোষণে প্রতিবন্ধগ্রহণসামর্থ্যস্বম্; অতস্তৎ কপণয় বস অপরাপি দ্বাত্রিংশতঃ বর্ষাণি, ইতুজ্ঞঃ। তথোক্তবতে কপিতদোষায় তমৈ হোবাচ। ৩।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্ত নবমখণ্ডভাষ্যম্। ২।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র ! এই আত্মা ঠিক এই প্রকারই বটে, তুমি যাহা অবগত হইয়াছ, তাহাই ঠিক, ছায়া কখনই আত্মা নহে এবং হইতেও পারে না। আমি তাঁহাকে প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবের বিষয়ীভূত আত্মা বলিয়াছি, এই আত্মার সম্বন্ধে আমি পূর্বে তোমাকে উপদেশ দিলেও পুনরায় এই আত্মার বিষয়ই বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিব বা এই বিষয়েই বিস্তৃত উপদেশ দিব, যে হেতু, যাহাদিগের চিত্ত নির্দোষ, তাহাদিগের নিকট যে বিষয় একবারমাত্র ব্যাখ্যা করিলেই গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা তুমি যখন গ্রহণ করিতে পার না, তখন বুঝিতে হইবে, কোনরূপ দোষের দ্বারা তোমার শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্যাবধারণের শক্তি প্রতিকূল হইয়া আছে, অতএব সেই দোষ দূরীকরণের নিমিত্ত আরও বত্রিশ বৎসর কাল এই স্থানে বাস কর। এই কথা বলার পর ইন্দ্র সেই ভাবে বত্রিশ বৎসর কাল বাস করিয়া নির্দোষ হইলে অর্থাৎ চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে প্রজাপতি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে নবম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## অষ্টম প্রপাঠকে দশমঃ খণ্ডঃ

য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি, এষ আত্মেতি হোবাচৈতদ-  
মৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি । স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ । স  
হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ, তৎযত্নপীদং শরীরমন্ধং ভবতি  
অনন্ধঃ স ভবতি, যদি অস্রামমস্রামঃ, ন বৈমোহস্ত দোষেণ  
দুশ্যতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, এই যিনি স্বপ্নকালে পূজ্যমান  
হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, এবং ইনিই ব্রহ্ম ।  
সেই ইন্দ্র এই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলেন ।  
তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই এইরূপ ভয় দর্শন করিয়াছিলেন,  
সেই এই শরীর যদি অন্ধ ও হয়, তাহা হইলেও এই আত্মা অনন্ধই থাকেন, অর্থাৎ  
অন্ধ হন না, এই শরীর যদি অস্রাম হয়, আত্মা অস্রামই থাকেন, এই শরীরের  
কোনরূপ দোষে এই আত্মা দূষিত হন না ॥ ১ ॥

**শাক্তভাষ্যম্ ।**—“য আত্মা অপহতপাপাদিলক্ষণঃ” “য এবোহক্ষিদি”  
ইত্যাদিনা ব্যাখ্যাতঃ, এষ সঃ । কোহসৌ ? যঃ স্বপ্নে মহীয়মানঃ জ্ঞাদিভিঃ  
পূজ্যমানশ্চরতি অনেকবিধান স্বপ্নভোগানমুভবতীত্যর্থঃ । এষ আত্মেতি হোবাচ ইত্যাদি  
সমানম্ । স হ এবমুক্ত ইন্দ্রঃ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ । স হ অপ্রাপ্যৈব দেবান  
পূর্ববদগ্নিষ্মপি আত্মনি ভয়ং দদর্শ । কথম্ ? তদিদং শরীরং যত্নপীদ্যং ভবতি, স্বপ্নাত্মা  
মোহনন্ধঃ স ভবতি । যদি অস্রামিদং শরীরম্, অস্রামশ্চ স ভবতি, নৈবৈব স্বপ্নাত্মা  
অস্ত দেহস্ত দোষেণ দুশ্যতি । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—“অক্ষিমধ্যে এই যে পুরুষ” ইত্যাদি  
শ্রুতিতে অপহতপাপাত্মাদি-লক্ষণবিশিষ্ট যে আত্মার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই  
তাহা ; কে ইনি ? যিনি স্বপ্নাবস্থায় মহীয়মান অর্থাৎ স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহ  
দ্বারা পূজ্যমান হইয়া ( আদৃত বা পরিচরিত হইয়া ) বিচরণ করেন, অর্থাৎ স্বপ্ন-  
বস্থায় বিবিধপ্রকার ভোগমুখ অনুভব করেন । প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, ইনিই  
আত্মা, ইত্যাদি বাক্যের অর্থ পূর্বের গ্রাম । সেই ইন্দ্র প্রজাপতি কর্তৃক এইরূপ  
উপদিষ্ট হইয়া প্রশান্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন । তিনি দেবগণকে প্রাপ্ত না  
হইয়াই, অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই পশ্চিমধ্যে পূর্বেরই



তায় এই আত্মাতেও অর্থাৎ এই জাতীয় আত্মজ্ঞানেও ভয় দর্শন করিয়াছিলেন।  
কিরূপ ভয়? সেই এই শরীর যদি অন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলেও যিনি স্বপ্নাত্মা, তিনি  
অনন্ধই হন, অর্থাৎ দেহের অন্ধতাতে স্বপ্নাত্মা অন্ধ হন না, এই শরীর যদি শ্রাস  
হয় (চক্ষু ও নাশ হইতে অশ্রু ও শ্লেষ্মা-স্রাব হয়) স্বপ্নাত্মা ও শ্রাসই থাকেন,  
এই শরীরের কোনরূপ দোষের দ্বারা দূষিত বা কলুষিত হন না ॥ ১ ॥

ন বধেনাস্ত্র হন্ততে, নাস্ত্র স্রাম্যেণ স্রামঃ, স্নস্তি ত্বৈবৈনং,  
বিচ্ছাদয়ন্তীব, অপ্ৰিয়বেত্তেব ভবত্যপি, রোদিতীব, নাহমত্র  
ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—দেহের বধে এই স্বপ্নাত্মা হত হয় না, এই দেহের স্রাম্যতা  
দ্বারা ইহা স্রাম্যুক্তও হয় না। ইহাকে যেন কাহারো হত্যাই করিতেছে, কাহারো  
যেন ইহাকে বিচ্ছাদন অর্থাৎ তাড়নাই করিতেছে অথবা তাড়িতই করিতেছে।  
এই স্বপ্নাত্মা যেন অপ্ৰিয়বেত্তাই হইতেছে অর্থাৎ দুঃখই অনুভব করিতেছে, ইহা  
যেন রোদনই করিতেছে, অতএব এই স্বপ্নাত্মবিজ্ঞানে আমি কোন ফলই দেখিতে  
পাইতেছি না ॥ ২ ॥

শাক্তব্রতাস্ত্রাম্।—নাপ্যস্ত বধেন স হন্ততে ছায়ান্নবৎ। ন চাস্ত্র স্রাম্যেণ  
স্রামঃ স্বপ্নাত্মা ভবতি। যদধ্যারাদাবাগমমাত্রোপগন্তং, “নাস্ত্র জরয়ৈতজ্জীর্ঘ্যতি” ইত্যাদি,  
তদিহ ত্রায়োনোপপাদয়িতুমুপগন্তম্। ন তাবদয়ং ছায়ান্নবদেহদোষযুক্তঃ, কিন্তু স্নস্তি  
ত্বৈবৈনম্, এব-শব্দ ইবার্থে; স্নস্তি ইবৈবৈনং কেচনেতি দ্রষ্টব্যম্। ন তু স্নস্ত্যেবেতি, উত্তরেণ  
সর্কেষু ইব-শব্দদর্শনাৎ। নাস্ত্র বধেন হন্ততে ইতি বিশেষণাৎ স্নস্তি ত্বৈবৈতি চেৎ? নৈবম্;  
প্রজ্ঞাপতিং প্রমাণীকুরুতৌহনৃতবাদিহ্যাপাদনানুপপত্তেঃ; এতদযত্মিত্যেতৎ প্রজ্ঞাপতিবচনং  
কথং যথা কুর্বাদিত্ত্বস্তং প্রমাণীকুরুন? নহু ছায়াপুরুষে প্রজ্ঞাপতিনোক্তে অস্ত্র শরীরস্ত  
নাশমহু এব নশ্তীতি দোষমভ্যদধাৎ, তথেষাপি ত্রাৎ? নৈবম্। কস্মাৎ? “য এবোহক্ষিণি  
পুরুষো দৃশ্যতে” ইতি ন ছায়াত্মা প্রজ্ঞাপতিনোক্ত ইতি মন্ততে মঘবান্। কথম্? অপহত-  
পাপাদিলক্ষণে পৃষ্ঠে যদি ছায়াত্মা প্রজ্ঞাপতিনোক্ত ইতি মন্ততে, তদা কথং প্রজ্ঞাপতিং  
প্রমাণীকৃত্য পুনঃ শ্রবণায় সমিৎপাণিগিচ্ছেৎ? জগাম চ; তস্মান্ন ছায়াত্মা প্রজ্ঞাপতিনোক্ত  
ইতি মন্ততে। তথা চ ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টা অক্ষিণি দৃশ্যতে ইতি। তথা বিচ্ছাদয়ন্তীব বিচ্ছা-  
বয়ন্তীব, তথা চ পুত্রাদিমরণনিমিত্তমপ্ৰিয়বেত্তেব ভবতি; অপি চ, স্বয়মপি রোদিতীব।  
নহু অপ্ৰিয়ং বেত্তেব, কথং বেত্তেবেতি? উচ্যতে—ন, অমৃতভয়বচনানুপপত্তেঃ,  
“ধ্যায়তীব” ইতি চ শ্রুতাস্তুরাৎ। নহু প্রত্যক্ষবিবোধ ইতি চেৎ? ন; শরীরান্নব-  
প্রত্যক্ষবৎ ভ্রান্তিসম্ভবাৎ। তিষ্ঠতু তাবদপ্ৰিয়বেত্তেব ন বেতি; নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি;  
স্বপ্নাত্মজ্ঞানেহপি ইষ্টং ফলং নোপলভে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥



সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।—ছায়াআর ত্রায় অর্থাৎ ছায়াআ যেমন এই স্থলদেহের বিনাশে বিনষ্ট হয়, এই স্বপ্নাআ স্থলদেহের বধের দ্বারা দেরূপ হত বা বিনষ্ট হয় না, (ছায়াআ ও স্বপ্নাআর ইহাই প্রভেদ) এই স্থলদেহের স্নাত্য দ্বারা (নাসা ও চক্ষু ইহিতে শাবের দ্বারা) স্বপ্নাআ স্থান হয় না। “এই দেহের জরা দ্বারা এই আআ জীর্ণ হয় না” ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ের আদিতে কেবল আগমনাত্রেই অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বাক্যরূপেই উল্লিখিত হইয়াছিল, তাহাই এখানে ত্রায় বা যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত উল্লিখিত হইতেছে। এই স্বপ্নাআ ছায়াআর ত্রায় দৈহিক দোষের দ্বারা আক্রান্ত হয় না (ছায়াআ যেমন দৈহিক দোষে আক্রান্ত হয়, তেমন হয় না); কিন্তু ইহাকে যেন কাহারো হতাই করিতেছে। মূলে যে “যন্তি তু এব এনম্” এই বাক্যটি আছে, এ স্থানের ‘এব’ শব্দটি ‘ইব’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, ‘হত্যা করিতেছেই’ এইরূপ অবধারণ অর্থে ‘এব’ শব্দটি প্রযুক্ত হয় নাই, কারণ, পরে সমস্ত স্থানেই ‘ইব’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কাহারো যেন ইহাকে বিনাশই করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিনাশ করিতেছে না। যদি বল, ‘ইহার বধ দ্বারা এ হত হয় না’ এই বিশেষণ থাকায় অর্থাৎ এইরূপ বিশেষ বাক্য থাকায় ‘ইহাকে বিনাশ করেই’ ইহাই প্রকৃত অর্থ হইবে? (ইহার বধে হত হয় না, এই কথা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কারণান্তরে বা সমসামন্তরে হত হয়? ) ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ অর্থ হইবে না, কারণ, প্রজ্ঞাপতিকে যিনি প্রমাণ বা বিশ্বস্ত বা আশ্রয় পুরুষ বলিয়া স্বীকায় করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই প্রজ্ঞাপতিকেই আবার মিথ্যাবাদীরূপে প্রতিপন্ন করা কখনই উপপর হইতে পারে না। আরও দেখ, ইন্দ্র যখন প্রজ্ঞাপতিকে প্রমাণ বা বিশ্বস্ত পুরুষ বলিয়াই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি প্রজ্ঞাপতির ‘এতদমৃতম্’ ইহাই অমৃত ইত্যাদি বাক্য কেমন করিয়া মিথ্যা বা অপ্ৰমাণ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন? আচ্ছা, এখানে ত এরূপ আপত্তিও হইতে পারে, প্রজ্ঞাপতি যে ছায়াপুরুষের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ছায়াপুরুষ বিষয়ে ‘এই শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই ছায়া-পুরুষও বিনষ্ট হয়’, ইন্দ্র যেমন এই দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপই হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ হইতে পারে না; কেন পারে না? যে হেতু, ‘অক্ষিমধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন’ এই বাক্য যে প্রজ্ঞাপতি ছায়াআকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, ইন্দ্র তাহা মনে করেন নাই; কেন মনে করেন নাই? না, অপহতপাপা-দ্বাদিলক্ষণবিশিষ্ট আআর বিষয় জিজ্ঞাসা করার পর প্রজ্ঞাপতি কর্তৃক ছায়াআ



উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রজাপতি ছায়াআ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, ইন্দ্র যদি একরূপ মনে করিতেন, তাহা হইলে সেই প্রজাপতিকেই প্রাণাণ্য পুরুষ মনে করিয়া অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া পুনরায় উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া তাঁহার নিকট কেন গমন করিবেন ? অর্থাৎ কখনই গমন করিতেন না, অথচ গিয়াছিলেন ; অতএব প্রজাপতি কর্তৃক উক্ত আত্মা যে ছায়াআ, ইহা ইন্দ্র মনে করেন নাই ; এবং তিনি ব্যাখ্যাও করিয়াছেন যে, “যিনি দ্রষ্টা, তিনি অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট হন” ইত্যাদি । এইরূপ বিচ্ছাদন অর্থাৎ কাহারো যেন বিদ্রাবণ বা বিতাড়নই করিতেছে, ( তাড়াইয়া লইয়া বাইতেছে ) এইরূপ পুত্রাদির মৃত্যুজ্ঞ যে অপ্রিয়-বেত্তাই হইতেছে, ( পুত্রাদির মৃত্যুতে যেমন ক্লেশ অনুভব করে, যেন সেইরূপ ক্লেশই অনুভব করিতেছে ) আর স্বয়ং যেন রোদনই করিতেছে । আচ্ছা, এখানে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে, স্বপ্নাআ সত্য সত্যই ত অপ্রিয় অনুভব করিয়া থাকে, তবে “বেত্তা ইব” ( যেন অনুভব করিয়াই থাকে ) একরূপ বলা হইল কেন ? ( স্বপ্নাবস্থায় হনন বিদ্রাবণ অনুভব অসত্য, ইহা সত্য, কিন্তু অপ্রিয় অনুভবের সম্বন্ধে ত সে কথা বলা যায় না, স্বপ্নে ত বাস্তবিকই হঃখানুভব করিতে পারে ? ) ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, না, তাহা হইলে ‘ইনিই অমৃত ও অভয়’ এই বাক্য উপপন্ন হইতে পারে না । বিশেষতঃ অস্ত্র শ্রুতিও আছে—“যেন ধ্যানই করিতেছে” । যদি বল, তাহা হইলে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হয় ? না, তাহাও হয় না, কারণ, শরীরে আত্ম-প্রত্যক্ষের ঞায় (শরীরে আত্মবুদ্ধির ঞায়) ইহাতেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে । আচ্ছা, এ প্রশ্ন এখন থাক, যেন অপ্রিয়বেত্তাই, অথবা তাহা নয়, এ আলোচনা এক্ষণে থাকুক, আমি এ বিষয়ে কোনরূপই ভোগ্য দেখিতেছি না ; অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নাববিজ্ঞানেও কোনরূপ অভীষ্ট ফলই আমি উপলব্ধি করিতে ( দেখিতে বা বুঝিতে ) পারিতেছি না ॥ ২ ॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরৈয়ায়, তৎ হ প্রজাপতিরূবাচ, মঘবন্ ।  
যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ, কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ ? ইতি । স  
হোবাচ, তদ্যদুপীদং ভগবঃ ! শরীরমন্ধং ভবত্যানন্ধঃ স ভবতি,  
যদি শ্রামমশ্রামঃ, নৈবৈষোহস্তু দোষণে দুয্যতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সেই ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় প্রজাপতিসমীপে আগমন করিয়াছিলেন । প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মঘবন্ ! তুমি প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলে, কি অভিপ্রায়ে পুনরায় আগমন করিয়াছ ?



ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! এই শরীর যদি অন্ধ হয়, স্বপ্নাত্মা অনর্কই থাকে, শরীর যদি অসম হয়, স্বপ্নাত্মা অস্মামই থাকে, এই শরীরের কোনরূপ দোষের দ্বারাই এই স্বপ্নাত্মা দূষিত হয় না ॥ ৩ ॥

ন বধেনাস্ত্র হন্যতে, নাস্ত্র শ্রাম্যেণ শ্রামঃ, স্নস্তি ত্বেবৈনং, বিচ্ছাদয়ন্তীব, অপ্ৰিয়বেত্তেব ভবত্যপি, রোদিতীব, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি । এবমেবৈষ মঘবন্ ! ইতি হোবাচ, এতত্ত্বেব তে ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্থামি, বসাপরানি দ্বাত্রিংশতঃ বর্ষাণীতি । স হাপরানি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুवास । তস্মৈ হোবাচ ॥ ৪ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—এই শরীরের নাশেও স্বপ্নাত্মা হত বা বিনষ্ট হয় না, এই শরীরের শ্রামভাবের দ্বারাও স্বপ্নাত্মা শ্রামবিশিষ্ট হয় না, কাহারো যেন এই স্বপ্নাত্মাকে বিনাশই করিতেছে, কাহারো যেন বিচ্ছাদন বা বিভাডনই করিতেছে, ইহা নিজেও যেন অপ্ৰিয়বেত্তাই হয়, অর্থাৎ যেন দুঃখই বোধ করে, এবং ইহা যেন রোদনই করে ; আমি একরূপ আত্মবিজ্ঞানে কোনরূপ ফলই দেখিতে পাইতেছি না । প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, হে মঘবন্ ! এই স্বপ্নাত্মা এইরূপই বটে । যাহা হউক, আমি তোমার নিকট পুনরায় এই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব, তুমি আরও বত্রিশ বৎসর এই স্থানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস কর । সেই ইন্দ্র প্রজাপতির আদেশানুসারে আরও বত্রিশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন । তাহার পর প্রজাপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—এবমেবৈষঃ, তবাভিপ্রায়েণেতি বাক্যশেষঃ, আত্মনোহ-  
মৃতভয়গুণবদ্ধশ্রুতিপ্রেতহাং । বিরুদ্ধমপি ত্রায়তো ময়া যথা বৎ ন অবধারয়তি, তস্মাৎ  
পূর্ববদস্ত অজ্ঞাপি প্রতিবন্ধকারণমন্তীতি মহানন্তৎক্ষণায় বস অপরানি দ্বাত্রিংশতঃ বর্ষাণি  
ব্রহ্মচর্য্যম্, ইত্যাদিদেশ প্রজাপতিঃ । তথোদিতবতে ক্ষণিতকল্পবায় আহ । ৩-৪ ।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য দশমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, এই স্বপ্নাত্মা এইরূপই বটে, এখানে ‘তোমার অভিপ্রায়ানুসারে’ এই বাক্যটুকু ঐ বাক্যের শেষ



বা অবশিষ্টাংশ, অর্থাৎ তোমার অভিপ্রেত যে আত্মা, (তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিয়াছ) সে আত্মা এইরূপই বটে, কারণ, আত্মার অমৃতত্ব ও অভয়রূপ গুণবত্তাই প্রজাপতির অভিপ্রেত, তাহাতেই প্রজাপতি বলিয়াছিলেন—তোমার অভিপ্রেত আত্মা এইরূপই বটে। আমি দুই দুইবার ত্রায় অর্থাৎ বুক্তি প্রদর্শন পূর্বক উপদেশ দিলেও ইন্দ্র যখন তাহা যথাযথভাবে অবধারণ বা গ্রহণ করিতে (বুঝিতে) পারিতেছেন না, তখন পূর্বেরই ত্রায় এখনও ইহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ কারণ বিদ্যমান আছে, প্রজাপতি এইরূপ আলোচনা করিয়া সেই প্রতিবন্ধকস্বরূপ কারণ দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রকে আদেশ করিয়াছিলেন, আরও বত্রিশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিয়া বাস কর। ইন্দ্র সেইরূপ বাস করার পাণ্ডিত্য হওয়ার পর অর্থাৎ সেই জ্ঞানপ্রতিবন্ধক দোষ নিবৃত্ত হওয়ার পর নির্দোষ সেই ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দশম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।



## অষ্টমপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ

তদ্যত্রৈতৎ স্রুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজান্নতি, এষ  
আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্মেতি । স হ শান্তহৃদয়ঃ  
প্রবব্রাজ । স হাপ্রাপৈষ্য দেবানেতদ্বয়ং দদর্শ, নাহ খল্বয়মেবং  
সম্প্রত্যাত্মানং জান্নতি, অয়মহমস্মীতি, নো এবেষ্মানি ভূতানি,  
বিনাশমেবাগীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, যে সময় আত্মা একপভাবে স্রুপ্ত  
যে, সমস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্য, অতএব সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করিয়া কোনরূপ  
স্বপ্নদর্শন করেন না, ইহাই আত্মা, অর্থাৎ এইরূপ অবস্থাপন্ন আত্মাই আমা কর্তৃক  
কথিত অপহতপাপাত্মাদিলক্ষণবিশিষ্ট আত্মা, ইহাই অমৃত, ইহাই অভয় ও ইহাই  
ব্রহ্ম । ইহু প্রশান্তহৃদয়ে প্রশ্নান করিয়াছিলেন । তিনি দেবগণের সমীপে উপস্থিত  
হইবার পূর্বেই অর্থাৎ পথে গমন করিতে করিতেই এইরূপ ভয় দর্শন করিয়াছিলেন  
যে, এই স্রুপ্ত আত্মা সম্প্রতি অর্থাৎ বর্তমান সময়ে বা স্রুপ্ত অবস্থায় নিজে  
জানিতে পারে না যে, ‘আমি হই অমুক’ । এই স্বাবর-জঙ্গমাঅক ভূতসমূহকেও  
জানিতে পারে না, ঠিক যেন বিনাশপ্রাপ্তের আশ্রয়ই অর্থাৎ মৃতের আশ্রয়ই থাকে,  
অতএব আমি একরূপ আত্মবিজ্ঞানেও কোন ফলই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১ ॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরৈরায়, তৎ হ প্রজাপতিরুবাচ, মঘবন্ !  
যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ, কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ ? ইতি । স  
হোবাচ, নাহ খল্বয়ং ভগবঃ ! এবৎ সম্প্রত্যাত্মানং জান্নতি,  
অয়মহমস্মীতি, নো এবেষ্মানি ভূতানি, বিনাশমেবাগীতো ভবতি,  
নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—ইহু সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় প্রজাপতির নিকট আগমন  
করিয়াছিলেন । প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ইহু ! তুমি  
প্রশান্তহৃদয়ে গমন করিয়াছিলে, এক্ষণে পুনরায় কি অভিপ্রায়ে আগমন করিলে ?  
ইহু বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! এই আত্মা সম্প্রতি অর্থাৎ স্রুপ্তাবস্থায় নিজে  
একপভাবে জানিতে পারে না যে, ‘আমি হই অমুক’, এই ভূতসমূহকেও জানিতে



[ত্রৈদশঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৭৫

পারে না, অতএব ইহা যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইতেছে, আমি এরূপ আত্মবিজ্ঞানে কোনরূপ ফলই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২ ॥

**শাক্তভাষ্যম্।**—পূর্ববৎ “এতৎ স্বে ত” ইত্যাহ্ব্যক্ত। তৎ যত্রৈতৎ সূপ্ত ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং বাক্যম্। অক্ষিণি যো দ্রষ্টা স্বপ্নে চ মহীয়মানশ্চরতি, স এষঃ সূপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নঃ ন বিজ্ঞানাতি এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি স্বাভিপ্রেতমেব। মঘবান্ তত্রাপি দোষং দদর্শ। কথম্? নাহ নৈব সূক্ষ্মস্থোহপ্যাত্মা খলু অয়ং সম্প্রতি সম্যগিদানীক্শাস্ত্রানং জানাতি নৈব জানাতি; কথম্? অয়মহমস্মীতি, নো এবেম্যানি ভূতানি চেতি, যথা জাগ্রতি স্বপ্নে বা। অতো বিনাশমেব বিনাশমিবেতি পূর্ববৎ দ্রষ্টব্যম্। অপরিতঃ অপরিগতো ভবতি বিনষ্ট ইব ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। জ্ঞানে হি সতি জ্ঞাতুঃ সম্ভাবোহবগম্যতে, ন অসতি জ্ঞানে। ন চ সূক্ষ্মস্থস্ত জ্ঞানং দৃশ্যতে, অতো বিনষ্ট ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তু বিনাশমেবাত্মনো মজ্ঞতে অমৃতভবচনস্ত প্রামাণ্য-মিচ্ছন। ১-২।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—পূর্বের স্থায় অর্থাৎ নবম খণ্ডের শেষে যেমন ‘এতৎস্বে তে’ (তোমার নিকট পুনরায় এই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব) ইত্যাদি বলিয়া দশম খণ্ডের প্রথমে “য এষ স্বপ্নে মহীয়মানঃ” (যে এই আত্মা স্বপ্নে পূজ্যমান) ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ অর্থাৎ দশম খণ্ডের শেষে ‘এতৎস্বে তে’ ইত্যাদি বলিয়া ‘তৎ যত্রৈতৎ সূপ্তঃ’ ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যে দ্রষ্টা অর্থাৎ আত্মা নেত্রমধ্যে, এবং যে আত্মা স্বপ্নকালে পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, অর্থাৎ বিবিধ প্রকার ভোগ অনুভব করেন, সেই এই আত্মাই সূপ্ত অর্থাৎ যে সময়ে সূক্ষ্মস্থি অবস্থা প্রাপ্ত, সমস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপারশূন্য, অতএব সম্প্রসন্ন অর্থাৎ সর্বকোষবিদ্যাপারশূন্য হওয়ার চিত্তের কোন ক্ষোভ উপস্থিত হয় না, সূত্ররূপ সম্যাকরূপ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া কোনরূপ স্বপ্ন অনুভব করেন না, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম, ইহাই প্রজাপতির নিজের অভি-প্রেত। (প্রজাপতির অভিপ্রায় এই যে—বাহাকে আমি পূর্বে অক্ষিপুরুষ বলিয়াছি, যিনি স্বপ্নাবস্থায় পুজিত বা সমাদৃত হইয়া বিবিধ ভোগ অনুভব করেন, তিনিই সূক্ষ্মস্থ অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য রহিত হওয়ায় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে কোনরূপ স্বপ্নই অনুভব করেন না, এবং এই আত্মা সমস্তকেই তিনি ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছেন) কিন্তু ইন্দ্র তাহাতেও দোষ দর্শন করিয়াছিলেন। কিরূপ দোষ দর্শন করিয়া-ছিলেন? এই আত্মা সূক্ষ্মস্থ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও সম্প্রতি নিজেকে নিশ্চয়ই (একেবারেই) জানিতে পারিতেছে না। কিরূপ জানিতে পারিতেছে না? ‘এই আমি হইতেছি অমুক’ এই ভাবে নিজেকে জানিতে পারিতেছে না, এবং জাগ্রৎ



ও স্বপ্নাবস্থায় বেক্রপ ভাবে জানিতে পারে, সেক্রপ ভাবে এই সমস্ত ভূতনমুহকেও নিশ্চয়ই জানিতে পারে না, অতএব সে বিনাশই অর্থাৎ যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইতেছে, পূর্বে যেমন 'এব' শব্দটি 'ইব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ মূলের 'বিনাশমেব' শব্দটি 'বিনাশমিব' এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতিপ্রায় এই যে, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা বা অনুভব-কর্তার সম্ভাব বা অস্তিত্ব জানা যায়, জ্ঞান না থাকিলে জানা যায় না, কিন্তু সুযুগ্ম ব্যক্তির জ্ঞানের কোনরূপ লক্ষণই দৃষ্ট হয় না, অতএব সে ব্যক্তি যেন বিনষ্ট বা মৃত ; কিন্তু পূর্বোক্ত 'অমৃত ও অভয়' এই বাক্যের প্রামাণ্য রক্ষার নিমিত্ত আত্মা যে সত্য সত্যই বিনষ্ট হইয়াছে বা হয়, ইহা তিনি মনে করেন নাই ॥ ১-২ ॥

এবমৈবৈষ মঘবন্ ! ইতি হোবাচ, এতত্ত্বৈব তে ভূয়ো-  
নুব্যাখ্যাস্মি, নো এবান্ত্রৈতস্মাত্, বসাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণীতি ।  
স হাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণ্যুবাস, তান্ত্রেকশতং সম্প্রহুঃ, এতত্তদ-  
যদাহুঃ, "একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্য-  
মুবাস" । তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র ! এই সুযুগ্মা এই-  
রূপই বটে। আমি তোমার নিকট পুনরায় এই আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিব, কিন্তু  
এতদ্ব্যতীত অস্ত্র কোন বিষয় নহে। আরও পাঁচ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন  
করিয়া এখানে বাস কর। ইন্দ্র আরও পাঁচ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া  
বাস করিয়াছিলেন, এইরূপে ইন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যকাল একশত এক বৎসর পূর্ণ হইয়া-  
ছিল। ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্র প্রজাপতিসমীপে  
একশত এক বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদনন্তর  
প্রজাপতি ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্।**—পূর্ববদেবমেবেত্যুক্ত্য। যো ময়োক্তজিভিঃ পর্য্যায়ৈঃ,  
তমেবৈতৎ—নো এবান্ত্রৈতস্মাদানোহন্তঃ কঞ্চন ; কিন্তু ইহি ? এতমেব ব্যাখ্যাস্মি। যন্নত  
দোষস্তবাবশিষ্টঃ, তৎক্ষণায় বস অপরাণি অন্যানি পঞ্চবর্ষাণি, ইত্যুক্তঃ স তথা চকাব।  
তস্মৈ মৃদিতকব্যাাদিদোষায় স্থানজয়দোষসম্বন্ধরহিতমাত্মনঃ স্বরূপমপহতপাপুদ্বাদিলক্ষণং  
মঘবতে তস্মৈ হোবাচ। তান্ত্রেকশতং বর্ষাণি সম্প্রহুঃ সম্পন্নানি বভূবুঃ। যদাহলোকে



শিষ্টাঃ “একশতং হ বৈ বর্ধাণি মঘবান্ প্রজাপত্যৌ ব্রহ্মচর্যমুবাস” ইতি । তদেতৎ স্বাক্ষিণশত-  
মিত্যাदिना दर्शितमित्याख्यायिकातोऽपश्यत् श्रुत्योच्यते, এবং किल एतद्विद्वद्वादिनि  
श्रुततरम्, ईद्रेणापि महता बह्वेन एकान्तवर्षशतकृतारामेन प्राशुमाञ्जलानम्; अतो  
नातःपरं पुरुषार्थान्तरमस्तीत्याञ्जलानः शोति । ३ ।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকন্ত একাদশখণ্ডভাষ্যম্ । ১১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—প্রজাপতি পূর্বের ছায় এবারও ‘এব-  
মেব’ (এইরূপই বটে) এই কথা বলিয়া বলিয়াছিলেন, আমি পূর্বে তিন বায়ে  
অথবা তিনটি শ্রুতিতে যে আত্মার বিষয় বর্ণনা করিয়াছি, সেই এই আত্মার বিষয়েই  
বলিব, এই আত্মার বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই বলিব না; তবে কি বলিব? না,  
এই আত্মার বিষয়ই ব্যাখ্যা করিব। তোমার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক দোষ আর  
অন্নমাত্রই অবশিষ্ট আছে, সেই দোষটুকু বাহাতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সে জন্ম  
আরও পাঁচ বৎসর তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস কর। প্রজাপতি কর্তৃক  
এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্র আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সে স্থানে  
বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে ইন্দ্রের কষায়াদি দোষসমূহ অর্থাৎ বিষয়বাসনা প্রভৃতি  
জনিত চিন্তের মালিন্য প্রভৃতি দূর হওয়ার পর প্রজাপতি তাঁহাকে স্থানত্ৰয়গত অর্থাৎ  
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই অবস্থাত্ৰয়সংশ্লিষ্ট দোষসংস্পর্শশূন্য অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ত  
অবস্থার অতীত এবং অপহতপাপাত্মাদিলক্ষণবিশিষ্ট আত্মার স্বরূপবিষয়ে উপদেশ  
দিয়াছিলেন। এইরূপে ইন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যকাল পূর্ণ একশত এক বৎসরে পরিণতি প্রাপ্ত  
হইয়াছিল। ( ১০১ বৎসর ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন ) শিষ্ট-  
ব্যক্তিগণও বলিয়া থাকেন যে, “ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া একশত এক বৎসর  
কাল প্রজাপতির নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন”। সম্ভ্রুতি বত্রিশ বৎসর কাল  
ইত্যাদিরূপে বর্ণিত এই আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রুতি নিজেই বলিতে-  
ছেন যে, এই যে আত্মজ্ঞান, ইহা ইন্দ্রকে অপেক্ষাও এতই গুরুতর যে, স্বয়ং দেবরাজ  
ইন্দ্রও একশত এক বৎসর কাল অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও অতি যত্নে এই  
আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অতএব এই আত্মজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন  
পুরুষার্থ বা পুরুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নাই, শ্রুতি এই কথা বলিয়া  
আত্মজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে একাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

মঘবন্ ! মর্ত্যং বা ইদং শরীরম্, আন্তঃ মৃত্যুনা, তদন্তা-  
মৃতস্তাশরীরস্তান্ননোহধিষ্ঠানম্ । আন্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়া-  
প্রিয়াভ্যাং, ন বৈ সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি,  
অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে মঘবন্ ! এই শরীর নিশ্চয়ই মর্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্ম বা  
নশ্বর, ইহা মৃত্যুর দ্বারা অধিকৃত বা মৃত্যুকবলিত । বিনশ্বর মৃত্যুকবলিত এই  
শরীর অমৃত ও অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় । সেই আত্মা শরীর  
হইয়া, ( শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বা শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া ) অর্থাৎ ‘আমি’  
‘আমার’ ইত্যাদিরূপ অভিমানগ্রস্ত হইয়া প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ বিবিধ সুখ-দুঃখ  
দ্বারা আক্রান্ত বা অভিভূত হয় । আত্মা শরীরাত্মিমানী হইলে প্রিয় ও অপ্রিয়  
ব্যাপার হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই, কিন্তু যদি অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মিমানশূন্য  
হন ( অহং-জ্ঞান যদি না থাকে ), তাহা হইলে প্রিয় বা অপ্রিয়, কিছুই তাঁহাকে  
স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্।**—মঘবন্ ! মর্ত্যং বৈ মরণধর্ম্মীদং শরীরম্ । যং মর্ত্যমে  
অক্ষাধারাদিলক্ষণঃ সম্প্রসাদলক্ষণ আত্মা ময়োক্তো বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি, শূণ্ণ ভব  
কারণম্—যদিদং শরীরং বৈ যং পশ্যসি তদেতৎ মর্ত্যং বিনাশি । তচ্চ আন্তঃ মৃত্যুনা গ্রস্তং  
সততমেব । ‘কদাচিদেব স্মিয়তে’ ইতি মর্ত্যম্ ইত্যুক্তে ন তথা সম্ভাসো ভবতি, যথা গ্রস্তমেব  
সদা ব্যাপ্তমেব মৃত্যুনেত্যুক্তে, ইতি বৈরাগ্যার্থং বিশেষ ইত্যুচ্যতে—আন্তঃ মৃত্যুনেতি ।  
কথং নাম দেহাভিমানতো বিরক্তঃ সন্ নিবর্ততে ? ইতি । শরীরমিতি অত্র সহৈন্দ্রিয়মনো-  
ভিরুচ্যতে । তচ্ছরীরমন্ত সম্প্রসাদস্ত ত্রিস্থানতয়া গম্যমানস্তামৃতস্ত-মরণাদিদেহৈন্দ্রিয়মনো-  
ধর্ম্মবর্জিতস্তেত্যেতৎ । অমৃতস্ত ইত্যনেনৈব অশরীরত্বে সিদ্ধে পুনরশরীরশ্রেতি কচনং  
বাধ্যদিবং সাবয়বত্ব-মূর্ত্তিমত্বে মা ভূতামিতি, আত্মনো ভোগাধিষ্ঠানম্ ; আত্মনো বা সত  
ঈক্ষিত্বস্তেজোহবলাদিক্রমেণোৎপন্নমধিষ্ঠানম্ ; জীবরূপেণ প্রবিষ্টা সদেবাধিতীতি অন্বিতি  
বা অধিষ্ঠানম্ । যশ্চৈদমীদৃশং নিত্যমেব মৃত্যুগ্রস্তং ধর্ম্মাধর্ম্মজনিতত্বাং প্রিয়াপ্রিয়বদধিষ্ঠানং  
তদধিষ্ঠিতস্তদ্বান্ সশরীরো ভবতি । অশরীরত্বাবশ্য আত্মনঃ “তদেবাং শরীরং, শরীরেব  
চাহম্” ইত্যবিবেকাদাত্মভাবঃ সশরীরত্বম্ ; অত এব সশরীরঃ সন্ আন্তো গ্রস্তঃ প্রিয়া-  
প্রিয়াভ্যাং ; প্রসিদ্ধমেতৎ । তন্ত চ ন বৈ সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োর্বাহ্যবয়বসংযোগ-



বিরোগনিমিত্তসৌৰ্বাহবিষয়সংযোগ-বিরোগো মমেতি মন্তমানশ্চ অপহতির্কিনাশ উচ্ছেদঃ  
 সম্ভতিরূপয়োৰ্নাস্তীতি । তৎ পুনর্দেহাভিমানাদশরীরস্বরূপবিজ্ঞানেন নিবর্তিতাবিবেক-  
 জ্ঞানমশরীরঃ সন্তঃ প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ । স্পৃশিঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে ইতি প্রিয়ং  
 ন স্পৃশতি অপ্রিয়ং ন স্পৃশতীতি বাক্যদ্বয়ং ভবতি । “ন স্নেহাশুচ্যধ্বিন্ধৈকঃ সহ  
 সম্ভাবেত” ইতি স্বয়ং । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মকার্যো হি তে, অশরীরতা ( হিতাহিতে, যতোহশরীরতা )  
 তু স্বরূপম্ ইতি তত্র ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োঃ সম্ভবাৎ তৎকার্যভাবো দূরত এবত্যতো ন প্রিয়াপ্রিয়ে  
 স্পৃশতঃ । নহু যদি প্রিয়মপ্যশরীরং ন স্পৃশতীতি যৎ সম্বভত্যেকং “স্নুপ্তুহো বিনাশ-  
 মেবাপীতো ভবতীতি” তদেবেহাপ্যাপন্নম্ । নৈব দোষঃ, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মকার্যয়োঃ শরীরসম্বন্ধিনোঃ  
 প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ প্রতিবেদন্যং বিবক্ষিতত্বাৎ—অশরীরং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি ।  
 আগমাপায়িনোর্হি স্পর্শশব্দো দৃষ্টঃ, যথা—স্পর্শ উষ্ণস্পর্শ ইতি । ন ত্বয়ে  
 উষ্ণপ্রকাশয়োঃ সম্ভাবভূতয়োঃ স্পর্শ ইতি ভবতি : তথা অগ্নেঃ সবিতুর্কা উষ্ণপ্রকাশবৎ  
 স্বরূপভূতশ্রানন্দশ্চ প্রিয়শ্চাপি নেহ প্রতিবেদনঃ “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” “আনন্দো ব্রহ্ম” ইত্যাদি  
 প্রতিভাঃ । ইহাপি “ভূমৈব সুখম্” ইত্যুক্তত্বাৎ । নহু ভূমঃ প্রিয়শ্চৈকত্বে অসংবেদ্যত্বাৎ  
 স্বরূপেণৈব বা নিত্যসংবেদ্যান্নির্বিশেষত্বেনেদ্রশ্চ তদ্বিষ্টম্ । “নাহি স্বয়ং সম্প্রত্যাত্মানং  
 জানাতি অয়মহমস্মীতি নো এবমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র . ভোগ্যং  
 পশ্যামি” ইত্যুক্তত্বাৎ । তদ্বি ইন্দ্রশ্চেষ্টঃ—যৎ ভূতানি চ আত্মানং চ জানাতি, ন চাপ্রিয়ং  
 কিঞ্চিদেত্তি, স সর্বকামঃ লোকানাপ্নোতি সর্বকামঃ কামান্ যেন জ্ঞানেন । সত্যমেত-  
 দিষ্টমিন্দ্রশ্চ—ইমানি ভূতানি যন্তোহত্মানি, লোকাঃ কামাশ্চ সর্বৈ যন্তোহত্মে, অহমেবা  
 স্বামীতি । ন হেতুদিল্লশ্চ হিতং, হিতকেন্দ্রশ্চ প্রজাপতিনা বক্তব্যম্ । ব্যোমবৎ অশরী-  
 রাত্মতয়া সর্বভূতলোককামাত্মস্বোপগমেন বা প্রাপ্তিঃ, তদ্বিতমিন্দ্রায় বক্তব্যমিতি প্রজা-  
 পতিনাহভিপ্রেতং, ন তু রাজ্ঞো রাজ্যাস্তিবদন্ত্যেহেন । তত্রৈব সতি কং কেন বিজ্ঞানীয়া-  
 দর্শনৈকত্বে ইমানি ভূতানি অয়মহমস্মি ? ইতি । নহু অস্মিন্ পক্ষে “স্বীতির্বা যানৈর্বা”  
 “স যদি পিতৃলোককামঃ” “স একধা ভবতি” ইত্যার্টৈকার্থ্যশ্রুতয়োহনুপপন্নাঃ ? ন ;  
 সর্বাত্মনঃ সর্বকলসম্বন্ধোপপত্তেরবিরোধাৎ । যদ ইব সর্বঘট-করক-কুণ্ডাভ্যাপ্তিঃ । নহু  
 সর্বাভ্যুত্থে হুঃখসম্বন্ধোহপি শ্রাদ্ধিতি চেৎ ? ন ; হুঃখশ্চাপ্যাত্মস্বোপগমাদবিরোধঃ । আত্মনি  
 অবিভাকল্পনানিমিত্তানি হুঃখানি ব্রহ্মামিব সর্বাদিকল্পনানিমিত্তানি । সা চাবিত্তা শরীরাত্ম-  
 কত্বস্বরূপদর্শনেন হুঃখনিমিত্তোচ্ছিন্নেতি হুঃখসম্বন্ধাশঙ্কা ন সম্ভবতি । শুদ্ধসম্বন্ধস্বরূপ-  
 নিমিত্তানান্ত কামানামীশ্বরদেহসম্বন্ধঃ সর্বভূতেষু মানসানাং, পর এব সর্বসম্বোধামিষ্মাৰেণ  
 ভোক্তেতি সর্বাবিভাকৃতসংব্যবহারীণাং পর এবাত্মাস্পদ্য নাত্তোহস্মীতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ ।  
 “য এবোহন্ধিনি পুরুষো দৃশতে” ইতি ছায়াপুরুষ এব প্রজাপতিনোক্তঃ, স্বপ্ন-স্নুপ্তুহোশ্চাত্ত  
 এব, ন পরোহপহতপাপাত্মাদিলক্ষণঃ, বিরোধাদিতি কেচিৎপ্রস্তাবে । ছায়াত্মানাঞ্চোপদেশে  
 প্রয়োজনমচক্ষতে—আদ্যেবোচ্যমানে কিল হুর্কিঞ্জের্যত্বাৎ পরশ্চাত্মনো হত্যন্তবাহবিষয়-



সন্তচেতসোহিত্যন্তুস্ববস্ত্রবশে ব্যামোহো মা ভুদিতি । যথা কিল দ্বিতীয়ায়াং স্বপ্নং চক্ষু-  
দিদর্শয়িষুঃ বৃক্ষং কক্ষিৎ প্রত্যক্ষমাদৌ দর্শয়তি—পশ্যামুমেব চক্ষু ইতি, ততোহিহ, তজ-  
হিহ, গিরিমূর্দানঞ্চ চক্ষুসমীপস্থমেব চক্ষু ইতি ; ততোহসৌ চক্ষুঃ পশুতি ; এবমেতৎ ব  
এবোহক্ষিণি ইত্যাহ্ব্যক্তং প্রজ্ঞাপতিনা ত্রিভিঃ পৰ্য্যায়ৈঃ, ন পর ইতি । চতুর্থে তু পৰ্য্যায়-  
দেহান্তর্জ্যাং সমুপায় অশরীরতামাপনো জ্যোতিঃস্বরূপম্ । যস্মিন্ উত্তমপুরুষে রূপাদি-  
ভির্জ্ঞকং ক্রীড়ন্ রমমাণো ভবতি, স উত্তমঃ পুরুষঃ পর উক্ত ইতি চাহঃ । সত্যং, রমণীয়া  
তাবদিয়ং ব্যাখ্যা শ্রোতুং, ন ত্বর্থোহস্ত গ্রন্থশ্চৈবং সম্ভবতি । কথম্ ? ‘অক্ষিণি পুরুষো  
দৃশ্যতে’ ইত্যুপপত্ত্য শিষ্যাভ্যাং ছায়াঅনি গৃহীতে তায়ান্তদ্বিপরীতগ্রহণং মদ্বা তদপনয়  
উদ-পর্যবোপত্তাসঃ, ‘কিং পশুতঃ ?’ ইতি চ প্রশ্নঃ । সাধবলক্ষ্যারোপদেশশ্চানর্থকঃ সত্যং । যদি  
ছায়াশ্চৈব প্রজ্ঞাপতিনা অক্ষিণি দৃশ্যতে’ ইত্যুপদিষ্টঃ । কিঞ্চ, যদি বা তেন স্বয়মুপদিষ্ট ইতি  
গ্রহণত্যাগ্যপনয়নকারণং বক্তব্যং সত্যং, স্বপ্ন-স্বপ্নোত্তাগ্রহণয়োরাপি তদপনয়নকারণং চ স্বপ্ন  
ক্রমাৎ ; ন চোক্তং, তেন মত্তামহে, নাক্ষিণি ছায়াঅা প্রজ্ঞাপতিনোপদিষ্টঃ । কিঞ্চাভ্য  
অক্ষিণি দ্রষ্টা চেৎ দৃশ্যতে ইতি উপদিষ্টঃ সত্যং, তত ইদং যুক্তম্ । ‘এতং য়েব তে’ ইত্যুক্তা  
স্বপ্নেহপি দ্রষ্টুং বোপদেশঃ । স্বপ্নে ন দ্রষ্টোপদিষ্ট ইতি চেৎ ? ন ; ‘অপি রোদিভীবাগ্রি-  
বেত্তেব’ ইত্যুপদেশাৎ । ন চ দ্রষ্টুং বক্তঃ কচ্চিৎ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি, অত্রায় পুরুষ  
স্বয়ংজ্যোতিরিতি জায়তঃ শ্রুতাস্তরে সিদ্ধত্বাৎ । যতাপি স্বপ্নে সধীর্ভবতি, তথাহপি ন  
যীঃ স্বপ্নভোগোপলব্ধিঃ প্রতি করণত্বং ভজতে । কিন্তুহি ? পটচিত্রবজ্জাগ্রদ্বাসনাপ্রভা  
দৃশ্বেব ধীর্ভবতীতি ন দ্রষ্টুঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ, বাধঃ সত্যং । কিঞ্চাভ্য, জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োৰ্ভূতানি  
চ আত্মানঃ চ জানাতি—ইমানি ভূতান্নয়মহমস্মীতি । প্রাপ্তৌ সত্যং প্রতিষেধো যুক্তঃ  
সত্যং—নাহ খবয়মিত্যাदि । তথা চেতনশ্চৈবাবিজ্ঞানিমিত্তয়োঃ সশরীরেষে সতি প্রিয়াগ্রি-  
য়োরাপহতিনাভীভূত্বা তশ্চৈব অশরীরস্ত সতো বিজ্ঞায়াং সত্যং সশরীরেষে প্রাপ্তয়ো  
প্রতিষেধো যুক্তঃ—‘অশরীরং বাব সমস্তং ন প্রিয়াগ্রিয়ে স্পৃশতঃ’ ইতি । “একশ্চাত্মা স্বপ্ন-  
বুদ্ধান্তয়োৰ্গামৎস্রবদসঙ্গঃ সঞ্চরতি” ইতি শ্রুতাস্তরে সিদ্ধম্ । যচ্চোক্তং—সম্প্রসাদঃ শরীরং  
সমুপায় যস্মিন্ জ্যাতিভী রমমাণো ভবতি, সোহিহঃ সম্প্রসাদাদধিকরণনির্দিষ্ট উত্তমঃ পুরুষ  
ইতি ; তদপ্যসৎ, চতুর্থেহপি পৰ্য্যয়ে ‘এতং য়েব তে’ ইতি বচনাৎ । যদি ততোহিহ-  
হিহিপ্রতঃ সত্যং, পূর্ববৎ ‘এতং য়েব তে’ ইতি ন ক্রমাৎ যথা প্রজ্ঞাপতিঃ । কিঞ্চাভ্য  
তেজোহব্রহ্মাদীনাং শ্রষ্টুঃ সতঃ স্ববিকারদেহশূদ্রে প্রবেশং দর্শয়িত্বা প্রবিষ্টার পুনঃ ‘তং  
মমসি’ ইত্যুপদেশো যথা প্রসজ্যেত । তস্মিন্ ত্বং জ্যাতিভী রমতা ভবিষ্যতীতি যুক্ত  
উপদেশোহভবিষ্যৎ যদি সম্প্রসাদাদন্ত উত্তমঃ পুরুষো ভবেৎ । তথা ভূমি অহমেবেত্যাদি  
আত্মবেদং সর্বমিতি নোপসমহরিশ্যৎ যদি ভূমা জীবাদন্তোহভবিষ্যৎ, “নান্তোহতোহতি  
দ্রষ্টা” ইত্যাদিশ্রুতাস্তরাচ্চ । সর্বশ্রুতিবু চ পরস্মিন্নাত্মশব্দপ্রয়োগো নাভবিষ্যৎ, প্রত্যগাত্মা  
চেৎ সর্বজ্ঞত্বানং পর আত্মা ন ভবেৎ ; তস্মাদেক এবাত্মা প্রকরণী সিদ্ধঃ । ন চাত্মনঃ



সংসারিত্বম্, অবিজ্ঞানাত্মকত্বাদান্নি সংসারস্ত । ন হি রজ্জু-শক্তিকা-গগনাদিমু সৰ্প রজত-  
মলাদীনি মিথ্যাজ্ঞানাত্মকত্বানি তেষাং ভবন্তীতি । এতেন সশরীরস্ত প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহিত-  
নাস্তীতি ব্যাখ্যাতম্ । যচ্চ স্থিতমপ্রিয়বেত্তেবেতি নাপ্রিয়াবেত্তেবেতি সিদ্ধম্ । এবঞ্চ  
সতি সৰ্বপৰ্য্যায়েষু তদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞাপতেৰ্বচনং, যদি বা প্রজ্ঞাপতিচ্ছদ্ম-  
রূপায়াঃ ঋতেৰ্বচনং সত্যমেব ভবেৎ । ন চ তৎ কুতর্কিত্বা যথা কৰ্ত্ত্বং যুক্তং, ততো  
গুরুতরস্ত প্রমাণান্তরস্তানুপপত্তেঃ । নহু প্রত্যক্ষং হুঃখান্তপ্রিয়বেত্ত্বমব্যতিচারি অনুভূয়তে  
ইতি চেৎ ? ন ; জরাদিরহিতো জীর্ণোহহং, জাতোহহমায়ুয়ান্ গোঁরঃ কুশো মৃত ইত্যাদি  
প্রত্যক্ষানুভবং তদুপপত্তেঃ । সৰ্বমপ্যেতৎ সত্যমিতি চেৎ ? অষ্টোবৈতদেবং হুবগমং,  
যেন দেবরাজোহপুদ-শরাবাদির্দর্শিতাবিনাশযুক্তিরপি মুমোহৈবাত্র 'বিনাশমেবাগীতো  
ভবতি' ইতি । তথা বিরোচনো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞাপত্যোহপি দেহমাত্রাদ্বদর্শনো বভূব ।  
তথেষ্টশাস্ত্রাবিনাশভয়সাগরে এব বৈনাশিকাঃ শ্রমজ্জন্ । তথা সাংখ্যাঃ দ্রষ্টারং দেহাদিব্যতি-  
রিক্তমবগম্যাপি ত্যক্তাগমপ্রমাণত্বাৎ যত্নাবিবয় এবান্তদ্বদর্শনে তস্তুঃ । তথাহন্ত্রে কাণাদি-  
দর্শনাঃ কষায়রক্তমিব ক্ষারাদিভির্ব্রহ্মং নবভিরাস্তগুণৈশ্চ ব্রহ্মমাস্তদ্রব্যঃ বিশোধয়িতুং প্রবৃত্তাঃ ।  
তথাহন্ত্রে কৰ্ম্মিণো বাহুবিসয়াপহন্তচেতসো বেদপ্রমাণা অপি পরমার্থসত্যমাত্মৈকত্বং  
সবিনাশমিব ইন্দ্রবজ্রমুমানা ঘটবজ্রবদারোহাবরোহপ্রকারৈরনিশং বজ্রমস্তি । কিমন্ত্রে  
ক্ষুদ্রজন্তবো বিবেকহীনাঃ স্বভাবত এব বহির্বিসয়াপহন্তচেতসঃ ; তস্মাদিৎ ত্যক্তসৰ্ব-  
বার্হৈবর্গৈঃ অনন্তশরৈঃ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ অত্যাশ্রমিভির্বেদান্তবিজ্ঞানপটৈরেব  
বেদনীয়ং পূজ্যতমৈঃ প্রাজ্ঞাপত্যং চেমং সম্প্রদায়মহুসরভিক্রপনিবন্ধং প্রকরণচতুষ্টয়েন । তথা  
অনুশাসতি অতাপি তে এব, নান্তে ইতি । ১ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—হে ইন্দ্র ! এই শরীর নিশ্চয়ই মর্ত্য  
অর্থাৎ মরণধর্মী, মৃত্যুই ইহার স্বাভাবিক পরিণাম । তুমি যে মনে করিতেছ,  
চক্ষুঃ-প্রভৃতি আশ্রয়ে লক্ষিত বা চক্ষুঃ-প্রভৃতি স্থানে পরিদৃষ্ট ও সম্প্রসাদলক্ষণ বা  
অনুশ্রুত অবস্থায় সম্পূর্ণ প্রসন্नावস্থায় অবস্থিত যে আত্মার বিষয়ে আমি উপদেশ  
দিয়াছি, তাহা যেন বিনাশই প্রাপ্ত হয় ; ইহার কারণ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ  
কর, এই যে শরীর—যাহা তুমি নিশ্চয়ই দর্শন করিতেছ, সেই এই শরীর মর্ত্য বা  
বিনাশশীল, সেই শরীর সর্বদাই মৃত্যুর দ্বারা আন্ত অর্থাৎ আক্রান্ত বা মৃত্যুকবলিত ।  
মৃত্যু কর্তৃক সর্বদাই গ্রস্ত অর্থাৎ আক্রান্ত বা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এই কথা  
বলিলে যেরূপ ভীত হয়, কদাচিত্ অর্থাৎ কোন এক সময়ে মৃত্যু হয়, মর্ত্য শব্দের  
এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে লোকে সেরূপ ভীত হয় না, এই জগৎই বৈরাগ্য উৎপাদনের  
নিমিত্ত বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে, মৃত্যু কর্তৃক আন্ত অর্থাৎ গৃহীত বা কবলিত ।  
আচ্ছা, এস্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, বিরক্ত হইয়া দেহাভিমান হইতে কিরূপে



নিবৃত্ত হইবে? অর্থাৎ দেহাভিমান পরিত্যাগ করিবে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, এখানে শরীর-শব্দে ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সংযুক্ত শরীরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; সেই শরীরই ত্রিস্থান অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই স্থানত্রয়ে অবস্থিতরূপে প্রতীয়মান, এবং অমৃত অর্থাৎ মরণ প্রভৃতি দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের ধর্মবিবর্জিত এই সম্প্রসাদ নামক আত্মার ভোগাধিষ্ঠান। অথবা সংস্করণ দ্রুতি অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে সঙ্কল্পকর্তা আত্মার তেজ অণু ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন বলিয়া অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ, অথবা সংস্করণ ব্রহ্মই জীবরূপে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া অধিষ্ঠান। আচ্ছা, 'অমৃত' এই কথা বলাতেই আত্মার অশরীরত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি পুনরায় যে 'অশরীরত্ব' এই কথা বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, কেবল 'অমৃতত্ব' বলিলে বায়ু প্রভৃতির ত্রায় আত্মারও সাব্যসবত্ব (অব্যববিশিষ্টতা) ও মূর্ত্তিব সম্ভাবনা বাহাতে কাহার না হয়, এই জ্ঞাত্য, (বায়ু প্রভৃতি যেমন অমূর্ত্ত নিরবয়ব, আত্মাও সেইরূপ আকার অবয়বাদিশূন্য এরূপ কেহ মনে না করে, এই জ্ঞত্বই 'অমৃতত্ব অশরীরত্ব' বলা হইয়াছে। বাহার এইরূপ প্রকার এই অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ নিত্যই মৃত্যুকবলিত ও ধর্ম এবং অধর্ম হইতে সঞ্জাত বলিয়া প্রিয় ও অপ্ৰিয়বিশিষ্ট, আত্মা সেই দেহেই অধিষ্ঠিত হন বলিয়া সেই শরীরের ধর্মযুক্ত ও শরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানী বা শরীরেই আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হন। আত্মা স্বভাবতই অশরীর বা নিরাকার হইলেও 'সেই শরীরই আমি, এবং আমিই শরীর' ইত্যাদি-রূপ অবিবেক হইতেই যে দেহাত্মাভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই শরীরত্ব; অতএব শরীর হওয়ায় (দেহ ধারণ করে বলিয়াই) প্রিয় ও অপ্ৰিয় দ্বারা আত্ম অর্থাৎ গ্রস্ত বা আক্রান্ত হয়, ইহা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ। শরীর ধারণ করে বলিয়াই (দেহে অধিষ্ঠিত হয় বলিয়াই) বাহ্যিক বিষয়ের সহিত সংযোগ ও বিয়োগকে নিজেই মনে করায় বাহ্যিক বিষয়ের সহিত সংযোগ ও বিয়োগজ্ঞ নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় ও অপ্ৰিয় বা সুখ-দুঃখের অপবাত অর্থাৎ কোনকালেই বিনাশ বা উচ্ছেদ হয় না। সেই আত্মারই যখন আবার অশরীরত্বরূপ স্বরূপ বিজ্ঞান হয়, (দেহ যে আত্মা নয়, এইরূপ আত্মার ষথার্থ স্বরূপ বিজ্ঞান হয়), তখন দেহাভিমানবশতঃ অবিবেকবুধি নিবৃত্ত হওয়ায় অশরীর হয়, (শরীরের আত্মবুদ্ধি আর থাকে না), তখন আর সেই আত্মাকে প্রিয় বা অপ্ৰিয় কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, (প্রিয়বস্তুরাপ্রাপ্তিতেও আনন্দিত হয় না, অপ্ৰিয়বস্তুরাপ্রাপ্তিতেও দুঃখিত হয় না) "স্পৃশিঃ" অর্থাৎ "স্পৃশতঃ" এই যে "স্পৃশ" ধাতুটি, প্রত্যেকের সহিতই ইহার অঘষ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রিয়ও স্পর্শ করিতে পারে না, অপ্ৰিয়ও স্পর্শ করিতে পারে না। "রোহে



অন্তুচি ও অধার্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না<sup>১</sup> এ স্থানে যেমন স্নেহের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অন্তুচির সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অধার্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, এই সম্ভাষণ ক্রিয়াটির সহিত সকলেরই অবয়ব বা সম্বন্ধ আছে, প্রিয়প্রিয়ত্বলোকে সেইরূপই জানিতে হইবে। প্রিয় ও অপ্রিয় ধর্ম ও অধর্মের কার্য্য, অশরীরতাই আত্মার স্বরূপ, অতএব সেই অশরীর আত্মাতে ধর্ম ও অধর্ম-স্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং সেই ধর্মাদ্বয়ের কার্য্য প্রিয় ও অপ্রিয়ের সম্ভাব ত দূরের কথা, তাহারা তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। আচ্ছা, এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে—প্রিয়ও যদি অশরীরকে স্পর্শ করিতে না পারে, অর্থাৎ শরীরাত্মিক শূন্য হইলে কোনরূপ প্রিয়বস্তুর স্পর্শ জন্ত সুখানুভূতিও যদি না হয়, তাহা হইলে, ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন, “স্বপ্নস্থ অবস্থায় আত্মা যেন বিনাশকেই প্রাপ্ত হয়,” এখানে সেই কথাই ত আসিয়া পড়ে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না ; কারণ, উপনিষৎকারের ইহাই অভিপ্রায় যে, শরীরসম্বন্ধী ধর্ম ও অধর্মের কার্য্যস্বরূপ প্রিয় ও অপ্রিয়স্পর্শের নিবেদন করার জন্তই প্রিয় ও অপ্রিয় অশরীরকে স্পর্শ করিতে পারে না, বলা হইয়াছে। ( শরীরধারণ করিলেই ধর্মাদ্বয়ের পরিণামস্বরূপ সুখ-দুঃখভোগ হয়, কিন্তু শরীরাত্মিক না থাকিলে সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভূতি হয় না, সুখেও উৎফুল্ল হয় না, দুঃখেও অবসন্ন হয় না, শ্রুতির ইহাই অভিপ্রায়, সাধারণভাবে সুখ-দুঃখমাত্রেরই প্রতিবেদন নহে )। স্পর্শ-শব্দটি অর্থাৎ প্রিয় বা অপ্রিয়স্পর্শ আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল পদার্থসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, ( যে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, সেই সমস্ত অনিত্য বস্তুতেই স্পর্শ শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায় ) যেমন শীতস্পর্শ উষ্ণস্পর্শ ইত্যাদি। কিন্তু স্বাভাবিক গুণে স্পর্শ শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না, অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা ও প্রকাশবত্তা ধর্মকে যেমন অগ্নির সহিত স্পর্শ বলা যায় না, তেমনই অগ্নি অথবা সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশের ত্রায় স্বরূপভূত বা স্বাভাবিক প্রিয় নামক আনন্দেরও এখানে নিবেদন করা হয় নাই, কারণ, শ্রুতিই বলিয়াছেন “ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ”, “ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ”, বিশেষতঃ এই ছান্দোগ্যেই “ভূমাই সুখ” এইরূপ বলা হইয়াছে। আচ্ছা, এখানে আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে—ভূমানামক প্রিয় বা সুখ যখন এক অর্থাৎ অখণ্ড, তখন তাহা নিশ্চয়ই অসংবেদ্য অর্থাৎ অনুভবেরও অতীত, অথবা কেবল স্বরূপেই নিত্যসংবেদ্য বা অনুভবযোগ্য, অতএব নির্বিশেষ অর্থাৎ উভয় সুখের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য না থাকায় ইন্দের তাহা অভিপ্রেত হইতে পারে না, কারণ, “এই স্বপ্নস্থ আত্মা সম্প্রতি



নিজেকেও জানিতে পারে না, যে, আমি হইতেছি অমুক, অথবা এই ভূত-সমূহকেও জানিতে পারে না, নিজে যেন বিনষ্টপ্রায়ই হইয়াছে, অতএব এইরূপ আত্মবিজ্ঞানে আমি কোন ফলই দেখিতেছি না” ইন্দ্র এইরূপ বলিয়াছেন। ইন্দ্রের তাহাই ইষ্ট বা অভিপ্রেত, যাহা সমস্ত ভূতকে ও নিজেকে জানিতে বা অনুভব করিতে পারে, অথচ কোনরূপ অগ্রিয়কেই অনুভব করিতে না হয়, এবং যে জ্ঞান দ্বারা সেই ব্যক্তি অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান ও সমস্ত কাম অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুকে প্রাপ্ত হইতে পারে। হাঁ, সত্য বটে, ইহাই ইন্দ্রের ইষ্ট বা অভিপ্রেত যে, এই সমস্ত ভূতই আমা হইতে ভিন্ন, এই সমস্ত লোক (ভোগস্থান) ও কামও (ভোগ্য বস্তু) আমা হইতে ভিন্ন, আমি ইহাদের সকলের প্রভু; কিন্তু ইহা অর্থাৎ এরূপ অভিপ্রায় ইন্দ্রের পক্ষে হিতকর নহে, ইন্দ্রের পক্ষে যাহা হিত, তাহাই প্রজাপতিকে বলিতে হইবে। আকাশের ত্রায় অশরীর অর্থাৎ নির্কিশেষ বা নিরাকার যে আত্মরূপ সমস্ত ভূত, সমস্ত লোক ও সমস্ত কামের আত্মস্বরূপ যে সচ্চিদানন্দের স্বরূপপ্রাপ্তি বা স্বরূপবিজ্ঞান, তাহাই ইন্দ্রের পক্ষে হিতকর ও প্রজাপতিরও তাহাই ইন্দ্রের নিকট অবশ্য বক্তব্য, ইহাই তাহার অভিপ্রায়, কিন্তু রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির ত্রায় অত্যাধিক প্রাপ্তি নহে, কারণ, তাহা হইলে অর্থাৎ ‘এই আমিই হইতেছি এই সমস্ত ভূতস্বরূপ’ এইরূপে আত্মৈকত্ব সিদ্ধ হইলে পর কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে? এ কথা সম্ভব হয় না। আচ্ছা, এখানে আর একটি সংশয় এই যে, এই পক্ষে অর্থাৎ আত্মৈকত্ব স্বীকার করিলে “জীর্ণাণ্যেব সহিত অথবা যানসমূহের দ্বারা” “তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন” “তিনি এক প্রকার হন” ইত্যাদি ঐশ্বর্য-সূচক ঋত্বিসমূহ উপপন্ন হয় না। ইহার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন, না, তাহা হয় না; কারণ, একই মৃত্তিকার যেমন ঘট, করক (কমণ্ডলু), কুণ্ড (মৃৎপাত্রবিশেষ) প্রভৃতি আকারপ্রাপ্তি হয়, তেমনই সর্বাঙ্গের অর্থাৎ সর্বত্রই আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মুক্ত পুরুষের পক্ষে সর্ববিধ ফলসম্বন্ধ যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। যদি বল, সর্বাঙ্গাভাব স্বীকার করিলে দুঃখসংযোগ হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না, কারণ, সে সময়ে দুঃখও আত্মাভাব প্রাপ্ত হয়, (দুঃখের বোধ যদি থাকিত, তাহা হইলে দুঃখানুভব হইতে পারিত, কিন্তু মুক্তপুরুষের পক্ষে দুঃখ-দুঃখ সমস্ত বিকারই নিজ নিজ ভাব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মাভাব গ্রহণ করে) এ জন্য কোন বিরোধ হয় না। রজ্জুতে সর্পকল্পনা হেতুক যেমন দুঃখ বা ভয় উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতেও অবিজ্ঞা কল্পনা হেতুকই দুঃখ উপস্থিত হয়, শরীর ও আত্মার স্বরূপ বিজ্ঞানের ফলে (আত্মা শরীরবিরহিত ও এক এই জ্ঞান



চাদশ: খণ্ড: ]

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৮৫

উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ শরীর ও আত্মা এক নহে এই জ্ঞান হইলে) হৃৎকের হেতুভূত সেই অবিজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সে সময়ে আর হৃৎকসম্বন্ধের আশঙ্কা হইতে পারে না। বিগুহ সত্ত্বগুণ অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের সম্পর্কশূন্য কেবল সত্ত্বগুণ হইতে যে সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, সর্বভূতে কেবল সেই সমস্ত সঙ্কল্পসমুদ্ভূত মনোময় ঐশ্বর্যেরই মাত্র সত্তা থাকে। একমাত্র পরমেশ্বরই বিগুহ সত্ত্বগুণরূপ উপাধি দ্বারা ভোগ করেন, এ জন্ত একমাত্র পরমাত্মা পরমেশ্বরই অবিজ্ঞাজনিত সর্ববিধ ব্যবহারের আশ্রয়, তিনি ভিন্ন আর কেহ আশ্রয় নাই, ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। ভাব এই যে—রজঃ ও তমোগুণে অমিশ্রিত সত্ত্বগুণ মায়ার একাংশ, তাহা দ্বারা সঙ্কল্প উপপন্ন হয় ও ঐ সঙ্কল্প কামনা উৎপাদন করে, ঈশ্বরের পক্ষে সর্বভূতে অভিধানমাত্রে উক্ত কামের ফল সিদ্ধ হয়, সুতরাং ঐশ্বরিক স্বভাবে সর্ব ঐশ্বর্যসম্বন্ধ মায়াবস্থায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। সর্বময় ঈশ্বরই বিগুহ সত্ত্বোপাধি অবলম্বনে ইষ্টফল ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ ভোগ মানসিক সর্ববিধ অবিজ্ঞাজনিত ব্যবহারের অধিষ্ঠান পরমাত্মা, জীবাত্মা নহে, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, “অক্ষিতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন” এই বাক্য দ্বারা প্রজাপতির ছায়াপুরুষের বিষয়ই বলিয়াছেন, অর্থাৎ ছায়াপুরুষই আত্মা, প্রজাপতির এইরূপ অভিমত; স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থায় যে আত্মার বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ইহা হইতে পৃথক্ পদার্থ, অপহতপাপাত্মাদি লক্ষণবিশিষ্ট পরমাত্মা কখনই হইতে পারেন না, কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথমেই যদি অত্যন্ত দুর্জয়ের বা দুর্কোধ্য পরমাত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, বাহ্যিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তমনা ব্যক্তিগণের পক্ষে সেই অতি-সূক্ষ্ম বিষয় শ্রবণে মোহ বা ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ার সম্ভব, এই আশঙ্কা করিয়াই বাহ্যতে সেইরূপ মোহ উপস্থিত না হয়, এই উদ্দেশ্যেই ছায়া-পুরুষাদিরূপ আত্মার উপদেশও আবশ্যক, ইহাই তাঁহার বলেন; অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমভাবে আত্মনির্দেশের এইরূপ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন যে, প্রথমতঃই শিষ্যকে পরমাত্মবিষয় বলিলে স্বভাবতঃ পরমাত্মা অতি দুর্জয় হয়, পরন্তু অত্যন্তভাবে বাহ্যবিষয়ে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অতি সূক্ষ্মতম বস্তু শ্রবণে বিষমুঢ়তা স্বাভাবিকই জন্মে, তৎপরিহারার্থ ছায়াপুরুষকেই আত্মোপদেশ করিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন দ্বিতীয়া অর্থাৎ স্কুরূপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অতি সূক্ষ্ম চন্দ্র দর্শন করাইতে হইলে যেমন প্রথমে চক্ষুর সম্মুখেই অবস্থিত কোন একটি বৃহৎ বৃক্ষকে দর্শন করাইয়া বলিয়া থাকেন, ‘এই দ্রব্যটি দেখ, ইহাই চন্দ্র’, তাহার পর অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত অল্প কোন বস্তু দেখাইয়া, তাহার পর ঐরূপ আর কোন বস্তু



দেখাইয়া, তাহার পর চক্ষের সমীপস্থ কোন পর্বতের শৃঙ্গ প্রভৃতি দেখাই  
 ‘ইহাই চন্দ্র’ বলিয়া থাকেন, তাহার পর সেই ব্যক্তি যেমন প্রকৃত চন্দ্রকে দেখিতে  
 পায়, ঠিক তেমনই প্রজাপতিও এখানে তিন বারে তিনটি শ্রুতিতে ‘অক্ষিমধ্যে  
 এই যে পুরুষ’ ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা পরমাত্মা  
 নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, চতুর্থ শ্রুতিতে চতুর্থ বারে মর্ত্য অর্থাৎ  
 মরণধর্মী বা বিনশ্বর দেহ হইতে উথিত হইয়া, অর্থাৎ দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া  
 যিনি জ্যোতির্ময় অশরীরভাব প্রাপ্ত হন, যিনি জ্ঞী প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়সমূহের সহিত  
 হান্ড ও ক্রীড়া করিতে করিতে রমণ করেন বা আনন্দানুভব করেন, সেই উক্ত  
 পুরুষই পরমাত্মা নামে উক্ত হইয়াছেন। এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া ভাষ্যকার  
 বলিতেছেন, হাঁ, তোমরা যে ব্যাখ্যা করিতেছ, ইহা শ্রুতিস্বত্বকর সত্য, কিন্তু এই  
 গ্রন্থ অর্থাৎ এই সন্দর্ভ বা শ্রুতির এরূপ অর্থ সম্ভব নহে। কেন সম্ভব নহে।  
 ইহার উত্তরে বলিতেছেন, “অক্ষিতে যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন” এইরূপ উপদেশ  
 দেওয়ার পর, শিষ্যদ্বয় ছায়াপুরুষকেই আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিল দর্শন করিল,  
 তাঁহারা উভয়ে যে তাঁহার উপদেশের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বিবেচনা  
 পূর্বক তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর করার নিমিত্ত উদ-শরাবে আপনাকে দর্শন করিবার  
 আদেশ করিয়া পরে ‘কি দেখিতেছ?’ এই প্রশ্ন, এবং পরে আবার উৎকৃষ্টরূপে  
 অলঙ্কৃত হইয়া উদ-শরাবে আত্মদর্শনের উপদেশ, এ সমস্তই বৃথা হয়, অর্থাৎ প্রজা-  
 পতি যদি অক্ষিপুরুষকেই আত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার  
 এই সমস্ত উপদেশ ও প্রশ্নের কোন সার্থকতাই থাকে না, কারণ, তাঁহারা ও  
 অক্ষিপুরুষকেই আত্মা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। আরও দেখ, নিজেই উপদেশ  
 দিয়াছি, এই জন্তই তাঁহারা ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এই মনে করিয়া ঐ  
 ধারণা দূর করার কারণ যদি বলা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে স্বপ্ন ও মনুষ্য  
 যে আত্মার বিষয় তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধারণা দূর করার নিমিত্তও  
 তিনি অবশ্যই উপদেশ দিতেন, কিন্তু সেরূপ কোন উপদেশ তিনি দেন নাই, এই  
 জন্তই আমরা মনে করি, প্রজাপতি অক্ষিমধ্যস্থ ছায়াআত্মাকে আত্মা বলিয়া উপদেশ  
 দেন নাই। আরও দেখ, অক্ষিতে যিনি দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই দ্রষ্টা বা জীব,  
 ইহাই যদি তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য হইত, তাহা হইলে “এই আত্মাকেই তোমার  
 নিকট” অর্থাৎ এই আত্মার স্বয়ংকেই পুনরায় তোমাকে উপদেশ দিতেছি, এইরূপ  
 বলিয়া স্বপ্নাবস্থাতেও সেই দ্রষ্টারই উপদেশ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইত, অর্থাৎ দ্রষ্টাই  
 অক্ষিতে দৃষ্ট হইতেছেন বলিয়া যদি উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলেই ঐরূপ কল্পনা  
 যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু “ইহার বিষয়েই তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিতেছি”



বলিয়া স্বপ্নাবস্থায়ও সেই দ্রষ্টারই উপদেশ দিয়াছেন। যদি বল, স্বপ্নাবস্থাতেও দ্রষ্টার উপদেশ দেওয়া হয় নাই, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহাও নহে; কারণ, “যেন রোদনই করিতেছে, যেন অগ্নিরই অল্পভব করিতেছে” এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অথবা একমাত্র দ্রষ্টা ব্যতীত অল্প কেহই স্বপ্নে মহীয়মান অর্থাৎ পূজিত বা প্রভু হইয়া বিচরণ করেন না; কেন না, “এই সময়ে এই পুরুষ বা জীব স্বয়ং-জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হন”, শ্রুতিবিশেষে যুক্তিবৃত্ত এই প্রমাণ দ্বারাও ঐ বাক্য সমর্থিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, বৃহদারণ্যকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, স্বপ্নাবস্থায় যে আত্মার প্রকাশ হয়, তাহা স্বপ্রকাশ সাক্ষী আত্মা, কারণ, সে সময়ে বাহ্যিক প্রকাশের কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। যদিও স্বপ্নকালে সধী অর্থাৎ বুদ্ধির সহিতই বর্তমান থাকে, তাহা হইলেও স্বপ্নে যে সমস্ত ভোগের উপলব্ধি হয়, বুদ্ধিবিজ্ঞান সেই ভোগোপলব্ধিবিষয়ে কারণ হয় না। তবে কি হয়? না, পটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় (পটস্থ চিত্র যেমন প্রকৃত বস্তুর প্রতিকৃতিমাত্র, বাস্তব মূর্ত্তি নয়) জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিবরণ অনুভব করে, তাহারই সংস্কারবিশিষ্ট বুদ্ধি তখন একমাত্র দৃশ্য হইয়া থাকে, (জাগরণকালে যাহা কিছু দর্শন বা চিন্তা করে, সংস্কারবশতঃ তাহাই স্বপ্নে দর্শন করে) তাহাতে দ্রষ্টার স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব বা স্বপ্রকাশভাবে কোনরূপ বাধা উপস্থিত হয় না। আরও এক কথা, জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় উভয় অবস্থাতেই “এই সমস্ত ভূত, আমি হইতেছি অমুক” ইত্যাদিরূপে ভূতসমূহকে ও নিজেকেও জানিতে পারে, কিন্তু সুষুপ্তাবস্থায় কোনরূপ অনুভূতিই থাকে না। যে স্থানে প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকে, সেই স্থানেই ‘নাহ খব্ধয়ম্’ ইত্যাদিরূপ নিষেধবাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ যে স্থানে দর্শনের সম্ভাবনা আছে, সেই স্থানেই নিষেধ করা যেমন যুক্তিসঙ্গত হয়, সেইরূপ শরীর অবস্থায় চেতনের পক্ষেই অবিদ্যাসমুদ্ভূত প্রিয় ও অপ্রিয়ের বিনাশ নাই, অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয়স্পর্শ বিষয়ে কোনরূপ বাধা হয় না, এই কথা বলিয়া “অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মিমানশূন্য হইলে প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না” এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সেই চেতনেরই আবার বিদ্যা বা জ্ঞানের উদয় হইলে যখন অশরীরাবস্থা অর্থাৎ শরীরাত্মিমানশূন্য হয়, তখনও যে শরীরাবস্থায় প্রাপ্ত বা সম্ভাবিত প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই হইতেছে; কারণ, একই আত্মা স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় মহামৎশ্চর্য্য ন্যায় অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তভাবে সঞ্চরণ করে, ইহা অল্প শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ আছে। আর যে বলা হইয়াছে, সম্প্রদাদ অর্থাৎ সুষুপ্ত অবস্থাপন্ন জীব এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া জী প্রভৃতির সহিত রমণ করত বাহ্যতে অবস্থান



করে, অধিকরণরূপে (যস্মিন—যাহাতে) নির্দিষ্ট সেই উত্তম পুরুষ উক্ত সম্প্রসাদ হইতে পৃথক্ ; এ উক্তিও অসঙ্গত, কারণ, চতুর্থ পর্যায় অর্থাৎ চতুর্থ বারের উপদেশেও 'এতং য়েব তে' (ইহাকেই পুনরায় ভোমার নিকট) এইরূপ বলা হইয়াছে ; এস্থানে যদি তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ বলাই প্রজাপতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে পূর্বের ত্রায় 'এতং য়েব তে' (ইহাকেই) এইরূপ মিথ্যা বাক্য তিনি কখনই প্রয়োগ করিতেন না । আরও দেখ, তেজ, জল ও অন্ন বা পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহের সৃষ্টিকর্তা সং-পদার্থ ব্রহ্মেরই যে স্ববিকার দেহশুদ্ধে অর্থাৎ নিজেই সৃষ্ট বিকারীভূত বা কার্যস্বরূপ দেহমধ্যে জীবরূপে প্রবেশ দেখাইয়া সেই প্রকৃষ্ট জীবেরই উদ্দেশ্যে যে আবার 'তৎ অস্মি' (তুমিই হইতেছ সেই ব্রহ্ম) এইরূপ উপদেশও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে । বিশেষতঃ, উত্তম পুরুষ যদি বাস্তবিকই সম্প্রসাদ নামক জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ হইত, তাহা হইলেই 'তুমি তাঁহাতে জী প্রভৃতির সহিত রমণ করিবে', এইরূপ উপদেশ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারিত, তাহা না হইলে সঙ্গত হয় না । এইরূপ ভূমা যদি জীব হইতে ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে 'ভূমি' (ভূমাবিষয়ে অর্থাৎ ভূমাকে) 'অহং' (আমি) বলিয়া উপদেশের পর 'আত্মাই এ সমস্ত' এই বলিয়া কখনই উপসংহার করিতেন না, 'ইহা হইতে আর অত্র দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি অত্রাত্ত্র শ্রুতিবাক্য হইতেও ঐ উক্তিই প্রমাণিত হইতেছে । প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাই যদি সমস্ত প্রাণীর পরমাত্মা না হইত, তাহা হইলে সমস্ত শ্রুতিতেই কখন পরমাত্মাতে 'আত্মা' এই শব্দের প্রয়োগ হইত না ; অতএব একই আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে অভিন্ন, এই যে প্রকরণী অর্থাৎ এই প্রকরণের প্রতিপাত্ত, তাহা প্রমাণিত হইল । বাস্তবিকপক্ষে আত্মার সংসারিত্বই (সুখ-দুঃখভোক্তৃত্ব) নাই, তবে যে সংসারী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে কেবল অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানতা দ্বারা অধ্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত হইয়াছে মাত্র । রজ্জু, শুক্লি (ঝিনুক), আকাশ ইত্যাদিতে মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত সর্প, রজত ও মালিছাদি কখনই তাহাতে বথার্থভাবে থাকে না অর্থাৎ ঐ জ্ঞান কেবল অবিজ্ঞানক্লিতমাত্র, সর্পাদির সহিত রজ্জু প্রভৃতির কোনরূপ ঐক্যই নাই ; ইহা দ্বারা শরীরের প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শের কোনরূপ বাধা হয় না, ইহাও ব্যাখ্যা করা হইল । (ভাব এই যে—বাস্তবিকপক্ষে আত্মার সুখ, দুঃখ বা সংসার বলিয়া কিছু নাই, তবে যে ঐ সমস্তের সহিত সযত্ন আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা কেবল আরোপমাত্র ; দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি জ্ঞানই সেই আরোপের কারণ, উক্তরূপ ভ্রান্তজ্ঞান যত দিন বর্তমান থাকে, তত দিন আত্মার সুখদুঃখের অসুভূতিও বিনষ্ট হয় না এবং হইতেও পারে না) । আর যে বলা হইয়াছে,



‘অপ্রিয়বেত্তেব’ যেন অপ্রিয়ই অনুভব করে, তাহারও অর্থ—বাস্তবিকই অপ্রিয় অনুভব করে না, ইহাও প্রমাণিত হইল। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই সমস্ত পর্যায় বা উপদেশবাক্যেই যে ‘ইহাই অমৃত ও অভয়, ইহাই ব্রহ্ম’ এই যে প্রজ্ঞাপতির উক্তি অথবা প্রজ্ঞাপতিস্বরূপ শ্রুতির উক্তি, ইহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইতে পারে; কিন্তু কূতর্কপ্রণোদিত বুদ্ধি দ্বারা তাহা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইতে অত্র কোনরূপ গুরুতর বা সুদৃঢ় প্রমাণ নাই বা হইতেও পারে না। যদি বল, হৃৎখাদি অপ্রিয়ানুভূতি ত সকলের পক্ষেই অবাভিচারিত বা নিয়মিতভাবেই প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ সকল আত্মাই যে হৃৎখাদিভোগ করে, ইহা ত সচরাচর দেখিতেই পাওয়া যায়, কোন ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না; কারণ, ‘আমি জরাদিরহিত, আমি জীর্ণ, আমি জাত, আমি আয়ুস্থান বা দীর্ঘায়ুঃ, আমি গৌর, আমি কৃশ, আমি মৃত’ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা উক্ত হৃৎখাদি বোধেরও উপপত্তি হইতে পারে, সুতরাং এ পক্ষেও কোনরূপ দোষ দেখা যায় না। যদিও বল, এ সমস্ত কথাই সত্য, তাহার উত্তরে বলিব, হাঁ, এ সমস্ত কথা সত্য বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা এতই দুর্কৌধ্য যে, দেবরাজ ইন্দ্রও—উদ-শরাবাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক আত্মার অবিনাশিত্ব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেও ‘যেন বিনাশই প্রাপ্ত হয়’ এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাবশে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর মহাপ্রাজ্ঞ বিরোচন প্রজ্ঞাপতির সম্বন্ধ হইয়াও কেবল দেহকেই আত্মা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সর্বপর্ণ্যায়ের ‘অমৃত অভয় এই ব্রহ্ম’ ইহাই প্রজ্ঞাপতির উপদেশবাক্য; অথবা শ্রুতিই প্রজ্ঞাপতির রূপ ধারণ করিয়া উক্ত সত্য বাক্য বলিয়াছে; সুতরাং কূতর্ক দ্বারা তাহা মিথ্যা করিবার উপায় নাই, কারণ, শ্রুতি হইতে গুরুতর প্রমাণ আর নাই। যদি বল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল প্রমাণ অপেক্ষা বলবান, আত্মার হৃৎখাদিভোগ অবাভিচারিভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতেছে, সুতরাং শ্রুতিবাক্য মিথ্যা? উত্তর—আত্মা জরাদিরহিত, তথাপি আমি জীর্ণ হইয়াছি, নিত্য আত্মা আমি জন্মিয়াছি, গৌরবর্ণ, কৃশ, মৃত ইত্যাদি স্থলে প্রত্যক্ষ যেক্রপ প্রত্যক্ষাভাস বলিয়া উপপন্ন হইয়াছে, তৎক্রপ হৃৎখাদিভোগও অধ্যাস বলিলে আর বিবাদ থাকে না। যদি বল, আত্মার জরাদি সকলই সত্য বলিয়া মনে হয়? উত্তর—হাঁ, সেইরূপই মনে হয়, এই আত্মবিষয়টি এতই দুর্কৌধ্য যে, দেবেন্দ্রও জল-পূর্ণ শরাব দৃষ্টান্তে অবিনাশী আত্মা, ইহা বুঝিয়াও বিমূঢ় হইয়াছিলেন; যে হেতু, ঐ আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘ইহাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।’ এবং অম্বররাজ



বিরোচন বিবেকী ও প্রজ্ঞাপতিপুত্র হইয়াও দেহে আত্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন। সেইরূপ বৈনাশিক বা ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধগণও ইন্দ্রের ছায় আত্মবিনাশাশঙ্কায় ভয়নাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এইরূপ সাংখ্যাদিগণ দ্রষ্টা অর্থাৎ আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক পদার্থ জানিয়াও আগমপ্রমাণ পরিত্যাগ করায় মৃত্যুর অধিকৃত অন্তঃসদর্শনে (প্রকৃতি-পুরুষের অথবা জীবাশ্ম-পরমাশ্মার ভেদজ্ঞান করিয়া) অবস্থান করিতেছেন। এবং ইহা ব্যতীতও কণাদি প্রভৃতির মতানুবর্তী দার্শনিকগণ মজ্জিষ্ঠাদির কাথ দ্বারা রঞ্জিত বস্তুরূপে যেমন বিশোধিত করা হয়, সেইরূপ বুদ্ধি, স্মৃতি, হৃৎ, ইচ্ছা, ঘেষ, বস্তু, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম এই নয় প্রকার আত্মগুণের দ্বারা সংযুক্ত জড়পদার্থ আত্মরূপ দ্রব্যটিকেও বিশোধিত করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপ কর্মপন্থী বা কর্মমীমাংসকাদি অতীত সম্প্রদায়ও বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও বাহ্যিক বিষয়সমূহে চিত্ত আসক্ত হওয়ায় পরমার্থ সত্য একমাত্র আত্মাকে ইন্দ্রের ছায় বিনশ্বর মনে করিয়া ষটীষন্ত্রের ছায় (কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবার উপায়-বিশেষ) নিরন্তর আরোহণ ও অবরোহণ করত (কখন স্বর্গে আরোহণ, কখন বা মর্ত্যে অবতরণ এইরূপে পুনঃ পুনঃ সংসারে) ভ্রমণ করিতেছেন। (তাব এই যে—বৌদ্ধগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত; সকল সম্প্রদায়ই আত্মার বিনাশ স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে 'বৈনাশিক' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহারা বলেন, জড় বুদ্ধিই আত্মা, এবং তাহা প্রতিক্ষণেই বিনাশশীল, একটি আত্মা বিনষ্ট হওয়ামাত্রই অপর আত্মা উৎপন্ন হয়, এইরূপে নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মপ্রবাহ চলিতেছে। যাহারা কণাদের মতানুবর্তী, তাঁহারা বলেন যে, আত্মা জড়পদার্থ হইলেও দেহাদির অতিরিক্ত, বুদ্ধি, স্মৃতি, হৃৎ, ইচ্ছা, ঘেষ, প্রযত্ন, ভাবনাখ্য সংস্কার (যাহার সাহায্যে পূর্বানুভূত বিষয় স্মরণ হয়) ধর্ম ও অধর্ম এই নয়টি বিশিষ্টগুণ সহযোগে আত্মার বদ্ধভাব এবং ঐ সমস্ত গুণের উচ্ছেদেই মুক্তি হয়। কর্ম-মীমাংসকগণ আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন, এবং কর্ম-ফলেই আত্মার স্বর্গ-নরকাদিভোগও স্বীকার করেন। আর সাংখ্যাদিগণ আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত ও চিন্ময় বলিয়া স্বীকার করিলেও পরম্পরের ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন) যখন এই সমস্ত বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত, তখন স্বভাবতই বিবেকবুদ্ধিহীন, বাহ্যবিষয়সমূহে আসক্তচিত্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বলিবার কি আছে? অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই চারিটি প্রকরণে যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বাহ্যিক বিষয়ভোগে নিম্পূহ, অনন্তশরণ, এই প্রাজ্ঞাপত্য সম্প্রদায়ের অনুসরণশীল, বেদান্তবিজ্ঞানপরায়ণ, সর্বপ্রমত্ত্যাগী, (সন্ন্যাসী) পূজনীয় পরমহংস পরিত্রাজকগণেরই বোধগম্য, সাধারণ



লোকের নহে। এ যাবৎ কাল এই ছরুহ তত্ত্ববিষয়ে একমাত্র তাঁহারাই উপদেশ  
দিয়া আসিতেছেন, অপরের পক্ষে এ উপদেশ দেওয়া অসাধ্য ॥ ১ ॥

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্বুরশরীরাত্যেতানি,  
তদ্যথৈতান্মুদ্রাদাকাশাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্নেন  
রূপেণাভিনিষ্পদন্তে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—বায়ু অশরীর, অত্র অর্থাৎ সেব, বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্বু অর্থাৎ  
সেবগর্জ্জন, ইহারা সকলেই অশরীর, ইহারা যেমন ঐ আকাশ হইতে  
সমুখিত হইয়া পরম জ্যোতিঃকে লাভ করিয়া নিজ নিজ রূপে অভিনিষ্পন্ন  
হয়, অর্থাৎ আকাশসাম্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ রূপে অভিযুক্ত  
হয় ॥ ২ ॥

**শাক্তব্রতাস্যম।**—তত্রাশরীরস্ত সম্প্রসাদস্তাবিত্ত্বয়া শরীরেণাবিশেষতাং  
সশরীরতামেব সম্প্রাপ্তস্ত শরীরাত্ সমুখায় স্নেন রূপেণ বতাহভিনিষ্পত্তিঃ, তথা বক্তব্যেতি  
দৃষ্টান্ত উচ্যতে—অশরীরো বায়ুঃ অবিত্তমানঃ শিরঃপাণ্যাদিমৎ শরীরমশ্রেতি অশরীরঃ। কিঞ্চ,  
অত্রঃ বিদ্যুৎ স্তনয়িত্বুরিত্যেতানি চাশরীরানি। তৎ তত্র এবং সতি বর্ষাদিপ্রয়োজনাবসানে বথা,  
অমুদ্রাদিতি ভূমিষ্ঠা ঋতিঃ দ্যলোকসম্বন্ধিনমাকাশদেশং ব্যপদিশতি, এতানি যথোক্তানি  
আকাশসমানরূপতামাপন্নানি স্নেন বায়াদিরূপেণ অগৃহমাণানি আকাশাত্যতাং গতানি—  
বথা সম্প্রসাদোহবিভাবস্থায়ঃ শরীরাত্তাবমেবাপন্নঃ, তানি চ তথা ভূতানি অমুদ্রাৎ  
দ্যলোকসম্বন্ধিন আকাশদেশাৎ সমুত্তিষ্ঠন্তি বর্ষাদিপ্রয়োজনভিনিবৃত্তয়ে। কথম্? শিশিরা-  
পায়ে সাবিত্ত্বং পরং জ্যোতিঃ প্রকৃষ্টং ত্রৈলোক্যমুপসম্পত্ত্ব সাবিত্ত্বমভিতাপং প্রাপ্যেত্যর্থঃ।  
আদিত্যাভিতাপেন পৃথগ্ভাবমাপাদিতাঃ সন্তঃ স্নেন স্নেন রূপেণ পুরোবাতাদিবায়ুরূপেণ  
স্তিমিতভাবং হিত্বা, অত্রমপি ভূমি-পর্বত-হস্তাদিরূপেণ, বিদ্যুদপি স্নেন জ্যোতির্লভাদি-  
চপলরূপেণ, স্তনয়িত্বুরপি স্নেন গর্জ্জিতাশনিরূপেণেতি, এবং প্রাবড়াগমে স্নেন স্নেন  
রূপেণাভিনিষ্পদন্তে ॥ ২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—স্বভাবতই অশরীর অমূর্ত সম্প্রসাদ  
(আত্মা) অবিত্তাপ্রভাবে শরীরের সহিত অবিশেষতা অর্থাৎ একত্ব বা সশরীর  
ভাব (মূর্ত্তিমান্) প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সেই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া (শরীরে  
আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া) যে প্রকারে নিজস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা  
বলা প্রয়োজন মনে করিয়া সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। বায়ু অশরীর  
অর্থাৎ মস্তক ও হস্তপাদাদি অবয়ববিহীন, এই জন্তই বায়ু অশরীর বা অমূর্ত্ত। এইরূপ



অভ্র অর্থাৎ মেঘ, বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্ব (মেঘের গর্জন) ইহারাও অশরীর। ইহারা যখন শরীরবিহীন, তখন জলবর্ষণাদিরূপ প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে এই বায়ু প্রভৃতি আকাশের সমানরূপ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতি ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া আকাশ এই নাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বায়ু, বিদ্যুৎ ও মেঘ আকাশসদৃশ ব্যাকার প্রাপ্ত হইলে স্বতন্ত্র আকারে প্রভীত হয় না, পরন্তু আকাশসংজ্ঞাই লাভ করে। ভাব এই যে, অবিদ্যাবস্থায় সম্প্রসাদ (আত্মা) যেনন শরীরাত্মাব (শরীরেই আত্মবুদ্ধি) প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আকাশের সহিত সমত্বপ্রাপ্ত সেই বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহও জলবর্ষণাদিরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের নিমিত্ত ছালোকসম্বন্ধী ঐ আকাশ হইতে সমুখিত বা প্রকাশিত হয়। মূল শ্রুতিতে যে ‘অমুখ্যাত্’ এই পদটি আছে, এই শব্দটির অর্থ ‘ঐ’ অর্থাৎ দূরত্বজ্ঞাপক ; শ্রুতি পৃথিবীতেই অবস্থিত, পৃথিবীতে অবস্থিত থাকায় দূরত্বসূচক ‘অমুখ্যাত্’ এই পদে ছালোকে অবস্থিত আকাশকেই বুঝাইতেছে। (ভাবার্থ এই যে—‘অমুখ্যাত্’ এই পদটি ‘অদম্’ শব্দের পঞ্চমীর একবচনে নিম্পন্ন হইয়াছে। এই শব্দটির সাধারণ অর্থ ‘ঐ’ বা দূরে অবস্থিত পদার্থবিশেষ। “ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপত্ববর্জিতৈতদো রূপম্। অদসন্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ ॥” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কোন বস্তুকে নির্দেশ করিতে হইলে ‘ইদম্’ শব্দ, খুব নিকটবর্তী বস্তুকে নির্দেশ করিতে হইলে ‘এতৎ’ শব্দ, দূরবর্তী বস্তু নির্দেশ করিতে হইলে ‘অদম্’ শব্দ ও পরোক্ষ অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর কোন বস্তুকে নির্দেশ করিতে হইলে ‘তৎ’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। আকাশ সর্বব্যাপী, অতএব তাহা নিকটেও অবস্থিত, এই নিকটে অবস্থিত আকাশকে বুঝাইতে দূরত্ববোধক ‘অমুখ্যাত্’ শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না ; এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্তই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, আকাশ সর্বব্যাপী হইলেও পৃথিবীতে অবস্থিত শ্রুতির পক্ষে ছালোকসম্বন্ধী আকাশ দূরবর্তীই বটে, অতএব ঐ আকাশকে বুঝাইবার উদ্দেশে ‘অমুখ্যাত্’ শব্দ প্রয়োগ অসম্ভব হয় নাই) কি প্রকারে ? শিশির ঋতু অপগত হইলে প্রথম সূর্য্যোত্তপ্ত অর্থাৎ গৌরবালীন তীব্র সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া, সূর্য্যসম্ভাষে পূর্ব্বোক্ত পদার্থসমূহ পৃথক্ভাবে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আকাশের সহিত সমানভাবে ও স্তিমিতভাবে (মহুন্নভাব বা জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে পুরোবাতাদি (পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবহমান বায়ু) বায়ুরূপে, মেঘও ভূমি পর্ব্বত ও হস্তী প্রভৃতিরূপে, বিদ্যুৎও নিজ স্বভাবতই চঞ্চল (ক্ষণস্থায়ী) লতাদিরূপে এবং স্তনয়িত্ব-ও নিজ গর্জন ও বজ্রাদিরূপে পরিণত হয়, এইরূপ বর্ষাকাল সমাগত হইলে তাহার আবার নিজ নিজ বিশেষরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥



ঈদিশঃ ৭৩ঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৭৯৩

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতি-  
রূপসম্পত্ত্ব স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে, স উত্তমঃ পুরুষঃ। স  
তত্র পর্যোতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতি-  
ভির্ব্বা নোপজনৎ স্মরন্নিদৎ শরীরৎ স যথা প্রয়োগ্য আচরণে  
যুক্তঃ, এবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—এইরূপ এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া  
পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিজস্বরূপ লাভ করে, তাহাই উত্তমপুরুষ। স্বরূপ-  
প্রাপ্ত সেই সম্প্রসাদ পরমাআতে অবস্থিত হইয়া স্ত্রীগণের সহিত অথবা অখাদি-  
যানের সহিত অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত হান্ত, ক্রীড়া ও বিবিধপ্রকার আনন্দ-  
উপভোগপূর্ব্বক আশ্রয় সমীপস্থ এই শরীরকে স্মরণ না করিয়াই অবস্থান করিয়া  
প্রসিদ্ধ অখাদি যেমন রথাদিবহনে নিযুক্ত হয়, এইরূপ এই প্রাণ অর্থাৎ প্রজ্ঞাআ-  
জীবও এই শরীরে কর্ম্মফল বহনের নিমিত্ত নিযুক্ত আছে ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতাস্ম্য।**—যথাহয়ঃ দৃষ্টান্তঃ,—বাষাধীনামাকাশাদিসাম্যগমনবৎ  
অবিভক্তা সংসারাবস্থায় শরীরসাম্যাপন্নঃ অহমমুখ্য পুত্রো জাতো জীর্ণো মরিয়ে ইত্যেবম্প-  
কারং প্রজাপতিনেব মম্বান যথোক্তেন ক্রমেণ “নাসি স্ব দেহেজ্জিহ্বাদিধর্মা, তৎ মমসি” ইতি  
প্রতিবোধিতঃ সন্ স এব সম্প্রসাদো জীবোহস্মাচ্ছরীরাং আকাশাদিব বাষাধয়ঃ সমুখায়  
দেহাদিবেলক্ষণ্যমাস্ত্রনো রূপমবগম্য দেহান্ত্রভাবনাং হিষা ইত্যেতৎ, স্বেন রূপেণ সদাস্ম-  
নৈবাভিনিষ্পত্ততে ইতি ব্যাখ্যাভঃ পুরস্তাৎ। স যেন স্বেন রূপেণ সম্প্রসাদোহভিনিষ্পত্ততে  
প্রাক্ প্রতিবোধাৎ, তৎ ভ্রান্তিনিমিত্তাৎ সর্পো ভবতি যথা রজ্জুঃ ; পশ্চাৎ কৃতপ্রকাশা  
রজ্জ্বাস্ত্রনা স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে, এবঞ্চ স উত্তমপুরুষঃ, উত্তমশ্চার্যো পুরুষশ্চেতি  
উত্তমপুরুষঃ, স এবোত্তমপুরুষঃ। অক্ষিপ্পপুরুষো ব্যক্তো, অব্যক্তশ্চ স্বৰূপঃ সমস্তঃ  
সম্প্রসাদোহশরীরশ্চ স্বেন রূপেণেতি। এবামেব স্বেন রূপেণাবস্থিতঃ ক্ষরাক্ষরো  
ব্যাকৃত্যব্যাকৃতো অপেক্ষ্য উত্তমপুরুষঃ ; কৃতনির্ব্বচনো হয়ঃ গীতাস্ম। স সম্প্রসাদঃ স্বেন  
রূপেণ তত্র স্বাস্ত্রনি স্বস্থতয়া সর্কীয়ভূতঃ পর্যোতি কচিদিদ্রোণীস্বনা জক্ষৎ হসন্ ভক্ষয়ন্  
বা ভক্ষ্যান্ উচ্চাবচানীপ্তিতান্, কচিচ্চনোমাত্রৈঃ সঙ্কমাদেব সমুখিতৈত্র্যকলৌকিকৈর্ব্বা  
ক্রীড়ন্ দ্র্যাদিভী রমমাণশ্চ মনসৈব, নোপজনৎ স্মরন্—স্ত্রী-পুংসরোরতোহন্তোপগমেন জায়তে  
ইতু্যপজনম্ আন্ত্রভাবেন বা আন্ত্রসামীপ্যেন জায়তে ইতু্যপজনমিদং শরীরং, তন্ম স্মরন্ ;  
তৎস্মরণে হি হৃৎখমেব ত্র্যং, হৃৎখান্নকথাং তন্ত্ৰ। নহু অমুভূতং চেদস্মরণে, অসর্ব্বজ্ঞস্বযুক্তং  
ত্র্যং ? নৈব দোষঃ ; যেন মিথ্যাজ্ঞানাদিনা জনিতং, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানাদি বিভ্রমোচ্ছেদিতম্,  
অতন্ত্রান্নমুভূতমেবেতি ন তদস্মরণে সর্ব্বজ্ঞস্বহানিঃ। ন হি উন্নসেন গ্রহগৃহীভেন বা



যদনুভূতং, তৎ উন্মাদান্তপগমেহপি স্বৰ্ভব্যং স্তাৎ ; তথেষাপি সংসারিভিরবিজ্ঞানোববর্তিবদনু-  
ভূয়তে, তৎ সৰ্ব্বান্নানমশরীরং ন স্পৃশতি, অবিজ্ঞানিমিত্তাভাবাৎ । যে তু উচ্ছিন্নদোষৈ-  
মুদিতকষায়ৈর্দানসঃ সত্যঃ কামা অনুতাপিধানা অনুভূয়ন্তে বিজ্ঞানভিব্যপ্তত্বাৎ, তে  
এবমুক্তেন সৰ্ব্বান্নভূতেন সম্বধ্যন্তে ইত্যান্নজ্ঞানস্বতয়ে নির্দিষ্টান্তে ; অতঃ সাধু এত-  
দ্বিশিনষ্টি—যে এতে ব্রহ্মলোকে ইতি । যত্র কচন ভবন্তোহপি ব্রহ্মণ্যে চ হি তে লোকে  
ভবন্ত্যতি সৰ্ব্বান্নত্বাৎ ব্রহ্মণ উচ্যন্তে । ননু কথমেকঃ সন্নাত্তং পশুতি, নান্নচ্ছণোতি, নান্নং  
বিজ্ঞানতি স ভূমা কামাংশ্চ ব্রাহ্মলৌকিকান্ পশুন্ ব্রমতে ইতি চ বিরুদ্ধম্ । যথৈকো  
যশ্মিন্বেব ক্ষণে পশুতি, স তশ্মিন্বেব ক্ষণে ন পশুতি চেতি ? নৈব দোষঃ ; জ্ঞাত্ব্যন্তরে  
পরিস্কৃতত্বাৎ, দৃষ্টদৃষ্টৈরবিপারিলোপাৎ পশুন্নেব ভবতি ; দৃষ্টপূৰ্ব্বাৎ কামানামভাবান্ন  
পশুতি চেতি । যতপি স্মৃশ্বন্তে তদ্বক্তৃং মুক্তস্তাপি সৰ্ব্বৈকত্বাৎ সমানোদ্বিতীয়াভাবঃ । ‘কেন  
কং পশ্যেৎ’ ইতি চোক্তমেব । অশরীরস্বরূপোহপহতপাপাদিলক্ষণঃ সন্ কথমেব পুঙ্খবো-  
হক্ষিণি দৃশ্যতে ইত্যুক্তং প্রজ্ঞাপতিনা ? তত্র যথা অসৌ অক্ষিণি সাক্ষাদদৃশ্যতে, তৎ বক্তব্য-  
মিতীদমরভাভে । তত্র কো হেতুরক্ষিণি দর্শনে ? ইত্যাহ, সং,—দৃষ্টান্তঃ,—যথা প্রযোগ্যঃ,  
প্রযোগ্যপরো বা স-শব্দঃ । প্রযুক্ত্যতে ইতি প্রযোগ্যঃ অখো বলীবর্দো বা । যথা লোকে  
আচরতি অনেন ইত্যচরণো রথঃ অনো বা, তশ্মিন্নাচরণে যুক্তস্তৎ আকর্ষণায়, এবমশ্মিন্ শরীরে  
রথস্থানোয়ে প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ, প্রজ্ঞাত্বা বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়সংযু-  
তাত্মা যুক্তঃ স্বকর্মফলোপভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ, “কশ্মিন্ স্বহমুৎক্রান্তে উৎ ক্রান্তো ভবিষ্যামি ?  
কশ্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাত্যামি ?” ইতীশ্বরেন রাজ্ঞা ইব সৰ্ব্বাধিকারী দর্শনশ্রবণ-  
চেষ্টাব্যাপারেহধিকৃতঃ । তন্মৈব তু মাত্রা একদেশশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়ং রূপোপলব্ধিহারভূতম্ । ৩ ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ** ।—পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ অর্থাৎ বায়ু  
প্রভৃতির আকাশাদির সহিত সাম্যপ্রাপ্তির ত্রায় অবিজ্ঞাপ্রভাবে সংসারাবস্থার  
শরীরের সহিত সমতাপ্রাপ্ত ‘আমি অমূকের পুঙ্খরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি  
জীর্ণ (বৃদ্ধ) হইয়াছি, আমি মরিয়া যাইব’ এইভাবে দেহেই আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন  
জীবকে—প্রজ্ঞাপতি ইন্দ্রকে যেরূপ ক্রমে প্রতিবুদ্ধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যেরূপ  
উপদেশ দ্বারা ইন্দ্রের জ্ঞানের উদ্রেক করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ক্রমেই ‘তুমি  
দেহেন্দ্রিয়াদিগত ধর্মবিশিষ্ট নহ, তুমি হইতেছ সেই ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি উপ-  
দেশের দ্বারা সেই এই সম্প্রসাদাখ্য জীব প্রতিবোধিত হইয়া অর্থাৎ দেহাত্ম-  
সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া বায়ু মেঘ প্রভৃতি যেরূপ আকাশ হইতে সমুৎপিত  
হয়, সেইরূপ এই শরীর হইতে সমুৎপিত হইয়া, অর্থাৎ আত্মা যে দেহাদি হইতে  
বিলক্ষণ (সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ), এইরূপে আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া,  
অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয়রূপে নিজের সং-আত্মস্বরূপে  
করেন, অথবা ক্রীড়া করেন, এরূপ উক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহার



পরিণত হন, ইহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রবোধ বা জ্ঞানলাভের পূর্বে সেই সম্প্রসাদনামক জীব যে-ভাবে স্বকীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, তাহা রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রান্তি হয়, সেইরূপ ভ্রান্তিনিমিত্ত, (জ্ঞানোদয়ের পূর্বে ভ্রান্তি দ্বারা নিজের স্বরূপবোধ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে) অনন্তর জ্ঞানোদয়ের পর কৃতপ্রকাশ (ভ্রম দূর হওয়ায় প্রকাশপ্রাপ্ত) সেই রজ্জু যেমন নিজের রজ্জুস্বরূপেই পরি-  
 নিষ্পন্ন বা পরিণত হয়, সেইরূপ এই সম্প্রসাদ জীবও নিজের যে স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন বা পরিণত হয়, তাহাই উত্তম পুরুষ। উত্তম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়াই তাঁহার নাম 'উত্তম পুরুষ'। অক্ষিপুরুষ অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাপন্ন পুরুষ বা জাগরিতাবস্থায় অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট ছায়াপুরুষ ও স্বপ্নাবস্থ পুরুষ, উভয়ই ব্যক্ত; আর সমস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিবর্তিত, সম্প্রদায় ও অশরীর সূক্ষ্ম পুরুষই স্বকীয় রূপে অব্যক্ত; ইহাদেরই মধ্যে ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত পুরুষদ্বয় অপেক্ষা যিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত, তিনিই 'উত্তম পুরুষ' নামে অভিহিত হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই উত্তম পুরুষের এইরূপই নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে উত্তম পুরুষের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে—'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ। ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ উত্তমঃ পুরুষশ্চতুঃ পরমাত্মোদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্রু বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ ॥ যন্তাং ক্ষরমভীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥' ইতি। এই জগতে পুরুষ দ্বিবিধ;—একটি 'ক্ষর' অপরটি 'অক্ষর'। সমস্ত ভূত অর্থাৎ আ-ব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত দেহদারীমাত্রাই 'ক্ষর' পুরুষ, আর যিনি কূটস্থ বা নির্বিকার আত্মা, তিনিই 'অক্ষর' পুরুষ। এতদ্ব্যতীত উত্তম পুরুষ নামে আর একজন আছেন, যিনি অব্যয় অর্থাৎ নির্বিকার ঈশ্বররূপে ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাকে ধারণ করিতেছেন, তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত হন; যে হেতু আমি উক্ত ক্ষরের অতীত, অর্থাৎ ক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ ও অক্ষর হইতেও উত্তম, এইজন্যই আমি এই জগতে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ) সেই সম্প্রসাদ-আত্মাই আবার নিজ স্বরূপে নিজের সেই আত্মাতে সর্বাংশস্বরূপে অবস্থিত হইয়া পরিব্যাপ্ত আছেন, তিনি কখন ইন্দ্রিয়াদিরূপে হস্ত করত অথবা নিজের ঈক্ষিত উৎকৃষ্টা-কৃষ্ট নানাবিধ আহাৰ্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করত, কখনও বা কেবল মনের দ্বারা অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রেই সমুখিত ব্রহ্মলোকগত জী প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর সহিত ক্রীড়া করত, এবং মনে মনেই রমণ করত অবস্থান করেন, কিন্তু উপজন অর্থাৎ এই শরীরকেও স্মরণ করেন না, যে হেতু শরীরস্মরণে কেবল ছঃখই হয়, (দেহেই আত্মবদ্ধি হইয়া-



ছিল, ইহা স্মরণ করিলে সেই স্মরণকর্তা সম্প্রদানের নিশ্চয়ই হুঃখ হইতে পারে। কারণ, হুঃখই দেহের সাধারণ ধর্ম। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সংসর্গে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই শরীরকে ‘উপজন’ বলা হয়, অথবা আত্মভাবে ও আত্মার সমীপস্থরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়াও এই শরীরকে ‘উপজন’ বলা হয়। আচ্ছা, অল্পভূত বিষয়কে যদি স্মরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মুক্তাচার অসর্বজ্ঞতা অর্থাৎ সর্বজ্ঞতার অভাবরূপ দোষ উপস্থিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহা দোষের বিষয় নহে; কারণ, যে মিথ্যাজ্ঞানাদি দ্বারা পূর্বানুভূত বিষয়সমূহ সজ্ঞাত হইয়াছিল, বিজ্ঞা বা জ্ঞানের প্রভাবে সেই সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানাদি উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, অতএব সে সময়ে পূর্বানুভূত বিষয়সমূহ অল্পভূত বলিয়াই গণ্য হয় না, এ জ্ঞাত তাহা স্মরণ করিতে না পারিলেও সর্বজ্ঞত্বের কোন হানি হয় না। উন্নত বা কোন গ্রহের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি সেই উন্নতাবস্থায় বা গ্রহাবিষ্ট অবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভব করে, উন্মাদাদি অবস্থা দূরীভূত হইলে যেমন তাহা আর স্মৃতিপথেই উদিত হয় না, ঠিক সেইরূপই এখানেও অবিজ্ঞাদোষে অভিভূত সংসারী জীবগণকর্তৃক যাহা অনুভূত হয়, তাহা কখনই অশরীর সর্বাত্মাববিশিষ্ট পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, কেন না, সে সময়ে তাঁহার অবিজ্ঞা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানরূপ পূর্ব কারণ দূর হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বাহ্যদের রাগাদি দোষসমূহ ও বিষয়-বাসনারূপ কষায় বা চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা অনুতাপিধান অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন, অথচ বিভ্রাতিব্যাপ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে বাহ্যর অভিব্যক্তি হইতে পারে, এরূপ মানস (চিত্তমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত) যে সমস্ত সত্যকাম অনুভব করেন, সর্বাত্মস্বরূপ মুক্ত পুরুষের কেবল সেই সমস্ত কামই অনুভবের বিষয়ীভূত হয়, এই জ্ঞত্বই আত্মজ্ঞানের প্রশংসানিমিত্ত সত্য কামাদিগুণের নির্দেশ করা হইয়াছে, অতএব “যে এতে ব্রহ্মলোকে” বলিয়া যে বিশেষত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্বাত্মক, সর্বব্যাপী, এ জ্ঞত্ব ঐ মুক্ত পুরুষগণ যে কোন স্থানেই কেন থাকুন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রহ্মলোকেই অবস্থান করেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এখানে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে—একই ব্যক্তি যে সময়ে কিছু দর্শন করিতেছে, ঠিক সেই সময়েই সেই ব্যক্তিই কিছুই দর্শন করিতেছে না, ইহা বলা যেরূপ বিরুদ্ধ, সেইরূপ মুক্ত পুরুষ যে সময় একাত্মভাবাপন্ন হন, তখন তিনি অস্ত্র কিছুই দর্শন করেন না, অস্ত্র কিছুই শ্রবণ করেন না, অস্ত্র কিছুই অনুভব করেন না, ইহা বলিয়া আবার সেই ভূমা আত্মাই সেই সময়েই ব্রহ্মলোকে উপভোগযোগ্য কাম বা কাম্য বিষয়সমূহ দর্শন করিতে করিতে ব্রমণ করেন, অর্থাৎ আনন্দানুভব



উত্তরে বলিতেছেন, না, ইহাতে কোন দোষ হয় না, কারণ, অল্প শ্রুতিতে ইহার পরিহার বা নীমাংসা করা হইয়াছে, যথা—“দ্রষ্টা আচার দৃষ্টি বা জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না, এ জন্ত তিনি সর্বদাই দর্শন করিতেছেন, অথচ একমাত্র দ্রষ্টা ব্যতীত অল্প কোন কাম অর্থাৎ কাম্য বা দ্রষ্টব্য বস্তুর সত্তা না থাকায় তিনি কিছুই দর্শনও করিতেছেন না”। অর্থাৎ কাম্যবস্তু সমুদায়ের ব্রহ্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত না হওয়ায় দর্শন অসম্ভবও হইতেছে, যে হেতু, অদ্বৈত-ভাবে কে কাহাকে দেখিবে? যদিও স্নুপ্তাবস্থার আচার ঐরূপ অদ্বৈতভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও মুক্তাচার পক্ষেও সর্বেককত্ব-হেতু (তিনি যখন সমস্ত পদার্থেরই সহিত একত্বভাবে প্রাপ্ত হন, তখন) দ্বৈতাব্যবসায় সমান। আর সেই মুক্তাচার ‘কাহার দ্বারা কি দর্শন করিবেন?’ ইহা ত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। আচ্ছা, এই পুরুষ বা আত্মা স্বভাবতঃই অশরীর ও অপহতপাপুহাদি লক্ষণবিশিষ্ট হইলেও ইনি অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট হইতেছেন, প্রজাপতি এরূপ কথা কি প্রকারে বলিলেন? এই প্রশ্নের নীমাংসার নিমিত্ত এই পুরুষ অক্ষিমধ্যে যে ভাবে দৃষ্ট হইতেছেন, তাহা বলা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনার বক্ষ্যমাণ বাক্যটি আরম্ভ করিতেছেন—তন্মধ্যে প্রথমতঃ অক্ষিমধ্যে দর্শনের উপায় কি? তাহাই বলিতেছেন—শ্রুতির ‘সঃ’ এই পদটি ‘যেমন প্রয়োগ্য’ (প্রয়োগযোগ্য) এইরূপ দৃষ্টান্ত-সূচক, অথবা ‘সঃ’ শব্দটি ‘প্রয়োগ্যপর’ বা ‘প্রয়োগযোগ্য’ এইরূপ অর্থের বোধক। বাহ্য প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম ‘প্রয়োগ্য’, যেমন অধ্ব, বলীবর্দ (বঙ) ইত্যাদি। আর এই লোকে বাহ্য দ্বারা আচরণ অর্থাৎ কার্য সম্পাদন করা যায়, তাহাকে ‘আচরণ’ বলে। যেমন রথ শব্দট ইত্যাদি। এই জগতে সেই আচরণ অর্থাৎ রথ শব্দট ইত্যাদি আকর্ষণের নিমিত্ত তাহাতে যেমন অধ্ব বলীবর্দ ইত্যাদি ‘প্রয়োগ্য’কে যোজিত করে, সেইরূপ পঞ্চবৃত্তিক অর্থাৎ প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধক্রিয়ারিণিষ্ট প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিসংযুক্ত, বিজ্ঞান ও ক্রিয়া এই দুইটি (দ্বারা পরিপুষ্ট প্রজাত্মা বা জীবাত্মা ঈশ্বর কর্তৃক স্বকৃত কণ্ঠকল ভোগের নিমিত্ত রথ-স্বরূপ এই দেহে নিযুক্ত হইয়া আছেন। ‘কে এই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব? কে এই দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকিব?’ এই শ্রুতি হইতে জ্ঞান যায় যে, রাজা যেমন রাজকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এক জন সর্বাধিকারী অর্থাৎ প্রধান অমাত্য নিযুক্ত করেন, সেইরূপ ঈশ্বরও জীবাত্মাকে দর্শন, শ্রবণ ও অল্প নানাবিধ ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত এই দেহে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। রূপোপলব্ধি বা রূপদর্শনের দ্বারস্বরূপ (উপায় বা কারণস্বরূপ) চক্ষুরিন্দ্রিয় সেই জীবাত্মারই মাত্রা অর্থাৎ একদেশ বা অংশবিশেষ ॥ ৩ ॥



অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষয়ঃ চক্ষুঃ, স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, দর্শনায় চক্ষুঃ। অথ যো বেদেদং জিহ্বাগীতি, স আত্মা, গন্ধায় জ্ঞানম্। অথ যো বেদেদমভিব্যাহরাগীতি, স আত্মা, অভিব্যাহরায় বাক্। অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি, স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—আর এই চক্ষুঃস্বরূপ আকাশ অর্থাৎ শরীরস্থ ছিদ্রবিশেষ বাহাতে অনুবিষয় অর্থাৎ অনুগত, তিনিই সেই আলোচ্য চাক্ষুষ বা অক্ষিমধ্যে দৃশ্যমান পুরুষ; এই চক্ষুঃ তাঁহার রূপদর্শনের নিমিত্ত বা উপায়স্বরূপ। আর যিনি মনে করেন, আমি ইহা আত্মা করিব, তিনিই আত্মা, জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহার গন্ধ গ্রহণের উপায়স্বরূপ। আর যিনি মনে করেন, আমি এই বাক্য বলিব, তিনিই আত্মা, বাগিন্দ্রিয় তাঁহার বাক্য উচ্চারণের উপায়স্বরূপ। আর যিনি মনে করেন, আমি ইহা শ্রবণ করিব, তিনিই আত্মা শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার শব্দ শ্রবণের উপায়স্বরূপ ॥ ৪ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—অথ যত্র কৃষ্ণতারোপলক্ষিতাকাশং দেহছিদ্রম্ অনুবিষয়ম্ অনুগতম্ অনুগতং, তত্র স প্রকৃতোহশরীর আত্মা চাক্ষুষঃ, চক্ষুবি ভব ইতি চাক্ষুষঃ, তস্য দর্শনায় রূপোপলক্ষয়ে চক্ষুঃ করণং, যস্ত তৎ দেহাদিভিঃ সংহতত্বাৎ পরস্ত দৃষ্টং স্বর্ষে, সোহত্র চক্ষুবি দর্শনেন লিঙ্গেন দৃশ্যতে পরোহশরীরোহসংহতঃ। অক্ষিণি দৃশ্যতে ইতি প্রজ্ঞাপতিনোক্তং সর্বেন্দ্রিয়দ্বারোপলক্ষণার্থম্; সর্ববিষয়োপলক্ষা হি স এবতি। স্ফুটোপলক্ষিহেতুত্বাৎ তু ‘অক্ষিণি’ ইতি বিশেষবচনং সর্বপ্রতিবু, “অহমদর্শমিতি তৎ সত্যং সম্ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ। অথাপি যোহস্মিন্ দেহে বেদ; কথম্? ইদং স্মৃগন্ধি বা জিহ্বাগীতি অস্ত গন্ধা বিজ্ঞানীয়ামিতি, স আত্মা; তস্ত গন্ধায় গন্ধবিজ্ঞানায় জ্ঞানম্। অথ বো বেদ ইদং বচনম্ অভিব্যাহরাগীতি বদ্যিযামীতি, স আত্মা; অভিব্যাহরণক্রিয়াসিদ্ধয়ে করণং বাগিন্দ্রিয়ম্। অথ যো বেদ ইদং শৃণবানীতি, স আত্মা; শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥ ৪ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর বাহাতে কৃষ্ণবর্ণ তারকাবিশিষ্ট (চক্ষুর তারা) আকাশ অর্থাৎ শরীরস্থ ছিদ্রবিশেষ (নবদ্বারের দ্বারবিশেষ) অনুবিষয় অর্থাৎ সংস্পৃষ্ট বা অনুগত আছে, তাহার মধ্যে অবস্থিত প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত (আলোচ্য) অশরীর আত্মাই চাক্ষুষ, চক্ষুর মধ্যে পরিদৃষ্ট হন বলিয়াই তিনি চাক্ষুষ নামে অভিহিত হন, এই চক্ষু তাঁহার দর্শন অর্থাৎ রূপদর্শন করিবার করণ বা উপায়স্বরূপ। দেহপ্রভৃতির সহিত সংহত অর্থাৎ সংস্পৃষ্ট বা একত্রীভূত হওয়ায় সেই চক্ষুই অপর দ্রষ্টার প্রয়োজন সাধন করিতেছে, দর্শনরূপ লিঙ্গ বা লক্ষণ দ্বারা অসংহত ও অশরীর বা অমূর্ত্ত সেই পর আত্মাই চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট হন। প্রজ্ঞাপতি যে ‘চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট হন’ বলিয়াছেন, তাহা কেবল চক্ষুমধ্যেই নহে, পরন্তু



সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারেই তিনি যে অনুভূত হন, তাহারই উপলক্ষণ বা জ্ঞাপকমাত্র ; অর্থাৎ তিনি কেবল চক্ষুতেই দৃষ্ট হন না, অস্ত্রাত্ত ইন্দ্রিয়েও তিনি দৃষ্ট হন, কারণ, সেই আত্মাই ত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি বা অনুভব করিয়া থাকেন। তবে যে সমস্ত ঋতিই বিশেষভাবে বলিয়াছেন, ‘অক্ষিতে দৃষ্ট হন’, তাহা কেবল অস্ত্রাত্ত ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষুর মধ্যেই স্পষ্টভাবে অনুভূত হন বলিয়া। বিশেষতঃ ঋতিতে এরূপও উক্তি আছে যে, “আমি দর্শন করিয়াছি, এ নিমিত্ত ইহা সত্য হইতেছে”। আরও দেখ—এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়া যিনি সমস্ত জানিতেছেন বা অনুভব করিতেছেন ; কি প্রকারে ? এই সুগন্ধি বা দুর্গন্ধি বস্তু আভ্রাণ করিয়া জানিতে পারিতেছি, ইহার গন্ধ অনুভব করিব, যিনি এইরূপ অনুভব করেন, তিনিই আত্মা, তাঁহারই গন্ধ অর্থাৎ গন্ধগ্রহণের নিমিত্ত ভ্রাণেন্দ্রিয়। আর যিনি অনুভব করেন, আমি এই বাক্য উচ্চারণ করিব বা বলিব, তিনিই আত্মা। বাক্যোচ্চারণরূপ ক্রিয়াসম্পাদনের জন্তই বাগিন্দ্রিয় তাঁহার করণ বা উপায়স্বরূপ। আর যিনি মনে করেন, আমি ইহা শ্রবণ করিব, তিনিই আত্মা, তাঁহার শ্রবণক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্তই শ্রোত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়। ভাব এই যে—ক্রিয়ামাত্রেরই একটি কর্তা থাকে, স্মৃতরাং দর্শনক্রিয়ারও কর্তা থাকে, এবং ঐ ক্রিয়া দ্বারাই দর্শনক্রিয়ারও অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। দর্শনেন্দ্রিয় যখন দর্শনক্রিয়ার করণ বা উপায়, এবং সংহত বা দেহের সহিত সংসৃষ্ট, তখন তাহা কখনই কর্তা বা ফলভোক্তা হইতে পারে না, বিশেষতঃ সংহত জীব্যমাত্রই অপর কোন অসংহত পদার্থের প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে, স্মৃতরাং অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট অক্ষিপুরুষ যে অশরীর ও অসংহত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, এই জন্তই ভাষ্যে “পরোহশরীরো-হসংহতঃ” এইরূপ উক্ত হইয়াছে) ॥ ৪ ॥

অথ যো বেদেদং মন্বানীতি, স আত্মা, মনোহস্ত দৈবং চক্ষুঃ, স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে যে এতে ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—আর যিনি মনে করেন, আমি ইহা মনন বা চিন্তা করিব, তিনিই আত্মা, মনই ইহার দৈব বা অলৌকিক চক্ষুঃ, সেই এই আত্মা মনোরূপ দৈব চক্ষুঃ দ্বারা ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, সেই কাম্যবিষয়সমূহ দর্শন করত আনন্দানুভব করেন ॥ ৫ ॥



**শাকরভাষ্যম্।**—অথ যো বেদ ইদং মহানীতি—মননব্যাপারমিচ্ছিয়াসংস্পৃষ্ট কেবলং মহানীতি বেদ স আত্মা। যো বেদ, স আত্মা, ইত্যেবং সর্বত্র প্রয়োগাৎ বেদনমন্ত স্বরূপমিত্যবগম্যতে; যথা যঃ পুরস্তাৎ প্রকাশয়তি, স আদিত্যঃ, যো দক্ষিণতঃ, যঃ পশ্চাৎ, উত্তরতঃ, য উর্দ্ধং প্রকাশয়তি, স আদিত্যঃ, ইত্যুক্তে প্রকাশস্বরূপঃ স ইতি গম্যতে। দর্শনাদিক্রিয়ানির্বৃত্তার্থানি তু চক্ষুরাদিকরণানি। ইদঞ্চ অস্ত্রাঙ্গনঃ সামর্থ্যাদবগম্যতে—আঙ্গনঃ সত্ত্বামাত্র এব জ্ঞান-কর্তৃৎ, ন তু ব্যাপৃততয়া; যথা সবিতুঃ সত্ত্বামাত্র এব প্রকাশনকর্তৃৎ, ন তু ব্যাপৃততয়েতি, তদ্বৎ। মনোহস্ত্র আঙ্গনো দৈবম্ অপ্রাকৃতম্ ইতরেদ্রিয়ৈরসাধারণং চক্ষুশ্চষ্টে, পশুত্যানেনতি চক্ষুঃ। বর্তমানকালবিষয়াণি চেদ্রিয়াণি অতোহদৈবানি তানি। মনস্ত ত্রিকালবিষয়োপলব্ধিকরণং মৃদিতদোষঞ্চ সূক্ষ্মব্যবহিতাদি-সর্বোপলব্ধিকরণেষ্ণেতি দৈবং চক্ষুশ্চ্যতে। স বৈ মুক্তঃ স্বরূপাপন্নঃ অবিভাকৃতদেহেদ্রিয়-মনোবিযুক্তঃ সর্বাত্মাবয়মাপন্নঃ সন্ এষ ব্যোমবৎ বিদুশ্চঃ সর্বৈশ্বরো মন-উপাধিঃ সন্ এতেনৈবেশ্বরেণ মনসা এতান্ কামান্ সবিতুপ্রকাশব্রহ্মত্বপ্রততেন দর্শনেন পশুন্ ব্রহ্মতে। কান্ কামান্? ইতি বিশিনষ্টি—যে এতে ব্রহ্মণি লোকে হিরণ্যনিধিবৎ বাহুবিশয়াসদ্বানুভূ-নাপিহিতাঃ সঙ্কল্পমাত্রলভ্যাঃ, তানিত্যর্থঃ। ৫।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—আর যিনি অনুভব করেন, আমি ইহা মনন বা চিন্তা করিব, অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সংস্রবশূন্য হইয়া কেবল মননব্যাপার অর্থাৎ মনের দ্বারাই চিন্তা করিব, এইরূপ বিবেচনা করেন, তিনিই আত্মা, মন তাঁহার মনন বা চিন্তার সাধন। যিনি সমুখভাগ বা পূর্বদিক প্রকাশ করিতেছেন, তিনি আদিত্য, যিনি দক্ষিণে, যিনি পশ্চাতে বা পশ্চিমে, যিনি উত্তরে, যিনি উর্দ্ধদিকে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি আদিত্য, ইহা বলিলে যেমন প্রকাশই আদিত্যের স্বাভাবিক রূপ, ইহাই বুঝায়, সেইরূপ ‘যিনি জানেন বা অনুভব করেন, তিনিই আত্মা’ সর্বস্থানেই এইরূপ প্রয়োগ থাকায় বেদন অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, ইহাই বুঝা যাইতেছে। চক্ষুঃ প্রভৃতি করণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার দর্শনাদিক্রিয়াসম্পাদনের উপায়, অর্থাৎ দর্শনাদি ক্রিয়াসম্পাদনই ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। আর শব্দের সামর্থ্যানুসারেও ইহা বুঝা যাইতেছে যে, আত্মার যে জ্ঞানকর্তৃ বা জ্ঞাতৃ (অনুভব করা) তাহাই আত্মার সত্ত্বা বা অস্তিত্বস্বরূপ, কিন্তু কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়াশ্রক নহে, অর্থাৎ কোনরূপ ব্যাপারে তাঁহার কর্তৃ প্রতীত হয় না, সূর্য্যের প্রকাশকর্তৃ যেমন তাঁহার স্বরূপাতিরিক্ত কোন ব্যাপার দ্বারা সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ সূর্য্যের সত্ত্বামাত্রেই প্রকাশকর্তৃ প্রতীত হয়, কোনরূপ ব্যাপারের অপেক্ষা করে না, ইহাও সেইরূপ। মনই এই আত্মার দৈব অর্থাৎ অপ্রাকৃত অর্থাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অসাধারণ বা বিশিষ্ট চক্ষুঃ। যাহা



দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৮০১

দ্বারা দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাই চক্ষুঃ । বাহ্যেদ্রিয়সমূহ কেবল বর্তমানকালীন বিষয়সমূহকে গ্রহণ বা অনুভব করে, এ জন্ত তাহারা অদৈব বা প্রাকৃত বা সাধারণ, কিন্তু মন বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ ত্রৈকালিক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করণ বা উপায় । অর্থাৎ মনের দ্বারা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ তিন কালেরই বিষয় অনুভূত হয়, বিশেষতঃ মূর্তিতদোষ অর্থাৎ বিগুহ বা সাস্বিক মন স্থল ও ব্যবহিতাদি সমস্ত বিষয়ই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, এ জন্ত মন দৈব বা অলৌকিক চক্ষুঃ বলিয়া কথিত হয় । স্বরূপাগ্ন অর্থাৎ নিজেয় স্বার্থস্বরূপ প্রাপ্ত সেই মুক্ত পুরুষ অবিভাজ্য দেহ ইন্দ্রিয় ও মন হইতে বিযুক্ত হওয়ায় সর্বাস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং আকাশের স্থায় বিগুহ, সর্বৈশ্বর ও মনোরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন এই মনের দ্বারা, অর্থাৎ আদিত্যপ্রকাশের স্থায় নিত্য প্রতত অর্থাৎ বিস্তৃত মানস দর্শনে অর্থাৎ মনোরূপ নেত্র দ্বারা এই সমস্ত কাম্যবিষয় ভোগ করত আনন্দ অনুভব করেন । কোন্ কোন্ কাম্যবিষয়সমূহ ভোগ করেন, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্মরূপ লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মে হিরণ্যানিধির স্থায় (ভূগর্ভে নিহিত স্বর্ণের স্থায়) বাহ্যবিষয়ে আসক্তিসম্মত মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং কেবল সঙ্কল্প অর্থাৎ মনোরথের দ্বারাই লভ্য যে সমস্ত কাম্যবিষয় আছে, তাহাই ভোগ করত আনন্দানুভব করেন ॥ ৫ ॥

তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে, তস্মাতেষাং সর্বৈ চ লোকা আতাঃ সর্বৈ চ কামাঃ, স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্, যন্তুমাত্মানমনুবিষ্ঠ জানাতীতি ই প্রজাপতি-রুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকশ্চ দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।—সম্প্রতি উপাসনার ফল কথিত হইতেছে, দেবগণ প্রজাপতি কর্তৃক উপদিষ্ট এই আত্মাকে উপাসনা করেন, এই জন্তই তাহারা সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্যবিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন । যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপ আত্মাকে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনিও সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্যবিষয়কে প্রাপ্ত হন, ইহাই প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

শাকরভাষ্যম্ ।—ব্রহ্মাদেব ইত্যত্র প্রজাপতিনোক্ত আত্মা, তস্মাৎ ততঃ শব্দা তমাত্মানমভ্যেহপি দেবা উপাসতে । তদুপাসনাচ্চ তেষাং সর্বৈ চ লোকা আতাঃ



প্রাপ্তাঃ সৰ্ব্বে চ কামাঃ ; যদর্থং হি ইন্দ্র একশতং বর্ষাণি প্রজাপতো ব্রহ্মচর্য্যমুপাস, তৎ ফলং প্রাপ্তং দেবৈরিত্যভিপ্রায়ঃ । তৎ যুক্তং দেবানাং মহাভাগ্যত্বাৎ, ন ত্বিদানীং মনুষ্যাণামত্যজীবিতত্বাৎ মন্দতরপ্রজ্ঞত্বাচ্চ সম্ভবতীতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে—স সৰ্ব্বাশ্চ লোকানাপ্নোতি সৰ্ব্বাশ্চ কামান্ ইদানীন্তনোহপি । কোহসৌ ? ইন্দ্রাদিবৎ বস্তুমান্বান-মনুবিভু বিজ্ঞানাতীতি হ সামাঞ্জন কিল প্রজাপতিরূপাচ । অতঃ সৰ্ব্বেষামান্বজ্ঞানং তৎফল-প্রাপ্তিঞ্চ তুল্যেব ভবতীত্যর্থঃ । দ্বির্বচনং প্রকরণসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকশ্চ দ্বাদশখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১২ ॥

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—যে হেতু, প্রজাপতি ইন্দ্রকে এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত দেবগণ ইন্দ্রের নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া অত্মাপিও সেই আত্মার উপাসনা করেন । সেই উপাসনার ফলেই তাঁহারা সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান ও সমস্ত কাম (অভীষ্টবিষয়সমূহ) প্রাপ্ত হইয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, যে আত্মবিজ্ঞানাভের জন্ত ইন্দ্র এক শত বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রজাপতির সমীপে বাস করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়াও অনায়াসেই সেই আত্মজ্ঞানের ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । দেবগণ মহাভাগ্যবান্, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব হওয়া বিচিত্র নহে, অন্নায়ু ও অন্নবুদ্ধি মনুষ্যাদিগের পক্ষে ঐরূপ ফললাভ সম্ভব হইতে পারে না, এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার বলিতেছেন, ইদানীন্তন অর্থাৎ বর্তমান কালের লোকসমূহও সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম বা ঈক্ষিত ফলসমূহ প্রাপ্ত হন । এই ব্যক্তি কে ? অর্থাৎ কিরূপ ব্যক্তি ঐ সমস্ত প্রাপ্ত হন ? না, যে ব্যক্তি ইন্দ্রাদি দেবগণের ত্যায় আত্মতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিয়া উপাসনা করেন, প্রজাপতি এই বাক্য সাধারণভাবেই বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ সকলের সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন ; অতএব আত্মজ্ঞান ও তাহার ফললাভ এখনও সকলের পক্ষেই সমান বলিয়া জানিবে । এই প্রকরণ সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ‘প্রজাপতিরূপাচ’ এই বাক্যটি হইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে দ্বাদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## অষ্টমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

শ্রামাচ্ছবলং প্রপত্তে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপত্তে, অশ্ব ইব  
রোমানি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোন্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরম-  
কৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥ ১ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্ত ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—এই মন্ত্রটি ধ্যান ও জপের নিমিত্ত পঠিত হয়। (এই মন্ত্র  
পড়িয়া ধ্যান করিবে ও এই মন্ত্র জপ করিবে) শ্রাম অর্থাৎ শ্রামবর্ণের শ্রাম ছয়ধি-  
গম্য ও নিবিড়তায়ুক্ত বা গভীর হার্দ ব্রহ্মের (হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের) উপাসনা  
হইতে শবল অর্থাৎ বিবিধকামবিমিশ্রিত বিচিত্র ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি, সেই  
শবল হইতেও আবার শ্রামকে প্রাপ্ত হইতেছি। অশ্ব যেমন রোমসমূহকে কম্পিত  
করিয়া গাত্রেয় ধূলিপ্রভৃতিকে নিক্ষেপ করিয়া (ঝাড়িয়া ফেলিয়া) নির্মল হয়,  
সেইরূপ আমিও পাপকে দূরীভূত করিয়া, রাহগ্রস্ত চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে  
মুক্তি পাইয়া উজ্জ্বল হয়, তেমনই আমিও এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া ও কৃতার্থ  
হইয়া শান্ত ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি, লাভ করিতেছি ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—“শ্রামাচ্ছবলং প্রপত্তে” ইত্যাদিমন্ত্রায়াঃ পাবনো জপার্থশ্চ  
ধ্যানার্থো বা। শ্রামো গভীরো বর্ণঃ, শ্রাম ইব শ্রামো হার্দং ব্রহ্ম, অত্যন্তদূরবগাহ্যতাং ;  
তৎ হার্দং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা ধ্যানেন, তস্যাং শ্রামাৎ শবলং, শবল ইব শবলঃ, অরণ্যাত্তনেক-  
কামমিশ্রতাং ব্রহ্মলোকস্ত শাবল্যং, তৎ ব্রহ্মলোকং শবলং প্রপত্তে মনসা শরীরপাতাত্মা  
উর্দ্ধং গচ্ছেয়ম্। যস্মাদহং শবলাং ব্রহ্মলোকাৎ নাম-রূপব্যাকরণায় শ্রামং প্রপত্তে হার্দং  
ব্রহ্মভাবে প্রপন্নোহস্মীত্যভিপ্রায়ঃ, অতন্তমেব প্রকৃতিস্বরূপমাত্মানং শবলং প্রপত্তে ইত্যর্থঃ।  
কথং শবলং ব্রহ্মলোকং প্রপত্তে ইতি ? উচ্যতে—অশ্ব ইব স্থানি লোমানি বিধূয় কম্পনেন  
শ্রমং পান্থাদি চ রোমতোহপনীয় বথা নির্মলো ভবতি, এবং হার্দব্রহ্মজ্ঞানেন বিধূয় পাপং  
ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যাং চন্দ্র ইব চ রাহগ্রস্তস্তস্যাং রাহোর্গম্যং প্রমুচ্য ভাষরো ভবতি, তথা  
এব ধূত্বা প্রহায় শরীরং সর্বানর্থাংশয়মিহৈব ধ্যানেন কৃতাত্মা কৃতকৃত্যঃ সন্ অকৃতং নিত্যং  
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীতি। দ্বির্কচনং মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থম্। ১।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্ত ত্রয়োদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৬।



**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ ।**—“শ্রামাৎ শবলং প্রপত্তে” ইত্যাদি পবিত্র মন্ত্র জপ অথবা ধ্যানের নিমিত্ত পঠিত হইয়া থাকে । শ্রাম অর্থাৎ গভীর বা প্রগাঢ় বর্ণ । শ্রাম বলিতে এখানে শ্রামের শ্রায়, হার্দী বা হৃৎপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্ম অত্যন্ত দ্রববগাহ বা দ্রুতের বলিয়া তাঁহাকে শ্রাম বলা হইয়াছে, সেই হার্দী ব্রহ্মকে ধ্যানের দ্বারা অবগত হইয়া, সেই শ্রাম অর্থাৎ হার্দী ব্রহ্ম হইতে শবল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছি, অর্থাৎ মনের দ্বারাই হউক, অথবা দেহত্যাগের পরই হউক, শবল ব্রহ্মলোকে গমন করিব । শবল শব্দের অর্থ বিবিধ বিচিত্রবর্ণ, এখানে শবল শব্দে শবলের শ্রায় বুঝিতে হইবে, অরণ্য প্রভৃতি বহুবিধ কামমিশ্রিত বলিয়া ব্রহ্মলোকের শবলতা, অর্থাৎ শবলের শ্রায় । অভিপ্রায় এই যে, যে-হেতু, আমি নাম-রূপ প্রকটনের নিমিত্ত (নাম-রূপাকারে প্রকটিত হইবার নিমিত্ত) শবল ব্রহ্মলোক হইতে শ্রাম অর্থাৎ হার্দী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতেছি, অতএব প্রকৃতিস্বরূপ সেই শবল আত্মাকেই প্রাপ্ত হইতেছি । কি প্রকারে শবল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাই বলিতেছেন, অথ যেমন নিজ রোমসমূহকে বিধৃত করিয়া, অর্থাৎ কম্পনের দ্বারা পরিশ্রম ও রোমসমূহ হইতে ধূলি প্রভৃতিকে অপনীত করিয়া (ঝাড়িয়া ফেলিয়া) নির্মল হয়, সেইরূপ হার্দী ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্য পাপ অর্থাৎ পাপ পুণ্য উভয়কেই দূরীভূত করিয়া, ব্রাহ্মগ্রন্থ চন্দ্র যেমন সেই ব্রাহ্মর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভাস্বর বা উজ্জল রূপে দীপ্তি পায়, সেইরূপ সমস্ত অনর্থ বা অনিষ্টের আশ্রয়স্বরূপ এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, এই জন্মেই ধ্যানের দ্বারা কৃতকৃত্য বা সফল হইয়া সম্যকরূপে অকৃত অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মলোক লাভ করিব । মন্ত্র সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ‘অভিসম্ভবামি’ এই পদটি দ্রুত হইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।



## অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্দশঃ খণ্ডঃ

আকাশো বৈ নাম নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তৎ  
ব্রহ্ম, তদমৃতং, স আত্মা । প্রজাপতেঃ সভাং বেষ্ম প্রপত্তে,  
যশোহহং ভবামি, ব্রাহ্মণানাং যশো রাজ্ঞাং যশো বিশাং যশোহহ-  
মনুপ্রাপৎসি, স হাহং যশসাং যশঃ শ্রেতমদৎকমদৎকং শ্রেতং  
লিন্দু মাহভিগাং লিন্দু মাহভিগাম্ ॥ ১ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য চতুর্দশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—সম্প্রতি উপাসনার উপযোগী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নির্দেশ  
করিতেছেন, আকাশই অর্থাৎ আকাশ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মই নাম ও রূপের নির্বাহক  
বা প্রকাশক ; সেই নাম ও রূপ বাহার মধ্যে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত,  
(মৃত্যুরহিত) তিনিই আত্মা । অতঃপর মন্ত্র বলিতেছেন, আমি প্রজাপতির  
অর্থাৎ চতুর্শ্রুখ ব্রহ্মার সভাগৃহ প্রাপ্ত হইতেছি, আমি হইতেছি যশঃ বা যশঃস্বরূপ  
অর্থাৎ আত্মা, আমি ব্রাহ্মণগণের যশঃ, ক্ষত্রিয়গণের যশঃ, বৈশ্যগণের যশঃ অর্থাৎ  
আত্মতাব পাইতে ইচ্ছা করি ; যশেরও যশঃস্বরূপ সেই আমি শ্রেত অর্থাৎ সুপক  
বদরীফলের ঞ্চার রক্তবর্ণ ও অদংক অর্থাৎ দন্তহীন হইয়াও অদংক অর্থাৎ ভক্ষণ-  
কারী (ধ্বংসকারী) শ্রেত অর্থাৎ সুপক বদরীফলের ঞ্চার রক্তবর্ণ লিন্দু (জীচিহ্ন)  
যেন প্রাপ্ত না হই, যেন প্রাপ্ত না হই । জীচিহ্ন যে সর্ববিধ অনর্থের হেতু, ইহাই  
জানাইবার নিমিত্ত ‘লিন্দু মাহভিগাম্’ এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**শাকরভাষ্যম্ ।**—আকাশো বৈ ইত্যাদি ব্রহ্মণো লক্ষণনির্দেশার্থম্ আধ্যা-  
নায় । আকাশো বৈ নাম ঋতিষু প্রসিদ্ধ আত্মা, আকাশ ইবাসরীরদ্বাং সূক্ষ্মত্বাচ্চ । স চাকাশো  
নাম-রূপয়োঃ স্বাস্থ্যহর্যোজ্জগদ্বীকৃতয়োঃ সলিলস্তেব ফেনস্থানীয়য়োর্নির্ব্বহিতা নির্বোঢ়া  
ব্যাকর্ষ্য । তে নাম-রূপে যদন্তরা বস্তু ব্রহ্মণোহন্তরা মধ্যে বর্তেতে, তয়োর্বো নাম-রূপয়োঃসন্তরা  
মধ্যে যন্মামরূপাভ্যাম্পৃষ্টং যদিত্যেতৎ, তৎ ব্রহ্ম নাম-রূপবিলক্ষণং নাম-রূপাভ্যাম-  
্পৃষ্টং, তথাহপি তয়োর্নির্বোঢ়া, এক-লক্ষণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ । ইদমেব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেনোক্তং,  
চিদ্ভ্রাত্ত্বগুণমাং সর্বত্র চিৎস্বরূপতৈবেতি গম্যতে একবাক্যতা । কথং তদবগম্যতে ইত্যাহ—



স আত্মা। আত্মা হি নাম সর্বজন্তুনাং প্রত্যক্চেতনঃ স্বসংবেদ্যঃ প্রসিদ্ধঃ, তেনৈব স্বরূপেণোরীয় অশরীরো ব্যোমবৎ সর্বগত আত্মা ব্রহ্মৈত্যবগন্তব্যম্। তচ্চ আত্মা ব্রহ্ম অমৃতমমরণধর্ম্মা। অত উর্দ্ধং মন্ত্রঃ। প্রজাপতিশ্চতুর্মুখঃ, তন্ত সভাং বেষ্ম প্রভূমিত্যং বেষ্ম প্রপত্তে গচ্ছেয়ম্। কিঞ্চ, যশোহং—যশো নামাত্মাহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং, ব্রাহ্মণা এব হি বিশেষতন্তমুপাসতে; ততস্তেবাং যশো ভবামি। তথা রাজাং বিশাঞ্চ। তেহপ্যধিকৃতা এবতি তেবা-মপ্যাত্মা ভবামি। তং যশোহংমহুপ্রাপংসি প্রাপ্তুমিচ্ছামি। স হ অহং যশসামাত্মনাং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিলক্ষণানামাত্মা। কিমর্থমহমেবং প্রপত্তে ইতি? উচ্যতে—  
 যেতং বর্ণতঃ পুরুষদরসমং যোহিতম্। তথা অদংকং দন্তরহিতমপি অদংকং ভক্ষয়িতু  
 দ্বীব্যঞ্জনং, তৎসেবিনাং তেজো-বল-বীৰ্য্য-বিজ্ঞান-ধর্ম্মাণামপহন্ত, বিনাশয়িতু ইত্যেতং। যদেব  
 লক্ষণং যেতং লিন্দু পিচ্ছলং, তং মা অভিগাং মা অভিগচ্ছেয়ম্। দ্বির্বচনমত্যস্তানর্থহেতু-  
 প্রদর্শনার্থম্। ১।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্ত চতুর্দশখণ্ডোভ্যাম্। ১৪।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—খ্যানোপযোগী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নির্দেশের নিমিত্ত ‘আকাশো বৈ’ ইত্যাদি বাক্য কথিত হইতেছে। আকাশের ত্রায় অমৃত ও হৃদয় বলিয়া আত্মা শ্রুতিতে আকাশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেই আকাশই (আত্মাই) জলমধ্যে হৃদয়ভাবে অবস্থিত ফেনের ত্রায় নিজের অভ্যন্তরে অতি হৃদয়রূপে অবস্থিত জগতের বীজ বা কারণস্বরূপ নাম ও রূপের নির্বাহকর্তা বা প্রকাশক। সেই নাম ও রূপ যে ব্রহ্মের অভ্যন্তরে অবস্থিত, অথবা সেই নাম ও রূপের মধ্যে থাকিয়াও যিনি নাম ও রূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। যদিও এই ব্রহ্ম নাম ও রূপ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, ও নাম এবং রূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট, তথাপি তিনি নাম ও রূপের নির্বাহকর্তা, ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণেও ঠিক এইরূপই উক্তি আছে। বাস্তবিক-পক্ষে সর্বত্রই চিৎস্বরূপের অনুগম বা চিৎস্বরূপের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ চিৎ-স্বরূপতা বা বিগুহ্য চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ, ইহাই বুঝা যাইতেছে। উক্ত দুইটি শ্রুতিরই একবাক্যতাহেতু আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম যে চিৎস্বরূপই, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। কিরূপে তাহা জানা যাইতেছে? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, তিনিই আত্মা, আত্মাই যে সমস্ত প্রাণীর প্রত্যক্চেতন অর্থাৎ সর্বগত চৈতন্যস্বরূপ বা অন্তর্যামী, তাহা স্বসংবেদ্য অর্থাৎ নিজের অনুভবগম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই প্রত্যক্চেতনস্বরূপে চিন্তা করিলেই আকাশের ত্রায় অমৃত ও সর্বগত (সর্বব্যাপী) আত্মাই যে ব্রহ্ম, ইহা জানা যায়। সেই আত্মা অর্থাৎ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই অমৃত অর্থাৎ অমরনধর্ম্মী বা মৃত্যুরহিত। ইহার পর অর্থাৎ



ইহার পর যাহা বলা হইতেছে, তাহা মন্তব্যরূপ। প্রজ্ঞাপতির (চতুর্নুখ ব্রহ্মার) সভাগৃহ প্রভুসম্বৃত (অর্থাৎ তৎকর্তৃক অধিষ্ঠিত গৃহ) প্রাপ্ত হইব (সেস্থানে গমন করিব)। আর, আমি যশঃ, অর্থাৎ আমি হইতেছি ব্রাহ্মণগণের যশঃস্বরূপ আত্মা; কারণ, ব্রাহ্মণগণই বিশেষরূপে সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, এই জন্তই আমি তাঁহাদিগের যশঃস্বরূপ; সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণের ও বৈশ্যগণেরও আমি হইতেছি যশঃস্বরূপ; কারণ, তাঁহারাও ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী, (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণেরও ব্রহ্মের উপাসনা করিবার অধিকার আছে) অতএব আমি তাঁহাদিগেরও যশঃস্বরূপ আত্মা। আমি তাঁহাদিগের যশকে পাইতে ইচ্ছা করি। (তাঁহাদিগের যশঃস্বরূপ হইতে ইচ্ছা করি)। সেই আমি যশঃসমূহের অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধিস্বরূপ আত্মসমূহের আত্মস্বরূপ। কি নিমিত্ত আমি এইরূপ প্রাপ্ত হইতেছি? (প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি?) তাহাই বলিতেছেন, লিন্দু অর্থাৎ জীবাত্মন বা জীচিহ্ন (যোনি) শ্রেত অর্থাৎ সুপক্ক বদরীফলের (কুল) ত্রায় রক্তবর্ণ, এবং উহা অদংক অর্থাৎ দস্তবিহীন হইলেও অদংক অর্থাৎ ভক্ষণকর্তা, অর্থাৎ যাহারা ঐ জীচিহ্নের সেবা করে, (যাহারা জীসঙ্গ করে) ঐ জীচিহ্ন তাহাদিগের ভেজ, বল, বীৰ্য্য, বিজ্ঞান ও ধর্মের অপহস্তা বা বিনাশক। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট শ্রেত (পক্কবদরীফলের ত্রায় রক্তবর্ণ) ও পিচ্ছিল যে লিন্দু অর্থাৎ জীচিহ্ন, তাহাতে যেন আমাকে কখন গমন করিতে না হয়, (আমি যেন কখন জীবাত্মনে আসক্ত না হই অথবা আমাকে যেন গর্ভবাস-যাতনা ভোগ করিতে না হয়) ঐ জীচিহ্ন যে সর্ববিধ অনর্থের হেতু, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ‘লিন্দু মাইভিগাম্’ এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাব্যাহ্বাদ সমাপ্ত।



## অষ্টমপ্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ

তদ্বৈতং ব্রহ্মা প্রজাপত্যে উবাচ, প্রজাপতিশ্র্মনবে, মনুঃ  
প্রজাত্যঃ, আচার্যকুলাদ্বৈদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ  
কর্মাতিশেষোভিসমারুত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো  
ধার্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্বৈন্দ্রিয়ানি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্  
সর্বভূতান্ তত্র তীর্থেভ্যঃ । স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্ম-  
লোকমভিসম্প্রাপ্যতে, ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে ॥ ১ ॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি ছান্দ্যোগ্যোপনিষদব্রাহ্মণে অষ্টমঃ  
প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৮ ॥

ইতি সামবেদীয়-ছান্দ্যোগ্যোপনিষৎ সম্পূর্ণা ।

॥ ❖❖ ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ ❖❖ ॥

**অনুবাদ।**—সেই এই ব্রহ্মজ্ঞান চতুর্ন্থ ব্রহ্মা প্রজাপতি কণ্ডপকে  
বলিয়াছিলেন, তাহার পর প্রজাপতি কণ্ডপ মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু আবার  
প্রজাসমূহকে অর্থাৎ মানবগণকে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। গুরুগৃহে  
যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও গুরুশ্রদ্ধাদি কর্ম করিয়া অবসরসময়ে বেদ ও  
বেদার্থ অধ্যয়ন করিবে। অনন্তর গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন করত  
গৃহে আত্মীয়গণসমীপে আগমনপূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়া পবিত্র স্থানে বেদ  
অধ্যয়ন করিবে ও অশ্রান্ত ব্যক্তিকে ধার্মিক করিবে, অর্থাৎ লোকসমূহ  
যাহাতে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, এরূপ উপদেশ দান করিবে। সেই সঙ্গে নিজের ইন্দ্রিয়-  
সমূহকেও আত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া তীর্থ-  
স্থান ব্যতীত অত্র স্থানে হিংসাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। সেই বেদজ্ঞ  
ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপ আচরণ করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে  
আর এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডে অম্ববাদ সমাপ্ত ।



পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৮০৯

**শাক্তব্রতান্যম্।**—তদৈতদাত্মজ্ঞানং সোপকরণম্ “ওমিত্যেতদক্ষরম্” ইত্যাত্মৈঃ সহোপাসনৈস্তদ্ব্যাক্রমেন গ্রহেণাষ্টাধ্যায়ীলক্ষণেন সহ ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ পরমেশ্বরো বা তদ্ব্যাক্রমেন প্রজ্ঞাপত্যে কণ্ঠপাশ উবাচ, অসাবপি মনবে স্বপুত্রায়, যন্নঃ প্রজাত্যঃ ; ইত্যেবং প্রত্যর্থসম্প্রদায়পরম্পরয়াহংগতমুপনিষদ্বিজ্ঞানমজ্ঞাপি বিদ্বৎস্ব অবগম্যতে। যথেষ্ট যষ্ঠাধ্যায়জয়ে প্রকাশিতা আত্মবিজ্ঞা সফলাহবগম্যতে, তথা কর্মণাং ন কশ্চনার্থঃ, ইতি প্রাপ্তে তদানর্থক্যপ্রাপ্তিপরিজিহীর্ষয়া ইদং কর্মণো বিদ্বত্তিরমুদ্রীম্যানস্ত বিশিষ্টফলবসেনার্থবস্তুচ্যতে, আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য সহার্থতোহধ্যয়নং কৃৎবা যথাবিধানং যথা স্মৃত্ত্বৈর্নিয়মৈর্যুক্তঃ সমিত্যর্থঃ। সর্বত্রাপি বিধেঃ স্মৃত্ত্বাক্ত্যোগকূর্ষণকং প্রতি কর্তব্যে গুরুশ্রাব্যায়ঃ প্রাধান্তপ্রদর্শনার্থমাহ—গুরোঃ কর্ম যৎ কর্তব্যং তৎ কৃৎবা কর্মশূতো যোহতিশিষ্টঃ কালঃ, তেন কালেন বেদমধীত্যেত্যর্থঃ। এতৎ হি নিয়মবতা অধীতো বেদঃ কর্ম-জ্ঞানফলপ্রাপ্তয়ে ভবতি, নাশ্রুত্যাভিপ্রায়ঃ। অভিসমাবৃত্য ধর্মজিজ্ঞাসাং সমাপয়িত্বা গুরুকুলান্নিবৃত্য জায়তো দারানাহত্য কুটুবে স্থিত্বা গার্হস্থ্যে বিহিতে কর্মণি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। তত্রাপি গার্হস্থ্যবিহিতানাং কর্মণাং স্বাধ্যায়স্ত প্রাধান্তপ্রদর্শনার্থমচ্যতে—তুর্গো বিবিক্তে অমেধ্যাদিরহিতে দেশে যথাবদাসীনঃ স্বাধ্যায়মধীয়ানো নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম অধিকং যথাসক্তি স্বগাতভ্যাসকং কূর্কন, ধার্মিকান্ পুত্রান্ শিষ্যাংশ্চ ধর্মযুক্তান্ পিতৃধর্মধার্মিকেষু তান্ নিয়ময়ন্ আত্মনি স্বহৃদয়ে হার্দে ব্রহ্মণি সর্বেশ্বরিয়ণি সম্প্রতিষ্ঠায়া উপসংহত্য, সর্বেশ্বরি-গ্রহণাৎ কর্মণি চ সম্যক্ত, অহিংসন্ হিংসাং পরপীড়ামকূর্কন, সর্বভূতানি স্বাবরজকমাণি ভূতানি অপীড়য়ন্নিত্যর্থঃ। ভিক্ষানিমিত্তমটনাদিনাহপি পরপীড়া শ্রাদ্ধিত্যত আহ—অজ্ঞত্বার্থেভ্যঃ, তীর্থং নাম শাস্ত্রানুজ্ঞা-বিষয়ঃ, ততোহজ্ঞত্বার্থঃ। সর্কীশ্রমিণাং চৈতৎ সমানম্। তীর্থোভ্যোহজ্ঞত্ব অহিংসেবেত্যন্তে বর্ণয়ন্তি। কুটুবে এইবতং সর্বং কূর্কন স্ম যদধিকৃতো যাবদায়ুষং যাবজ্জীবমেবং যথোক্তেন প্রকারেণৈব বর্তয়ন্ ব্রহ্মলোকমভিসম্পত্ততে দেহান্তে ; ন চ পুনরাবর্ততে, শরীরগ্রহণায় পুনরাবর্ত্তে: প্রাপ্তায়াঃ প্রতিবেদ্যঃ। অচ্চিরাদিনা মার্গেণ কার্য্য-ব্রহ্মলোকমভিসম্পত্ত যাবৎ ব্রহ্মলোকস্থিতিঃ, তাবত্তত্বেব তিষ্ঠতি, প্রাক্ ততো নাবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। দ্বিষভ্যাস উপনিষদ্বিজ্ঞাপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ১।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্ত পঞ্চদশখণ্ডভাষ্যম্। ১৫।

ইতি ত্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্ত পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত ত্রীশকরভগবতঃ

কৃতো ছান্দোগ্যোপনিষদ্ব্যয়ে অষ্টমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ। ৮।

ইতি সামবেদীয়ছান্দোগ্যোপনিষদ্ব্যয়ঃ সমাপ্তম্।

। \* । ও তৎ সৎ ও । \* ।

**সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ।**—নানাবিধ উপকরণ বা উপায়সংবলিত, ‘ওম্ ইত্যেতদক্ষরম্’ ইত্যাদির উপাসনা ও তাহার প্রতিপাদক অষ্টাধ্যায়ীলক্ষণ



বিশিষ্ট গ্রন্থের সহিত সেই এই আত্মজ্ঞান হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মা অথবা স্বয়ং পরমেশ্বরই ব্রহ্মা দ্বারা প্রথমতঃ কণ্ডুপ প্রজাপতিকে উপদেশ দিয়া ছিলেন। অনন্তর এই কণ্ডুপ নিজপুত্র মনুকে, মনু আবার প্রজাসমূহকে অর্থাৎ মনুষ্যাগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপ সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে সমাগত এই উপনিষৎ-বিজ্ঞান অত্মাপিও বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইতেছে, অর্থাৎ পণ্ডিতগণ অত্মাপিও উপনিষৎ-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছেন। এই ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত তিনটি অধ্যায়ে (প্রপাঠকে) প্রকাশিত আত্মবিজ্ঞা যেরূপ সফল হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, কর্মসমূহের কোন অর্থই সেরূপ সফল বলিয়া জানা যায় না; এইরূপ সন্দেহ কাহারও হইতে পারে, এই সম্ভাবনায় ঐ আনর্থক্যসন্দেহ দূরীকরণেচ্ছায় বলিতেছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠায়মান কর্মের ফলের বৈশিষ্ট্য হেতু সার্থকতা আছে, অর্থাৎ জ্ঞানিগণ যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম যে বিশেষ ফলপ্রদই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং কর্ম নিরর্থক নহে। যথাবিধি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিয়ম প্রতিপালন-পূর্ব্বক আচার্য্যকুল অর্থাৎ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে বাস করিয়া তাঁহার নিকট অর্থের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিবে। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সমস্ত বিধিই উপকূর্কীগণক ব্রহ্মচারীর অবশ্য পালনীয় হইলেও গুরুশুশ্রূষার প্রাধান্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত বলিতেছেন, গুরুর যে সমস্ত কার্য্য করা উচিত, সেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, যে সময়ে করিবার মত কোন কাষ আর থাকে না, সেই অবসরসময়ে বেদ অধ্যয়ন করিবে। এইরূপ নিয়ম পালন করিয়া যে বেদ অধ্যয়ন করা যায়, সেই অধীত বেদই কর্ম ও জ্ঞানের উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে, (ফল প্রদান করে) উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে, তাহা ফলপ্রদ হয় না, ইহাই উপনিষৎকারের অভিপ্রায়। অনন্তর সমাবর্তন অর্থাৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা সমাধা করিয়া গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করত যথাবিধি দারপরিগ্রহ ও কুটুম্বে অবস্থান করিয়া (পরিজনগণমধ্যে থাকিয়া) গৃহস্থশ্রমে যে সমস্ত কর্ম অবশ্য কর্তব্য, সেই সমস্ত কর্মে নিযুক্ত থাকিবে। সেই গৃহস্থশ্রমে বিহিত কর্মসমূহের মধ্যেও আবার নিত্যবেদাধ্যয়নের প্রাধান্য প্রদর্শনের (অবশ্য-কর্তব্যতা প্রতিপাদনের) নিমিত্ত বলিতেছেন, শুচি অর্থাৎ কেশ অস্থি প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্যাবিরহিত পবিত্র স্থানে যথাবিধি আসীন অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়া বেদ অধ্যয়ন করত অর্থাৎ সামর্থ্যানুযায়ী নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম—যত অধিক করিতে পারা যায়, তাহা সম্পাদন ও ঋগ্বেদাদি বেদসমূহ নিত্য অভ্যাস বা পাঠ করিবে। এইরূপ কার্য্যে নিরত থাকিয়া পুত্র ও শিষ্যাগণ যাহাতে ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তাহাদিগকে



সেইরূপ শিক্ষাদান করিবে ও ইন্দ্রিয়সমূহকে আত্মায় অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্মে সংস্থাপিত ও উপসংহৃত করিয়া, (বিষয়াসক্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত বা সংযত করিয়া) এ স্থানে ইন্দ্রিয় শব্দের উল্লেখ করায় বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত কর্মের সম্ভাষণ করিয়া, (কর্মের ফললাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বা নিষ্কাম হইয়া) কোন প্রাণীর হিংসা না করিয়া—স্বাবর জন্ম কোন ভূতেরই পীড়া উৎপাদন না করিয়া—এ স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বাবর জন্ম কোন ভূতই যাহাতে পীড়িত না হয়, এ উক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ, ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণাদি কালেও ত পরপীড়া সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তীর্থস্থান ব্যতীত অন্ত্রে; তীর্থ শব্দের অর্থ—শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়, তদ্ব্যতীত অন্ত স্থানে, অর্থাৎ শাস্ত্র যে সমস্ত বিষয় কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে যদি কোনরূপ হিংসা হয়, তাহা দোষাবহ নহে, অগ্র স্থলে হিংসাই দোষাবহ। এই বিধিটি সমস্ত আশ্রমীদিগের পক্ষেই সমান। কেহ কেহ বলেন যে—প্রসিদ্ধ তীর্থব্যতিরিক্ত স্থলে হিংসা করিবে না, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। কুটুম্ব অর্থাৎ পোষাবর্গ বিষয়ে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমেই এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিবে। (ভাবার্থ এই যে—ব্রহ্মচারী হই প্রকার;—উপকুর্কাণ ও নৈষ্ঠিক। এই হই প্রকার ব্রহ্মচারীকেই উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস করিয়া যথাশাস্ত্র নিয়মসমূহ প্রতিপালনপূর্বক গুরুশ্রাব্য করিতে হয়, গুরু সমস্ত আদেশ ও তাঁহার আবশ্যকীয় কর্মসমূহ সম্পন্ন করিয়া যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, সেই সময়েই বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়। গুরু যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, সর্বতোভাবে সেইরূপ কার্যই করিতে হয়। ইহাতে তাহার অধ্যয়ন হউক আর না হউক; শিষ্যের সেবায় গুরু সন্তুষ্ট হইলে অধ্যয়ন না করিলেও গুরুর তপস্যার প্রভাবে ও তাঁহার আশীর্বাদেই শিষ্যের বিদ্যালাভ হয়। যাহারা দ্বাদশ বৎসর এই ভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দারপরিগ্রহ করত গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্তব্য প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগকে উপকুর্কাণ ব্রহ্মচারী বলা হয়। গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও নিত্য বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। আর যাহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গুরুগৃহেই বাস করেন, তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। নৈষ্ঠিকদিগকে গৃহস্থোচিত কোন কার্যই করিতে হয় না) সেই অধিকারী ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপ আচরণ করিয়া দেহপাতানন্তর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে পুনরায় দেহ ধারণ করিবার নিমিত্ত ইহলোকে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না; দেহান্তে সাধারণতঃ সকল জীবেরই পুনর্জন্ম হইয়া থাকে, সম্ভাবিত



সেই পুনর্জন্ম নিষেধের অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে যে, ইহলোকে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। দেহান্তে অর্চিরাদি মার্গ দ্বারা কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মায় লোকে গমন করেন, আর সেই ব্রহ্মলোক যত কাল থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত সেই লোকেই অবস্থান করেন, তাহার পূর্বে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। উপনিষদের প্রতিপাত্ত বিষয় সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'ন চ পুনরাবর্ততে' এই বাক্যটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অষ্টমপ্রপাঠকে পঞ্চদশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষদের সংক্ষিপ্ত-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ইতি অষ্টম প্রপাঠক সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

॥ \* ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ \* ॥

—ঃ শান্তিপাঠঃ :—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাস্তানি বাক্ প্রাণচক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বল-  
মিন্দ্রিয়ানি চ সর্বানি। সর্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাংসং ব্রহ্ম  
নিরাকুর্যাৎ, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্ত অনিরা-  
করণং মেহস্ত। তদাত্মনি নিরতে যে উপনিষৎস্ব ধর্ম্মাস্তে ময়ি  
সন্ত, তে ময়ি সন্ত। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

**অনুবাদ।**—আমার অঙ্গসমূহ আপ্যায়িত বা পরিতৃপ্ত হউক, এবং  
বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহও আপ্যায়িত হউক অর্থাৎ নিজ নিজ  
কার্য্যসম্পাদনে সামর্থ্য লাভ করুক। সমস্ত বেদ ও উপনিষদের প্রতিপাত্ত  
ব্রহ্মকে আমি যেন কখন পরিত্যাগ না করি, অর্থাৎ তাঁহাতে যেন বীতশ্রদ্ধ না  
হই, ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। আমি যেন প্রত্যাখ্যাত না হই,  
প্রত্যাখ্যাত না হই। উপনিষৎশাস্ত্রে আমার যে সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই  
ধর্ম্মসমূহ আমাতে বিদ্যমান থাকুক, বিদ্যমান থাকুক।



